মাসুদ রানা

# শুভ্র পিঞ্জর

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

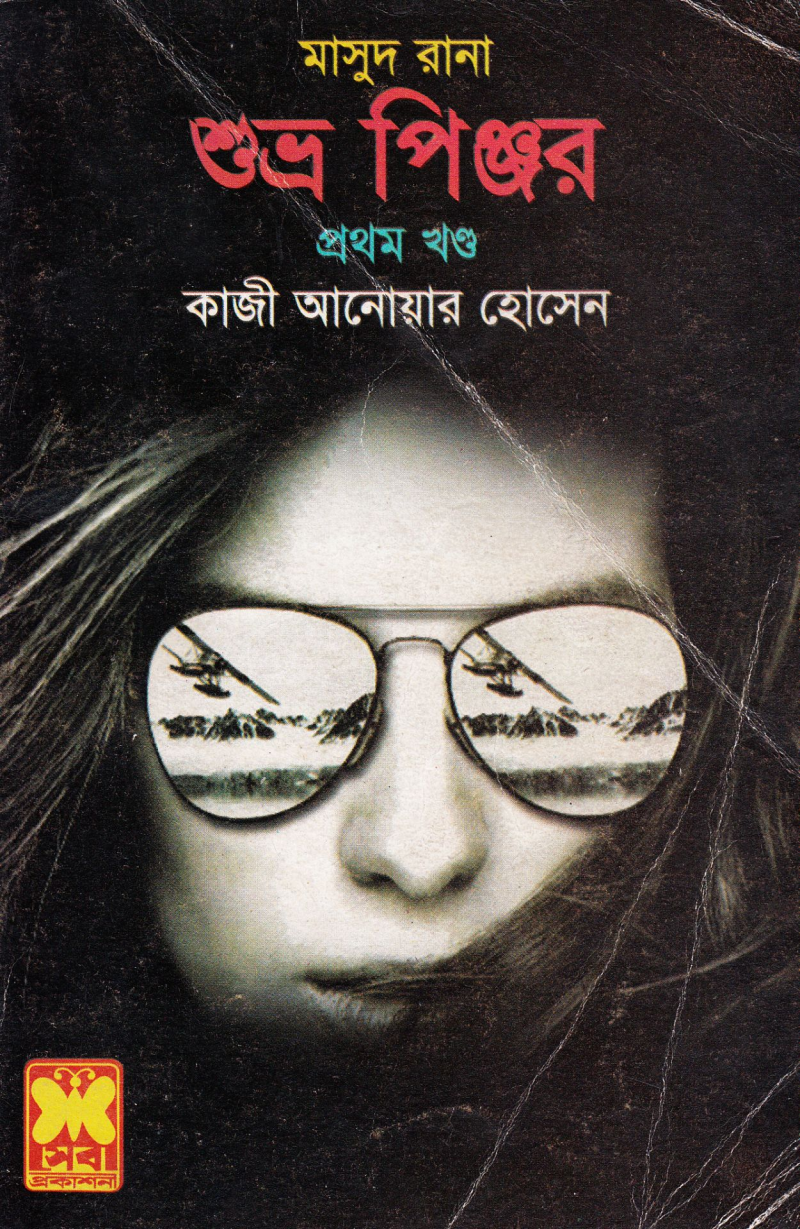

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা ৪১৭

# শুভ্র পিঞ্জর

## (প্রথম খণ্ড)

## কাজী আনোয়ার হোসেন

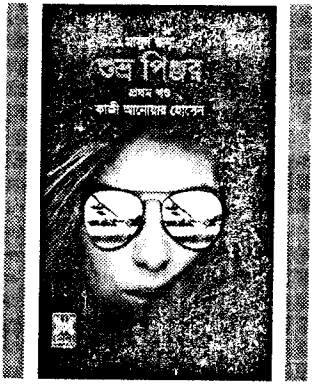


সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7417-3

## প্রস্তাবনা

আর্কাইভ রেকর্ড। দ্য টরোন্টো ডেইলি স্টার। ২৩ নভেম্বর, ১৯৩৭।

*রহস্যময় অন্তর্ধান!*
*এস্কিমো গ্রাম জনশূন্য!!*
*(বিশেষ প্রতিনিধি)*

*লেক টেরিটোরি, ২২ নভেম্বর। উত্তরাঞ্চলের হ্রদ এলাকায় একটি এস্কিমো গ্রাম জনশূন্য হয়ে যাওয়ার কাহিনির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর। তাঁর বক্তব্যে জানা যায়, দশ দিন আগে জেফ অ্যাবেল নামে একজন সিল-শিকারী এ-বিষয়ে প্রথম তাঁদেরকে খবর দেন। খবরে প্রকাশ, সিলমাছের খোঁজে লেক অ্যাঞ্জিকুনি-র পারের দুর্গম এলাকায় গিয়েছিলেন মি. অ্যাবেল; সেখানকার এক এস্কিমো গ্রামে ঢুকে পুরো এলাকা জনশূন্য অবস্থায় আবিষ্কার করেন তিনি। কোনও নারী, পুরুষ বা শিশু ছিল না গ্রামে; প্রতিটি বাড়ি ছিল পরিত্যক্ত অবস্থায়। মি. অ্যাবেলের মনে হয়েছে—একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছে প্রতিটা মানুষ, কারণ তাদের সমস্ত ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পড়ে ছিল ঘরের ভিতরে।*

আর.সি.এম.পি-র ইন্সপেক্টর জ্যান বার্নার্ড ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করে এসে সিল-শিকারীর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। গ্রামবাসীরা সত্যিই রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে। তিনি সাংবাদিকদেরকে জানান, 'তল্লাশিতে আমরা অবিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকা খাদ্যসামগ্রী, শিকারের সরঞ্জাম এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পেয়েছি। কিন্তু গ্রামবাসীদের কোনও চিহ্ন খুঁজে পাইনি। এমনকী তাদের পায়ের ছাপও দেখা যায়নি কোথাও। এস্কিমোদের স্লেড-ডগগুলোকে পাওয়া গেছে বরফে চাপা পড়া অবস্থায়—অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে, না খেতে পেয়ে মারা গেছে কুকুরগুলো। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, এস্কিমোদের প্রাচীন গোরস্থানটা তছনছ হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি কবর খুঁড়ে ভিতর থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে মৃতদেহ। কে বা কারা এ-কাজ করেছে, কেন করেছে... তার কোনও সদুত্তর নেই আমার কাছে।'

অনুসন্ধান ও তদন্ত অব্যাহত থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের পক্ষ থেকে। তবে এখন পর্যন্ত এস্কিমো গ্রামবাসীদের অন্তর্ধান এক মস্ত বড় রহস্য...

# এক

সাম্প্রতিক সময়। উত্তর মহাসাগর। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ।

আর্কটিক সার্কেল থেকে পাঁচশো আটত্রিশ কিলোমিটার উত্তরে, চল্লিশ ফ্যাদম গভীরতায়, তরল অন্ধকার চিরে এগিয়ে চলেছে ইউ.এস.এস. পোলার সেন্টিনেল। প্রায় নিঃশব্দে ঘুরছে টুইন প্রপেলারের ব্লেড, মার্কিন নৌবাহিনীর নবীন রিসার্চ সাবমেরিনটা সাবলীল গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বরফ ও পানির গোলকধাঁধার মাঝ দিয়ে।

থমথমে নীরবতা বিরাজ করছিল ভিতরে, সেটার ব্যাঘাত ঘটল প্রক্সিমিটি অ্যালার্ম বেজে ওঠায়। ব্রিজের ডাইভিং অফিসারের পোস্টে ছোট একটা ভিডিও মনিটরের উপর ঝুঁকল কমাণ্ডার টিমোথি ফিশার।

'সুইট মাদার অভ গড!' সবিস্ময়ে বলে উঠল সে। 'দ্যাটস্ আ মনস্টার!'

এগজিকিউটিভ অফিসারের এই মন্তব্য শুনে কোনও ভাবান্তর হলো না ক্যাপ্টেন ম্যাথিউ গরডনের চেহারায়। পেরিস্কোপ-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, চোখ লাগিয়ে রেখেছেন স্কোপের অপটিকাল সাইটে, সাবমেরিনের টাইটেনিয়াম ও কার্বন স্টিলের খোল ছাড়িয়ে সামনের সাগরকে স্টাডি করছেন। আর্কটিকে এখনও শীতকাল বিরাজ করছে, কবে শেষ সূর্য দেখেছেন ভুলেই

গেছেন। সময়টা তাই দুপুর হলেও পানির উপর-নীচ... দু'জায়গাতেই জেঁকে বসে আছে আঁধার। চাঁদের হালকা আভা আছে আকাশে, তবে সারফেসে জমে থাকা বরফের পরত পেরিয়ে তার খুব সামান্যই আসতে পারছে নীচে। পেরিস্কোপে মাথার উপরের বরফের ছাত দেখছেন ক্যাপ্টেন—পোলার আইস ক্যাপের হিসাব অনুসারে পুরুত্ব দশ ফুটের বেশি হবে না, তবে সেটা স্রেফ গড়পড়তা হিসাব। ভাসমান বরফের এই এবড়ো-খেবড়ো স্তর কোথাও মাত্র ছ'ইঞ্চি পাতলা, আবার কোথাও বা নেমে এসেছে আশি ফুট নীচ পর্যন্ত।

তবে এ-মুহূর্তে সামনে যে-পাহাড়টা উদয় হয়েছে, সেটা সবকিছুকে হার মানাবে। বরফের এক মাউন্ট এভারেস্ট... উল্টো হয়ে ঝুলছে পানির তলায়। সারফেসের কাছাকাছি অংশটা চওড়া; যত গভীরে নেমেছে, ততই সরু হয়ে এসেছে—ইনভার্টেড মাউন্টেইন বলে এগুলোকে।

চূড়ার মত অংশটার চারপাশে চক্কর দিল পোলার সেন্টিনেল। কমাণ্ডার ফিশার অনুমান করল, 'কমপক্ষে এক মাইল হবে গভীরতা।'

'এক দশমিক চার মাইল,' সঠিক হিসাব জানাল ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে বসা চিফ অভ দ্য ওয়াচ। টপ-সাউণ্ডিং সোনারের ডিসপ্লে-তে আঙুল রাখল। হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউণ্ডওয়েভের মাধ্যমে বরফের পুরুত্ব মাপে যন্ত্রটা।

পেরিস্কোপ থেকে চোখ সরালেন না ক্যাপ্টেন গরডন। ক্যামেরার চোখের চাইতে নিজের চোখদুটোকে বেশি বিশ্বাস করেন তিনি। হাত বাড়িয়ে সাবমেরিনের যিনন স্পটলাইট জ্বেলে দিলেন, আলোকিত করে তুললেন বরফ-পাহাড়ের কিনার। সাদা নয়, গাঢ় নীল আর কালোর মিশেল যেন পাহাড়টা—বয়সের ছাপ। সাবমেরিন একেবারে পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে ঘুরছে,

আইস-ম্যাপিং সোনারের প্রক্সিমিটি অ্যালার্ম বেজে উঠেছে সে-কারণেই।

'অ্যালার্মটা বন্ধ করো কেউ,' গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

'আই, আই, স্যর!'

নীরবতা ফিরে এল সাবমেরিনের ভিতর। কথা বলছে না কেউ। অক্সিজেন জেনারেটরের মৃদু হিসহিস, আর ইঞ্জিনের হালকা গুঞ্জন ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। আর সব নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের মত পোলার সেন্টিনেলও এক নিঃশব্দ বাহন। আকারে অবশ্য অন্যান্যদের তুলনায় অর্ধেক, ঠাট্টা করে ট্যাডপোল-ক্লাস বলে ডাকা হয় এটাকে। তবে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিঙের সর্বোচ্চ উৎকর্ষের সাহায্যে মিনিয়েচারাইজড করা হয়েছে একে। সমস্ত ইকুইপমেন্ট একেবারে অত্যাধুনিক, ক্রু লাগে অনেক কম, অটোমেটেড সিস্টেম চালায় জাহাজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ। গবেষণা কাজের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে এই সাবমেরিন—কোনও আর্মামেন্ট নেই, যাতে বেশি করে সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট এবং পার্সোনেল বহন করা যায়। তবে ইচ্ছে করলে অস্ত্র-শস্ত্র বসিয়ে নেক্সট জেনারেশন অ্যাটাক সাবমেরিনেও পরিণত করা যাবে একে।

এখনও ইভ্যালুয়েশন পিরিয়ড চলছে নবীন এই সাবমেরিনের। আপাতত এটাকে যুক্ত করা হয়েছে ওমেগা ড্রিফট্ স্টেশন নামের একটি সায়েন্টিফিক রিসার্চ ফ্যাসিলিটির সঙ্গে। পোলার আইস ক্যাপের উপর স্থাপন করা হয়েছে এই ফ্যাসিলিটি, যৌথভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটা গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান মেরু এলাকার রিসার্চ চালিয়ে যাচ্ছে স্টেশনটা থেকে।

গত এক সপ্তাহ ধরে আইস ক্যাপের বিভিন্ন জায়গায় মিটিয়োরোলজিক্যাল সেন্সর বসানোর কাজ করছে পোলার

সেন্টিনেল। ঘণ্টাখানেক আগে পৌঁছেছে ডুবো-পাহাড়টার পাশে।

'এতবড় আইসবার্গ আগে কখনও দেখিনি আমি,' হঠাৎ বলে উঠল কমাণ্ডার ফিশার।

'সঠিক টার্মটা হলো, আইস-আইল্যাণ্ড।' শোনা গেল নতুন একটা কণ্ঠ।

পেরিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে মাথা ঘোরালেন ক্যাপ্টেন গরডন। ধূসর চুল আর দাড়িঅলা একজন মানুষ উপস্থিত হয়েছেন ব্রিজে। ড. লার্স মিকেলসেন, সুইডিশ ওশনোগ্রাফার। ভিডিও মনিটরের দিকে একটা হাত তুললেন তিনি, তারপর ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে বললেন, 'সাইক্লপস থেকে আরও ভালভাবে দেখা যাচ্ছে ওটা। কিছু মনে করবেন না, ক্যাপ্টেন, ড. বেকেট চাইছেন আপনি ওখানে একটু আসুন। ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পেরিস্কোপের গ্রিপ ভাঁজ করলেন গরডন। হাইড্রোলিক কন্ট্রোল রিঙে চাপ দিতেই অপটিক মডিউল-সহ পুরো পোলটা ঢুকে গেল হাউজিঙের ভিতরে। পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ড থেকে নেমে এলেন তিনি। কমাণ্ডার ফিশারের উদ্দেশে বললেন, 'এক্স.ও., ইউ হ্যাভ দ্য কন্।'

ভুরু কুঁচকে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল ফিশার। বলল, 'আপনি সাইক্লপসে যাচ্ছেন? চারপাশে এত বরফ থাকা অবস্থায়? সাহস আছে বলতে হবে!'

'তোমার নেই?' বাঁকা সুরে বললেন গরডন। জবাবের প্রতীক্ষা না করে ড. মিকেলসেনের পিছু পিছু বেরিয়ে এলেন ব্রিজ থেকে।

সুইডিশ ওশনোগ্রাফারের চোখ জ্বলজ্বল করছে উত্তেজনায়। 'আমার এত বছরের ক্যারিয়ারে এমন অসাধারণ আইস-আইল্যাণ্ড আর দেখিনি।'

'তা-ই?' হালকা গলায় বললেন গরডন। হাত বোলালেন

মাথার লাল চুলে।

মাথা ঝাঁকালেন মিকেলসেন। শুরু করলেন লেকচার, যেন স্টকহোমের ইউনিভার্সিটিতে ফিরে গেছেন। 'এ-ধরনের আইস-আইল্যাণ্ড অত্যন্ত বিরল। মেইনল্যাণ্ডের গ্লেসিয়ার ভেঙে উৎপত্তি হয় এর। সাগরের স্রোতে ভাসতে ভাসতে বরফের এসব পর্বত গিয়ে পোলার আইস-ক্যাপের গায়ে ভেড়ে, জমে গিয়ে আটকা পড়ে। ধীরে ধীরে আইস-ক্যাপেরই একটা অংশে পরিণত হয় কয়েক বছরের মধ্যে।' ফরওয়ার্ড হ্যাচ পেরুবার সময় এক পলক পিছনে তাকালেন তিনি। 'অনেকটা চকলেটের গায়ের বাদাম-কণার মত।'

ছ'ফুট লম্বা শরীরটা বাঁকিয়ে হ্যাচ পেরুলেন ক্যাপ্টেন গরডন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এই আবিষ্কারের বিশেষত্ব কী? ড. বেকেট এই বাদাম-কণার ম্যাপিং করতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন কেন?'

মেইন প্যাসেজ ধরে সেন্টিনেলের রিসার্চ সেকশন পেরুচ্ছেন মিকেলসেন। বললেন, 'কারণ এ-সব আইস আইল্যাণ্ডের ভিতরে আটকা পড়ে বহু পুরনো বরফ... কপাল ভাল হলে প্রাগৈতিহাসিক আমলের পাথর আর বিভিন্ন ধরনের নিদর্শনও পাওয়া যেতে পারে। জমাট বাঁধা অতীত... যদি কাব্যের ভাষায় বলি আর কী।'

কিছু বললেন না ক্যাপ্টেন, শুধু কাঁধ ঝাঁকালেন।

'এ-সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না,' বলে চললেন মিকেলসেন। 'এমন একটা স্পেসিমেন আবার কবে পাওয়া যাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পোলার আইস-ক্যাপের আয়তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণেরও বেশি। এর ভিতর কোথায় কোন্ আইস-আইল্যাণ্ড আটকা পড়ে আছে, তা নাসা-র স্যাটেলাইট দিয়েও পিনপয়েন্ট করা সম্ভব নয়। বুঝতেই পারছেন, ভাসমান অবস্থায় এমন একটা আইল্যাণ্ড পেয়ে যাওয়া স্রেফ কপাল, একটা মিরাকল।'

'মিরাকল কি না জানি না, তবে ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং নিঃসন্দেহে,' বললেন গরডন। ব্যাকগ্রাউণ্ড এবং পোলার রিজিয়নের প্রতি আগ্রহের কারণে সেন্টিনেলের কমাণ্ড দেয়া হয়েছে তাঁকে। তাঁর পিতা ছিলেন *ইউ.এস.এস. নটিলাস*-এর ক্রু—১৯৫৮ সালে মার্কিন ওই সাবমেরিন ইতিহাসে প্রথমবারের মত আর্কটিক মহাসাগর পেরিয়ে উত্তর মেরুতে পাড়ি জমিয়েছিল। এবারের অভিযান তাই ক্যাপ্টেন গরডনের জন্য পারিবারিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার অভিযান।

করিডোরের শেষ মাথায় একটা বন্ধ হ্যাচের সামনে পৌঁছে থামলেন ড. মিকেলসেন। 'আসুন, ব্যাপারটা নিজ চোখে দেখতে হবে আপনাকে।' নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন তিনি।

ভদ্রলোককে এগোবার ইশারা করে পিছনে চোখ বোলালেন ক্যাপ্টেন। পুরো সাবমেরিনটা দু'ভাগে বিভক্ত। আফট সেকশনে রয়েছে ক্রু-দের লিভিং কোয়ার্টার আর ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেল। ঠিক মাঝখানটায় ব্রিজ। সামনের অংশটা পুরোপুরি গবেষণা এলাকা। তবে সাবমেরিনের নাকের ডগায়... যেখানে টর্পেডো রুম এবং সোনার ইকুইপমেন্ট থাকার কথা, সেখানে করা হয়েছে সবচেয়ে বড় মডিফিকেশন।

হ্যাচ খুলে সেন্টিনেলের নোজ সেকশনে ঢুকে পড়লেন মিকেলসেন, পিছু পিছু গরডন। ঢুকেই চোখ কুঁচকে ফেললেন প্রৌঢ় ক্যাপ্টেন। বরফ-পাহাড়ের গায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে যিনন স্পটলাইটের প্রখর আলো... চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম। মেঝে বাদ দিলে সাবমেরিনের পুরো নাকটা পুরু লেক্সান পলিকার্বনেট দিয়ে তৈরি। স্বচ্ছ এই আবরণ ভেদ করে সম্মুখ এবং দু'পাশের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায়। বাইরে থেকে দেখলে বিশাল এক চোখের মত লাগে জায়গাটাকে, তাই আদর করে নাম দেয়া হয়েছে—সাইক্লপস্... গ্রিক পুরাণের একচক্ষু দানবের

নামে।

আলো সয়ে আসার জন্য একটু অপেক্ষা করলেন ক্যাপ্টেন, তারপর চোখ বোলালেন আশপাশে। অ্যাপ্রন পরা বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের ইকুইপমেন্ট আর ভিডিও মনিটরের উপর ঝুঁকে রয়েছে। কয়েকজন সিম্যান-ও আছে তাদের সঙ্গে, ক্যাপ্টেনকে সটান স্যালিউট ঠুকল। পাল্টা স্যালিউট করলেন গরডন। তারপর তাকালেন সামনের দিকে।

'ইম্প্রেসিভ, তাই না?' কিন্নর একটা কণ্ঠ ভেসে এল ওদিক থেকে।

চোখ পিটপিট করলেন গরডন, স্বচ্ছ দেয়ালের মাঝখানে ছিপছিপে একটা দেহ ফুটে উঠেছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চিত হবার জন্য ডাকলেন, 'ড. বেকেট?'

'আর কে?' মিষ্টি একটা হাসি শোনা গেল। ড. শ্যারন বেকেটের কণ্ঠ এবার চিনতে পারলেন গরডন।

মেয়েটা ওমেগা ড্রিফট স্টেশনের প্রধান। বয়স খুব বেশি না, টেনেটুনে ত্রিশ-বত্রিশের মত হতে পারে। এ-বয়সেই গোটা একটা গবেষণা-কেন্দ্রের টপ পজিশন বাগিয়ে নিয়েছে সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায়। এতে পারিবারিক প্রভাবের কোনও ভূমিকা নেই। পরিবারের প্রসঙ্গ তোলা হলো, কারণ ওর পিতা অ্যাডমিরাল হেনরি বেকেট হচ্ছেন প্যাসিফিক সাবমেরিন ফ্লিটের কমাণ্ডার... অত্যন্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, ছোটবেলা থেকে নৌবাহিনীর পরিবেশে বড় হয়েছে শ্যারন; হাবভাব, কথাবার্তা... সবকিছুই সূক্ষ্ম নাবিকসুলভ। দু'বছর হলো শ্যারনের সঙ্গে পরিচয় ক্যাপ্টেন গরডনের, বয়সের বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওঁদের মধ্যে।

গলা খাঁকারি দিলেন গরডন, নিশ্চিত হলেন শ্যারন তাঁর দিকে তাকাচ্ছে কি না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগছে

সাইক্লপস্?' যদ্দূর সম্ভব স্পষ্টভাবে করলেন প্রশ্নটা, যাতে তাঁর ঠোঁট পড়তে পারে মেয়েটা। উনিশ বছর বয়সে একটা বিশ্রী দুর্ঘটনায় শ্রবণশক্তি হারিয়েছে শ্যারন, এখন লিপ-রিডিঙের মাধ্যমে অন্যের কথা বুঝে নেয়।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল শ্যারনের দৃষ্টি। বলল, 'যতটা আশা করেছিলাম, তার চেয়েও কয়েক গুণ ভাল। ইটস্ আমেইজিং।' মুগ্ধ চোখে চারপাশে তাকাল, স্বচ্ছ দেয়ালের কারণে মনে হচ্ছে যেন ভেসে চলেছে পানির ভিতর দিয়ে।

তরুণী বিজ্ঞানীর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাল মেলাতে পারলেন না ক্যাপ্টেন গরডন। জাত সাবমেরিনার তিনি, সাগরতলের বিপদ-আপদ সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান রাখেন। এক ফুট পুরু প্লাস্টিকের আবরণের উপর তাই আস্থা রাখতে পারছেন না, সাবমেরিনের নাকটা টাইটেনিয়াম আর কার্বন স্টিল দিয়ে মোড়া হলে অনেক বেশি স্বস্তি অনুভব করতেন।

'আমাকে ডেকেছেন কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখাব বলে,' ডুবোপাহাড়ের দিকে ইশারা করল শ্যারন, কণ্ঠে উত্তেজনার আভাস। ভুরু কুঁচকে বাইরে তাকালেন গরডন। যিনন স্পটলাইটের আলোয় চকচক করছে পাহাড়ের গা—স্থির, নিষ্কম্প। কিন্তু এর ভিতরে অস্বাভাবিক কিছু নেই। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তরুণী বিজ্ঞানীর দিকে ফিরলেন তিনি।

'নতুন *ডিপআই* সোনার সিস্টেমটা টেস্ট করছিলাম আমরা,' বলল শ্যারন, 'পাহাড়ের ভিতরদিককার বরফের বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য। অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার আবিষ্কার করেছি।'

ইকুইপমেন্টটা সম্পর্কে জানা আছে ক্যাপ্টেন গরডনের। গ্রাউণ্ড পেনিট্রেটিং রেইডারের উন্নত সংস্করণ—বরফের আবরণ ভেদ করে দেখতে পারে, অনেকটা এক্স-রের মত। এখনও

এক্সপেরিমেন্টাল পর্যায়ে আছে জিনিসটা। শ্যারনেরই ডিজাইন—জিয়ো-সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিঙের ব্যাকগ্রাউণ্ড রয়েছে ওর।

'কী পেয়েছেন?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন গরডন।

ইকুইপমেন্ট প্যানেলের কাছে তাঁকে নিয়ে গেল শ্যারন। বলল, 'প্রথম দুটো চক্করে কিছুই পাইনি। তবে পেঁয়াজের খোসার মত একটা একটা করে বরফের স্তর ভেদ করে ডিপআই। এক ধরনের ভাইব্রেশন তৈরি করে টার্গেটে, বরফের টেম্পারেচার বাড়ে... উপরের স্তর পাতলা হয়ে যায়। যা হোক, এভাবেই দেখতে দেখতে...'

কথা শেষ হলো না ওর, আচমকা ঝট করে সোজা হলেন গরডন। ডিপআই-এর কাজের পরিণতি নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছেন। সাবমেরিনের আশপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট-বড় নানা আকারের বরফের চাঁই—নিশ্চয়ই পাহাড়ের গা থেকে খসে পড়েছে ওগুলো। উপরদিকে তাকালেন, বিশাল একটা ক্লিফ ফেসের তলায় পৌঁছেছে সেন্টিনেল, তাঁর আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে কেঁপে উঠল ওটা। পরক্ষণে ক্লিফের বিশাল একটা অংশ আলাদা হয়ে গেল পাহাড়ের গা থেকে। যেন স্লো-মোশনে নামতে শুরু করল সাবমেরিনের গায়ের উপরে।

ইন্টারকমের কাছে ছুটে গেলেন গরডন। 'ক্যাপ্টেন টু দ্য ব্রিজ!'

'সমস্যাটা আমরাও দেখেছি, স্যর,' ওপাশ থেকে ভেসে এল কমাণ্ডার ফিশারের কণ্ঠ, ক্যাপ্টেনের মনের কথা পড়তে পারছে। 'ফ্লাডিং নেগেটিভ।'

পরক্ষণে পায়ের তলায় পরিচিত ঝাঁকি অনুভব করলেন গরডন। ইমার্জেন্সি ট্যাঙ্কে ঢুকতে শুরু করেছে পানির প্রবাহ। চোখের পলকে নাক নামাল পোলার সেন্টিনেল, ডাইভ দিচ্ছে সাগরের গভীরে।

শঙ্কিত চোখে উপরদিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। বিশাল বরফখণ্ড যেন ধাওয়া করছে তাঁদেরকে। ওটার বয়ান্সি আর সাবমেরিনের ইমার্জেন্সি ব্যালাস্টের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে এখন। মরিয়া হয়ে ডুব দিচ্ছে জলযানটা, চেষ্টা করছে বরফের পথ থেকে সরে যাওয়ার। ঝুঁকে গেছে সামনের দিকে। আলগা জিনিসপত্র ছিটকে গেছে সামনের দিকে, আরোহীরা যে যা পারছে আঁকড়ে ধরেছে ব্যালান্স রক্ষার জন্য।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল কে যেন, কিন্তু তাতে কান দিলেন না গরডন। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, মাথায় চিন্তার ঝড়। এখানে কলিশন হবার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। আশপাশের কয়েক মাইলের মধ্যে সারফেস হবার মত কোনও জায়গা নেই। ছোটখাট আঘাত সহ্য করবার মত করে বানানো হয়েছে সেন্টিনেলকে, কিন্তু সে-সবেরও একটা সীমা আছে।

খুব শীঘ্রি চারপাশের পানি ঘোলা হয়ে এল, তার মাঝ দিয়ে নীচে নেমে চলেছে সাবমেরিন। প্রেশার বেড়ে যেতেই পুরো খোল মৃদু প্রতিবাদ করে উঠল। হঠাৎ সামনে দেখা গেল খোলা জায়গা, প্রবল বেগে সেদিকে ছুটে গেল পোলার সেন্টিনেল, পিছন দিয়ে... মাত্র কয়েক ফুট তফাতে নেমে গেল বরফখণ্ডটা। অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল জলযানটা।

কয়েক মিনিট কেটে গেল নীরবতায়। ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম আর অক্সিজেন জেনারেটরের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। এরপর আটকে রাখা দমটা ছাড়লেন গরডন। তুলে নিলেন ইন্টারকমের রিসিভার।

'দিস ইজ ক্যাপ্টেন। চমৎকার কাজ দেখিয়েছ তোমরা, এক্স.ও.।'

'ধন্যবাদ, স্যর,' জবাব দিল কমাণ্ডার ফিশার। 'শাটিং দ্য ভালভ। ভেন্টিং নেগেটিভ।' ধীরে ধীরে সিধে হতে শুরু করল

সাবমেরিন। 'এমনটা যেন আর না করতে হয়, স্যর। কানের পাশ দিয়ে গুলি গেছে।'

'ঠিকই বলেছ,' হাসলেন গরডন। 'একটু দূর দিয়ে পুরো এলাকা একবার চক্কর দিয়ে এসো। পাহাড়ের ক্ষয়ক্ষতি কতটা হয়েছে, তা বোঝা দরকার। ছবিও তুলতে হবে।'

'আই, আই, স্যর।' ব্রিজ ক্রু-র উদ্দেশে নতুন নির্দেশ জারি করল কমাণ্ডার ফিশার, 'হেলমস্‌ম্যান, লেফট ফুল রাডার। অ্যাহেড স্লো। পাহাড়ের চারপাশে ঘুরিয়ে আনো আমাদেরকে।'

চক্রাকার পথে এগোতে শুরু করল সাবমেরিন।

সাইক্লপসের ভিডিও মনিটরের দিকে এগোলেন গরডন। 'ফ্র্যাকচার জোনের ক্লোজআপ শট দেখানো যাবে?'

'জী, স্যর,' মাথা ঝাঁকাল এক টেকনিশিয়ান।

'দেখান, প্লিজ।'

ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়াল শ্যারন। উত্তেজনায় কাঁপছে মৃদু। ভয়ও পেয়েছে। বলল, 'আমাদের সোনার ওই ধস নামিয়েছে, তাই না, ক্যাপ্টেন? দুঃখিত, আরও অনেক সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'

'ইটস্ ওকে,' তরুণী বিজ্ঞানীর কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করলেন গরডন। 'ভুলত্রুটির মধ্য দিয়ে কাজ শেখে মানুষ। তা ছাড়া... শেকডাউন ক্রুজে এ-ধরনের পরিস্থিতি দেখা না দিলে চলবে কেমন করে? ইমার্জেন্সিতে সেন্টিনেলের পারফর্মেন্স তো পরীক্ষা হয়ে গেল!'

আশ্বাসে খুব একটা কাজ হলো না। শ্যারনের মুখ বিষণ্ন রয়ে গেল। অবশ্য ওর চেয়ে ভাল অবস্থায় ক্যাপ্টেন নিজেও নেই। এখনও বুক ধুকপুক করছে তাঁর। মনে পড়ে যাচ্ছে, কী ভয়ঙ্কর বিপদ দেখা দিয়েছিল। ওঁরা সবাই মারাও যেতে পারতেন। চিন্তাটা দূর করার জন্য ভিডিও মনিটরের উপর ঝুঁকলেন।

ফ্র্যাকচার জোনের দৃশ্য ফুটে উঠেছে ওতে।

ভ্রূকুটি করল শ্যারন। নীলচে একটা দাগের মত ফুটে উঠেছে পাহাড়ের গায়ে। 'এটা আবার কী?' টেকনিশিয়ানের দিকে ফিরল। 'জুম করো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা ডায়াল ঘোরাল টেকনিশিয়ান। কয়েক গুণ বড় হয়ে গেল ছবি। যিনন স্পটলাইট ঘোরানো হলো টার্গেটের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল সব। চমকে উঠল দর্শকরা।

দাগ নয়। ওটা একটা ফাটল। গুহা বললেও ভুল হবে না। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—গুহায় একটা কালচে আকৃতি দেখা যাচ্ছে। প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্য-নির্মিত। অভিজ্ঞ চোখে জিনিসটা চিনতে পারছেন গরডন। সাবমেরিন... একটা সাবমেরিনের স্টার্ন সেকশনের দিকে তাকিয়ে আছেন তাঁরা। বরফে আটকা পড়ে আছে ওটা।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দৃশ্যমান অংশটুকু দেখলেন ক্যাপ্টেন। সাবমেরিনটা অনেক পুরনো মডেলের। প্রাচীন।

'কী ওটা?' কয়েক পা এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন ড. মিকেলসেন।

'সাবমেরিন,' গরডন বললেন। 'নিদেনপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের। যদ্দূর বুঝতে পারছি—রাশান আই সিরিজ।'

মুখের পাংশু ভাব অনেকখানিই কেটে গেছে শ্যারনের। উত্তেজিত গলায় বলল, 'একটু আগে আমরা যা আবিষ্কার করেছি, তা আরও দৃঢ় হচ্ছে এর ফলে।'

'ও হ্যাঁ,' মনে পড়ল গরডনের। 'কী যেন দেখাতে চাইছিলেন। এটাই?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল শ্যারন। ক্যাপ্টেনকে নিয়ে গেল আরেকটা মনিটরের সামনে। কিবোর্ডে কয়েকটা বাটন চাপল, পর্দায় ফুটে

উঠল বরফ-পাহাড়ের একটা থ্রি-ডাইমেনশনাল ইমেজ। 'ডিপআই সোনারের সাহায্যে পুরো পাহাড়ের ম্যাপিং করছি আমরা। এটা তারই রেকর্ডিং।'

ভুরু কোঁচকালেন গরডন। 'আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য তো চোখে পড়ছে না।'

'একটু অপেক্ষা করুন।' আরও কয়েকটা কি চাপল শ্যারন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোলা কুয়াশার অবয়ব ধারণ করল বরফ-পাহাড়। সারফেস ভেদ করে ফুটে উঠল ভিতরের দৃশ্য। ধাপে ধাপে অনেকগুলো অলি-গলি আর কামরার মত দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন ক্যাপ্টেন। এলোমেলো নয়... জ্যামিতিক নকশা মেনে তৈরি করা হয়েছে সব। প্রাকৃতিক গুহা বা প্রকোষ্ঠ হতেই পারে না।

'কী এসব?' স্তম্ভিত গলায় জানতে চাইলেন গরডন।

'আমাদের ধারণা,' জবাব দিলেন ডা. মিকেলসেন, 'ওটা একটা পরিত্যক্ত আইস বেইস—পাহাড়ের ভিতরটা খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে।'

'সাবমেরিনের আইডেন্টিফিকেশন যদি ঠিকভাবে করে থাকেন, তা হলে বলব রাশান আইস বেইস,' যোগ করল শ্যারন। 'সাবমেরিনটা একেবারে লোয়ার লেভেল ডকিং করে রাখা হয়েছে।'

'আর এগুলো?' ছবিতে ফুটে থাকা অনেকগুলো বিন্দুর দিকে ইশারা করলেন গরডন।

একটা বিন্দুর উপর জুম করল শ্যারন। আকৃতিটা চিনতে ভুল হলো না।

'ডেডবডি, ক্যাপ্টেন,' বলল ও। 'অনেকগুলো লাশ পড়ে আছে ওখানে।'

কী যেন নড়ে উঠল স্ক্রিনের কোনায়—আবছা একটা আকৃতি... চোখের পলকে আবার গায়েব হয়ে গেল। উত্তেজিত

ভঙ্গিতে আঙুল তুললেন ক্যাপ্টেন। 'কী নড়ল ওখানে?'

ঝট্ করে টেকনিশিয়ানের দিকে তাকাল শ্যারন। 'টেপটা রিওয়াইণ্ড করো!'

করা হলো। যেখানে নড়াচড়া দেখা গেছে, সেখানটা জুম করল টেকনিশিয়ান। স্লো-মোশনে ছাড়ল আবার টেপটা। এবার সবাই দেখল। আইস বেইসের একেবারে নীচের লেভেলে... অচেনা এক ঘোলা আকৃতি নড়াচড়া করছে। কয়েক ফ্রেম পরেই ওটা হারিয়ে গেল পাহাড়ের গভীরে—সোনারের আওতার বাইরে।

দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল শ্যারনের। ফিসফিসিয়ে বলল, 'এ... এ অবিশ্বাস্য! কিছু একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে ওখানে... জ্যান্ত!'

# দুই

ব্রুকস্ রেঞ্জ, আলাস্কা।

প্রকৃতি মাতাকে সবসময় সম্মান কোরো... বিশেষ করে সেই মাতার ওজন যদি চারশো পাউণ্ড হয়, আর সে নিজের সন্তানকে রক্ষা করায় ব্যস্ত থাকে!

প্রকাণ্ড গ্রিজলি ভালুকটার পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। কুঁৎকুঁতে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মা-ভালুক, নাক কুঁচকে শুঁকছে বাতাসে ভেসে আসা মানুষটার গন্ধ। বাচ্চাটা তার পায়ের কাছে, একটা ব্ল্যাকবেরির ঝোপ তছনছ করছে খাবারের খোঁজে। ব্যর্থ প্রচেষ্টা... এখনও ঝোপে বেরি ফল ধরবার

মৌসুম আসেনি। ওসব নিয়ে মোটেই মাথাব্যথা নেই বাচ্চাটার, মনোযোগ দিচ্ছে না অচেনা মানুষটার দিকেও। জানে, যতক্ষণ মা আশপাশে আছে, কেউ ওর ক্ষতি করতে পারবে না। মাদী গ্রিজলির অমিতশক্তি, ধারালো দাঁত আর চার ইঞ্চি লম্বা নখগুলো যে-কোনও শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য যথেষ্ট।

রানার একটা হাত চলে গেছে কোমরে আটকানো পেপার-স্প্রে ক্যানের গায়ে। অন্যহাতে ধরে রেখেছে কাঁধে ঝোলানো রাইফেলের স্লিং। হামলা করিস না, মা-জননী... বিড়বিড় করল ও... আমাকে অপ্রিয় কোনও কাজ করতে বাধ্য করিস না।

কাজ হলো না অনুরোধে। মা-ভালুকের কানদুটো খুলির সঙ্গে সেঁটে যেতে দেখল ও। একটা পা সামনে বাড়িয়ে একটু কুঁজো হলো বিশাল শরীরটা। তেড়ে আসার পূর্ব-প্রস্তুতি। গলা শুকিয়ে এল রানার। ইচ্ছে হলো উল্টো ঘুরেই ঝেড়ে দৌড় দেয়, কিন্তু তাতে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। পায়ে পায়ে পিছাতে শুরু করল ও... সাবধানে... যাতে শব্দ না হয়। নইলে রেগে গিয়ে ছুটে আসতে পারে ভালুক। কপাল ভাল, পায়ে স্থানীয় ইনুইট আদিবাসীদের চামড়ার জুতো পরেছে—বন্ধু রিচার্ড ম্যানিটকের দেয়া উপহার। নরম সোলের কারণে শব্দ হচ্ছে না।

সাধারণ পরিস্থিতিতে বুনো ভালুকের মুখোমুখি হলে আওয়াজ করাটাই নিয়ম। চিৎকার-চেঁচামেচি আর ফাঁকা গুলি করে ভড়কে দিতে হয়ে তাকে, ভেঙে দিতে হয় তার আগ্রাসী মনোবল। কিন্তু এখন সে-পদ্ধতি কাজে লাগবে না। সন্তানকে রক্ষা করতে চাইছে মা-ভালুক, আওয়াজ করলে সেটাকে বৈরি আচরণ বলে ধরে নেবে, আগ বাড়িয়ে নিজেই শুরু করবে হামলা। অতএব পিছিয়ে যাওয়াই ভাল।

হিংস্র ভালুক সম্পর্কে সবই জানা আছে রানার, আলাস্কায়

এদের উৎপাত সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান রাখে। প্রতি বছর হাজারখানেক ভালুক হামলার ঘটনা ঘটে এখানে, তাতে প্রচুর মানুষও মারা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে-সব মানুষের লাশও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই হাইকিঙে বেরুনোর সময় রাইফেল, বিয়ার-হুইসেল আর পেপার-স্প্রে নিয়েছে ও। তাই বলে ওগুলো ব্যবহারের মত পরিস্থিতি দেখা দেবে, এমনটা ভাবতে পারেনি। অবশ্য বিশাল বুনো আলাস্কার জঙ্গলে এমন অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি অপ্রত্যাশিতও বলা চলে না। বাইরের পৃথিবী যেখানে মানুষের হাতে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যাচ্ছে, তখন আলাস্কায় আজও রাজত্ব করছে রুক্ষ, নির্মম প্রকৃতি।

পায়ে পায়ে পিছিয়ে চলল রানা, ওর দিকে এখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মা-ভালুক। হঠাৎ বেরি ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বাচ্চাটা। খেলা শেষ। কয়েক মুহূর্ত দেখল রানাকে, তারপর হাসিখুশি ভঙ্গিমায় ছুটে এল ওর দিকে। আক্রমণ করবার জন্য নয়, কৌতূহলে। প্রমাদ গুনল রানা, এমন আশঙ্কা করেনি। বাচ্চাটা খেলতে আসছে, কিন্তু মা নির্ঘাত ব্যাপারটাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করবে। তা-ই ঘটল। বড় গ্রিজলির চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল। ছুট লাগাল বাচ্চার পিছু পিছু... সন্তান পৌঁছুনোর আগেই বিপজ্জনক মানুষটাকে খতম করে দেবে।

স্থির হয়ে গেল রানা। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। বাচ্চাটা সমস্যা নয়, ওটাকে পেপার-স্প্রে ছিটিয়েই ঠেকানো যাবে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক গ্রিজলি ভালুক অন্য চিজ। স্প্রে-তে কাজ হবার প্রশ্নই আসে না। গুলি চালাতে হবে... আর সেটা কলজে বরাবর। তারপরেও অন্তত দশ মিনিট টিকে থাকবে অসামান্য প্রাণশক্তির ভালুক। ততক্ষণ ধারালো নখের আঁচড়ে কিমা বানিয়ে ফেলবে ওকে। কার্যকর পদ্ধতি হলো, পায়ে গুলি করা। মাটিতে আছড়ে পড়বে তখন ভালুক, এগোতে পারবে না। তখন ঝাঁঝরা

করে দিতে হবে ওটাকে। কিন্তু নিরীহ একটা প্রাণীকে হত্যা করতে মনের সায় পাচ্ছে না কিছুতেই। উপায়ও নেই, অগত্যা রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে তুলে নিল ও।

বিশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে ভালুকদুটো, রাইফেল উঁচু করল রানা। আর তখুনি পিছন থেকে ভেসে এল একটা ক্রুদ্ধ গর্জন। কালচে একটা দেহ এক লাফে পেরিয়ে গেল ওকে। চার পায়ে ল্যাণ্ড করল কয়েক হাত সামনে। শরীর টান টান করে পিলে কাঁপানো হুঙ্কার ছাড়ল আরেক দফা।

যেন ব্রেক কষে থামল দুই ভালুক। চমকে গেছে। সামনে দাঁড়ানো চতুস্পদ প্রাণীটা একটা কালো কুকুর। পুরোপুরি কুকুরও নয়, কুকুর আর নেকড়ের সংকর। এ-মুহূর্তে নেকড়ে-সুলভ হিংস্রতাই ভর করেছে ওটার উপর। গরগর করছে দুই শত্রুর দিকে তাকিয়ে, খাড়া হয়ে গেছে ঘাড়ের লোমগুলো।

ভালুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পাঁয়তারা করছিল কুকুরটা, কিন্তু চাবুকের মত সপাং করে উঠল রানার কণ্ঠ, 'লোবো! না!!'

থমকে গেল কুকুরটা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে, দৃষ্টিতে প্রশ্ন... যেন নিশ্চিত হতে চাইছে আদেশটার ব্যাপারে।

'চলে আয়,' বলল রানা। এরপর তাকাল মা-ভালুকের দিকে। সতর্ক ভঙ্গিতে ওদের কর্মকাণ্ড দেখছে প্রাণীটা। মুখে হালকা হাসি ফোটাল রানা, যেন অভয় দিতে চাইছে কোনও মানুষকে। কী বুঝল কে জানে, কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকার পর ঘুরে দাঁড়াল গ্রিজলিটা। বাচ্চাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল চার হাত-পায়ে। একটু পরেই হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

শব্দ করে শ্বাস ফেলল রানা। বিরাট এক ফাঁড়া কেটেছে। কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল লোবোর দিকে, কুকুরটাই ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে। অথচ ওটাকে ক্যাম্পসাইটে রেখে এসেছিল ও, সঙ্গে আনার প্রয়োজন মনে করেনি। নিশ্চয়ই পিছু নিয়ে চলে এসেছে।

বন্ধুর কুকুর, মাত্র কয়েক সপ্তাহের পরিচয়, কিন্তু এরই মাঝে প্রাণীটা ভীষণ ভক্ত হয়ে গেছে ওর। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, কুকুরটা ওর নিজেরই বুঝি! এগিয়ে গিয়ে ওটার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিল রানা। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ, লোবো।'

গরগর করল লোবো। বুঝি বলতে চাইছে, 'ডোণ্ট মেনশন!'

কুকুরটাকে নিয়ে পাহাড়ি ঢাল ধরে নিজের অস্থায়ী ক্যাম্পসাইটের দিকে ফিরে চলল রানা। প্রায় এক মাস হতে চলল আলাস্কায় আছে ও। ইজরায়েলের অ্যাশকেলন বন্দরে মার্ভেল অভ গ্রিস নিয়ে অপারেশন, আর ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেলের সঙ্গে সংঘাতের পর কিছুদিনের জন্য সভ্য জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করছিল। ঠিক ওই সময়েই আলাস্কা উপকূলে একটা রিসার্চ প্রজেক্ট চলছিল ন্যাশনাল আণ্ডারওঅটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি... মানে, নুমার। মিশন শেষে ছুটি পেয়ে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের অনুরোধে ওটায় যোগ দেয় রানা। প্রজেক্টের কাজ করতে গিয়েই পরিচয় হয় স্থানীয় এক ইনুইট বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ম্যানিটক আর তাঁর মেয়ে... এলাকার শেরিফ অ্যাবি-র সঙ্গে। অল্প সময়েই বাপ-মেয়ের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে, যেন কতকালের পরিচয়। প্রজেক্ট শেষ হয়ে গেছে দিনপাঁচেক আগে, কিন্তু নুমার স্টাফদের সঙ্গে ফিরে যায়নি রানা। রিচার্ড আর অ্যাবির অনুরোধে রয়ে গেছে ওদের অতিথি হয়ে। ছুটি শেষ হতে আর সপ্তাখানেক বাকি, এ ক'টা দিন ওদের সঙ্গেই কাটাচ্ছে। প্রজেক্টের কাজ করবার সময় জায়গাটা ঘুরে-ফিরে দেখতে পারেনি, এখন সেটাই করে নিচ্ছে।

ক্যাম্পে ফিরতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। ছোট্ট একটা ঝর্ণার পাশে তাঁবু খাটিয়েছে ও, ওখানে পৌঁছুতেই হ্রেষারব করে ওকে অভ্যর্থনা জানাল আধা-অ্যারারিয়ান ঘোড়াটা। লোবোর মত ঘোড়াটাও রানা ধার নিয়েছে রিচার্ড ম্যানিটকের কাছ থেকে।

কাছে গিয়ে ঘোড়াটাকে আদর করল ও। তারপর ঝটপট আগুন জ্বেলে কফি চড়াল। অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে দু'হাত মেলে ধরল সামনে। প্রভুভক্ত কুকুরের মত ওর পাশে বসল লোবো। লম্বা জিভ বের করে দিয়েছে।

কফি হয়ে গেলে ধূমায়িত মগে আয়েশ করে চুমুক দিল রানা। চোখ বোলাল আশপাশে। পরিবেশটা সত্যি চমৎকার। শীতঘুম শেষে বসন্ত শুরু হতে চলেছে আর্কটিক ন্যাশনাল পার্কে। গাছপালার মাথা থেকে গলতে শুরু করেছে বরফের মুকুট। সূর্যের কোমল রোদে ঝলমল করছে চারদিক। ট্যুরিস্ট মৌসুম শুরু হয়নি এখনও। অবশ্য খুব বেশি মানুষ যে এই আট মিলিয়ন একরের বন্যভূমিতে বেড়াতে আসে, তা নয়; তারপরেও আপাতত পুরো এলাকা রানার নিজের... অন্তত তেমনটাই মনে হচ্ছে।

লোবোকে কয়েকটা বিস্কুট খেতে দিল, তারপর উঠে দাঁড়াল রানা। সন্ধ্যা নামতে দেরি নেই, ডিনারের আয়োজন করতে হবে। দিগন্তের কাছে ঢলে পড়েছে আর্কটিকের সূর্য। আকাশে ইতিমধ্যে মেঘ জমেছে, আঁধার নামার আগে তুষারপাত শুরু হবে বোধহয়।

গা থেকে পারকা খুলে ফেলল রানা, রইল শুধু উলের শার্ট আর হেভি ট্রাউজার। তাঁবু থেকে ছোট একটা বাকেট আর কুড়াল নিয়ে চলে গেল ঝর্ণার পারে। পানির স্রোত নেই, ঠাণ্ডায় জমে সব বরফ হয়ে আছে। কুড়াল দিয়ে বরফ ভাঙল ও, সংগ্রহ করল বাকেটে। এই বরফ গলিয়েই পানি তৈরি করবে। তাঁবুর সামনে ফিরে আগুনে চড়িয়ে দিল বাকেটটা। তারপর বেরুল তাজা লাকড়ির খোঁজে। লোবো সঙ্গে এল না, আগুনের পাশে বসে আরাম উপভোগ করছে।

আপনমনে একটা বাংলা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে জঙ্গলে ঢুকল রানা। মন প্রসন্ন। শুকনো ডালপালা কুড়াতে কুড়াতে নিজেকে মনে হচ্ছে আদিম মানুষ। আধুনিক পৃথিবীর কোনও

যন্ত্রণা যেন নেই... বেঁচে থাকার জন্য শুধু খাদ্য সংগ্রহই যেন একমাত্র কাজ। আহ্, জীবনটা যদি এত সহজ হতো! নিজের অজান্তেই উদাস হয়ে গেল রানা। ফেলে আসা জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, টুকরো টুকরো দৃশ্য ভেসে উঠছে মনের পর্দায়।

দ্বিধা আর সন্দেহে ভুগতে থাকে রানা। জীবনটাকে কি সে হেলায় নষ্ট করল? মনীষীরা বলে গেছেন, কর্মই জীবন, কর্মেই মুক্তি। কাজ নিয়েই তো আছে ও, নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেছে দেশের সেবায়। তবু কেন মনে হয়, আরও অনেক কিছু করার ছিল ওর, আরও অনেক কিছু করতে পারত। আরও কম বয়সে যে-সব স্বপ্ন ছিল সে-সব কবেই হারিয়ে গেছে। জ্ঞান হবার পর থেকে শুনে আসছে দুনিয়ার সবচেয়ে উর্বরা ভূমি রয়েছে বাংলাদেশে, স্বপ্ন দেখত আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে খেতে বিপুল ধান ফলাবে, গড়ে তুলবে হাঁস-মুরগীর বিশাল খামার, চাষ করে পুকুর-ডোবাগুলো ভরে তুলবে রূপালি মাছে। বাংলাদেশের কয়েক কোটি সুযোগবঞ্চিত সরল মানুষের বেশিরভাগই জেগে জেগে ঘুমাচ্ছে। বিপুল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করে এদের ডাকা হচ্ছে না বলেই আজ শুধু কাগজে মানচিত্র দিয়ে রুগ্ন বাংলাদেশের পরিচয় প্রকাশ করতে হয়। ঘুম ভাঙিয়ে এদেরকে যদি কাজে লাগিয়ে দেয়া যেত, এরাই গড়ে তুলত সম্পদের পাহাড়, এরাই সৃষ্টি করত মহৎ শিল্পকর্ম, অবদান রাখত বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে, মানবকল্যাণ আর সভ্যতার বিকাশে দিত নেতৃত্ব। একটা সময়ে রানাও এই স্বপ্ন দেখেছিল। নিজের কর্মক্ষেত্র থেকে সাধ্য অনুযায়ী যতটুকু পেরেছে করেছে—যেখানেই দেশের বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করেছে সেখানেই দুর্জয় সাহসের সাথে লড়েছে ও। প্রচণ্ড ক্ষমতা নিয়ে যখনই কোনও ম্যানিয়াক সভ্যতাকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা কষেছে, তাকে বিনাশ করার জন্যে ছুটে গেছে রানা। কেউ বলতে পারবে না কাজে ফাঁকি

দিয়েছে ও, কেউ বলতে পারবে না অন্যায় বা অবৈধভাবে নিজের জন্যে গড়ে তুলেছে সম্পদের পাহাড়। ওর সম্পর্কে যেটা বলা যায়, বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মচারী সম্পর্কে সেটা বলা গেলে দেশের আজকের চেহারা সম্পূর্ণ অন্য রকম হতো। কী দুর্ভাগ্য, বারবার শুধু বাটপারদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ল গোটা দেশ। কতকিছুই না ঘটে গেল চোখের সামনে। গায়ের জোরে বা জনতার ভোটে যেই নেতা বনল, ক্ষমতায় গিয়েই জনতার দিকে বন্দুক তাক করে ধরল সে। সমাজের উঁচু মহলে আনুগত্য কেনাবেচা শুরু হয়ে গেল। চোর আর খুনিকে করা হলো পুরস্কৃত, সৎ, বিদ্বান, চরিত্রবান আর জ্ঞানীকে হতে হলো লাঞ্ছনার শিকার। নানা কৌশলে বন্ধ করে দেয়া হলো জ্ঞানের বিকাশ, নির্বাসিত হলো চিরন্তন মূল্যবোধ, পরিবেশ পরিস্থিতি ওলট পালট করে দিয়ে যে-যার আখের গোছাবার জন্যে লুটেপুটে খেতে লাগল।

দুঃখ, রাগ, আর প্রচণ্ড ক্ষোভ অনুভব করে, কিন্তু পুরোপুরি হতাশ হতে পারে না ও। চারদিকে এত অব্যবস্থা, অনিয়ম, লোভ, নীচতা আর স্বার্থপরতা দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, এখনও সময় আছে। চেষ্টা করলে এখনও হয়তো অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায় দেশটাকে। সত্যিই কি সেটা অসম্ভব?

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল ও। চারপাশে তাকাল। না, উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। সবকিছুই আগের মত শান্ত, নীরব। তারপরেও কেমন একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর। অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয় এই অনুভূতি। দীর্ঘদিন বিপজ্জনক পেশায় কাটিয়ে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এখন সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন, তীক্ষ্ণ। কী করে যেন আগেভাগেই বিপদের আভাস পায়। এখন ঠিক তেমনই আভাস পাচ্ছে মনের গহীন থেকে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা কয়েক মুহূর্ত। একটু পরেই কানে ভেসে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ... বিমানের ইঞ্জিন। আস্তে

আস্তে বাড়ছে আওয়াজটা। মুখ তুলল ও। একটু পরেই পাহাড়সারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক-ইঞ্জিনের সেসনা বিমানটা, মাতালের মত উড়ে গেল উপত্যকার উপর দিয়ে। বিমানটাকে দেখবার আগেই খটকার কারণ বুঝতে পেরেছে রানা। স্বাভাবিক, ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ করছে না ইঞ্জিনটা... কাশছে যক্ষ্মা রোগীর মত। সমস্যা হয়েছে নিঃসন্দেহে।

দৌড়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল রানা। চোখ আঠার মত সেঁটে আছে আকাশের গায়ে। একদিকে কাত হয়ে পড়েছে সেসনা, উচ্চতা কমছে দ্রুত, ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। মানসচোখে পাইলটকে দেখতে পেল—বিমানের কন্ট্রোল কলাম নিয়ে যুদ্ধ করছে... নিশ্চয়ই ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ড করবার উপযোগী জায়গা খুঁজছে। সমস্যা হলো, এই এলাকার অধিকাংশ বুশ-প্লেনের মত সেসনাটারও তলায় চাকার বদলে শোভা পাচ্ছে ফ্লোট। মাটি নয়, ল্যাণ্ড করার জন্য চওড়া জলধারা প্রয়োজন আকাশযানটার। কিন্তু তেমন কিছুই নেই আশপাশে। ঝর্ণার বুকে কিছুতেই নামতে পারবে না; নদী প্রয়োজন... কিন্তু এখান থেকে সবচেয়ে কাছের নদীটা অন্তত একশো মাইল দূরে।

এর মানে একটাই—ক্র্যাশ করতে চলেছে বিমানটা। মরিয়ার মত ওটাকে একটু উচ্চতা বাড়াতে দেখল রানা, কোনোমতে পেরিয়ে গেল আরেকটা পাহাড়সারি, হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে। খানিক পরেই ভেসে এল মাটিতে আছড়ে পড়ার গগনবিদারী আওয়াজ... পরমুহূর্তে শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ! পাহাড়সারির ওপাশে পাক খেয়ে উড়তে শুরু করল কালো ধোঁয়া।

'এহ্!' গাল কুঁচকে উঠল রানার। 'আজ আর ডিনার নেই কপালে!'

এক ছুটে ক্যাম্পে ফিরে এল ও। পারকা পরে দ্রুত গুছিয়ে নিল জরুরি সরঞ্জাম। তারপর ঘোড়ার পিঠে চাপাল স্যাডল।

বিমানের আরোহী কে বা কারা, এ-নিয়ে ভাববার সময় নেই। দ্রুত উদ্ধার করতে হবে তাদেরকে। ভয়াবহ শীতল আবহাওয়ায় আহত মানুষ বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। ফার্স্ট এইড কিটটা স্যাডলব্যাগে ঢুকিয়ে লোবোকে শিস দিয়ে ডাকল ও। তারপর একলাফে চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। লাগামে ঝাঁকি দিয়ে বাহনকে সবেগে ছোটাল দুর্ঘটনাস্থলের উদ্দেশে।

# তিন

সেভেরোমর্স্ক্ নেভাল কমপ্লেক্স। মুরমান্স্ক, রাশা।

বন্দরের চার নম্বর জেটিতে দাঁড়িয়ে আছেন ভ্যালেরি নিকোলায়েভ। গায়ে খয়েরি গ্রেটকোট, মাথায় ভারী পশমি টুপি। কাঁধের অ্যাপিউলেট আর টুপির সামনে দুটো সোনালি তারকা সগর্বে ঘোষণা করছে—তিনি রাশান নৌবাহিনীর একজন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

নিভু নিভু অবস্থায় একটা কিউবান চুরুট ঝুলছে রিয়ার অ্যাডমিরালের ঠোঁটে, টানতে ভুলে গেছেন। মন বিক্ষিপ্ত। তাঁর পিছনে নেভাল কমপ্লেক্সের তারকাঁটার বেড়ায় ঘেরা সীমানা—ওটাই নিকোলায়েভের আবাস এবং রাজ্য। ভিতরে রয়েছে বিশাল শিপইয়ার্ড, ড্রাই ডক, রিপেয়ার ফ্যাসিলিটি, ওয়েপন ডিপো আর অপারেশন্স বিল্ডিং... সোজা কথায় রাশান নর্দার্ন ফ্লিটের কেন্দ্রবিন্দু। ছোটখাট এক শহরের সমান এই

নেভাল কমপ্লেক্স দাঁড়িয়ে আছে আর্কটিক মহাসাগরের পারে। ওখানে শক্তিশালী জাহাজই শুধু তৈরি হয় না, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গড়া হয় ইস্পাতকঠিন মানুষও।

রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভের ধূসর দু'চোখ আটকে আছে পিয়ারের শেষ প্রান্তে—সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে সেখানে সাবমেরিন *ড্রাকন*। বার্থ থেকে রওনা দেবার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন, ইতিমধ্যে খুলে নেয়া হয়েছে শোর-সাপ্লাইয়ের কেইবলগুলো, জলযানটা এখন চলছে নিজস্ব জেনারেটরের পাওয়ারে।

একটু পর ভারী ইউনিফর্ম পরা সাবমেরিনের তরুণ ক্যাপ্টেন এগিয়ে এল। স্যালিউট ঠুকে বলল, 'স্যর, আমরা তৈরি। আপনার নির্দেশ পেলেই রওনা হতে পারি।'

মাথা ঝাঁকালেন নিকোলায়েভ। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। তবে বন্দর ছাড়ার আগে একটা ফোন করতে হবে আমাকে। ড্রাকনে সিকিউর ল্যাণ্ডলাইন আছে তো?'

'জী, স্যর। প্লিজ, আসুন।'

রিয়ার অ্যাডমিরালকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ক্যাপ্টেন আন্তন রুশকিন। তার হাঁটার ভঙ্গিতে আশ্চর্য এক গর্বের ছাপ লক্ষ করলেন নিকোলায়েভ। স্বাভাবিক... বয়স এখনও চল্লিশ হয়নি, এটাই রুশকিনের প্রথম কমাণ্ড এবং প্রথম মিশন। এই মিশনেই নর্দার্ন ফ্লিটের কমাণ্ডারকে চরম গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পেয়েছে। গর্ব অনুভব করাই স্বাভাবিক।

নিজের ওই বয়সটার কথা অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না নিকোলায়েভ। রিটায়ারমেন্টের আর মাত্র এক বছর বাকি, যৌবনটা ছিল যেন বহুকাল আগেকার কোনও সময়। কতকিছু ঘটে গেল এর মাঝে। চোখের সামনে টুকরো টুকরো

হয়ে যেতে দেখলেন মাতৃভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নকে, কীভাবে যেন বদলে গেল পরিবেশ-পরিস্থিতি আর চেনাজানা মানুষগুলো! ভাবতেই বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তাঁর।

গ্যাংওয়ে অতিক্রম করে সাবমেরিনে চড়লেন দু'জনে, তারপর ল্যাডার বেয়ে উঠে পড়লেন কোনিং টাওয়ারে। উঁচু গলায় রিয়ার অ্যাডমিরালের আগমনী ঘোষণা দিল ক্যাপ্টেন। আনুষ্ঠানিক কায়দায় তাঁকে সম্মান জানাল ডেকে উপস্থিত সবাই। স্মিত হেসে তার জবাব দিলেন নিকোলায়েভ।

'রওনা হবার অনুমতি চাইছি, স্যর,' বলল রুশকিন।

মাথা ঝাঁকিয়ে চুরুটটা পানিতে ফেলে দিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

আদেশ-নির্দেশ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ক্যাপ্টেন। বুলহর্নের মাধ্যমে সেগুলো পিয়ার এবং ডেকের ক্রুদের মধ্যে রিলে করল এক অফিসার। দ্রুত খুলে নেয়া হলো কয়েকটা দড়ি। ক্রেনের সাহায্যে সরিয়ে নেয়া হলো ভারী গ্যাংওয়ে।

শেষ কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে নিকোলায়েভ-সহ খোলের ভিতরে ঢুকে পড়ল ক্যাপ্টেন। পথ দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে চলল অ্যাডমিরাল'স্ স্টেটরুমের দিকে। গত দু'বছরে কোনও সাবমেরিনে পা রাখেননি রিয়ার অ্যাডমিরাল, তবে জাহাজটার প্রতিটা নাটবল্টু চেনেন তিনি। নিজেও একজন সাবমেরিনার, তৈরি হবার আগে ড্রাকনের সমস্ত ডিজাইন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন, তারপর অনুমোদন দিয়েছেন নির্মাণকাজের। পথ দেখিয়ে না দিলেও কোনও অসুবিধে ছিল না, তারপরেও ক্যাপ্টেনকে তার দায়িত্ব পালন করতে দিলেন তিনি।

প্যাসেজ ধরে এগোবার সময় সসম্মানে রিয়ার অ্যাডমিরালকে পথ ছেড়ে দিল ব্যস্ত ক্রু-রা। তাদের চোখে ফুটে রয়েছে ভীতি ও সমীহ। শুধু কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্ব নন নিকোলায়েভ, তাঁর

অবয়বও ভয়-জাগানো। ঋজু দেহ, অ্যাথলিটের মত... আটষট্টি বছর বয়সেও সামান্যতম কুঁজো হননি। চেহারা আশ্চর্য রকমের তীক্ষ্ণ, নিষ্ঠুর ও শীতল। চোখদুটো নিষ্প্রাণ। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া সাদা চুল। আড়ালে-আবডালে লোকজন তাঁর নাম দিয়েছে সাদা ভূত। তাঁর সামনে দাঁড়ালেই ভয়ে বুক শুকিয়ে যায় সবার।

খানিক পরে স্টেটরুমের দরজায় পৌঁছুলেন নিকোলায়েভ। উল্টো ঘুরে রুশকিন বলল, 'আপনার কথামত কমিউনিকেশন লাইন চালু রাখা হয়েছে। ফোনটা করে নিতে পারেন।'

'আর রিসার্চ ফ্যাসিলিটির ক্রেটগুলো?' জিজ্ঞেস করলেন নিকোলায়েভ।

'স্টেটরুমের ভিতরেই রাখা হয়েছে, যেমনটা আপনি চেয়েছিলেন,' দরজা মেলে ধরল ক্যাপ্টেন।

ভিতরে উঁকি দিলেন নিকোলায়েভ। তারপর বললেন, 'খুব ভাল।' মাথা থেকে খুলে ফেললেন পশমি টুপি। 'তুমি এবার যেতে পারো, ক্যাপ্টেন।'

'ধন্যবাদ, স্যর,' স্যালিউট ঠুকে বিদায় নিল রুশকিন।

স্টেটরুমে ঢুকে দরজা আটকে দিলেন নিকোলায়েভ। তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ইতিমধ্যে ক্লজিটে গুছিয়ে রেখেছে স্টুয়ার্ড। খালি ব্যাগগুলো ভাঁজ করে রেখেছে বিছানার গোড়ায়। কামরার একপ্রান্তে সাজিয়ে রাখা হয়েছে টাইটেনিয়ামের তৈরি ছ'টা বাক্স... এগুলোর কথাই ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করছিলেন তিনি। বাক্সগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। একে একে সবক'টাই পরীক্ষা করলেন আঙুল ঘষে। না, খোলা হয়নি কোনোটাই—ট্যাম্পারিঙের কোনও লক্ষণ নেই।

বাক্সগুলোর সঙ্গে একটা খামও আছে, ওটার উপরে স্টেনসিল করে লেখা একটিমাত্র শব্দ—*গ্রেণ্ডেল*... নরওয়েইজিয়ান পুরাণের সেই দানব, যাকে বধ করেছিল বেউলফ। কিন্তু নামটা আরও

গভীর একটা অর্থ বহন করছে নিকোলায়েভের জন্য।

নিজের অজান্তেই দু'হাত মুঠো হয়ে গেল রিয়ার অ্যাডমিরালের। পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে গেছে। বহু বছর আগে... যখন তিনি নিতান্ত শিশু... তাঁর বাবাকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাড়ি থেকে। আর কখনও তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি।

বাক্সগুলোর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন নিকোলায়েভ... মন্ত্রমুগ্ধের মত। একটু পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উল্টো ঘুরলেন। স্টেটরুমের ভিতরটা সবুজ রঙ করা। সিঙ্গেল বাঙ্ক আছে একটা, সেইসঙ্গে বুকশেলফ, ডেস্ক, ওঅশবেসিন আর একটা ছোট কমিউনিকেশন স্টেশন—ওতে আছে ব্রিজ স্পিকার বক্স, একটা ভিডিও মনিটর আর একটা টেলিফোন।

ফোনের রিসিভার তুললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, কাঙ্ক্ষিত নাম্বারটা চাইলেন অপারেটরের কাছে। এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল, কলটা কয়েকটা স্টেশন ঘুরে এনক্রিপ্ট হয়ে পৌঁছুচ্ছে নির্ধারিত লক্ষ্যে। ত্রিশ সেকেণ্ড পর ভেসে এল পরিচিত গলা।

'লেপার্ড কমাণ্ড।'

'স্ট্যাটাস?' জানতে চাইলেন নিকোলায়েভ।

'টার্গেটকে সফলভাবে এনগেজ করা হয়েছে।'

'কনফার্মেশন?'

'খুব শীঘ্রি পাওয়া যাবে।'

'কী করতে হবে, তা মনে আছে তো? কোনও সার্ভাইভার থাকা চলবে না।'

'জী, অ্যাডমিরাল।'

আর কিছু বললেন না নিকোলায়েভ। ক্র্যাডলে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। শুরু হলো তা হলে!

# চার

পাহাড়ি ঢাল ধরে ঘোড়া ছোটাচ্ছে রানা। অবলা প্রাণীটার জন্য সহজ হচ্ছে না কাজটা। সমুদ্রসমতল থেকে ওপাশের উপত্যকার উচ্চতা এক হাজার ফুট। যত উপরে উঠছে ওরা, ততই পুরু হচ্ছে তুষার; গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের ঘনত্বও বাড়ছে। এসব ভেদ করে পাহাড়ি ঢাল বাওয়া যথেষ্ট কঠিন কাজ। লোবোকে অবশ্য স্পর্শ করছে না এসব। দামাল হাওয়ার মত আগে আগে ছুটছে ও। রানাকে বরং কয়েকবার শিস দিয়ে থামাতে হয়েছে ওকে—খুব বেশি এগিয়ে যাচ্ছিল।

রিজলাইনে পৌঁছে ঘোড়াকে বিশ্রাম দিল ও। চোখ বোলাল সামনের উপত্যকায়। পাতলা হয়ে আসা ধোঁয়ার মেঘ দেখে সহজেই বোঝা গেল ক্র্যাশসাইটটা কোথায়। কিন্তু স্প্রুস আর অল্ডার গাছের ঘন জঙ্গলের কারণে বিধ্বস্ত বিমানটাকে দেখা যাচ্ছে না। কান পাতল ও। না, কারও কণ্ঠ বা আর্তনাদ ভাসছে না বাতাসে। খারাপ লক্ষণ।

ঘোড়ার পেটে গোড়ালি দিয়ে মৃদু খোঁচা দিল রানা, দুলকি চালে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। এবার আর জোরে ছোটা সম্ভব নয়। পা হড়কে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ঢালের গোড়ায় পৌঁছে একটা খরস্রোতা ঝর্ণা পাওয়া গেল। ওটার তীর ঘেঁষে এগিয়ে চলল ও। সামনে হালকা কুয়াশার চাদর ঝুলছে।

অস্বস্তিকর নীরবতা সবখানে। তুষারে ঘোড়ার পা ফেলার আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই কোথাও। এমনকী লোবোও চুপ মেরে গেছে।

একটু পরেই নাক টানতে শুরু করল কুকুরটা, গন্ধ শুঁকছে। কিছুদূর এগোনোর পর রানাও পেল গন্ধটা—পোড়া তেলের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। গাছপালা ভেদ করে গন্ধের উৎসের দিকে এগোল রানা—যতটা সম্ভব সরাসরি পথে। তারপরেও পুরো বিশ মিনিট লেগে গেল। এরপর জঙ্গল থেকে খোলা একটা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা।

আশপাশটা দ্রুত দেখে নিল রানা। সন্দেহ নেই, ফাঁকা দেখে এখানে ল্যাণ্ড করার চেষ্টা করেছিল পাইলট। তুষারের উপর ফুটে আছে চওড়া এক ট্র্যাক—ল্যাণ্ডিং ফ্লোটগুলোর ঘষা খাবার দাগ। জায়গাটা আরেকটু বড় হলে হয়তো বা সফলও হতে পারত পাইলট। কিন্তু মন্দ কপাল তার, ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে সোজা গাছপালার গায়ে আছড়ে পড়েছে বিমান।

ওটাকে দেখতে পাচ্ছে রানা—সেসনা ওয়ান-এইট-ফাইভ স্কাইওয়্যাগন, দলামোচা হয়ে পড়ে আছে বিশাল কতগুলো স্প্রুস গাছের গোড়ায়। নাকটা প্রথমে গুঁতো খেয়েছে গাছের গায়ে, ডানাগুলোও ভেঙে গেছে কাণ্ডের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে। লেজটা উঠে গেছে অনেকখানি। বিধ্বস্ত ইঞ্জিন কম্পার্টমেণ্ট থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া। ফিউয়েল লাইনে লিক দেখা দিয়েছে নিঃসন্দেহে, তেলের গন্ধে ভরে গেছে চারদিক। যে-কোনও মুহূর্তে আগুন লেগে যেতে পারে।

বিধ্বস্ত বিমানের দিকে এগোতে এগোতে আকাশ দেখে নিল রানা। কালো মেঘ আরও নীচে নেমে এসেছে। এখুনি বৃষ্টি বা তুষারপাত শুরু হয়ে গেলে মন্দ হয় না। অগ্নিকাণ্ড ঘটবে না তা হলে।

কাছাকাছি পৌঁছে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল রানা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। কী দেখতে পাবে, জানে। জীবনে বহু মৃত্যু দেখেছে ও, দেখেছে বহু মৃতদেহ। কোনোটাই সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। মৃত্যুর সেই বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ করবার আগে শক্ত করে নিচ্ছে মনকে। জোরে জোরে কয়েকবার শ্বাস ফেলল ও। তারপর পা বাড়াল সামনে। কেউ বেঁচেও থাকতে পারে ওখানে।

'হ্যালো!' গলা চড়িয়ে ডাকল ও। 'কেউ আছেন ওখানে?'

জবাব পাওয়া গেল না। পাবে বলে আশাও করেনি।

ভাঙা ডানার তলা দিয়ে কুঁজো হয়ে এগোল রানা। ফিউজেলাজ দুমড়ে-মুচড়ে গেছে, দরজা-জানালার সমস্ত কাঁচ ভেঙে চুরমার। ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরুনো ধোঁয়া নাকে-মুখে ঝাপটা মারল। কাশতে শুরু করল ও, চোখও জ্বলছে। থামল না তারপরও, এগিয়ে গেল ফিউজেলাজের দিকে।

দরজা খোলার চেষ্টা করল রানা। লাভ হলো না, বেঁকেচুরে ফ্রেমের গায়ে আটকে গেছে পাল্লা। ভাঙা জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে ভিতরে উঁকি দিল ও। সিটের উপরে এলিয়ে পড়ে আছে পাইলট, বেল্ট বাঁধা থাকায় ছিটকে যায়নি। তবে বেকায়দা ভঙ্গিতে হেলে থাকা মাথা দেখেই বোঝা গেল, ঘাড় মটকে গেছে। একটু সরল রানা, এবার উঁকি দিল ব্যাকসিটে। আছে... আরেকজন যাত্রী আছে ওখানে। কাত হয়ে পড়ে আছে শ্বেতাঙ্গ এক যুবক, নড়ছে না।

ভালমত দেখার জন্য জানালার ফোকর দিয়ে মাথা ঢোকাল রানা, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল লোকটার দেহে। ঝট্ করে মাথা তুলল সে, উঠে এল হাত, দুহাতের মুঠোয় স্থিরভাবে ধরে রেখেছে একটা আগ্নেয়াস্ত্র।

'খবরদার! নড়বে না!!' ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

চমকে গেল রানা। জানালার ফ্রেমে ঠুকে গেল মাথা। 'উফ্!' ককিয়ে উঠল ও।

'নড়তে মানা করেছি তোমাকে!' আবার চেঁচাল লোকটা। 'আমি সিরিয়াস!' উঠে বসল সিটে। এবার ভালমত দৃষ্টিগোচর হলো চেহারা। নিখুঁত শেভ করা সুদর্শন একটা মুখ, দৃষ্টিতে বন্যতা। সম্ভবত অ্যাকসিডেন্টের ফলেই। মাথার সোনালি চুলের একটা পাশ রক্তে ভেজা... লেপ্টে আছে কপালে। জানালায় বাড়ি খেয়েছিল নিশ্চয়ই। বয়স বেশি না, রানার চেয়ে বড়জোর দু'এক বছরের বড় হতে পারে। 'আমি কিন্তু গুলি করব!' হুমকি দিল সে।

নির্বিকার রইল রানা। সাবধানে জানালা থেকে বের করে আনল মাথা। শীতল গলায় বলল, 'তা হলে গুলিই করুন। দেখা যাক, আমি ছাড়া আর কে উদ্ধার করে আপনাকে।'

বিমূঢ় হয়ে পড়ল যুবক। অস্ত্রের মুখে কেউ এমন শান্ত থাকতে পারে, তা ভাবতেই পারেনি। এই সুযোগে তাকে ভালমত দেখে নিল রানা। একেবারে নতুন একটা পারকা পরেছে, পায়ের বুটজোড়াও চকচকে; বোঝা যাচ্ছে এই এলাকায় সে নবাগত। তারপরেও যেভাবে স্থিরহাতে অস্ত্র বাগিয়ে ধরেছে, তা প্রশংসার দাবিদার। ভয়াবহ অ্যাকসিডেন্টের পর এভাবে অস্ত্র ধরা যার-তার পক্ষে সম্ভব নয়। একটুও কাঁপছে না যুবকের হাত।

'আ... আপনি ভয় পাচ্ছেন না কেন?' বলে উঠল যুবক। সম্বোধন পাল্টে গেছে।

'আপনার হাতে ওটা ফ্লেয়ার গান,' হাসল রানা। 'বড়জোর কিছুক্ষণের জন্য চোখ ঝলসে দিতে পারবেন আমার, আর কিছু না। নামাবেন ওটা? তা হলে রেসকিউ মিশনটা শেষ করতে পারি।'

একটু যেন বিব্রত হলো যুবক। 'দুঃখিত,' মিনমিন করে বলল সে। নামিয়ে রাখল ফ্লেয়ার গান।

'দুঃখিত হবার কিছু নেই,' রানা বলল। 'আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়েছেন... এ-ধরনের পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ভদ্রতা আশা করা যায় না, আমি জানি।'

এবার এক টুকরো হাসি দেখা দিল যুবকের ঠোঁটে।

'ব্যথা পেয়েছেন কোথাও?' জানতে চাইল রানা।

'মাথায় বাড়ি খেয়েছি। একটা পা-ও আটকা পড়েছে।'

জানালা দিয়ে আবার মাথা গলাল রানা। দুমড়ে-মুচড়ে পিছনে চেপে এসেছে সেসনার ফ্রন্টসিটদুটো। ওগুলোর চাপে দুই সিটের মাঝখানে আটকা পড়েছে যুবকের ডান পা। মুক্ত থাকলে জানালা দিয়ে বের করে আনা যেত তাকে, কিন্তু এখন সেটা সম্ভব নয়।

'পাইলট...' বিড়বিড় করল যুবক, 'ও কি...'

'সরি, ওর ব্যাপারে কিছু করার নেই আমাদের। ক্র্যাশের সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়েছে বেচারা।'

দরজা ধরে টানাটানি শুরু করল রানা। কিন্তু একচুল নড়াতে পারল না পাল্লা। ঠোঁট কামড়ে ভাবল একটু। যুবককে বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন। আমি আসছি এখুনি।'

ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল ও। লাগাম ধরে ওটাকে নিয়ে এল বিমানের কাছে। হ্রেষারব করে তীব্র প্রতিবাদ জানাল আধা-অ্যারাবিয়ান। পোড়া গন্ধে অস্থির হয়ে উঠেছে প্রাণীটা। ঘাড়ে চাপড় দিয়ে ওটাকে শান্ত করল রানা, বাধ্য করল ধ্বংসস্তূপের কাছে আসতে। স্যাডলব্যাগ থেকে দড়ির গোছা বের করল এরপর, একপ্রান্তে বাঁধল পমেলে, অন্যপ্রান্তটা নিয়ে ফিরে এল দরজার কাছে। ভাল করে বাঁধল হাতলের সাথে। বাঁধা শেষ হলে ঘোড়াটার পাছায় থাপ্পড় দিল ও।

চেঁচিয়ে উঠল আধা-অ্যারাবিয়ান ঘোড়া। চেষ্টা করল ছুট লাগাতে। রাইফেলের একটা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ওটাকে আরও ভড়কে দিল রানা। পাগলের মত সামনে এগোল শক্তিশালী ঘোড়া,

ওটার টানে মড়মড় করে উঠল বিমানের দরজা, যেন একটা সোডা ক্যানের সিল ভাঙা হচ্ছে। বেশিক্ষণ আটকে থাকতে পারল না, হঠাৎ ভোঁতা শব্দ করে খুলে এল ফ্রেম থেকে। ভাঙা পাল্লা নিয়ে বেশ কিছুদূর চলে গেল ঘোড়াটা, তারপর থমকে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে।

'দারুণ দেখিয়েছিস!' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'আজ বাড়তি দানা পাবি, প্রমিজ।'

কী বুঝল কে জানে, চিঁ হিঁ হিঁ করে উঠল ঘোড়া। পায়ে পায়ে ফিরে আসতে শুরু করল। বিমানের কাছে ফিরে এল রানা। ভাঙা দরজা গলে ঢুকে পড়ল ফিউজেলাজে। ফ্রন্টসিটের পিছনে কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলতে শুরু করল সর্বশক্তিতে। চাপ একটু কমতেই ডান পা তুলে নিল যুবক। মুক্ত এখন সে।

'কী অবস্থা পায়ের?' জানতে চাইল রানা।

'ব্যথা করছে খুব,' যুবক জানাল। 'হাড় ভেঙেছে কি না বুঝতে পারছি না।'

'দাঁড়ান, দেখছি আমি।' প্যান্টের পা গুটিয়ে আঘাত পরীক্ষা করল রানা। 'নাহ্, সিরিয়াস কিছু না। কালসিটে পড়েছে, তবে সেরে যাবে খুব শীঘ্রি। হাড় ভাঙেনি।'

'থ্যাঙ্ক গড!'

'আসুন। নামতে হবে আমাদেরকে। প্লেনে আগুন ধরে যেতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।'

ধরাধরি করে লোকটাকে নামিয়ে আনল রানা। ধ্বংসস্তূপ থেকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের গোড়ায় বসাল। 'এবার আপনি নিরাপদ,' বলল ও।

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল যুবক। 'আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। কিন্তু আপনার পরিচয় তো জানা হলো না।'

'আমার নাম মাসুদ রানা,' রানা বলল। 'শৌখিন

এক্সপ্লোরার।'

'গ্যারি ম্যাসন,' হাত বাড়িয়ে দিল যুবক।

বিমানের ধ্বংসস্তূপের দিকে ইশারা করল রানা। 'কী ঘটেছিল?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল ম্যাসন। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আ... আমি জানি না। ডেডহর্সে যাচ্ছিলাম আমরা...'

'প্রুডো-র ডেডহর্স?'

'প্রুডো বে... হ্যাঁ,' নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথার চুলে হাত বোলাল ম্যাসন। জায়গাটা চেনে রানা। আলাস্কার একেবারে উত্তরে, ছোট্ট এক শহর প্রুডো বে, এয়ারপোর্টের নাম ডেডহর্স। নর্থ স্লোপের অয়েলফিল্ডগুলো ওখানেই মিশেছে আর্কটিক সাগরে। 'ফেয়ারব্যাঙ্কস্ থেকে রওনা হবার দু'ঘণ্টা পরে পাইলট জানাল, ইঞ্জিনে গোলমাল দেখা দিয়েছে। ফিউয়েল নাকি ফুরিয়ে গেছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার সেটা, কারণ ফেয়ারব্যাঙ্কসে ফিউয়েলিং করেই রওনা হয়েছিলাম আমরা।'

কোনও ধরনের লিক দেখা দিয়েছিল, আন্দাজ করল রানা। বাতাসে এখনও ভাসছে তেলের গন্ধ। না, শুধু ধ্বংসস্তূপ থেকে আসছে না ওই গন্ধ। ল্যাণ্ড করার আগ থেকেই তেল ঝরছিল পুরো উপত্যকার উপরে। অস্বাভাবিক, এমন একটা লিক নিয়ে ফ্লাই করার কথা নয় কোনও পাইলটের। ফিউয়েলিঙের সময়ই সব চেক করে নেয়ার কথা।

'ইঞ্জিন কাশতে শুরু করায় ল্যাণ্ড করবার সিদ্ধান্ত নিই আমরা। কিন্তু কপাল খারাপ, ততক্ষণে এসে পড়েছি পার্বত্য এলাকায়। আশপাশে ল্যাণ্ড করার মত কোনও জায়গা নেই। পাইলট... ও চেষ্টা করল রেডিওতে সাহায্য চাইতে। কিন্তু যোগাযোগ করতে পারল না কারও সঙ্গে...'

রেডিও ম্যালফাংশনের কথা শুনে অবাক হলো না রানা। গত

এক সপ্তাহ থেকে সোলার ফ্লেয়ারের কারণে পুরো আলাস্কাতেই বেতার যোগাযোগ বিপর্যস্ত। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বোধহয় একেই বলে।

ঘন ঘন কয়েকটা ঢোক গিলল ম্যাসন। তারপর বলল, 'বনের মধ্যে ফাঁকা জায়গাটা দেখতে পেয়ে এখানেই ল্যাণ্ড করতে চেয়েছে পাইলট। কিন্তু... তার ফলাফল তো নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছেন...'

আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে তার কাঁধে হাত রাখল রানা। বলল, 'যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করবেন না। অত্যন্ত ভাগ্যবান আপনি। দাঁড়ান, মাথার ক্ষতটার একটা গতি করি, তারপর আপনাকে নিয়ে যাব কোনও হাসপাতালে।'

স্যাডলব্যাগ থেকে ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে এল ও। পার-অক্সাইডে তুলো ভিজিয়ে পরিষ্কার করতে শুরু করল ম্যাসনের মাথার ক্ষত। কাজ করতে করতে অচেনা মানুষটাকে আরেকদফা দেখল ও। চেহারাসুরতে অয়েল রিগার বলে মনে হচ্ছে না। ওরা অনেক রুক্ষ হয়। 'গ্যারি, প্রুডো-তে কেন যাচ্ছিলেন আপনি?'

'প্রুডো না, আসলে আমি যাচ্ছিলাম আরেক জায়গায়। ডেডহর্সে নেমে স্রেফ রিফিউয়েলিং করবার কথা ছিল।'

'তা হলে যাচ্ছিলেন কোথায়?'

'আইস ক্যাপের একটা রিসার্চ বেইসে। ওটার নাম ওমেগা ড্রিফট স্টেশন। সাইসেক্স রিসার্চ গ্রুপের অংশ বেইসটা।'

'সাইসেক্স?' ক্ষততে অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম ঘষতে ঘষতে ভুরু কোঁচকাল রানা।

'সায়েন্টিফিক আইস এক্সপিডিশন্স,' ব্যাখ্যা করল ম্যাসন। 'পাঁচ বছরের একটা প্রজেক্ট ওটা। মার্কিন নৌবাহিনী আর সিভিলিয়ান বিজ্ঞানীদের যৌথ উদ্যোগ।'

'মনে পড়েছে,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শুনেছি আমি ওই প্রজেক্টের কথা।' গ্রুপটা মার্কিন সাবমেরিনের সাহায্যে বিশাল আর্কটিক এলাকার ডেটা সংগ্রহ করে। এমন সব জায়গায় যায়, যেখানে স্বাভাবিকভাবে কোনও বিজ্ঞানীর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। 'কিন্তু আমার ধারণা ছিল, প্রজেক্টটা বেশ ক'বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে।'

বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকাল ম্যাসন। সাইসেক্স প্রজেক্ট কবে শেষ হয়েছে না হয়েছে, তা সামান্য এক এক্সপ্লোরার জানল কেমন করে?

'দুঃখিত, আপনাকে বলা হয়নি, আমি নুমার সঙ্গেও জড়িত। অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর।' রানা হাসল। 'ওখানেই শুনেছি সাইসেক্স প্রজেক্ট সম্পর্কে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। 'আপনার কথাই ঠিক। অফিশিয়ালি সাইসেক্স প্রজেক্ট শেষ হয়ে গেছে বটে, তবে একটা স্টেশন... মানে ওমেগার কথা বলছি... ড্রিফট করে চলে গেছে যি.সি.আই.-তে। গবেষণার জন্য চমৎকার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এর ফলে...'

যি.সি.আই. মানে জোন অভ কম্প্যারেটিভ ইন-অ্যাক্সেসিবিলিটি। পোলার আইস ক্যাপের সবচেয়ে দুর্গম এলাকা। স্বাভাবিকভাবে ওখানে কোনও আইস স্টেশন তৈরি করা প্রায় অসম্ভব কাজ। ভাসমান বরফে চেপে একটা স্টেশন যদি ওখানে পৌঁছে গিয়ে থাকে, নিঃসন্দেহে মস্তবড় একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে গবেষণা চালাবার জন্যে।

'দুর্গম ওই জায়গার ডেটা কালেকশনের জন্য সাইসেক্সের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে,' বলে চলল ম্যাসন, 'মানে ওই স্টেশনটার জন্য আর কী।'

'আপনি তা হলে সায়েন্টিস্ট?' গজ-তুলো আর অ্যাডহেসিভ

টেপ দিয়ে ক্ষতটা ঢেকে দিয়ে জানতে চাইল রানা।

একটু হাসল ম্যাসন। 'না, না। বিজ্ঞানী নই আমি। সাংবাদিক... পলিটিকাল রিপোর্টার। *সিয়াটল টাইমস*-এ কাজ করি।'

'পলিটিক্যাল রিপোর্টার?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

সায় দিল ম্যাসন।

'আপনাকে কেন...'

প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না রানা। বাধা পেল ইঞ্জিনের আওয়াজে। বিমানের ইঞ্জিন। উপর থেকে আসছে শব্দটা। গাছের তলা থেকে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল ও। আকাশ এখনও মেঘে ঢাকা, কিছু দেখা যাচ্ছে না। শব্দটা ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে।

গাছের কাণ্ড ধরে উঠে দাঁড়াল ম্যাসন। 'আরেকটা বিমান!' বলল সে। 'পাইলটের ডিসট্রেস কল হয়তো শুনতে পেয়েছে কেউ।'

এবার মেঘের আড়াল থেকে ছোট একটা বিন্দু উদয় হতে দেখল রানা। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, একই সঙ্গে উচ্চতা কমিয়ে নেমে আসছে উপত্যকার দিকে। বোঁ বোঁ করে ওদের উপর দিয়ে উড়ে গেল ওটা। মডেলটা চিনতে পারল ও। এটাও সেসনা, তবে ম্যাসনের বিমানের চেয়ে বড়। ২০৬ বা ২০৭ স্কাইওয়্যাগন, আট সিটের।

ঘোড়াটাকে কাছে ডাকল রানা। স্যাডলব্যাগ থেকে বের করল বিনকিউলার। চোখে ঠেকিয়ে তাকাল বিমানটার দিকে। একেবারে নতুন দেখাচ্ছে। আলাস্কায় সচরাচর যে-সব বিমান চলাচল করে, সেগুলো এত ঝকঝকে হয় না।

'দেখতে পেয়েছে আমাদেরকে?' জানতে চাইল ম্যাসন।

'পাওয়া উচিত,' বলল রানা, 'আর কিছু না হোক, আপনার বিমানের ধোঁয়া তো দেখবে।'

কথাটা সত্য বলে প্রমাণ করবার জন্যই যেন কাত হলো সেসনা, বাঁক নিয়ে ফিরতে শুরু করল উপত্যকার দিকে। কেন যেন মন খুঁতখুঁত করে উঠল রানার। গত এক সপ্তাহে একটা বিমানও উড়তে দেখেনি ও এই এলাকায়, অথচ আজ দু'দুটোকে দেখছে! কো-ইনসিডেন্স, নাকি আর কিছু? বিশেষ করে এই দ্বিতীয় বিমানটা বড্ড পরিষ্কার... বড্ড ঝকঝকে। আলাস্কার আকাশে একেবারেই মানাচ্ছে না।

হঠাৎ সেসনার রিয়ার কার্গো ডোর খুলে যেতে দেখল রানা। স্কাইওয়্যাগনের এই মডেলটার বিশেষত্ব ওটা। আলাস্কার মত দুর্গম অঞ্চলের জন্য উপযোগীও বটে। পিছনে কার্গো ডোর থাকায় এই বিমানে স্ট্রেচার-সহ রোগী, এমনকী ছোটখাট মালামালও লোড করা যায়। আরও একটা ব্যবহার আছে... এ-মুহূর্তে সেটাই দেখল ও।

কার্গো ডোরের ফাঁক গলে দু'জন মানুষকে লাফ দিতে দেখা গেল। স্কাই ডাইভার। বিনকিউলারে ওদেরকে ফলো করা কঠিন হলো, খুব দ্রুত নামছে ওরা। অনেকদূর নেমে আসার পর প্যারাশুট খুলল দু'জনে। তাও সাধারণ প্যারাশুট নয়, বিশেষ ধরনের... প্রিসিশান প্যারাশুটিঙে ব্যবহার হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে নামা যায় এই প্যারাশুটের সাহায্যে। নামার অ্যাঙ্গেল দেখে বোঝা গেল, এই দু'জন উপত্যকার খোলা জায়গাটায় নামতে চাইছে।

তাড়াতাড়ি দুই স্কাই ডাইভারের উপর বিনকিউলার ফোকাস করল রানা। বিমানের মত এরাও দুধসাদা রঙের পোশাক পরেছে। কোনও ইনসিগনিয়া নেই। দু'জনেরই পিঠে ঝুলছে স্ট্র্যাপে বাঁধা রাইফেল।

শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা। রাইফেল দেখে নয়... ওর শঙ্কা জাগিয়েছে স্কাই-ডাইভারদের বাহন। দু'জনেই দুটো মোটরসাইকেলে বসে নামছে। সিটের উপর নিজেদের বেঁধে

নিয়েছে তারা। মোটরসাইকেলদুটোর চাকায় লাগানো আছে লোহার স্পাইক। স্নো-চপার বলে ওগুলোকে। বরফে ছাওয়া কঠিন রাস্তায় অনায়াসে ছুটতে পারে... তাড়া করতে পারে যে-কোনও শিকারকে। সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, রাইফেল আর মোটরসাইকেল... দুটোই আনছে ওরা নীচের মানুষদু'জনকে শিকার করার জন্য।

থমথমে চেহারা নিয়ে বিনকিউলার নামাল রানা। ম্যাসন জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'বিপদ,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'আশা করি ঘোড়ায় চড়তে জানেন আপনি?'

# পাঁচ

পুরু বরফ মাড়িয়ে, কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ওমেগা ড্রিফট স্টেশনের দিকে হাঁটছেন ক্যাপ্টেন গরডন। চারপাশে শিস তুলছে হিমশীতল বাতাস, অবিরাম ঝরছে তুষার। শোঁ শোঁ আওয়াজে কান ঝালাপালা। দুনিয়ার এই প্রান্তে বাতাসও এক জীবন্ত দানব, চরম আক্রোশ নিয়ে হামলা চালায় প্রকৃতি আর মানুষের উপর... কেড়ে নেয় জীবন। প্রাচীন এক ইনুইট প্রবাদ বলে—ঠাণ্ডায় মরে না মানুষ, মরে আসলে হাওয়ায়!

হিমবায়ু ভেদ করে হাঁটতে হাটতে পুরনো সেই প্রবাদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন গরডনের। তাঁর পিছনে আবছাভাবে

দেখা যাচ্ছে পোলার সেন্টিনেলকে—বরফের মাঝখানে বিশাল এক হ্রদে ভেসে উঠেছে সাবমেরিনটা। এ-ধরনের হ্রদকে *পলিনিয়া* বলে। হ্রদটার কাছাকাছি তৈরি করা হয়েছে ড্রিফট স্টেশন, সাবমেরিন যাতে ওটার নাগালের মধ্যে ডক করা যায়। হ্রদের কিনারটা প্রায় বিশ ফুট উঁচু, পানির তলায় রয়েছে আরও চার গুণ অংশ—রীতিমত একটা রিজলাইন বলা চলে। পুরু এই কিনারটাই তীব্র চাপের মুখেও হ্রদটাকে টিকিয়ে রাখছে, বুজে যেতে দিচ্ছে না। এবড়ো-খেবড়ো তীর এড়িয়ে সমতল বরফ রয়েছে সিকি মাইল দূরে, ড্রিফট স্টেশনটা ওখানেই। বিরূপ আবহাওয়ায় দূরত্বটা বড্ড বেশি বলে মনে হচ্ছে প্রৌঢ় ক্যাপ্টেনের কাছে।

নাবিকদের ছোট একটা দল নিয়ে এগোচ্ছেন তিনি। অবকাশ যাপনের জন্য চারভাগ করা হয়েছে সাবমেরিনের ক্রু-দের, প্রথম দলটা যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে। নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে এগোচ্ছে নাবিকরা, কিন্তু ক্যাপ্টেন নিশ্চুপ। নেভি ব্লু কালারের পারকা জড়িয়ে দ্রুত পা ফেলছেন তিনি। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছেন উত্তর-পূর্ব দিকে—ওখানেই দু'সপ্তাহ আগে রাশান আইস বেইসটার সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। সোনারে ওটার অস্তিত্ব টের পাওয়ার পর শুরু করা হয়েছিল সারফেস-সার্চ। ব্যবহার করা হয়েছিল নানা ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। শেষ পর্যন্ত ড্রিফট স্টেশনের ত্রিশ মাইল উত্তর-পুবে বেইসটার প্রবেশপথ আবিষ্কার করেন তাঁরা।

একটু কেঁপে উঠলেন গরডন। তবে ঠাণ্ডায় নয়। মানসচোখে ভেসে উঠেছে আইস বেইসের ভিতরে দেখা মৃতদেহগুলোর ছবি। বীভৎস দৃশ্য! ওগুলো তুলে আনতে অনেক সময় লেগেছে। বত্রিশজন পুরুষ, আর বারোজন নারীর লাশ ছিল ওখানে। কেউ কেউ ক্ষুৎপিপাসায় মরেছে, কেউ বা মরেছে নৃশংসভাবে... রহস্যজনক অবস্থায়। এখন পর্যন্ত মানুষগুলোর মৃত্যু-রহস্যের

কিনারা করা যায়নি।

জোর করে ভাবনাটাকে মন থেকে তাড়িয়ে সামনে নজর দিলেন ক্যাপ্টেন। ড্রিফট স্টেশনটাকে দেখতে পাচ্ছেন এখন। বৃত্তাকার একটা ফরমেশনে মোট পনেরোটা লাল রঙের জেমসওয়ে হাট। সবগুলো হাট থেকে বাষ্প আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে, কুয়াশার মত ভাসছে বেইসের উপরে। ভিতরে চলতে থাকা শক্তিশালী জেনারেটরের আওয়াজে কাঁপছে সেই কুয়াশা। মৃদু গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে ডিজেল আর কেরোসিনের। মাঝখানের আঙিনার মত জায়গাটায় রয়েছে লম্বা এক পোল, তার ডগায় জমে বরফ হয়ে আছে আমেরিকান পতাকা।

সেমি-পার্মানেন্ট এই সেটেলমেন্টের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পার্ক করা হয়েছে বেশ ক'টা *স্কি-ডু* আর *স্নো-ক্যাট*। বাহনগুলো মুহূর্তের নোটিশে বিজ্ঞানী আর রিসার্চ পার্সোনেলদের যে-কোনও জায়গায় নিয়ে যেতে তৈরি। বাড়তি বাহন হিসেবে রয়েছে একটা *আইসবোট*—স্টেইনলেস স্টিলের রানার লাগানো এক ধরনের নৌকা... বরফের উপর দিয়ে মানুষ ও মালামাল পরিবহনে অত্যন্ত কার্যকর।

দিগন্তের দিকে এক পলকের জন্য তাকালেন গরডন। অদৃশ্য একটা যানের ধোঁয়া উড়ছে আকাশে—ড্রিফট স্টেশন থেকে আইস বেইসে যাচ্ছে ওটা। বিস্মিত হলেন না, গত দু'সপ্তাহ ধরে সারাদিনই ওখানে আসা-যাওয়া করছে বিজ্ঞানীরা। ড্রিফট স্টেশনের এক-চতুর্থাংশ জনবলকেও শিফট করা হয়েছে আইস বেইসে, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের জন্য। বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতির মানুষ, তাদের আগ্রহের কারণটা বুঝতে পারেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাশান বেইসের সবচেয়ে বড় গোমরটা কখনোই তারা জানতে পারবে না।

প্রবেশপথ খুঁজে পাবার পর সবার আগে বেইসে ঢুকেছিলেন

ক্যাপ্টেন গরডন... ছোট একটা দল নিয়ে। ভিতরে যা আবিষ্কার করেছেন, তা একই সঙ্গে রোমহর্ষক এবং ভয়াবহ। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য সঙ্গীদের নির্দেশ দেন তিনি। বেইসের একটা অংশ অফ-লিমিট ঘোষণা করে বসিয়ে দেন সশস্ত্র প্রহরী। কেউ যেন ওখানে ঢুকতে না পারে। সিভিলিয়ান বলতে শুধু একজনই জানে কী লুকানো আছে রাশান বেইসের চার নম্বর লেভেলে। ড. শ্যারন বেকেট—ক্যাপ্টেনের দলটার সঙ্গে সে-ও ঢুকেছিল ওখানে। ওর মত দৃঢ় চরিত্রের মেয়েও কেঁপে উঠেছে ভিতরের দৃশ্য দেখে।

উল্লেখযোগ্য আরেকটা বিষয় হলো, ডিপআই সোনারে যে ঘোলা আকৃতিটা দেখা গিয়েছিল, সেটার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি আইস স্টেশনের ভিতরে। হতে পারে ওটা ছিল সোনার ওয়েভের স্রেফ একটা প্রতিবিম্ব। খাবারের খোঁজে ঘুরতে থাকা মেরু-ভালুক হবার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না... যদিও বেইসে বুনো প্রাণী ঢোকা বা বেরুবার কোনও রাস্তা এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। তল্লাশি অবশ্য অব্যাহত আছে। বিশাল একটা ঘাঁটি ওটা—পুরো পাঁচটা লেভেল আছে ওতে। সেইসঙ্গে আছে ঘাঁটির কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত প্রাকৃতিক টানেলের জটিল এক নেটওয়ার্ক। দু'সপ্তাহে এতবড় এলাকা কাভার করা সম্ভব নয় কারও পক্ষে। মূল প্রবেশপথ ছাড়াও ওখানে আসা-যাওয়ার আরও পথ থাকতে পারে। ইতিমধ্যে হিট চার্জ এবং সি-ফোর এক্সপ্লোসিভের সাহায্যে বেইসের পাশে একটা কৃত্রিম পলিনিয়া তৈরি করা হয়েছে--পোলার সেন্টিনেল যাতে বেইসটাকে সার্ভিস দিতে পারে।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবলেন গরডন, রাশান স্টেশনটাকে ধ্বংস করে দেয়া গেলে সবচেয়ে ভাল হতো। ওটাকে টিকিয়ে রেখে কারও কোনও মঙ্গল হবে না, এ-বিষয়ে তিনি ষোলআনা নিশ্চিত।

সমস্যা হলো, ওপরঅলা-রা তা ভাবছেন না। কড়া নির্দেশ দেয়া আছে তাঁর উপরে, যে-কোনও মূল্যে দখলে রাখতে হবে স্টেশনটা। বিজ্ঞানীদের সুযোগ করে দিতে হবে ভিতরে তল্লাশি চালাবার জন্য।

ড্রিফট স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন ক্যাপ্টেন। মৃদু চিৎকার শুনে চোখ তুলে তাকালেন। কালো পারকা পরা একজন মানুষ হাত নাড়ছে, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। দ্রুত পা চালালেন গরডন। কাছে যেতেই এগিয়ে এল লোকটা। ড. মরিস রেনার্ড—কানাডিয়ান আবহাওয়াবিদ, ওমেগা টিমের সদস্য।

'ক্যাপ্টেন,' হড়বড় করে বলল সে, 'একটা কল আছে আপনার জন্য। তাড়াতাড়ি আসুন।'

'কে...'

'অ্যাডমিরাল বেকেট,' বলল আবহাওয়াবিদ। চকিতে তাকাল আকাশের দিকে। 'ঝড় আসছে। সোলার ফ্লেয়ারের কারণে এমনিতেই সমস্ত সিস্টেম গোলমাল করছে... চলুন, চলুন, হাতে সময় নেই।'

একটু থেমে পিছনে ফিরলেন ক্যাপ্টেন গরডন। সঙ্গে আসা অফিসারকে বললেন, 'সবাইকে ছেড়ে দাও। রাত আটটা পর্যন্ত ঘুরতে পারে ওরা, এরপর পরবর্তী গ্রুপকে রিলিভ করবে।'

ড্রিফট স্টেশনের মেস হল আর রিক্রিয়েশন হাটের দিকে ছুট লাগাল নাবিকরা. ড. রেনার্ডের সঙ্গে স্টেশনের অপারেশনস সেন্টারের দিকে এগোলেন গরডন।

'আপনাকে খবর দেয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন ড. বেকেট,' রেনার্ড জানাল। 'এ-মুহূর্তে উনিই কথা বলছেন অ্যাডমিরালের সঙ্গে। একটু দ্রুত হাঁটুন, প্লিজ। কমিউনিকেশন কতক্ষণ টিকবে, তার কোনও গ্যারান্টি নেই।'

অপারেশন্স হাটের দরজার কাছে পৌঁছে গেল দু'জনে। ছোট্ট

প্রবেশপথ গলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। সেন্ট্রাল হিটারের কারণে আরামদায়ক উষ্ণতা বিরাজ করছে, কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডার পর উত্তাপটা রীতিমত অত্যাচার মনে হলো ক্যাপ্টেনের কাছে। বুট থেকে তুষার ঝাড়লেন তিনি, হাত থেকে খুললেন গ্লাভস, তারপর চেইন টানলেন পরনের পারকার। দু'হাত একত্র করে ঘষলেন তালুদুটো, হালকা ম্যাসাজ করলেন নাকের দু'পাশেও।

'আমি আসি, ক্যাপ্টেন,' উল্টো ঘুরতে ঘুরতে বলল রেনার্ড। 'কাজ আছে। ন্যাভস্যাট স্টেশন তো চেনেন, সোজা চলে যান ওখানে।'

'ঠিক আছে।'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল আবহাওয়াবিদ। গা থেকে পারকা খুললেন গরডন, ঝুলিয়ে রাখলেন দেয়ালের হুকে। তারপর পা বাড়ালেন ন্যাভস্যাট স্টেশনের দিকে। ছোট একটা অ্যান্টিরুম পেরিয়ে একটু পরেই অপারেশন্স সেন্টারের মূল অংশে পৌঁছুলেন তিনি। জায়গাটা ছোট ছোট বেশ কয়েকটা ভেস্টিবিউল আর ল্যাবে ভাগ করা হয়েছে। এখান থেকে পরিচালনা করা হয় ড্রিফট স্টেশনের গবেষণা—মাপা হয় আইস প্যাকের বাৎসরিক ক্ষয়ের পরিমাণ ও মতিগতি। বরফের গভীর থেকে মাইনিঙের মাধ্যমে তুলে আনা স্যাম্পল বিশ্লেষণ করা হয় ল্যাবগুলোতে—সংগ্রহ করা হয় ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন ও জুয়ো-প্ল্যাঙ্কটনের বংশবিস্তার সংক্রান্ত ডেটা। এ-ছাড়াও আবহাওয়া ও পরিবেশ বিষয়ক অন্তত ডজনখানেক গবেষণা চালাচ্ছে বিভিন্ন ফিল্ডের বিজ্ঞানীরা—ওসবও পরিচালনা করা হচ্ছে এখান থেকেই।

ডেস্ক এবং কম্পিউটার মনিটরের উপর ঝুঁকে থাকা পরিচিত মুখগুলোর দিকে ক্ষণে ক্ষণে মাথা ঝোঁকালেন ক্যাপ্টেন, তারপর কয়েকটা এয়ারলক ডোর পেরিয়ে পা রাখলেন অপারেশন্স সেন্টারের পরের অংশে। এটাই বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে ওমেগার

যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু—কমিউনিকেশন্স সেন্টার। দেয়ালগুলোয় রয়েছে বাড়তি ইনসুলেশন, বিদ্যুৎ-সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য বসানো হয়েছে দুটো ব্যাকআপ জেনারেটর। পুরো কামরা জুড়ে শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ভিএলএফ ও ইউএলএফ রেডিও সেট। এ-ছাড়া আছে ন্যাভস্যাট—মিলিটারি স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম।

চারপাশে দ্রুত চোখ বোলালেন গরডন, শ্যারন ছাড়া আর কেউ নেই কমিউনিকেশন্স সেন্টারে। ওর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। গায়ে ছায়া পড়তে চোখ তুলে তাকাল তরুণী বিজ্ঞানী, তারপর আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল পিতার সঙ্গে আলাপচারিতায়। একটা *টিটিওয়াই*... মানে টেক্সট-টেলিফোন ইউনিটের মাধ্যমে কথা বলছে ও। হাতের সামনে রয়েছে একটা পোর্টেবল কিবোর্ড, মুখের সামনে মাইক্রোফোন, সামনে এলসিডি মনিটর। নিজের বক্তব্য টাইপ করে পাঠানো যায় যন্ত্রটাতে, কিংবা মাইক্রোফোনে বললেও সেটা লিখিত অক্ষরে ভেসে ওঠে মনিটরে। একই পদ্ধতি অন্যপ্রান্তের জন্যও প্রযোজ্য।

'আমি জানি, বাবা,' বলল শ্যারন, 'তুমি চাওনি আমি এখানে আসি...'

কথা শেষ করতে পারল না ও, বাধা পেল অ্যাডমিরালের তরফ থেকে। স্পিকারে ভেসে এল তাঁর গলা, কিন্তু সেটা শোনা সম্ভব নয় বধির বিজ্ঞানীর পক্ষে। তাই মনিটরের উপর ঝুঁকল লেখাটা পড়তে। একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন গরডন। পিতা-কন্যার ঝগড়ায় নাক গলানোর কোনও মানে হয় না। এই গোলমালের কথা এমনিতেই জানা আছে তাঁর। অ্যাডমিরাল হেনরি বেকেট চাননি তাঁর মেয়ে এই ড্রিফট স্টেশনের দায়িত্ব নিক, কিন্তু বরাবরের মত তাঁর ইচ্ছের অবাধ্য হয়েছে শ্যারন। কানের সমস্যার কারণে সবসময়ই ওকে দুর্বল

ভাবেন অ্যাডমিরাল, আগলে রাখতে চান... এটা ওর অত্যন্ত অপছন্দের। সারাজীবন তাই ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের।

শ্যারনের চেহারায় ক্লান্তি লক্ষ করলেন ক্যাপ্টেন গরডন। চোখের নীচে কালি, বয়সও যেন কয়েক বছর বেড়ে গেছে গত দু'সপ্তাহে। স্নায়বিক চাপ... আর কিছু না। মেজাজও একটু খিটমিটে হয়ে উঠেছে।

'...এসব নিয়ে পরে কথা বলব, বাবা,' মাইক্রোফোনে রূঢ় গলায় বলল শ্যারন। 'ক্যাপ্টেন গরডন এসেছেন।'

অ্যাডমিরালের জবাবটা পড়ে মুখ লাল হয়ে উঠল ওর। 'বেশ, যা খুশি করো!' ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল, মাথা থেকে হেডসেট খুলে বাড়িয়ে ধরল ক্যাপ্টেনের দিকে। 'এই নিন, আপনার বস্ কথা বলবে!'

হাত কাঁপছে ওর। রাগে, হতাশায়... নাকি দুটোই? মাইক্রোফোনের উপর হাত রাখলেন গরডন, ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি এখনও ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইছেন?'

'সন্দেহ আছে?' বাঁকা সুরে বলল শ্যারন।

একটু হাসলেন গরডন। 'ওঁর দিকটাও তো বুঝতে হবে আপনাকে। চারদিকে খেয়াল রেখে পা ফেলতে হয় অ্যাডমিরালকে। এমন একটা স্পর্শকাতর ব্যাপার ফাঁস করার আগে অনেককিছু সামলে নেয়া দরকার।'

'আমি বুঝতে পারছি না এ-সব নিয়ে এত ঢাক গুড় গুড় করবার দরকার কী! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও আগে ঘটেছে সবকিছু। এরপরে অনেক বদলে গেছে পৃথিবী।'

'ষাট বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে, আর ক'টা দিনে কী এমন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে, বলুন? আমেরিকা আর রাশার মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক এমনিতেই নাজুক। এখানকার বিচ্ছিরি ঘটনা

কিন্ নোটিশে ফাঁস করে দিয়ে সেটাকে আরও দুর্বল করার কোনও মানে হয় না।'

কাঁধ ঝাঁকাল শ্যারন। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আপনি ঠিক আমার বাবার মত কথা বলছেন।'

'তা হলে বলব, উনি কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না।'

পাল্টা কোনও যুক্তি খুঁজে পেল না শ্যারন। 'আপনারা সব এক গোয়ালের গরু!' বিরক্ত গলায় বলল ও। তারপর উল্টো ঘুরে গটমট করে হেঁটে চ ল গেল।

হেডসেট পরে চেয়ারে বসলেন ক্যাপ্টেন। মাইক্রোফোনে বললেন, 'ক্যাপ্টেন গরডন, স্যর।'

'হ্যালো ক্যাপ্টেন,' ওপাশ থেকে ভেসে এল অ্যাডমিরাল বেকেটের খসখসে কণ্ঠ। সোলার ফ্লেয়ারের কারণে ট্রান্সমিশন অত্যন্ত দুর্বল। 'আশা করি আমার মেয়েকে দেখেশুনে রাখছ তুমি?'

'নিশ্চয়ই, স্যর। আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন।'

'বেশ, তা হলে কাজের কথায় আসি। সংক্ষেপেই জানাচ্ছি ঘটনা। গতকাল রাশান অ্যাম্বাস্যাডরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমরা, তোমার রিপোর্টের একটা কপি তুলে দিয়েছি তাঁর হাতে।'

চমকে উঠলেন গরডন। 'কী! এত তাড়াতাড়ি? আমি তো ভেবেছিলাম...'

'কোনও উপায় ছিল না,' তাঁকে থামিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল বেকেট। 'আইস স্টেশনটা যে খুঁজে পেয়েছি আমরা... সে-খবর কীভাবে যেন পৌঁছে গেছে মস্কোতে। অস্বীকার করতে গেলে গ্যাঁড়াকলে ফেঁসে যেতাম।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যর। কিন্তু... এখন কী হবে? এখানে আমরা কী করব?'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন অ্যাডমিরাল বেকেট।

তারপর শীতল গলায় বললেন, 'ম্যাথিউ...'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ক্যাপ্টেন গরডনের। ফার্স্ট নেমে ডাকা হচ্ছে তাঁকে, এর অর্থ ঘটনা গুরুতর।

'ম্যাথিউ, তোমাকে একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া দরকার,' বললেন অ্যাডমিরাল বেকেট। 'এ-মুহূর্তে আমি ওয়েস্ট কোস্টে, কিন্তু তারমানে এই নয় যে, ওয়াশিংটনে জল ঘোলা হলে তা টের পাব না। কিছু একটা ঘটছে ওখানে। আইস স্টেশনের ব্যাপারে মাঝরাতে মিটিং করে বেড়াচ্ছে এনএসএ আর সিআইএ। মিডল ইস্টের একটা কেস থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে নেভাল সেক্রেটারিকে। কেবিনেটের যত সদস্য এদিক-ওদিক ছিল, সবাইকে নিয়ে আসা হয়েছে ডিসি-তে।'

'কিন্তু কেন?'

'দুঃখিত, সেটা আমার জানা নেই। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি, তোমার ওই আইস স্টেশন নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ওয়াশিংটনে। খুব শীঘ্রি এর একটা পরিণতি দেখতে পাব বলে আশঙ্কা করছি। আমার মনে হয় না সেটা ভাল কিছু হবে।'

থমথমে হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন গরডনের চেহারা। 'আমাকে তা হলে কী করতে বলেন?'

'কিছুই না। আসলে... দেবার মত কোনও পরামর্শ নেই আমার কাছে। আপাতত শুধু সতর্ক করে দিলাম। চোখ-কান খোলা রেখো, এ-ই আর কী।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন গরডন। 'ঠিক আছে, অ্যাডমিরাল,' বললেন তিনি। আর তো কিছু বলার নেই।

'ও হ্যাঁ,' মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন অ্যাডমিরাল বেকেট, 'ছোট্ট একটা সূত্র দিতে পারি তোমাকে। সূত্র না বলে ধাঁধাও বলা চলে। একটা মাত্র শব্দ... জনৈক আণ্ডারসেক্রেটারির এইডের মাধ্যমে কানে এসেছে আমার। যদ্দূর বুঝতে পেরেছি,

পুরো ঝামেলার সঙ্গে ওটার সম্পর্ক আছে...'

'কী শব্দ, স্যর?'

*'গ্রেণ্ডেল।'*

দম আটকে এল ক্যাপ্টেনের।

'কোড নেম জাতীয় কিছু একটা হতে পারে... অথবা জাহাজ-টাহাজের নামও হতে পারে ওটা,' বলে চললেন অ্যাডমিরাল বেকেট। 'তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

ঠোঁট কামড়ালেন ক্যাপ্টেন গরডন। আজই আবিষ্কৃত হয়েছে ওটা। আইস স্টেশনের প্রবেশপথের কাছে লাগানো একটা নামফলক... বরফে ঢাকা পড়ে থাকায় এতদিন ওটা দেখতে পায়নি কেউ। ওমেগার ট্রানস্লেটর আর সেন্টিনেলের লিঙ্গুইস্টিক এক্সপার্ট মিলে রাশান হরফে লেখা ফলকটার মর্মোদ্ধার করেছে। ওটায় লেখা আছে হতভাগ্য ঘাঁটিটার নাম...

*আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল।*

দুশ্চিন্তা অনুভব করলেন গরডন। যে-নাম আজই তাঁরা জানতে পেরেছেন, সেটা ওয়াশিংটন আরও আগে জানল কী করে? তবে কী...

'ম্যাথিউ! শুনতে পাচ্ছ?'

হেডফোনে অ্যাডমিরাল বেকেটের ডাক শুনে সংবিৎ ফিরল ক্যাপ্টেনের। তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন, 'জী, স্যর!'

'চুপ হয়ে গেলে কেন? তুমি জানো গ্রেণ্ডেলের অর্থ?'

'হ্যাঁ, স্যর। আইস স্টেশনটার নাম ওটা... আজই আমরা নামফলক খুঁজে পেয়েছি।'

'গ্রেণ্ডেল? অদ্ভুত নাম... স্বীকার করতেই হবে। যাক গে, যা বলার তা বলে দিয়েছি। সতর্ক থেকো, অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই রিপোর্ট করবে আমাকে। ক্লিয়ার?'

'ইয়েস, অ্যাডমিরাল।'

'বেস্ট অভ লাক, ম্যাথিউ।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অ্যাডমিরাল বেকেট।

## ছয়

প্রায় খাড়া ঢাল ধরে পদব্রজে এগিয়ে চলেছে রানা, রাশ ধরে পিছু পিছু টেনে আনছে আধা-অ্যারাবিয়ান ঘোড়াটাকে। ওটার পিঠে বসেছে গ্যারি ম্যাসন। ঘোড়ার পিঠে দু'জনে ওঠার সাহস হয়নি রানার, বরফে ঢাকা ঢালে ঘোড়ার পা হড়কালে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তা ছাড়া এখুনি ঘোড়াটাকে ক্লান্ত করতে চাইছে না। কখন প্রাণ হাতে নিয়ে ছুট লাগাতে হয়, কে জানে! লোবো ওর পাশে পাশে হাঁটছে। বুদ্ধিমান কুকুরটা বোধহয় আঁচ করতে পারছে মনিবের মনোভাব, বিপদের আশঙ্কায় দু'কান লেপ্টে আছে খুলির সঙ্গে। মাঝে মাঝেই গরগর করে চাপা ডাক ছাড়ছে, থেমে তাকাচ্ছে পিছনে।

ইতিমধ্যে ছ'টা বেজে গেছে। স্কাই-ডাইভাররা ল্যাণ্ড করেছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু ওদের উপস্থিতির কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের আওয়াজ। ধাওয়া যদি শুরুও করে থাকে ওরা, বোঝার উপায় নেই। স্প্রুস আর অ্যাসপেনের ঘন অরণ্য ভেদ করে ওপাশে দৃষ্টি চলে না।

গোধূলির আবছায়া পরিবেশ জেঁকে বসেছে উপত্যকার বুকে, সূর্য হারিয়ে গেছে উঁচু পাহাড়সারির আড়ালে। কালো মেঘের

কারণে তার আভাও ঠিকমত পৌঁছুচ্ছে না ওদের আশপাশে। চোখ পিটপিট করে পিছনে এক দফা নজর বোলাল রানা। প্রকৃতি এখনও আগের মতই নিথর। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। ক্ষণিকের জন্য সন্দেহ ভর করল মনে—ভুল করছে না তো? হয়তো ওদের ক্ষতি করতে আসেনি স্কাই-ডাইভাররা। পরক্ষণে মত পাল্টাল। না, এতবড় ভুল হবার কথা নয় ওর। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আজ পর্যন্ত বেঈমানী করেনি ওর সঙ্গে।

ওর দ্বিধাগ্রস্ত চেহারা লক্ষ করল ম্যাসন। বলল, 'ওরা রেসকিউ পার্টি হতে পারে না? খামোকাই হয়তো পালাচ্ছি আমরা।'

জবাব দেবার সুযোগ পেল না রানা, তার আগে বিকট এক বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা উপত্যকা। একযোগে ঘাড় ফেরাল ওরা। বনের মাঝখানে দেখতে পেল আগুনের একটা গোলা।

'মাই গড!' বিড় বিড় করল ম্যাসন। 'বিমানটা...'

'ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'ক্... কিন্তু কেন?'

'সম্ভবত এভিডেন্স রাখতে চাইছে না নিজেদের কোনও অপরাধের,' অনুমান করল রানা। 'হয়তো স্যাবোটাজ করেছিল ইঞ্জিনে, তার কোনও চিহ্ন রাখছে না। সাক্ষীদের বেলাতেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করবে।'

'কী!'

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। বিমানের চারপাশে ঘোড়া, কুকুর আর মানুষের পায়ের ছাপ দেখবে লোকগুলো; বুঝে ফেলবে কী ঘটেছে... কোন্‌দিকেই বা এসেছে ওরা। ট্র্যাক লুকানোর কোনও চেষ্টা করেনি ও, সময় বা সুযোগ ছিল না।

মৃদু গুঞ্জনের মত আওয়াজ শুনে আবার পিছনে তাকাল রানা।

হ্যাঁ, এতক্ষণে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে দুই মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গরগর করে উঠল লোবো।

ম্লান আলোয় পরিবেশ-পরিস্থিতি যাচাই করল রানা। তুষারপাতের খুব বেশি দেরি নেই। ওদের ট্র্যাক ঢাকা পড়ে যাবে তাতে। অন্ধকার নেমে এলেও ওদেরকে ধাওয়া করতে পারবে না শত্রুরা, কিছু দেখতেই পাবে না। তারমানে খুব শীঘ্রি আঘাত হানবে ওরা।

ম্যাসনের চেহারায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কাঁপা গলায় বলল, 'এখন কী করবেন, মি. রানা?'

জবাব না দিয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দিল রানা। রাশ টেনে ঘোড়াটাকেও বাধ্য করল দ্রুত পা ফেলতে। মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে—যে-ভাবে হোক, প্রতিপক্ষকে দেরি করিয়ে দিতে হবে। অন্তত তুষারপাতের আগ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে হবে ওদেরকে।

'লুকানোর কোনও জায়গা আছে আশপাশে?' জানতে চাইল ম্যাসন।

'না,' সংক্ষেপে বলল রানা। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। সন্দেহ নেই, বড্ড নাজুক অবস্থায় রয়েছে ওরা। একটা ঘোড়া, অথচ মানুষ দু'জন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে আছে দ্রুতগামী স্নো-চপার। দৌড় লাগিয়ে পিছে ফেলা যাবে না তাদেরকে। অন্য কোনও কৌশল খাটানো প্রয়োজন।

রিজলাইনে পৌঁছুতেই ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা অনুভব করল ওরা। সারা দেহ কেঁপে উঠল ঠকঠক করে। দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে বইছে বাতাসটা, ওদিকে সম্ভবত তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। একটু আশাবাদী হয়ে উঠল রানা। দ্রুত ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। নিজের ক্যাম্পের দিকে এগোচ্ছে। ওখানে গিয়ে লাভ হবে না, তাই বিকল্প ভাবল। কয়েকটা গুহা দেখেছে হাইকিঙে আসার

সময়, কিন্তু ওগুলো বেশ দূরে। পৌঁছুনো যাবে না। একটাই উপায় দেখা যাচ্ছে—রুখে দাঁড়াতে হবে।

'একা রাইড করতে পারবেন?' ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ম্যাসন। 'কিন্তু কেন?'

ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল রানা, কাছে গিয়ে স্ক্যাবার্ড থেকে মুক্ত করল রাইফেল, স্যাডলব্যাগ থেকে কার্তুজের একটা বাক্স নিয়ে ভরল পকেটে।

'কী করতে চাইছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

'ভয়ের কিছু নেই,' একটু হেসে বলল রানা। 'আপনাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করব।' কুকুরটার দিকে ফিরল। 'লোবো!'

জ্বলজ্বলে চোখে ওর দিকে তাকাল প্রাণীটা।

'ক্যাম্পে চলে যা!' নির্দেশ দিল রানা।

ঘেউ ঘেউ করে সম্মতি জানাল লোবো। ছুটতে শুরু করল ক্যাম্পের উদ্দেশে।

'ওর পিছু পিছু যান. আমার ক্যাম্পে পৌঁছে যাবেন তা হলে,' ম্যাসনকে বলল রানা। 'ঝটপট লুকিয়ে পড়বেন, ঠিক আছে? অস্ত্র যদি চান... লাকড়ির স্তূপের পাশে একটা কুড়াল পাবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ম্যাসন। কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল রানা, তারপর উল্টো ঘুরল। পুরনো ট্র্যাকের উপর পা ফেলে এগিয়ে চলল রিজলাইনের দিকে। পঞ্চাশ গজের মত যেতেই বরফ ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা কিছু গ্র্যানিট পাথরের সারি দেখতে পেল, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ওগুলোতে। ব্যস, এবার আর পায়ের ছাপ পড়বে না। পাথরে পাথরে পা রেখে একগুচ্ছ স্প্রুস গাছের তলায় পৌঁছুল। ওখানেই ওঁত পাতল শত্রুদের জন্য। লোকদুটো যদি ওদের ট্রেইল ফলো করে আসে, তা হলে ওর সামনে দিয়েই যেতে হবে। আকাশের পটভূমিতে

পরিষ্কার ফুটে উঠবে তাদের দেহ—রাইফেলের সহজ নিশানা।

ছায়ার ভিতরে, দু'হাঁটুর মাঝে রাইফেলটা খাড়া করে রেখে একটা গাছের গায়ে হেলান দিল রানা, দৃষ্টি আঠার মত সেঁটে রাখল রিজলাইনে। শীতটা উলের কাপড় ভেদ করে ফেলেছে, শীতল একটা স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। দাঁতে ঠোকাঠুকি ঠেকাতে কসরত করতে হলো ওকে। কোমরের কাছে একটা পুরনো ব্যথা খোঁচাতে শুরু করেছে, জোর করে সেটাকে অগ্রাহ্য করল ও। কৌশলটা কতখানি কাজে লাগবে, তা ভাবতে শুরু করল। এই দূরত্বে টার্গেটে গুলি লাগানো কঠিন নয়, কথা হলো দু'জনকেই ঘায়েল করতে পারবে কি না।

ওপাশের উপত্যকা থেকে এখনও ভেসে আসছে ইঞ্জিনের আওয়াজ... ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে। খানিক পরে রাইফেলটা উঁচু করল রানা, চামড়ার স্লিং বাম হাতের কবজিতে পেঁচিয়ে নিয়ে ওয়ালনাটের স্টকটা ঠেকাল ডান কাঁধে, ব্যারেল তাক করল রিজলাইনের উপরে। আস্তে... সময় নিয়ে শ্বাস ফেলছে ও। শিথিল করে রাখছে দেহকে। টেনশন করা যাবে না, শুধু টেনশনের কারণেই ভাল ভাল অনেক শুটার লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়। হাঁটুর তলায় একটা স্প্রুসের কাঁটার খোঁচা খেল হঠাৎ, তাও নড়ল না। খোঁচা খাওয়ায় ভালই হয়েছে, আরও সজাগ হয়ে উঠেছে ইন্দ্রিয়।

মোটরসাইকেলের আওয়াজ একেবারে কাছে চলে এসেছে। দম আটকাল রানা, সেফটি ক্যাচ অফ করে ট্রিগারের উপর রাখল আঙুল। পরক্ষণেই দৃষ্টিসীমায় বেরিয়ে এল প্রথম বাহনটা। চমকে উঠল ও। ভেবেছিল ধীরে-সুস্থে রিজ পেরুবে শত্রুরা, যথেষ্ট সময় পাবে নিশানা স্থির করার, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। ডার্ট বাইক কম্পিটিশনের প্রতিযোগীর মত ফুল স্পিডে ছুটে এসেছে লোকটা, ঢাল পেরিয়ে শূন্যে লাফ দিয়েছে তার মোটর-সাইকেল। দ্রুত

নিশানা অ্যাডজাস্ট করল রানা, টিপে দিল ট্রিগার, টিপ দিয়েই বুঝল, কারেকশনটা ঠিক হয়নি।

ধাতব আওয়াজ শুনল ও, ফুলকি দেখল রাইডারের পিছনে... মোটরসাইকেলের রিয়ার টায়ার-গার্ডে আঘাত হেনেছে বুলেট। ক্ষতি তাতেও অবশ্য একেবারে কম হলো না—শূন্যেই একটা পাক খেল বাহনটা, ধড়াম করে আছড়ে পড়ল পাহাড়ি ঢালে। আরোহী লোকটা ছিটকে গেল একদিকে, তারপর মোটরসাইকেল আর মানুষ... দু'জনেই গড়াতে শুরু করল ঢালু পথে। ঢুকে গেল ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতরে।

'ধ্যাত্তেরি!' খেদোক্তি বেরুল রানার মুখ দিয়ে। বোঝার উপায় নেই, প্রথম রাইডার অক্ষত, আহত নাকি নিহত হয়েছে। কিন্তু সে-নিয়ে মাতম করবার সময় নেই। দ্রুত আবার রিজলাইনের দিকে মনোযোগ দিল ও। দ্বিতীয় শত্রু রয়ে গেছে, তাকে ঘায়েল করতেই হবে। খালি কার্তুজটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা ভরল রাইফেলে। আফসোস করল, রাইফেলের বদলে একটা এম-সিক্সটিন কারবাইন থাকলে বেশি ভাল হতো!

মাজল ফ্ল্যাশের কারণে চোখ ঝলসে গেছে রানার, রাইফেলের বিকট আওয়াজ তালা লাগিয়ে দিয়েছে কানে। এই দুটোর কুফল কয়েক সেকেণ্ড পরেই টের পেল ও। আচমকা রিজলাইন পেরুল দ্বিতীয় মোটরসাইকেল—প্রথমটার মত এটাও সর্বোচ্চ বেগে ছুটে এসে ঝাঁপ দিয়েছে... কিন্তু একই পথে নয়, বেশ খানিকটা দূর দিয়ে। ব্যাপারটা একেবারেই আশা করেনি রানা, অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

দ্রুত রাইফেল ঘোরাল ও, নিশানা ঠিক করার সময় পেল না, আন্দাজের উপর টিপে দিল ট্রিগার। বিকট আওয়াজ করে আবারও ছুটে গেল ঘাতক বুলেট, কিন্তু এই দফায় কোনও কিছুতে আঘাত হানতে ব্যর্থ হলো। রানার চোখের সামনে নিরাপদে ঢালে

নেমে গেল দ্বিতীয় রাইডার, নিপুণ দক্ষতায় মোটরসাইকেলের ব্যালান্স ঠিক রাখল, তারপর তীব্র বেগে হারিয়ে গেল একসারি উঁচু পাথরের আড়ালে।

স্প্রুস গাছের পিছনে চলে এল রানা, ত্রস্ত হাতে নতুন কার্তুজ ভরছে রাইফেলে। লোকগুলোকে আণ্ডার-এস্টিমেট করে মস্ত ভুল করেছে ও। এরা অ্যামেচার নয়, পুরোদস্তুর ট্রেইণ্ড প্রফেশনাল। অ্যামবুশের ব্যাপারটা আঁচ করেছে আগেই; সেজন্যে দু'জনে আলাদাভাবে, আলাদা জায়গা দিয়ে পেরিয়েছে রিজলাইন... পেরিয়েছে বিপজ্জনক গতিতে। বোকা বানিয়েছে ওকে।

কানে আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে ছাল উড়ল স্প্রুস গাছের। ঝট্ করে মাটিতে শুয়ে পড়ল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে পিছাল একটু। রাইফেলের গুলি... যেদিকে প্রথম রাইডারকে পড়তে দেখেছে, সেদিক থেকে এসেছে। তারমানে ব্যাটা মরেনি!

ঝেড়ে দৌড় দেবার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল রানা। পড়ে রইল নিঃসাড়ে। ওকে দেখতে পাচ্ছে না আততায়ী, পেলে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেত। গুলিটা করা হয়েছে ভয় দেখানোর জন্য। পালাবার চেষ্টা করলেই ওকে বাগে পাবে ওরা।

ঠোঁট কামড়ে ধরল রানা। ফাঁদে পড়ার দশা হয়েছে ওর। বাঁ দিকের ঝোপের ভিতর রয়েছে এক শত্রু, অন্যজন ডানদিকের পাথরসারির আড়ালে। মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন এখন আর হাঁক ছাড়ছে না, ধীর লয়ে চলছে। হচ্ছেটা কী? লোকটা কি অপেক্ষা করছে ওখানে? নাকি ইঞ্জিনটা আইডলে রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে? বোঝার উপায় নেই। তবে এটা পরিষ্কার, বুঝতে পারছে রানা, এখানে ঘাপটি মেরে থেকে কোনও লাভ হবে না। বরং আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বে।

হামাগুড়ি দিতে শুরু করল রানা। ঢাল ধরে ক্রমশ নেমে যাচ্ছে নীচে। শব্দ না করে একটা ফাটলের কাছে পৌঁছুল—বরফ

গলে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ওটার; ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পানির ধারা। দ্বিধা না করে নেমে পড়ল ওটায়। জামাকাপড় ভিজে গেল মুহূর্তের মধ্যে, কাপড়ের পরত পেরিয়ে চামড়া আর অস্থিমজ্জায় হামলা চালাল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। মনে হলো কেউ ছুরি চালাতে শুরু করেছে সারা দেহে। দাঁতে দাঁত পিষে কষ্টটা সহ্য করার চেষ্টা করল রানা।

নিঃশব্দে পানির মাঝখানে শুয়ে রইল ও কিছুক্ষণ। কান পাতল। মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের আবছা আওয়াজটা ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না। হামলাকারীরা অভিজ্ঞ, নিজেদের অবস্থান ফাঁস করছে না। লোকদুটো মিলিটারির, নাকি ভাড়াটে মার্সেনারি, জানার উপায় নেই। তবে ওদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। বিপন্ন রিপোর্টারের জন্য সেটা আপাতত সুখবর। সশস্ত্র একজন প্রতিপক্ষকে এড়িয়ে ম্যাসনের দিকে যাবে না এরা। আগে এদিককার হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে নেবে।

ফাটলের মেঝে ধরে নীচের দিকে নামতে থাকল রানা। শরীর প্রায় মিশিয়ে দিয়েছে, বাইরে থেকে যাতে না দেখা যায় ওকে। অন্ধকারে সামনেটা দেখা যায় না, ত্রিশ গজ যেতেই ঘটল বিপত্তি। ওখানে ঝপ করে নেমে গেছে পাহাড়ি ঢাল, প্রায় সাত ফুট উঁচু দেয়ালটা একেবারে খাড়া। জানা ছিল না রানার, দেখতেও পায়নি, ওখানে পৌঁছুতেই তাল হারাল, পিছলে পড়ে গেল নীচে। নিজের অজান্তেই অস্ফুট আওয়াজ বেরুল মুখ দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল আততায়ীর রাইফেল।

ঠক্ করে একটা আওয়াজ হলো, রানার রাইফেলটা কেঁপে উঠল ভীষণভাবে, হাত থেকে ছিটকে চলে গেল ওটা। খাড়া দেয়ালের নীচে, বরফগলা পানিতে ভরা ছোট একটা গর্তে ঝপাস করে আছড়ে পড়ল ও।

হাত-পা ছুঁড়ে দ্রুত ভেসে উঠল রানা। চঞ্চল চোখে চারদিকে

তাকাতেই দেখতে পেল নিজের রাইফেলটা। গর্তের কিনারে পড়ে আছে, বুলেটের আঘাতে ভেঙে গেছে কাঠের স্টক। তাড়াতাড়ি পানি থেকে উঠে এল ও, কুড়িয়ে নিল রাইফেলটা। গুলি ছোঁড়া যাবে এখনও, তবে নিশানায় লাগানো যাবে কি না বলা মুশকিল।

ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাল না ও। অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে, এখন আর হামাগুড়ি দেয়ার কোনও মানে হয় না। রাইফেলটা হাতে নিয়েই ঝেড়ে দৌড় দিল, ঢুকে পড়ল ঝোপঝাড়ের আড়ালে। থামল না... ডালপাতা মাড়িয়ে, খানা-খন্দ পেরিয়ে ছুটে চলল ঊর্ধ্বশ্বাসে। ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে না, ওদিকে নিঃসন্দেহে ফাঁদ পাতবে শত্রুরা। অচেনা একটা পথে ছুটে চলল ও।

পিছনে একটা চোখ রাখছে রানা, কিন্তু ওকে ধাওয়া করার কোনও লক্ষণ দেখল না। লোকগুলো মানুষ, নাকি ভূত? দেখা না দিয়ে, অথবা কোনও ধরনের শব্দ না করে পিছু পিছু আসছে কীভাবে? তাড়া করেনি, এমনটা হতেই পারে না। ঝুঁকি নিয়ে একবার থামল ও, ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল পিছনে। গাছপালার অভাব নেই, সম্ভবত ছায়ার আড়াল নিয়ে এগোচ্ছে ব্যাটারা।

ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের পাথুরে একটা অংশে পৌঁছুল রানা। তুষার ভেদ করে মাথা বের করে রেখেছে নুড়িপাথর আর ছোট-বড় নানা আকারের বোল্ডার। বড় একটা বোল্ডারের পিছনে আশ্রয় নিল ও, ওখান থেকে নজর বোলাল ফেলে আসা পথের উপরে। ইতিমধ্যে রাত নেমে এসেছে, গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যেতে শুরু করেছে চারদিক। ছায়ার মধ্যে মৃদু একটা নড়াচড়া লক্ষ করল। তাড়াতাড়ি রাইফেল তুলল সেদিকে, কিন্তু মুহূর্তে হারিয়ে গেছে শব্দ।

রাইফেলের ব্যারেল নড়াল না রানা, তাক করে রাখল ছায়ার দিকে। স্টকটা ভেঙে যাওয়ায় কাঁধে ঠেকিয়ে স্থির রাখতে পারছে না অস্ত্রটা—গুলি যদি ছোঁড়েও, প্রতিপক্ষের গায়ে লাগানোর

সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবুও হতাশ হলো না। হাজার হোক, অস্ত্র তো আছে একটা হাতে!

ঢালের ওপাশে আচমকা গর্জে উঠল মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন। একজন আসছে ওদিক দিয়ে। কান পাতল, শুকনো পাতার খসখসানি শুনে মনে হলো দ্বিতীয়জন বামদিক দিয়ে ঘুরে ওকে ওভারটেক করতে চাইছে। দ্বিমুখী হামলা চালাবার পাঁয়তারা কষছে খুনিরা। বোল্ডারে পিঠ ঠেকিয়ে চারপাশ দেখে নিল রানা। পাথুর ঢালের এখানে-ওখানে রয়েছে অল্প কিছু গাছ, আর নিচু ঝোপঝাড়। খরস্রোতা একটা ঝর্ণা বইছে ঢালের মাঝখান দিয়ে, সিঁড়ির মত কয়েকটা ধাপ আছে ওটার, ধাপ পেরুনোর সময় জলপ্রপাতের মত আছড়ে পড়ছে পানির ধারা। মিহি জলকণা কুয়াশার মত ভাসছে বাতাসে। এই ঝর্ণাটাই সম্ভবত চলে গেছে ওর ক্যাম্পের পাশ দিয়ে।

বড় করে একটা শ্বাস নিল রানা, তারপর এক ছুট লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝর্ণায়। পানির গভীরতা বেশি নয়, হাঁটু সমান হবে, কিন্তু স্রোত অত্যন্ত শক্তিশালী। পায়ের তলার পাথরগুলোও পিচ্ছিল। তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনোমতে কিনারে একটা হাত রেখে ঠেকাল পতন। সাবধানে উল্টো ঘুরল রানা, পানি ভেঙে স্রোতের বিপরীতে... ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। কিছুদূর যেতেই পৌঁছে গেল একটা জলপ্রপাতের কাছে। মোটা পর্দার মত নেমে আসছে পানি, পিছনে খোঁড়ল থাকার কথা। পানি ভেদ করে ওখানে ঢুকে পড়ল ও। গা ঢাকা দিল।

সারা শরীর ভিজে চুপচুপে, ওই অবস্থায় হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত কাঁপতে শুরু করল রানা। হাইপোথারমিয়া ধরল বুঝি! কোনোমতে কিছুটা সামলে নিয়ে রাইফেল উঁচু করল ও, পানির পর্দা ভেদ করে সামান্য বের করে রাখল ব্যারেলটা, লক্ষ্যস্থির করেছে ঝর্ণার কিনারে... যেখান দিয়ে ও পানিতে নেমেছে। দৌড়ানোর সময়

মাটিতে পরিষ্কার পায়ের ছাপ ফেলে এসেছে, সঙ্গে নাইট ভিশন থাকলে ওগুলো খুনিদের চোখে পড়তে বাধ্য।

ওর ধারণাই সত্যি বলে প্রমাণিত হলো খানিক পরে। বোল্ডারের আড়াল থেকে একটা ছায়ামূর্তিকে বেরিয়ে আসতে দেখল। ট্র্যাক অনুসরণ করে অতি সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে ঝর্ণার দিকে। রাইফেল ঝুলিয়ে রেখেছে কাঁধে, হাতে শোভা পাচ্ছে পিস্তল। ভারী পোশাক খুলে ফেলেছে সে, পরনে এখন শুধু ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম আর কালো টুপি—ছায়ায় অদৃশ্য থাকার আদর্শ সাজ।

রাইফেলের ব্যারেল ঘোরাল রানা। ভাঙাচোরা অস্ত্রটা দিয়ে চলন্ত কারও গায়ে গুলি লাগানোর চেষ্টা বৃথা, তাই লক্ষ্যস্থির করল ঝর্ণার পারে, যেখান দিয়ে ও পানিতে নেমেছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ওখানে পৌঁছুল খুনি। ইতিউতি চাইল ভাটার দিকে, বোধহয় ভাবছে উপরের ফাটলটার মত এখান দিয়েও নীচে নেমেছে শিকার। ভালমত দেখার জন্য একটু উপরে উঠে এল। জলপ্রপাত থেকে এখন বড়জোর ত্রিশ ফুট দূরত্ব তার। এবার তাকে ভালমত দেখতে পাচ্ছে রানা। বেশ লম্বা, অ্যাথলিটের মত ছিপছিপে দেহ।

রাইফেলটা ভাল করে আঁকড়ে ধরল রানা। ট্রিগার টিপতে যাবে, এমন সময় কীভাবে যেন বিপদ আঁচ করল খুনি। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল, দৃষ্টি বিস্ফারিত। নির্বিকার ভঙ্গিতে গুলি করল রানা। ছোট্ট খোঁড়লের ভিতর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত আওয়াজ হলো, হাতের মুঠোয় ভীষণভাবে কেঁপে উঠল অস্ত্রটা, তবে কাজ করল ঠিকমতই।

হাতুড়ির মত খুনির বুকে আঘাত হানল বুলেট। হাত-পা ছড়িয়ে পিছনদিকে ছিটকে গেল লোকটা, মুঠো থেকে খসে পড়ল পিস্তল। চিৎ হয়ে ঝর্ণার পারে আছড়ে পড়ল সে। বিদ্যুৎ খেলে

গেল রানার শরীরে। খোঁড়ল থেকে জ্যা-মুক্ত তীরের মত বেরিয়ে এল, ছুটল শত্রুর দিকে। দৌড়াতে দৌড়াতে চেষ্টা করল খালি কার্তুজটা ফেলে দিতে, কিন্তু ব্যর্থ হলো। জ্যাম হয়ে গেছে রাইফেল। যতটা ভেবেছিল, তারচেয়েও খারাপ অবস্থা অস্ত্রটার। ট্রিগার চাপার সঙ্গে সঙ্গে মুখের উপর যে বিস্ফোরিত হয়নি তা-ই ঢের!

ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পাওয়া গেল না। মাটিতে পড়েই নড়তে শুরু করেছে খুনি। চেষ্টা করছে পিঠে ঝোলানো নিজের রাইফেলটা হাতে পেতে। কয়েক লাফে তার কাছে পৌঁছে গেল রানা, তারপরেও দেরি হয়ে গেল।

খুনির হাতে উঁচু হলো রাইফেল, তাক হলো সোজা ওর বুক বরাবর। একপাশে ঝাঁপ দিল রানা, শূন্য থেকেই মুগুরের মত চালাল নিজের রাইফেলটাকে। দুটো ব্যারেল বাড়ি খেলো, খুনির হাত থেকে ফসকে গেল রাইফেল, কিন্তু তার আগেই আগুন ঝরিয়েছে ওটা। কাঁধের কাছে একটা টান অনুভব করল রানা, চিনচিনে একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল ওখান থেকে। হাত থেকে নিজের রাইফেলটাও পড়ে গেল, গুঙিয়ে উঠল ও।

মাটিতে পড়েই একটা গড়ান দিয়ে সিধে হলো রানা। পরক্ষণে বাঘের মত ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল খুনি। হুঁক করে একটা শব্দ বেরুল রানার মুখ দিয়ে, শরীরের পুরো ওজন দিয়ে ওর বুকের উপরে পড়েছে লোকটা। ঝটকা দিয়ে তাকে গা থেকে ফেলে দিল ও। পাগলের মত মাটি হাতড়াল খুনি, নিজের রাইফেলটা কুড়িয়ে নিতে চাইছে। অন্ধের মত লাথি চালাল রানা, তবে কাজ হলো। গোড়ালির আঘাতে রাইফেলটা পিছলে চলে গেল কয়েক হাত, সোজা আছড়ে পড়ল ঝর্ণার পানিতে।

একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল দুই প্রতিপক্ষ, মুখোমুখি হলো পরস্পরের। বিস্ময়ের ব্যাপার, অচেনা খুনির বুক থেকে এক

ফোঁটা রক্ত বেরুচ্ছে না! মনেই হচ্ছে না গুলি খেয়েছে। বুলেটপ্রুফ ভেস্ট... .বুঝতে পারল রানা... ব্যাটা বুলেটপ্রুফ কেভলার ভেস্ট পরেছে পোশাকের তলায়। আবছা আলোয় লোকটার চেহারা দেখতে পাচ্ছে ও। ইয়োরোপিয়ান ধাঁচের চেহারা... রাশান? এ-মুহূর্তে তীব্র ঘৃণা আর আক্রোশে বিকৃত হয়ে আছে চেহারাটা। কেভলার তার জীবন বাঁচিয়েছে বটে, কিন্তু বুলেটের ধাক্কায় নিঃসন্দেহে চিড় ধরেছে পাঁজরের দু'চারটে হাড়ে। ব্যথায় উন্মাদ হয়ে গেছে সে।

হঠাৎ নড়ে উঠল লোকটা, হাতে বেরিয়ে এল একটা ধারালো ছুরি। প্রমাদ গুনল রানা, আড়চোখে তাকাল মাটির দিকে, ওর রাইফেলটা কয়েক হাত দূরে পড়ে আছে, তুলে নেবার উপায় নেই। খালিহাতে এই অভিজ্ঞ খুনিকে মোকাবেলা করতে হবে।

ধীর ভঙ্গিতে এগোল লোকটা, ফণা তোলা সাপের মত এদিক-ওদিক দুলছে শরীরটা, হঠাৎ করে একদিক থেকে আরেক দিকে সরে যাচ্ছে। আচমকা রানার পেট লক্ষ্য করে ছুরি চালাল সে। অভিজ্ঞতা, ট্রেইনিং আর নিখুঁত রিফ্লেক্সের কল্যাণে বেঁচে গেল রানা। নীচ থেকে আসতে দেখল ছুরিটাকে, সঙ্গে সঙ্গে শরীর ঘুরিয়ে ফেলল। মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে ওকে ছুঁতে পারল না ছুরির ফলা, নিষ্ফল আঁচড় কাটল বাতাসে।

হাত ছুঁড়ল রানা, ধরার চেষ্টা করল হাতটাকে, কিন্তু তার আগেই একটা দ্রুতগতি ঘূর্ণির মতো পিছিয়ে গেল খুনি, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে আবার এগিয়ে এল ওর দিকে। মুঠো করা হাতে এখনও ধরে আছে ছুরিটা। তৈরি ছিল রানা, বাম হাত তুলে আলতোভাবে ঠেকাল আঘাত, পরমুহূর্তে ছোবল দিয়ে প্রতিপক্ষের কবজিটা শক্ত করে ধরে ফেলল।

শরীরের সমস্ত শক্তি এক করল রানা, তারপর হ্যাঁচকা টান দিল নীচের দিকে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল খুনি, শিরদাঁড়া বাঁকা করে

কুঁজো হয়ে গেল। কবজির নার্ভ-সেন্টারে কায়দামত একটা খোঁচা দিতেই হাত থেকে খসে পড়ল ছুরি। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। হঠাৎ একটা হাঁটু উঠে এল রানার দুই উরুর সন্ধিস্থলে।

আঘাতটা খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখল রানা, শুনতে পেল আহত পশুর মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল নিজের গলা থেকে। কুঁজো হয়ে গেল রানা, দু' হাতে চেপে ধরেছে উরুসন্ধি। দেখল, সাপের মতো এঁকেবেঁকে নীচে নেমে গেল লোকটার একটা হাত, ছুরিটা খুঁজছে মাটিতে।

সচেতনভাবে নয়, স্রেফ ইনস্টিঙ্কটের বশে প্যান্টের সাইড-পকেটে হাত চলে গেল রানার; বের করে আনল ভালুক তাড়ানোর পেপার স্প্রে। ছুরি কুড়িয়ে খুনি ওর দিকে ফিরতেই নির্দ্বিধায় চেপে দিল ভালভের বোতাম। লোকটার মুখের উপর তীব্রবেগে আঘাত করল স্প্রে।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল খুনি। ছুরি ফেলে দিয়ে দু'হাতে চেপে ধরল মুখ, বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা থেকে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাক আর মুখের গহ্বরে ঢুকে গেছে ওষুধটা, পুড়িয়ে দিচ্ছে গলা আর শ্বাসনালী।

দু'পা পিছিয়ে গেল রানা। সাধারণ স্প্রে-র চেয়ে দশগুণ শক্তিশালী ওরটা। মরিচের গুঁড়ো আর টিয়ার গ্যাসের সংমিশ্রণ—শক্তিশালী গ্রিজলি ভালুককে ঘায়েল করার জন্য তৈরি, মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলবে তা সহজেই অনুমেয়। আবছা আলোয় দেখতে পেল, ফোস্কা পড়ে গেছে লোকটার উন্মুক্ত চামড়া আর চোখের পাতায়। ডাঙায় তোলা মাছের মত তড়পাতে শুরু করল। তারই মাঝে হামাগুড়ি দিচ্ছে ঝর্ণা লক্ষ্য করে। পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু কয়েক ফুট যেতেই শুরু হলো বমি। আর এগোতে পারল না, হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল মাটির উপর। দেহ কাঁপছে থরথর করে।

শান্ত ভঙ্গিতে মাটি থেকে খুনির ছুরিটা কুড়িয়ে নিল রানা। কুড়িয়ে নিল নিজের রাইফেলটাও। দোটানায় ভুগল কয়েক মুহূর্তের জন্য। যাবার আগে লোকটার গলা দু'ফাঁক করে দেয়া উচিত, যাতে আর জ্বালাতে না পারে কাউকে। কিন্তু মনের সায় পাচ্ছে না আহত মানুষটাকে খুন করতে। একটু ভেবে ওকে রেহাই দেবে বলে ঠিক করল। এমনিতেও মরবে সম্ভবত লোকটা, বাঁচলেও সেটা হবে বিকলাঙ্গের জীবন। খামোকা ওর রক্তে হাত রাঙানোর কোনও মানে হয় না। অন্তত ওর জন্যে আর থ্রেট নয় এ-লোক। এভাবে ফেলে গেলেই যথেষ্ট শাস্তি হবে।

নিজের ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা। সিরিয়াস কিছু নয়। কাঁধের চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। রক্ত ইতিমধ্যে জমাট বেঁধে গেছে। ভয়ের কিছু নেই। দূর থেকে মোটরসাইকেলের আওয়াজ শুনে ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল ও। দ্বিতীয় খুনি কি ওর সঙ্গীর চিৎকার শুনতে পেয়েছে?

তাড়াতাড়ি ঝর্ণার কিনারে গিয়ে পানি হাতড়াল রানা—ভাল রাইফেলটার খোঁজে। কিন্তু পেল না। স্রোতের ধাক্কায় ভাটির দিকে চলে গেছে নিশ্চয়ই। খালি হাতে আরেকজন খুনিকে মোকাবেলার কোনও মানে হয় না। এখুনি কেটে পড়া ভাল। খুব শীঘ্রি পার্টনারকে খুঁজতে চলে আসবে লোকটা। তার আগেই গ্যারি ম্যাসনকে নিয়ে সরে যেতে হবে। মাথার ভিতরে হাজারটা প্রশ্ন ঘুরঘুর করছে, সেগুলোর জবাবও খুঁজে বের করতে হবে। সাধারণ একজন রিপোর্টারের পিছনে দু'জন প্রফেশনাল খুনিকে কে পাঠাল? কেন পাঠাল? ম্যাসন নিজেই কিছু লুকাচ্ছে না তো?

পাহাড়ি ঢাল ধরে ক্যাম্পের উদ্দেশে ছুটতে শুরু করল রানা। খানিকক্ষণ দৌড়াতেই গরম হয়ে উঠল শরীর। পানি ঝরে গিয়ে ভেজা কাপড়ও হালকা হয়ে গেল। হাইপোথারমিয়ায় আক্রান্ত হবার ঝুঁকি কমল এর ফলে। ক্যাম্পে গিয়ে শুকনো পোশাক পরে

নিলেই নিশ্চিন্ত।

মাইলখানেক যেতেই শুরু হলো তুষারপাত। হালকা নয়, ভারী! কয়েক মিনিটের মধ্যেই চারপাশ ঢেকে গেল তুষারের নতুন প্রলেপে, দৃষ্টিসীমাও হয়ে এল সংকুচিত। খুশি হলো রানা, ওর পায়ের ছাপ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। পথ হারাবার ভয়ও নেই। উপত্যকার পরিচিত অংশে পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে, ক্যাম্প পর্যন্ত বাকি পথটুকু চোখ বন্ধ করেও চলে যেতে পারবে।

দশ মিনিটের মধ্যে ঝর্ণার পারে পৌঁছে গেল রানা। পানির কিনার ধরে ক্যাম্পে পৌঁছুতে লাগল আর মাত্র দু'মিনিট। কাছাকাছি যেতেই লোবোর ডাক শুনল। লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে এসে ওকে অভ্যর্থনা জানাল কুকুরটা। ওটাকে আদর করে তাঁবুর সামনে গেল রানা। গলা চড়িয়ে ডাকল, 'মি. ম্যাসন!'

ক্যাম্পের পাশের বড় একটা ঝোপ নড়ে উঠল, পাতার আড়াল থেকে উঁকি দিল সাংবাদিক। রানাকে দেখতে পেয়ে স্বস্তি ফুটল চেহারায়, বেরিয়ে এল ঝোপের পিছন থেকে। হাত থেকে নামিয়ে রাখল কুঠার।

'আ... আপনি ঠিক আছেন তো?' বলল সে। 'গুলির আওয়াজ শুনেছি আমরা...'

'সামান্য ফায়ারফাইট,' হালকা গলায় বলল রানা। 'ভয়ের কিছু নেই।'

'তারমানে বিপদ কেটে গেছে?'

ম্যাসনের প্রশ্ন শেষ হতেই দূর থেকে আবছাভাবে ভেসে এল মোটরসাইকেলের আওয়াজ। হাল ছাড়েনি দ্বিতীয় খুনি।

চেহারা রুক্ষ হয়ে উঠল রানার। বলল, 'না, বিপদ কাটেনি। এখনও আরেকজন রয়ে গেছে উপরে।'

রানার কাঁধে ঝুলতে থাকা ভাঙা রাইফেলের উপর দৃষ্টি আটকে গেল ম্যাসনের। 'আপনার রাইফেলের কী হয়েছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, অস্ত্রটা ফেলে দিল একপাশে। 'ওটার কথা ভুলে যান। অচল হয়ে গেছে।'

'তা হলে কী করব আমরা? আত্মরক্ষা করব কীভাবে?'

'এখান থেকে সরে গিয়ে,' সংক্ষেপে বলল রানা।

তাঁবুতে ঢুকে পড়ল ও। দ্রুত পোশাক বদলাল। তারপর একটা হ্যাভারস্যাকে ভরতে শুরু করল দরকারি জিনিসপত্র। বাকি সবকিছু এখানেই ফেলে যাবে।

'আর কোনও বন্দুক-পিস্তল আছে আপনার কাছে?' জানতে চাইল ম্যাসন, পিছু পিছু সে-ও ঢুকেছে তাঁবুতে।

'উঁহুঁ।'

'ঘোড়া নিয়ে পিছে ফেলা যাবে মোটরসাইকেলকে?'

এবারও নেতিবাচক জবাব দিল রানা।

'হায় যিশু!' আঁতকে উঠল ম্যাসন। 'তা হলে কীভাবে...'

ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছে রানার। ওটা পিঠে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমার উপর আস্থা রাখুন। লড়াইয়ে যার পাল্লা ভারী হয়, সে সবসময় জেতে না।'

চেহারা দেখে মনে হলো না ম্যাসন কথাটা বিশ্বাস করেছে।

# সাত

প্রতিশোধের নেশায় উন্মাদ হয়ে গেছে স্তেফান মিরিশেঙ্কো। চোখে নাইটভিশন গগলস্ লাগিয়ে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে সে, হেডলাইট না জ্বেলেই যাতে স্বচ্ছন্দে এগোতে পারে... আলো দেখে যেন সতর্ক না হতে পারে শিকার। কিন্তু ভারী তুষারপাতের কারণে দৃষ্টিসীমা সংকুচিত হয়ে গেছে তার, দশ ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না, সামনে সারাক্ষণ ঝুলছে যেন সবুজ কুয়াশার পর্দা।

সাবধানে এগোচ্ছে রাশান খুনি। ট্র্যাক অনুসরণ করতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। পরিত্যক্ত ক্যাম্প থেকে দক্ষিণদিকে যাচ্ছে প্রতিপক্ষ। দু'জন মানুষ, একটা ঘোড়া আর একটা কুকুর—তুষারে ফুটে আছে ওদের পায়ের ছাপ। মানুষদু'জন ঘোড়ার পিঠে চেপেছে, তবে জমিনের অবস্থা খারাপ হলে একজন নেমে যায়, পায়ে হেঁটে পেরোয় জায়গাটা, তারপর আবার ঘোড়ায় ওঠে। এখন পর্যন্ত কোনও সাইড ট্রেইল চোখে পড়েনি, তারমানে একসঙ্গেই আছে লোকদুটো। ভাল, দু'জনকে একসঙ্গেই পেতে চায় সে।

চেহারা থমথমে হয়ে আছে স্তেফানের। এক ঘণ্টা আগে ওর ভাই মিখায়েলের দেহটা খুঁজে পেয়েছে সে—মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা অবস্থায়। এক দেখাতেই যা বোঝার বুঝে গেছে—ওকে বাঁচানোর কোনও উপায় নেই। মন শক্ত করে

মিখায়েলকে মুক্তি দিয়েছে সে, গুলি করে খুন করেছে আপন ভাইকে! তারপর ভাইয়ের রক্ত ছুঁয়ে শপথ নিয়েছে প্রতিশোধের। স্রেফ একটা মিশন নয়, এখন এটা প্রতিজ্ঞাপূরণের অভিযান। অচেনা শত্রুকে হত্যা করবে সে, তার নাক-কান কেটে নিয়ে যাবে ভ্লাদিভস্তকে, পিতার হাতে সমর্পণ করবে সেগুলো মিখায়েলের মৃত্যু-সংবাদের সঙ্গে।

ধাওয়া করার সময় রাইফেলের স্কোপে পলকের জন্য শত্রুর চেহারা দেখেছে স্তেফান। রুক্ষ, তামাটে চামড়ার এক যুবক... আমেরিকান, বা স্থানীয় ইনুইট বলে মনে হয়নি। এখানে কোত্থেকে উদয় হলো কে জানে, কিন্তু ইতিমধ্যে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে লোকটা। অবশ্য মিখায়েল ছিল লেপার্ড অপস্ টিমের নতুন সদস্য, বড় ভাইয়ের চেয়ে দশ বছরের জুনিয়র। স্তেফানের মত অভিজ্ঞ ছিল না ও, আণ্ডার-এস্টিমেট করে বসেছিল অচেনা ওই যুবককে। কিন্তু সেই একই ভুল করবে না স্তেফান। সবদিক গুছিয়ে তবেই চালাবে আক্রমণ, জ্যান্ত আটকাবে শয়তানটাকে। এমন কষ্ট দেবে, যাতে তার চিৎকার সুদূর রাশা থেকেও শুনতে পায় ওর বাবা।

ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে এগোচ্ছে এখন স্তেফান। লক্ষ করল, শিকারের ট্রেইল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দক্ষ ট্র্যাকার সে, ট্রেইল বিশ্লেষণ করতে জানে। অনুমান করল, দূরত্ব কমে এসেছে ওদের মধ্যে। বড়জোর একশো মিটার দূরে আছে অশ্বারোহী লোকদুটো।

ঢাল বেয়ে ছোট একটা টিলার উপরে উঠে এল রাশান খুনি। নেমে পড়ল মোটরসাইকেল থেকে। রাইফেল পিঠে ঝোলানোই আছে, বাহনটার পাশে বাঁধা আরেকটা অস্ত্রও তুলে নিল হাতে। মোটরসাইকেলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এবার পায়ে হেঁটে ধাওয়া করবে সে। সাইবেরিয়ার উপকূলে বড় হয়েছে স্তেফান; জানে, কোন্ কৌশলে হামলা চালালে বরফে ছাওয়া এই পরিবেশে

ঘায়েল করা যাবে শিকারকে।

সবার আগে ভয় পাওয়াতে হবে ওদেরকে, ছড়িয়ে দিতে হবে তীব্র আতঙ্ক। আতঙ্কিত মানুষ ভুল করতে বাধ্য। নাইটভিশন গগলস খুলে ফেলল সে, ভারী অস্ত্রটা উঁচু করল। স্কোপে চোখ রেখে দেখল দূরত্ব আর এলিভেশন ইণ্ডিকেটর।

সন্তুষ্ট হয়ে ট্রিগার চাপল সে।

ঠাণ্ডায় কাঁপছে গ্যারি ম্যাসন, পিছন থেকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে রানাকে...একটুখানি উত্তাপ পাবার আশায়। খুব একটা কাজ হচ্ছে না তাতে, তবে রানার চওড়া পিঠ তাকে বর্মের মত বাঁচাচ্ছে হিমেল বায়ুপ্রবাহের আক্রমণ থেকে।

'একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকছে না,' হঠাৎ বলল রানা, 'এ-সবের পিছনে কারণটা কী? আপনি যে-কাজে যাচ্ছেন, সেটা ঠেকাতে চাইছে ওরা? নাকি আরও কিছু আছে এর মধ্যে?'

'আ... আমি সত্যিই জানি না,' কাঁপা গলায় বলল ম্যাসন। উলের স্কার্ফে মুখ ঢাকা থাকায় কথাটা অস্পষ্ট শোনাল।

'একটু ভেবে-চিন্তে দেখুন,' রানা বলল। 'হতে পারে আপনার কোনও পুরনো অ্যাসাইনমেন্টের সঙ্গে...'

'আমার তা মনে হয় না। খুব সাধারণ একজন রিপোর্টার আমি, ডেস্ক জব করি সিয়াটলে। নির্বাচনের ফলাফল, কিংবা বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক বক্তব্যের উপর বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট তৈরি করাটাই আমার একমাত্র দায়িত্ব। মনে হয় না ওসবের কারণে কেউ খুন করতে চাইবে আমাকে।'

'ডেস্ক রিপোর্টার হলে আপনি ফিল্ডে কী করছেন?' প্রশ্ন করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। 'সম্পাদক প্রতিশোধ নিচ্ছে। ক'মাস আগে ওঁর ভাইঝির সঙ্গে ডেটিঙে গিয়েছিলাম... বারণ শুনিনি।

তাই বরফের রাজ্যে পাঠিয়ে একটা শিক্ষা দিতে চাইছেন আর কী। পাচ্ছিও... কোনও সন্দেহ নেই!'

'তারপরেও আপনি একজন পলিটিক্যাল রিপোর্টার, বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই! একটা সায়েন্টিফিক রিসার্চ স্টেশনের খবর কাভার করার জন্য আপনার মত একজন অনভিজ্ঞ লোককে পাঠালেন ভদ্রলোক? প্রতিশোধস্পৃহায়? এতটাই আন-প্রফেশনাল উনি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাসন। এই লোক দেখি নাছোড়বান্দা! কী আর করা, ব্যাখ্যা করল ব্যাপারটা। 'এটা আসলে আন-অফিশিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট। রিসার্চ স্টেশনের এক মেরিন বায়োলজিস্টের আত্মীয় কাজ করে আমাদের কাগজে। তাকে ওই বায়োলজিস্ট জানিয়েছে, বরফের গভীরে কী নাকি পেয়েছে ওরা। খুবই অদ্ভুত... এবং ইন্টারেস্টিং জিনিস! ডিটেইলস্ দিতে পারেনি, কারণ রিসার্চ স্টেশনে নিয়োজিত নেভির লোকেরা নাকি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, ইনফরমেশন যাতে লিক না হয়...'

'কিন্তু ওই বায়োলজিস্ট তো ঠিকই লিক করল!'

'হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপারটা কতটা অথেনটিক, তা বোঝা যাচ্ছে না। আমাকে পাঠানো হয়েছে প্রাথমিক তদন্তের জন্য। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ নিউজ ক্রু আসবে... তবে সেটা আমার রিপোর্টের ভিত্তিতে।'

'মনে হচ্ছে সেই রিপোর্টটাই ঠেকাতে চাইছে কেউ,' গম্ভীর গলায় মন্তব্য করল রানা। তারপর চুপ হয়ে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ম্যাসন। যাক, আর আলাপ চালাতে হবে না। ঠাণ্ডায় যখন দাঁতের ঠোকাঠুকি চলছে, তখন কথা চালানো খুব মুশকিল... কষ্ট হয় খুব। চকিতের জন্য পিছনে তাকাল সে, তুষারপাতের কারণে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না মোটরসাইকেলটারও আওয়াজ—হয়তো বা

বাতাসের শনশনানির কারণেই। তবে এ-ও হতে পারে, হাল ছেড়ে দিয়েছে খুনি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়তো দমিয়ে দিয়েছে তাকে। ভাবতে অসুবিধে কী?

রানাও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। রাশ টেনে ঘোড়াকে থামাল ও, রেকাবে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো, ঘাড় ফিরিয়ে নজর বোলাল পিছনে। তুষারপাত আর অন্ধকার ভেদ করে কী যেন দেখতে চাইছে।

'কী হয়েছে...' কিছু বলতে যাচ্ছিল ম্যাসন, ঠিক তখুনি বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। আলোর ঝলকানি দেখতে পেয়েছে ও দূরে—মাজল ফ্ল্যাশ!

এক ধাক্কায় সাংবাদিককে জিন থেকে ফেলে দিল ও, একই সঙ্গে নিজেও ঝাঁপ দিল মাটিতে। নীচে পড়েই মুখ গুঁজে ফেলল তুষারে, হাত দিয়ে চেপে ধরল সঙ্গীকে।

'মাথা নামান!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

পরমুহূর্তেই ধপ্ করে কী যেন একটা পড়ল ওদের থেকে খানিকটা দূরে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বিকট শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ। দেখা গেল চোখ ধাঁধানো আলো, কানে তালা লেগে গেল বিকট আওয়াজে। ছিন্নভিন্ন ঝোপঝাড় আর মাটি ছিটকে গেল আকাশের দিকে।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে গর্জন শুরু করল লোবো, ঘোড়াটাও হতভম্ব, হ্রেষারব করে উঠল আতঙ্কে। ছুটে পালাতে চাইছিল, কিন্তু এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ওটার লাগাম ধরে ফেলল রানা। ম্যাসন উঠে বসতে শুরু করেছে, টান দিয়ে তাকে দাঁড় করাল।

'উঠুন... কুইক!' ধমকে উঠল রানা।

'ক্... কী ছিল ওটা?' তোতলাচ্ছে ম্যাসন।

'গ্রেনেড... ব্যাটার কাছে গ্রেনেড লঞ্চার আছে!' এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল রানা। টান দিয়ে তুলে নিল

সাংবাদিককেও। নির্দয়ের মত গোড়ালি দিয়ে খোঁচা দিল বাহনের পিঠে। চিঁ হিঁ হিঁ করে ডাক ছেড়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়া। লোবোও ছুটল পাশাপাশি।

মাথা এখনও ঝনঝন করছে ম্যাসনের, কোনোমতে আঁকড়ে ধরল রানাকে। বোকা বোকা গলায় জানতে চাইল, 'হচ্ছেটা কী?'

'আমাদের খুব কাছে চলে এসেছে লোকটা,' রানা বলল। 'অতর্কিত হামলা চালিয়েছিল... ওকে সে-সুযোগ আর দেয়া যাবে না।'

'অতর্কিত হামলা! তা হলে গ্রেনেড ছুঁড়ল কেন?'

'ভয় দেখানোর জন্য। ভেবেছে ভয় পেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে যাব আমরা, আশ্রয়ের জন্য দু'জন দু'দিকে ছুটব। একে একে আমাদেরকে ঘায়েল করতে সুবিধে হবে সেক্ষেত্রে।'

'ভাগ্যিস আপনি ছিলেন!' শুকনো গলায় বলল ম্যাসন। 'আমি সত্যিই ছুট লাগাব ভাবছিলাম।'

রানা কিছু বলল না। ঘন জঙ্গলে পৌঁছে গেছে ওরা। পথটা দুর্গম। ঝোপঝাড় আর গায়ে গা লাগানো গাছপালার মাঝ দিয়ে পথ খুঁজে পাবার জন্য সামনের দিকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে ওকে। এগোনোর গতি ক্রমেই মন্থর হয়ে এল। কিন্তু হাল ছাড়ল না ও, নির্দিষ্ট একটা দিক লক্ষ্য করে এগোচ্ছে।

'বিশেষ কোথাও যাচ্ছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'পুরনো এক বন্ধুর খোঁজে।'

ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে স্তেফান। সর্বাঙ্গ সাদা রঙের পোশাকে ঢাকা—পোলার এরিয়ার আদর্শ ক্যামোফ্লাজ। অবশ্য এ-মুহূর্তে নাইট-ভিশন গগলসের কারণে সবকিছু সবুজ দেখাচ্ছে তার চোখে। একটু থেমে হাঁটু গেড়ে বসল, দেখল ঘোড়ার ট্র্যাক। বাঁয়ে মোড় নিয়েছে শিকার—সম্ভবত গ্রেনেড বিস্ফোরণে ভয়

পেয়েছে, সোজা পথে এগোবার সাহস পায়নি। দু'জন দু'দিকে যায়নি দেখে একটু হতাশ হলো, তবে এটাও একেবারে মন্দ না। অচেনা পথে, ঘন জঙ্গলে ঘুরপাক খাবে শত্রু; আড়াল থেকে কায়দামত হামলা চালালে পালাবার উপায় থাকবে না তাদের।

দিক পাল্টে দ্রুত এবং নিঃশব্দে এগোতে শুরু করল স্তেফান। মাতৃভূমির পাহাড়ি এলাকায় নেকড়ে শিকারের অভিজ্ঞতা আছে তার, জানে কীভাবে শব্দ না করে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলাফেরা করা যায়, কীভাবে ন্যাচারাল কাভার ব্যবহার করে নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলা যায়। এর সঙ্গে স্পেশাল ফোর্সের ট্রেইনিং মিলিয়ে ভয়ঙ্কর এক খুনিতে পরিণত হয়েছে সে।

গ্রেনেড লঞ্চারটা রেখে এসেছে স্তেফান, ওটার আর দরকার নেই কোনও। সঙ্গে রাইফেল আছে... আর আছে নিজের প্রিয় হান্টিং নাইফ। দুই শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য এগুলোই যথেষ্ট। ছুরিটা নির্দিষ্ট করে রেখেছে ভাইয়ের খুনি বেয়াড়া যুবকটির জন্য। ওর জন্য নিজেকেও কম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে না। দেখতে দেখতে জটিল হয়ে উঠেছে সাধারণ একটা অপারেশন। লোকটাকে হাতে পেলে জ্যান্ত তার চামড়া ছাড়াবে বলে পণ করেছে স্তেফান।

পদব্রজে রওনা হবার আগে নিজের কন্ট্রোলারের সঙ্গে রেডিওতে কথা বলে এসেছে রাশান খুনি, পরিস্থিতির খবর দিয়েছে। তুষারঝড়ের মধ্যে রি-এনফোর্সমেন্ট পাঠানো সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে তাকে, সে-ও বলেছে তার দরকার নেই। এখন এটা তার একার যুদ্ধ... প্রতিশোধ নেবার যুদ্ধ। আজ রাতের মধ্যেই দুই শিকারকে ঘায়েল করবে সে। আগামীকাল সকালের জন্য ইভ্যাকুয়েশন প্ল্যান ঠিক করে এসেছে।

সাইড ট্রেইল ধরে সতর্কভাবে এগিয়ে চলল স্তেফান। পায়ের ছাপ বলছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে ঘোড়াটা। তারমানে ভালমতই ভয়

দেখানো গেছে শত্রুদেরকে। খুশি হয়ে উঠল সে। সিকি মাইল যেতেই দেখা গেল একটা এবড়ো-খেবড়ো জমি, কয়েক জায়গায় বরফ সরে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে পাথরের গা। ঘোড়াটা নিঃসন্দেহে পিছল খেয়েছে এ-জায়গা পাড়ি দিতে গিয়ে। জখম হলে, বা পা ভাঙলে তো কথাই নেই! আরেকটা সুসংবাদ!

কিছুদূর সামনে যেতেই চোখে পড়ল পায়ের ছাপ। এবড়ো-খেবড়ো ভূমির কারণে একজন আরোহী নেমে যেতে বাধ্য হয়েছে ঘোড়ার পিঠ থেকে, হেঁটে এগিয়েছে সামনে। ছাপগুলো একেবারে তাজা—বড়জোর পাঁচ থেকে দশ মিনিটের পুরনো। হাঁটতে হাঁটতে শব্দ করে নাক টানল স্তেফান। বিচ্ছিরি একটা গন্ধ পাচ্ছে, মনে হচ্ছে বড় কোনও জানোয়ার মরে পচে আছে ধারেকাছে। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না সে, জঙ্গলে পশুপাখির মৃত্যু নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তার সমস্ত চিন্তা-চেতনা এখন সামনের দুই শিকারকে ঘিরে।

গগলসের লেন্সের পাশের একটা সুইচ টিপল স্তেফান—নাইটভিশন থেকে ইনফ্রারেড মোডে নিয়ে এল ওটাকে। আশা করছে হিট সিগনেচার দেখতে পাবে দুই শত্রুর। সবুজ আভা সরে গিয়ে ঘনঘোর কালোয় নিমজ্জিত হলো চোখের সামনের পৃথিবী। কালো এই পটভূমিতে কমলা এবং হলুদ রঙে ফুটে ওঠার কথা মানুষ বা যে-কোনও প্রাণীর অবয়ব—শরীরের ভিতরের তাপের কারণে। চারদিকে দৃষ্টি বোলাল রাশান খুনি। ভাল আবহাওয়ায় ওর ইনফ্রারেড ভিশনের রেঞ্জ একশো গজ। তুষারপাত এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে রেঞ্জ এখন অর্ধেকে নেমে এসেছে বলে ধরে নিল। ছোট ছোট কয়েকটা ফুটকি চোখে পড়ল তার, সম্ভবত রেঞ্জের একেবারে শেষ সীমায় রয়েছে তাপের ওই উৎস।

সন্তুষ্ট হয়ে আবার নাইটভিশনে সুইচ করল স্তেফান। ট্র্যাক

অনুসরণ করবার আর দরকার নেই, যেদিকে হিট সোর্স দেখেছে, সরাসরি সেদিকে এগোল। প্রায় ছুটে চলেছে, শিকারকে আর সময় দিতে চায় না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়েই ভুলটা করল। পথের মাঝখানে টান টান করে বাঁধা ছিল একটা সাদা রঙের সরু সুতো, ওটা দেখতে পেল না সে। পায়ে বেধে যখন টান খেলো ওটা, টের পেল তখন।

বুবি ট্র্যাপ!

ডাইভ দিল স্তেফান, কিন্তু রিফ্লেক্সটা যথেষ্ট দ্রুত হলো না... মাথার উপর থেকে সোজা ওর দিকে নেমে এল একটা প্লাস্টিকের পাত্র, বাড়ি খেয়ে উল্টে গেল, সারা গায়ে ছড়িয়ে দিল ভিতরের তরল পদার্থ। একটা ঝোপের পিছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। মাটিতে মুখ গুঁজে অপেক্ষা করল বিস্ফোরণের... কিংবা ছুটে আসা ছুরি-বর্শার।

কয়েকটা সেকেণ্ড কেটে গেল নিথরভাবে, ঘটল না কিছু। বিস্মিত হয়ে উঠে বসল স্তেফান। আর তখুনি নাকে ভেসে এল বিদঘুটে গন্ধটা। একটু আগে আবছাভাবে পেয়েছিল... এখন ওটা ভীষণ তীব্র। কোত্থেকে আসছে, তা বুঝতেও অসুবিধে হলো না। ওর গায়ে ছড়িয়ে পড়া তরলটা থেকে। আঙুল ছোঁয়াল স্তেফান, গগলস্ খুলে চোখের সামনে আনল হাত।

চটচটে রক্ত লেগে আছে আঙুলে—না, ওর নিজের রক্ত নয়। শুধু রক্তও না ওটা, সঙ্গে পচা-গলা মাংসও মেশানো হয়েছে বোধহয়, উৎকট দুর্গন্ধে নাড়িভুঁড়ি পাক খেয়ে উঠল তার। কিছুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না, কুঁজো হয়ে বমি করে ফেলল। পেট খালি হয়ে যেতেই ভাল বোধ করল, দাঁতে দাঁত পিষে সহ্য করে নিল গন্ধটা।

বোকার দল, মনে মনে ভাবল রাশান খুনি, ভেবেছে এই গন্ধ দিয়ে ঠেকাতে পারবে তাকে? মানব বর্জ্য, পচা আর্বজনা, এমনকী

টিয়ার গ্যাস সহ্য করে যুদ্ধ চালাবার ট্রেইনিং দেয়া হয়েছে তাকে। আক্রোশ বরং আরও বাড়ল তার। এর ফলাফল হাতেনাতে টের পাবে দুই শত্রু। দলা করে থুতু ফেলল স্তেফান। আবার পরে নিল গগলস্। ইনফ্রারেড অন করে খুঁজল শিকারদেরকে।

হঠাৎ থমকে গেল সে। লালচে একটা অবয়ব ফুটে উঠেছে চোখের সামনে। অনেক বড় এবং উজ্জ্বল। আন্দাজ করল, বুবি ট্র্যাপ পেতে দু'দিকে চলে গেছে শত্রুরা। ভেবেছে ওকে বোকা বানাতে পারবে। এত সহজ নয়। রাইফেল বাগিয়ে লালচে অবয়বটার দিকে এগোতে শুরু করল সে।

কিছুটা গিয়েই দাঁড়িয়ে গেল স্তেফান। অবয়বটা বড় হতে শুরু করেছে... তারমানে এগিয়ে আসছে ওর-ই দিকে। দেখতে দেখতে স্কোপের সীমা ছাড়িয়ে গেল। এখন ওর চোখে শুধুই কমলা আর হলুদ আভা খেলা করছে। অনেক বড় একটা আকৃতি, একজন মাত্র মানুষ হতেই পারে না। বিভ্রান্ত বোধ করল সে, কী ওটা? দু'জন মানুষ? ঘোড়ার পিঠে বসা? হতে পারে ওকে বুবি ট্র্যাপে ঘায়েল ভেবে বন্দি করতে আসছে।

ভাবনাটা শেষ হতে না হতেই মাথার ভিতরে বেজে উঠল বিপদঘণ্টা। পাঁই করে ঘুরল স্তেফান। পিছন থেকে আরেকটা আকৃতি এগিয়ে আসছে! বাঁয়ে তাকাল... ওদিকেও দেখা যাচ্ছে দুটো আকৃতি।

হতভম্ব হয়ে গেল খুনি। মানে কী এর?

গায়ে উৎকট দুর্গন্ধ নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। ধীরে ধীরে বাড়ছে আকৃতিগুলোর সংখ্যা, এখন দাঁড়িয়েছে সাতটায়! হিট সিগনেচার বড্ড বিশাল, মানুষ বা ঘোড়ার হতে পারে না। চারদিক থেকে ওকে ঘিরে ফেলছে ওগুলো। আচমকা মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল স্তেফানের, বুঝতে পারল কী দেখছে।

ভালুক... বিশালদেহী গ্রিজলি ভালুক ওগুলো!

গোঙানির মত বেরিয়ে এল রাশান খুনির গলা দিয়ে। ফাঁদের স্বরূপ বুঝতে পারছে। টোপ বানানো হয়েছে তাকে... ভালুকের টোপ! গায়ের গন্ধঅলা তরলটাই টেনে আনছে ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলোকে। রক্ত আর পচা দেহাবশেষ মিলিয়ে এ-ধরনের টোপ তৈরি করে ইনুইট ভালুক-শিকারিরা, শিকারকে টেনে আনে সুবিধেজনক জায়গায়... অনেকদিন আগে পড়েছিল সে। এই প্রথমবারের মত দেখতে পাচ্ছে জিনিসটার কার্যকারিতা। সম্ভবত এটা শেষবারও হতে চলেছে।

ঝটপট রাইফেল নামিয়ে রেখে গগলস্ খুলে ফেলল স্তেফান। তারপর ত্রস্ত হাতে খুলতে শুরু করল গায়ের ইউনিফর্ম। জানে, শীতবস্ত্র ছাড়া হাইপোথারমিয়ায় জমে মরবে... কিন্তু খুব শীঘ্রি যা ঘটতে চলেছে, তারচেয়ে অনেক ভাল পরিণতি ওটা।

বেচারা তার মনের খায়েশ মেটাতে পারল না। পারকা খোলার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হিমেল বাতাস, হাড়সুদ্ধ কেঁপে উঠল তাতে। আড়ষ্ট হয়ে যেতে চাইল ঊর্ধ্বাঙ্গের সবক'টা জয়েন্ট। কাঁপতে থাকা হাতে বাকি পোশাক খোলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। পারকা খুলেও খুব লাভ হয়নি, হাতে মাখামাখি হয়ে গেছে রক্তের মিশ্রণটা।

প্যান্টের যিপারে মাত্র হাত দিয়েছে, এমন সময় খুব কাছ থেকে ভেসে এল চাপা গরগরানি। চমকে উঠল স্তেফান, আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে মুখ। স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারাল, মাটি থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিল রাইফেল, শব্দের উৎস লক্ষ্য করে গুলি চালাল।

মৌমাছির চাকে যেন ঢিল পড়ল। চারপাশ থেকে একযোগে হুঙ্কার ছাড়ল হিংস্র ভালুকের দল। ঝোপঝাড় আর গাছের ডালপালা ভেঙে ছুটে আসতে শুরু করল শিকারের দিকে। উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক ঘুরল স্তেফান, অন্ধের মত গুলি

ছুঁড়ল সবদিকে। অযথাই।

হঠাৎ ছায়া থেকে কালো একটা আকৃতি ঝাঁপ দিল তাকে লক্ষ্য করে। ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। পরমুহূর্তে আরও কয়েকটা ভালুক বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। পড়ে থাকা মানুষটার উপর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রাণীগুলো।

আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল স্তেফানের মরণ-চিৎকারে!

ঘোড়ার লাগাম ধরে ছোট একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছে রানা, রাশান খুনির আর্তনাদ শুনছে নির্বিকার ভঙ্গিতে। পাথরের মত মুখে কোনও অভিব্যক্তি ফুটছে না। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাসনও, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আছে। বিস্মিত চোখে দেখছে রানাকে—এমন পরিস্থিতিতে কাউকে এত শান্ত থাকতে দেখেনি সে আগে।

ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল রাশান খুনির কণ্ঠ। পুরোপুরি থেমে যাওয়ার পরেও মনে হলো বাতাসে ভাসছে তার রেশ। এবার রানার চেহারায় কী যেন ফুটল। অনুশোচনা? ভুরু কোঁচকাল ম্যাসন। যেন নৃশংস ওই খুনির মৃত্যুর জন্য দগ্ধ হচ্ছে অদ্ভুত যুবকটি।

গলা খাঁকারি দিল সাংবাদিক। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কাছে ওই রক্তের টোপ এল কোত্থেকে?'

নড়ল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'ইনুইট এক ভদ্রলোক দিয়েছেন। এই এলাকা গ্রিজলি ভালুকের রাজত্ব, বিপদে পড়লে যাতে জানোয়ারগুলোর মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাতে পারি, সেজন্যে হাইকিঙে আসার সময় একটা বোতল দিয়েছিলেন আমাকে। এভাবে কাজে লাগাতে হবে, তা অবশ্য ভাবিনি।'

'ভা... ভালুকের রাজত্ব?' দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল ম্যাসনের। 'আপনি জেনে-শুনে এদিকে এসেছেন? যদি আমাদেরকেই

আক্রমণ করে বসত?'

'দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া... তার ওপর রাতের বেলা,' বলল রানা। 'অযথা আমাদের উপর হামলা করার কোনও কারণ দেখতে পাইনি। টোপটা ব্যবহার না করলে আড়াল থেকেই বেরুত না ভালুকগুলো।'

'সত্যি করে বলুন তো, আপনি কে?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইল ম্যাসন। 'যেভাবে সামাল দিলেন বিপদটা... যেভাবে ফাঁদ পাতলেন... মনে তো হচ্ছে মিলিটারি ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে আপনার!'

'তেমন কিছু না,' হালকা গলায় বলল রানা, 'আমি বাংলাদেশ আর্মির রিটায়ার্ড মেজর।'

'বাংলাদেশি! এখানে কী করছেন?'

'বেড়াতে এসেছি। বলেছি তো আপনাকে!' ঘুরল রানা। 'আর কথা নয়, চলুন কেটে পড়ি এখান থেকে। নতুন কোনও বিপদ দেখা দেবার আগেই।'

ঘোড়ার পিঠে আর চড়ল না ওরা, ঢাল ধরে হাঁটতে শুরু করল। আলাপ জমানোর চেষ্টা করে ক্ষান্ত দিল ম্যাসন, রানা থম মেরে গেছে। মাথায় চিন্তার ঝড়। বোঝার চেষ্টা করছে, দুই খুনি কে ছিল... কেনই বা খুন করতে চাইছিল ওদেরকে। ইন্টারোগেট করা গেলে ভাল হতো, কিন্তু তেমন কোনও সুযোগই তো পাওয়া গেল না! একটা ব্যাপার শুধু পরিষ্কার, উঁচুমানের প্রফেশনাল লোক ছিল ওরা—মিলিটারি ব্যাকগ্রাউণ্ডের। নিয়মিত সৈনিক, নাকি ভাড়াটে মার্সেনারি?

প্রথম খুনির ছুরিটা বের করল রানা, পেনলাইট জ্বেলে হাঁটতে হাঁটতে পরখ করল অস্ত্রটা। কোনও ইনসিগনিয়া বা প্রস্তুতকারকের নাম নেই। ডিজাইনটাও ইউনিক বলা যাবে না। মনে হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যাতে ছুরিটা কোত্থেকে এসেছে সেটা বের করতে না পারে কেউ। খুনিদের আগ্নেয়াস্ত্র

পরীক্ষা করলেও হয়তো একই জিনিস দেখত। এর অর্থ বুঝতে কষ্ট হলো না ওর। শুধু এক ধরনের মানুষই বিশেষত্বহীন এ-সব অস্ত্র ব্যবহার করে।

ব্ল্যাক অপসের লোক!

ম্যাসনের গন্তব্যের কথা ভাবল রানা। নেভির লোকজন ওখানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, কোনও খবর পাচার হতে দিচ্ছে না। এর সঙ্গে ব্ল্যাক অপসের যোগাযোগ একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। ওখানে কী ঘটছে না ঘটছে, তা ধামাচাপা দিতে চাইছে কেউ। আমেরিকান সরকার? সেটাও অবিশ্বাস্য নয়। গোপন আবিষ্কারের খবর লুকানোর জন্য দু'চারজন নিরীহ মানুষ খুন করা আমেরিকানদের জন্য নতুন কিছু নয়। রানা নিজেই বহুবার প্রত্যক্ষ করেছে এ-ধরনের ঘটনা।

ধীরে ধীরে কৌতূহলী হয়ে উঠছে ও। ব্যাপারটায় নাক গলাবে কি না ভাবছে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' ম্যাসনের প্রশ্ন শুনে সংবিৎ ফিরে পেল রানা।

ঘাড় ফেরাল ও। হাসিমুখে বলল, 'ইনুইট সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে। ওঁকে ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন, কী বলেন?'

# আট

অপরূপা সুন্দরী বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা বলা যাবে না অ্যাবি ম্যানিটক-কে। ইনুইট মেয়েরা অত সুন্দরী হয় না। অ্যাবি অবশ্য

পুরোপুরি ইনুইট নয়, আমেরিকান রক্তও বইছে তার শরীরে... মায়ের দিক থেকে। বিশ্বসুন্দরী হবার মত রূপ না থাকলেও অদ্ভুত এক মাধুর্য আছে তার চেহারায়, যার কারণে যে-কোনও পুরুষের দৃষ্টি চুম্বকের মত আটকে যায় ওর দিকে। বেশ লম্বা মেয়ে ও, এবং মেয়েই বটে। তার চুল কালো মখমল। ব্রোঞ্জ রঙা মসৃণ ত্বক। চামড়ায় কোনও ভাঁজ বা দাগ নেই, রোদ লেগে কোনও ছাপ পড়েনি। লম্বা আর একহারা হলেও, তার ব্লাউজের সামনের দিক ও জিন্স প্যান্টের পিছন দিক বেশ ভারী ও ভরাট। তবে ওসব জায়গায় তাকাবার সাহস হবে না কারও, হাত দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না, নির্ঘাত মার খেয়ে ভূত হয়ে যাবে। রীতিমত মারকুটে ও দুঃসাহসী স্বভাবের মেয়ে এই অ্যাবি। এ-কারণেই পুরুষশাসিত সমাজে বাস করেও এলাকার শেরিফ হতে পেরেছে সে নিজ যোগ্যতায়।

আজ রোববার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। অফিসে যায়নি অ্যাবি, ঘুম থেকে উঠেছে বেশ দেরিতে—সাড়ে দশটায়। হাতমুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট করেছে, তারপর একটা কফির মগ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাড়ির বারান্দায়। আয়েশ করে ওতে চুমুক দিতে দিতে চোখ বোলাচ্ছে বাইরে। বাড়ির চারপাশে অবারিত প্রকৃতি—তুষারে ঢাকা প্রান্তর আর গাছপালার সারি। জমির সীমানা বলতে কিছু নেই... এই এলাকায় সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজন পড়ে না। সীমা বলে যদি কিছু থেকে থাকে, সেটা বাড়ির একপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া চওড়া নদী। ছোট একটা ডক আছে নদীতীরে, সেটার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা টুইন অটার ফ্লোটপ্লেন—বরফ বা পানি, দু'জায়গাতেই ল্যাণ্ড করতে পারে। শেরিফস্ ডিপার্টমেন্টের সম্পত্তি।

আপন চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল অ্যাবি, হঠাৎ চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ায় মাথা তুলে তাকাল। বনের ভিতর থেকে

বেরিয়ে এসেছে একটা চতুষ্পদ প্রাণী। অভ্যাসবশত কোমরের হোলস্টারে হাত চলে গেল, আঁকড়ে ধরল পিস্তলের বাট—আশপাশে নেকড়ের উৎপাত আছে, খাবারের সন্ধানে যখন-তখন হাজির হয় জানোয়ারগুলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই অবশ্য ঢিল দিল মুঠোয়, প্রাণীটাকে চিনতে পেরেছে।

'লোবো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবি।

ছুটে এল কুকুরটা, ওর পায়ে গা ঘষল। অ্যাবিও হাত বুলিয়ে দিল লোবোর মাথায়, তারপর তাকাল আবার বনের সীমানায়। হ্যাঁ, ঘোড়ার লাগাম ধরে বেরিয়ে আসছে রানা। একটু অবাক হলো সঙ্গে আরেকজনকে দেখতে পেয়ে।

পিছনে পায়ের শব্দ হলো, লোবোর ডাক শুনে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছেন এক পক্বকেশ বৃদ্ধ—রিচার্ড ম্যানিটক, অ্যাবির পিতা। খাঁটি ইনুইট, ষাটের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু শরীর-স্বাস্থ্য এখনও টনটনে।

'রানা এল নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ,' অ্যাবি বলল। 'সঙ্গে আরেকজনকে নিয়ে এসেছে।'

'কে?'

'জানি না। আসুক, জানা যাবে।'

কয়েক মিনিট পরেই পৌঁছুল রানা, সিঁড়ি ভেঙে ক্লান্ত পায়ে উঠে এল বারান্দায়।

'হাই, অ্যাবি!'

'এ কী অবস্থা তোমার!' বিস্মিত গলায় বলল অ্যাবি। দ্রুত চোখ বোলাল ওর উপরে। 'চেহারা-সুরত দেখে তো মনে হচ্ছে ঝড় বয়ে গেছে তোমাদের উপর দিয়ে! ইনিই বা কে?'

'গ্যারি ম্যাসন, ম্যা'ম,' নিজেই মুখ খুলল ম্যাসন। 'সিয়াটল টাইমসের রিপোর্টার। ডেডহর্সে যাচ্ছিলাম, পথে প্লেন ক্র্যাশ করেছে আমার। পাইলট সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। আমিও

মরতাম... যদি না মি. রানা উদ্ধার করতেন।'

'দুঃখজনক,' সহানুভূতির সুরে বলল অ্যাবি। 'আমি অ্যাবি ম্যানিটক, এই এলাকার শেরিফ।' ইশারায় পিতাকে দেখাল। 'ইনি আমার বাবা... রিচার্ড ম্যানিটক। প্লিজ, আসুন।'

'ক্র্যাশ তো করেছেন উনি! তোমার এ-অবস্থা কেন?' ভুরু কুঁচকে রানাকে জিজ্ঞেস করলেন রিচার্ড।

'বলব সবই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'আগে একটু জিরিয়ে নিই? শরীর আর চলছে না। রাতভর হেঁটেছি আমরা, একটুও বিশ্রাম নিইনি।'

'ওদেরকে ভিতরে নিয়ে যা, অ্যাবি,' রিচার্ড বললেন। 'আমি ঘোড়াটা কোরালে রেখে আসছি। দানাপানিও দিতে হবে ওকে।' বারান্দা থেকে নেমে গেলেন রিচার্ড। লোবোও গেল তাঁর পিছু পিছু।

বাড়ির ভিতরে রানা আর ম্যাসনকে নিয়ে গেল অ্যাবি, বসতে দিল লিভিং রুমে। কৌতূহল নিয়ে চারপাশে চোখ বোলাল সাংবাদিক। স্থানীয় ইনুইট পরিবারের আবাস এমন হবে, আশা করেনি। লিভিংরুমটাই বলে দিচ্ছে, ম্যানিটকরা কুঁড়েঘরে থাকা আদিবাসী নয়, রীতিমত শিক্ষিত ও আধুনিক মানুষ। রুচিশীলও বটে, পুরনো ঐতিহ্য পুরোপুরি ত্যাগ করেনি।

পুরো বাড়ি কাঠের ভারী গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে মোটা বিম। সেখান থেকে ঝুলছে ইনুইটদের স্থানীয় তেলের বাতি। ইলেকট্রিসিটি আছে বাড়িতে, তবে তার জন্য জেনারেটর চালাতে হয়। আপাতত ওটা বন্ধ, তাই তেলের বাতি জ্বেলেই আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কামরার একপ্রান্তে রয়েছে রিভারস্টোন দিয়ে বানানো একটা ফায়ারপ্লেস, আরামদায়ক তাপ ছড়াচ্ছে। ক্যারিবু হাইড আর স্প্রুসের তক্তা দিয়ে বানানো হয়েছে সবক'টা আসবাবপত্র। পায়ের তলায়

ভালুকের চামড়ার কার্পেট। সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বেশ কিছু নেটিভ আর্টওয়ার্ক ও আর্টিফ্যাক্ট। ছোট একটা টোটেম পোল আছে, সেইসঙ্গে কাঠ খোদাই করে বানানো এক ইনুইট দেবতার মূর্তি; স্থানীয় মুখোশও আছে। দেয়ালে শোভা পাচ্ছে পেইন্টিং আর ফ্রেমে বাঁধানো বেশ কিছু ফটোগ্রাফ।

অ্যাবি জিজ্ঞেস করল, 'ব্রেকফাস্ট দেব তোমাদেরকে? নিশ্চয়ই কিছু খাওনি?'

'আগে কফি দাও,' জ্যাকেট খুলতে খুলতে বলল রানা। 'ঠাণ্ডায় শরীর জমে বরফ হয়ে গেছে।'

'সবই দিচ্ছি। একটু অপেক্ষা করো।'

ফায়ারপ্লেসের আগুন একটু উসকে দিল অ্যাবি। তারপর চলে গেল কিচেনে। ম্যাসনের দিকে ফিরে রানা বলল, 'আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বেশ অবাক হয়েছেন।'

'কী! না, না!' তাড়াতাড়ি বলল ম্যাসন। 'আপনি ইনুইট-ইনুইট করছিলেন তো, ভেবেছিলাম স্থানীয় কোনও গ্রাম-ট্রামে নিয়ে যাবেন। এ-রকম একটা বাড়িতে নিয়ে আসবেন, তা আশা করিনি।'

'রিচার্ড ম্যানিটক গ্রাম ছেড়েছেন বহুদিন আগে,' রানা বলল। 'পরিবেশবিদ হিসেবে কাজ করেছেন আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায়। রিটায়ার করার পর আবার ফিরে এসেছেন নিজের এলাকায়।'

'মেয়েকেও নিয়ে এসেছেন?'

সঙ্গত কৌতূহল। আলাস্কার নির্জন এলাকায় অ্যাবির মত মেয়ে শেরিফ হয়েছে কেন, এ-প্রশ্ন জাগতেই পারে যে-কারও মনে। একটু ইতস্তত করল রানা। পুরো ইতিহাস জানা আছে ওর, রিচার্ডের মুখেই শুনেছে। অল্প বয়সে বিয়ে করেছিল অ্যাবি, একটা ছেলেও হয়েছিল ওর। বিয়ের পাঁচ বছরের মাথায়

সড়ক-দুর্ঘটনায় স্বামীকে হারায় বেচারি, এর কিছুদিন পরেই বাচ্চার শরীরে পাওয়া যায় লিউকেমিয়া। ছয় বছর বয়সে সে-ও মারা গেছে। জগৎ-সংসারের প্রতি সমস্ত আগ্রহ হারিয়েছে অ্যাবি সেই থেকে, ফিরে এসেছে বাবার কাছে। এখন ওর স্বভাব-চরিত্রে যে-রুক্ষতা দেখা যায়, তা জীবনের কষাঘাত থেকেই এসেছে।

এ-সব কথা ম্যাসনকে শোনাবার ইচ্ছে হলো না, তাই রানা বলল, 'লম্বা ইতিহাস। পরে কখনও নাহয় শুনবেন।'

কফির মগ নিয়ে ফিরে এল অ্যাবি, তুলে দিল রানা আর ম্যাসনের হাতে। মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মি. ম্যাসন। শেরিফ হিসেবে প্লেন-ক্র্যাশের ব্যাপারটা তদন্ত করতে হবে আমাকে। আপনার পাইলটের লাশও উদ্ধার করতে হবে। কী ঘটেছিল, একটু খুলে বলবেন? কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা?'

'ওটা দুর্ঘটনা ছিল না,' ম্যাসন মুখ খোলার আগেই বলল রানা। 'আমার ধারণা, ইচ্ছাকৃতভাবে ক্র্যাশ করানো হয়েছে বিমানটা। সম্ভবত স্যাবোটাজ।'

'স্যাবোটাজ!' অ্যাবির কপালে ভাঁজ দেখা দিল। 'এ-কথা বলছ কেন?'

'কারণ মি. ম্যাসনের বিমান ক্র্যাশ করার একটু পরেই আরেকটা বিমান এসে হাজির হয় আকাশে। প্যারাজাম্প করে দু'জন কমাণ্ডো নামে ওটা থেকে। বোমা মেরে বিমানের ধ্বংসাবশেষ উড়িয়ে দিয়েছে ওরা, এরপর চেষ্টা করেছে আমাদেরকে খুন করতে। কোনও প্রমাণ রাখতে চাইছিল না। কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি আমরা।'

'কমাণ্ডো?' অবাক হয়ে গেল অ্যাবি। 'কোথায় ওরা এখন?'

'দুঃখিত, বেঁচে নেই একজনও। জঙ্গলে গেলে ওদের লাশ

দেখতে পাবে।'

'সব খুলে বলো আমাকে।' থমথমে হয়ে উঠল অ্যাবির কণ্ঠ।

সংক্ষেপে পুরো ঘটনা খুলে বলল রানা, মাঝে মাঝে কথা জোগাল ম্যাসন। নোটবুকে সব টুকে নিল অ্যাবি। ওদের কাহিনি শেষ হলে একটা ম্যাপ নিয়ে এল—দাগ দিয়ে ক্র্যাশসাইট আর দুই খুনির লাশের অবস্থান ওটায় দেখিয়ে দিল রানা।

'ঘটনা খুব সিরিয়াস,' অ্যাবি বলল। 'এ-কেস তদন্ত করার মত যথেষ্ট রিসোর্স নেই আমার হাতে। ফেয়ারব্যাঙ্কসে রিপোর্ট করতে হবে।'

'অফিসেও যোগাযোগ করা দরকার আমার,' ম্যাসন বলল। 'ওরা নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা শুরু করে দিয়েছে। প্রুডো বে-তে পৌঁছেই ফোন করার কথা ছিল।'

নোটবুক বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল অ্যাবি। জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করল একটা স্যাটেলাইট ফোন। সাংবাদিকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নিন। তাড়াতাড়ি কথা সারবেন, অফিসে ফোন করতে হবে আমাকে। ফেয়ারব্যাঙ্কসের পুলিশ ডিপার্টমেন্টেও।'

কফির মগ নামিয়ে রেখে ফোনটা নিল ম্যাসন। 'কীভাবে ডায়াল করব?'

'সাধারণ ফোনের মতই। প্রথমে কান্ট্রি আর এরিয়া কোড, তারপর লোকাল নাম্বার। ট্রান্সমিশন একটু দুর্বল শোনাতে পারে, তবে ওটা স্বাভাবিক। সোলার স্টর্মের কারণে গত ক'দিন থেকে এমনিতেই সমস্যা হচ্ছে।'

'ধন্যবাদ।' জানালার কাছে চলে গেল ম্যাসন।

রানাকে ইশারা করল অ্যাবি, নিয়ে গেল ফায়ারপ্লেসের কাছে। তারপর ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল, 'এসব হচ্ছেটা কী, রানা?'

'আমি শিয়োর না,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তবে মনে হচ্ছে ওই ড্রিফট স্টেশন থেকে খবরের কাগজগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে কেউ।'

'কাভার আপ?'

'হতে পারে। কিন্তু বললাম তো, আমি শিয়োর না।'

ঘাড় ফিরিয়ে ম্যাসনের দিকে তাকাল অ্যাবি। লাইন পেয়েছে সাংবাদিক, উত্তেজিত গলায় বলছে, 'স্যাঞ্জা, গ্যারি বলছি। বসের সঙ্গে কথা বলব...' কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। 'ধ্যাত্তেরি! যত ইম্পরট্যান্ট মিটিঙেই থাকুক, আমি পরোয়া করি না। আমার ব্যাপারটা আরও জরুরি। তুমি লাইন দাও বলছি!'

'কী মনে হয় তোমার?' বলল অ্যাবি। 'কিছু লুকাচ্ছে লোকটা?'

'ওকে এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারছি না আমি,' রানা স্বীকার করল। 'হতে পারে গভীর জলের মাছ... আবার যদি স্রেফ দুর্ভাগা হয়, তা হলেও অবাক হব না।'

'আর ওই কমাণ্ডোদের ব্যাপারটা... তুমি শিয়োর, ওরা মিলিটারির লোক?'

'মিলিটারি ব্যাকগ্রাউণ্ডের, কোনও সন্দেহ নেই। হামলার সময় ব্যাটলগ্রাউণ্ডের ট্যাকটিক্স ব্যবহার করেছে—সাধারণ কোনও খুনির কাছে অমন কৌশল আশা করা যায় না।'

'আর কিছু বলতে পারো ওদের সম্পর্কে?'

'দাঁড়াও, ভেবে দেখি।' ঠোঁট কামড়াল রানা। 'হ্যাঁ, ওরা সম্ভবত বিদেশি লোক ছিল।'

'তুমি শিয়োর?'

'হাবভাবে তা-ই মনে হয়েছে। একবারও কথা বলতে শুনিনি ওদেরকে। মনে হচ্ছিল ইচ্ছে করেই কথা বন্ধ রেখেছে, যাতে ভাষা বা উচ্চারণ শুনে ওদের পরিচয় আঁচ করতে না পারি।

ওদের অস্ত্রগুলো থেকেও সব ধরনের আইডেন্টিফিকেশন সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আমেরিকান হলে এত ঝামেলায় যাবার প্রয়োজন ছিল না।'

শ্রাগ করল অ্যাবি। 'এগোবার মত কোনও সূত্রই তো দেখছি নেই। ফরেনসিক এক্সপার্ট পাঠাতে হবে মনে হচ্ছে। হয়তো ওরা কিছু আবিষ্কার করতে পারবে।'

'এখানে যত খুশি খোঁজাখুঁজি চালাও,' রানা বলল, 'কিন্তু আমার ধারণা, রহস্যটার জড় লুকিয়ে আছে ওই ড্রিফট স্টেশনে।'

'ওটা আমার এখতিয়ারের বাইরে। ওখানে তদন্ত চালাতে হলে এফবিআইকে খবর দিতে হবে। ব্যাপারটার সঙ্গে যদি নেভির কোনও সম্পর্ক থাকে, তা হলে ডাকতে হবে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সকেও। ভালই যন্ত্রণায় পড়লাম মনে হচ্ছে।'

'তা তো বটেই...'

কথা শেষ হলো না রানার, ম্যাসনের চিৎকার শুনে ঘাড় ফেরাতে বাধ্য হলো।

'প্রুডো বে!' খ্যাপাটে গলায় বলল সাংবাদিক। 'কেন?'

তার প্রশ্নের জবাবে কিছু বলা হলো অপরপ্রান্ত থেকে।

'আমি বুঝতে পারছি না, কেন আমাকে...' প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল ম্যাসন। সম্ভবত কড়া কিছু শোনানো হলো তাকে। মুখ লাল হয়ে গেল তার। বলল, 'আপনার হুকুমে এখানে কাজ হবে না, স্যর। এ-মুহূর্তে আমি একজন শেরিফের সামনে আছি। কতক্ষণ আমাকে আটকে রাখবে জানি না। কাজেই বলতে পারছি না আদৌ প্রুডো বে-তে যেতে পারব কি না।' একটু নীরবতা। শেষে হার মেনে নিল সাংবাদিক। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বেশ, আপনার কথা মানলাম, স্যর। কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হলে মোটাসোটা একটা বোনাস চাই আমি।'

আর কিছু না বলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল ম্যাসন। ফোন ফিরিয়ে দিল অ্যাবির হাতে।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

সাংবাদিকের চেহারায় তিক্ততা ভর করল। বলল, 'একটা পাষাণের আণ্ডারে চাকরি করছি, বুঝলেন? এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল... কোথায় সমবেদনা জানাবে, তাড়াতাড়ি ফিরতে বলবে... তা না, অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করা চাই! প্রুডো বে-তে গিয়ে পত্রিকার কন্ট্যাক্টের সঙ্গে যোগাযোগ করার হুকুম দিচ্ছে। বলছে দরকার হলে ভেলায় চেপে ওমেগা স্টেশনে যেতে!'

তার বলার ভঙ্গিটা শুনে হেসে ফেলল রানা আর অ্যাবি।

'আপনারা হাসছেন?' আহত গলায় বলল ম্যাসন।

'সরি, কিছু মনে করবেন না,' তাড়াতাড়ি বলল অ্যাবি। 'অবশ্য সম্পাদক বললেও ফিরতে পারতেন না আপনি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে এখানেই থাকতে হবে।'

নিচু গলায় খেদোক্তি করল ম্যাসন।

একটু দূরে সরে এল অ্যাবি। স্যাটেলাইট ফোনের বোতাম টিপতে শুরু করল—ফেয়ারব্যাঙ্কসে কথা বলবে। কিন্তু ডায়াল শেষ করার আগেই ঝট করে খুলে গেল সামনের দরজা। দেখা গেল রিচার্ড ম্যানিটকের মুখ।

'এক্সকিউজ মি, তোমরা কি ব্যস্ত?' বললেন তিনি। 'মনে হচ্ছে আরও অতিথি পেতে যাচ্ছি আমরা। একটা বিমান ল্যাণ্ড করার চেষ্টা করছে সামনের মাঠে।'

খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ। বাইরে থেকে চাপা গর্জন শোনা গেল লোবোর।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। বারান্দায় বেরিয়ে এল ও। চোখ বোলাল আকাশে। চক্কর দিতে থাকা একটা সাদা রঙের সেসনা বিমান দেখতে পেল—ধীরে ধীরে নদীর ধারের ফাঁকা জমির সঙ্গে

অ্যালাইন করে আনছে নিজেকে। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল মুহূর্তে।

'রানা?' পিছন থেকে ডাকল অ্যাবি।

'ওটা কালকের বিমানটাই,' রানা বলল।

'তুমি শিয়োর?' তীক্ষ্ণ চোখে বিমানের দিকে তাকাল অ্যাবি, আণ্ডারক্যারিজের মার্কিং পড়ার চেষ্টা করছে।

কিন্তু মার্কিং পড়ার দরকার নেই রানার, এক নজরেই চিনে নিয়েছে বিমানটাকে। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কোনও সন্দেহ নেই।'

ওর কথা শেষ হতেই সেসসার জানালায় নড়াচড়া লক্ষ করা গেল। একজন মানুষ তার দেহের ঊর্ধ্বাংশ বের করল ওখান দিয়ে, হাতে লম্বা কী যেন ধরা।

গ্রেনেড লঞ্চার... রকেট-প্রপেলড্ গ্রেনেড লঞ্চার!

চেঁচিয়ে উঠল রানা, পরক্ষণে অগ্নিবর্ষণ করল অস্ত্রটা। ডাইভ দিয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়ল সবাই, তবে ওদের ধারেকাছে পৌঁছুল না গ্রেনেড, তাড়াহুড়োয় নিশানা মিস করেছে প্রতিপক্ষ, বাড়ির বেশ কিছুটা সামনে বিস্ফোরিত হলো ওটা। ছিটকে উঠল তুষার। প্রবল গর্জন করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল সেসনা। বাঁক নিয়ে ফিরতে শুরু করল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল। চেঁচাল, 'বাড়ির ভিতরে ঢোকো সবাই! কুইক!!'

দুদ্দাড় করে লিভিংরুমে ঢুকে পড়ল অ্যাবি, রিচার্ড আর ম্যাসন। পিছু পিছু লোবো-সহ ও নিজে। ভিতরে ঢুকেই আটকে দিল দরজা।

'হচ্ছেটা কী?' হাঁপাতে হাঁপাতে জানতে চাইলেন রিচার্ড। 'কারা ওরা? আমাদের উপর হামলা করছে কেন?'

'ওসব নাহয় পরে শুনবেন,' রানা বলল। 'আগে প্রাণ বাঁচানো দরকার।'

'কোনও প্ল্যান আছে তোমার মাথায়?' অ্যাবি জিজ্ঞেস করল।

'এখানে থাকা চলবে না, কোণঠাসা হয়ে যাবার আগেই কেটে পড়া ভাল।' ঠোঁট কামড়াল রানা। 'তোমার টুইন অটারটার অবস্থা কী? ফ্লাই করা যাবে?'

'যাবে। ফিউয়েলও আছে আধ ট্যাঙ্কের বেশি।'

'গুড। তা হলে ওটাই ব্যবহার করব আমরা।'

'জঙ্গলে ঢুকে পড়া যায় না?' পাল্টা প্রস্তাব দিল ম্যাসন। শেরিফের ছোট্ট বিমানটা দেখেছে সে, খুব একটা আস্থা পাচ্ছে না প্রাচীন আকাশযানটার ব্যাপারে।

'গতকাল আবহাওয়া খারাপ ছিল, ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছি আমরা,' রানা মাথা নাড়ল। 'কিন্তু আজ সে-রকম কোনও সুবিধে পাব না। জঙ্গলে আমাদের অপেক্ষায় ক'জন কমাণ্ডো বসে আছে কে জানে।'

'অস্ত্র দরকার আমাদের।' বলে রানার দিকে একটা রাইফেল বাড়িয়ে ধরল অ্যাবি। নিজে নিল পিস্তল। 'আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

'ডক পর্যন্ত পৌঁছুতে পারব বলে মনে হচ্ছে না,' শঙ্কিত গলায় বলল ম্যাসন। 'অন্তত একশো গজ ফাঁকা জায়গা পার হতে হবে তার আগে। সহজ টার্গেট।'

'কিচ্ছু ভাববেন না,' অভয় দিল রানা, 'ওদেরকে ব্যস্ত রাখব আমি।' অ্যাবির দিকে ফিরল, মেয়েটাকে আশ্চর্য রকমের শান্ত দেখাচ্ছে, একটুও ঘাবড়াচ্ছে না। 'প্লেনে উঠেই ইঞ্জিন চালু করবে, ঠিক আছে? যত দ্রুত সম্ভব।'

'বুঝতে পেরেছি,' মাথা ঝাঁকাল অ্যাবি।

'তা হলে আর দেরি নয়। লেটস্ গো!'

বাড়ির পিছনের দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এল সবাই। কুকুরটাও রয়েছে ওদের সঙ্গে। প্রাণপণে ছুটল সবাই ডকের

দিকে। রানা রয়েছে সবার পিছনে। কিছুদূর গিয়েই উল্টো ঘুরল ও, আকাশের দিকে রাইফেল তুলল। পলায়নরত মানুষগুলোকে স্পট করেছে বিমানটা, মুখ ঘুরিয়ে ছুটে আসছে ওদের দিকে। নিশানা স্থির করার জন্য সময় নিল না রানা, আন্দাজে টিপে দিল ট্রিগার। লাগল না গুলি, তবে নড়ে উঠল সেসনা, নাক ঘুরিয়ে সরে গেল লাইন অভ ফায়ার থেকে।

দ্রুত বোল্ট টেনে চেম্বারে আরেকটা রাউণ্ড ভরল রানা। আবার চাপল ট্রিগার। এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। হতাশ হলো না ও। উড়ন্ত একটা বিমানের গায়ে গুলি লাগানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। পাইলট ভড়কে দেয়া গেছে, তা-ই ঢের। ইতিমধ্যে কাঠের ডকে উঠে পড়েছে ওর সঙ্গীরা। উল্টো ঘুরে ও-ও ছুটল।

ডকে পা রেখে দ্বিতীয়বারের মত থামল রানা। রিচার্ড, ম্যাসন আর লোবোকে নিয়ে টুইন অটারে উঠে পড়েছে অ্যাবি, কিন্তু ইঞ্জিন চালু করতে কয়েক মিনিট সময় দরকার ওর। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা। খালি কার্তুজ ফেলে দিয়ে রিলোড করল রাইফেল।

ওদের উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরেছে সেসনার আরোহীরা। নাক ঘুরিয়ে ডকের দিকে ছুটে আসছে বিমানটা। ফ্ল্যাপ নামিয়ে দিয়েছে, ডাইভ দিচ্ছে শিকারি ঈগলের মত।

'অ্যাবি! তাড়াতাড়ি করো!' চেঁচাল রানা। তারপরেই গুলি ছুঁড়ল সেসনাকে লক্ষ্য করে। এবারও লাগাতে পারল না। তাড়াতাড়ি বোল্ট টেনে আরেকবার টিপল ট্রিগার। তাড়াহুড়োয় এটাও ব্যর্থ হলো।

আর তখুনি খক খক করে যক্ষ্মারোগীর মত কেশে উঠল টুইন অটার। কয়েক দফা কেশেই চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন, ঘুরতে শুরু করল প্রপেলারের পাখা।

'রানা! চলে এসো!!' ডাক শোনা গেল অ্যাবির।

ইচ্ছে হলো ছুট লাগায়, কিন্তু জোর করে নিজেকে নিরস্ত রাখল রানা। অনেকখানি নেমে এসেছে সেসনা, ডাইভ দিচ্ছে না আর, নদীর ধারা অনুসরণ করে ত্রিশ ফুট উচ্চতায় ছুটে আসছে টুইন অটারকে লক্ষ্য করে। ঝট্ করে একটা সাইড ডোর খুলে গেল, সেখান দিয়ে শরীরের উর্ধ্বাংশ বের করল সাদা পারকা-পরা এক লোক। হাতে ধরা কালো রঙের গ্রেনেড-লঞ্চারের পুরোটাই দেখতে পাচ্ছে রানা। বলতে গেলে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে শুট করতে চাইছে। কিছুতেই এ-আঘাত এড়ানো সম্ভব হবে না ডকে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্লোটপ্লেনের পক্ষে। একটাই উপায় আছে—ব্যর্থ করে দিতে হবে হামলাটা। ঘুরে এসে দ্বিতীয় আঘাত হানতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে সেসনার, ততক্ষণে ওরা হয়তো টেকঅফ করে সরে যেতে পারবে।

রাইফেলের সাইটে চোখ রাখল রানা। এবার আর তাড়াহুড়ো করছে না। দম আটকে নিশানা স্থির করল, তারপর চাপ দিল ট্রিগারে।

কোথায় লাগল, ঠিক বোঝা গেল না। তবে গ্রেনেড-লঞ্চারটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠতে দেখল ও। মনে হলো লাল একটা ছোপও দেখেছে অস্ত্রধারীর হাতে। নিশ্চিত হওয়া গেল না, কারণ ঝট্ করে সেসনার ভিতরে ঢুকে গেল লোকটা। বিমানটা প্রবল গর্জনে পেরিয়ে গেল ওদের মাথার উপর দিয়ে। তবে কিছুদূর গিয়েই আবার ঘুরতে শুরু করল।

'রানা, কুইক!' এবার রিচার্ড ম্যানিটকের ডাক শুনল রানা। 'আমরা এখনও দড়ি ছাড়িনি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাইফেল কাঁধে ঝোলাল রানা, এক ছুটে চলে এল বিমানের কাছে। ত্রস্ত হাতে বোলার্ড থেকে খুলে নিল দড়ি, তারপর এক লাফে উঠে পড়ল টুইন অটারের পণ্টুনে। ভাসতে ভাসতে বিমানটা সরতে শুরু করল ডক থেকে।

'দেরি কোরো না! টেকঅফ করো!' চড়া গলায় অ্যাবিকে নির্দেশ দিল রানা। রিচার্ড হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ওকে কেবিনে ঢুকতে সাহায্য করবার জন্য, কিন্তু মাথা নাড়ল ও। 'না, আপাতত এখানেই থাকতে হবে আমাকে। সাহায্য করুন।' দড়িটা বৃদ্ধ ইনুইটের হাতে ধরিয়ে দিল।

'কী!' চমকে উঠলেন রিচার্ড। 'কেন?'

'বিপদ এখনও কাটেনি।' ইশারায় পিছনটা দেখাল রানা। সেসনা মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছে, এবার পিছন থেকে ছুটে আসছে ওদের দিকে।

মাথা ঝাঁকালেন রিচার্ড। দড়ি দিয়ে দরজার পাশের একটা স্ট্রাটের সঙ্গে বেঁধে ফেললেন রানাকে, যাতে ঝাঁকিতে নীচে পড়ে না যায় ও। ইতিমধ্যে রাইফেল রিলোড করে ফেলেছে রানা।

চলতে শুরু করল টুইন অটার। গতি বাড়ছে ধীরে ধীরে। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। দূরত্ব কমিয়ে আনছে সেসনা, ওদের চেয়ে বড়জোর একশো গজ পিছনে আছে ওটা। গ্রেনেড-লঞ্চার নিয়ে আবারও শরীর বের করেছে অস্ত্রধারী। জখম নিশ্চয়ই গুরুতর নয়।

লোকটাকে নয়, ককপিটের উইণ্ডশিল্ডের দিকে রাইফেল তাক করল রানা। সেসনা ওদের ত্রিশ গজের মধ্যে পৌঁছুতেই চাপ দিল ট্রিগারে। প্রায় একই সঙ্গে গর্জে উঠল ওর রাইফেল আর প্রতিপক্ষের গ্রেনেড-লঞ্চার। টুইন-অটারের পিছনের পানিতে আছড়ে পড়ল লক্ষ্যভ্রষ্ট গ্রেনেড, বিস্ফোরিত হয়ে পানির ফুলঝুরি ছিটাল—নিশানা ঠিক রাখতে পারেনি শত্রু। সেসনাটা মাতালের মত উড়ে গেল ফ্লোটপ্লেনের উপর দিয়ে। চকিতে ওটার উইণ্ডশিল্ড দেখতে পেল রানা—মাকড়সার জালের মত চিড় ধরেছে। ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি ফুটল ওর।

টুইন অটারের গতি বেড়ে গেছে, ওটা এখন ধাওয়া করছে

সেসনাকে। ইয়োক টানল অ্যাবি, সঙ্গে সঙ্গে পানির বুক ছেড়ে শূন্যে পাখা মেলল বিমান। পন্টুনের উপর পা পিছলে গেল রানার, তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, বেঁচে গেল কোমরে বাঁধা দড়ির কারণে। তারপরেও ভীষণভাবে ঝাঁকি খেলো ওর দেহ, হাত থেকে ছুটে গেল রাইফেলটা। পন্টুনের গায়ে একটা আছাড় খেয়ে অস্ত্রটা রওনা হলো পানির দিকে।

'রানা!' চেঁচিয়ে উঠলেন রিচার্ড। বাড়িয়ে দিলেন একটা হাত।

রানা তখন খড়ের পুতুলের মত ঝুলছে, তীব্র বাতাসে হাত-পা নড়ছে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল, মাংস কেটে দড়িটা বসে যাচ্ছে কোমরে। কয়েক মুহূর্ত যুদ্ধ করার পর অবলম্বন ফিরে পেল ও। খপ করে ধরে ফেলল বৃদ্ধ ইনুইটের হাত। অন্যহাতে একটা ছুরি নিয়ে দুই পোঁচে ওর বাঁধন কেটে দিলেন রিচার্ড, হ্যাঁচকা টানে ওকে নিয়ে এলেন বিমানের ভিতরে। আটকে দিলেন দরজা।

'থ্যাঙ্কস্,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা।

'তুমিও কম দেখাওনি,' প্রশংসা ঝরল রিচার্ডের কণ্ঠে।

'এখনও শেষ হয়নি ঝামেলা,' বলল রানা। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে চলে গেল কো-পাইলটের সিটে। দ্রুত সিটবেল্ট বাঁধল।

'তুমি ঠিক আছ?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল অ্যাবি।

'হ্যাঁ।' সামনে তাকাল রানা। কাত হয়ে ওদের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে সেসনা। 'তবে রাইফেলটা হারিয়েছি। আর কোনও অস্ত্র আছে তোমার কাছে?'

'এই ব্রাউনিংটা,' কোমরের হোলস্টার দেখাল অ্যাবি। 'পিছনের কেবিনের দেয়ালে আমার সার্ভিস শটগানটাও ঝোলানো আছে। তবে দুটোর কোনোটাই আমাদের কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। অ্যাবির কথাই ঠিক। লং রেঞ্জে পিস্তল বা শটগান একেবারেই অচল। বিশেষ করে তীব্র বাতাসের মাঝে।

বিমানের উচ্চতা বাড়াতে শুরু করেছে অ্যাবি। বলল, 'প্রুডো বে-র দিকে পিঠটান দেয়া ছাড়া আর কিছু করার আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওখানে পৌঁছুতে পারলে সাহায্য মিলবে।'

'ওটা চারশো মাইল দূরে,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'ততক্ষণ টিকে থাকতে হবে আমাদেরকে।'

# নয়

'মাফ করবেন, স্যর, আপনার জন্য মেসেজ।'

স্টেটরুমের দরজায় উদয় হওয়া তরুণ লেফটেন্যান্টের কথা যেন শুনতেই পেলেন না রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ, গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছেন তিনি—ফিয়োদর দস্তয়েভস্কির দ্য ব্রাদার্স কারামাযভ। খুব প্রিয় একটা বই... বিশেষ করে মনের অস্থিরতার সময়ে। বইয়ের নায়ক আইভান কারামাযভের জীবন ও আত্মার যুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। তার পিছনে সঙ্গত কারণও আছে।

রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভের পিতা ইগোর নিকোলায়েভ ছিলেন ধর্মপ্রাণ গোঁড়া রাশান অর্থোডক্স। জোসেফ স্টালিনের উত্থানের পর পুরো সোভিয়েত ইউনিয়নে জারি করা হয়েছিল

ধর্মকর্মের উপর নানাবিধ বিধি-নিষেধ, কিন্তু সে-সবের পরোয়া করেননি তিনি। তার মূল্যও দিতে হয়েছে চরমভাবে। এক রাতে অস্ত্রের মুখে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় কেজিবির লোকেরা, পরিবারের সবার সামনে থেকে। মৃত্যুদণ্ড পেতেন, কিন্তু প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হওয়ায় প্রাণভিক্ষা দেয়া হয় তাঁকে, পাঠানো হয় দেশ থেকে বহুদূরে... আর্কটিক মহাসাগরের এক রিসার্চ স্টেশনে, গোপন গবেষণার কাজে। মৃত্যুর চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না তা। আর কোনোদিন স্ত্রী বা সন্তানের দেখা পাননি তিনি।

এ-মুহূর্তে বইয়ের যে-অংশটা পড়ছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, সেখানে সরাসরি ঈশ্বরের বিরুদ্ধবাদিতায় নেমেছে আইভান। পড়তে পড়তে রক্ত গরম হয়ে উঠেছে তাঁর। আইভানের ক্ষোভ আর আক্রোশের সঙ্গে মিল পাচ্ছেন নিজের অনুভূতির। তাঁর কথাগুলোই যেন উচ্চারণ করছে কাহিনির নায়ক। ওরই মত রিয়ার অ্যাডমিরালের নিজের পিতা ইগোরও মারা গেছেন—না, আপন সন্তানের হাতে নয়; তবে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে।

দুর্ভাগ্যের সমাপ্তি ওখানেই ঘটেনি। উনিশশো আটচল্লিশে যখন গোপন গবেষণা-কেন্দ্রটা হারিয়ে গেল, স্বামীর শোকে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন রিয়ার অ্যাডমিরালের মা। এক সকালে গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। নিকোলায়েভ নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর মৃতদেহ। ছোট্ট এক শিশুর জন্য বড়ই ভয়াবহ এক দৃশ্য ছিল সেটা। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য এরপর ভয়াবহ জীবনযুদ্ধে নামতে হয় তাঁকে। পদে পদে শিকার হয়েছেন দুঃখ, কষ্ট আর বঞ্চনার। শেষ পর্যন্ত আঠারো বছর বয়সে যোগ দেন তিনি রাশান নৌবাহিনীতে। ওটাই হয়ে ওঠে তাঁর পরিবার... তাঁর সবকিছু। বলতে গেলে পুরো যৌবন তিনি উৎসর্গ করে দিয়েছেন দেশের জন্য। ঘর-সংসার পর্যন্ত করা হয়নি। সুন্দরী এক তরুণীকে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু দু'বছরের

মাথায় তাঁকে ছেড়ে চলে যায় সে। পেশার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, অথচ স্ত্রীর প্রতি উদাসীন... এমন লোকের সঙ্গে নাকি জীবন কাটানো সম্ভব নয় তার পক্ষে। হতাশ হয়েছিলেন নিকোলায়েভ, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়েছিল নারীজাতির উপর। দ্বিতীয়বার আর ও-পথ মাড়াননি। নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন দেশের সেবায়। অথচ এই ত্যাগ বা নিষ্ঠার কোনও প্রতিদান পাননি তিনি। বহু কষ্টে রিয়ার অ্যাডমিরাল পর্যন্ত পদোন্নতি পেয়েছেন, কিন্তু তারপরেই থমকে গেছে ক্যারিয়ার। অথচ তাঁর সমসাময়িকেরা অ্যাডমিরাল হয়ে গেছে, কিংবা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মস্কো—ওখানে তাঁর কোনও স্থান নেই। সবার চোখে তিনি আজও উপেক্ষিত। ধীরে ধীরে পুরো পৃথিবীর উপর ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে নিকোলায়েভের, বুঝে গেছেন—এখানে নিষ্ঠা বা সততার কোনও দাম নেই। দুনিয়া শুধু মন্দলোক আর তোষামোদকারীদের জন্য।

হতাশা আর বঞ্চনার মাঝেও একটা ব্যাপার প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়িয়েছে রিয়ার অ্যাডমিরালকে—তাঁর পিতার করুণ পরিণতি। ভুলতে পারেননি ফাঁসে ঝুলতে থাকা মায়ের লাশের দৃশ্যও। কীসের অভাব যেন বোধ করেছেন সারাটা জীবন। সম্ভবত সুবিচারের... প্রতিশোধের। আজ... এত বছর পর এসেছে সে-সুযোগ। সাবমেরিন নিয়ে সেখানেই চলেছেন তিনি, যেখানে তাঁর পিতা মারা গেছেন। এবার তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হবে।

'স্যর?' আবার ডাকল লেফটেন্যান্ট, নার্ভাস গলায়। প্রতাপশালী রিয়ার অ্যাডমিরাল অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন কি না, সে-ভয়ে অস্থির।

ঘাড় ফেরালেন নিকোলায়েভ। জলদগম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে?'

'আর্জেন্ট মার্কিং করা একটা কোডেড মেসেজ এসেছে আপনার জন্য,' জানাল লেফটেন্যান্ট। 'ওটা নিয়ে এসেছি।'

'হুম!' বইটা বন্ধ করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। উঠে পড়লেন ডেস্ক থেকে। মেসেজটা প্রত্যাশিত। আধঘণ্টা আগে পেরিস্কোপ ডেপথে উঠে এসেছে *ড্রাকন*, বরফস্তরের একটা ফাটলের মাঝ দিয়ে কমিউনিকেশন অ্যারে তুলেছে খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্য।

হাত বাড়িয়ে লেফটেন্যান্টের কাছ থেকে একটা মুখবন্ধ খাম নিলেন নিকোলায়েভ। বললেন, 'ধন্যবাদ। এবার তুমি যেতে পারো।'

'জী, স্যর,' সটান হয়ে স্যালিউট ঠুকল লেফটেন্যান্ট। তারপর চলে গেল উল্টো ঘুরে।

দরজা আটকে ডেস্কে ফিরে এলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। খামের মুখ ছিঁড়ে ভিতর থেকে বের করলেন ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ। ডেস্কের উপর রেখে শুরু করলেন ডিক্রিপশন। মেসেজটা এসেছে কেজিবি-র উত্তরসূরি এফএসবি, মানে ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের কর্নেল ভ্লাদ ইয়েলৎসিনের কাছ থেকে। তিক্ত একটা হাসি ফুটল নিকোলায়েভের ঠোঁটে। নামই শুধু বদলেছে, কাজের ধরন পাল্টায়নি সংগঠনটার। লুবিয়াঙ্কার হেডকোয়ার্টার থেকে আসা এই মেসেজটাই তার প্রমাণ।

ডিক্রিপশনে বেশি সময় লাগল না, তবে সময় নিয়ে ওটা পড়লেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। টপ সিক্রেট মেসেজ, বলা হয়েছে—কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম শুরু করেছে আমেরিকানরা, ইউএস ডেল্টা ফোর্সকেও মাঠে নামানো হয়েছে। অপারেশন কন্ট্রোলারকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে এফএসবি এজেন্টরা, লেপার্ড অপসের সাহায্যে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এরপর দেয়া হয়েছে ওমেগা ড্রিফট স্টেশনের সাম্প্রতিক লোকেশন, ওটাকে টার্গেট হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সবশেষে রয়েছে নির্দেশ—এখন থেকে সাইলেন্ট মোডে এগোতে

হবে ড্রাকনকে। কমিউনিকেশন বজায় রাখতে হবে নির্দিষ্ট শিডিউল অনুসারে। অপারেশন শুরু করবার জন্য নির্দেশও দেয়া হবে পরবর্তী সময়ে।

মেসেজ পড়া শেষ হলে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন নিকোলায়েভ। ইউএস ডেল্টা ফোর্স মাঠে নামা মানেই পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠেছে, ওয়াশিংটন নিশ্চয়ই আঁচ করতে পেরেছে পুরনো আইস বেইসটার গুরুত্ব। ডেল্টা ফোর্স কাজ করে স্বাধীনভাবে, কোনও ধরনের বাধ্যবাধকতা ছাড়া। ওদের নিয়ন্ত্রণ করে স্রেফ একজন অপারেশনাল কন্ট্রোলার—সে-লোক হয় কোনও হাই র‍্যাঙ্কিং মিলিটারি অফিশিয়াল, নয়তো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তা।

ব্যাপারটা পরিষ্কার... সোজা কথায় যুদ্ধে নামার জন্য বলা হয়েছে তাঁকে—গোপন যুদ্ধ! এ-ধরনের যুদ্ধ হয় সবার চোখের আড়ালে, পৃথিবীর লোকে কোনোদিন যার খবর জানতে পারে না। কেউ কিছু প্রশ্ন তুললেও দুই সরকারই অস্বীকার করবে কোনও ধরনের লড়াইয়ের কথা। অথচ প্রাণ বিপন্ন করতে হবে তাঁকে!

বিবমীষা অনুভব করলেন. রিয়ার অ্যাডমিরাল, রাজনীতির মারপ্যাঁচ অসহ্য লাগে তাঁর কাছে। আপাতদৃষ্টিতে আমেরিকা আর রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক যতই ভাল দেখাক, আসলে সোভিয়েত আমলের স্নায়ুযুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। আইস বেইসের এই ঘটনাই তার প্রমাণ।

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলেন নিকোলায়েভ, উঠে দাঁড়ালেন। ভাবছেন, দুনিয়ার এই কলুষতা আর বেশিদিন স্থায়ী হবে না। তিনিই এর অবসান ঘটাবেন। লঘু পায়ে হেঁটে মেঝেতে সাজিয়ে রাখা টাইটেনিয়ামের কেসগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কেউ জানে না, এগুলোর ভিতরে আসলে কী নিয়ে এসেছেন তিনি।

আলতোভাবে হাত বোলালেন তিনি সবক'টা কেসের গায়ে। তারপর ফিরে এলেন ডেস্কে। আবার ডুবে গেলেন দস্তয়েভস্কি-র ক্লাসিক উপন্যাসে।

# দশ

এয়ারস্পিড আর হেডিং চেক করল অ্যাবি। উত্তেজনা আর ভয়ে শুকিয়ে গেছে বুক, তারপরেও চেষ্টা করছে ঠাণ্ডা মাথায় পাইলটের দায়িত্ব পালন করতে। ওর পাশে, ককপিটের কাঁচে নাক ঠেকিয়ে রেখেছে রানা, চেষ্টা করছে সেসনাটাকে দেখতে।

'ফিরে আসছে ওরা,' হঠাৎ বলল ও।

মাথা ঝাঁকিয়ে কন্ট্রোল কলাম নাড়ল অ্যাবি, একপাশের ডানায় ভর দিয়ে ঘুরতে শুরু করল টুইন অটার। চকিতের জন্য নজরে পড়ল ওদের বাড়িটা। মন খারাপ হয়ে গেল প্রিয় ঘোড়াটার কথা ভেবে। ওটা এখনও রয়ে গেছে আস্তাবলে। ছেড়ে দিয়ে আসতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু এখন আর সে-সুযোগ নেই।

ভাবনাটা শেষ হবার আগেই বিচ্ছিরি একটা ক্যাট ক্যাট শব্দ ভেসে এল পিছন দিক থেকে। পরক্ষণেই ভীষণভাবে কেঁপে উঠল গোটা ফিউজেলাজ। লোবো গর্জন করে উঠল রিয়ার কেবিন থেকে।

'ওরা গুলি করছে!' ভয়ার্ত গলায় বলে উঠলেন রিচার্ড।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল অ্যাবি। ডানদিকের ডানায়

অনেকগুলো গর্ত দেখা যাচ্ছে—গুলির আঘাত।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল ও। 'গুলি লেগেছে ডানায়।'

'কিছু মনে কোরো না, অ্যাবি,' বলল রানা। 'ফ্লাইঙের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।' কো-পাইলটের কন্ট্রোলে হাত রাখল ও। 'তুমি বাইরে নজর রাখো। ঠিক আছে?'

অ্যাবি শুনেছে রানা অত্যন্ত ভাল পাইলট, যদিও সেটা দেখার সুযোগ হয়নি কোনোদিন। নিশ্চিন্তে রানার হাতে ছেড়ে দিল প্লেনের কন্ট্রোল।

থ্রটল পুরো সামনে ঠেলে দিল রানা, নাক উঁচু করল বিমানের। প্রায় খাড়া হবার ভঙ্গিতে দ্রুত উঠে যাচ্ছে উপর দিকে। পিছন থেকে ওহ্ গড বলে গুঙিয়ে উঠলেন রিচার্ড।

'শক্ত করে সিটবেল্ট বাঁধুন সবাই,' রানা বলল।

অ্যাবি তখন ইতি-উতি বাইরে তাকাচ্ছে। সেসনাটাকে দেখতে পেল ক্ষণিকের জন্য। দিক পাল্টে ওদেরকে ধাওয়া করে আসছে ওটা।

প্রবল বেগে একটা পাহাড়সারি পেরিয়ে গেল টুইন অটার। ওপাশে একটা গিরিখাত দেখতে পাচ্ছে রানা। পাহাড়ের কিনারাগুলো খাড়া, মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে নদী। একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। ঝুঁকি আছে, কিন্তু এখন ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। পুরনো টুইন অটারের চেয়ে সেসনার গতি অনেক বেশি, কিছুতেই ওটাকে সুবিধাজনক পজিশনে পৌঁছুতে দেয়া যাবে না।

দ্রুত ফ্ল্যাপ নামাল ও, থ্রটল টেনে ডাইভ দিল গিরিখাতের দিকে। মাধ্যাকর্ষণের সাহায্য নিয়ে বিপজ্জনক বেগে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। পিছন থেকে আবারও গোঙানি ভেসে এল।

একেবারে নদীর উপরে এসে ইয়োক টানল রানা, লেভেল করে আনল বিমানকে। এখন পানির ধারা অনুসরণ করে

আঁকাবাঁকা পথে ছুটছে টুইন অটার। মাথা না ঘুরিয়েই জানতে চাইল, 'পিছনের ওরা কোথায়?'

'পিছনেই আছে, তবে বেশ খানিকটা উপরে,' অ্যাবি বলল। 'আমাদের মাথার উপরে পৌঁছুনোর চেষ্টা করছে।'

'পারবে না,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। থ্রটল ঠেলে স্পিড বাড়াল বিমানের। গিরিখাতের মাঝ দিয়ে বিপজ্জনকভাবে ছোটাচ্ছে আকাশযানটাকে। শাঁই শাঁই করে দু'পাশে সরে যাচ্ছে পাহাড়ি প্রাচীর।

'হা যিশু!' আঁতকে উঠল ম্যাসন। 'নির্ঘাত মারা পড়ব। স্পিড কমান, মি. রানা।'

'সাহস রাখুন,' রানা বলল। 'এত সহজে মরছি না আমরা কেউই।'

কয়েক মিনিট ব্যর্থ চেষ্টা চালাল সেসনা ওদের উপরে পৌঁছুতে। কিন্তু লাভ না হওয়ায় ডাইভ দিল, নেমে আসছে গিরিখাতের ভিতরে।

'নামছে ওরা!' জানাল অ্যাবি।

'আসুক,' বলল রানা।

সামনে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক, এরপরেই রয়েছে ধাপে ধাপে জলপ্রপাত। পানির তীব্র গর্জনে ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে কান, বাতাসে উড়তে থাকা জলকণা সৃষ্টি করেছে ঘন কুয়াশা, ওপাশে দৃষ্টি চলে না। সোজা সেদিকেই টুইন অটারকে নিয়ে গেল ও।

'গুড আইডিয়া!' প্রশংসার গলায় বলল অ্যাবি, রানার মতলব টের পেয়েছে। অ্যাবি নিজে খুবই ভাল পাইলট, কিন্তু রানার মত বেপরোয়া নয়। বিপদের কথা ভেবে বুক কাঁপছে ওর, তবে রানার দক্ষতা চাক্ষুষ করার সুযোগ হারাতে চায় না।

বিমানকে আরেকটু নামিয়ে আনল রানা। নদীর স্রোত, আর পানি ভেদ করে উঁচু হয়ে থাকা পাথরসারির মাত্র তিনফুট উপর

দিয়ে উড়ছে এখন টুইন অটার। নতুন একটা আওয়াজ হলো পিছন থেকে, যেন আতশবাজি ফাটাচ্ছে কেউ। আওয়াজের পিছু পিছু ছুটে এল এক পশলা বুলেট, নদীর পানি আর পাথরের গায়ে মাথা কুটল। একটু উপর থেকে ফায়ার করছে শত্রু।

'মেশিনগান, রানা!' অ্যাবি চেঁচাল।

একটা বুলেট রিকোশে করল বোল্ডারের গায়ে, আঘাত হানল টুইন অটারের সাইড উইণ্ডোতে। ফাটল ধরল কাঁচে। কিন্তু বিমান নড়াতে পারল না রানা। গিরিখাত সরু হয়ে এসেছে। যেন চোয়াল বন্ধ করছে অতিকায় কোনও দৈত্য। একটু এদিক-ওদিক হলেই আছড়ে পড়বে প্লেনটা পাহাড়ি প্রাচীরের গায়ে।

'মাথা নামিয়ে রাখুন সবাই!' নির্দেশ দিল ও।

আবারও গুলির আওয়াজ হলো, ধাতব শব্দ ভেসে এল পোর্ট সাইডের উইং থেকে। দ্বিতীয়বারের মত গুলি লেগেছে ডানায়। একটু ঝাঁকি খেলো বিমান, বাম দিকে পণ্টুন আছাড় খেলো পানির বুকে, পরমুহূর্তে আবার ড্রপ খাবার ভঙ্গিতে উঠে এল শূন্যে। সাবধানে বিমানকে লেভেল করল রানা, ঢুকে পড়ল ঘন কুয়াশায়। চারপাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সবকিছু, কানে ভেসে এল জলপ্রপাতের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। উইণ্ডশিল্ড ঢাকা পড়ে গেছে গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণায়, কিন্তু ওয়াইপার অন্ করল না রানা। তার প্রয়োজন নেই। জায়গাটা ওর চেনা।

কন্ট্রোল কলাম সামনে ঠেলে দিল ও। গোঁত্তা খাবার ভঙ্গিতে ডাইভ দিল টুইন অটার। পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাসন, ভাবছে ক্র্যাশ করছে ওরা। অবস্থা অনেকটা সেরকমই। দুইশ' ফুট উঁচু জলপ্রপাতের ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রবল বেগে নামছে ওদের বিমান। কিছুদূর নামতেই পরিষ্কার হয়ে গেল উইণ্ডশিল্ড, কুয়াশা সরে গিয়ে দেখা গেল নীচের নদী—এক লাফে যেন উঠে আসছে ওদের দিকে। শেষ মুহূর্তে কন্ট্রোল টানল রানা,

বিমানকে সিধে করে বাঁক নিল বাঁয়ে। পাহাড়ি প্রাচীরের পাশ ঘেঁষে ছুটে চলল সামনের দিকে।

'আরেকটু হলেই হার্টফেল করতাম,' একটু ধাতস্থ হয়ে বলল ম্যাসন।

'রিল্যাক্স,' রানা বলল। 'ধরে নিন বেড়াতে এসেছেন।' বাইরে ইঙ্গিত করল। 'এটাই আমেরিকার কন্টিনেন্টাল ডিভাইড। ব্রুকস্ রেঞ্জে এসেছেন অথচ কন্টিনেন্টাল ডিভাইড দেখবেন না, তা কী করে হয়?'

ব্যাপারটা সম্পর্কে জানা আছে ম্যাসনের। কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের মাধ্যমে জলপ্রবাহের দিক অনুসারে বিভক্ত হয়েছে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ। এই ডিভাইডের একদিকের নদীগুলো মিশেছে আটলান্টিকে, অন্যদিকের নদীগুলো মিশেছে প্যাসিফিকে, আর উপরদিকেরগুলো মিশেছে আর্কটিক মহাসাগরে। ব্রুকস্ রেঞ্জ হয়ে গেছে এই ডিভাইড।

কথা শেষ করেই আবার ফ্লাইঙে মনোযোগ দিয়েছে রানা। মনে মনে প্রার্থনা করছে, কুয়াশার মেঘ ভেদ করে ধাওয়াকারীরা আসার আগেই যেন দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে পারে। তা হলে কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের শাখা-প্রশাখার ভিতরে হারিয়ে যেতে পারবে।

'সেসনাটাকে দেখতে পাচ্ছ?' অ্যাবিকে জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ,' পিছনে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল অ্যাবি। 'ডাইভ দেয়নি, উপর থেকেই খুঁজছে আমাদেরকে।'

ভাল, মনে মনে ভাবল রানা। অত উপর থেকে ওদেরকে স্পট করতে সময় লাগবে সেসনার। হয়তো বা ফাঁকি দেয়া যাবে। কথা হলো সময় কতটা পাবে।

'চক্কর দিচ্ছে ওরা,' অ্যাবি জানাল।

কোর্স কারেকশন দিল রানা, পাহাড়ি প্রাচীরের পাশ থেকে

সরে এল, এগোল মাউন্টেইন রেঞ্জের গোড়ায় সৃষ্টি হওয়া একটা চওড়া উপত্যকা লক্ষ্য করে। জায়গাটা চেনে ও। অ্যালাট্না ভ্যালি। ওখান দিয়ে দক্ষিণে গেছে নদীর একটা শাখা। তবে দক্ষিণ বা উত্তরে নয়, নদীকে পিছনে ফেলে পশ্চিমদিকে চলল ও।

'কোথায় যাচ্ছ?' হঠাৎ বলে উঠল অ্যাবি। 'আমাদের তো প্রুডো বে-তে যাবার কথা।'

'ওখানেই যাচ্ছি।'

'তা হলে উত্তরদিকে যাচ্ছ না কেন? অ্যালাট্না পেরিয়ে অ্যান্টিগান পাসের ভিতর দিয়ে যাওয়াই তো সবচেয়ে নিরাপদ।'

'ওদিক দিয়ে বেশিদূর যেতে পারব না। অ্যান্টিগান পেরুলেই খোলা তুন্দ্রা। আমাদেরকে স্পট করে ফেলবে পিছনের ওরা।'

'কিন্তু...'

'যদি সন্দেহ থাকে, তা হলে নিজেই চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল অ্যাবি। 'ওকথা বলছি না। তোমার ওপর পূর্ণ আস্থা আছে আমার।'

'গুড,' রানা বলল। 'তা হলে একটা কাজ করো। রেডিওতে চেষ্টা করে দেখো, কাউকে পাওয়া যায় কি না। কী ঘটছে এখানে, সেটা জানিয়ে দাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হেডফোন পরল অ্যাবি। স্যাটকম সেটের সুইচ অন্ করল—পাহাড়ি এলাকায় ওটাই যোগাযোগের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। ফ্রিকোয়েন্সি পাল্টাল কয়েকবার, তারপর জানাল, 'স্ট্যাটিক ছাড়া আর কিছু পাচ্ছি না।'

'নিশ্চয়ই সোলার স্টর্মের প্রকোপ বেড়েছে,' অনুমান করল রানা।

'দাঁড়াও, নরমাল রেডিও অন্ করি। চ্যানেল ইলেভেনে বেটলস্ বেসের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। রেঞ্জের মধ্যে আছি

আমরা।'

'গুড আইডিয়া।'

কয়েকবার ডাকাডাকি করল অ্যাবি, কিন্তু কোনও জবাব পেল না। বিরক্ত হয়ে খুলে ফেলল হেডফোন।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' পিছন থেকে বকের মত গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ম্যাসন, গলা কাঁপছে। নার্ভাসভাবে তাকাচ্ছে ফাটল ধরা জানালার দিকে। ওর মনের অবস্থা বুঝতে কষ্ট হলো না—গতকালই একদফা প্লেন-ক্র্যাশের শিকার হয়েছে বেচারা।

'বললে বুঝতে পারবেন?' রানা বলল তাকে। 'এই এলাকা চেনেন?'

মাথা নাড়ল ম্যাসন।

'তা হলে শুধু এটুকু জেনে রাখুন, পিছনের লেজটাকে খসাবার চেষ্টা করছি। কাভার দরকার আমাদের। এখনও আমরা বড্ড এক্সপোজড্ অবস্থায় আছি।'

ঝট্ করে রানার দিকে তাকাল অ্যাবি। ওর উদ্দেশ্য টের পেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। 'তুমি সিরিয়াস?'

রিচার্ডও বুঝতে পেরেছেন। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আশা করি অ্যারিগেচের কথা বলছ না?'

'দুঃখিত, ওখানেই যাচ্ছি,' বলল রানা।

'ওহ্ গড!' গোঙানির মত আওয়াজ করল অ্যাবি।

'কীসের কথা বলছেন আপনারা?' বোকা বোকা গলায় বলল ম্যাসন। 'অ্যারিগেচ আবার কোন্ জায়গা?'

'সাক্ষাৎ নরক,' জানাল তাকে অ্যাবি। 'প্লিজ, সিটবেল্ট শক্ত করে বাঁধুন।'

# এগারো

আইসবোট নিয়ে বরফ প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে শ্যারন। বাতাসে ফুলে উঠেছে বারো-ফুটি পাল. ফাইবারগ্লাসের সিটে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে ও, দু'পা রেখেছে ফ্লোর প্যাডালে, এক হাতে ধরে রেখেছে জিব-লাইন। উদ্দাম গতিতে ছুটছে বাহনটা।

আশপাশে নজর বোলাচ্ছে শ্যারন ক্ষণে ক্ষণে। প্রাণের কোনও সাড়া নেই, চারপাশে শুভ্রতার রাজত্ব—অতিথিবিমুখ, রুক্ষ ও রূঢ়। এ যেন বরফের মরুভূমি। পার্থক্য কেবল এ-ই যে, এখানকার দৃশ্য অনেক বেশি সুন্দর। তীব্র বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে শ্বেতশুভ্র তুষার, একবিন্দু জঞ্জাল নেই কোনোখানে। প্রকৃতির অত্যাচারে অদ্ভুত আকৃতি পেয়েছে প্রেশার রিজগুলো—যেন সময় নিয়ে ভাস্কর্য বানিয়েছে কোনও আত্মভোলা শিল্পী।

প্যাডাল আর জিব-লাইনের সাহায্য নিয়ে এমনই একটা রিজকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে ও—অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। এক দশকের অভিজ্ঞতা আছে ওর আইস-সেইলিঙে। যে-বোটটা চালাচ্ছে, সেটা নিজেই বানিয়েছে ওর ছোট ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে। খোলটা ষোলো ফুট লম্বা, বাছাই করা সিটকা স্প্রুসের কাণ্ড কুঁদে বানানো। রানারগুলো টাইটেনিয়াম অ্যালয়ের। এই বোট নিয়ে কানাডার লেক ওটাচিতে ষাট মাইল পর্যন্ত স্পিড তুলেছে ও।

সামনের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে তাকাল শ্যারন, এখানে সেহ রেকর্ড ভাঙার ভাল সুযোগ আছে। কিন্তু কপাল খারাপ, সময় নেই। আপাতত ট্রান্সপোর্টেশনের নামে সামান্য যেটুকু সময় সেইলিং করতে পারছে, সেটাই ঢের। স্টেশনের সহকর্মীরা তো এর ঘোর বিরোধী, ওকে স্নো-ক্যাট নিয়ে বেরুবার জন্য বলে, যান্ত্রিক বাহনটা নাকি অনেক বেশি নিরাপদ। কিন্তু ওদের কথা কানে তোলে না শ্যারন। বরফের প্রান্তরে আইসবোট নিয়ে ঘোরা যে কত আনন্দের, ওরা তার কী জানে!

সত্যি বলতে কী, ওই সময়টার জন্য আর প্রতিবন্ধী থাকে না শ্যারন। সেইলিঙের সময় বাতাসের হিসহিসানি, বা চাকার ঘড়ঘড় শোনার প্রয়োজন নেই ওর। বোটের কাঁপুনি দেখে বুঝতে পারে গতি, উড়ন্ত তুষারকণা দেখে আঁচ করতে পারে বাতাসের দিক আর গতি-প্রকৃতি। নীরবে যেন গান গায় পৃথিবী ওর চারপাশে। ভুলে যায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কথাও, যেটা ওর শ্রবণশক্তি কেড়ে নিয়েছে।

এক রাতে দুনিয়া ওলোটপালোট হয়ে গিয়েছিল ওর। মাতাল এক ড্রাইভারের কারণে ঘটেছিল রোড অ্যাকসিডেন্ট, ফেটে গিয়েছিল মাথার খুলি। মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে শেষ পর্যন্ত যখন জ্ঞান ফিরে পেল, তখন নিঃশব্দ হয়ে গেছে পৃথিবী। মস্তিষ্কের যে-অংশ শ্রবণশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানকার নার্ভ নষ্ট হয়ে গেছে চিরতরে। কারও করুণা পেতে চায়নি শ্যারন, ঘৃণা করেছে সেই জীবনকে। তাই সুস্থ হবার পর যুদ্ধ করেছে স্বাবলম্বী হবার জন্য... কঠিন যুদ্ধ... কখনও যেন কারও সামনে মাথা নোয়াতে না হয়, কেউ যেন করুণার দৃষ্টিতে না তাকাতে পারে ওর দিকে। সফল হয়েছে তাতে, কিন্তু তাই বলে কি উন্নতি হয়েছে নিজের অবস্থার? দশ বছর কেটে গেছে ভয়ানক সেই দুর্ঘটনার পরে। এখন পরিষ্কারভাবে কথা বলার ক্ষমতা হারাতে শুরু করেছে ও। মুখ

খুললেই সামনের মানুষের চোখে বিভ্রান্তি লক্ষ করে, ওর জড়ানো কথা বুঝতে পারে না অনেকে, দু'বার-তিনবার করে বলতে হয় একই কথা। কোথায় সমস্যা, তা নিজে শুনতে পাচ্ছে না, তাই উচ্চারণটা ঠিক করে নেয়াও সম্ভব হচ্ছে না ওর পক্ষে। হতাশা এড়াবার জন্য নিজেকে ব্যস্ত করে রেখেছে পড়াশোনা আর গবেষণার কাজে। কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবে মাথায় ঘুরতে থাকে নিজের অক্ষমতা। শুধু আইস-সেইলিঙে বেরুলেই মুক্তি মেলে সেটা থেকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে এলোমেলো চিন্তা থেকে বাস্তবে ফিরে এল শ্যারন। মন দিল সেইলিঙে। প্যাডালে হালকা চাপ দিয়ে বাঁক নিল—এগিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে। পুরনো আইস বেইসটাতে যাচ্ছে ও। আজ সকালেই বায়োলজি টিমের প্রধান ড. কেভিন কনওয়ের জরুরি বার্তা পেয়েছে—নতুন একটা আবিষ্কার নিয়ে নাকি ঝামেলা দেখা দিয়েছে জিয়োলজি টিমের সঙ্গে, সেটা মিটমাট করার জন্য শ্যারনকে আইস বেইসে যেতে অনুরোধ করেছে সে।

ওমেগা স্টেশনের প্রধান হিসেবে প্রায়ই এ-ধরনের বিরোধে মধ্যস্থতা করতে হয়ে শ্যারনকে। বিরক্তিকর ব্যাপার, সামী-দামি বিজ্ঞানীরা ছেলেমানুষের মত আচরণ করে, কোনও কথা শুনতে চায় না। মাঝে মাঝে ব্যস্ততার অজুহাতে তাই এড়িয়ে চলে শ্যারন ঝগড়া মেটানোর দায়িত্ব। তবে আজ অনুরোধটা পেয়ে ভালই হয়েছে, ড্রিফট স্টেশনে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, সেইলিঙের সুযোগ পেয়ে গেছে। পুরনো বেইসটাও দেখা হয়ে যাবে একই সঙ্গে। লাঞ্চ সেরেই তাই বেরিয়ে পড়েছে আইসবোট নিয়ে।

একটু পরেই উঁচু রিজের চূড়ায় উড়তে থাকা লাল পতাকা চোখে পড়ল, বাতাসে পত পত করে উড়ছে। ওটাই মার্কিং, নীচে রয়েছে আইস বেইসে ঢোকার প্রবেশপথ। মার্কিং অবশ্য না

থাকলেও চলত, রিজের গোড়ায় এ-মুহূর্তে পার্ক করে রাখা হয়েছে চারটা স্কি-ডু আর দুটো স্নো-ক্যাট। ওগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে, প্রবেশপথের অবস্থান। পার্কিং এরিয়ার পরে আছে বিশাল এক টানেল, নেভির এক্সপার্টরা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওখান দিয়ে উন্মুক্ত করেছে আইস বেইসে ঢোকার রাস্তা।

ব্রেক চেপে আইসবোটের গতি কমাতে শুরু করল শ্যারন। এন্ট্রান্সের টানেলের দিকে তাকাতেই নিজের অজান্তে ছমছম করে উঠল গা। টানেলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে গরম বাষ্প—জেনারেটরের উত্তাপে সৃষ্ট। মনে হচ্ছে যেন গরম নিঃশ্বাস ফেলছে অতিকায় কোনও দানব, টানেলটা ওটার মুখ-গহ্বর। ওদিকেই এগোচ্ছে ও। ওখানে গুমগুম আওয়াজ হচ্ছে সারাক্ষণ, সেটাও জেনারেটরের কল্যাণে। কয়েকদিন আগেই আইস বেইসের পুরনো সবক'টা জেনারেটর মেরামত করে নিয়েছে টেকনিশিয়ানরা—দিনরাত চলছে ওগুলো, আলো এবং তাপ সরবরাহ করছে।

এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন, কিন্তু প্রথমবার যখন নেমেছিল, সে-অভিজ্ঞতা ভুলবার নয়। মেটাল ডিটেক্টর আর পোর্টেবল সোনারের সাহায্যে খুঁজে বের করা হয়েছিল বেইসের এন্ট্রান্স। এরপর মেল্ট-চার্জ আর এক্সপ্লোসিভের মাধ্যমে তৈরি করা হয় টানেল। এন্ট্রান্সটা বরফ আর মোটা স্টিলের পাত দিয়ে বন্ধ হওয়া অবস্থায় পায় ওরা। অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করতে হয়েছিল দরজাগুলো খোলার জন্য। পরের পর্বটা ছিল দুঃস্বপ্ন।

পাল গুটিয়ে ফেলল শ্যারন, ব্রেক চেপে গতি কমাল আইসবোটের। প্রেশার রিজের সারি পেরিয়ে ছোট্ট একটা উপত্যকার মত জায়গায় পৌঁছে গেছে। রিজের আড়ালে তৈরি করা হয়েছে একটা টেম্পোরারি মর্গ—বেইস থেকে উদ্ধার করা সমস্ত লাশ রাখা হয়েছে কমলা রঙের বড় এক স্টর্ম টেন্টে।

অ্যাডমিরাল বেকেট জানিয়েছেন, মস্কো থেকে নাকি ইতিমধ্যেই একটা প্রতিনিধি-দল রওনা হয়েছে—আগামী সপ্তাহে লাশগুলো নিতে আসবে তারা। এ-ছাড়া বিষয়টা নিয়ে আর কোনও কথা বলছে না কেউ।

ফুট প্যাডাল ব্যবহার করে দক্ষভাবে স্টিয়ার করল শ্যারন, মেক-শিফট পার্কিং লটে পৌঁছে থামাল বাহন। তারপর ধীরে-সুস্থে নেমে এল। অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কেউ আসেনি। কোমরে হাত রেখে চারপাশে চোখ বোলাল। বরফের পাহাড়-পর্বত আর অবারিত প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নেই আশপাশে। ক্ষণিকের জন্য মনে পড়ে গেল ডিপআই সোনারে দেখা আকৃতিটার কথা। সত্যি সত্যি কোনও প্রাণী ছিল না তো ওটা? এখন পর্যন্ত অবশ্য তেমন কোনও আলামত পাওয়া যায়নি আইস-বেইসের ভিতরে বা চারদিকের এলাকায় জ্যান্ত কোনও কিছুর সন্ধান পায়নি ওরা।

দ্রুত পাল ভাঁজ করে ফেলল শ্যারন, ওটা রেখে দিল পাটাতনের নীচে। টেনে বোটটাকে নিয়ে গেল পার্কিং লট সংলগ্ন পাহাড়ি এক খোঁড়লের ভিতর, যাতে ঝড়-ঝাপটা এলে না লাগে ওটার গায়ে। একটা স্নো-অ্যাঙ্কর গেঁথে সেটার সঙ্গে বাঁধল বোটকে। এরপর বোটের ভিতর থেকে ওভারনাইট ব্যাগটা নিয়ে পা বাড়াল কুয়াশায় ঢাকা টানেলের দিকে।

গুহামুখটা বৈচিত্র্যহীন, তবে শ্যারন লক্ষ করল, আরও বড় করা হয়েছে ওটাকে। পুরো একটা স্নো-ক্যাট ঢুকিয়ে ফেলা যাবে এখান দিয়ে। মেঝেতে সিঁড়ির মত ধাপ কেটে রাখা হয়েছে, সেগুলোয় সাবধানে পা রেখে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল ও। খুব শীঘ্রি পৌঁছে গেল এন্ট্রান্সে। দরজার পাল্লাদুটো এখনও মেরামত করা হয়নি, কবজার সঙ্গে ঝুলছে অসহায়ভাবে। ফাঁকা ডোরওয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসছে বাষ্পের কুণ্ডলী। ওখানে একটু দাঁড়াল শ্যারন, চোখ বোলাল দরজার উপরে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে

নামফলক... শেষবার যখন এসেছিল, তখন বরফে ঢাকা ছিল ওটা; টানেল বড় করবার সময় পাওয়া গেছে জিনিসটা।

ফলকটা পড়ল শ্যারন। রাশান অক্ষরে বড় বড় করে লেখা আছে বেইসের নাম:

*আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল*

ভুরু কোঁচকাল তরুণী বিজ্ঞানী। এমন অদ্ভুত নাম দেবার পিছনে বিশেষ কোনও কারণ কী আছে? বেউলফের উপকথা পড়েছে ও, গ্রেণ্ডেল নামের দানব সম্পর্কে জানে। কিন্তু সেটার সঙ্গে একটা গোপন গবেষণা কেন্দ্রের কী সম্পর্ক থাকতে পারে, কিছু আঁচ করতে পারছে না।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আগে বাড়ল শ্যারন। দরজার পাল্লা বরফে জমে জ্যাম হয়ে আছে, রীতিমত টানাহেঁচড়া করে ভিতরে ঢোকার মত জায়গা বের করতে হলো। ডোরওয়ে পেরুল হাঁপাতে হাঁপাতে। একটু থেমে দম নিল, তারপর পা বাড়াল সামনে।

চওড়া একটা হলওয়েতে পৌঁছে গেল ও খানিক পরেই। তরুণ এক রিসার্চারের দেখা মিলল ওখানে—হাঁটু গেড়ে একটা খোলা ইলেকট্রিকাল প্যানেলে কাজ করছে। আবছা আলোতেও চেনা গেল তাকে—মাইলস্ ফস্টার, নাসা থেকে এসেছে, ইঞ্জিনিয়ার। এ-মুহূর্তে স্রেফ একটা টি-শার্ট আর জিন্স পরে আছে সে। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করল শ্যারন, বেইসের ভিতরটা অস্বাভাবিক রকমের গরম। ঘামতে শুরু করেছে ও।

পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ফস্টার। কৃত্রিম ভয়ের ভাব ফুটিয়ে বলল, 'ওরে বাবা! ইয়েতি নাকি!!'

হেসে ফেলল শ্যারন। ভারী আর্কটিক গিয়ার আর পলিপ্রোপিলিন মাস্ক পরা অবস্থায় দানবের মতই লাগছে বটে ওকে। মাস্ক খুলে ফেলল ও, মাথা ঝাঁকাল, 'হাই, মাইলস্!'

'গ্রেণ্ডেল নামের উনুনে স্বাগতম, ড. বেকেট,' পাল্টা হাসি

দিয়ে বলল ফস্টার। বেশ খাটো সে, মাত্র পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি। চেয়েছিল নভোচারী হতে, কিন্তু উচ্চতা কম বলে বাদ পড়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দিয়েছে নাসায়। আর্কটিকে এসেছে চরম শীতল তাপমাত্রায় নতুন কয়েক ধরনের সংকর ধাতুর প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করতে।

হুড নামিয়ে থারমাল সুটের চেইন খুলল শ্যারন। জিজ্ঞেস করল, 'এত গরম কেন এখানে?'

'সবার একই অভিযোগ,' বলল ফস্টার। 'আমি ওই নিয়েই কাজ করছি। বেশ ক'টা এয়ার পাম্প এনেছি এর মধ্যে, বাতাসের সার্কুলেশন ঠিক রাখার জন্য। তবে থার্মোস্ট্যাটের সমস্যাটা দ্রুত মেটাতে না পারলে পুরো বেইসটাই গলে পাহাড়ের গায়ে মিশে যাবে।'

ভুরু কোঁচকাল শ্যারন। 'পরিস্থিতি বিপজ্জনক বলতে চাইছ?'

একটু হাসল ফস্টার। বেইসের ধাতব দেয়ালে টোকা দিয়ে বলল, 'এখনও ভয় পাবার মত কিছু ঘটেনি। স্ট্রাকচারের পিছনে তিন ফুট পুরু ইনসুলেশন আছে। তাপ বাইরে যেতে দিচ্ছে না।' একটু প্রশংসা ফুটল তার কণ্ঠে। 'যারাই ডিজাইন করে থাকুক, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের ব্যাপারে ভাল জ্ঞান ছিল তাদের। অ্যাসবেস্টস মেশানো সিমেন্ট আর স্পঞ্জ ব্লকের ইন্টারলকড্ লেয়ার দিয়ে বানিয়েছে ইনসুলেশন। মূল কাঠামোটা স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম আর সিরামিক কম্পোজিটের। হালকা, টেকসই, সময়ের চেয়ে অনেক উন্নত প্রযুক্তি। আমি তো বলব...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল শ্যারন। ওর কলিগদের নিয়ে এই এক সমস্যা। নিজের ফিল্ডের ব্যাপারে কিছু বলার সুযোগ পেলে রীতিমত লেকচার শুরু করে দেয়। লম্বা, বিরক্তিকর। কাঠখোট্টা গলায় ও বলল, 'কিছু মনে কোরো না, মাইলস্। ড. কনওয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি। ওঁকে কোথায় পাওয়া

যাবে, বলতে পারো?'

'ড. কনওয়ে?' কাঁধ ঝাঁকাল ফস্টার। 'স্নেক পিটে খোঁজ নিয়ে দেখুন। সেই সক্কাল বেলা ওঁকে ঢুকতে দেখেছি ওখানে। কী নিয়ে যেন খিটিমিটি লেগেছে জিয়োলজি টিমের সঙ্গে, ওদেরকে ঢুকতে দিচ্ছেন না ওখানে। কান পাতলে সম্ভবত এখান থেকেও দু'দলের চেঁচামেচি শোনা যাবে।'

'ধন্যবাদ। তুমি কাজ করো, আমি যাই।'

ফস্টারকে পাশ কাটিয়ে পা বাড়াল শ্যারন। বেইসটা বৃত্তাকার পাঁচটা লেভেলের সমন্বয়ে গঠিত, এক লেভেল থেকে আরেক লেভেলে যেতে হয় মাঝখানের সরু স্টেয়ারকেস দিয়ে। প্রত্যেক লেভেলের লে-আউট মোটামুটি একই রকম—মাঝখানে কমিউনাল স্পেস, চারদিকে সারি সারি কক্ষ। পার্থক্য হলো, উপরের লেভেল থেকে নীচের লেভেলের আয়তন কম।

সারফেসের কাছাকাছি লেভেলটা সবচেয়ে বড়, প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া। ওখানে রয়েছে লিভিং কোয়ার্টার, ব্যারাক, কিচেন, ডাইনিং হল আর কয়েকটা অফিস। করিডোর ধরে মাঝখানের ফাঁকা অংশে চলে এল শ্যারন, ওখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো টেবিল-চেয়ার... এখানেই এককালে খাওয়াদাওয়া করত বেইসের রাশান ক্রু-রা। এখন অবশ্য বিজ্ঞানীরাও করছে।

একটা টেবিল দখল করে বসে থাকা দু'জন রিসার্চারের দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝোঁকাল শ্যারন, তারপর প্যাঁচানো সেন্ট্রাল স্টেয়ারকেস ধরে নামতে শুরু করল নীচে। সিঁড়িটা দশফুট চওড়া একটা শাফটের ভিতর দিয়ে নেমেছে। সিঁড়ি ছাড়াও এই শাফটে রয়েছে চারটে কেইবল, ওগুলোর সাহায্যে একটা লোহার খাঁচা তুলে আনা যায় একেবারে নীচের লেভেল থেকে। পুরনো আমলের কার্গো এলিভেটর আর কী।

নামতে নামতে পায়ের তলায় কম্পন অনুভব করল শ্যারন।

জেনারেটর আর নানা ধরনের মেশিনারির ভাইব্রেশনের কারণে কাঁপছে ধাপগুলো। অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো ওর—মনে হচ্ছে যেন দীর্ঘ শীতনিদ্রা শেষে আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে এই বরফের দুর্গ।

একে একে দুই আর তিন নম্বর লেভেল পেরুল শ্যারন। এই দুটো লেভেলে রয়েছে নানা রকম রিসার্চ ল্যাব আর বেইসের ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান্ট। আরও দুটো লেভেল আছে এর পরে। একদম নীচেরটা হলো ডকিং স্টেশন, ওখানে একটা সাবমেরিন এখন বরফে জমাট বেঁধে আটকা পড়ে আছে। ওটারই অংশবিশেষ দেখেছিল ওরা সেদিন পোলার সেন্টিনেল থেকে।

তবে শ্যারনের গন্তব্য হলো চার নম্বর লেভেল, ওটা বাকি সব লেভেলের চেয়ে একেবারেই ব্যতিক্রম। সেন্ট্রাল কমিউনাল স্পেস নেই, সিঁড়ি থেকে নামলেই একটা বদ্ধ হলঘর; চারদিকে অন্যান্য লেভেলের মত অসংখ্য দরজা চোখে পড়ে না, তার বদলে নজরে পড়ে মাত্র দুটো ভারী স্টিলের দরজা। একটা দিয়ে যাওয়া যায় বেইসের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাকৃতিক টানেল নেটওয়ার্কে, অন্যটার পিছনে রয়েছে বিশেষ সেই কক্ষ... যেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে সবার জন্য, বসানো হয়েছে সার্বক্ষণিক পাহারা। এ-মুহূর্তে দু'জন অস্ত্রধারী নাবিককে দেখা যাচ্ছে দরজাটার সামনে, এরা নেভির লোক... একজন পেটি অফিসার, অন্যজন সেকেণ্ড গ্রেডের সেইলর।

শ্যারনকে দেখতে পেয়েই হাসল পেটি অফিসার। 'গুড আফটারনুন, ড. বেকেট!'

'গুড আফটারনুন,' পাল্টা জবাব দিল শ্যারন। 'ড. কনওয়েকে দেখেছেন আপনারা?'

'জী, ম্যাম। আপনি আসবেন বলে জানিয়েছেন উনি আমাদেরকে। তার আগ পর্যন্ত সবাইকে স্নেক পিট থেকে দূরে

সরিয়ে রাখার অনুরোধ করেছেন। ওখানেই আছেন ভদ্রলোক।'

পেটি অফিসারের ইশারায় কামরার অন্যপ্রান্তের দরজাটার দিকে তাকাল শ্যারন। ওপারে রয়েছে প্রাকৃতিক গুহা আর সুড়ঙ্গের এক জটিল গোলকধাঁধা। রিসার্চাররা ঠাট্টা করে এরই নাম দিয়েছে স্নেক পিট, মানে সাপের গুহা। জিয়োলজিস্ট আর গ্লেসিয়োলজিস্টদের জন্য স্বর্গরাজ্য। ওই টানেল নেটওয়ার্কের কারণে বরফের এত গভীর থেকেও সহজে স্যাম্পল সংগ্রহ করতে পারছে ওরা, মাপতে পারছে তাপমাত্রা, করতে পারছে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। হাজার হোক, ক'জনেরই বা সৌভাগ্য হয় একটা হিমশৈল-র পেটের ভিতরে ঘুরে বেড়াবার! শ্যারন শুনেছে, ইতিমধ্যে প্রাচীন প্রস্তর আর টেরেস্ট্রিয়াল ডেব্রি-র বড়সড় একটা সংগ্রহ পাওয়া গেছে ওখানে। সে-জন্যে পুরো জিয়োলজি টিমকে রিলোকেট করা হয়েছে গ্রেণ্ডেলে। কিন্তু এর মধ্যে বায়োলজিস্টদের সঙ্গে ঝামেলার কী সম্পর্ক?

'ধন্যবাদ,' বলে দরজাটার দিকে হাঁটতে শুরু করল শ্যারন। মনে মনে স্বস্তিও অনুভব করছে বদ্ধ দরজাটার কাছ থেকে দূরে সরতে পেরে। ওখানে কী আছে, তা ভাবলেই শিউরে উঠছে শরীর। সমস্যা হলো, ব্যাপারটা নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলবার উপায় নেই।

লেভেল ফোর নিয়ে ইতিমধ্যে গুজব আর কানাকানি শুরু হয়েছে রিসার্চারদের মাঝে। কল্পনার সাগরে ভেলা ভাসিয়েছে সবাই। কেউ বলছে, ভিনগ্রহবাসীদের স্পেসশিপ আছে ওখানে, কেউ বলছে ভয়ঙ্কর কোনও বোমা, কেউ বা ভাবছে বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের নিদর্শন লুকিয়ে আছে বদ্ধ দরজার ওপাশে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শ্যারন, সত্যটা ওদের কল্পনারও বাইরে।

স্নেক পিটে যাবার দরজার সামনে পৌঁছুল ও, সঙ্গে সঙ্গে খুলে

গেল পাল্লা। একটু হকচকিয়ে গেল। হলুদ পারকা পরা বিশালদেহী একজন মানুষ বেরিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে শৈত্যের একটা প্রবাহ—বিশাল বরফদ্বীপের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা নিশ্বাস! ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল শ্যারন।

'ড. বেকেট!' একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন মানুষটা। তাড়াতাড়ি হুড খুলে উন্মুক্ত করলেন চেহারা। ড. কেভিন কনওয়ে, হার্ভার্ড বায়োলজিস্ট, পঞ্চাশের কোঠায় বয়স। 'আপনি চলে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, ড. কনওয়ে,' মৃদু হেসে বলল শ্যারন। থারমাল সুটের চেইন আটকাল। ঠাণ্ডা বাতাস যেন হাড্ডিমজ্জায় আঘাত হানছে।

'সরি, এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন ভাবিনি,' বললেন কনওয়ে। হাত বোলালেন মাথার মস্ত বড় টাকে। চুলের অভাব পূরণ করেছেন ভারী গোঁফ-দাড়ি রেখে। থুতনি চুলকালেন। 'ভেবেছিলাম উপর থেকেই রিসিভ করব আপনাকে।'

'রাখুন তো ওসব। কী হয়েছে সেটাই বলুন। আমাকে খবর দিয়েছেন কেন?'

চকিতে পিছনটা দেখে নিলেন কনওয়ে। 'আ... আমি একটা জিনিস পেয়েছি। খুবই অদ্ভুত... আসুন আপনাকে...'

ঘুরে গেছেন ভদ্রলোক, ঠোঁট দেখা না যাওয়ায় কথার শেষটুকু বুঝতে পারল না শ্যারন। ডাকল, 'ড. কনওয়ে?'

ওর দিকে তাকালেন কনওয়ে। চোখে জিজ্ঞাসা। ইশারায় নিজের ঠোঁট দেখাল শ্যারন।

'ওহ্, সরি,' তাড়াতাড়ি বললেন কনওয়ে। তারপর ওর দিকে ফিরে ধীরে ধীরে বললেন কথা। 'খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার, নিজ চোখে দেখতে হবে আপনাকে। সেজন্যই খবর পাঠিয়েছি।' নেভির প্রহরীদের দিকে ইশারা করলেন। 'ওদের সাহায্য নিয়ে কোনোমতে ঠেকিয়ে রেখেছি জিয়োলজিস্টদের ওই

পাথর-কুড়ানি দলটাকে। ভিতরে গেলেই সব বুঝতে পারবেন। আমার ক্লেইম কতখানি ইম্পরট্যান্ট, সেটা টের পাবেন। স্পেসিমেনগুলো...' কথা শেষ করলেন না তিনি। পিঠ খাড়া করলেন। 'ভিতরে খুব ঠাণ্ডা। দাঁড়ান, একটা পারকা এনে দিচ্ছি আপনাকে।'

'দরকার নেই,' বাধা দিল শ্যারন। 'আমার থারমাল সুটই যথেষ্ট। চলুন কী দেখাবেন।'

হালকা এক টুকরো হাসি ফুটল বায়োলজিস্টের ঠোঁটে। 'আমি যা পেয়েছি, সেটাই সবকিছুর মূল... অন্তত আমার মতে! মনে তো হয়, ওটার কারণেই তৈরি করা হয়েছিল এই বেইস।'

হেঁয়ালির মত লাগল কথাটা। 'কী! কীসের কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

'আসুন আমার সঙ্গে।' উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন কনওয়ে।

তাঁকে অনুসরণ করবার আগে পিছনে একবার তাকাল শ্যারন। নিশ্চয়ই ভুল করছেন ভদ্রলোক। এই রিসার্চ স্টেশন তৈরির পিছনে মূল কারণ তো লুকিয়ে আছে ওই বন্ধ দরজার ওপাশে! তা হলে কীসের কথা বলছেন কনওয়ে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বায়োলজিস্টের পিছু নিল ও।

# বারো

গভীর মনোযোগে বিমান চালাচ্ছে রানা। উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে উদয় হয়েছে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য, আর্কটিক ন্যাশনাল

পার্কের এই সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য প্রতি বছর দলে দলে হাজির হয় হাজারে হাজার হাইকার, ক্লাইম্বার আর অ্যাডভেঞ্চারার। কিন্তু এ-মুহূর্তে প্রকৃতির দিকে মনোযোগ নেই রানার।

সামনেই দেখা যাচ্ছে অ্যারিগেচ পিকস্। স্থানীয় ভাষায় অ্যারিগেচের অর্থ: উপর দিকে খাড়া করে রাখা হাতের আঙুল। নামটার সঙ্গে প্রচুর মিল আছে জায়গাটার। বিশাল একটা এলাকা জুড়ে মাথা তুলে রেখেছে পর্বতমালার অসংখ্য চূড়া। হাজার ফুট উঁচু পাহাড়-প্রাচীর, টলমলে ওভারহ্যাং আর গ্লেশাল অ্যাম্ফিথিয়েটারের দেখা মিলবে ওখানে। ক্লাইম্বারদের জন্য আদর্শ চ্যালেঞ্জ, হাইকাররাও উপভোগ করে প্রকৃতির এই নগ্ন, আদিম রূপ।

কিন্তু অ্যারিগেচের ভিতর দিয়ে বিমান চালনা আসলেই পাগলামির নামান্তর। সংকীর্ণ গিরিখাতগুলোই একমাত্র সমস্যা নয়, রয়েছে বাতাসের তীব্র আগ্রাসনও। প্রমত্তা নদীর স্রোতের মত শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ খড়কুটোর মত উড়িয়ে নিত চায় সবকিছু। দমকা হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসে বালিকণা আর গাছের লতাপাতা-সহ হরেক রকমের জিনিস। অবশ্য ওসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না রানা।

'তৈরি হও সবাই!' একটু পর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করল ও।

পর্বতমালার ভিতরে ঢুকে পড়ল টুইন অটার। যেদিকে চোখ যায়, আকাশছোঁয়া পাহাড়... ঢালের উপর জমাট বাঁধা বরফে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যকিরণ। গোলকধাঁধার চেয়েও জটিল। হঠাৎ দেখায় মনে হয়, এর মাঝ দিয়ে এগোবার কোনও পথ নেই।

শরীর বাঁকিয়ে পিছনে তাকাল অ্যাবি। সেসনাটা দূরত্ব কমিয়ে এনেছে, মাত্র সিকি মাইল পিছনে রয়েছে ওরা। পাহাড়ি গোলকধাঁধার ভিতরেও ধাওয়া চালিয়ে যাবে কি না, সেটাই

প্রশ্ন।

নীচে কুলুকুলু আওয়াজ তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে দুরন্ত-গতি পাহাড়ি ঝর্ণা। পাহাড়ি ঢালে দেখা যাচ্ছে গাছপালার সারি, কিছুদূর উঠে থেমে গেছে তাদের বিস্তার। উপরে পাহাড়চূড়াগুলো বরফের টোপর পরা—যেন পক্বকেশ বৃদ্ধ।

রানার দিকে ফিরল অ্যাবি, ভাবল ওকে আত্মঘাতী সিদ্ধান্তটা পাল্টাবার জন্য আরেকবার অনুরোধ করবে কি না। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাঙালি যুবকের চেহারায় অখণ্ড আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে সিদ্ধান্ত পাল্টাল। বোঝা যাচ্ছে, ঝুঁকিটা নেবেই ও। এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও তো নেই।

পিছন থেকে রিচার্ড ম্যানিটকের কণ্ঠ শোনা গেল। সিট হারনেসের সঙ্গে লোবোর কলার আটকে দিয়েছেন তিনি। বললেন, 'আমরা রেডি।'

'গুড,' রানা জবাব দিল।

বৃদ্ধ ইনুইটের পাশে বসে আছে ম্যাসন, দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। কোনও কথা বলল না। অ্যারিগেচ পিকসের চেহারা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার। নীচ থেকে এ-দৃশ্য মোহনীয়, কিন্তু আকাশ থেকে ভীতিপ্রদই নয়, স্রেফ আতঙ্ককর।

নিচু একটা ঢাল পেরিয়ে গেল টুইন অটার, এবার শুরু হচ্ছে কঠিন এলাকা।

'অ্যারিগেচে ঢুকলাম আমরা,' জানিয়ে দিল রানা।

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বুলেটবৃষ্টির পরিচিত আওয়াজ। একটু কাত হয়ে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে গেল রানা, ব্যর্থ বুলেটগুলো মাথা কুটল পাহাড়ি ঢালে। সেসনা এখনও নিখুঁত শট নেবার মত দূরত্বে পৌঁছায়নি। নিশ্চয়ই পাহাড়ি গোলকধাঁধায় শিকারকে ঢুকে পড়তে দেখে আগুপিছু না ভেবে গুলি চালাতে শুরু করেছে।

পিছনে তাকাল অ্যাবি, সেসনার একটা জানালায় আগুনের ঝলকানি দেখল। শব্দ শোনা গেল না, তবে কী ছোঁড়া হয়েছে, তা বোঝা গেল পরিষ্কার—গ্রেনেড। ধোঁয়ার রেখা তৈরি করে ছুটে এল ওটা, তবে টুইন অটারের দশ গজ পিছনে থাকতেই গতি হারাল, খসে পড়ল নীচে। শোনা গেল বিস্ফোরণের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। পাহাড়ি ঢালে ছিটকে উঠল বরফ আর পাথরকুচি।

কন্ট্রোল কলাম নাড়ল রানা। একপাশের ডানায় ভর দিয়ে প্রায় খাড়া করে ফেলল বিমানকে। দুটো চূড়ার মাঝখানের সংক্ষিপ্ত একটা ফাঁকের দিকে ছুটে যাচ্ছে, এভাবে না গেলে জায়গা হবে না বিমানের। দম আটকে এল অ্যাবির, পিছন থেকে শোনা গেল ম্যাসনের ভয়ার্ত গলা।

'ওহ্ মাই গড... ওহ্ মাই গড...'

একমনে ঈশ্বরকে ডাকছে বেচারা।

নিরাপদে ফাঁকটা পেরিয়ে গেল বিমান, সাবধানে ওটাকে লেভেলে নিয়ে এল রানা। আকাশ এবার অদৃশ্য হয়েছে সামনে থেকে, উইণ্ডশিল্ডের ওপারে এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ি দেয়াল আর অলিগলির মত গিরিখাত ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঠিক যেন এক গোলকধাঁধা।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্রথমবারের মত হামলা চালাল দমকা হাওয়া। বাতাসের অদৃশ্য প্রাচীরে ধাক্কা খেলো বিমান, প্রচণ্ড ঝাঁকিতে কেঁপে উঠল পুরো ফিউজেলাজ। মাথা ঝন ঝন করে উঠল আরোহীদের। কোনোমতে ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ভয়াবহ টার্বিউলেন্সের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল রানা। ডানে-বাঁয়ে ডানা নামিয়ে-উঠিয়ে ঝাঁকুনি কমিয়ে আনল।

বিশাল এক ক্লিফ ফেস আর তার গায়ে ঠেস দিয়ে থাকা পাথরের কলামের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল টুইন অটার। আতঙ্কে

আর্মরেস্ট খামচে ধরল অ্যাবি। সামনের সিটে বসায় প্রতিটা বিপদের খুঁটিনাটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। ক্লিফ ফেসটা পেরুতে না পেরুতে উদয় হলো একটা পাহাড়চূড়া, ঠিক ওদের পথের মাঝখানে।

'রানা!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবি।

বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না রানার চেহারায়, ঝড়ের বেগে বিমানকে রোল করালো ও, নিপুণভাবে পাশ কাটাল চূড়াটাকে। পরের পাঁচ মিনিটে আরও খেলা দেখাতে হলো ওকে—আঁকাবাঁকা গিরিখাতের ভিতরে সার্কাস খেলোয়াড়ের মত দৌড়ঝাঁপ আর ডিগবাজি দিতে হলো বিমান নিয়ে।

যাত্রীদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, চেঁচাতেও ভুলে গেছে সবাই। অ্যাবির পেট মোচড়াচ্ছে, মনে হচ্ছে বমি করে দেবে যে-কোনও মুহূর্তে। মনোযোগ ফেরানোর জন্য পিছনে তাকাল, খুঁজল সেসনাটাকে। কিন্তু নেই ওটা। গায়েব হয়ে গেছে। পাথুরে এই গোলকধাঁধা থেকে বের হবার হাজারটা পথ আছে... যদি একবার হারিয়ে ফেলে, খুঁজে পাবে না আর। ওদেরকে বাগে পেতে হলে পিছু পিছু আসতেই হবে বিমানটাকে। গেল কোথায়? হাল ছেড়ে দিয়েছে?

চওড়া একটা গ্লেশাল সার্ক-এ ঢুকেছে ততক্ষণে টুইন অটার। বিশাল একটা খোঁড়লের মত জায়গা, পাহাড়ের শরীর ক্ষয়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে। সার্কের ভিতর দিয়ে বিমানকে ঘুরিয়ে আনল রানা, দুই পাহাড়ের মাঝ গলে বেরিয়ে এল বড়সড় একটা লেকের উপরে। স্বচ্ছ পানিতে ঝিলমিল করছে সকালের রোদ, উপরে খোলা আকাশ। চারদিকে খাড়া পাহাড়প্রাচীর, অন্তত দু'হাজার ফুট উঁচু। সরাসরি ওঠা যাবে না উপরে। তাই প্রাচীর ঘেঁষে পাক খেতে শুরু করল, ধীরে ধীরে উচ্চতা বাড়াচ্ছে, খোলা আকাশে পৌঁছুলেই মুক্তি পাবে অ্যারিগেচের গোলকধাঁধা থেকে।

হঠাৎ একটা প্রতিবিম্ব দেখতে পেল অ্যাবি পানির বুকে। আরেকটা বিমান! ঝট্ করে নীচে তাকাল, তীব্রবেগে উপত্যকায় প্রবেশ করেছে সেসনাটা। ওদের অনুসরণ করে নয়, পাহাড়ের আরেক পাশ থেকে। নিশ্চয়ই পথ হারিয়েছিল। কপালজোরে খুঁজে পেয়েছে এই উপত্যকা... স্রেফ কপাল!

'রানা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবি।

রানাও দেখতে পেয়েছে। মাথা নেড়ে বলল, 'এখনও ক্লিফ পেরুনোর মত উচ্চতায় পৌঁছুইনি। কিচ্ছু করার নেই। একটু অপেক্ষা করো।'

সেসনাও চক্কর দিতে শুরু করল উপত্যকার ভিতর। ওদের মতই উচ্চতা বাড়াচ্ছে। কিন্তু গতি বেশি হওয়ায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত উঠে আসছে। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা নিয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল টুইন অটারের আরোহীরা।

দুই বিমানের মধ্যকার দূরত্ব সত্তর গজে পৌঁছুতেই সেসনার একটা দরজা খুলে যেতে দেখল অ্যাবি। কাঁধে গ্রেনেড লঞ্চার ঠেকিয়ে সাদা পারকা পরা লোকটা আবার শরীর বের করল ওখান দিয়ে।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল অ্যাবি। 'আবার গ্রেনেড ছুঁড়তে যাচ্ছে ওরা, রানা।'

চকিতে চারপাশ দেখে নিল রানা। পাহাড়ের মাত্র অর্ধেকটা উঠে এসেছে ওরা, বাকিটুকু পেরুনোর সময় নেই। একটাই কাজ করা যেতে পারে কেবল।

'হোল্ড অন,' বলল ও। 'অ্যারিগেচে আবার নামছি আমরা।'

'হোয়াট!' আঁতকে উঠল ম্যাসন।

'আর কোনও উপায় নেই,' রানা বলল। একটু নামাল বিমানের নাক। বাঁক নিয়ে এবার নীচের দিকে নামছে টুইন অটার। 'অ্যাবি, একটু ডাইভারশন দরকার আমাদের।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, খুলে ফেলল সিটবেল্ট। পিছনের কেবিন থেকে শটগান আনার সময় নেই, তাই হাত চালাল সিটের তলায়, বের করে আনল একটা ফ্লেয়ার গান। দ্রুত একটা কার্টিজ লোড করল ওতে। তারপর খুলে ফেলল জানালার কাঁচ। পাগলা হাওয়া হামলে পড়ল বিমানের ভিতর, কেঁপে উঠল ফিউজেলাজ। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ঝাঁকুনিটা সামাল দিল রানা, কিন্তু কন্ট্রোল কলাম স্থির রাখতে গিয়ে ওর দুই হাত কাঁপছে থর থর করে।

'কী করছিস তুই, অ্যাবি?' রিচার্ড চেঁচিয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য ঘেউ ঘেউ করে উঠল লোবো।

'প্লিজ, আমার মনোযোগ নষ্ট কোরো না।' জানালা দিয়ে ফ্লেয়ার গান ধরা হাত প্রসারিত করে দিয়েছে অ্যাবি, চেষ্টা করছে সেসনার দিকে লক্ষ্য তাক করতে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই লাইন অভ সাইটে পাওয়া গেল টার্গেটকে। পারকা পরা লোকটা তখনও কসরত করছে ভারী গ্রেনেড লঞ্চারটা ওদের দিকে তাক করতে। লোকটাকে নিশানা করল অ্যাবি, টিপে দিল ট্রিগার।

মৃদু আওয়াজ করে বেরিয়ে গেল ফ্লেয়ার। বাতাসের তোড়ে সরে গেল খানিকটা, আছড়ে পড়ল সেসনার উইণ্ডশিল্ডে, পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে। ক্ষণিকের জন্য অন্ধ হয়ে গেল সেসনার পাইলট, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাত হয়ে গেল বিমানটা। সঙ্গে সঙ্গে তাল হারাল পারকা পরা লোকটা। খোলা দরজা দিয়ে আকাশে ডানা মেলল সে, কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল আর্তচিৎকার, তালগোল পাকিয়ে তাকে নীচে পড়ে যেতে দেখল অ্যাবি। হাত থেকে ছুটে গেছে গ্রেনেড লঞ্চার।

নির্বিকার রইল অ্যাবি। তাড়াতাড়ি জানালার কাঁচ আটকাল, বেঁধে ফেলল সিটবেল্ট। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'গো!'

প্রায় খাড়াভাবে টুইন অটার নিয়ে ডাইভ দিল রানা, চোখের পলকে পেরিয়ে এল পাক খেতে থাকা সেসনাকে, ওটার নীচে পৌঁছে আবার লেভেল করল বিমান। ফুরসত পেয়ে তাকাল বান্ধবীর দিকে। প্রশংসার সুরে বলল, 'নাইস শট!'

'কীসের নাইস শট?' মুখ ঝামটা দিল অ্যাবি। 'ঝড়ে বক... আর কিছু না।' হাসল কথাটা বলে।

শরীর ঘুরিয়ে জানালার বাইরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে ম্যাসন। হঠাৎ বলল, 'ওরা ফিরে আসছে।'

'ধ্যাত্তেরি,' খেদ প্রকাশ পেল রানার গলায়, 'আরও সময় পাব ভেবেছিলাম।'

'কী করবে এখন?' জানতে চাইল অ্যাবি।

'দেখোই না!'

এক ডানায় ভর করে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হয়ে গেল টুইন অটার। কয়েক সেকেণ্ড পর যখন সিধে হলো, তখন সামনে একটা পাথুরে কলাম দেখতে পেল অ্যাবি। ওটার দিকে তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে ওদের বিমান।

'ওহ্ নো!' ফিসফিসিয়ে উঠল ও।

'ওহ্ ইয়েস!' একই সুরে বলল রানা, তারপরেই আচমকা ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে নামিয়ে আনল বিমানের নাক, লেকের পানির কয়েক ফুট উপরে পৌঁছে আবার সোজা হলো। টুইন অটার এখন পানি ছুঁই ছুঁই অবস্থায় ছুটছে পাথুরে প্রাচীরের গোড়ার একটা অন্ধকার টানেলের দিকে। কয়েক হাজার বছর আগে ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হয়েছে ওই টানেলের। নদী হয়ে লেকের পানি বইছে টানেলের ভিতর দিয়ে। জায়গাটা রানার চেনা।

'রানা, ওটা ডেভিলস্ পাস!' আতঙ্কিত গলায় বলল অ্যাবি।

'জানি।' শান্ত গলায় বলল রানা। সাবধানে টানেলের মুখের

সঙ্গে অ্যালাইন করে আনল বিমানকে, থ্রটল কমাল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ডেভিলস্ পাসে হুড়মুড় করে ঢুকে গেল টুইন অটার।

চোখের পলকে আঁধার হয়ে গেল দুনিয়া, ইঞ্জিনের আওয়াজ গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি তুলল টানেলের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে। চারপাশে কিচ্ছু দেখা যায় না, শুধু বহুদূর থেকে ভেসে আসছে আলোর আবছা আভা। টানেলের আরেক মুখ ওটা, ওদিক লক্ষ্য করে বিমানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রানা।

'সেসনাটা এসে গেছে,' একটু পরেই জানাল অ্যাবি।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। পিছনের পাইলট কম সেয়ানা নয়, প্রতিটা পদক্ষেপ অনুকরণ করছে নিখুঁতভাবে। প্রমাদ গুনল, এই টানেল থেকে বের হলে বড় ধরনের আর কোনও বিপত্তি নেই অ্যারিগেচের অলি-গলিতে। ওখানে কিছুতেই খসানো যাবে না ওদেরকে। যা করার করতে হবে এখানেই!

'শক্ত হয়ে বসো তোমরা,' বলল ও।

'আর কত শক্ত হব, বরফের মত জমে গেছি!' বলল অ্যাবি। তারপর স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইল, 'এবার আবার কী করতে চাইছ?'

জবাব না দিয়ে আরও একটু নীচে নামাল রানা বিমান। তলার ফ্লোটগুলো পানির বুকে বাড়ি খাচ্ছে এর ফলে। পিংপং বলে মত লাফিয়ে উঠছে চাইল বিমান, কিন্তু শক্ত হাতে ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করল রানা। ফ্লোটের সঙ্গে পানির সংঘর্ষের আওয়াজ শোনা গেল। পিছনে যেন ফোয়ারা ছুটল। একেবারে টানেলের শেষ মাথা পর্যন্ত এ-কাজ করল রানা, তারপর উঠে এল উপরে।

শাঁই করে খোলা একটা ময়দানে বেরিয়ে এল টুইন অটার। উচ্চতা বাড়িয়ে চক্কর শুরু করল রানা, নজর দিল টানেলের মুখের দিকে। পরক্ষণেই হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। বেরিয়ে এসেছে

সেসনা, তবে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায়। টুইন অটারের সৃষ্ট ব্যাকওয়াশ আঘাত হেনেছে ওটার ডানা আর প্রপেলারে, সংকীর্ণ টানেলে কিছুতেই সে-ধাক্কা এড়াতে পারেনি পাইলট, ড্রিফট করে ঘষা খেয়েছে দেয়ালের সঙ্গে। ডানা ভেঙে গেছে, বোঁচা হয়ে গেছে নাক, কাঁচগুলো ভেঙে চুরমার। টানেল থেকে বেরিয়েই ময়দানের উপর আছাড় খেলো বিমানটা। স্থির হয়ে গেল কয়েক গড়ান দিয়ে।

'দেখালে বটে!' নিখাদ প্রশংসা বেরুল অ্যাবির মুখ দিয়ে।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'পিছনে লেগে থাকা লোকজন একদমই পছন্দ করি না আমি।'

## তেরো

রাশান আইস স্টেশনের সঙ্গে লাগোয়া স্নেক পিট আসলে প্রাগৈতিহাসিক বরফ-গুহা আর সুড়ঙ্গের সমষ্টি। দরজা পেরিয়ে ওখানে ঢুকতেই শ্যারনের মনে হলো, আরেক জগতে পদার্পণ করল ও। মানুষের তৈরি কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই ওখানে, সব ফেলে এসেছে স্নেক পিটে যাবার দরজার ওপাশে।

দরজা পেরুলেই মোটামুটি খোলা একটা জায়গা, সেখানে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে পুরনো জং-ধরা লোহার তাল, কংক্রিটের বস্তা, নানা ধরনের ওয়ায়্যারের রোল, ইত্যাদি। জায়গাটা আবিষ্কারের পর এসব দেখে সবাই ভেবেছিল, বোধহয় স্টোরেজ এরিয়া

হিসেবে টানেলগুলোকে ব্যবহার করত রাশানরা। নাসার একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের ধারণা, পুরো বেইসই আসলে বানানো হয়েছে এই টানেল নেটওয়ার্কের ভিতরে, তাতে খোঁড়াখুঁড়ি কম করতে হয়েছিল নির্মাতাদের। তার মতে, স্লেক পিটের টানেলগুলো সেই মূল নেটওয়ার্কের উচ্ছিষ্ট, অব্যবহৃত অংশ।

অবশ্য এসব অলস থিয়োরির বাইরে স্লেক পিটের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ নেই ওমেগা-র বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর। শুধু জিয়োলজিস্ট আর গ্লেসিয়োলজিস্টরাই কাজ করছে টানেলগুলোর ভিতরে। ওদের সমস্ত কাজকর্মই বরফ আর পাথর নিয়ে। বায়োলজিস্টরা এর ভিতরে কী এমন আবিষ্কার করে বসল, ভেবে পাচ্ছে না শ্যারন।

'এদিকে আসুন,' বললেন কনওয়ে। পারকার চেইন গলা পর্যন্ত তুলে দিয়েছেন তিনি, মাথার টাক ঢেকেছেন হুড দিয়ে। টানেলের ভিতরে ভীষণ ঠাণ্ডা। একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে তাক করলেন খোলা জায়গার ওপারে হাঁ করে থাকা কতগুলো গুহামুখের দিকে। একটা লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করেছেন। নীরবে তাঁকে অনুসরণ করল শ্যারন।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না, টানেলের মেঝেতে বালি ছিটিয়েছে জিয়োলজিস্টরা, যাতে পা না পিছলায় কারও। সমস্যা শুধু তাপমাত্রা নিয়ে। যত এগোচ্ছে, ততই আরও ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে বাতাস, ভারীও বটে। শ্বাস টানলেই খচ্ করে বিঁধছে ফুসফুসে। একটু অবাক হলো শ্যারন, এমনকী বাইরের খোলা জায়গাতেও বাতাস এত ঠাণ্ডা নয়। থারমাল সুটের বেল্ট থেকে ওয়ার্মিং মাস্ক খুলে আনল ও। মুখে লাগিয়ে অন্ করল সুইচ।

দ্রুত পায়ে এগোচ্ছেন ড. কনওয়ে, পেরিয়ে যাচ্ছেন একের পর এক সাইড টানেল—কোনোটা মালপত্রে ভরা, কোনোটা আবার একেবারে খালি; কিন্তু তাকাচ্ছেন না ওগুলোর দিকে।

একটা টানেলে কসাইদের হাতে প্যাক করা কিছু ক্রেট দেখল শ্যারন, উপরে রাশান হরফে কিছু লেখা। মাংস-টাংস আছে বোধহয় ভিতরে, জমে বরফ। দ্বীপের গভীরের এই গুহাগুলো ফ্রিজারের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

টানেল ধরে আরও কিছুদূর এগোনোর পর দেখা মিলল নানা রকম গর্ত আর মার্কিঙের—ভূ-বিজ্ঞানীরা এসব জায়গা থেকে স্যাম্পল সংগ্রহ করছে। কৌতূহল নিয়ে ইতিউতি তাকাল শ্যারন। গোলকধাঁধা বললেও কম বলা হয় জায়গাটাকে। আশপাশে অসংখ্য গুহামুখ, একাকী ছেড়ে দিলে আর ফিরতে পারবে না। বলতেই পারবে না কীভাবে কতদূর এসেছে। এ-কথা ভেবেই বোধহয় টানেলের দেয়ালে নানা রকম চিহ্ন এঁকে রেখেছে বিজ্ঞানীরা।

একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছে থামলেন কনওয়ে। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললেন দেয়ালে। এক জায়গায় সবুজ পেইন্টে আঁকা ত্রিভুজ দেখতে পেয়ে মাথা ঝাঁকালেন, এগোলেন ত্রিভুজের পাশের গুহামুখ ধরে।

টানেলের আকার ছোট হয়ে এসেছে এদিকে। প্রস্থ কম, ছাতও নেমে এসেছে মাথার মাত্র ছ'ইঞ্চি উপরে। সিধে হয়ে হাঁটতে পারছে শ্যারন, কিন্তু কনওয়ে হাঁটছেন একটু কুঁজো হয়ে, নইলে মাথা ঠেকে যাবে ছাতে। ভিতরের বাতাস কেমন যেন গুমোট, ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে দেয়াল আর ছাতে জমে থাকা বরফ স্ফটিক, যেন বহুমূল্য হীরকখণ্ড ওগুলো। দু'পাশে পাথরের অস্তিত্ব নেই আর, খাঁটি বরফে তৈরি হয়েছে সব দেয়াল... স্বচ্ছ, ভিতরে আটকা পড়া বাতাসের বুদবুদ দেখতে পাচ্ছে শ্যারন, মুক্তোর মত জ্বলজ্বল করছে।

দেয়ালে হাত বোলাল ও। একেবারে মসৃণ। গ্রীষ্মকালে সৃষ্টি হয় এসব গুহার। সূর্যের তাপে গলে যায় সারফেসের বরফ,

পরিণত হয় পানিতে। সেই গরম পানি বিভিন্ন ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ে গ্লেসিয়ারের ভিতরে, শিরা-উপশিরার মত গুহা আর পকেট বানিয়ে চলে যায় একেবারে নীচ পর্যন্ত। শীত নামলে গ্লেসিয়ারের উপরিভাগ আবার জমাট বেঁধে যায়, রয়ে যায় বরফের সুড়ঙ্গ আর গুহাগুলো।

নীলচে দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে গেল শ্যারন। ভুলে গেল শীতের কথা, হারিয়ে গেল অদ্ভুত সৌন্দর্যের মাঝে। ছোট একটা বাঁক ঘুরতেই তাই পা পিছলে গেল ওর। পড়ে যাচ্ছিল, মরিয়া হয়ে হাত ছুঁড়ল, মুঠোর মধ্যে চলে এল দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা একটা পাথরের গজাল, ওটা ধরে পতন ঠেকাল ও।

শব্দ শুনে ঘাড় ফেরালেন ড. কনওয়ে। বললেন, 'সাবধানে পা ফেলুন। এদিককার মেঝে বড্ড পিচ্ছিল।'

এতক্ষণে বুঝি কথাটা বলার সময় হলো? সখেদে ভাবল শ্যারন। আরেকটু হলেই তো আছাড় খাচ্ছিল! সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। চোখ ফেরাল পাথরের গজালটার দিকে। বরফের নয়, খাঁটি প্রস্তরখণ্ড ওটা। জিয়োলজিস্টদের কাছে এ-জাতীয় পাথরের কথা শুনেছে। প্রাচীন যে-ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল এই গ্লেসিয়ার, সেটারই টুকরো অংশ এগুলো।

খানিক এগিয়ে গেছেন কনওয়ে, আঁধার ছেঁকে ধরছে শ্যারনকে। ত্রস্ত ভঙ্গিতে এগোল ও, মনে মনে ভাবছে—আরেকটা ফ্ল্যাশলাইট আনা উচিত ছিল ওর। পিচ্ছিল মেঝেতে পা ফেলবার আগে ঠিকমত দেখে নিতে পারত। জিয়োলজিস্টরা এদিকে বালি ফেলেনি কেন কে জানে। হয়তো স্নেক পিটের এ-অংশে এখনও কাজ শুরু করেনি ওরা।

আবারও ঘাড় ফেরালেন বায়োলজিস্ট। জানালেন, 'পৌঁছে গেছি প্রায়।'

লক্ষ করল শ্যারন, ধীরে ধীরে প্রশস্ত হতে শুরু করেছে টানেল। বরফের দেয়াল আর ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে ছোট-বড় নানা আকারের বোল্ডার—যেন আচমকা জমাট বেঁধে গেছে একটা পাথরধস। ছাতও উঁচু হতে শুরু করেছে, ফ্ল্যাশলাইটের আলো ঠিকমত পৌঁছুচ্ছে না উপর পর্যন্ত। এখানে-ওখানে নাচানাচি করছে ছায়া। অশুভ পরিবেশ।

বড় একটা বাঁক পেরিয়ে বিশাল এক গুহায় মিলল টানেল। ওখানে ঢুকতেই আবারও পা পিছলাল শ্যারনের। দু'পাশে হাত ছুঁড়ে ব্যালান্স রক্ষা করল কোনোমতে। সোজা হতেই বিস্ময় ফুটল ওর চোখে।

গুহাটা বিশাল, মেঝেটা যেন অলিম্পিকের কোনও আইস রিঙ্ক—আসলে ওটা একটা জমাট বাঁধা জলাশয়। চারপাশের দেয়াল গম্বুজের মত মিশেছে ছাতে গিয়ে। জায়গাটা বড়-সড় একটা ন্যাচারাল ক্যাথিড্রল—বরফ আর পাথরের সংমিশ্রণে গড়া। পিছনদিক আর দু'পাশে বরফ দেখা গেলেও নাক বরাবর শেষপ্রান্তে মুখ ব্যাদান করে রেখেছে ন্যাড়া পাথর, উঠে গেছে উপরদিকে। ছাতের অংশটা একটা ওভারহ্যাং।

কাছে এসে শ্যারনের বাহু স্পর্শ করলেন ড. কনওয়ে। ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'প্রাচীন একটা ক্লিফ ফেসের ধ্বংসাবশেষ ওটা... অন্তত বেনটনের তা-ই ধারণা।' ড. জেফরি বেনটন ওমেগার জিয়োলজি টিমের প্রধান, তার কথাই বলছেন ভদ্রলোক। 'ওর ধারণা, গ্লেসিয়ারটা যখন ল্যাণ্ডম্যাস থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন ক্লিফটাকে ভেঙে নিয়ে এসেছে সাথে করে। কথাটা যদি সত্যি হয়, তা হলে ধরে নিতে হবে, ক্লিফটার বয়স বরফ যুগের কাছাকাছি। খুবই ইন্টারেস্টিং... ও চাইছিল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কোর-স্যাম্পল সংগ্রহ করতে, বহু কষ্টে ঠেকিয়েছি আমি।'

'ঠেকালেন কেন?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

'প্রাথমিক পরীক্ষায় মরা ব্যাকটেরিয়া আর জমাট শৈবালের খোঁজ পেয়েছি আমি ক্লিফের গায়ে। ক্লিফের খোঁড়লগুলোয় ভালমত তল্লাশি চালাবার পর পেয়েছি আরও ইন্টারেস্টিং জিনিস। তিনটে পাখির বাসা... একটাতে ডিমও আছে!' কণ্ঠে উত্তেজনা ফুটল বায়োলজিস্টের। 'শুধু তা-ই নয়, বরফে আটকা পড়া কতগুলো বেজি আর সাপ পেয়েছি আমি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? এই ক্লিফ ফেস আসলে বরফ-যুগের এক রত্নভাণ্ডার... সে-আমলের একটা জমাট বাঁধা বায়োস্ফিয়ার এখন আমাদের হাতে!' সামনে ইশারা করলেন তিনি। 'আসুন, দেখাবার মত আরও জিনিস আছে।'

পাথুরে ক্লিফের উপর দৃষ্টি সেঁটে আছে শ্যারনের। প্রথমদর্শনে যতটা নিরেট মনে হয়েছিল, আসলে তা নয়। পুরো ক্লিফ জুড়ে ছোট-বড় হাজারো খোঁড়ল আর ফাটল দেখতে পাচ্ছে, ভিতরটা অন্ধকার। ওগুলোর ওপাশে আরও কত কী আছে, কে জানে। ড. কনওয়ের সঙ্গে সামনে এগোল ও। পাথুরে ওভারহ্যাঙের তলায় পৌঁছে ওকে থামালেন বায়োলজিস্ট। ফ্ল্যাশলাইট তাক করলেন আইস রিঙ্কের মেঝের দিকে।

কুয়োর মত একটা গোল গর্ত দেখল শ্যারন বরফের মাঝে। আকৃতিটা বড্ড নিখুঁত, কিনারাগুলো মসৃণ। প্রাকৃতিক হতেই পারে না। সঙ্গীর দিকে মুখ তুলে ভুরু নাচাল ও।

'ওদের একটাকে এখান থেকে বের করা হয়েছে,' জানালেন ড. কনওয়ে।

'কাদের একটাকে?' শ্যারন বিস্মিত।

একপাশে ওকে টেনে নিয়ে গেলেন কনওয়ে। 'নিজের চোখেই দেখুন।' বেল্টে ঝোলানো ক্যান্টিন হাতে নিলেন তিনি। মুখ খুলে মেঝেতে ঢাললেন পানি, তারপর গ্লাভ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করলেন

ঘোলা বরফ। একটু সরে জায়গা দিলেন শ্যারনকে।

হাঁটু গেড়ে বসল তরুণী বিজ্ঞানী। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল মেঝের দিকে। বরফের তলায় আবছা একটা আকৃতি দেখতে পাচ্ছে। ওখানটায় আবারও পানি ঢাললেন ড. কনওয়ে, তারপর ফেললেন ফ্ল্যাশলাইটের আলো।

'ভাল করে দেখুন,' বললেন তিনি।

আরেকটু নিচু হলো শ্যারন। বরফের ঘোলা ভাব কমে এসেছে অনেকটা। ভালমত তাকাতেই পরিষ্কার হয়ে গেল আকৃতিটা। সঙ্গে সঙ্গে দম আটকে এল ওর। একটা প্রাণী... বরফে জমাট বাঁধা একটা নিখুঁত স্পেসিমেন শোভা পাচ্ছে ওর তলায়! দেখে মনে হলো যেন ওর দিকেই ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে ওটা, চেষ্টা করছে বরফ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে।

চোখ বন্ধ করে প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলাল শ্যারন। স্পেসিমেনের দিকে দ্বিতীয়বার তাকানোর আগে আড়চোখে দেখল সঙ্গীকে। মুখ হাসি হাসি হয়ে গেছে ড. কনওয়ের। ওর অবস্থা দেখে মজা পাচ্ছেন খুব। একটু বিরক্ত হলো ও, মন দিল নীচের দিকে। কী প্রাণী বোঝা যাচ্ছে না। চামড়াটা মসৃণ, ফ্যাকাসে সাদা... অনেকটা আর্কটিকের বেলুগা তিমির মত। আকারেও প্রায় অমনই, অন্তত আধ টন হবে ওজন। তবে মাছ বলা যাচ্ছে না প্রাণীটাকে, কারণ দেহের ঊর্ধ্বাংশে ছোট আকারের দুটো বাহু আছে এটার, মুঠোয় ধারালো নখ। পা-ও আছে, পাতাদুটো ডুবুরিদের ফ্লিপারের মত। তিমির চেয়ে দেহ অনেক লম্বা এবং সরু, মনে হলো পানির ভিতর দিয়ে খুব দ্রুত ছুটতে পারত। প্রাণীটার হাঁ করা মুখের দিকে তাকিয়ে বুক শুকিয়ে গেল শ্যারনের। ক্ষুরধার দাঁতের সারি দেখতে পাচ্ছে, এক কামড়ে গোটা একটা শুয়োর খেয়ে ফেলতে পারবে। দেখাচ্ছেও খুব ভয়ঙ্কর। প্রাণহীন চোখদুটোর সাদা মণিতে মৃত্যুর শীতলতা।

হিংস্র প্রাণী, কোনও সন্দেহ নেই।

মুখের কাছ মাস্ক তুলে জোরে জোরে শ্বাস নিল শ্যারন। তারপর মাথা তুলে তাকাল বায়োলজিস্টের দিকে। 'কী এটা?'

প্রশ্নটা যেন শুনতেই পেলেন না কনওয়ে। বললেন, 'আরও স্পেসিমেন আছে। আসুন, দেখাই।'

ক্লিফ ফেসের গোড়ায় ওকে নিয়ে গেলেন তিনি। ওখানে বরফের গভীরে শুয়ে আছে একই রকম আরেকটা প্রাণী। তবে এটার ভাবভঙ্গি আক্রমণাত্মক নয়। কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, যেন ঘুমাচ্ছে পরম শান্তিতে।

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল শ্যারন। 'কিন্তু...'

'ট্যুর এখনও শেষ হয়নি,' রহস্যময় কণ্ঠে বললেন কনওয়ে। 'প্রশ্নোত্তর পর্ব সবার শেষে।'

শ্যারনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ক্লিফের গোড়ার একটা ফাটলে ঢুকে পড়লেন ভদ্রলোক। বিরক্ত ভঙ্গিতে তাঁর পিছু নিল শ্যারন। ফাটলটা বিশ গজ দীর্ঘ, ওটা পেরুতেই মাঝারি আকারের একটা গুহায় বেরিয়ে এল দুই বিজ্ঞানী, আকারে ওটা দুটো গাড়ি রাখার গ্যারাজের সমান। ভিতরে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললেন কনওয়ে।

গুহার মাঝামাঝি জায়গায় মেঝের উপর সারি বেঁধে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ছ'টা প্রকাণ্ড আইস ব্লক—প্রত্যেকটার ভিতরে আবছাভাবে ফুটে আছে অচেনা প্রাণীগুলোর আকৃতি। বুঝল শ্যারন, গ্লেসিয়ারের বিভিন্ন অংশের বরফ কেটে সংগ্রহ করা হয়েছে ওগুলোকে। কিন্তু ওর শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা স্রোত বইয়ে দিল ঠিক মাঝখানের দৃশ্যটা। ওখানে উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে একটা প্রাণী। বরফ গলিয়ে বের করে আনা হয়েছে ওটাকে, ল্যাবরেটরির ব্যাঙের মত শুইয়ে রাখা হয়েছে চিৎ করে, হাত-পা পেরেক দিয়ে মেঝের সঙ্গে গাঁথা। তারপর চামড়া চিরে ফেলা

হয়েছে চোয়ালের নীচ থেকে পেট পর্যন্ত। নিশ্চয়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে ওভাবে। সাম্প্রতিক ঘটনা নয়, বরফের আস্তর দেখে বোঝা গেল, বহুকাল আগে চালানো হয়েছে এই অপারেশন। কিন্তু তারপরেও দৃশ্যটা বীভৎস। খোলা দেহটার ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে বিবর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর হাড়গোড়... নিজের অজান্তেই ভয়ার্ত একটা ধ্বনি বেরুল শ্যারনের গলা চিরে। মুখ ঘুরিয়ে নিল ও, বহু কষ্টে দমন করল বমি।

'কোনও সমস্যা, ড. বেকেট?' জিজ্ঞেস করলেন কনওয়ে।

জবাব দিল না শ্যারন। ঢুকে পড়ল ফাটলে, দ্রুত পা চালিয়ে বেরিয়ে এল আইস রিঙ্কে। উবু হয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলল।

ওর পিছু পিছু কনওয়েও এসেছেন। উৎফুল্ল গলায় বললেন, 'এই আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝতে পারছেন, ড. বেকেট? সনাতন বায়োলজির ধ্যান-ধারণাই পাল্টে দিতে পারব আমরা। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন জিয়োলজিস্ট টিমকে এই নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত ইকো-সিস্টেমে হাত লাগাতে বাধা দিয়েছি...

'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন!' রূঢ় গলায় তাঁকে থামিয়ে দিল শ্যারন। 'কী ওগুলো?'

চোখ পিটপিট করলেন কনওয়ে। 'ওফফো, ভুলেই গিয়েছিলাম... আপনি আমার ফিল্ডের মানুষ নন।'

'কী বলতে চান?' ক্ষুব্ধ গলায় বলল শ্যারন।

কাঁধ ঝাঁকালেন কনওয়ে। ফাটলের দিকে ইশারা করে বললেন, 'ওই স্পেসিমেনটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করেছি আমি। হয়তো জানেন, প্যালিয়ো-বায়োলজির ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে আমার। সেজন্যেই জানি, এ-ধরনের স্পিশিজের ফসিল পাওয়া গেছে পাকিস্তান আর চিনে। তবে এত চমৎকারভাবে সংরক্ষিত স্পেসিমেন...'

'কথা ঘোরাচ্ছেন কেন? কীসের স্পেসিমেন, সেটাই জানতে

চাইছি আমি।'

'*অ্যাম্বিউলোসিটাস নেটানস্*। সোজা ইংরেজিতে ওয়াকিং ওয়েইল... বা, হাঁটাচলায় সক্ষম তিমিও বলতে পারেন। এভোলিউশনারি লিঙ্ক ওটা... স্থলবাসী স্তন্যপায়ী প্রাণী আর আজকের আধুনিক তিমির মাঝামাঝি একটা পর্যায়।'

কিছু বলল না শ্যারন, বায়োলজিস্টের কথা এখনও শেষ হয়নি।

'ধরে নেয়া হয়, প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত এই প্রাণী,' বলে চললেন কনওয়ে, 'বিলুপ্ত হয়ে গেছে সাড়ে তিন কোটি বছর আগে। হাত-পা, মেরুদণ্ডের সঙ্গে জোড়া লাগানো পেলভিস আর নাকের গড়ন... এসব দেখে নিশ্চিত হয়েছি—স্পেসিমেনগুলো অ্যাম্বিউলোসিটাসের। কোনও সন্দেহ নেই তাতে।'

ভুরু কোঁচকাল শ্যারন। 'আপনি বলতে চাইছেন, এই স্পেসিমেনগুলো কমপক্ষে সাড়ে তিন কোটি বছরের পুরনো?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়লেন কনওয়ে। 'ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা ওখানেই। বেনটন বলছে, এখানকার বরফ মাত্র পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরনো... মানে পৃথিবীর শেষ বরফ যুগের। তা ছাড়া স্পেসিমেনগুলোর মধ্যেও কিছু অনবদ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছি। তাই ধারণা করছি, একদল অ্যাম্বিউলোসিটাস মাইগ্রেট করেছিল আর্কটিক এলাকায়... ঠিক যেমন আজকালকার তিমিরা করে। এখানে এসে আর্কটিক কণ্ডিশনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয় ওরা। সাদাটে চামড়া, বিশালত্ব আর চামড়ার নীচে চর্বির পুরু স্তর সেটাই বলে। মেরু ভালুক আর বেলুগা তিমির মধ্যেও এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।'

দ্বিমত পোষণ করল না শ্যারন, বেলুগা তিমির সঙ্গে প্রাণীগুলোর সাদৃশ্য ও নিজেও খেয়াল করেছে। ও শুধু বলল,

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন এরা মেরু এলাকায় এসে শেষ বরফ যুগ পর্যন্ত বেঁচে ছিল? তা হলে আগে এর কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি কেন?'

'এতে অবাক হবার কিছু নেই। পোলার ক্যাপে বসবাসকারী প্রাণীরা মরার পর তলিয়ে গেছে আর্কটিক সাগরে... এই এলাকা নিয়ে খুব কম নাড়াচাড়াই করেছি আমরা। পার্মাফ্রস্টের কারণে আর্কটিক সার্কেলের উপরিভাগে খোঁড়াখুঁড়ি চালানো রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। সত্যিকার অর্থে প্যালিয়োলজিক্যাল কোনও রেকর্ডই নেই এ-অঞ্চলের। কবে কোন্ প্রাণী এখানে থেকেছে না-থেকেছে, তা কেউই জানি না।'

কনওয়ের বক্তব্যে কোনও খুঁত দেখতে পেল না শ্যারন। মেরু এলাকা আজও মানুষের জন্য রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। এখানে গবেষণা চালাবার উপযুক্ত আধুনিক ইকুইপমেন্ট এবং টেকনোলজি আবিষ্কৃত অতি সম্প্রতি। তার আগ পর্যন্ত এখানে ঠিকমত ঢুঁ মারতে পারেনি কেউ। সিরিয়াস এক্সপিডিশন যারা শুরু করেছে, তাদের মধ্যে ওদের ওমেগা টিম অন্যতম।

'এই বেইস তৈরি করার সময় নিশ্চয়ই রাশানরা খোঁজ পেয়েছে প্রাণীগুলোর,' বললেন কনওয়ে। 'এমনও হতে পারে, এগুলোর উপর গবেষণার জন্যই তৈরি হয়েছে বেইসটা। কে জানে!'

চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল শ্যারন, এই ধারণার কথা আগেও বলেছেন ভদ্রলোক। 'এমনটা ভাবছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল ও। প্রশ্নের ভিতরে প্রচ্ছন্ন কৌতুক চাপা রইল না। সন্দেহ নেই, আবিষ্কারটা বিশাল... কিন্তু চার নম্বর লেভেলে ওরা যা খুঁজে পেয়েছে, তার সঙ্গে ওয়াকিং ওয়েইলের কোনও তুলনাই চলে না।

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বায়োলজিস্টের। 'কেন, বুঝতে পারছেন না?'

'কী বুঝব?'

'পাকিস্তান আর চিনে অ্যাম্বিউলোসিটাসের ফসিল পাওয়া গেছে মাত্র কয়েক বছর আগে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ওগুলোর ব্যাপারে কিছুই জানা ছিল না বিজ্ঞানীদের, কোনও নামও দেয়া হয়নি তখন। যদি ধরে নিই, এই দানবগুলোকে নিজেরাই একটা নাম দিয়েছিল রাশানরা, সেটা কি খুব ভুল হবে?'

চমকে উঠল শ্যারন।

'আমি বলব, এই বেইসের নাম দেয়া হয়েছে ওই দানবগুলোর নামে,' বললেন কনওয়ে। 'এক ধরনের ম্যাসকট আর কী।'

আইস রিঙ্কের মেঝের উপর দৃষ্টি ফেলল শ্যারন। এতক্ষণে বুঝতে পারছে সহকর্মীর কথার মর্ম। বরফ ভেদ করে উঠে আসছে ভয়ঙ্কর এক দানব... নরডিক উপকথার গ্রেণ্ডেল!

## চোদ্দ

অ্যাবির হাতে বিমান ওড়ানোর দায়িত্ব ফিরিয়ে দিয়েছে রানা। সিটে হেলান দিয়ে চোখ বোজার চেষ্টা করছিল, তন্দ্রা টুটে গেল বিচ্ছিরি নাক ডাকানোর শব্দে। বিরক্ত হয়ে পিছনে তাকাল ও। না, আমেরিকান রিপোর্টার বা বৃদ্ধ ইনুইট নন, শব্দটা বেরুচ্ছে লোবোর নাক দিয়ে। সিটের উপর গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে জানোয়ারটা, ঘুমিয়ে পড়েছে।

'কী হলো?' রানাকে নড়তে দেখে জিজ্ঞেস করল অ্যাবি। 'ঘুম

আসছে না?'

'ঘুমাই কী করে? করাত চালাচ্ছে তো পিছনে।' ইশারায় কুকুরটাকে দেখাল রানা।

হেসে ফেলল অ্যাবি। 'লোবোর নাকে জন্মগত সমস্যা আছে। ঘুমালেই অমন বিশ্রী আওয়াজ বেরোয়। আমি অবশ্য অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

'ঠিক করে নেয়া যায় না?'

'মেইনল্যাণ্ডের এক ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম। বলল বড়সড় একটা অপারেশন করাতে হবে। ওর নাকের সেপটাম বাঁকা হয়ে গেছে। কুকুরের পিছনে খরচ করার মত অত টাকা তো নেই আমার। কী আর করা, মেনে নিয়েছি ব্যাপারটা। লোবোর কোনও অসুবিধেও হয় না ওটার জন্যে।'

'হুম।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। পাঁচটা না বাজতেই আঁধার নামতে শুরু করেছে আলাস্কার বুকে, আকাশে ভাসছে প্রায়-ভরাট চাঁদ, পূর্ণিমার বেশি দেরি নেই। রূপালি আলোয় ঝলমল করছে নীচের প্রকৃতি। শীত এখনও বিদায় নেয়নি, কিন্তু বসন্ত তার আগমনী বার্তা জানাতে শুরু করেছে। গলতে শুরু করেছে গাছপালার মাথার সাদা টোপর, খোলা প্রান্তরের মাঝ দিয়ে বইছে বরফ-গলা পানির ঝর্ণা, এখানে-ওখানে দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় জলাশয়, সেগুলোর আশপাশে ভিড় জমিয়েছে তৃষ্ণার্ত হরিণের পাল।

অ্যাবির কণ্ঠ শুনে ধ্যানভঙ্গ হলো ওর।

'কপাল ভাল যে, তখন যোগাযোগ করেছিলাম ডেডহর্সে। নইলে এখন আর সম্ভব হতো না।'

চোখ ফেরাল রানা। 'হুঁ?'

অ্যারিগেচ পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে আসার পর পরই প্রুডো

বে-র এয়ারপোর্টে যোগাযোগ করেছে ওরা। ওখানকার সিভিল এবং মিলিটারি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে ব্রুকস্ রেঞ্জে ঘটে যাওয়া হামলার কথা। আগামীকাল সকালেই হেলিকপ্টার পাঠানো হবে সেসনাটার ধ্বংসাবশেষের খোঁজে। আশা করা যায়, হামলাকারীদের ব্যাপারে একটা ধারণা পাওয়া যাবে তখন। ডেডহর্সে কথা বলার পর সিটকায় নিজের বিসিআই কন্ট্যাক্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রানা, ঢাকায় পুরো ঘটনার রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবে সে। কোনও নির্দেশ থাকলে সেটা জানিয়ে দেবে ওকে। ম্যাসনও কথা বলেছে তার প্রতিনিধির সঙ্গে। প্রুডো-তে নামার পর প্রশ্নোত্তরের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। অ্যাবির কথায় বোঝা গেল, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সময় থাকতেই যোগাযোগ সেরেছে ওরা।

সামনের দিকে আঙুল তুলেছে মেয়েটা। দূর দিগন্তের কাছে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে লাল-নীল-সবুজ... হাজারো রঙের আলোর ফিতা। অরোরা বোরিয়ালিস। শুধুমাত্র মেরু এলাকার আকাশেই দেখা মেলে আলো নিয়ে প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেলার। অপূর্ব সুন্দর... সমস্যা একটাই—এ-সময় ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত হয় বেতার তরঙ্গ, রেডিও হয়ে যায় অচল।

'পূর্বাভাস বলছে, আজ খুব পরিষ্কার দেখা যাবে বোরিয়ালিসের খেলা,' যাত্রীদের উদ্দেশে বলল অ্যাবি।

সিটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল রানা। চোখ রাখল দূরের আকাশে। বাড়ছে আলোর নাচানাচি, একে একে উঠে আসছে বর্ণিল আলোকরেখা, ভরিয়ে দিচ্ছে আকাশের ক্যানভাস। অনেক নাম আছে এর—মেরুজ্যোতি, নর্দার্ন লাইট... স্থানীয় ইণ্ডিয়ানরা বলে *কোয়োকুন* বা *ইয়োইয়াকিয়া*। ইনুইটদের ভাষায় স্প্রিং লাইট। দেখতে দেখতে যেন অন্য এক জগতে হারিয়ে গেল রানা। দৃশ্যটা নতুন কিছু নয়, তারপরেও প্রতিবারই মুগ্ধতায়

আবিষ্ট হয়। কিছু কিছু জিনিস আসলে কখনও পুরনো হয় না।

'আপাতত কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না আমরা,' বলল অ্যাবি।

মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো রানা।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যকণার ঘর্ষণে তৈরি হয় এই আলো, জ্যাম করে দেয় রেডিও ওয়েভ। যতক্ষণ শেষ না হচ্ছে আলোর খেলা, ততক্ষণ বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে বাইরের দুনিয়া থেকে। কিন্তু তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না রানা। প্রুডো বে-র বেশ কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। বড়জোর আধঘণ্টা ফ্লাই করতে হবে। শহর আর অয়েলফিল্ডগুলোর মিটিমিটি আলো এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে।

পুরো সময়টা নীরবে কাটল। মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে বোরিয়ালিসের সৌন্দর্য উপভোগ করল টুইন অটারের আরোহীরা। পঁচিশ মিনিটের মাথায় অয়েল ডেরিকগুলোর দেখা পেল ওরা—ক্রিসমাস ট্রি-র মত বাতি জ্বলছে সারা শরীরে। বাঁয়ে, আঁকাবাঁকা একটা রূপালি রেখা চলে গেছে সবুজ তুন্দ্রার বুক চিরে। ওটা ট্রান্স-আলাস্কা পাইপলাইন। প্রুডো বে থেকে আলাস্কার উত্তর উপকূলের ভালডেজ পর্যন্ত চলে গেছে এই লাইন, ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অপরিশোধিত খনিজ তেল।

গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে টুইন অটার। বাঁক নিয়ে পাইপলাইনকে অনুসরণ করল অ্যাবি। রেডিওতে চেষ্টা করল ডেডহর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু খড়খড়ে স্ট্যাটিক ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না হেডফোনে। আকাশে এখনও থামেনি অরোরা বোরিয়ালিসের নাচ।

কিছুদূর গেলে দৃশ্যমান হলো প্রুডো বে-র জনবসতি। সাধারণ মানুষ অবশ্য খুব বেশি পাওয়া যাবে না ওখানে, জায়গাটা স্রেফ একটা মাইনিং টাউন—অয়েল প্রোডাকশন, ট্রান্সপোর্টেশন,

আর অন্যান্য সাপোর্টিং সার্ভিসের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। জনসংখ্যা একশোর মত, বেশিরভাগই অয়েল ওয়ার্কার, এদের সংখ্যা সারা বছর কমে-বাড়ে। শহরের পাশে ছোট একটা সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে তেল উত্তোলনের কাজে নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য।

শহরের সীমানার ওপারে বিউফোর্ট সাগর... ওটা গিয়ে মিশেছে উত্তর মহাসাগরে। তীর থেকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে জমাট বরফের স্তর, তাই হঠাৎ দেখায় বোঝা মুশকিল কোথায় শেষ হয়েছে ডাঙা, আর কোথায় শুরু হয়েছে পানি। গরমকালে এই বরফ গলে যাবে, কেবলমাত্র তখনই দেখা মিলবে তটরেখার।

সাগরের উপর চক্কর দিতে শুরু করল অ্যাবি, ল্যাণ্ডিঙের জন্য অ্যালাইন করতে চাইছে বিমানকে। কয়েক মাইল দূরের এক চিলতে এয়ারস্ট্রিপ ওর লক্ষ্য। ফ্ল্যাপ নামাতে গিয়ে একটু থমকে গেল ও। ভুরু কুঁচকে বলল, 'হচ্ছেটা কী ওখানে?'

রানাও লক্ষ করেছে ব্যাপারটা। ছোট্ট শহরটার সীমানায় মানুষের ভিড়। সামরিক ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেকগুলো জিপ ও ট্রাক... খোলা প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। পাশের জানালা দিয়ে গাড়িগুলোর গন্তব্যের দিকে তাকাল ও। ট্রান্স-আলাস্কা পাইপলাইনের শেষ প্রান্ত ওদের ঠিক নীচে। গ্যাদারিং এবং পাম্প স্টেশনের বিশাল দুটো বিল্ডিঙে গিয়ে ঠেকেছে লাইনটা, সাইক্লোন-ফেন্সের সীমানার ভিতরে মাথা তুলে রেখেছে ইমারতদুটো। ওখানেই প্রাথমিকভাবে জমা হয় নর্থ স্লোপ থেকে তোলা তেল... ক্রুডের মধ্য থেকে সরানো হয় পানি আর গ্যাস, তারপর পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় আটশো মাইল দূরের ভালডেজে, তেলবাহী ট্যাঙ্কারে লোড করবার জন্য।

বিমান পাম্প স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছুতেই একটা বৈসাদৃশ্য

দেখতে পেল রানা। সাইক্লোন-ফেন্সের অনেকখানি অংশ ভাঙা। ওটা লক্ষ করেই ছুটে আসছে মিলিটারি ভেহিকেলগুলো। মাথার ভিতরে সতর্কঘণ্টা বেজে উঠল ওর। ঝট্ করে অ্যাবির দিকে ফিরল।

'কুইক! প্লেনটা সরিয়ে নাও এখান থেকে!'

'ক্... কী!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল অ্যাবি। 'কেন...'

প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না ও, তার আগেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা বিমান। নীচে... লাল-কমলা শিখা ছড়িয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল গ্যাদারিং স্টেশনের বিল্ডিং, আকাশে উঠে এল মস্ত বড় এক আগুনের গোলা। শকওয়েভের ধাক্কায় একদিকে ছিটকে গেল টুইন অটার, খসে পড়তে চাইল আকাশ থেকে।

কন্ট্রোল নিয়ে যুদ্ধ শুরু করল অ্যাবি। পিছন থেকে ভেসে এল ভয়ার্ত চিৎকার। লোবোও হাঁক ছাড়ছে। দাঁতে দাঁত পিষে বিমানকে একটা রোল খাওয়াল অ্যাবি, সরে গেল শকওয়েভের পথ থেকে। ওদের চারপাশে বৃষ্টির মত ঝরছে গ্যাদারিং স্টেশনের ছোট-বড় টুকরো অংশ।

আবার বিস্ফোরণ হলো... এবার সেটার শিকার পাম্প স্টেশন। দ্বিতীয় একটা আগুনের গোলা উঠে এল আকাশে। বিল্ডিঙের সঙ্গে সংযুক্ত চার-ফুট ডায়ামিটারের পাইপলাইন ফাটতে শুরু করল আতশবাজির মত—জ্বলন্ত ক্রুড অয়েল ফিনকি দিয়ে ছিটকাচ্ছে চারদিকে। এ-ধরনের বিপদ ঠেকানোর জন্য বাষট্টিটা ভালভ আছে পাইপলাইনের ভিতর, প্রথমটা পর্যন্ত পৌঁছে থামল বিস্ফোরণের ঢেউ, কিন্তু তার আগেই প্রচুর পরিমাণ তেল ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশে।

চোখের পলকে শান্ত জনপদটা পরিণত হয়েছে নরককুণ্ডে। জ্বলন্ত তেলের সঙ্গে আগুনের করাল থাবা এগিয়ে যাচ্ছে শহরের

দিকে। আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল ভিড় করে থাকা মানুষের মাঝে। কেউ গাড়িতে কেউ বা পদব্রজে... যে-যেভাবে পারছে ছুটছে চারদিকে। অল্পক্ষণেই শহর-সীমানার বাড়িঘরে লেগে গেল আগুন, এরপর চলল একের পর এক ছোট-বড় বিস্ফোরণ, শহরের গ্যাস লাইন আর হোল্ডিং ট্যাঙ্কগুলো ফাটছে।

'জিযাস ক্রাইস্ট!' ফিসফিসিয়ে বলে উঠল ম্যাসন। বিমানের জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে দেখছে সে।

খড়খড় করে উঠল রেডিও। স্ট্যাটিকে ভরা, জেনারেল চ্যানেলে ডেডহর্স থেকে কথা বলছে অস্পষ্ট একটা কণ্ঠ। 'ক্লিয়ার অল এয়ারস্পেস ইমিডিয়েটলি! এখানে ল্যাণ্ড করা বিপজ্জনক, কেউ চেষ্টা করলে বাধা দেয়া হবে।'

'এমনিতেও নামছি না,' বলল অ্যাবি। বাঁক নিয়ে স্থলভূমির উপর থেকে সরে এল ও। ছুটল বরফ-ঢাকা সাগরের দিকে।

ফ্যাল ফ্যাল করে উপকূলের দিকে তাকিয়ে আছেন রিচার্ড। হতভম্বের মত বললেন, 'কীভাবে ঘটল এসব?'

'কে জানে!' বলল রানা, ও-ও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত শহরের দিকে। 'তবে ব্যাপারটা অ্যাকসিডেন্ট বা স্যাবোটাজ যা-ই হোক না কেন, ঘটেছে ঠিক আমরা এখানে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে। কো-ইনসিডেন্স ভাবতে পারছি না কিছুতেই।'

'কী বলছ এ-সব!' অ্যাবি অবাক। 'আমাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়?'

জবাব দিল না রানা। মানসচোখে সাইক্লোন ফেন্সের ভাঙা অংশটা দেখতে পাচ্ছে ও, মনে পড়ছে ওদিকে ছুটে যেতে থাকা সামরিক গাড়িগুলোর কথা। কেউ অনুপ্রবেশ করেছিল পাইপলাইনের ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে, অ্যালার্ম শুনে তাই ছুট লাগিয়েছিল মিলিটারি। কিন্তু ওরা পৌঁছুনোর আগেই ভিতরে বিস্ফোরক বসিয়েছে অনুপ্রবেশকারী, সরেও গেছে। গতকাল

থেকে যা যা ঘটে গেছে, তার বিচারে ব্যাপারটাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে ভাবতে পারছে না কিছুতেই। গ্যারি ম্যাসনের বিমান ক্র্যাশ করার পর থেকে ঘটছে একের পর এক ধ্বংসাত্মক ঘটনা। কেউ একজন চাইছে না, সিয়াটল টাইমসের এই সাংবাদিক আর্কটিকের ওই রিসার্চ স্টেশনে পৌঁছাক। প্রুডো বে-র দুর্ঘটনা সেটার অংশ হতে বাধ্য।

'আমরা এখন কোথায় যাব?' পিছন থেকে জানতে চাইল ম্যাসন।

'আমার ফিউয়েলও ফুরিয়ে এসেছে,' বলল অ্যাবি। টোকা দিল ইন্সট্রুমেন্ট গজে, যেন তাতে কাঁটাটা ডানদিকে সরে আসবে।

'কাকটোভিকে চলো,' পরামর্শ দিলেন রিচার্ড।

কথাটা পছন্দ হলো অ্যাবির। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

'ওটা আবার কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

'বারটার আইল্যাণ্ডের একটা ফিশিং ভিলেজ,' জবাব দিলেন রিচার্ড। 'কানাডিয়ান বর্ডারের কাছাকাছি। এখান থেকে মোটামুটি একশো বিশ মাইল।' মেয়ের দিকে ফিরলেন। 'কতটুকু ফিউয়েল আছে? পৌঁছুনো যাবে তো?'

'শেষ কয়েক মাইল একটু কষ্ট হতে পারে,' বলল অ্যাবি।

বিমর্ষ হয়ে গেল ম্যাসনের চেহারা। বোধহয় ভয় পাচ্ছে, আবারও ক্র্যাশ করে কি না।

'কিচ্ছু ভাববেন না,' রানা আশ্বস্ত করল তাকে, 'ফিউয়েল শেষ হয়ে গেলেও সমস্যা নেই। বরফের যে-কোনও সমতল জায়গা পেলেই স্কিডে ভর করে ল্যাণ্ড করতে পারবে টুইন অটার।'

'তারপর?' বুকের কাছে হাত ভাঁজ করল ম্যাসন। 'হাঁটতে শুরু করব, নাকি ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে কাকটোভিক পর্যন্ত নিয়ে যাব এই বিমানটাকে?'

'কোনোটাই না,' মৃদু হেসে বলল অ্যাবি। 'আণ্ডারক্যারিজে

একটা স্পেয়ার ট্যাঙ্ক আছে। ল্যাণ্ড করার পর নিজেরাই রিফিউয়েল করে নিতে পারব।'

একটু যেন স্বস্তি পেল ম্যাসন। সিটে হেলান দিল সে।

জ্বলন্ত প্রুডো বে অনেকটা পিছনে পড়ে গেছে। দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে যাবার আগে শেষবারের মত তাকাল রানা। ওর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

'কী ভাবছ?' জানতে চাইল অ্যাবি। 'এখনও ভাবছ ওটার জন্য আমরা দায়ী?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কো-ইনসিডেন্সে বিশ্বাস করি না আমি। কথা নেই, বার্তা নেই... আমরা আকাশে উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যাবে একটা ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার, তা কিছুতেই মানতে পারছি না।'

'কিন্তু কে করবে এই কাজ? কীসের জন্য?'

রানা জবাব দেবার আগেই মুখ খুলল ম্যাসন। শান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'ওটা একটা হিসেবি চাল। ক্যালকুলেটেড অ্যাক্ট অভ ডিসট্র্যাকশন অ্যাণ্ড মিসডিরেকশন।'

'কী?' বিস্মিত গলায় বলল অ্যাবি।

রানাও একটু চমকে গেছে। ঘাড় ফেরাল সাংবাদিকের দিকে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় দেখা সমস্ত ভয়-ভীতি উধাও হয়ে গেছে লোকটার চেহারা থেকে। আশ্চর্য প্রশান্ত দেখাচ্ছে তাকে। তা হলে কি এতটা সময় অভিনয় করছিল?

ওর দিকে ফিরেও তাকাল না ম্যাসন। সহজ ভাষায় নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করল অ্যাবি আর রিচার্ডের কাছে। 'আমাদের উপর হামলার খবর দিয়েছি আমরা প্রুডো বে-তে। আগামীকাল সকালে তদন্ত শুরু হবার কথা। কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি, আজকের এই দুর্ঘটনার কারণে সেটা স্থগিত হয়ে যাবে। সিভিলিয়ান আর মিলিটারি মিলে খুব বেশি রিসোর্স নেই প্রুডো বে-তে। আগামী

বেশ কিছুদিন এই দুর্ঘটনার রহস্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে ওদেরকে। আমাদের হামলাকারীরা এর মধ্যে নিজেদের সমস্ত ট্র্যাক মুছে ফেলতে পারবে।'

'আপনি বলতে চাইছেন, তেলের ডাম্প উড়িয়ে দেয়া হয়েছে স্রেফ একটা ক্লিনআপ অপারেশনের জন্য?' অবিশ্বাসের সুর ফুটল রিচার্ডের কণ্ঠে।

'না, ঠিক তা বলছি না,' ম্যাসন বলল। 'এর সঙ্গে আরও কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তবে আমাদের ব্যাপারটা যে একটা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া এই বিস্ফোরণে তদন্ত পিছানো ছাড়াও আরেকটা উপকার হচ্ছে ওদের। এত বড় একটা দুর্ঘটনা... আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী... ইচ্ছা থাকুক বা না-থাকুক, পত্রিকা থেকে নির্ঘাত নির্দেশ দেয়া হবে আমাকে এটার কাভারেজ দেবার জন্য। অতএব এই এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও... সোজা কথায় ওমেগা স্টেশনে যেতে পারছি না আমি। ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি?'

'ডিসট্র্যাকশন অ্যাণ্ড মিসডিরেকশন...' বিড়বিড় করল অ্যাবি, 'হ্যাঁ, কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু আরও উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলেছিলেন, সেটা কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। 'এই মাপের একটা দুর্ঘটনা শুধু আমাদেরকে ঠেকানোর জন্য ঘটাতে যাবে না কেউ। ওটা মশা মারতে কামান দাগার মত হয়ে যায়। আমি বলব, পুরোটা পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল... আমাদেরকে শেষ মুহূর্তে যোগ করে নেয়া হয়েছে এর সঙ্গে। ডিসট্র্যাকশনটা আসলে পুরো পৃথিবীর জন্য। এই ঘটনার পর সবার দৃষ্টি পড়ে থাকবে প্রুডো বে-র উপর। আলোচনা হবে, জল্পনা-কল্পনা চলবে... ব্যস্ত থাকবে মানুষ এ-নিয়ে। গ্যারাণ্টি দিতে পারি, চব্বিশ ঘণ্টা পেরুনোর আগেই সিএনএন, বিবিসি-সহ সমস্ত নিউজ চ্যানেলের প্রতিনিধি হাজির

হয়ে যাবে এখানে...'

'তাতে সমস্যা কোথায়?' বাধা দিয়ে জানতে চাইলেন রিচার্ড।

এক মুহূর্তের জন্য রানার চোখে চোখ রাখল ম্যাসন। তার নীলচে চোখের মণির দিকে তাকিয়ে থমকে গেল রানা। দৃষ্টি আশ্চর্য রকমের স্থির ও ক্ষুরধার। বুঝতে পারল ও—বাইরে থেকে যা-ই দেখাক, এই লোক আসলে গভীর জলের মাছ। শান্ত ভঙ্গিতে যেভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে, সেটা সাধারণ কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কে এই লোক?

'আমি তো বলেইছি—ডিসট্র্যাকশন অ্যাণ্ড মিসডিরেকশন,' রানার থেকে চোখ ফিরিয়ে রিচার্ডের দিকে ফিরল ম্যাসন। 'সারা দুনিয়ার দৃষ্টি যখন প্রুডো বে-র উপর আটকে থাকবে, তখন অন্য কিছু ঘটানো হবে চোখের আড়ালে। ওরা চাইছে না, কেউ ওদিকে নজর দিক।'

'মানে ওই ড্রিফট স্টেশনটার দিকে,' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল ম্যাসন। খাদে নেমে গেল গলার স্বর। 'কিছু একটা ঘটতে চলেছে ওখানে। এমন কিছু... যা গোটা দুনিয়াকে জানতে দেয়া চলে না। ওটাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য প্রুডো বে-র স্যাবোটাজ সম্ভবত খুবই সামান্য একটা ব্যাপার।'

আসল পরিচয় যা-ই হোক, রানা বুঝতে পারছে—একবিন্দু ভুল বলছে না লোকটা। প্রখর বিশ্লেষণী ক্ষমতা রয়েছে এর, রয়েছে ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা সত্যকে আঁচ করবার শক্তি।

'এখন তা হলে আমাদের করণীয় কী?' জিজ্ঞেস করল অ্যাবি।

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। 'কাকটোভিকে যাওয়া ছাড়া আর তো কিছু করার নেই আমাদের!'

ভুরু নাচাল রানা। 'কেন? ড্রিফট স্টেশনে যাবেন না? জানতে চান না, ওখানে আসলে কী ঘটছে?' লোকটাকে বাজিয়ে দেখার

জন্য করল প্রশ্নটা।

'অসম্ভব!' দু'হাত তুলল ম্যাসন। 'মরে গেলেও ওখানে যাচ্ছি না আমি।'

গলার স্বরে সামান্য ভেজাল অনুভব করল রানা। সম্ভবত অভিনয় করছে লোকটা। নিজ থেকে ওখানে যাবার জন্য অনুরোধ করতে চাইছে না; চাইছে ওরাই প্রস্তাবটা দিক। তাল দেবে বলে ঠিক করল। তা ছাড়া ও নিজেও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। বলল, 'কিন্তু আপনার অনুমান যদি সত্যি হয়...'

'কিস্‌সু যায়-আসে না। অযথা প্রাণ খোয়াবার ইচ্ছে নেই আমার। লেজ গুটিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি।'

'সেক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করব আমরা। কাউকে পাঠানোর ব্যবস্থা করব ওখানে।'

'কীভাবে? সোলার ফ্লেয়ারের কারণে কমিউনিকেশনের দফা-রফা অবস্থা। ধারে-কাছে যারা আছে, তারা প্রুডো বে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। অন্য কোনও দিকে মনোযোগ দেবার সময় কোথায়? তা ছাড়া স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলছি আমরা, হাতে নিরেট কোনও প্রমাণ নেই।'

'তারমানে আমাদেরকেই যেতে হবে। এই তো?' বাঁকা সুরে বলল রানা। লোকটা চমৎকার কৌশলে ফাঁদে ফেলেছে ওদেরকে।

অভিনয় জারি রাখল ম্যাসন। 'তারচেয়ে ওই ফিশিং ভিলেজে কিছুদিন গা-ঢাকা দেয়া ভাল না? ঝড়-ঝাপটা কেটে গেলে নাহয় আবার মুখ দেখানো যাবে।'

'আমার তা মনে হয় না,' রানা বলল। 'ভেবেছেন নিরাপদে থাকবেন ওখানে? প্রতিপক্ষ যদি সত্যিই সমস্ত ট্র্যাক মুছতে চায়, আমাদেরকে খুন করার বিকল্প নেই। খোঁজ পেতে কষ্ট হবে না, এই বিমানটা ওরা চেনে। সবচেয়ে বড় কথা, ছোট্ট ওই গ্রামে আমরা কোণঠাসা হয়ে পড়ব।'

অ্যাবি আর রিচার্ডের চেহারায় মেঘ ঘনাতে দেখল ও, কিন্তু ম্যাসন নির্বিকার। শান্ত গলায় বলল, 'তারমানে পালানোর চেয়ে রুখে দাঁড়ানোকে উত্তম ভাবছেন আপনি? হানা দিতে চাইছেন ঝামেলার কেন্দ্রবিন্দুতে?'

'অবশ্যই!'

'যা খুশি করুন, আমি কিছু জানি না।' সিটে হেলান দিল সাংবাদিক। চেহারায় ক্ষণিকের জন্য ফুটে উঠল স্বস্তির ছাপ, পরক্ষণে ভর করল গাম্ভীর্য।

অ্যাবির দিকে ফিরল রানা। 'কোনও আপত্তি আছে তোমার?'

অয়েল গজের উপর নজর বোলাল অ্যাবি। 'অতদূর যদি যেতেই হয়, রিফিউয়েল না করে উপায় নেই আমাদের।'

'কাকটোভিকে তো যাচ্ছিই, তাই না?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছুব। রিফিউয়েলিং করতে ধরো আরও এক ঘণ্টা। বাবা যদি আপত্তি না করে, এরপরে রওনা হয়ে যেতে পারি আমরা।'

'আমি রাজি,' পিছন থেকে বললেন রিচার্ড।

'গুড,' বলে সোজা হয়ে বসল রানা। ডুবে গেল গভীর চিন্তায়।

ম্যাসনের কথাগুলো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে ওর। কিছু একটা ঘটতে চলেছে ওই নির্জন ড্রিফট স্টেশনে... বড় কিছু। সারা দুনিয়ার চোখের আড়ালে। কী হতে পারে সেটা?

হাতে আর কোনও কাজ নেই। কাজেই...

জানতে হবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা।

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

BANGLAPDFBOI.COM

# পনেরো

ইউ.এস.এস. পোলার সেন্টিনেল।

পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন ম্যাথিউ গরডন, তাঁর সামনে জমায়েত হয়েছে ডুবোজাহাজের সমস্ত অফিসার। আগ্রহ-উত্তেজনায় থমথম করছে তাদের সবার চেহারা।

'তোমাদের মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'তবে এ-ও জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি, ডিপ্লয় হবার নির্দেশ পাইনি আমরা, শুধু জরুরি অবস্থার জন্য তৈরি থাকতে বলা হয়েছে।'

অসন্তোষ দেখা দিল অফিসারদের মধ্যে। পোড় খাওয়া, অভিজ্ঞ সাবমেরিনার এরা। অত্যন্ত দায়িত্ববান। মাত্র চারশো মাইল দূরে প্রুডো বে-তে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে... তাগিদ অনুভব করছে কিছু করবার। কিন্তু সেই আগ্রহে পানি ঢেলে দিলেন ক্যাপ্টেন।

আধঘণ্টা আগে এসেছে খবরটা—শম্বুক গতির ইএলএফ ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে। সাগরের পানির মাঝ দিয়ে আসে এই শব্দতরঙ্গ, দীর্ঘ বিরতি নিয়ে রিসিভ করতে হয় একেকটা অক্ষর। সোলার স্টর্মের কারণে ন্যাভস্যাট আর ইউএইচএফ সিস্টেম কাজ করছে না, ইএলএফ-ই যোগাযোগের একমাত্র উপায়।

আলাস্কায় যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল ক্রু-রা, সাহায্য

করতে চেয়েছিল তদন্ত এবং উদ্ধারকাজে। বিজ্ঞানীদের দেখভাল করতে করতে এমনিতেই হাঁপিয়ে উঠেছিল ওরা, সত্যিকার কোনও কাজে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। প্রুডো বে-র দুর্ঘটনা সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এসেছে ফ্লিট হেডকোয়ার্টার থেকে নতুন নির্দেশ—কোথাও যাওয়া চলবে না পোলার সেন্টিনেলের, থাকতে হবে ড্রিফট স্টেশনের কাছেই। সবাইকে ডেকে সে-সংবাদ শোনাচ্ছেন ক্যাপ্টেন গরডন। নিজেও হতাশ হয়েছেন, তবে চেহারায় তা ফুটতে দিচ্ছেন না। নেতা হবার এই এক জ্বালা, কোনও দুর্বলতা প্রকাশ করা যাবে না অধস্তনদের সামনে।

'দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে কিছু জানা গেছে?' ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে চাইল কমাণ্ডার ফিশার।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়লেন গরডন। 'এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা যাবে না। সবাই এখনও আগুন নেভানোতেই ব্যস্ত।'

কথাটা বলতে ভাল লাগল না তাঁর। সঠিক একটা জবাব দিতে পারলে বেশি খুশি হতেন। ইতিমধ্যে পুরো জাহাজ জুড়ে শুরু হয়েছে গুজব আর কানাকানি। কেউ ভাবছে, ইকো-টেরোরিস্টরা ঘটিয়েছে এই অঘটন, আলাস্কার প্রকৃতি আর প্রাণিজগৎকে বাঁচাতে চাইছে খনিজ আহরণের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে। কেউ আবার ভাবছে, এর পিছনে আরব তেল-ব্যবসায়ীদের হাত আছে—ট্রান্স-আলাস্কান পাইপলাইন বন্ধ করে দিতে পারলে গোটা উত্তর আমেরিকা নির্ভর হয়ে পড়বে মধ্যপ্রাচ্যের ক্রুড অয়েলের উপর। একই থিয়োরি অবশ্য টেক্সাসের খনিমালিকদের বেলাতেও খাটে। চিন এবং রাশাকে দায়ী করছে, এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। খুব অল্প কিছু লোকই শুধু ভাবছে, ব্যাপারটা স্রেফ একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।

এত রকমের ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে পড়া ভাল নয়। গুজবের সঙ্গে বাতাসে ভর দিয়ে ডানা মেলে আতঙ্ক, কেড়ে নেয় মানুষের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি। আসল ঘটনা জানিয়ে সবাইকে শান্ত করতে পারলে তাই স্বস্তি পেতেন ক্যাপ্টেন। কপাল খারাপ, সেটা সম্ভব নয়। অকুস্থলে যেহেতু যেতে পারছেন না, সব খবর এখন পেতে হবে বাইরের উৎস থেকে।

'এর কোনও মানে হয় না,' রাগে গজগজ করে উঠল এক অফিসার। 'অযথা বসিয়ে রাখা হচ্ছে আমাদেরকে!'

ঝট্ করে তার দিকে তাকালেন গরডন। না, ক্রু-দের মনোবল কিছুতেই ভেঙে যেতে দেবেন না তিনি। কড়া গলায় বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে! এ-ব্যাপারে আর কোনও উচ্চবাচ্য করবে না কেউ! যতক্ষণ না অন্য কোনও নির্দেশ আসছে, আমরা আমাদের বর্তমান দায়িত্ব ঠিকমত পালন করব, ঠিক আছে? এর গুরুত্বও একেবারে কম নয়। মাত্র তিনদিন পরেই রাশান ডেলিগেশন আসছে পুরনো লাশগুলো নিতে। তোমরা কি চাও, বিজ্ঞানীরা একাই ওই ডেলিগেশনকে সামলাক?'

'জী না, স্যর,' তটস্থ কণ্ঠে বলল কমাণ্ডার ফিশার। ক্যাপ্টেনের কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে পেরেছে। অল্প যে-ক'জন মানুষ আইস স্টেশনের চার নম্বর লেভেলের রহস্য জানে, তার মধ্যে সে একজন। তাড়াতাড়ি ঘুরল অন্যান্য অফিসারদের দিকে। 'মিটিং শেষ। সবাই নিজ নিজ কাজে যাও। খবরদার, কেউ এ-বিষয় নিয়ে আর কোনও কথা বলবে না।'

অফিসাররা চলে গেলে একজন রেডিওম্যান উদয় হলো। হাতে একটা ক্লিপবোর্ড, ক্যাপ্টেন গরডনের কাছে এসে বলল, 'এক্সকিউজ মি, স্যর, ফ্লিট হেডকোয়ার্টার থেকে জরুরি একটা মেসেজ এসেছে আপনার জন্য। ফ্ল্যাশ ট্রাফিক।'

ভুরু কোঁচকালেন ক্যাপ্টেন। 'ফ্ল্যাশ ট্রাফিক! ন্যাভস্যাট কি

কাজ করছে?'

মাথা ঝাঁকাল রেডিওম্যান। 'সোলার স্টর্মের ব্রেকের সময়টায় সিগনাল রিসিভ করতে পারছি। কপাল ভাল, মেসেজটা একটা ব্রেকের মাঝখানে এসেছে। অবশ্য... *ভিএলএফ*-এও রিপিট করা হচ্ছে ওটা।'

বিস্ময় বোধ করলেন গরডন। সব চ্যানেলে ব্রডকাস্ট করা হচ্ছে মেসেজ... কেন? হাত বাড়িয়ে ক্লিপবোর্ডটা নিলেন তিনি, রেডিওম্যানকে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।'

নিজের স্টেশনে ফিরলেন ক্যাপ্টেন, দ্রুত এনক্রিপশন ভাঙলেন মেসেজের। তারপর পড়লেন ওটা। সাবজেক্ট হেডিঙে লেখা: *অতিথিরা নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছুচ্ছে।* তারপর মূল বার্তা। সেটা এ-রকম:

*পোলার স্যাটেলাইট কনফার্ম করছে—কো-অর্ডিনেট আলফা ফাইভ টু ডেসিমেল এইট ড্যাশ থ্রি সেভেনে ভেসে উঠেছে একটি রাশান আকুলা-টু ক্লাস সাবমেরিন। নাম ড্রাকন, নর্দার্ন ফ্লিটের ফ্ল্যাগ সাবমেরিন, রিয়ার অ্যাডমিরাল ভ্যালেরি নিকোলায়েভ ওটার সিনিয়র অফিসার অন বোর্ড। দূরত্ব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে, অতিথিরা নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছুবেন ড্রিফট স্টেশন ওমেগায়। টাইমটেবলের এই পরিবর্তনের কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে প্রুডো বে-র সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছি আমরা, ওটা স্যাবোটাজ ছিল। কারা এর পিছনে জড়িত, সেটা এখন পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না।*

*বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে পোলার সেন্টিনেলকে*

*সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় থাকবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অন্য কোনও নির্দেশ না পাওয়া... কিংবা উস্কানিমূলক কোনও ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত অতিথিদেরকে বন্ধুপ্রতীম বলে ধরে নিতে হবে এবং সেভাবেই আপ্যায়ন করতে হবে। তবে ওমেগা ড্রিফট স্টেশন এবং আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করা এখনও পোলার সেন্টিনেলের জন্য টপ প্রায়োরিটি বলে গণ্য করতে হবে।*

*মিশনে সহায়তা করার জন্য ডেল্টা ফোর্সের টিম পাঠানো হচ্ছে। ওদের অপারেশনাল কন্ট্রোলার (ল্যাংলি থেকে নির্বাচিত) আগেভাগেই পৌঁছুবে মিশন এরিয়ায়। এ-ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে দেয়া হবে।*

*শুভকামনা রইল। যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থেকো।*

*—অ্যাডমিরাল হেনরি বেকেট, কমাণ্ডার অভ প্যাসিফিক ফ্লিট।*

ক্লিপবোর্ডটা সরিয়ে রেখে চোখ মুদলেন ক্যাপ্টেন গরডন। বোঝার চেষ্টা করলেন মেসেজের মর্মার্থ। ল্যাংলি থেকে নির্বাচন করা হয়েছে ডেল্টা ফোর্সের অপারেশনাল কন্ট্রোলার, তারমানে পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে সিআইএ জড়িত। ওদের আণ্ডারে দেয়া হচ্ছে ডেল্টা ফোর্সের টিম—লক্ষণটা শুভ নয়। ব্ল্যাক অপসের গন্ধ পাচ্ছেন তিনি। প্যাসিফিক ফ্লিট কমাণ্ডকে ওই কন্ট্রোলারের পরিচয়ও জানানো হয়নি—এর অর্থ নেভিকে অন্ধকারে রাখতে চাইছে সিআইএ। শঙ্কিত হয়ে ওঠার হাজারটা কারণ দেখতে পাচ্ছেন গরডন। যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে বলেছেন অ্যাডমিরাল, তারমানে খারাপ কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কী সেটা?

চোখ খুলে এক্স.ও.-র দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন। দ্বিধা ঝেড়ে নির্দেশ দিলেন, 'কমাণ্ডার ফিশার, জাহাজ থেকে এখুনি সমস্ত সিভিলিয়ানকে নামিয়ে দাও। শোর লিভ বাতিল করছি আমি, বিজ্ঞানীদেরকে ওমেগায় পৌঁছে দিয়ে সমস্ত ক্রু-কে ফিরিয়ে আনো সেণ্টিনেলে। কুইক!'

একটু অবাক হলো ফিশার, তবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, স্যর।'

'আর হ্যাঁ, সবাই এসে গেলে সেণ্টিনেলকে তৈরি রাখবে... যেন আমার নির্দেশ পাওয়ামাত্র ডাইভ দিতে পারো।'

চিফ অভ দ্য ওয়াচ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তাঁর দিকে। 'আমরা কি প্রুডো বে-তে যাচ্ছি, স্যর?'

'না।' ব্রিজ ক্রু-দের আগ্রহী মুখগুলোর উপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনলেন ক্যাপ্টেন। জানেন, অ্যাকশনের জন্য প্রুডো বে যাবার প্রয়োজন নেই, যা ঘটার তা এখানেই ঘটতে চলেছে খুব শীঘ্রি। ক্রু-রা সেটা যথাসময়ে টের পাবে। তিনি শুধু বললেন, 'যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে আমাদেরকে, বয়েজ। ...এবং পরিস্থিতি বলতে আমি সবচেয়ে খারাপটাই বোঝাচ্ছি।'

কাকটোভিক, আলাস্কা।

টারমাকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা টুইন অটারের চারপাশে ঘুরছে অ্যাবি, হাতে ফ্ল্যাশলাইট। বোঝার চেষ্টা করছে, আকাশযুদ্ধে কতখানি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ওর বিমানের। একটা ডানায় অনেকগুলো বুলেটের গর্ত চোখে পড়ল, তবে কাঠামোগত কোনও ড্যামেজ নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ফুটোগুলো ডাক্ট টেপ দিয়ে মুড়ে দিলেই হয়, আপাতত আর কোনও মেরামত না করলেও চলবে।

আধঘণ্টা হলো কাকটোভিকের তুষারে ছাওয়া ছোট্ট ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপে নেমে এসেছে ওরা। ফিউয়েল ততক্ষণে তলানিতে পৌঁছে গেছে, খক খক করে কাশছিল ইঞ্জিন। আরেকটু দেরি হলেই বিপদে পড়তে হতো। কপাল ভাল, তেমন কিছু ঘটেনি। ল্যাণ্ড করবার পরেই রানা, ম্যাসন আর রিচার্ডকে এয়ারস্ট্রিপের পাশের হ্যাঙারে পাঠিয়ে দিয়েছে, ওখানে একটা মেকশিফট ডাইনার আছে, সেরে নিতে বলেছে খাওয়া-দাওয়া। ও রয়ে গেছে রিফিউয়েলিং আর বিমানের ড্যামেজ অ্যাসেসমেণ্টের জন্য। রানা সাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু রাজি হয়নি অ্যাবি, বলতে গেলে জোর করেই ওকে পাঠিয়েছে ম্যাসন আর রিচার্ডের সঙ্গে, বলেছে সবার জন্য খাবারের অর্ডার দিতে। সঙ্গী হিসেবে রয়ে গেছে শুধু লোবো, ঘুরঘুর করছে আশপাশে। মাথা ঘুরিয়ে চকিতের জন্য ডাইনারের দিকে তাকাল অ্যাবি, ঘোলা কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সবাইকে, সামনে কফির মগ, ব্যস্ত গল্প-গুজবে। ইনুইট এক তরুণী ওখানকার ওয়েইট্রেস, মেয়েটা টেবিলের সামনে আসতেই ছেদ পড়ল আলোচনায়, হাসিমুখে কী যেন বলতে শুরু করল রানা মেয়েটাকে। বুকের মধ্যে ঈর্ষা অনুভব করল অ্যাবি, পরক্ষণেই চোখ রাঙাল নিজেকে। যে-কোনও মেয়ের সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলতে পারে রানা, ওতে ঈর্ষার কী আছে? ওর তো কেউ না ওই বাঙালি যুবক!

যুক্তিতে শান্ত হলো না মন। দুত্তোর বলে চোখ ফিরিয়ে নিল অ্যাবি। ঘুরে চলে এল বিমানের অন্যপাশে। বিশালদেহী এক মাঝবয়েসী লোক দাঁড়িয়ে আছে ফিউজেলাজের গায়ে হেলান দিয়ে, এক হাতে ধরে রেখেছে বিমানের গায়ে লাগানো ফিউয়েলিং হোস, ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। হেক্টর হ্যাডরন, কাকটোভিকের এয়ারস্ট্রিপের মালিক। অ্যাবির পূর্ব-পরিচিত।

'ফিউয়েলিঙের সময় সিগারেট ধরানো কি উচিত?' বাঁকা গলায় বলল অ্যাবি।

'কী করব?' কাঁধ ঝাঁকাল হেক্টর। 'বউয়ের সামনে ধরাতে পারি না যে!' ইশারা করল ডাইনারের দিকে। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যবয়সী স্ত্রী।

এককালে শেরিফস্ ডিপার্টমেন্টে কাজ করত হেক্টর, প্যাট্রোল ফ্লিটের বোটগুলোর দেখাশোনা করত। পরে টাকা জমিয়ে চলে আসে কাকটোভিকে, পুরনো হ্যাঙারটা ভাড়া নিয়ে একটা রিপেয়ার শপ খুলে বসে। কয়েক বছর পরে একটা সাইট-সিয়িং কোম্পানিও চালু করে সে, আলট্রালাইট বিমানে চাপিয়ে ট্যুরিস্টদেরকে ন্যাশনাল রিজার্ভ ফরেস্টের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনত। অয়েল এক্সপ্লোরেশনের কল্যাণে বড় হয়েছে সেই ব্যবসা—ট্যুরিস্টদের পাশাপাশি এখন জিয়োলজিস্ট, রিপোর্টার আর সরকারি লোকজনও তার কাস্টোমার। সম্প্রতি পুরো এয়ারস্ট্রিপটা লিজ নিয়েছে সে, বড় করেছে আলট্রালাইট বিমানের বহর।

ফিউয়েল হোসের গজের দিকে তাকাল হেক্টর, বন্ধ করল তেলের প্রবাহ। বলল, 'ভরে গেছে ট্যাঙ্কি।' হোসটা খুলে নিল বিমানের গা থেকে। 'দুটোই।'

'ধন্যবাদ, হেক্টর।'

'নো প্রবলেম, অ্যাবি।' হোস গোটাতে শুরু করল হেক্টর। 'বুলেটের গর্তগুলো কীভাবে হলো, জানতে পারি?'

'লম্বা কাহিনি। পরে নাহয় কখনও বলব। অনেককিছু এখনও অস্পষ্ট।'

'যেমন তোমার মর্জি,' মুচকি হাসল হেক্টর। 'কিন্তু ওই সুপুরুষটা কে, বলো দেখি! আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। আমেরিকানও মনে হচ্ছে না। নতুন বয়ফ্রেণ্ড?'

'রানার কথা বলছ? না, না, বয়ফ্রেণ্ড না। স্রেফ ফ্রেণ্ড। মাসুদ রানা... নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর। ছুটি কাটাতে এসেছে আলাস্কায়।'

'যা-ই বলো, এমন হ্যাণ্ডসাম ছেলে খুব একটা চোখে পড়ে না। তোমার পাশে খুব মানাবে কিন্তু ওকে।'

'ধ্যাৎ! কী যে বলো না!' মুখ আরক্ত হলো অ্যাবির।

'কাম অন! বিমান থেকে নামার পর কীভাবে তাকাচ্ছিলে তুমি ওর দিকে... তা লক্ষ করেছি আমি।'

'ওটা ছিল কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি... প্রশংসার দৃষ্টি। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে এনেছে রানা। সেজন্যেই হয়তো...'

'দুঃসাহসী বলতে চাইছ? অনেক মিল তা হলে তোমাদের মধ্যে। দারুণ জুটি হবে...'

'থামবে?' প্রায় ধমকে উঠল অ্যাবি। হেক্টরের চেহারা থেকে হাসি মুছে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'আ... আমি দুঃখিত, হেক্টর। আসলে এ-সব নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা...'

'ঠাট্টা করছি না, অ্যাবি,' বলল হেক্টর গম্ভীর গলায়, 'আমি সিরিয়াস। উপযুক্ত এক সঙ্গীর দরকার আছে তোমার। আর কতদিন এভাবে একা থাকবে?'

'একা থাকাই ভাল,' ভারী গলায় বলল অ্যাবি। 'আমি একটা অপয়া মেয়ে। আমার কপালে সুখ নেই। কেন খামোকা আরেকজনকে এ-জীবনের সঙ্গে জড়াব?'

'কেন বলছ এ-কথা? স্বামী-সন্তানকে হারিয়েছ বলে? দুর্ভাগ্য কি আসতে পারে না মানুষের জীবনে? তাই বলে সুখী হবার চেষ্টা করবে না... এটা কেমন কথা? বয়স তো এমন কিছু হয়নি, নতুন করে জীবন শুরু করতে বাধা কোথায়?'

'আমার জায়গায় যদি তুমি থাকতে...'

তিক্ত হাসি হাসল হেক্টর। 'ভাবছ তোমার চেয়ে খুব ভাল আছি আমি বা জিল? আজ পর্যন্ত বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি আমাদের। কোনোদিন হবেও না—ডাক্তাররা বহুদিন আগে জানিয়ে দিয়েছে

এ-কথা। তাই বলে কি হতাশার সাগরে ডুবে গেছি আমরা? না, বরং ভুলে যেতে চেয়েছি ওই সত্যকে। যা আছে, তা-ই নিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করেছি। কষ্ট হয়েছে... অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়েছে... কিন্তু হাল ছাড়িনি কোনোদিন।'

চোখ তুলে তার দিকে তাকাল অ্যাবি। বলল, 'সেজন্যে শ্রদ্ধা করি তোমাদেরকে, অবাক হই। কিন্তু প্লিজ... আমাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে বোলো না। নতুন করে জীবন শুরু করতে পারব না আমি। অতীতকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। স্বামী আর ছেলের স্মৃতিকে ভুলতে পারব না কিছুতেই।'

'যেখানেই থাকুক তোমার স্বামী আর ছেলে...' উদাস গলায় বলল হেক্টর, '...আমার মনে হয় না ওরা চায় তুমি বাকি জীবন অসুখী হয়ে থাকো। যাক গে, যা বলার বলে দিয়েছি আমি। মাসুদ রানা নামের ওই ভদ্রলোককে প্রথম দেখাতেই খুব ভাল লেগে গিয়েছিল, সেজন্যেই...' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তুমি যদি না চাও তো আমার আর কী করার আছে?'

ডাইনারের দরজা খুলে গেল। ওখান দিয়ে উঁকি দিল হেক্টরের স্ত্রী—জিল হ্যাডরন। কড়া গলায় বলল, 'অ্যাই, তোমরা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ওখানে? খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে তো!'

'আসছি, ডিয়ার!' গলা চড়িয়ে বলল হেক্টর।

'অ্যাবি, কুকুরটা আসতে পারে, কিন্তু ওই লোকটাকে বলে দাও—সিগারেট নিয়ে ওকে আমি দরজা পেরুতে দেব না।'

'দেখলে তো?' গোমড়া মুখে অ্যাবিকে বলল হেক্টর, 'কী এক স্বৈরাচারী মহিলার সঙ্গে বাস করছি!'

হেসে ফেলল অ্যাবি। 'সিগারেট ফেলে দেয়াই মনে হয় ভাল। জিলকে রাগানো উচিত হবে না তোমার।'

আধ-খাওয়া সিগারেট পায়ের তলায় পিষে ফেলল হেক্টর। অ্যাবিকে নিয়ে এগোল ডাইনারের দিকে।

# ষোলো

ড্রাকনের কন্ট্রোল স্টেশনে বসে আছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ, চোখ সামনের ভিডিও মনিটরে। সাবমেরিনের বাইরে একটা ক্যামেরা বসানো হয়েছে, সেটার ফিড ফুটে উঠছে পর্দায়। সাবমেরিনের এক্সটেরিয়র লাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে মাথার উপরের ভাসমান বরফের স্তর। থারমাল সুট পরা চারজন ডাইভার গত আধঘণ্টা ধরে ওখানে একটা টাইটেনিয়ামের গোলক বসাচ্ছে। আইস-ক্যাপের তলা ফুটো করে এক মিটার লম্বা বেশ ক'টা অ্যাঙ্করিং বোল্ট লাগাতে হচ্ছে তাদেরকে, সেই বোল্টের সঙ্গে আটকানো হচ্ছে গোলকের ক্ল্যাম্প। পুরো জিনিসটা মাকড়সার মত সেঁটে যাচ্ছে আইস-ক্যাপের পেটের তলায়।

এ-ধরনের মোট পাঁচটা ডিভাইস এনেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, এটাই শেষ। বাকি চারটে লাগানো হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। মোটামুটি একশো বর্গকিলোমিটার এলাকার একটা বৃত্তের পাঁচটা পয়েন্টে বসানো হয়েছে ডিভাইসগুলো। কাল্পনিক দাগ টানা হলে পয়েন্টগুলো পরিণত হবে পাঁচ-মাথার একটা নিখুঁত তারকায়। এখন শুধু মাস্টার ট্রিগার বসানো বাকি... সেটা বসাতে হবে বৃত্তের ঠিক মাঝখানে।

ডাইভারদেরকে ছাড়িয়ে সামনের কালো পানির দিকে নজর

চলে গেল রিয়ার অ্যাডমিরালের। কল্পনার চোখে দেখতে পেলেন বিশাল সেই বরফ-দ্বীপ, আর তার ভিতরে লুকানো আইস স্টেশনটাকে। ট্রিগার স্থাপন করবার জন্য এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।

মস্কো থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, পিতার গবেষণার সমস্ত নিদর্শন সংগ্রহ করতে হবে নিকোলায়েভকে, তারপর ধ্বংস করে দিতে হবে আইস স্টেশন। কিন্তু কেউ জানে না, আরও বড় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন তিনি।

মনিটরের উপর আবার মনোযোগ দিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। ডিভাইস আটকানো হয়ে গেছে। একজন ডাইভার ওটার গায়ের সুইচ চাপতেই ঠিক মাঝ বরাবর একসারি নীলচে আলো জ্বলে উঠল। ব্যস, অ্যাকটিভেট হয়ে গেছে ওটা। আলোর তলায় ফুটে উঠেছে রাশান আর্কটিক অ্যাণ্ড অ্যান্টার্কটিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটের মনোগ্রাম।

'এগুলো স্রেফ সায়েন্টিফিক সেন্সর?' পাশ থেকে জানতে চাইল ক্যাপ্টেন আন্তন রুশকিন। কণ্ঠে সন্দেহের ছাপ স্পষ্ট।

'হ্যাঁ,' শান্ত গলায় বললেন নিকোলায়েভ। 'ব্যাথিমেট্রি টেকনোলজির লেটেস্ট আবিষ্কার। সি-লেভেলের ওঠানামা, স্রোতের গতি-প্রকৃতি, পানির লবণাক্ততা, বরফের ঘনত্ব... সবকিছু মাপা যাবে এই একটামাত্র ডিভাইসের সাহায্যে।'

ভুরু কোঁচকাল রুশকিন। বোকা নয় সে। অনেককিছুই আঁচ করতে পারে। কাগজে-কলমে তার মিশন হলো—রিয়ার অ্যাডমিরালকে কূটনৈতিক কাজে নিয়ে যেতে হবে আমেরিকান এক রিসার্চ স্টেশনে। কিন্তু হাবভাবে সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, এর পিছনে আরও কিছু আছে। যে-সব ইকুইপমেণ্ট আর অস্ত্র-শস্ত্র তোলা হয়েছে ড্রাকনে, তা কূটনৈতিক কাজে লাগতে পারে না। রিয়ার অ্যাডমিরাল যে এফএসবি-র তরফ থেকে গোপন একটা

মেসেজ পেয়েছেন, সেটাও তার অজানা নয়। কী ধরনের নির্দেশ এসেছে সে-বার্তায়, কে জানে।

'আপনি বলতে চাইছেন, এগুলোর কোনও মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশন নেই?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সে। 'যেমন ধরুন, আমেরিকানদের ট্রান্সমিশনে আড়ি পাতা বা অন্য কিছু...'

কোনও জবাব দিলেন না নিকোলায়েভ। যা খুশি ভাবুক ক্যাপ্টেন, তাঁর কিছু যায়-আসে না। ডিভাইসটাকে আড়ি পাতার যন্ত্র ভাবলে বরং ভালই হয়।

রিয়ার অ্যাডমিরালের নীরবতার ভুল অর্থ করল রুশকিন। সন্তুষ্টির হাসি হাসল। ভাবছে ধরে ফেলেছে রহস্যটা। তার ভুল ভাঙানোর কোনও চেষ্টা করলেন না নিকোলায়েভ। আসল রহস্য যথাসময়ে জানবে লোকটা।

এক দশক আগে, আর্কটিক অ্যাণ্ড অ্যাণ্টার্কটিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট... সংক্ষেপে এএআরআই-এর বাছাই করা কিছু বিজ্ঞানীকে নিয়ে একটা প্রজেক্ট শুরু করেছিলেন তদানীন্তন ক্যাপ্টেন নিকোলায়েভ। কেউ সেটাকে অস্বাভাবিক ভাবেনি, সেভেরোমরস্ক নেভাল কমপ্লেক্সে সবসময়েই কোনও না কোনও পোলার রিসার্চ প্রজেক্ট চলতে থাকে। তবে শকওয়েভ নামের এই বিশেষ প্রজেক্টটা, পরিচালিত হচ্ছিল নিকোলায়েভের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে। রিসার্চার-রা শুধুমাত্র তাঁর কাছেই রিপোর্ট করত, আর কারও কাছে নয়। অন্যান্য হাজারো প্রজেক্টের মাঝে নিজের প্রজেক্টের খবর লুকিয়ে রাখতে কোনও অসুবিধে হয়নি নিকোলায়েভের। কেউ কখনও এই প্রজেক্ট নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেনি... এমনকী দু'বছর আগে প্রজেক্টের ছয় বিজ্ঞানী যখন বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেল, তখনও কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কাগজে-কলমে ওখানে স্রেফ সমাপ্তি ঘটেছে প্রজেক্ট শকওয়েভের। সেভেরোমরস্ক নেভাল কমপ্লেক্সে চলতে থাকা গবেষণা কাজের

ব্যাপারে এমনই উদাসীন কর্তৃপক্ষ। কেউ জানেও না, দুর্ঘটনার অন্তত এক বছর আগে সফল হয়েছে প্রজেক্ট। টাইটেনিয়ামের ওই গোলক সেই প্রজেক্টেরই ফলাফল।

শুরুটা ছিল খুব সাধারণ—১৯৭৯ সালে একটা রিসার্চ পেপার প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল গ্লোবাল ওয়ার্মিঙের সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইডের সম্পর্ক এবং এর সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে। পোলার আইস ক্যাপ গলে গেলে কী ঘটবে, সে-ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল বিশ্বকে। বলা বাহুল্য, রাশায় এই ঝুঁকি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার দায়িত্ব পায় আর্কটিক অ্যাণ্ড অ্যান্টার্কটিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট। লম্বা একটা সময় ধরে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ওরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়: গ্রিনল্যাণ্ড আর অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলে গেলে দুনিয়াজুড়ে সি-লেভেল বেড়ে যাবে পুরো দুইশ' ফুট! কিন্তু উত্তর মেরুর বরফ নিয়ে অমন চিন্তার কিছু নেই বলে রায় দেয় ওরা। ওই বরফ এমনিতেই পানিতে ভাসছে, কাজেই গলে গেলেও পানির উচ্চতা বেশি বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অনেকটা গ্লাস-ভর্তি পানিতে আইস কিউব গলবার মত ব্যাপার আর কী।

মোটামুটি বছর দশেক চলেছে এই থিয়োরি, এরপরেই এএআরআই-এর এক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন—পৃথিবীর ডগা থেকে রাতারাতি পোলার আইস ক্যাপ উধাও হয়ে গেলে ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। আর্কটিক সাগরের ইনসুলেটর হিসেবে কাজ করে আইস ক্যাপ, এ-জিনিস না থাকলে সৌরশক্তি প্রতিফলিত করবার ক্ষমতা হারাবে সাগরটা। পানি বাষ্পীভূত হবে অতি দ্রুত, অ্যাটমোস্ফিয়ারে ঢুকে পড়বে অস্বাভাবিক বেশি পরিমাণে জলকণা। এই জলকণা পুরো পৃথিবীজুড়ে বাড়িয়ে দেবে বৃষ্টিবাদল আর তুষারপাত। এর ফলে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটবে পরিবেশে। দেখা দেবে বন্যা, ক্ষতি করবে কৃষিকাজের, নষ্ট হয়ে

যাবে ইকোসিস্টেম। অচল হয়ে পড়বে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি। নড়ে যাবে পৃথিবীর ক্ষমতার ভারসাম্য।

ব্যাপারটার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৯৭ সালে, যখন প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ স্রোতের গতিপথে সামান্য পরিবর্তন ঘটল। এর ফলে তীব্র তাপপ্রবাহে আক্রান্ত হলো ইন্দোনেশিয়া আর মালয়েশিয়া-সহ প্যাসিফিকের পশ্চিমদিকের সমস্ত দ্বীপ... সেইসঙ্গে পেরু থেকে শুরু করে মেক্সিকো পর্যন্ত সেন্ট্রাল আমেরিকার সবগুলো দেশ। জাতিসংঘের হিসেবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল সে-সময়, অর্থনীতিতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল নব্বুই বিলিয়ন ডলারের। এ কেবল এক বছরের হিসাব, তাপপ্রবাহ দীর্ঘ সময় অক্ষুণ্ন থাকলে আরও কত কী ঘটতে পারত, তা কল্পনা করা যায় না। পোলার আইস ক্যাপ গলে গেলে ঠিক তেমনই একটা ঘটনা ঘটবে। তবে তার প্রভাব শুধু আর্কটিক সাগরে সীমাবদ্ধ থাকবে না, ছড়িয়ে পড়বে পুরো পৃথিবীর বুকে। বদলে যাবে পরিবেশ ও জলবায়ু... এমন এক বিপর্যয় দেখা দেবে, যা দুনিয়ার ইতিহাসে কোনোদিন দেখা যায়নি।

বলা বাহুল্য, এ-ধরনের সম্ভাবনার সপক্ষে জোরালো প্রমাণ থাকায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে সবাই। গঠন করা হয় বড় বড় বিশেষজ্ঞ-দল, তাঁরা খোঁজ নিতে শুরু করেন, কোনোভাবে পোলার আইস ক্যাপ গলিয়ে দেয়া সম্ভব কি না। তবে খুব শীঘ্রি জানা গেল, আইস ক্যাপ গলাবার জন্য যে-ধরনের এনার্জি দরকার, তার অস্তিত্ব নেই পৃথিবীতে। এমনকী নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন ঘটিয়েও এ-কাজ করা সম্ভব নয়। ফলে ওখানেই চুকে-বুকে গেল ব্যাপারটা।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে এএআরআই-এর এক বিজ্ঞানী হাজির হলেন ইন্টারেস্টিং আরেক থিয়োরি নিয়ে। তাঁর মতে, বিপর্যয়ের জন্য গোটা আইস ক্যাপ গলানোর কোনও প্রয়োজন নেই,

প্রয়োজন শুধু এর ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়া। যদি আইস ক্যাপের সামান্য অংশ গলিয়ে দেয়া যায়, এবং বাকিটুকুকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয়, তা হলে আর্কটিকের একটা গ্রীষ্মই অবশিষ্ট কাজ করবার জন্য যথেষ্ট। আইসক্যাপ ভেঙে দেয়া হলে সূর্যকিরণ সাগরপৃষ্ঠের অনেক বেশি জায়গায় পৌঁছুতে পারবে, গরম করে তুলতে পারবে ভাঙা বরফের আশপাশের পানি। ফলে ছোট টুকরোগুলো সহজেই গলে যাবে গরম পানির সংস্পর্শে এসে। সোজা কথায়—নিউক্লিয়ার বোমার প্রয়োজন নেই, সূর্যকে কাজে লাগিয়েই ঘটানো সম্ভব বিপর্যয়। বসন্তের শেষভাগে যদি ওটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়া যায়, তা হলে গ্রীষ্মের শেষে আইস ক্যাপের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

কথা হলো, কীভাবে করা যাবে এ-কাজ? উত্তরটা পাওয়া গেল ১৯৯৮ সালে। এএআরআই-এর আরেক বিজ্ঞানী গবেষণা করছিলেন আর্কটিক আইস প্যাকের ক্রিস্টালাইযেশন এবং প্রেশার রিজের গঠন নিয়ে। সাগরের স্রোতের প্রভাব বিশ্লেষণ করে হারমোনিক্স-এর থিয়োরি খাড়া করেন তিনি। এই থিয়োরি হচ্ছে: বরফ আসলে অন্য যে-কোনও স্ফটিকের মতই ঠুনকো এক বস্তু, তীব্র প্রেশারের মাঝে সঠিক ফ্রিকোয়েন্সির শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে জায়গামত আঘাত হানতে পারলেই পুরো আইস ক্যাপ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ঠিক কাঁচের মত!

হারমোনিক্সের এই থিয়োরি থেকেই উৎপত্তি হয় প্রজেক্ট শকওয়েভের। বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য ছিল কৃত্রিমভাবে এমন একগুচ্ছ হারমোনিক ওয়েভ এবং হিট সিগনেচার তৈরি করা, যার সাহায্যে পোলার আইস ক্যাপ ভেঙে চুরমার করে দেয়া যায়।

ভিডিও মনিটরে জ্বলজ্বল করছে টাইটেনিয়ামের গোলক, উত্তেজনা অনুভব করলেন নিকোলায়েভ। কবজিতে একটা রিস্ট মনিটরও

আছে তাঁর, তাকালেন সেটার দিকে। প্লাজমা স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করছে পাঁচটা বিন্দু—নির্দেশ করছে সবগুলো ডিভাইসের অবস্থান। ঠিক মাঝখানে জ্বলবে আরেকটা বিন্দু, যখন তিনি মাস্টার ট্রিগারটা ইন্সটল করবেন। বেশি দেরি নেই তার। হালকা এক টুকরো হাসি ফুটল রিয়ার অ্যাডমিরালের ঠোঁটে।

প্রজেক্ট শকওয়েভের মৃত বিজ্ঞানীরা ডিভাইসের তারকা-প্রতিম কনফিগারেশনের নাম দিয়েছিল *পোলারিস অ্যারে*... ধ্রুবতারার নামে। তবে নিউক্লিয়ার পাওয়ারের মাস্টার ট্রিগারটার নাম অনেক বেশি টেকনিকাল—ওটা একটা সাবসোনিক ডিজরাপ্টার ইঞ্জিন। অ্যাকটিভেট হবার পর দুই ধাপে কাজ করবে ওটা। প্রথমে একটা সনাতন আণবিক বোমার মত বিস্ফোরিত হবে, ধ্বংস করে দেবে এক মাইল ব্যাসের মধ্যকার সবকিছু; তবে তারপর ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক পালস ছড়াবে না অন্যান্য বোমার মত। তার বদলে ছড়িয়ে দেবে হারমোনিক ওয়েভ। এই তরঙ্গ একসঙ্গে আঘাত হানবে পাঁচটা গোলকের গায়ে, ঘটাবে পরবর্তী বিস্ফোরণ। হারমোনিক ওয়েভ সেই বিস্ফোরণের ধাক্কায় কয়েক গুণ শক্তিশালী হয়ে উঠবে, ছড়িয়ে পড়বে আরও বেশি জায়গা জুড়ে। পুরো পোলার আইস ক্যাপে ফাটল ধরানোর জন্য সেটাই হবে যথেষ্ট।

রুমাল দিয়ে রিস্ট মনিটর পরিষ্কার করলেন নিকোলায়েভ, তারপর ওটা ঢুকিয়ে ফেললেন শার্টের হাতার তলায়। খেয়াল করলে দেখা যাবে, ওটার এক কোণে লাল রঙের একটা হৃৎপিণ্ড আকৃতির আইকন জ্বলছে-নিভছে... রিয়ার অ্যাডমিরালের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে ওটা।

অস্থিরতা অনুভব করলেন নিকোলায়েভ, আর তর সইছে না। কিন্তু এ-ও জানেন, অস্থির হয়ে লাভ নেই। ধৈর্য ধরতে হবে তাঁকে। এতদিন তো তা-ই করেছেন। পুরো দুইটা বছর! অপেক্ষায় ছিলেন মোক্ষম সুযোগের... অবশেষে পেয়েছেন সেটা।

ভাগ্যও তাঁকে সহায়তা করেছে। নইলে এত বছর পর আবিষ্কৃত হবে কেন আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল? সেই জায়গা, যেখানে তাঁর পিতা ইগোর নিকোলায়েভ ঘুমিয়ে আছেন! মনের সব আশা পূর্ণ হবে এবার। পিতার মৃতদেহ উদ্ধার করবেন, তাঁকে শেষ বিদায় জানাবেন, তারপর ফাটিয়ে দেবেন পোলারিস ডিভাইস... বদলে দেবেন পৃথিবীটাকে।

ভিডিও মনিটরের উপর আবার নজর দিলেন নিকোলায়েভ। ড্রাকনের এক্সটেরিয়র লাইট নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আঁধারের মাঝে জ্বলজ্বল করছে পোলারিস ডিভাইসের নীল আলো। যেন পানির তলায় ওটা আরেক ধ্রুবতারা।

বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে প্রজেক্ট শকওয়েভ শুরু করেছিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ। ১৯৮৯ সালের এএআরআই রিপোর্টের শেষভাগের একটা অংশ পড়ে আইডিয়াটা মাথায় আসে তাঁর। পোলার আইস ক্যাপ ধ্বংস হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি আরেকটা ব্যাপার ঘটবে—আর সেটা হবে দীর্ঘমেয়াদী। বৃষ্টি ও তুষার হয়ে আর্কটিক সাগরের বাষ্পীভূত পানি ঝরবে স্থলভাগের উপরে, তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে সেই পানি পরিণত হবে বরফে... পুরো পৃথিবী ঢেকে যাবে গ্লেসিয়ার আর বরফের চাদরে। সূচনা ঘটবে নতুন এক বরফ যুগের!

পোলারিস ডিভাইসের আলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন নিকোলায়েভ। কঠোর হয়ে উঠল চেহারা। বরফে জমে মারা গেছেন তাঁর পিতা, তাঁকেও মুরমানস্কের এক বরফাচ্ছাদিত ঘাঁটিতে নির্বাসিত জীবনযাপনে বাধ্য করা হচ্ছে। এ-সব অবিচারের প্রতিশোধ নেবেন তিনি... পুরো দুনিয়াকে বরফে জমিয়ে দিয়ে!

# সতেরো

ভোর পাঁচটা তেতাল্লিশ।

পোলার আইস ক্যাপের উপর দিয়ে উড়ছে টুইন অটার। কো-পাইলটের সিট থেকে এক লাফে সূর্যকে দিগন্ত ডিঙিয়ে উঠে আসতে দেখল রানা। নীচের বরফের গায়ে প্রতিফলিত হলো তীব্র আলো, আঘাত করল চোখে। অ্যাবির চোখে এভিয়েটর সানগ্লাস আছে, কিন্তু ওর চোখে নেই, মুখের সামনে হাত তুলতে হলো রোদের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য।

ওকে নড়তে দেখে মাথা ঘোরাল অ্যাবি। 'গুড মর্নিং!'

জবাবে একটু হাসল রানা। জানতে চাইল, 'কদ্দূর এসেছি?'

'আর বড়জোর আধঘণ্টা,' বলল অ্যাবি। 'আশা করি ব্রেকফাস্ট ধরতে পারব ওখানে পৌঁছে।'

'ভাল,' বলল রানা। কফি দরকার ওর, মাথা টনটন করছে। ঘুম পুরো হয়নি। কাকটোভিক থেকে টেকঅফ করার পর ও-ই দায়িত্ব নিয়েছিল ফ্লাইঙের... মেয়েটাকে ঘুমাতে দিয়েছে রাত তিনটে পর্যন্ত। অ্যাবি জেগে ওঠার পর চেষ্টা করেছিল নিজে ঘুমাতে, কিন্তু নানান দুশ্চিন্তায় এক হতে চায়নি দু'চোখের পাতা। ঘণ্টাখানেক আগে তন্দ্রায় ঢলে পড়েছিল, কিন্তু সেটা বিশ্রামের জন্য যথেষ্ট নয়।

সিটে সোজা হয়ে বসে জানালা দিয়ে বাইরে চোখ বোলাল রানা। সকালটা অদ্ভুত সুন্দর। দক্ষিণ-পুবদিক থেকে আসছে

নির্মল হাওয়া, সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আইস ক্যাপের উপর জমে থাকা কুয়াশা। নীচে দিগন্তবিস্তৃত শুভ্র প্রান্তর—কোথাও উঁচু-নিচু, কোথাও বা মসৃণ। কোথাও ধবধবে সাদা, কোথাও বা নীলচে রঙের পোঁচ। সদ্য উদয় হওয়া সূর্যের লালচে আলো আছড়ে পড়ছে এই বরফের বুকে, প্রতিফলিত হয়ে গোটা আকাশ রাঙিয়ে তুলছে রঙধনুর সাত রঙে।

'ঝড় আসছে,' ভারী কণ্ঠ শোনা গেল পিছন থেকে। ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন রিচার্ড ম্যানিটক। হাই তুললেন শব্দ করে।

'কোন্‌দিক থেকে?' ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল অ্যাবি।

রিচার্ড জবাব দেবার আগেই গোঙানির মত আওয়াজ করল ম্যাসন। বৃদ্ধ ইনুইটের পাশের সিটে গুটিসুটি হয়ে ঘুমাচ্ছিল, কথাবার্তা শুনে ঘুম ভেঙে গেছে। বিমানের পিছন দিক থেকে লোবোও মাথা বের করল। নিচু লয়ে গরগর করে উঠল প্রাণীটা।

সামনের দিকে ঝুঁকলেন রিচার্ড, আঙুল তাক করলেন উত্তরদিকের আকাশে। ওদিকটায় এখনও আবছা অন্ধকার, তার মাঝে সাদাটে কী যেন পাক খাচ্ছে।

'আইস ফগ,' বললেন তিনি। 'সূর্য ওঠা সত্ত্বেও কমছে তাপমাত্রা। তুষারঝড়ের লক্ষণ।'

'ঠিকই বলেছেন,' একমত হলো রানা। ওর চেহারা গম্ভীর হয়ে গেছে।

ঝড় মানেই বিপদ। মেরু এলাকার আবহাওয়ায় হালকা ঝড় বলে কিছু নেই। হয় ফকফকে পরিষ্কার থাকবে, নয়তো তুমুল আক্রোশ নিয়ে শুরু করবে তাণ্ডব। এই অক্ষাংশে বাতাসের গতিও হয় ভয়াবহ। লণ্ডভণ্ড করে দেয় সবকিছু। তুষারঝড়ের মাঝখানে দুই ফুটও দৃষ্টি চলে না।

অ্যাবির দিকে ফিরল রানা। 'ঝড় আসার আগেই পৌঁছুতে পারবে ড্রিফট স্টেশনে?'

'পারা উচিত,' জানাল মেয়েটা।

'ঝুঁকি নিয়ো না। যতটা দ্রুত পারো এগোও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কোলের উপর বিছিয়ে রাখা ম্যাপ স্টাডি করল অ্যাবি। বলল, 'মি. ম্যাসনের কো-অর্ডিনেটস্ যদি ঠিক থাকে, তা হলে বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা।'

'রেডিওতে যোগাযোগ করবে নাকি?' রিচার্ড জিজ্ঞেস করলেন। 'আমরা যে আসছি, সেটা ওদেরকে আগেভাগে জানিয়ে দেয়া ভাল না?'

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'কী চলছে ওখানে, তার কিছুই জানি না। এখুনি ওদেরকে সতর্ক করে দেবার কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া... রেডিও কমিউনিকেশন এখনও পুরোপুরি চালু হয়নি।'

রাতভর সমস্ত ওপেন চ্যানেলে রেডিও মনিটর করেছে ও। ভাঙা ভাঙা ট্রান্সমিশন যতটুকু রিসিভ করতে পেরেছে, তাতে বোঝা গেছে, প্রুডো বে-র দুর্ঘটনা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে সবখানে। ম্যাসনের ধারণাই ঠিক, নিউজ এজেন্সিগুলো তড়িঘড়ি করে লোক পাঠাতে শুরু করেছে অকুস্থলে।

সিটের উপর সিধে হলো ম্যাসন। বলল, 'আচমকা ওখানে হাজির হবার ব্যাপারে কী ব্যাখ্যা দেব আমরা? মিস ম্যানিটক অবশ্য ল'অফিসার হিসেবে তদন্তের দোহাই দিতে পারবেন...'

'উঁহুঁ,' অ্যাবি বলল। 'ওখানে আমার কোনও এখতিয়ার নেই। বোলচাল মারতে গেলে বরং ঝামেলা বাধার সম্ভাবনা আছে। তারচেয়ে সব ঘটনা খুলে বলব আমরা, সতর্ক করে দেব ওখানকার লোকজনকে। যারা আমাদের উপর হামলা চালিয়েছিল, মনে হয় না তারা খুব একটা পিছনে আছে।'

শূন্য আকাশে শঙ্কিত ভঙ্গিতে চোখ বোলাল ম্যাসন, যেন তাকালেই দেখতে পাবে ধাওয়াকারীদেরকে। 'ওখানে আমরা প্রোটেকশন পাব কি না, কে জানে।'

তার দিকে ফিরল রানা। 'ওমেগা বেইস সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বেশি জানেন আপনি। ওখানে কী ধরনের নেভাল কন্টিনজেন্ট আছে, বলতে পারেন?'

'আমাকে আসলে তেমন কোনও স্পেসিফিকস্ দেয়া হয়নি,' অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বলল ম্যাসন। 'প্রুডো বে-তে নামার পর কন্ট্যাক্টের কাছ থেকে সব জেনে নেবার কথা ছিল... কিন্তু সে-সুযোগ তো পেলাম না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। নাহ্, এই লোকের কাছ থেকে কোনও সাহায্যই পাওয়া যাচ্ছে না। নিজেই ভাবতে শুরু করল, একটা রিসার্চ স্টেশনে কী ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকতে পারে। নেভি যখন নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে, তারমানে অন্তত একটা সাবমেরিন আছে... সেইসঙ্গে বেইসের ভিতরে সিকিউরিটি পার্সোনেল। মিডিয়া ব্ল্যাকআউট পালন করছে ওরা, কাউকে সহজভাবে অভ্যর্থনা জানাবে বলে মনে হয় না। বাধাও দিতে পারে। অবশ্য ঝড়টা ওঠায় একটা উপকার হবে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় চাইলেও ওদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না রিসার্চ বেইসের লোকজন, আশ্রয় দিতেই হবে।

'ঠিক আছে, অ্যাবি যেভাবে বলেছে, সেভাবেই এগোব আমরা,' জানাল রানা সঙ্গীদেরকে।

পরের কিছুটা সময় নীরবতায় কাটল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সবাই। হঠাৎ রিচার্ড বললেন, 'উত্তরদিকে কী যেন দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত লাল রঙের বিল্ডিং।'

'হ্যাঁ, বিল্ডিং-ই,' রানা জানাল।

'ওটাই আমাদের ড্রিফট স্টেশন?' সাগ্রহে জানতে চাইল ম্যাসন।

'আমি শিয়োর না,' ম্যাপ মেলাল অ্যাবি। 'আপনার দেয়া কো-অর্ডিনেটসে পৌঁছুতে এখনও ছয় মাইল বাকি।'

'আমার মনে হয় এটাই,' বলল রানা। 'ড্রিফট স্টেশন নাম তো আর এমনি এমনি হয়নি। নিশ্চয়ই দ্বীপটা স্রোতে ভেসে ছ'মাইল সরে এসেছে।'

'মনে হয় ঠিকই বলছ।'

টুইন অটারের কোর্স বদলাল অ্যাবি, এগোল বিল্ডিংগুলোর দিকে। কাছাকাছি যেতেই পরিষ্কার হলো খুঁটিনাটি। বিল্ডিং নয়, আসলে ওগুলো জেমসওয়ে হাট—অত্যন্ত মজবুত, আর্কটিক অঞ্চলের কথা ভেবে তৈরি করা। বৃত্তাকার ফরমেশনে মোট পনেরোটা হাট দেখা যাচ্ছে, ঠিক মাঝখানটায় উঁচু একটা পোলের ডগায় উড়ছে আমেরিকার পতাকা।

'যাক, অন্তত একটা আমেরিকান বেইসে পৌঁছাচ্ছি,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ম্যাসন।

'এটা ওমেগা স্টেশন হতে বাধ্য,' জোর গলায় বলল রানা।

কয়েকটা ভেহিকল পার্ক করে রাখা হয়েছে বেইসের বাইরে। কাছেই রয়েছে একটা পলিনিয়া, সেখান থেকে একটা ট্র্যাক গেছে হাটগুলোর দিকে। আরেকটা ট্র্যাক দেখা গেল বরফের গায়ে—বেইস থেকে বেরিয়ে চলে গেছে দূরের পাহাড়ের উদ্দেশে। ঠিক কোন্ জায়গায় গেছে এই ট্র্যাক, বোঝা গেল না। তার আগেই বাঁক নিয়ে বিমানকে নীচের সঙ্গে অ্যালাইন করল অ্যাবি। বেইসের পাশের সমতল একটা জায়গায় ল্যাণ্ড করতে চলেছে।

টুইন অটারের ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এল কিছু মানুষ। সবার গায়ে পারকা, কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। পোলার ক্যাপের এই নির্জন এলাকায় বিনা নোটিশে কারও আগমন খুবই অস্বাভাবিক একটা ঘটনা। নীচের দিকে চোখ বুলিয়ে একটু স্বস্তি অনুভব করল রানা—লাল, নীল, সবুজ... হরেক রঙের পারকা দেখা যাচ্ছে। তারমানে এরা সবাই সিভিলিয়ান—সাধারণ মানুষ। একটা সাদা পারকা নেই ওদের

মাঝে। সাদা হলো আর্কটিক অঞ্চলের ক্যামোফ্লাজের রঙ... মিলিটারির পোশাক।

ল্যাণ্ডিং গিয়ার ডিপ্লয় করল অ্যাবি, নামিয়ে দিল ফ্ল্যাপ। তারপর উঁচু গলায় নির্দেশ দিল, 'সবাই সিটবেল্ট বাঁধুন!'

উপর থেকে সমতল দেখালেও আইসফিল্ড আসলে এবড়ো-খেবড়ো। স্কি-তে ভর দিয়ে তার উপর নেমে এল টুইন অটার, শুরু হলো প্রবল ঝাঁকুনি। পুরো ফিউজেলাজ যেন আর্তনাদ করে উঠল তাতে। দ্রুত পাওয়ার অফ করল অ্যাবি, এয়ারব্রেক ব্যবহার করল। গতি কমতে শুরু করল বিমানের। একটু পরে থেমে গেল পুরোপুরি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আরোহীরা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু বরফ আর বরফ। তার মাঝখানে বেমানানভাবে মাথা তুলে রেখেছে ড্রিফট স্টেশনের কুঁড়েগুলো।

'ওয়েলকামিং পার্টি আসছে।' টুইন প্রপেলারের গুঞ্জন থেমে গেলে বলে উঠল অ্যাবি।

ছ'টা স্নোমোবিল দেখতে পেল রানা, বেইসের দিক থেকে তুষার উড়িয়ে ছুটে আসছে। আরোহীদের পরনে নীল রঙের পারকা, বুকের কাছে নেভির ইনসিগনিয়া। নিশ্চয়ই বেইস সিকিউরিটি। কাছাকাছি এসে থামল তারা। সামনের স্নোমোবিল থেকে একজন আরোহী নেমে পড়ল। মুখের কাছে একটা বুলহর্ন তুলে নির্দেশ দিল:

'বিমান থেকে নেমে আসুন এক্ষুণি। দু'হাত মাথার উপর তুলে রাখবেন। পালানোর চেষ্টা, অথবা কোনও ধরনের সন্দেহজনক আচরণ দেখলে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হব আমরা।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। অভ্যর্থনার প্রকৃতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, খারাবি আছে কপালে!

আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল।

হতভম্ব হয়ে বায়োলজিস্ট টিমের কাজকর্ম দেখছে শ্যারন। রাতটা স্টেশনেই কাটিয়েছে ও, কিন্তু কল্পনা করতে পারেনি, রাতের ভিতর এত কিছু করে ফেলবে এরা। অবশ্য এ-ও ঠিক—স্নেক পিটের ভিতরে দিন-রাতের পার্থক্য বলে কিছু নেই। ঘুমানোর বা বিশ্রাম নেবার সময় সম্পর্কে সম্ভবত কোনও ধারণাই ছিল না ড. কনওয়ে বা তাঁর টিমের। ওদের কাণ্ড-কারখানা বিস্ময় নিয়ে দেখতে থাকল ও।

'সাবধান!' আইস রিঙ্কের ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন কনওয়ে। এত দূর থেকেও তাঁর ঠোঁট নড়তে দেখল শ্যারন।

প্রৌঢ় বায়োলজিস্টের তত্ত্বাবধানে একটা লাইটপোস্ট খাড়া করছে দু'জন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট। এই নিয়ে চারটা লাইট স্থাপন করা হলো ক্লিফ ফেসটাকে আলোকিত করে তুলবার জন্য। কাছাকাছি চলছে একটা ডিজেল জেনারেটর, বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে বাতি আর অন্যান্য ইকুইপমেন্টে। আইস রিঙ্কের উপর দিয়ে গেছে ওটার আঁকাবাঁকা তারের কুণ্ডলী।

জমাট বাঁধা জলাশয়টার উপরিভাগে বিভিন্ন জায়গায় গাঁথা হয়েছে ছোট ছোট লাল পতাকা। মোটামুটি একই অবস্থা ক্লিফ ফেসেরও। বেশ ক'টা স্টিলের মই ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে ওটার গায়ে। অসংখ্য পতাকা শোভা পাচ্ছে এখানে-ওখানে। বিভিন্ন স্পেসিমেনের অবস্থান নির্দেশ করছে ওগুলো। আইস রিঙ্কের কয়েক জায়গা আবার হলুদ ফিতে দিয়ে কর্ডন করে রাখা হয়েছে, বরফে আটকা পড়া গ্রেণ্ডেলগুলো রয়েছে ওখানে।

ড. কনওয়ের আবিষ্কারের খবর ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। শুধু বায়োলজি টিমই নয়, অন্যান্য ডিসিপ্লিনেরও বেশ কিছু কৌতূহলী সদস্যকে দেখা যাচ্ছে গুহার ভিতর। তাদের মাঝে সুইডিশ ওশনোগ্রাফার ড. মিকেলসেনকে দেখতে পেল শ্যারন। আইস

রিঙ্কের একপাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন তিনি, গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন বরফের দিকে। তাঁর দিকে এগিয়ে গেল ও।

গায়ে ছায়া পড়তেই চোখ তুলে তাকালেন মিকেলসেন। 'সুপ্রভাত, ড. বেকেট,' হাসিমুখে বললেন তিনি। 'আইস স্টেশনের ম্যাসকট দেখতে এসেছেন?'

'গতকালই দেখে গেছি,' বলল শ্যারন।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন মিকেলসেন। থুতনি চুলকালেন। 'অসাধারণ এক আবিষ্কার... কী বলেন?'

'হ্যাঁ। ঠিক যেন গল্পগাথার গ্রেণ্ডেল।'

'অ্যাম্বিউলোসিটাস নেটানস্,' শুধরে দিলেন মিকেলসেন। 'আরেকটু নির্দিষ্ট করে বললে... মানে, আমাদের হাভার্ড এক্সপার্ট যদি ভুল করে না থাকে আর কী... অ্যাম্বিউলোসিটাস নেটানস্ আর্কটোস্।'

মাথা ঝাঁকাল শ্যারন। অলরেডি আর্কটিক সাব-স্পিশিজের নাম জুড়ে দিয়েছেন ড. কনওয়ে, মানে প্রজাতিটাকে আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিতে দেরি করছেন না তিনি। 'কী মনে হয় আপনার?' মিকেলসেনকে জিজ্ঞেস করল ও। 'ক্লেইমটা কতখানি অথেনটিক?'

'থিয়োরিটা ইন্টারেস্টিং—প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর পোলার অ্যাডাপটেশন,' স্বীকার করলেন ওশনোগ্রাফার। 'কিন্তু এই থিয়োরি প্রমাণ করবার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে কেভিনকে।'

'গবেষণার জন্য স্পেসিমেনের অভাব নেই ওঁর,' মনে করিয়ে দিল শ্যারন।

'তা অবশ্য ঠিক। নিখুঁতভাবে জমাট বেঁধেছে প্রতিটা স্পেসিমেন। একটাকেও যদি ঠিকমত গলাতে পারে...'

কথা শেষ হলো না তাঁর, হৈচৈ-এর আওয়াজ শুনে মাথা

ঘোরালেন। ড. কনওয়ে উঁচু গলায় কথা বলছেন সুঠামদেহী একজনের সঙ্গে। ড. জেফরি বেনটন... জিয়োলজি টিমের প্রধান। শ্যারনকে বাদ দিলে ওমেগা স্টেশনের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সে-ই সর্বকনিষ্ঠ, টেনেটুনে চল্লিশ হতে পারে বয়স। কিন্তু তাই বলে পনেরো বছরের সিনিয়র কনওয়েকে ছেড়ে কথা বলছে না। মনে হলো যে-কোনও মুহূর্তে হাতাহাতি বেধে যাবে দু'জনের মধ্যে।

'মর জ্বালা,' বিরক্ত গলায় বললেন মিকেলসেন। 'গত একঘণ্টায় এই নিয়ে তিনবার লাগল ওরা!'

'দাঁড়ান, দেখি সমস্যাটা কী।' বলে পা বাড়াল শ্যারন।

'ডিপ্লোম্যাট সাজতে যাচ্ছেন?' বাঁকা গলায় জিজ্ঞেস করলেন মিকেলসেন।

'না... যাচ্ছি বেবিসিটার সাজতে,' মুচকি হেসে জবাব দিল শ্যারন।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝগড়ারত দুই বিজ্ঞানীর কাছে পৌঁছুল ও। কিন্তু ওকে যেন দেখতেই পেল না তারা।

ড. কনওয়ে বললেন, '...যতক্ষণ না সমস্ত স্পেসিমেন সংগ্রহ হচ্ছে, তার আগে এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না আমরা। এখনও তো ছবি তুলতেই শুরু করিনি!'

'চান তো এখানে ঘর-সংসারও শুরু করতে পারেন, আমার কোনও আপত্তি নেই,' খোঁচা মারা সুরে বলল বেনটন। 'কিন্তু এই ক্লিফ ফেস তৈরি হয়েছে ভলক্যানিক ব্যাসল্ট দিয়ে। ড্রিল করে এখান থেকে কয়েকটা স্যাম্পল তুলতেই হবে আমাকে।'

'কয়েকটা মানে ক'টা?'

'বিশটার বেশি নয়।'

রাগে মুখ লাল হয়ে গেল কনওয়ের। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? অতগুলো ফুটো করলে পুরো ক্লিফ ধসে পড়তে পারে। সমস্ত স্পেসিমেন আর ডেটা হারাব আমরা।'

'একগাদা মরা প্রাণীর চেয়ে আমার কাজ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ!' সমান তেজে বলল বেনটন।

'কী বললে?' চেঁচিয়ে উঠলেন কনওয়ে।

মারামারি বেধে যাবার উপক্রম। নাক না গলিয়ে উপায় নেই। কড়া গলায় শ্যারন ধমকে উঠল, 'থামবেন আপনারা?'

থমকে গেল দুই বিজ্ঞানী। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ওর দিকে। দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল শ্যারন। কোমরে হাত দিয়ে থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'সমস্যা কোথায়, জানতে পারি?'

'আপনি আসায় খুব ভাল হলো, ড. বেকেট,' হড়বড় করে বলল বেনটন। 'বায়োলজি টিমকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছি আমরা, কিন্তু ওঁরা আচরণ করছেন ঠিক একনায়কের মত। এখান থেকে স্যাম্পল সংগ্রহের অধিকার আমাদেরও আছে। এত বড় একটা আবিষ্কার...' ক্লিফ ফেসের দিকে ইশারা করল সে, '...সব ডক্টর কনওয়ের একার সম্পত্তি হতে পারে না।'

'আবোল-তাবোল বকছে ও,' ফুঁসে উঠলেন কনওয়ে। 'মাত্র এক রাত পেয়েছি আমরা সাইট প্রিপারেশনের জন্য। আমাদের কালেকশন প্রসিডিওর ওদের বুলডোজিং টেকনিকের চেয়ে অনেক বেশি ডেলিকেট। কেসটা স্রেফ প্রায়োরিটির। আমার কাজে ওরটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কিন্তু ওর কাজে আমার সমস্ত স্পেসিমেন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

'মিথ্যে কথা!' চেঁচাল বেনটন। 'সাবধানে কয়েক জায়গায় ড্রিল করব আমি; খেয়াল রাখব যাতে ফসিলগুলোর কোনও ক্ষতি না হয়।'

'ধুলো... ভাইব্রেশন... এগুলোকে ছোট করে দেখার কোনও অবকাশ নেই।' শ্যারনের দিকে তাকালেন কনওয়ে। 'আপনি কিন্তু গতকালই আমার প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন।'

মাথা ঝাঁকাল শ্যারন। 'জেফরি, ড. কনওয়ে ঠিকই বলছেন।

তা ছাড়া এত তাড়াহুড়োরও কিছু দেখছি না। পঞ্চাশ বছর ধরে এখানে আছে ক্লিফটা। আর দু'চারদিনে কোথাও পালিয়ে যাবে না। একটু ধৈর্য ধরুন।'

'অন্তত দশ দিন চাই আমার,' বলে উঠলেন কনওয়ে।

'তিনদিন পাচ্ছেন আপনি,' বলল শ্যারন। 'এরপর ড. বেনটন তাঁর স্যাম্পল জোগাড় করবেন। ঠিক আছে? আমি আর কিছু শুনতে চাই না।'

মুখ কালো হয়ে গেল দুই বিজ্ঞানীর। সিদ্ধান্তটাতে কেউই খুশি হয়নি। কিন্তু পরোয়া করল না শ্যারন। দু'জনই যদি অসন্তুষ্ট হয়, একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। একজন খুশি, আর অন্যজন খেপলেই মুশকিল। ওদেরকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ড. মিকেলসেনের কাছে ফিরে এল ও।

'চমৎকার সামলেছেন,' প্রশংসার সুরে বললেন ওশনোগ্রাফার। 'মনে হচ্ছিল আরেকটু হলেই নিলডাউন করিয়ে বেত মারবেন ওদেরকে।'

'সম্ভব হলে মন্দ হতো না,' শ্যারনও এবার হাসল।

'আসুন,' ইশারা করলেন মিকেলসেন। 'কীসের জন্য কনওয়ে অমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তা আপনাকে দেখাই।'

হাত ধরে শ্যারনকে ক্লিফ ফেসের ফাটলের দিকে নিয়ে চললেন তিনি। দ্বিধা ভর করল শ্যারনের ভিতরে। বিচ্ছিরি ওই দৃশ্য আবার দেখতে চায় না। 'ওই জায়গায় আমি গেছি, ড. মিকেলসেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের ঝগড়াটে বিজ্ঞানী এরপরে কী করেছে, তা কি দেখেছেন?'

কৌতূহল অনুভব করল শ্যারন এবার। দ্বিধা ঝেড়ে এগোল ফাটলের দিকে। আজ আর থারমাল সুট পরেনি ও; পরেছে স্রেফ জিন্স, বুট, উলের সোয়েটার আর একটা ধার করা পারকা।

ফাটলের কাছে পৌঁছুতেই ওপাশ থেকে ভেসে আসা গরম বাতাসের একটা ঝাপটা অনুভব করল।

এখনও ওর হাত ছাড়েননি মিকেলসেন। ফাটলে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত।'

'কী?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন। পরমুহূর্তে নাকে ঝাপটা মারল হালকা একটা বোটকা গন্ধ... গরম বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে ওপাশ থেকে। লক্ষ করল, ছপছপ আওয়াজ তুলছে বুট—বরফ গলে পায়ের তলায় বইছে পানির মৃদু ধারা। ছাত থেকেও ঝরছে *ফোঁটা ফোঁটা পানি।*

কয়েক সেকেণ্ড পরেই ফাটল পেরিয়ে মাঝারি আকারের গুহাটায় বেরিয়ে এল দু'জনে। বাইরের বড় গুহার মত এটাকেও আলোকিত করে তোলা হয়েছে দুটো লাইট পোলের মাধ্যমে। ছোট একটা জেনারেটর গুঞ্জন করছে একপাশে, স্পেস হিটার বসানো হয়েছে দু'দিকের দেয়াল ঘেঁষে। গরম হয়ে আছে ভিতরটা।

গতকাল মাত্র একটা ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় কিছুই ঠিকমত দেখা যায়নি, ছায়া আর অন্ধকার মিলে অশুভ লাগছিল পরিবেশটা। কিন্তু আলোর আতিশয্যে গা ছমছমে ভাবটা আর অনুভব করল না শ্যারন। কৌতূহল নিয়ে ভালমত পর্যবেক্ষণ করল গুহার অভ্যন্তর।

পেটকাটা দানবটা এখনও পড়ে আছে গুহার মাঝখানে। তবে তপ্ত বাতাসে ওটার উপরে জমে থাকা বরফের স্তর গলে গেছে, চকচক করছে নাড়ি-ভুঁড়ি আর উন্মুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ভেসে বেড়াচ্ছে বিচ্ছিরি বোটকা গন্ধ। দেখে মনে হচ্ছে বুঝি গতকাল শুরু হয়েছে কাটাকুটি, ষাট বছরের পুরনো বলে বিশ্বাসই হতে চায় না।

জানোয়ারটার কাছ থেকে সামান্য দূরত্বে চকচক করছে বাকি ছ'টা আইস ব্লক। তাপের প্রভাব পড়েছে ওগুলোর উপরেও।

গলতে শুরু করেছে বরফের তাল, মেঝেয় গড়াচ্ছে পানি। ঘোলাটে ভাব দূর হয়ে গেছে ওগুলোর শরীর থেকে। স্বচ্ছ কাঁচের মত দেখা যাচ্ছে ভিতরের প্রাণীগুলোকে—কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে গ্রেণ্ডেল-রা। নিখুঁত একটা বৃত্তের মত ভঙ্গি, শরীর কুঁকড়ে নাক ঠেকিয়ে রেখেছে লেজের সঙ্গে।

'প্রাণীগুলোর শোয়ার ভঙ্গিতে কোনও বিশেষত্ব দেখতে পাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল মিকেলসেন।

'একই ভঙ্গিতে রয়েছে সবাই,' শ্যারন বলল, 'এ-ছাড়া তো...'

কাঁধ ঝাঁকালেন মিকেলসেন। 'হয়তো আমার নরডিক হেরিটেজের কারণে ভাবছি এমনটা... কিন্তু ভাইকিংদের খোদাই করা ড্রাগনের ছবির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। ঠিক এভাবেই ঘুমাত দানবগুলো—শরীর কুঁকড়ে নাক ঠেকিয়ে রাখত লেজের সঙ্গে। জীবনের অনন্ত চক্রের প্রতীক ছিল ওই ভঙ্গিটা।'

বৃদ্ধ ওশনোগ্রাফারের চিন্তাধারা আঁচ করতে পারছে শ্যারন। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, ভাইকিংরা আমাদের আগেই এই জমাট বাঁধা দানবগুলোর খোঁজ পেয়েছিল?'

'অস্বাভাবিক নয়। ওরাই প্রথম পোলার এক্সপ্লোরার ছিল। নর্থ আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আইসল্যাণ্ড আর গ্রিনল্যাণ্ডে সবার আগে পা রেখেছিল ভাইকিংরা। কে বলতে পারে, অ্যাম্বিউলোসিটাসের দু'চারটে স্পেসিমেন ওদিকেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নেই?'

'হুম। যুক্তি আছে আপনার কথায়।'

'যুক্তি-টুক্তি না, স্রেফ অলস ভাবনার কথা শোনালাম আপনাকে।' গলতে থাকা আইস ব্লকগুলোর উপর আটকে গেল মিকেলসেনের দৃষ্টি। 'তবে এর কারণে পুরনো একটা অভিশাপের কথাও মনে পড়ে গেছে—এখানে পাওয়া লাশগুলোর কথা ভাবলে ওটাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল শ্যারন। চার নম্বর লেভেলের রহস্য

জানা নেই বৃদ্ধ ওশনোগ্রাফারের... তা হলে কী বোঝাতে চাইছেন উনি?

গলা খাঁকারি দিয়ে নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করলেন মিকেলসেন, 'রাশান বিজ্ঞানী আর স্টাফদের কথা বলছি। ট্র্যাজেডি একটা! ষাট বছর আগে কী ঘটেছিল, তা জানতে ইচ্ছে করে। স্টেশনটার এমন পরিণতি হলো কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শ্যারন। সমাধিতুল্য এই আইস স্টেশনে প্রথমবার পা রাখার অভিজ্ঞতা মনে পড়ে গেছে। যেদিকে তাকায় শুধু লাশ আর লাশ। কঙ্কালসার... যেন খেতে না পেয়ে মারা গেছে। কিছু কিছু লাশের মধ্যে ছিল আত্মহত্যার স্পষ্ট আলামত। তারচেয়েও ভয়াবহ পরিণতি বরণ করেছে, এমন লাশও কম ছিল না। হাবভাবে মনে হয়েছে, যেন আচমকা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল সবাই। কেন? জটিল এক রহস্য।

'চল্লিশের দশকে হারিয়ে গিয়েছিল এই বেইস,' মিকেলসেনকে নিজের থিয়োরি শোনাল শ্যারন, 'সে-আমলে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ছিল না, উত্তর মেরুতে সাবমেরিন পৌঁছায়নি... এমনকী আর্কটিক সাগরের স্রোতের গতি-প্রকৃতিও ছিল অজানা। গ্রীষ্মকালের একটা ঝড়েই মূল পজিশন থেকে অনেক দূরে সরে যেতে পারত এই দ্বীপ, খুঁজে পাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। তার সঙ্গে যদি কমিউনিকেশন ব্রেকডাউন যোগ করেন... অথবা ধরে নেন ওদের রিসাপ্লাই শিপ পৌঁছুতে পারেনি, তা হলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। সেই যুগে মঙ্গলগ্রহ আর উত্তর মেরুর মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিল না—দুটোই ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে।'

'তারপরেও... বিশ্রী একটা ট্র্যাজেডি। কীভাবে ঘটল, জানা গেলে ভাল হতো।'

'খুব শীঘ্রি রাশান ডেলিগেশন আসছে। ওরা হয়তো কিছু

জানে। অবশ্য... বলবে কি না সেটাই প্রশ্ন।' সন্দেহটা যুক্তিসঙ্গত। চার নম্বর লেভেলে ওরা যা পেয়েছে, তার কোনও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। রাশানরা যে মুখে তালা আঁটবে, সে-ব্যাপারে ও মোটামুটি নিশ্চিত।

একদৃষ্টে বরফে আটকা পড়া গ্রেণ্ডেলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন মিকেলসেন, থমথম করছে চেহারা। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্যারন বলল, 'কী যেন অভিশাপের কথা বললেন... কী ওটা?'

ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ ওশনোগ্রাফার। 'কুণ্ডলী পাকানো ড্রাগনের সম্পর্কে বলেছি আপনাকে—জীবনের অনন্ত চক্রের প্রতীক ওটা। কিন্তু আরেকটা অশুভ অর্থ আছে এই প্রতীকের। এই বেইসে যা ঘটে গেছে, সেটা মাথায় রাখলে বলতে হয়...'

'কী সেই অর্থ?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল শ্যারন।

আইস ব্লকগুলোর দিকে আবার তাকালেন মিকেলসেন। ফিসফিস করে বললেন, 'নর্স ভাষায় একে বলে *র‍্যাগনারক*... মানে, পৃথিবীর ধ্বংস!'

# আঠারো

অত্যন্ত স্বাস্থ্যসচেতন মেয়ে মেগান গুড। জিয়োলজি টিমের জুনিয়র রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট সে. ড. জেফরি বেনটনের অধীনে

কাজ করে। পরের শিফটের ডিউটি শুরু হতে এখনও দু'ঘণ্টা বাকি, সময়টুকু স্কেটিং করে কাটাবে বলে ঠিক করেছে। চলে এসেছে স্নেক পিটের নির্জন একটা অংশে, বরফের মেঝে স্কেটিঙের জন্য আদর্শ। স্কেটসের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে গতরাতের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটল। ড. বেনটনের সঙ্গে পুরো রাত কাটিয়েছে আইস স্টেশনের একটা কামরায়, পেশাগত গণ্ডি পেরিয়ে সম্পর্কটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে গেছে ওরা। বেশ কিছুদিন থেকেই আভাসে-ইঙ্গিতে ভালবাসার কথা বলছিল বেনটন, গতকাল সেটা মুখে উচ্চারণ করেছে। দু'জনেই কাজ-পাগল মানুষ, কোনোদিন প্রেম-ভালবাসার দিকে মনোযোগ দেয়নি... সময়ই পায়নি। কিন্তু সুমেরুর নির্জন পরিবেশে কাজও একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, দুজনেই অনুভব করেছে সঙ্গীর অভাব। কখন যেন নিজের অজান্তে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ওরা।

স্কেটস পরা হয়ে গেছে, সোজা হয়ে দাঁড়াল মেগান, তাকাল সামনের দীর্ঘ টানেলের দিকে। একটু বাঁক নিয়ে এগিয়েছে ওটা। হালকা স্ট্রেচিং করে নিল মেগান, দূর করে নিল হাত-পায়ের আড়ষ্টতা। অ্যাথলিটের দেহ ওর। পা-দুটো লম্বা, ছিপছিপে... মিশেছে টানটান নিতম্বে গিয়ে। বছরদশেক আগে ইউ.এস. অলিম্পিক টিমের স্পিড স্কেটার ছিল ও, কিন্তু দুর্ঘটনায় পায়ের একটা লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় অকালসমাপ্তি ঘটেছে সেই ক্যারিয়ারের। হতাশা চাপা দিয়ে লেখাপড়ায় ফিরে গিয়েছিল, আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে গ্র্যাজুয়েশনের জন্য যোগ দিয়েছিল স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে। ওখানেই পরিচয় ড. জেফরি বেনটনের সঙ্গে।

শর্ট-ট্র্যাকের স্কেটস্ নিয়ে ছোট ছোট কয়েকটা কদম ফেলল মেগান। জুতোজোড়া তৈরি হয়েছে গ্র্যাফাইট আর কেভলারের

সংমিশ্রণে, ঠিক ওর পায়ের মাপে। পরার পরে ওগুলো ওর শরীরেরই একটা অংশে পরিণত হয়। ইনসুলেটেড একটা স্কিন সুটও পরেছে ও—লাল, সাদা আর নীল রঙের স্ট্রাইপ দেয়া; তলায় রয়েছে থারমাল আণ্ডারঅয়্যার। মাথায় হেলমেট—না, রেসিং হেলমেট নয়, ওই জিনিস সঙ্গে আনেনি; তাই জিয়োলজিস্টদের একটা মাইনিং হেলমেট দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। ব্রিমের উপর ছোট একটা বাতি লাগানো আছে ওটায়।

টানেলের দিকে তাকিয়ে উত্তেজনা অনুভব করল মেগান। পোলার আইস ক্যাপের সারফেসে বহুবার স্কেটিং করেছে ও, কিন্তু টানেলের ভিতরে এই প্রথম। কাজটা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিংও বটে। তবে ওর মত অভিজ্ঞ স্কেটারের কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। বরং আঁকাবাঁকা পথে জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছুটতে মজাই লাগবে।

বড় করে কয়েকবার দম নিল মেগান, তারপর শুরু করল দৌড়। দশ গজ যেতেই একটু ঢালু হয়ে গেল মেঝে, দৌড় থামিয়ে স্কেটের উপর চাপিয়ে দিল শরীরের ওজন, পিছলে এগোচ্ছে এখন। নিরুদ্বিগ্ন রইল ও, কোর্স আগেই ঠিক করা আছে, স্নেক পিটের এই অংশে কয়েক দফা জগিং করেছে ও, দেখে নিয়েছে সমস্ত অলি-গলি আর বাঁক। নিশ্চিত হয়েছে—পথে কোনও অযাচিত বাধা নেই, স্কেটিং করা যাবে। হঠাৎ করে কেউ সামনে এসে পড়ারও ভয় নেই। স্নেক পিটের এই অংশ একেবারে অবহেলিত—রক ফরমেশন নেই... নেই কোনও বায়োলজিক্যাল স্পেসিমেন। জিয়োলজি বা বায়োলজি... কোনও টিমই আগ্রহী নয় এই সেকশনটা নিয়ে। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের লোকজন তো স্নেক পিটেরই ছায়া মাড়ায় না। আশা করছে আধঘণ্টার মধ্যেই চক্রাকার একটা পথ পেরিয়ে স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরতে পারবে।

অনায়াসে প্রথম বাঁক পেরুল মেগান, গতি কমাল না। কানের কাছে শোঁ শোঁ করে উঠল বাতাস। হাঁটু ভাঁজ করে একটু কুঁজো

হয়ে গেল ও। সামনে ইংরেজি *এস* হরফের মত এঁকেবেঁকে গেছে টানেল, অত্যন্ত বিপজ্জনক। ব্যালান্স ঠিক করল ও, বাম হাত ভাঁজ করে নিয়ে গেল দেহের পিছনে। ডান হাত নেড়ে বজায় রাখল ছন্দ। আঁকাবাঁকা অংশটায় ঢুকে পড়ল তীব্র গতিতে।

দর্শনীয় ভঙ্গিতে এগোল মেগান। ঝড়ের বেগে একেকটা বাঁকের উল্টোপাশের দেয়ালের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত উঠে গেল, নেমে এল কোনা ঘুরে। একটুও হেরফের করল না গতির। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাগল ওর জায়গাটা পার হতে। পরের অংশটা বেশ জটিল, থামতে বাধ্য হলো। সামনে অসংখ্য গুহামুখ, গোলকধাঁধার মত সুড়ঙ্গের জাল বিছিয়ে আছে ওপাশে। তবে চিন্তার কিছু নেই, জগিঙের সময় স্প্রে-পেইন্টের সাহায্যে সঠিক টানেলটা দাগ দিয়ে রেখেছে ও।

হেলমেটের ল্যাম্প ঘোরাল মেগান, খুঁজে বের করল কমলা রঙের তীরচিহ্ন। ভেজা বরফের গায়ে চকচক করছে ওগুলো। সন্তুষ্ট হয়ে সঠিক প্যাসেজে ঢুকে পড়ল, পা ছুঁড়ে বাড়িয়ে নিল গতি। পেরিয়ে যাচ্ছে একের পর এক অন্ধগলি আর শাখা-টানেলের মুখ। এমনই একটা চিহ্নহীন টানেলের মুখ পেরুনোর সময় চোখের কোণে ধরা পড়ল নড়াচড়া। ছায়ার মাঝে নড়ে উঠল কী যেন। বড্ড জোরে ছুটছে, ঠিকমত ঠাহর করতে পারল না কী ওটা। যখন ঘাড় ফেরাল, তখন বেশ কয়েক গজ এগিয়ে গেছে, হেডল্যাম্পের আলো জায়গামত পৌঁছুল না।

দ্রুত সোজা হলো মেগান। এই গতিবেগে ছোটার সময় সামনের দিকে মনোযোগ রাখতে হবে, নইলে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তারপরেও নার্ভাসনেস কাটল না—চমকে গেছে ছায়াকে নড়তে দেখে, শিরদাঁড়ায় কেউ যেন ঢেলে দিয়েছে শীতল জল। যে ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে স্কেটিং শুরু করেছিল, তা বদলে গেছে বেমালুম। সেখানে ভর করেছে নিখাদ ভয় আর উদ্বেগ।

চেষ্টা করল ভয়টা দূর করতে। 'সব চোখের ভুল!' জোরে জোরে উচ্চারণ করল মেগান। টানেলের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল সে-আওয়াজ। পরিবেশটা আরও ভুতুড়ে মনে হলো তাতে। আচমকা টের পেল, স্নেক পিটের এই নির্জন টানেলে ও একেবারে একা। প্রয়োজন হলেও সাহায্য করবার মত কেউ নেই!

পিছন থেকে খসখসে একটা শব্দ শুনে সচকিত হলো মেগান। আলগা কোনও বরফখণ্ড যেন আছড়ে পড়ল মেঝেতে। শুরু হলো বুকের ধড়ফড়ানি। ঝুঁকি নিয়ে আবারও মাথা ঘোরাল ও। হেডল্যাম্পের আলোয় শূন্য টানেল ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হলো না।

সামনে তাকাল আবার মেগান। আরেকটু হলেই একটা কমলা রঙের মার্কার মিস হয়ে যাচ্ছিল। প্রায় থেমে গিয়ে দিক বদলাতে হলো ওকে। ঢুকে গেল সঠিক টানেলে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই টের পেল, পা কাঁপছে। তীব্র আতঙ্কের মুখে বিদ্রোহ করতে চাইছে শরীরের পেশি। আনমনে মাথা নাড়ল ও। ভুল হয়ে গেছে... আরেকটা টানেল ছিল পিছনে—ওটা একটা শর্টকাট, পাঁচ মিনিটেই ফিরে যেতে পারত স্টার্টিং পয়েন্টে। কিন্তু এই টানেলটা মাইলখানেক লম্বা, সিঙ্গেল লুপের আকৃতিতে এগিয়ে গেছে, স্কেটিঙের জন্য আদর্শ। সেজন্যেই মার্কিং করে রেখেছিল এটায়। তবে এখন আর স্কেটিঙের মেজাজে নেই মেগান। তাড়াতাড়ি এই ভুতুড়ে এলাকা ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

গতি বাড়িয়ে দিল ও। চাইল নড়তে থাকা ছায়ার সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল ঘটনাবিহীনভাবে। স্নায়ু একটু শান্ত হয়ে এল। বোকামি করেছি... ভয় পেয়েছি অযথা—নিজেকে সান্ত্বনা দিল ও। নড়ছে না ছায়া, অদ্ভুত কোনও শব্দও নেই। বরফের গায়ে শুধু আঁচড় কাটার আওয়াজ তুলছে ওর স্কেটসের ব্লেড।

লুপের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল মেগান একটু পরে। এদিকটাও ঢালু, তবে নিচু নয়, উঠে গেছে উপর দিকে। ঢাল ধরে উপরে ওঠার জন্য খাটতে হলো ওকে। পা নড়াতে হচ্ছে ঘন ঘন, তবে গতি কমাল না। কাজটায় ছন্দ খুঁজে পেল ও কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে, বুক থেকে নেমে গেল যেন ভারী পাথর। এই তো, আর একটু পরেই পৌঁছে যাবে স্টার্টিং পয়েন্টে, সেখান থেকে পরিচিত মানুষজনের মাঝে... বেনটনের কাছে।

হাসি পেল মেগানের। কী যে হয়েছে ওর! খামোকাই অস্থির হয়ে পড়েছিল। ভাগ্যিস আর কেউ ছিল না আশপাশে, নইলে খেপিয়ে জান খারাপ করে দিত...

আচমকা চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল ওর। ধক করে উঠল বুক। আবারও শোনা যাচ্ছে খসখসে আওয়াজ! বরফের সঙ্গে যেন ঘষা খাচ্ছে বরফ! সবচেয়ে বড় কথা, শব্দটা এবার আসছে সামনে থেকে!

থেমে গেল মেগান। ঢোক গিলল কয়েকবার। তাকাল সামনের গুহামুখের দিকে। একটা ছায়া যেন সরে গেল ওটার সামনে দিয়ে। চোখ পিটপিট করল ও। হেডল্যাম্পের আলো অতদূর পৌঁছাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না জিনিসটা কী। ইতস্তত করল মেগান, সামনে এগোবার সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু টানেলের মাঝখানে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকারও কোনও মানে হয় না। সাহস সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল ও।

'হ্যালো?' কাঁপা গলায় ডাকল মেগান। হতে পারে সহকর্মীদের কেউই আছে সামনে... ঘুরতে এসেছে স্নেক পিটের এই অংশে।

কোনও জবাব পাওয়া গেল না। তার বদলে থেমে গেল খসখস আওয়াজ। থামল ছায়ার নড়াচড়াও। সব এখন আগের মত স্থির।

'হ্যালো?' আবার ডাকল মেগান। 'কে ওখানে?'

নিরুত্তর। সন্তর্পণে এগিয়ে চলল ও। হেডল্যাম্পের আলোয় আঁতিপাঁতি করে দেখছে টানেলের প্রতিটা ইঞ্চি। কোথাও কিছু নেই। তারপরেও ভয় ভয় ভাবটা কমল না একবিন্দু। গলার কাছে ঘোঁট পাকিয়ে উঠেছে কী যেন, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মেগানের।

ধীরে ধীরে লুপ আকৃতির টানেল থেকে বেরিয়ে এল ও। সামনে আবার সেই গোলকধাঁধার জাল। বুকের ধুকপুকানি বেড়েই চলেছে। কোনোমতে জায়গাটা পার হতে পারলে হয়... মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর কোনোদিন পা রাখবে না এদিককার টানেলে। ড. বেনটনের চেহারা ভেসে উঠল মানসপটে। শক্তিশালী মানুষ... সাহসী মানুষ। তার চওড়া বুকে ফিরে যেতে অস্থির হয়ে উঠেছে হৃদয়।

কমলা রঙের চিহ্ন অনুসরণ করে গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ল মেগান। না, কিছুই নেই ওখানে। একটু সাহস পেল, গতি বাড়িয়ে এগোতে থাকল সামনে। দৃষ্টি সেঁটে রেখেছে সামনে, একটা চিহ্নও যেন মিস না করে। পর পর কয়েকটা বাঁক পেরুল ও। তারপর... হঠাৎ... হেডল্যাম্পের আলোয় চকচক করে উঠল লাল দুটো চোখ!

ব্রেক কষার ভঙ্গিতে থমকে দাঁড়াল মেগান। টের পেল, রক্ত চলাচল বেড়ে গেছে শিরা-উপশিরায়। এমন চোখ আগে কোনোদিন দেখেনি। বিশাল, প্রাণহীন, অনুভূতিহীন! চোখের মালিককে দেখতে পাচ্ছে না, এখনও সে লুকিয়ে আছে ছায়ার গভীরে। হেডল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে শুধু মণিদুটো।

তীব্র আতঙ্ক অনুভব করল মেগান, পায়ে কোনও জোর পাচ্ছে না। টলমল ভঙ্গিতে দু'পা পিছাল, তারপর থেমে গেল আবার। কি করবে স্থির করতে পারছে না। উল্টো ঘুরে ছুট লাগাতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আতঙ্কে অবশ হয়ে গেছে পেশি, মস্তিষ্কের নির্দেশ

শুনছে না।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল লাল চোখজোড়া, তারপর মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। এতক্ষণে সচল হলো মেগান, ঝট্ করে উল্টো ঘুরল, ছুট লাগাল ঊর্ধ্বশ্বাসে। কোন্‌দিকে যাচ্ছে কিছুই জানে না, শুধু জানে—পালাতে হবে এখান থেকে। পাগলের মত ছুঁড়ছে হাত-পা, যেন ভাঙতে চাইছে স্কেটিঙে নিজের রেকর্ড। কোনও গুহামুখ দেখলেই ঢুকে পড়ছে তাতে। বলা বাহুল্য, খুব শীঘ্রি পথ হারাল ও। গোলকধাঁধার গভীরে এমন জায়গায় চলে গেল, যেখানে আগে কোনোদিন যায়নি।

সংকীর্ণ একটা প্যাসেজে পৌঁছুল মেগান কয়েক মিনিট পর। অচেনা। দেয়াল আর ছাত থেকে বেরিয়ে আছে অসংখ্য বরফ গজাল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে খোঁচা লাগল হাতে-পায়ে। স্কিনসুট ছিঁড়ে গিয়ে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। ফুঁপিয়ে উঠল মেগান, কিন্তু থামল না। ব্যথা-বেদনা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলল সামনে। একটু পরে চওড়া হয়ে এল প্যাসেজটা, সহজ হলো হাত-পা নড়ানো।

দম নেবার জন্য একটু থামল মেগান। ফোঁপাচ্ছে, দু'চোখ থেকে ঝরছে অশ্রু, জমাট বেঁধে যাচ্ছে গালের উপর। নিচু লয়ের একটা গরগর ভেসে এল পিছন দিক থেকে, ভীষণভাবে কেঁপে উঠল ও। ভয়ার্ত ভঙ্গিতে মাথা ঘোরাল ফেলে আসা পথের দিকে।

আবারও দেখা যাচ্ছে টকটকে লাল চোখ! তবে এবার শুধু চোখ নয়, আবছাভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে বিশাল একটা আকৃতি, গোলগাল মাথা আর সাদাটে গায়ের রঙ। প্যাসেজ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে প্রাণীটা।

ভালুক না তো! ভাবল মেগান। ডিপআই সোনারে একটা আবছা আকৃতি দেখা গিয়েছিল বলে শুনেছে, এটাই কি সেটা?

কৌতূহল নিবৃত্ত করার কোনও ইচ্ছে নেই ওর মধ্যে। অস্ফুট

একটা আর্তনাদ করে সামনে ফিরল, ছুট লাগাল প্রাণপণে। একটা বাঁক পড়ল, সেটা পেরিয়ে গেল প্রবল গতিতে। তারপরেই ঘটল অঘটন।

বাঁকের পরেই মুখ ব্যাদান করে রেখেছে অন্ধকার এক ফাটল। জিয়োলজির ছাত্রী হিসেবে এ-ধরনের ফাটলের নাম জানে মেগান—আইস শিয়ার। প্রাকৃতিক চাপের মুখে স্ফটিকের মত ফেটে যায় বরফ, তাতেই সৃষ্টি হয় এসব ফাটলের। শেষ মুহূর্তে ওটা চোখে পড়ল ওর, হাত-পা ছুঁড়ে থামতে চাইল, কিন্তু লাভ হলো না। গতির কাছে পরাস্ত হলো সমস্ত প্রচেষ্টা, ফাটলের কিনারা পেরিয়ে শূন্যে পাখা মেলল মেগান। তারপরেই পড়তে শুরু করল নীচের দিকে। গলা চিরে বেরিয়ে এল আর্তনাদ।

ফাটলটা বেশি গভীর নয়, পনেরো থেকে বিশ ফুটের মত হবে, ওটার তলায় পা দিয়ে পড়ল ও। সঙ্গে সঙ্গে পিছলে গেল স্কেটসের তলার ব্লেড, ফল হলো মারাত্মক। কেভলারের আবরণ কাজে এল না, মড়াৎ করে ভেঙে গেল একটা গোড়ালি। অন্য পায়ের হাঁটু বাড়ি খেলো গর্তের তলায়, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো পুরো দেহ। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল মেগান। শরীর কুঁকড়ে ফেলল নিজের অজান্তে। পড়ে রইল আচ্ছন্নের মত।

কয়েক মিনিট পর সচেতন হয়ে উঠল। ব্যথার কথা ভুলে গেছে, মনে পড়ে গেছে বিপদের কথা। মাথা তুলে উপরদিকে তাকাল। বিকনের মত জ্বলজ্বল করে উঠল ওর হেডল্যাম্প। সেই আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল অচেনা এক দানবের চেহারা।

ফাটলের কিনারায় দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। মাথা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে মেগানকে। চোখদুটো লাল... আগের মতই প্রাণহীন। বরফের গায়ে থাবা বসাল প্রাণীটা, শরীরের একাংশ ঢোকাল ফাটলের ভিতরে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে, নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসছে বাষ্পের মেঘ। গরগর করে উঠল

হঠাৎ।

স্থবির হয়ে গেছে মেগান। এতক্ষণে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে দানবটাকে। ভালুক নয়, সম্পূর্ণ অন্য প্রজাতির কিছু। অন্তত আধ টন হবে ওজন, তেলতেলে মসৃণ ত্বক, পুরো দেহ ধবধবে সাদা। মাথা গোল, কান নেই, ঘাড়ও নেই। মাথা সরাসরি মিশেছে ধড়ের সঙ্গে। ডলফিনের মত লম্বা একটা মুখ। নাকের ফুটোদুটো বেশ উঁচুতে—দুই চোখের মাঝামাঝি। সব মিলিয়ে ভয় জাগানো এক চেহারা।

জীববিজ্ঞানী নয় মেগান, তারপরেও বুঝতে পারছে, এই প্রাণী আধুনিক পৃথিবীর হতে পারে না। কোনোদিন কোনও রেফারেন্স বইয়ে পড়েনি এমন কোনও প্রাণীর কথা। শোনেওনি। প্রাগৈতিহাসিক হবার সম্ভাবনা ষোল আনা। কিন্তু এখানে এল কোত্থেকে? ভুল দেখছে না তো?

একটু হাঁ করল দানব, হেডল্যাম্পের আলোয় চকচক করে উঠল দুই চোয়ালের মাঝে বসানো ধারালো দাঁতের সারি। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল মেগান, চোখের ভুল নয়, যা দেখছে তা ভয়াবহ বাস্তব। একই সঙ্গে অনুমান করতে পারল ভবিতব্য। দানবটা শিকারি, আর ও তার শিকার! উপলব্ধি মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত চিৎকার শুরু করল ও।

বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না দানবটার মধ্যে। বরফের গায়ে বসে গেল দুই থাবার ধারালো নখর, ফাটলের গা বেয়ে আস্তে আস্তে নামতে শুরু করল ওটা।

# উনিশ

ওমেগা ড্রিফট স্টেশন।

অস্ত্রের ব্যারেল দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে রানা। ঘণ্টাখানেক হলো ড্রিফট স্টেশনের মেস হলে নিয়ে আসা হয়েছে ওদেরকে, বসিয়ে রাখা হয়েছে একটা টেবিলে। তখন থেকে অস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছে দুজন প্রহরী, নড়তে-চড়তে দিচ্ছে না। কপালে ব্রেকফাস্টও জোটেনি। দেয়া হয়েছে স্রেফ আলকাতরার মত কফি, সেটাই খেতে হয়েছে।

রানার পাশে বসে আছে ম্যাসন—মাথা নিচু, দু'হাতে ধরে রেখেছে কফির মগ, যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ওটায় চুমুক দেয়া উচিত হবে কি হবে না। উল্টোপাশে বসেছে অ্যাবি আর রিচার্ড। শুরুতে খুব বিরক্ত দেখাচ্ছিল মেয়েটাকে, শেরিফের ব্যাজ দেখিয়ে কাজ হয়নি, সিকিউরিটি টিম ওদেরকে অস্ত্রের মুখে বন্দি করেছে। এখন অবশ্য অনেকটাই শান্ত তার চেহারা। বোধহয় বুঝতে পেয়েছে, মাথা গরম করে লাভ নেই। তারচেয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলানোই ভাল।

রানার সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে—প্রুডো বে-র ঘটনার পরে সর্বোচ্চ সতর্কতা পালন করছে এখানকার লোকজন, কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না। এ-ধরনের পরিস্থিতি আগেও মোকাবেলা করেছে ও, জানে—পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে ওদেরকে ছাড়বে না এরা।

দুই প্রহরীর দিকে তাকাল রানা। ইউনিফর্ম থেকে বোঝা যাচ্ছে, একজন পেটি অফিসার, অন্যজন সিম্যান। দু'জনের হাতেই রাইফেল। এ-ছাড়া কোমরের হোলস্টারে শোভা পাচ্ছে পিস্তল। অ্যাবির সাইড আর্মস কেড়ে নেয়া হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিমানের পিছনের কেবিনে রাখা সার্ভিস শটগানটাও।

'এত সময় লাগছে কেন ওদের?' হঠাৎ বলে উঠল অ্যাবি। কণ্ঠে অস্থিরতা।

'কমিউনিকেশনের অবস্থা খুব খারাপ,' শান্ত স্বরে বলল রানা। বিশ মিনিট হলো সিকিউরিটি টিমের লিডার ওদের আই.ডি. ভেরিফাই করতে গেছে। মেইনল্যাণ্ডে কথা বলতে হবে তাকে, সোলার স্টর্মের ইন্টারফ্যারেন্সের কারণে সেটা সহজ হবার কথা না।

'এখানকার দায়িত্বে কে আছে বলে মনে হয় তোমার?' নতুন প্রশ্ন ছুঁড়ল অ্যাবি।

প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। সিকিউরিটি টিমের ছ'জন সদস্য ছাড়া আর কোনও মিলিটারি পার্সোনেল চোখে পড়েনি ওদের। অথচ নেভির লোকজনে এই স্টেশন গিজগিজ করার কথা। আকাশ থেকে দেখা পলিনিয়ার কথা মনে পড়ল রানার—খালি ছিল ওটা। অনুমান করল, 'সবাই বোধহয় সাবমেরিন নিয়ে কোথাও গেছে।'

'কীসের সাবমেরিন?' জানতে চাইলেন রিচার্ড।

'পুরনো সাইসেক্স স্টেশনগুলোর সাপোর্ট ভেসেল হিসেবে নেভির সাবমেরিন থাকত। এখানে তার ব্যতিক্রম হবার কথা না। আমার ধারণা নেভির সিনিয়র অফিসাররা এখন ওই সাবমেরিন নিয়ে কোনও মিশনে ব্যস্ত। হয়তো প্রুডো বে-তে গেছে সাহায্য করবার জন্যে।'

'তারপরেও রিসার্চ টিমের একজন লিডার তো থাকবে!' বলল

অ্যাবি। 'সিভিলিয়ানদের মধ্যেও চেইন অভ কমাণ্ড থাকতে বাধ্য। যদি দায়িত্বশীল কাউকে পাওয়া যেত...'

গত এক ঘণ্টায় সিকিউরিটি টিমের পাশাপাশি বেশ কিছু বেসামরিক মানুষ দেখেছে ওরা। মেস হলের দরজা খুলে উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছে তারা, চরম কৌতূহল নিয়ে। বোঝা গেছে, নবাগতদের কাছ থেকে বাইরের দুনিয়ার খবর পেতে উদ্‌গ্রীব। অবশ্য কাউকেই কাছ ঘেঁষতে দেয়নি প্রহরীরা। দূর দূর করে তাড়িয়েছে।

'বিজ্ঞানীদের লিডার কে, জানি না,' রানা বলল। 'তবে আমার ধারণা, সে-ও এ-মুহূর্তে হাজির নেই। নইলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই তার চেহারা দেখতাম আমরা।'

ওর কথা শেষ হতেই সশব্দে খুলে গেল দরজা। গটমট করে ভিতরে ঢুকল লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার জেরোম রাইট—সিকিউরিটি টিমের লিডার। এগিয়ে এল টেবিলের দিকে। তাকে দেখে গরগর করে উঠল লোবো। ঘরের এক কোণে, মেঝেতে মুখ গুঁজে বসে ছিল কুকুরটা, ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। ইশারায় ওকে শান্ত থাকতে বলল অ্যাবি। বসে পড়ল লোবো, তবে সবগুলো পেশি রইল টানটান হয়ে। বিপদ দেখলেই মনিবকে রক্ষা করতে প্রস্তুত।

কাছে এসে জেনির ব্যাজ আর আই.ডি. কার্ড ফেরত দিল রাইট। নুমার ক্রিডেনশিয়াল জমা দিয়েছিল রানা, ম্যাসন দিয়েছিল পত্রিকার পরিচয়পত্র—ফিরিয়ে দিল ওগুলোও। বলল, 'আপনাদের আইডেন্টিটি ভেরিফাই করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আপনারা কেন এসেছেন, তা কেউই জানে না। বিশেষ করে মি. রানা... নুমা হেডকোয়ার্টার থেকে বলা হলো, আপনি নাকি ছুটিতে আছেন!'

'আমার ব্যাপারেও কি একই কথা বলেছে?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

'না, শুধু বলা হয়েছে—আপনি গোপন অ্যাসাইনমেন্টে

এসেছেন, সম্পাদক ছাড়া কেউ তার ডিটেইলস্ জানে না। ভদ্রলোককে পাওয়া যায়নি।'

কোমরে ব্যাজ ঝোলাল অ্যাবি, পকেটে রেখে দিল আই.ডি. কার্ড। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমার সাইড আর্মস্ আর শটগান কোথায়?'

'দুঃখিত,' রাইট বলল, 'আমাদের ক্যাপ্টেন না ফেরা পর্যন্ত ওগুলো সিকিউরিটি টিমের জিম্মায় থাকবে।' কণ্ঠের দৃঢ়তায় বুঝিয়ে দিল, তর্ক করে লাভ নেই।

চেহারায় মেঘ জমল অ্যাবির। নিরস্ত্র থাকতে পছন্দ করে না ও।

'মাফ করবেন, লেঃ কমাণ্ডার রাইট,' বলল ম্যাসন। 'আমরা এখানে ঝামেলা বাধাতে আসিনি। এসেছি পরিত্যক্ত একটা আইস স্টেশন আবিষ্কারের খবর শুনে...'

বিস্ময় ফুটল রাইটের চেহারায়। 'রাশান বেইসটা?'

থমকে গেল রানা। রাশান আইস স্টেশন? আর্কটিকের এই দুর্গম জায়গায়? সন্দেহ নেই, বড় ধরনের একটা রহস্যের মাঝখানে নাক গলিয়ে বসেছে। অ্যাবি আর রিচার্ডের চেহারা দেখে মনে হলো, ওরাও একই কথা ভাবছে।

নির্বিকার রইল শুধু ম্যাসন। শান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ, ওটাই। ওই আইস স্টেশনের উপর প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য পাঠানো হয়েছে আমাকে সিয়াটল টাইমস্ থেকে। এই ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোকেরা আমাকে এসকর্ট করে নিয়ে এসেছেন... ইয়ে... আলাস্কায় সামান্য ঝামেলা হবার পর।'

'কারা যেন ওঁকে খুন করতে চেয়েছিল,' রাইট প্রশ্ন করার আগেই বলে দিল রানা।

ভুরু কোঁচকাল লেঃ কমাণ্ডার। 'সত্যি?'

'স্যাবোটাজ করা হয়েছিল ওঁর বিমানে—ক্র্যাশ করানো

হয়েছিল। তাতে কাজ না হওয়ায় এরপর নেমে আসে দু'জন প্যারাট্রুপার, চেষ্টা করে ওঁকে খুন করতে। কাছাকাছি ছিলাম আমি, ব্যর্থ করে দিই ওদেরকে। তারপর যাই শেরিফ ম্যানিটকের কাছে।' ইশারায় অ্যাবিকে দেখাল রানা।

'ওখানেই শেষ হয়নি ব্যাপারটা,' অ্যাবি যোগ করল। 'এরপরে ধাওয়া করা হয় আমাদেরকে। কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালাই আমরা। প্রুডো বে-তে পৌঁছুনোর চেষ্টা করি। কিন্তু ওখানে ল্যাণ্ড করা সম্ভব হয়নি। তার আগেই বিস্ফোরণ ঘটে ওখানকার ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে। আমাদের ধারণা, পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে ওই দুর্ঘটনার সম্পর্ক আছে।'

'কীভাবে...' প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেল রাইট। 'এক মিনিট! রাশান বেইসটার খবর কীভাবে পেয়েছেন আপনারা?'

'দুঃখিত, তথ্যদাতার পরিচয় জানাতে পারছি না আপনাকে,' বলল ম্যাসন। 'কথা যদি বলতেই হয়, বলতে চাই এমন কারও সঙ্গে, যাঁর অথোরিটি আছে। যিনি অ্যাকশন নিতে পারবেন।'

থমথমে হয়ে গেল লেঃ কমাণ্ডার রাইটের চেহারা, অপমানিত বোধ করছে। তাকে ছোট করে দেখছে এরা। কিন্তু তাতে পাত্তা দিল না ম্যাসন, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল লোকটার দিকে।

কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টির লড়াই চলল দু'জনের মধ্যে। তারপর হার মেনে নিয়ে বলল, 'সেক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন গরডন না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আপনাদেরকে।'

'কখন ফিরছেন উনি?' জানতে চাইল রানা।

জবাব দিল না রাইট। বোঝা গেল, সহসা ফেরার সম্ভাবনা নেই ক্যাপ্টেনের।

'ওঁর অনুপস্থিতিতে অন্য কেউ নিশ্চয়ই দায়িত্বে আছে?' বলল অ্যাবি। 'রিসার্চ টিমের ইনচার্জ কোথায়? তার সঙ্গে কথা বললেও চলে আমাদের।'

'রিসার্চারদের টিম লিডার হচ্ছেন ড. শ্যারন বেকেট,' ইতস্তত করে বলল রাইট। 'তবে আপাতত উনিও এখানে নেই।'

'তা হলে আমাদের কী হবে?' জানতে চাইল অ্যাবি। 'এভাবে আমাদেরকে আটকে রাখতে পারেন না আপনি!'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি... পারি, ম্যা'ম। সন্দেহজনক চরিত্র আপনারা। এখানে আপনাদের উপস্থিতি অবাঞ্ছিত। যতক্ষণ না উপর থেকে ক্লিয়ারেন্স পাচ্ছি, ততক্ষণ আপনাদেরকে বন্দি করে রাখার সম্পূর্ণ অধিকার আছে আমার।'

ওদেরকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না লেঃ কমাণ্ডার। উল্টো ঘুরে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যাবি। 'ধ্যাৎ! কোনও লাভ হলো না।'

'ঠিক তার উল্টো,' বলল রানা। গলার স্বর খাদে নামিয়ে রেখেছে, প্রহরীরা যাতে শুনতে না পায় ওদের কথা। 'খুঁজে পাওয়া বেইসটা যে রাশান, তা জানতে পেরেছি। নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছে ওরা ওখানে। সেজন্যেই এত রাখঢাক।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাসন। 'ডিফ্যাক্ট স্টেশনে কড়াকড়ি আরোপ করেছে সেভি। কাউকে যোগাযোগ করতে দিচ্ছে না বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে। আবিষ্কারের খবরটা চাপা দিয়ে রাখতে চাইছে ওরা। এখানে আমাকে পৌঁছুতে বাধা দেয়া হয়েছে সে-কারণেই।'

'বলতে চাইছেন, আমাদের মিলিটারিই বাধা দিয়েছে আপনাকে?' বিস্মিত গলায় বললেন রিচার্ড। 'খুন করার চেষ্টা করেছে?'

'না,' ম্যাসন মাথা নাড়ল। 'আমেরিকান সরকার চাইলে হাজারটা লিগ্যাল চ্যানেলে আটকাতে পারত আমাকে। হামলা যারা চালিয়েছে, তাদের সে-সুযোগ ছিল না। চুপি চুপি কার্যোদ্ধার করতে চেয়েছে ওরা।'

'রাশানরা?'

'কী জানি। আমি শিয়োর না।'

'সম্ভাবনা আছে,' রানা বলল। 'কমাণ্ডোরা মিলিটারি ব্যাকগ্রাউণ্ডের ছিল। ছোট একটা স্ট্রাইক টিম... সার্জিকাল অ্যাটাক চালাবার জন্য পাঠানো হয়েছিল। রাশান হলে অবাক হব না।'

'কিন্তু মি. ম্যাসনকে টার্গেট করল কেন?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল অ্যাবি। 'উনি স্রেফ একজন রিপোর্টার। বলতে গেলে গুরুত্বহীন মানুষ।'

'উঁহুঁ, গুরুত্বহীন নন মোটেই। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে যারা সরাসরি জড়িত, তাদের বাইরে একমাত্র ম্যাসনই জানেন এই আবিষ্কারের কথা। খবরটা জানাজানি হওয়া থেকে ঠেকানোর জন্য ওঁর মুখ বন্ধ করাটা হয়তো জরুরি ভেবেছে কেউ।'

ব্যাখ্যা দিল বটে, কিন্তু ওতে রানা নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারছে না। পুরনো একটা আইস স্টেশন নিয়ে এত রাখঢাকের কী আছে? ব্যাপারটা খুনোখুনি পর্যন্ত গড়ায় কীভাবে? নিশ্চয়ই গভীর কোনও রহস্য আছে এর পিছনে।

দুই প্রহরীর দিকে দৃষ্টি ফেরাল ও। শরীর টান টান করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, সামান্য চারজন সিভিলিয়ানকে পাহারা দেয়ার সময় যে-ধরনের ঢিলেঢালা আচরণ স্বাভাবিক, ওদের মধ্যে তার বিন্দুমাত্র দেখা যাচ্ছে না। এ-ধরনের আচরণ শুধু রণক্ষেত্রে দেখা যায়। তা ছাড়া লেঃ কমাণ্ডার রাইটও অস্বাভাবিক রকমের নীরব থেকেছে ক্যাপ্টেনের ফিরে আসার ব্যাপারে। তার আচরণ খতিয়ে দেখল রানা। সাবমেরিনটা যদি প্রুডো বে-র রেসকিউ মিশনে গিয়ে থাকে, তা হলে ফিরে আসতে সময় লাগবে অন্তত কয়েক দিন। সেক্ষেত্রে এভাবে বসিয়ে রাখা হতো না বন্দিদেরকে। থাকার ব্যবস্থা করা হতো, নিয়ে যাওয়া হতো অ্যাকোমোডেশনের

কোনও কামরায়। নিদেনপক্ষে অস্থায়ী কোনও হোল্ডিং সেলে। তা যখন করা হয়নি, তারমানে ক্যাপ্টেন খুব শীঘ্রি ফিরে আসতে পারেন... সাবমেরিনটা আছে নাগালের মধ্যে। একটু অবাক হলো ও। ওটা প্রুডো বে-তে যায়নি কেন? এত বড় একটা দুর্ঘটনা... বলতে গেলে এদের পিছনের আঙিনায় ঘটেছে। খুব দ্রুত রেসপণ্ড করতে পারত এরা। কেন করল না?

গলা খাঁকারি দিল ম্যাসন। সে-ও সম্ভবত একই ধরনের চিন্তা করছে। বলল, 'এখানে কী ঘটছে, সেটা জানা দরকার আমাদের।'

'মাথায় কোনও আইডিয়া থাকলে শোনাতে পারেন,' হালকা গলায় বলল রানা।

'রাশান ওই আইস স্টেশনে যেতে হবে আমাদেরকে,' বলল অ্যাবি। 'যদ্দূর বুঝতে পারছি... ওটাই সবকিছুর উৎস।'

'কীভাবে?' বললেন রিচার্ড। 'আমরা এখন বন্দি। তা ছাড়া বিমানটাও এখন সিকিউরিটি টিমের পাহারায়।'

জবাব দিতে পারল না কেউ। চেহারায় প্রকট হয়ে উঠল অসহায়ত্ব।

ঠোঁট কামড়াল রানা। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চিৎকার করছে—বিপদ! বিপদ!! রাশা... আমেরিকা... আর বরফের তলায় লুকানো একটা গোপন ঘাঁটি। সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, অন্ধের মত জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে ওরা।

# বিশ

অধৈর্য হয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেন আন্তন রুশকিন। বিরক্ত মুখচ্ছবি দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তা। ধৈর্য হারানোর পিছনে যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। এক ঘণ্টা হলো ইঞ্জিন বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছে সাবমেরিন ড্রাকন, সারফেসের দু'মিটার নীচে। উপরের বরফের ছাতের সঙ্গে দূরত্ব আরও কম, মাত্র এক মিটার। ঘণ্টাখানেক আগে ওই বরফের মাঝে একটা ফাটল খুঁজে পেয়েছে ওরা, সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন বন্ধ করে ওখান দিয়ে রেডিও অ্যান্টেনা তুলবার নির্দেশ দিয়েছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ। এফএসবি হেডকোয়ার্টার থেকে নাকি জরুরি মেসেজ আসবে। কিন্তু এক ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পরেও নীরব লুবিয়াঙ্কা, কোনও ট্রান্সমিশন পাঠাচ্ছে না। চলে যাবারও উপায় নেই, ওখান থেকে গো-কোড না পেলে সামনে এগোনোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

আড়চোখে রিয়ার অ্যাডমিরালের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। মূর্তির মত বসে আছেন তিনি। ভিতরে ভিতরে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেও প্রকাশ করছেন না চেহারায়। একবার শুধু কবজিতে বাঁধা হাতঘড়ি দেখলেন।

'এর কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না আমি,' তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। 'ওমেগা স্টেশনে পৌঁছুতে আর মাত্র দু'দিন বাকি, এর মধ্যে কী এমন জরুরি ব্যাপার ঘটল যে নতুন

কোনও এক্সারসাইজ করতে হবে আমাদেরকে? নাকি আবার বরফের তলায় পুঁততে হবে মিটিয়োরোলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট?' শেষ কথাটা বলল জোর দিয়ে, কণ্ঠে সন্দেহের ছাপ স্পষ্ট। ক্যাপ্টেন এখনও ভাবছে ওগুলো আড়িপাতার যন্ত্র।

ভাবুক... কিছু যায়-আসে না। ভাবলেন নিকোলায়েভ।

ব্রিজে বিরাজ করছে থমথমে পরিবেশ। প্রুডো বে-র স্যাবোটাজের খবর শুনেছে সবাই রেডিওতে। এর পিছনের রহস্য জানা নেই ক্রু-দের, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছে—এ-ঘটনার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে আমেরিকানদের মধ্যে। সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখবে ওরা সবাইকে। ড্রাকনকে পড়তে হতে পারে অযাচিত জটিলতার মুখে।

কবজিতে বাঁধা পোলারিস মনিটরের উপর চোখ বোলালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। আগের মতই জ্বলজ্বল করছে পাঁচটা বিন্দু। অপেক্ষা করছে মাস্টার ট্রিগারের জন্য। সবকিছু ঠিকঠাক এগোচ্ছে। রাতে পোলারিস ডিভাইসের ডায়াগনস্টিক টেস্টিং সেরেছেন নিকোলায়েভ। ক্যালিব্রেশনের সূক্ষ্ম অ্যাডজাস্টমেন্ট ছাড়া আর কোনও সমস্যা দেখতে পাননি। স্বস্তি অনুভব করছেন সে-কারণে। জানেন, অত্যাধুনিক সোনিক টেকনোলজির কারণে যে-কোনও মুহূর্তে সিগনাল রিসিভ করতে পারবে তাঁর মারণাস্ত্র। সোলার স্টর্ম বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে কমিউনিকেশন বাধাগ্রস্ত হবে না। আনমনে একবার স্ক্রিনের কোনার হৃৎপিণ্ডের আইকনটার দিকে তাকালেন। রিয়ার অ্যাডমিরালের পালসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জ্বলছে-নিভছে ওটা। চমৎকার!

'এক্সকিউজ মি, স্যর,' হঠাৎ বলে উঠল রেডিও অপারেটর। 'একটা ফ্ল্যাশ মেসেজ রিসিভ করছি আমরা... রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভের জন্য।'

কয়েক মিনিট পরেই কয়েক হাত ঘুরে একটা ক্লিপবোর্ড

পৌঁছুল রিয়ার অ্যাডমিরালের কাছে। শান্ত ভঙ্গিতে মেসেজটা ডিকোড করলেন তিনি। সেটা এ-রকম:

*টপ সিক্রেট।*
*ফ্রম এফএসবি টু ড্রাকন।*
*সাবজেক্ট: অপারেশন কনফার্মেশন।*
*পার্সোনাল মেসেজ ফর ফ্লিট কমাণ্ডার।*

*১. পিবি-তে সফল হয়েছে অভিযান। দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে প্রতিপক্ষের।*

*২. এক নম্বর টার্গেট, ডেজিগনেশন ওমেগার জন্য গো-কোড অনুমোদন করা হলো। ওখানকার অপারেশন শেষ হবার পর দুই নম্বর টার্গেট, ডেজিগনেশন গ্রেণ্ডেলে যাবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে।*

*৩. প্রাইমারি অবজেকটিভ: গ্রেণ্ডেল সাইট থেকে ডেটা এবং আলামত সংগ্রহ। সেকেণ্ডারি অবজেকটিভ: সাইট পরিষ্কার করা।*

*৪. সতর্কতার জন্য জানানো যাচ্ছে যে, টার্গেট এরিয়ার একটি ডেল্টা ফোর্স টিম মোতায়েন করা হয়েছে। ইন্টেল রিপোর্টে প্রকাশ, ওদের জন্যও একই ধরনের অবজেকটিভ নির্ধারণ করা হয়েছে। অপারেশন কণ্ট্রোলারের খোঁজ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ডেল্টা মিশনের রঙ কালো। রিপিট, কালো।*

*৫. গ্রেণ্ডেল স্টেশনের ডেটা বা আলামত কোনও অবস্থাতেই প্রতিপক্ষের হাতে পড়তে দেয়া যাবে না। এ-ধরনের ঘটনা এড়ানোর জন্য যে-কোনও পদক্ষেপ নেবার অনুমোদন দেয়া হলো।*

*৬. এই মেসেজ রিসিভ করার পর থেকে রেডিও সাইলেন্স বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। চরম জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া কোনও ধরনের যোগাযোগ করা চলবে না।*

*৭. মেসেজ সমাপ্ত।*

পুরো মেসেজ দু'বার পড়লেন নিকোলায়েভ। ডেল্টা মিশনের রঙ কালো... মানে ব্ল্যাক অপসের কথা বলা হয়েছে। গোপন অপারেশন—প্রকাশ্য অনুমোদন নেই রাষ্ট্রের তরফ থেকে। একই কথা অবশ্য তাঁদের বেলাতেও খাটে। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে এ-ধরনের লড়াই বহুবার দেখেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, প্রাণও বিপন্ন করেছেন বহুবার। অথচ পুরোটাই রাজনৈতিক চাল। গোপন এই যুদ্ধের খবর কোথাও ফাঁস হলে সরাসরি অস্বীকার করবে দুই দেশের সরকার। কাউকে বলির পাঁঠা বানিয়ে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে সব দোষ।

কেন?

কারণ অন্ধকার এক গোমর লুকিয়ে আছে এর পিছনে, সেইসঙ্গে আছে বিরাট কোনও প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা। কেউই এর অস্তিত্ব স্বীকার করবে না, তাই বলে একে ছেড়েও দেয়া যায় না। লাভ-ক্ষতির সমীকরণটা বড্ড ভারী। যারা জিতবে, তারা হাতে পাবে রিয়ার অ্যাডমিরালের প্রয়াত পিতার উত্তরাধিকার—এমন এক আবিষ্কার, যা দুনিয়াকে বদলে দিতে পারে।

কার হাতে পড়বে ওটা শেষ পর্যন্ত, কেউ বলতে পারে না। তবে মনে মনে কঠিন শপথ নিয়েছেন নিকোলায়েভ, প্রাণ থাকতে ওটা আমেরিকানদের দখলে যেতে দেবেন না।

পোলারিস মনিটরে আরেকবার নজর বোলালেন তিনি। গো-কোড পেয়ে গেছেন। এবার তাঁর নিজের খেলা শুরু করবার পালা। মনিটরের পাশের রুপালি একটা বোতাম টিপে ধরলেন

তিনি, পুরো ত্রিশ সেকেণ্ডের জন্য। পাশে একটা লাল বোতাম আছে, তবে সতর্কভাবে এড়িয়ে গেলেন ওটাকে, খেয়াল রাখলেন যাতে চাপ না পড়ে।

রুপালি বোতামটা ত্রিশ সেকেণ্ড চেপে ধরে রাখলে অ্যাকটিভেট হবে পোলারিস। সিদ্ধান্ত পাল্টাতে চাইলে এটুকুই সময়। অ্যাকটিভেট হয়ে যাবার পর ওটাকে ঘুম পাড়াবার আর কোনও উপায় নেই। নিকোলায়েভ তা জানেন, কিন্তু একচুল সরালেন না বোতামের উপর চেপে রাখা আঙুল। দৃঢ়, এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ তিনি। মনের মধ্যে কোনওরকম দ্বিধা নেই।

দীর্ঘ জীবনে মাতৃভূমিকে বার বার বদলে যেতে দেখেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। রাজা-বাদশাহদের জারিস্ট রাষ্ট্র থেকে কমিউনিস্টদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল রাশা—হয়েছিল স্টালিনের হাতের মোয়া। তারপর আবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে গোটা দেশ। মহা-পরাক্রমশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন নামকাওয়াস্তে কিছু রাষ্ট্রের সমষ্টি—প্রতিটাই দরিদ্র, হতশ্রী, ধ্বংসপ্রায়। প্রতিটা পরিবর্তন দুর্বল করেছে তাঁর মাতৃভূমিকে, একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে গেছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

বাকি পৃথিবীও তার ব্যতিক্রম নয়। যুগ-যুগান্তের হিংসা আর হানাহানির বেড়াজাল থেকে আজও বেরিয়ে আসতে পারেনি বিশ্বের কোনও দেশ। সন্দেহ, অবিশ্বাস আর খুনোখুনির অতলে তলিয়ে গেছে প্রত্যেকটি দেশ, জাতি আর মানচিত্র। অসম্ভব হয়ে উঠেছে নিরীহ মানুষের বেঁচে থাকা। দিনে দিনে শুধু সমস্যা বাড়ছে, সমাধান হচ্ছে না। কেউ চেষ্টাও করছে না সমাধান করবার। পৃথিবী আর পৃথিবী নেই, হয়ে গেছে ময়লা ফেলার ডাস্টবিন।

বোতাম টিপে ধরে রাখলেন নিকোলায়েভ।

সময় এসেছে সবকিছু বদলে দেবার। পুরনো ইমারতের

জায়গায় নতুন ইমারত গড়তে চাইলে প্রথমে ভাঙতে হবে পুরনোটাকে। তা-ই করতে চলেছেন তিনি। পঙ্কিল দুনিয়ার অবসান ঘটাবেন। জঘন্য এই ইতিহাস ধুয়ে মুছে যাবে... নবজাতকের মত নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ এক পৃথিবী জন্ম নেবে নয়া বরফযুগ পেরিয়ে।

এটাই হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রিয়ার অ্যাডমিরাল ভ্যালেরি নিকোলায়েভের উপহার।

ত্রিশ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেছে, পোলারিস মনিটরের পাঁচটা বিন্দু এবার পালাক্রমে জ্বলতে-নিভতে শুরু করল। বোতামটা ছেড়ে দিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। ব্যস, কাজ হয়ে গেছে। অ্যাকটিভেট করে দিয়েছেন তিনি পোলারিসকে। বাকি শুধু মাস্টার ট্রিগার বসানো। এরপরেই সত্যি হবে তাঁর স্বপ্ন... ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী। মাস্টার ট্রিগারের বোতামে চাপ দেবার পর হারমোনিক্স ওয়েভের ধ্বংসলীলা ঠেকাতে পারবে না কেউ। কোনও অ্যাবোর্ট বাটন নেই এই ডিভাইসের, নেই কোনও ফেইল-সেইফ।

রিয়ার অ্যাডমিরালের দিকে এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন রুশকিন। 'স্যর?'

মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালেন নিকোলায়েভ। ক্যাপ্টেনকে বড্ড তুচ্ছ মনে হলো তাঁর কাছে। পৃথিবীর ধ্বংসের সূচনা হয়ে গেছে, কিন্তু কিছুই জানা নেই বেচারার। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। একটাই কাজ বাকি তাঁর—উদ্ধার করতে হবে পিতার মৃতদেহ। তাকে সমাহিত করতে হবে উপযুক্ত মর্যাদায়। আর কোনও কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয় এর চেয়ে।

'স্যর?' আবার ডাকল রুশকিন। 'কী হয়েছে?'

সংবিৎ ফিরে পেলেন নিকোলায়েভ। শান্ত গলায় বললেন, 'কিছুই না। নতুন অর্ডার এসেছে আমাদের জন্য। ইঞ্জিন চালু করো।'

ইউ.এস.এস. পোলার সেন্টিনেল।

এক নম্বর পেরিস্কোপে চোখ লাগিয়ে রেখেছেন ক্যাপ্টেন গরডন, শান্তভাবে জরিপ করছেন চারপাশের অবারিত বরফের বিস্তার। দশ মিনিট হলো সারফেসের কাছাকাছি উঠে এসেছে সেন্টিনেল, বরফের ফাটল দিয়ে উপরে তোলা হয়েছে পেরিস্কোপ। মেঘলা আকাশ দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপ্টেন, বড়-সড় ঝড় হতে যাচ্ছে শীঘ্রি। কিন্তু আবহাওয়া নিয়ে চিন্তিত নন তিনি।

রাতভর ড্রিফট স্টেশন আর রাশান বেইসের চারদিকে টহল দিয়েছে সেন্টিনেল, চোখ-কান খোলা রেখেছে রাশান সাবমেরিনের খোঁজে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ছায়াও দেখা যায়নি ড্রাকনের। একদল বেলুগা তিমি ছাড়া আর কোনও সোনার কন্ট্যাক্টও পাওয়া যায়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এই এলাকায় সেন্টিনেলই একমাত্র জলযান।

তারপরেও উত্তেজনা প্রশমিত হয়নি ক্রু-দের। বিপদের আশঙ্কা করছে প্রতি মুহূর্তে। করবে না-ই বা কেন, নখদন্তহীন বাঘের দশা ওদের—কোনও ধরনের অস্ত্র ছাড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে রাশান নেভির অত্যাধুনিক একটা সাবমেরিনকে... বেঘোরে মারা পড়তে হবে লড়াই বেধে গেলে। *ড্রাকন*... মানে ড্রাগন... মনে মনে ভাবলেন ক্যাপ্টেন, নামের মধ্যেই আছে হিংস্রতার আভাস। আকুলা টু ক্লাস সাবমেরিন সম্পর্কে জানেন তিনি—অস্বাভাবিক দ্রুতগতির *স্কাভাল* টর্পেডো আর *এসএসএন*-১৬ অ্যান্টি-সাবমেরিন মিসাইল থাকে ওগুলোয়... আমেরিকান ফ্লিটের সেরা সাবমেরিনের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারবে। যদি কোনও কারণে ড্রাকনের সঙ্গে লড়াই বাধে পোলার সেন্টিনেলের... তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে শক্তিশালী হাঙরের সঙ্গে পুঁটি মাছের লড়াইয়ের মত।

ডিউটি ওয়াচের রেডিওম্যান উদয় হলো ক্যাপ্টেনের পিছনে। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'এক্সকিউজ মি, স্যর। ডেডহর্সের কমাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি। লাইনে আছেন উনি। তবে ট্রান্সমিশন খুব দুর্বল।'

পেরিস্কোপ ডেপথে উঠে আসার পর রেডিওম্যানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন—প্রুডো বে-র সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কি না, চেষ্টা করে দেখতে। পরিস্থিতির হালনাগাদ অবস্থা সম্পর্কে জানা দরকার তাঁর।

'অসুবিধে নেই।' পেরিস্কোপ থেকে চোখ সরালেন ক্যাপ্টেন। হাতল ভাঁজ করে উপরে ঠেলে দিলেন পোলটাকে। নেমে এলেন পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ড থেকে। 'চলো।'

ক্যাপ্টেনকে কমিউনিকেশন রুমে নিয়ে গেল রেডিওম্যান। বলল, 'তাড়াতাড়ি কথা বলবেন, স্যর। লাইনটা যে-কোনও মুহূর্তে কেটে যেতে পারে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রেডিও সেটের দিকে এগোলেন ক্যাপ্টেন। টুলে বসে হেডসেট পরলেন। 'দিস ইজ ক্যাপ্টেন গরডন।'

'গুড মর্নিং, ক্যাপ্টেন! কমাণ্ডার ট্যানার বলছি।' খসখসে একটা কণ্ঠ ভেসে এল ওপাশ থেকে। ভলিউম ওঠানামা করছে অবিরাম। 'আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ায় খুব ভাল হলো।'

'সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ কেমন এগোচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলেন গরডন।

'এখনও সার্কাস চলছে এখানে। তবে আগুনটা ঠেকাতে পেরেছি আমরা। সম্ভবত স্যাবোটিয়ারদের ব্যাপারে কিছুটা ক্লু-ও পাওয়া গেছে।'

'তা-ই? ওদের পরিচয় জানা গেছে?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল ট্যানার। তারপর বলল, 'আমি আশা করছি, জবাবটা আপনার কাছে পাওয়া যাবে।'

'আমার কাছে!' বিস্মিত হলেন গরডন।

'হ্যাঁ। আপনি যোগাযোগ করার আগে আমরা ওমেগা স্টেশনকেই ডাকাডাকি করছিলাম। আসলে... ব্যাপার হয়েছে কী... ঘণ্টাখানেক আগে বেনামী একটা প্যাকেজ পেয়েছি আমরা, ওর ভিতর একটা ভিডিও ফুটেজের ডিস্ক ছিল। ওতে দেখা যাচ্ছে, বিস্ফোরণের ঠিক আগ-মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিমান উড়ছিল এক নম্বর গ্যাদারিং স্টেশনের উপর দিয়ে। ভিডিওটা অবশ্য অস্পষ্ট... মনে হচ্ছে নাইটভিশন ক্যামেরা দিয়ে শূট করা হয়েছে।'

'এর সঙ্গে ওমেগা স্টেশনের সম্পর্ক কোথায়?'

'আপনার সিকিউরিটি টিম আজ সকালে যোগাযোগ করেছিল ফেয়ারব্যাঙ্কসের শেরিফস্ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে, খোঁজ নিয়েছে একটা বিমান আর চারজন আরোহী সম্পর্কে। বাপ-সহ জনৈক শেরিফ, নুমার এক প্রজেক্ট ডিরেক্টর আর জনৈক রিপোর্টার। ভিডিও ফুটেজ থেকে বিমানের কলসাইন উদ্ধার করেছি আমরা, নিজেরাও যোগাযোগ করেছিলাম ফেয়ারব্যাঙ্কসে। তখুনি জানলাম—দুটো একই বিমান!'

'কোথায় এখন ওই বিমান?' জানতে চাইলেন গরডন। জবাবটা আন্দাজ করতে পারছেন।

'আজ ভোরে ওটা ওমেগা স্টেশনের পাশে ল্যাণ্ড করেছে। প্যাসেঞ্জারদের আটকে রেখেছে আপনার সিকিউরিটি।'

নিচু গলায় ভাগ্যকে গালমন্দ করলেন ক্যাপ্টেন। রাতভর জেগে ছিলেন, ভেবেছিলেন এখন একটু ঘুমিয়ে নেবেন, তা আর হলো না।

কমাণ্ডার ট্যানার বলল, 'অলরেডি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি চেয়েছি আমি। বন্দিদেরকে ডেডহর্সে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই।'

'আপনি কি ভাবছেন, ওরাই হামলা করেছে পাম্প স্টেশনে?'

'এখুনি মন্তব্য করা ঠিক হবে না। নিশ্চিত হবার জন্যই জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছি। আসল ঘটনা যা-ই হোক, আপাতত ওদেরকে বৈরি ধরে নেয়া ভাল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন গরডন। যুক্তি আছে কমাণ্ডারের কথায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পাম্প স্টেশনের হামলাকারীরা ওমেগা স্টেশনে কেন গেছে? ওরা যদি হামলাকারী না-ও হয়, ব্যাপারটা কো-ইনসিডেন্স বলে মানতে পারছেন না। একের পর এক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে—প্রথমে প্রুডো বে-তে বিস্ফোরণ, তারপর রাশানদের সন্দেহজনক আচরণ, সবশেষে ওমেগায় অবাঞ্ছিত অতিথি... এতগুলো ঘটনা কাকতাল হতে পারে না কিছুতেই। নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে সবগুলোর মাঝে। কী সেটা?

'বন্দি হস্তান্তরের আগে ফ্লিট হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে আমাকে,' ট্যানারকে বললেন তিনি। 'তার আগ পর্যন্ত দেখেশুনে রাখব ওদের, কিচ্ছু ভাববেন না।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। গুড হান্টিং!' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল ট্যানার।

হেডসেট খুলে রাখলেন গরডন। ঘুরলেন রেডিওম্যানের দিকে। 'ওমেগা স্টেশনে পৌঁছুনোমাত্র অ্যাডমিরাল বেকেটের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে, স্যর। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

কমিউনিকেশন্স রুম থেকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন, ফিরে গেলেন ব্রিজে।

কমাণ্ডার ফিশার জিজ্ঞেস করল, 'কিছু জানা গেল, স্যর?'

'হুঁ। মনে হচ্ছে উড়ে এসে ঝামেলাটা এখন আমাদের কোলের মধ্যে পড়েছে।'

ভুরু কোঁচকাল ফিশার। 'মানে, স্যর?'

'মানে হচ্ছে আমাদেরকে এখুনি ফিরতে হবে ড্রিফট স্টেশনে।

নতুন কিছু অতিথি এসেছে, ওদেরকে খাতিরদারি করা দরকার।'

'রাশানরা?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। নির্দেশ দিলেন, 'ওমেগা স্টেশনের দিকে কোর্স সেট করো।'

'আই, আই, ক্যাপ্টেন।' বলে চলে গেল ফিশার।

নিজের চেয়ারে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন ক্যাপ্টেন গরডন। মেলাতে চেষ্টা করলেন ধাঁধাটা। কিন্তু অনেক কিছুই এখনও অস্পষ্ট। কয়েক দফা চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন। খামোকা মগজকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। যথাসময়ে জানা যাবে সব। ক্লান্তি অনুভব করছেন, ড্রিফট স্টেশনে পৌঁছুনোর আগে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন তিনি, থেমে গেলেন সোনার ওয়াচের সুপারভাইজরের কণ্ঠ শুনে।

'উই হ্যাভ আ কন্ট্যাক্ট, ক্যাপ্টেন!'

পিঠ খাড়া হয়ে গেল সবার। ত্রস্ত পায়ে সোনার স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল কমাণ্ডার ফিশার, যোগ দিল সুপারভাইজর আর টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে। চোখ বোলাল মনিটরে ভাসতে থাকা ডেটার উপরে।

একটু পর ঘাড় ফেরাল সে। বলল, 'আরেকটা সাবমেরিন, ক্যাপ্টেন। আকারে বেশ বড়।'

'ড্রাকন।' শান্ত গলায় বললেন গরডন।

'আমারও তা-ই ধারণা,' থমথম করছে কমাণ্ডার ফিশারের কণ্ঠ। 'কারণ ওটা সরাসরি ওমেগা স্টেশনের দিকে এগোচ্ছে।'

# একুশ

আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল।

স্নেক পিট থেকে বেরিয়ে এসে গায়ের পারকা খুলে ফেলল শ্যারন। স্টেশনের মূল অংশে আগের মতই গরম বিরাজ করছে। সেইসঙ্গে ভ্যাপসা বাতাস, শরীরে ঘাম ঝরার মত অবস্থা। কিন্তু খুব একটা খারাপ লাগল না ওর। দ্বীপের হৃৎপিণ্ডের কনকনে ঠাণ্ডায় অনেকটা সময় কাটানোর পর উত্তাপটা বড় আরামদায়ক মনে হচ্ছে। স্নেক পিটের দরজার পাশের একটা হুকে ঝুলিয়ে রাখল পারকা।

ড. মিকেলসেনও বেরিয়ে এসেছেন ওর সঙ্গে। জ্যাকেট খুললেন না তিনি। শুধু চেইন খুললেন, আর মাথা থেকে নামিয়ে রাখলেন হুড। হাতের গ্লাভস খুলে পকেটে ভরে ফেললেন, দুই তালু ঘষলেন গরম করে নেবার জন্য। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কী করবেন আপনি?'

'ওমেগায় ফিরে যাব,' বলল শ্যারন। 'ঝড় আসছে বলে খবর পেয়েছি, তার আগেই পৌঁছুতে চাই ওখানে। নইলে এখানে দু-তিনদিনের জন্য আটকা পড়ে যাব।'

'সেটা উচিত হবে না। ক্যাপ্টেন গরডন ফিরলে একসঙ্গে বসা দরকার আপনাদের। এখানকার আবিষ্কার সম্পর্কে এখনও কিছু জানেন না উনি।'

'হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন। ওখানেই কথা হবে ওঁর সঙ্গে।'

উল্টো দিকের বন্ধ দরজাটার উপর দৃষ্টি আটকে গেল বৃদ্ধ ওশনোগ্রাফারের। প্রহরীর সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে, এখন মাত্র একজন সিম্যান পাহারা দিচ্ছে ওখানে। বাড়তি সমস্ত লোক ফিরে গেছে পোলার সেন্টিনেলে।

'কী ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

'কী আছে ওই দরজার পিছে... আমাকে জানানো যায় না?' মৃদু গলায় বললেন মিকেলসেন।

'না জানাই মঙ্গল আপনার জন্য,' ইতস্তত করে বলল শ্যারন।

'আমি বিজ্ঞানী,' বললেন মিকেলসেন। 'অজানাকে জানাই আমার নেশা। মানা করলেও ওটার কথা না ভেবে পারছি না।'

'সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধরবার পরামর্শ দেব আপনাকে। একটা না একটা সময় ঠিকই জানতে পারবেন সব।'

'কখন সেটা?' ভুরু নাচালেন মিকেলসেন। 'রাশানরা আসার পর?'

'জানি না,' কাঁধ ঝাঁকাল শ্যারন। 'ব্যাপারটা আমার হাতে নেই।' তিক্ততা ফুটল ওর গলায়। সহকর্মীদের কাছে কোনও কিছু গোপন রাখার পক্ষপাতী নয় ও, রাজি নয় কোনও কিছু ধামাচাপা দিতে। বন্ধ দরজার ওপারে যা লুকিয়ে আছে, তার দায়িত্ব কাউকে না কাউকে নিতে হবে। শাস্তি পাওয়া উচিত তাদের। অথচ রহস্যটা গোপন করার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে সরকার!

সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে শুরু করল শ্যারন, পিছু পিছু ড. মিকেলসেন। হঠাৎ কম্পন অনুভব করল পায়ের তলায়। শুনতে পেল মোটরের আবছা আওয়াজ। কয়েক সেকেণ্ড পরেই এলিভেটরের লোহার খাঁচাটা ওদেরকে পেরিয়ে উঠে গেল উপরে।

'এলিভেটর ঠিক হয়ে গেছে নাকি?' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

'ফস্টারের কাজ,' নাসার ইঞ্জিনিয়ারের নাম বললেন মিকেলসেন। 'দিনরাত খাটছে বেইসের পুরনো মেশিনারি নিয়ে। যেন নতুন খেলনা পেয়েছে একটা বাচ্চা!'

'ভালই তো!' হাসল শ্যারন। উঠতে থাকল উপরে।

টপ লেভেলে পৌঁছে বৃদ্ধ ওশনোগ্রাফারের কাছ থেকে বিদায় নিল ও। যে-কামরায় রাত কাটিয়েছে, চলে গেল ওখানে। গুছিয়ে নিল নিজের জিনিসপত্র। এরপর পরতে শুরু করল থারমাল রেসিং সুট। আইস বোট নিয়ে ফিরে যাবে ওমেগায়। জিয়োলজিস্ট আর বায়োলজিস্টদের মধ্যকার ঝামেলা মিটে যাওয়ায় আগামী দুটো দিন শান্তিতে কাটাতে পারবে বলে আশা করছে।

কামরা থেকে বেরুতেই নেভির ইউনিফর্ম পরা এক মেয়ের মুখোমুখি হলো শ্যারন। লেফটেন্যান্ট লিসা ইভান্স—গ্রেণ্ডেল স্টেশনে মোতায়েন হওয়া নেভাল টিমের একমাত্র নারী-সদস্য। সুন্দর চেহারা, কিন্তু রুক্ষ। দেহ বেশ লম্বা-চওড়া। মাথায় ববকাট চুল। দেখলেই কিংবদন্তির আমাজন নারী-যোদ্ধাদের কথা মনে পড়ে যায়। এমনিতে অবশ্য লিসা খুবই অমায়িক মেয়ে। শ্রদ্ধাশীলও বটে।

'এক্সকিউজ মি, ড. বেকেট,' বলল সে। 'ওমেগা থেকে *একটা মেসেজ এসেছে আপনার জন্য।*'

ভুরু কোঁচকাল শ্যারন। আবার কী হলো? জিজ্ঞেস করল, 'কী মেসেজ?'

'বিমান নিয়ে কয়েকজন সিভিলিয়ান আজ ভোরে ল্যাণ্ড করেছে ওখানে। সিকিউরিটির লোকেরা আটক করেছে ওদেরকে।'

বিস্ময় ফুটল শ্যারনের চেহারায়। 'কতজন এসেছে? কী ওদের পরিচয়?'

'মোট চারজন। একজন আলাস্কার শেরিফ, সঙ্গে তাঁর বাবা। এ ছাড়া নুমার একজন অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর আর একজন

সাংবাদিক আছে ওঁদের সঙ্গে। সবার পরিচয় ভেরিফাই করে দেখা হয়েছে।'

'তা হলে আটকে রাখার দরকার কী?'

ইতস্তত করল লিসা। 'ইয়ে... প্রুডো বে-র ঘটনার পর থেকে...' কথা শেষ করল না। কাঁধ ঝাঁকাল।

'হুম!' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল শ্যারন, কেউ কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। 'কেন এসেছে ওরা, কিছু বলেছে?'

'ওরা এই স্টেশনের... মানে গ্রেগুেলের খবর জানে।'

'কী! কীভাবে?'

'বলেনি,' মাথা নাড়ল লিসা। 'শুধু বলছে, ঝামেলা দেখা দিতে চলেছে এখানে। পাইপলাইনে স্যাবোটাজের সঙ্গে নাকি সম্পর্ক আছে এর। এর বেশি আর কিছু বলতে রাজি হয়নি। অথোরিটি আছে, এমন কারও সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। আমরা অনেক চেষ্টা করেও ক্যাপ্টেন গরডনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি।'

বুঝল শ্যারন, ক্যাপ্টেনের অনুপস্থিতিতে ওকেই এখন সামলাতে হবে ব্যাপারটা। বলল, 'আমি এখুনি ফিরছি ওমেগা স্টেশনে। ওখানে গিয়ে কথা বলব। খবরটা জানিয়ে দিতে পারো।'

ঘুরতে যাচ্ছিল ও, থেমে গেল লিসার ডাক শুনে।

'আরেকটা ব্যাপার, ড. বেকেট! এখানে আসতে চাইছে ওরা। খুব চেঁচামেচি জুড়েছে এ-নিয়ে।'

মানা করে দিতে যাচ্ছিল শ্যারন, কিন্তু মত বদলাল পরমুহূর্তে। একটু আগেই বিতৃষ্ণা অনুভব করছিল এখানকার রহস্য ধামাচাপা দেওয়া নিয়ে। নিজে তাতে তাল মেলায় কীভাবে? ভালমত ভেবে দেখল ব্যাপারটা। একজন সাংবাদিক এলে মন্দ হয় না, সবকিছু টুকে নিতে পারবে... সময়-সুযোগমত প্রকাশ

করতে পারবে সব সারা পৃথিবীর সামনে। সঙ্গে যদি একজন শেরিফ আর নুমার মত বিখ্যাত সংগঠনের স্টাফ সাক্ষী হিসেবে থাকে...

আরেকটু ভাবল শ্যারন। এখন যদি ওমেগায় ফিরে যায় ও, নিঃসন্দেহে ঝড়ের কারণে আটকা পড়ে যাবে কয়েকদিনের জন্য। এর মাঝে ফিরে আসবেন ক্যাপ্টেন গরডন, কিছুতেই তিনি কোনও বহিরাগত মানুষকে গ্রেগেল স্টেশনে আসতে দেবেন না। ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, ওপরমহল থেকে কড়া নির্দেশ আছে তাঁর উপরে। কিন্তু অমন কোনও বিধি-নিষেধের জালে আবদ্ধ নয় শ্যারন। বড় করে শ্বাস নিল ও। ছোট্ট একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সত্যকে বাইরের দুনিয়ায় পৌঁছে দেবার, এমন সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না।

লিসার দিকে ফিরল ও। নির্দেশ দিল, 'বন্দিদেরকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো।'

'জী?' লিসা মনে হলো কথাটা বুঝতে পারেনি।

'এখানেই ওদের সঙ্গে কথা বলব আমি।'

একটা ভুরু উঁচু করল লিসা। 'আমার মনে হয় না লেঃ কমাণ্ডার রাইট তাতে রাজি হবেন।'

'ওদেরকে এখানেও তো আটকে রাখা যাবে,' যুক্তি দেখাল শ্যারন। 'রাইটকে বলো, নিরাপত্তার জন্য যত খুশি লোক পাঠাতে পারে, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ঝড় শুরু হবার আগেই ওদেরকে এখানে চাই আমি। দ্যাটস্ অ্যান অর্ডার!'

শ্যারনের দৃঢ় গলা শুনে একটু সিঁটিয়ে গেল লিসা। ক্যাপ্টেন গরডন এবং অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের অনুপস্থিতিতে ড. বেকেটই যে সবকিছুর ইনচার্জ, তা মনে পড়ে গেল। 'ইয়েস, ম্যা'ম!' গোড়ালি ঠুকে বলল সে। চলে গেল রেডিওরুমের দিকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কামরায় আবার ফিরে গেল শ্যারন।

নামিয়ে রাখল জিনিসপত্র। সোজা হতেই হকচকিয়ে গেল দরজায় ড. জেফরি বেনটনকে দেখতে পেয়ে। বধির হবার এই এক সমস্যা। পায়ের আওয়াজ শোনা যায় না।

'কিছু হয়েছে, জেফরি?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

চেহারায় উদ্বেগ ফুটে আছে বেনটনের। ইতস্তত করে বলল, 'ইয়ে... মেগানকে দেখেছেন আপনি, ড. বেকেট?'

'মেগান গুড? আপনার অ্যাসিসটেন্ট?'

মাথা ঝাঁকাল বেনটন।

নাক চুলকাল শ্যারন। 'যদ্দূর মনে পড়ে, স্নেক পিটে ঢুকেছিল আমার পিছু পিছু। হাতে স্কেটস দেখেছি ওর। হয়তো প্র্যাকটিস করছে ওখানে।'

ঘড়ি দেখল বেনটন। 'এক ঘণ্টা আগে ফেরার কথা ছিল ওর। একসঙ্গে আমাদের... ইয়ে... কিছু ডেটা নিয়ে বসার কথা।'

'টানেলে আলাদা হয়ে যাবার পর থেকে দেখিনি ওকে।'

উদ্বেগের ছায়াটা আরও গাঢ় হলো বেনটনের মুখে।

'হারিয়ে-টারিয়ে যায়নি তো?' অনুমান করল শ্যারন। 'স্নেক পিটের ভিতরটা তো রীতিমত গোলকধাঁধা।'

'আমি বরং গিয়ে দেখি,' বলল বেনটন। 'ওর রুট আমি চিনি।' উল্টো ঘুরে হনহন করে চলে গেল সে।

'কাউকে সঙ্গে নিয়ে যান,' পিছন থেকে বলে দিল শ্যারন।

হাত নাড়ল বেনটন। পরামর্শটা গ্রহণ করল না প্রত্যাখ্যান করল, বোঝা গেল না। তার অপসৃয়মাণ অবয়বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শ্যারনও আক্রান্ত হলো উৎকণ্ঠায়। মেগানের সঙ্গে মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা আছে ওর, বেশ পছন্দ করে মেয়েটাকে। আহত-টাহত হয়ে কোথাও পড়ে নেই তো? চিন্তিত মুখে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও।

ডাইনিং স্পেসে একটা টেবিলে বসে আছেন ড. মিকেলসেন।

শ্যারনকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লেন। সেদিকে এগিয়ে গেল ও।

'আপনি এখনও এখানে?' বিস্মিত গলায় বললেন বৃদ্ধ ওশনোগ্রাফার। 'যাননি?'

'প্ল্যানে সামান্য রদবদল করতে হয়েছে,' হালকা গলায় বলল শ্যারন। 'যাব না ঠিক করেছি।'

'হুম! এনিওয়ে, মরিসের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি,' টেবিলে উপবিষ্ট দ্বিতীয় মানুষটার দিকে ইশারা করলেন মিকেলসেন। ড. মরিস রেনার্ড—কানাডিয়ান আবহাওয়াবিদ। 'বাইরে কিছু সেন্সর বসিয়েছে ও। ওগুলো থেকে পাওয়া ডেটা বলছে, ঝড়টা মারাত্মক আকার ধারণ করবে। ঝড়ের কেন্দ্রস্থলে অলরেডি ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে বইছে বাতাস।'

মাথা ঝাঁকাল রেনার্ড। 'ছোটখাট প্রলয় বলতে পারেন। এখানে ভালমতই আটকা পড়ব আমরা।'

গম্ভীর হয়ে গেল শ্যারন। নবাগতদের সাবধানবাণী মনে পড়ে গেছে। বিপদ দেখা দিতে চলেছে আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলে। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওরা এমন কিছু জানে, যা এখানকার লোকেরা জানে না। বিপদ বলতেও কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বোঝায়নি।

'কোনও সমস্যা, ড. বেকেট?' জিজ্ঞেস করল রেনার্ড। 'আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

'না,' তাড়াতাড়ি বলল শ্যারন। 'কিছু না।'

ওমেগা ড্রিফট স্টেশন।

বাড়তি কোল্ড গিয়ার সরবরাহ করেছে নেভির লোকেরা, সেখান থেকে একটা পারকা গায়ে চড়াল রানা, মাথায় পরল উলের ক্যাপ, হাতে মোটা গ্লাভস। ওর সঙ্গীরাও ব্যস্ত কাপড়

পরায়। আড়চোখে প্রহরীদের দিকে তাকাল ও।

'সানগ্লাসও লাগবে আপনাদের,' বলে উঠল লেঃ কমাণ্ডার রাইট।

'আমার কাছে সানগ্লাস নেই,' নিজের ব্যাকপ্যাক ঘেঁটে জানাল ম্যাসন। একটু আগে বিমান থেকে প্যাকটা এনে দিয়েছে এক নাবিক।

বিরস মুখে পকেট থেকে নিজের সানগ্লাসটাই তার হাতে তুলে দিল রাইট, আপাতত ওমেগাতেই থাকবে সে, সানগ্লাসের প্রয়োজন নেই। আচরণে বিরক্তি চাপা থাকল না। ড. বেকেটের সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পারেনি, মন খুঁতখুঁত করছে অচেনা মানুষগুলোকে রাশান বেইসে পাঠানোর ব্যাপারে। নির্দেশটা অন্য কোনও সিভিলিয়ানের কাছ থেকে এলে হয়তো বা প্রতিবাদই করে বসত। কিন্তু প্যাসিফিক সাবমেরিন ফ্লিটের কমাণ্ডার অ্যাডমিরাল হেনরি বেকেটের মেয়েকে খেপিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মারতে চায়নি। বলা যায় না, বাপের কাছে অভিযোগ করে হয়তো বা তার চাকরিই গরম করে দিল মেয়েটা!

হাঁটু গেড়ে বসে লোবোকে আলিঙ্গন করল অ্যাবি, হাত বুলিয়ে দিল মাথায়। 'লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকিস,' কুকুরটাকে বলল ও। 'আমরা খুব শীঘ্রি ফিরব।'

মন খারাপ ওর। সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে রাইট—রাশান বেইসে কুকুর নেয়া যাবে না, ওকে রেখে যেতে হবে এখানে। অপরিচিত মানুষের মাঝে প্রিয় কুকুরটাকে ফেলে যেতে মন চাইছে না অ্যাবির। কিন্তু উপায়ও নেই।

পিছন থেকে অল্পবয়েসী এক নাবিক এগিয়ে এল। বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না, ম্যা'ম। আপনার কুকুরটাকে ভালমতই দেখেশুনে রাখব আমি।'

উঠে দাঁড়িয়ে নাবিকের মুখোমুখি হলো অ্যাবি। স্থানীয়

চেহারা। নেমটালি পড়ল—জিম পাটইয়াক। বিস্মিত হয়ে বলল, 'তুমি ইনুইট?'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম,' মাথা ঝোঁকাল নাবিক। 'এনসাইন জিম পাটইয়াক... অ্যাট ইয়োর সার্ভিস।'

'পাটইয়াক?' ভুরু কোঁচকালেন রিচার্ড। এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। 'তুমি জন পাটইয়াকের ছেলে নও তো?'

'জী, স্যর। আপনি চেনেন আমার বাবাকে?'

'চিনি না মানে!' মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল রিচার্ডের। 'ও তো আমার পুরনো বন্ধু! অনেকদিন দেখা নেই। অ্যাবি, তুইও তো দেখেছিস ওদেরকে ছোটবেলায়। মনে হয় ভুলে গেছিস। তারপর? কেমন আছে জন?'

'বয়স হয়ে গেছে, আগের চেয়ে দুর্বল। সময় করে দেখে আসেন না কেন ওঁকে?'

'যাব... নিশ্চয়ই যাব।'

'অ্যাই!' খেঁকিয়ে উঠল রাইট। 'তোমাদের রি-ইউনিয়ন বন্ধ করো। ঝড় আসতে বেশি দেরি নেই।'

তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল অ্যাবি। জিমকে বলল, 'আমরা তা হলে আসি। পরে কথা হবে। খেয়াল রেখো লোবোর দিকে।'

'একদম চিন্তা করবেন না ওকে নিয়ে।' হাসল জিম। 'যান।'

'সবাই রেডি?' জিজ্ঞেস করল রাইট। 'তা হলে রওনা হয়ে যান। এসকর্ট থাকছে আপনাদের সঙ্গে। প্লিজ, ওদের অবাধ্য হবেন না। যখন যে-নির্দেশ দেয়া হবে, সেটাই পালন করবেন। নইলে কঠোর হতে বাধ্য হবে ওরা।'

'ইটস্ ওকে, লেঃ কমাণ্ডার,' রানা বলল। 'আমাদেরকে শত্রু ভাবার কোনও দরকার নেই।'

'আমি শুধু সাবধান থাকতে চাইছি,' গম্ভীর গলায় বলল রাইট। 'দয়া করে রওনা হন এবার। দেরি করলে ঝড়ের কবলে

পড়বেন।'

অস্ত্রধারী চারজন প্রহরী এগিয়ে এল। ইশারা করল ওদেরকে এগোবার জন্য। মেস হল থেকে বেরিয়ে এল দলটা, হাঁটতে শুরু করল করিডোর ধরে।

রানার পাশে চলে এল অ্যাবি। বলল, 'ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে না তোমার? আমাদেরকে রাশান বেইসে যেতে দিচ্ছে?'

'সিদ্ধান্তটা এখানকার রিসার্চ টিম লিডারের,' রানা বলল। 'শুনলাম কোন্ এক অ্যাডমিরালের মেয়ে। তাই বোধহয় ঘাঁটাবার সাহস পায়নি তাকে।'

'তারপরেও...'

'কথা নয়, প্লিজ,' পিছন থেকে বলে উঠল এক এসকর্ট। 'দ্রুত পা চালান।' অনুরোধের মত শোনালেও, আসলে আদেশ দেয়া হলো ওদেরকে।

চুপচাপ জেমসওয়ে হাট থেকে বেরিয়ে এল দলটা। বাইরে পা রাখতেই চরম আক্রোশ নিয়ে হামলা চালাল ঠাণ্ডা বাতাস। হাত-পা জমে যাবার জোগাড়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে উন্মুক্ত চামড়া আর কাপড়-চোপড়ের উপর জমে গেল বরফের পরত। আকাশের সূর্যও ম্লান হয়ে গেছে, চারদিকে গোধূলির মত অন্ধকার। তুষারঝড়ের পূর্ব-লক্ষণ।

স্টেশনের পাশে পার্ক করে রাখা হয়েছে দুটো স্নোক্যাট। সেদিকে ওদেরকে নিয়ে চলল এসকর্টরা। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে কড়-কড়-কড়াৎ আওয়াজ। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল ম্যাসন। জিজ্ঞেস করল, 'কীসের আওয়াজ?'

'বরফ ভাঙছে,' বলল রানা। 'এখানকার বাতাস অত্যন্ত শক্তিশালী। সারফেস আর প্রেশার রিজের গা থেকে ভেঙেচুরে তুলে আনছে বরফ।'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি এ-সবের সঙ্গে পরিচিত।'

'আর্কটিকে আগেও এসেছি আমি। বহুবার।'

আবারও বজ্রপাতের মত আওয়াজ হলো। কপালে চিন্তার রেখা ফুটল রানার। বোঝা যাচ্ছে, চরম আকার ধারণ করতে চলেছে ঝড়। রীতিমত তাণ্ডব বাধিয়ে দেবে বরফদ্বীপের উপর। ওমেগা স্টেশনের দিকে চাইল—জেমসওয়ে হাটগুলো যথেষ্ট মজবুত, কিন্তু প্রকৃতির আক্রোশ পাহাড়কেও টলিয়ে দিতে পারে, মানুষের তৈরি ক'টা কুঁড়েঘর তো কোন্ ছার! আশা করল, পরিস্থিতি খারাপ হয়ে গেলে বিকল্প শেল্টার নেবার ব্যবস্থা আছে বিজ্ঞানীদের।

স্নোক্যাটের পাশে পৌঁছুল দলটা। অ্যাবি আর রিচার্ডকে একটায় ওঠাল এসকর্টরা। অন্যটার দিকে নিয়ে চলল রানা আর ম্যাসনকে। রাইটের কৌশল বুঝতে কষ্ট হলো না রানার। বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে ওদের চারজনকে—মানুষ যত কম, পাহারা দিতে তত সুবিধে। এর মানে হলো, সামান্য এক বিন্দু বিশ্বাসও করছে না সে অতিথিদেরকে।

ওদিকে প্রথম স্নোক্যাটের সামনে, ড্রাইভারের পাশের সিটে উঠে বসেছেন রিচার্ড আর অ্যাবি। অস্ত্রসহ দু'জন এসকর্ট উঠল পিছনে। ইঞ্জিন চালু করল ড্রাইভার। বলল, 'কিছু মনে করবেন না, হিটার চালাতে পারছি না। ত্রিশ মাইল যেতে হবে আমাদেরকে, তেল বাঁচানো দরকার।'

'অসুবিধে নেই,' বলল অ্যাবি। 'আমরা আলাস্কার মানুষ, ঠাণ্ডায় অভ্যস্ত।' স্নোক্যাটের ভিতরটা বাইরের তুলনায় গরম, খারাপ লাগছে না ওর।

মাথা ঝাঁকিয়ে গিয়ার বদলাল ড্রাইভার। বরফের বুকে কামড় বসাল ট্র্যাক, মুখ ঘুরিয়ে চলতে শুরু করল স্নোক্যাট। দ্বিতীয়টা আগেই রওনা হয়েছে, ওটার পিছু পিছু এগোল। কিছুদূর এগিয়েই ড্যাশবোর্ডের একটা বোতাম চাপল ড্রাইভার, নিচু লয়ের গান

ভেসে এল স্পিকার থেকে।

'ধ্যাত্তেরি!' পিছন থেকে বলে উঠল এক এসকর্ট। 'কী এক মরা গান লাগিয়েছ! ভাল কিছু নেই?'

'খবরদার!' হুঁশিয়ার করল ড্রাইভার। 'ঘ্যান ঘ্যান করলে কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাজাব!'

'না, না, কোনও দরকার নেই। অপূর্ব তোমার রুচি। খুব সুন্দর গান বাজাচ্ছ।'

হেসে ফেলল অ্যাবি। চোখ ফেরাল বাইরে। দ্রুত পিছে পড়ে যাচ্ছে ওমেগা স্টেশন। সিকি মাইল যেতেই জমাট কুয়াশার আড়ালে আবছা হয়ে এল। সোজা হতে যাচ্ছিল ও, থেমে গেল চোখের কোণে নড়াচড়া লক্ষ করে। স্টেশন থেকে খানিক দূরে আলোড়ন উঠেছে বরফের গায়ে, ফুলে উঠছে সারফেস। হঠাৎ সশব্দে বিস্ফোরিত হলো, সেখান দিয়ে উদয় হলো কালচে একটা আকৃতি। স্থির চোখে তাকিয়ে রইল অ্যাবি, জিনিসটা কী বুঝতে পারছে না।

কয়েক মুহূর্ত পরে বাতাসের তোড়ে একটু হালকা হয়ে এল কুয়াশা, উঁচু হয়ে থাকা কোনিং টাওয়ার চিনতে পারল ও। বরফ ভেদ করে উঠে এসেছে একটা সাবমেরিন। খোলের বিভিন্ন ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসছে বাষ্পের ধারা, যেন ওটা কোনও জীবন্ত প্রাণী। হ্যাচ খুলে যেতে দেখল ও। দ্রুতগতিতে অনেক মানুষ নেমে আসছে সাবমেরিন থেকে।

'ওটা কি আপনাদের সাবমেরিন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাবি।

একসঙ্গে ঘাড় ফেরাল তিন নৌ-সদস্য। ড্রাইভারের দৃষ্টিশক্তি সবচেয়ে প্রখর। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! এ তো দেখছি রাশানরা!!'

ব্রেক কষে স্নোক্যাট থামিয়ে ফেলল সে। সামনে তাকাল অ্যাবি। রানাদের স্নোক্যাট এগিয়ে যাচ্ছে আগের গতিতে। একটু

পরেই কুয়াশার মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাবমেরিনটা সম্ভবত লক্ষ করেনি ওরা।

স্নোক্যাটের বাকি আরোহীরা তখনও তাকিয়ে আছে পিছনদিকে। শান্ত গলায় রিচার্ড বললেন, 'সাদা পারকা পরেছে ওরা। ক্যামোফ্লাজ।'

ঠিকই বলছেন ভদ্রলোক, একমত হলো নৌ-সদস্যরা। দরজা খুলে অস্ত্র হাতে নেমে পড়ল একজন এসকর্ট।

'কোথায় যাচ্ছেন?' বলল অ্যাবি। 'ফিরে আসুন।'

কথা শুনল না সে। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ওমেগা স্টেশনের দিকে মুখ করে। গম্ভীর চোখে জরিপ করছে রাশান সাবমেরিন আর ছোটাছুটি করতে থাকা মানুষগুলোকে।

কুয়াশার মাঝে লেজার সাইটের ঝলকানি দেখা গেল। এর খানিক পরেই বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল সাবমেরিনের আপার ডেক থেকে। বাতাস ভেদ করে ছুটে গেল একটা রকেট, সরাসরি গিয়ে আঘাত হানল ড্রিফট স্টেশনের বাইরের দিককার একটা হাটে। লাল-কমলা শিখা ছড়িয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল হাট, বরফের গায়ে সৃষ্টি হলো দশ ফুট চওড়া একটা গর্ত।

'ওহ্ গড!' গুঙিয়ে উঠল পিছনের সিটে বসা দ্বিতীয় এসকর্ট। 'স্যাটেলাইট অ্যারে উড়িয়ে দিয়েছে ওরা!'

অ্যাবি লক্ষ করল, লাল রঙের একটা লেজার পয়েন্টার নাচানাচি করছে বরফের উপর, এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই স্থির হলো স্নোক্যাটের গায়ে। ওদেরকে দেখে ফেলেছে শত্রুরা!

'মুভ!' চেঁচাল ও।

নড়ল না ড্রাইভার। বসে আছে হতভম্বের মত। শরীর মুচড়ে একটা পা বাড়িয়ে দিল অ্যাবি, চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। গিয়ার দেয়াই ছিল, ঝাঁকি খেয়ে আগে বাড়ল স্নোক্যাট।

'করছেন কী আপনি?' রাগী গলায় বলল ড্রাইভার। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল অ্যাবির পা।

'কী ঘটছে দেখতে পাচ্ছেন না?' খ্যাপাটে গলায় বলল অ্যাবি। 'আপনাদের কমিউনিকেশন সিস্টেম উড়িয়ে দিয়েছে ওরা। ভেবেছেন আমাদেরকে যেতে দেবে?'

ওর বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্যই বুঝি দূর থেকে গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র। বরফ ছিটকাল স্নোক্যাটের দু'পাশে। নিজের রাইফেল তুলে পাল্টা গুলি চালাল বাইরে দাঁড়ানো এসকর্ট। চেঁচাল, 'মুভ, গড ড্যাম ইট! মুভ!!'

মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যাকসেলারেটরে চাপ দিল ড্রাইভার, তবে জোরে ছুটল না। সঙ্গীকে তুলে নেবার ইচ্ছে।

আরেকবার গুলি করল প্রথম এসকর্ট। তারপর উল্টো ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল ধাবমান বাহনের পিছু পিছু। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকগুলো লেজার পয়েন্টার জ্যান্ত হয়ে উঠল। এরপর ছুটে এল বুলেটের অঝোর ধারা। দৌড়ের মধ্যেই হুমড়ি খেলো এসকর্ট, মুখ থুবড়ে পড়ল বরফের উপর। পায়ের নীচটা ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

'ফার্নান্দেজ!' সঙ্গীর নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল দ্বিতীয় এসকর্ট। এক লাফে নেমে গেল স্নোক্যাট থেকে। দৌড়ে আহত মানুষটার কাছে গেল ও, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসতে শুরু করল বাহনের দিকে।

ব্রেক কষল ড্রাইভার। হামাগুড়ি দিয়ে পিছনের সিটে চলে গেল অ্যাবি। কয়েক মুহূর্ত পর সাহায্য করল ফার্নান্দেজকে ভিতরে ওঠাতে।

'আগে বাড়ো!' ড্রাইভারের উদ্দেশে চেঁচাল ফার্নান্দেজ। 'এখানে বসে থাকলে খতম হয়ে যাব।' উরুতে গুলি লেগেছে তার। হাবভাবে মনে হলো, ভয় বা ব্যথার চাইতে ক্রোধই বেশি

অনুভব করছে সে।

গিয়ার পাল্টে ফ্লোরবোর্ডের উপর অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল ড্রাইভার। বিশ্রী আওয়াজ তুলে মরিয়ার মত ছুটল স্নোক্যাট। অ্যাবি তখন ফার্নান্দেজের পায়ে রুমাল বাঁধায় ব্যস্ত।

সামনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন রিচার্ড। রানাদের স্নোক্যাট অদৃশ্য হয়ে গেছে কুয়াশার আড়ালে। নিজেরাও যদি পারতেন! ভাবনাটা শেষ হবার আগেই বাইরে থেকে ভেসে এল বাতাসে শিস কাটার আওয়াজ। মাথার উপর দিয়ে উড়ে কী যেন একটা আছড়ে পড়ল সামনের বরফে।

'যাশ্‌শালা!' গাল দিয়ে উঠল ড্রাইভার।

পরক্ষণেই ঘটল বিস্ফোরণ। আকাশের পানে লাফ দিল সামনের বরফ, শকওয়েভের ধাক্কায় চৌচির হয়ে গেল উইণ্ডশিল্ড। কানে তালা লেগে গেল আরোহীদের। সচেতনভাবে নয়, স্রেফ ইন্সটিঙ্কটের বশে একদিকে স্নোক্যাটকে ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করল ড্রাইভার। ভারী বাহনটার একদিক উঁচু হয়ে গেল, ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গেছে।

মাথা ঝনঝন করছে অ্যাবির, একটু উঁচু হয়ে চেষ্টা করল কী ঘটছে সেটা দেখতে। বরফের ধারা আর ধোঁয়ার ফাঁকফোকর দিয়ে চোখে পড়ল বিশাল এক গর্ত, বিস্ফোরকের ধাক্কায় সৃষ্টি হয়েছে, ভিতরে টলটল করছে আর্কটিকের হিম-শীতল পানি। গর্তটাকে এড়াবার জন্য যুঝছে ড্রাইভার।

খুব একটা লাভ হলো না। গর্তের কিনারায় ঠিকমত কামড় বসাতে পারছে না ট্র্যাক, পিছল খেয়ে বাহনটা নেমে যাচ্ছে নীচে। বানের মত খিস্তিখেউড় বেরুল ড্রাইভারের মুখ দিয়ে, গিয়ার বদলে সর্বোচ্চ শক্তি বের করে নিতে চাইল ইঞ্জিন থেকে। চোখ বন্ধ করে ফেলল অ্যাবি, অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছে, কিছুতেই আর বাঁচা সম্ভব নয়। অন্যদেরও কমবেশি একই অবস্থা।

হঠাৎ ঝাঁপ দিল স্নোক্যাট, ঠিক যেভাবে আহত সিংহ ঝাঁপ দেয়... উঠে এল কয়েক ফুট। কীভাবে যেন গর্তের কিনারায় আটকে গেছে চাকার ট্র্যাক, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে উঠে আসতে শুরু করল মৃত্যুকূপ থেকে। উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠল পিছনের সিটের দুই নৌ-সদস্য।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। সবে সোজা হতে শুরু করেছে স্নোক্যাট, এমন সময় নীচ থেকে ভেসে এল মড়মড় আওয়াজ। ভারী বাহনটার ওজনে আর্তনাদ করছে গর্তের কিনারের ঠুনকো বরফ। ঝট্ করে ডোর-হ্যাণ্ডেলের দিকে হাত বাড়াল অ্যাবি, চেষ্টা করবে দরজা খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যাবার... পারল না।

আচমকা অবলম্বন হারাল স্নোক্যাট, বরফধসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হুড়মুড় করে নেমে গেল নীচে। ঝপাস করে আছড়ে পড়ল মৃত্যুশীতল পানিতে।

# বাইশ

পোলার সেণ্টিনেলের কণ্ট্রোল ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন গরডন। আশপাশে ভিড় জমিয়েছে ক্রু-রা। সবার চোখ চুম্বকের মত সেঁটে আছে সামনের মনিটর আর ইকুইপমেণ্টে। বাইরের একটা ডিজিটাল ক্যামেরা থেকে আসছে ফিড, দেখা যাচ্ছে আধমাইল দূরে মাথা জাগানো রাশান সাবমেরিন ড্রাকনকে। শুভ্র পটভূমিতে আবছাভাবে ফুটে উঠেছে ওটার আকৃতি। হাবভাবে

মনে হচ্ছে না পোলার সেন্টিনেলের অস্তিত্বের ব্যাপারে ওরা সচেতন।

'ক্যাপ্টেন!' ফায়ার কন্ট্রোল স্টেশন থেকে ফিসফিসিয়ে ডাকল কমাণ্ডার ফিশার। কানে একজোড়া হেডফোন লাগিয়ে রেখেছে সে। 'হাইড্রোফোনে গোলাগুলির আওয়াজ পাচ্ছি আমরা।'

'ড্যাম ইট!' সখেদে বললেন ক্যাপ্টেন।

তাঁর দিকে ফিরল ফিশার। 'আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি আমরা, ক্যাপ্টেন।'

ঠোঁট কামড়ালেন গরডন। করণীয় সম্পর্কে ভাবছেন। সোনার কন্ট্যাক্ট পাবার পর থেকে রাশান ডুবোজাহাজটাকে অনুসরণ করছেন তাঁরা—নিঃশব্দে এবং দ্রুতগতিতে। যুদ্ধাস্ত্র নেই সেন্টিনেলে, তাই ড্রাকনকে বাধা না দেয়াই উত্তম বলে মনে হয়েছে তাঁর কাছে। সারফেসে না ভেসে ওমেগা স্টেশনকেও সতর্ক করে দেয়া সম্ভব ছিল না। অগত্যা ছায়ার মত পিছে লেগে থেকেছেন ড্রাকনের... চেষ্টা করেছেন ওটার সেন্সরগুলোকে এড়িয়ে যেতে। এখন কী করবেন?

'রকেট ফায়ারিং ডিটেক্ট করছি আমি, ক্যাপ্টেন!' হঠাৎ বলে উঠল সোনার সুপারভাইজর।

স্ক্রিনের দিকে চোখ ফেরালেন ক্যাপ্টেন। সাদা একটা রেখা ফুটে উঠেছে আকাশে। বক্রাকার একটা পথে স্টেশনে এসে পৌঁছুল ক্ষেপণাস্ত্র, আঘাত হানল ছোট একটা কুটিরের গায়ে। হাইড্রোফোনের দরকার হলো না, খালি কানেই শোনা গেল বিস্ফোরণের আওয়াজ। তারপর নেমে এল নীরবতা।

'সম্ভবত স্যাটেলাইট অ্যারে-তে হিট করেছে ওটা,' ফিসফিস করল ফিশার।

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। ড্রিফট স্টেশনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিচ্ছে রাশানরা। স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার আর

রিসিভার নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাইরের দুনিয়া থেকে ওমেগা স্টেশন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এখন যদি পোলার সেন্টিনেলেরও কিছু হয়, সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হবে।

'কী করব আমরা, ক্যাপ্টেন?' অস্থির গলায় জানতে চাইল ফিশার।

'আপাতত কিছুই করার নেই আমাদের, রি-ইনফোর্সমেন্ট দরকার। কিন্তু এখানে কমিউনিকেশন অ্যান্টেনা উঁচু করলে টের পেয়ে যাবে শত্রুরা।' কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন গরডন। তারপর বললেন, 'কমাণ্ডার, জাহাজের মুখ ঘোরাও। রাশান স্টেশনটায় নিয়ে চলো আমাদের। ওখান থেকে ব্রডকাস্ট করব আমরা। সিভিলিয়ানদেরকেও তুলে নেব জাহাজে। সন্দেহ নেই, ওমেগা স্টেশন দখলের পর ওদিকেই যাবে ড্রাকন।'

'আই, আই, স্যর।'

নিচু গলায় অর্ডার ইস্যু করল ফিশার। নিঃশব্দে পানিতে ডুব দিল সেন্টিনেল। হেলমস্‌ম্যান আর প্লেইনস্‌ম্যান মিলে নাক ঘোরাল ডুবোজাহাজের। ইঞ্জিনের মৃদু আওয়াজের সঙ্গে সচল হলো সাবমেরিন। দ্রুত সরতে শুরু করল ড্রাকনের নাগাল থেকে।

হাইড্রোফোনে এখনও ভেসে আসছে উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ আর বিস্ফোরণের আওয়াজ। শব্দের সেই জঞ্জালের ভিতর হারিয়ে গেল সেন্টিনেলের আওয়াজ, সহজ হলো পিঠটান দেয়া। অবশ্য বাইরের আওয়াজ না থাকলেও খুব একটা অসুবিধে হতো না। নতুন প্রোপালশান সিস্টেম, এবং খোলের গায়ে সোনার-ওয়েভ গিলে খাবার মত প্রলেপ থাকার ফলে প্রচলিত যে-কোনও ডিটেকশন সিস্টেমকে ফাঁকি দিতে পারে সেন্টিনেল।

'বত্রিশ মিনিটের মধ্যে রাশান স্টেশনে পৌঁছুব আমরা,' ডাইভিং স্টেশন থেকে রিপোর্ট দিল কমাণ্ডার ফিশার।

'খুব ভাল,' বলে গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন গরডন। চোখ

বোলালেন ব্রিজ ক্রু-দের উপর। হতাশা বাসা বেঁধেছে সবার চেহারায়... সেইসঙ্গে চাপা ক্ষোভ। লড়াই থেকে পালিয়ে আসার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু এ-ও ঠিক, জয়ের কোনও সম্ভাবনা ছিল না তাঁদের। ঢাল-তলোয়ার ছাড়া রণক্ষেত্রে নামা হতো বোকামি। তারচেয়ে রাশান স্টেশন থেকে যে-ক'জনকে উদ্ধার করা যায়, তা-ই ভাল।

হঠাৎ শ্যারনের কথা মনে পড়ল ক্যাপ্টেনের। গতকাল গ্রেগেলে গেছে সে—দু'দল বিজ্ঞানীর মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার জন্য। এর মধ্যে কি ফিরেছে ওমেগায়? নাকি এখনও রয়ে গেছে ওখানে? মেয়েটার অমঙ্গল আশঙ্কায় শুকিয়ে গেল বুক। শ্যারনের কিছু হয়ে গেলে কী জবাব দেবেন তিনি অ্যাডমিরাল বেকেটের কাছে?

ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়াল কমাণ্ডার ফিশার। নিচু গলায় বলল, 'ওমেগা স্টেশন দখল করতে খুব বেশি সময় লাগবে না রাশানদের। ওদেরকে বাধা দেবার মত তো কেউই নেই ওখানে! এর অর্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, স্যর? খুব শীঘ্রি আমাদের পিছু পিছু ধেয়ে আসবে ওরা।'

তিক্ততায় ভরে গেল ক্যাপ্টেনের মন। তাঁর এক্স.ও. ঠিকই বলেছে। খুব বেশি সময় পাবেন না তিনি ইভ্যাকুয়েশনের জন্য। হতাশা চাপা দিয়ে নির্দেশ দিলেন, 'একটা কুইক রেসপন্স টিম রেডি করো, ফিশার। তুমিই নেতৃত্ব দেবে ওটার। সমস্ত গিয়ার নিয়ে তৈরি থাকা চাই। সারফেস হবার সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাবে তোমরা।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। ইভ্যাকুয়েশনের জন্য কতটা সময় পাব, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

দ্রুত হিসাব কষলেন গরডন। মাথায় রাখলেন দুই জাহাজের স্পিড আর অন্যান্য বিষয়। আর যা-ই হোক, ড্রাকনের সামনে

পড়ার ঝুঁকি নেয়া চলবে না তাঁর। বললেন, 'পনেরো মিনিট। পনেরো মিনিটের মধ্যে আবারও ডাইভ দিতে চাই আমি।'

'পনেরো মিনিট! বড্ড কম হয়ে গেল না?'

'কম-বেশি বুঝি না। দরকার হলে ঘাড় ধরে ন্যাংটো অবস্থায় বের করে আনো সবাইকে... আমি পরোয়া করি না। কাপড়-চোপড়, ইকুইপমেন্ট, সাপ্লাই... কোনোকিছুর প্রয়োজন নেই, শুধু মানুষগুলোকে চাই আমি।'

'যেমনটা আপনার ইচ্ছে।' স্যালিউট ঠুকে চলে গেল ফিশার।

আপন চিন্তায় আবার ডুবে গেলেন ক্যাপ্টেন গরডন। শ্যারনের কথা ভাবছেন। কোথায় ও? কী করছে এখন?

স্নেক পিটের গভীরতম অংশে ড. বেনটনকে অনুসরণ করে এগোচ্ছে শ্যারন। ওমেগা স্টেশনে উদয় হওয়া চার আগন্তুককে গ্রেণ্ডেলে নিয়ে আসার নির্দেশ দেবার পর কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল ও। যদিও জানে, সরাসরি কোনও আদেশের বিরোধিতা করেনি... তারপরেও কাজটা হয়েছে এক ধরনের নীরব বিদ্রোহের মত। চার নম্বর লেভেলের রহস্য লুকিয়ে রাখার জন্যই চলছে হাজার রকমের কড়াকড়ি, অথচ ওখানেই ও নিয়ে আসছে চারজন অজানা-অচেনা মানুষকে। বুঝতে পেরেছে, ওর আচরণে অসন্তুষ্ট হবেন ক্যাপ্টেন গরডন। শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ, ঠিক ওর বাবার মত—নিয়ম-কানুনের ব্যত্যয় একেবারেই পছন্দ করেন না। কিন্তু নিজের নীতির প্রতিও অবিচল থাকতে চায় শ্যারন। চায় এখানকার সব ঘটনার নিরপেক্ষ কিছু সাক্ষী থাকুক। সেজন্যেই ঝুঁকিটা নিতে পিছপা হয়নি।

দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলাচলে অস্থির হয়ে উঠেছিল ও। চুপচাপ বসে থাকার মত মনের অবস্থা ছিল না। ঠিক করেছে কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত রাখবে নিজেকে, চলে এসেছে স্নেক পিটে। দেখা যাক,

মেগান গুডকে খুঁজে পাওয়া যায় কি না। কপাল ভাল, টানেলে ঢুকতেই দেখা পেয়ে গেছে ড. বেনটনের। জুতোর সঙ্গে ক্র্যাম্পন আটকাচ্ছিল সে, রওনা হবার প্রস্তুতি। আর কেউ ছিল না সঙ্গে। শ্যারনের পরামর্শ উপেক্ষা করেছে লোকটা, একাই বেরুচ্ছিল উদ্ধার অভিযানে।

'সবাই ব্যস্ত,' অজুহাতের সুরে বলেছে সে। 'তা ছাড়া... ওয়াকি-টকি আছে আমার সঙ্গে।'

বলা বাহুল্য, তাকে একা ছাড়েনি শ্যারন। থারমাল রেসিং সুট পরাই ছিল, শুধু একজোড়া ক্র্যাম্পন লাগিয়ে নিতে হয়েছে জুতোর নীচে। এরপর একসঙ্গে রওনা হয়েছে দু'জনে।

শ্যারনের সামনে হাঁটছে বেনটন। মাথায় একটা মাইনিং হেলমেট পরেছে, পার হবার আগে হেডল্যাম্পের আলোয় দেখে নিচ্ছে প্রতিটা শাখা-টানেল আর গুহামুখ। খানিক পর পর মুখের কাছে তুলছে দু'হাত। ঠোঁট দেখা যাচ্ছে না, তারপরেও শ্যারন বুঝতে পারছে, মেগানের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে সে।

উত্তেজিত না হয়ে শান্ত ভঙ্গিতে এগোচ্ছে শ্যারন। দু'জনের মধ্যে অন্তত একজনকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। বেনটনের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। ক্ষণে ক্ষণে উৎকণ্ঠা বাড়ছে তার। তাই শান্ত থাকার ভূমিকাটা নিতে হচ্ছে শ্যারনকে। হাতে একটা ফ্ল্যাশলাইট রয়েছে ওর, কাঁধে ঝুলছে দড়ির গোছা। আলো ফেলে বার বার দেখে নিচ্ছে আশপাশ, ফেরার পথে যাতে পথ ভুল না করে। স্নেক পিটের অচেনা একটা অংশে এসে পড়েছে ওরা—এদিকটার ম্যাপিং করা হয়নি এখনও। চারপাশটা গোলকধাঁধার মত। যেদিকে তাকায় সেদিকেই নজরে পড়ে গুহামুখ, ছোট-বড় টানেল আর দেয়ালের গায়ে নানা আকারের ফাটল।

বরফের গায়ে স্প্রে-পেইন্টে আঁকা একটা তীরচিহ্ন স্পর্শ করল বেনটন। ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে শ্যারন—ওগুলো

মেগানের আঁকা। তীরচিহ্ন দিয়ে নিজের স্কেটিঙের কোর্স ঠিক করেছে সে। অবশ্য মেয়েটাকে খোঁজার জন্য ওই তীরচিহ্নের প্রয়োজন নেই। টানেলের মেঝেতে স্পষ্টভাবে ফুটে আছে ওর স্কেটসের গভীর দাগ। এই দাগ অনুসরণ করেই তল্লাশি চালাচ্ছে ওরা।

ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে দু'জনে, একই সঙ্গে চলছে ডাকাডাকি। কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না মেগানের। বিশ মিনিট হলো ঘুরপাক খাচ্ছে ওরা। হঠাৎ মেঝের দাগে একটু বৈসাদৃশ্য লক্ষ করল শ্যারন।

'জেফরি?' ডেকে উঠল ও।

ঘুরল বেনটন। 'কী হয়েছে?'

মেঝের দিকে ইশারা করল শ্যারন। 'এখান থেকে কোর্স ছেড়েছে মেগান।' আঙুল তুলল ডানদিকে। 'ওদিকে গেছে।'

দেয়ালের মাঝে চওড়া একটা ফাটল দেখতে পেল ওরা, ওটার ভিতরে ঢুকে গেছে স্কেটসের দাগ। অনুসরণ করল দু'জনে। এদিককার মেঝে অত্যন্ত পিচ্ছিল, ক্র্যাম্পন বিঁধিয়ে হাঁটতেও রীতিমত কসরত করতে হলো। কিছুদূর এগোতেই সংকীর্ণ হয়ে উঠল টানেল, ছাত আর দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসা বরফ-গজালের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হওয়া খুবই মুশকিল। কিন্তু থামেনি মেগান... ট্র্যাক বলছে—এর মাঝ দিয়েই এগিয়েছে ও। কারণ কী!

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বেনটন। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাল। যেন কিছু দেখার চেষ্টা করছে। শ্যারন প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়ল।

'কীসের যেন আওয়াজ শুনলাম পিছন থেকে,' বলল বেনটন।

'মেগান?'

'উঁহুঁ। মানুষের গলা না। অন্য কিছু।'

আঁতিপাঁতি করে ফেলে আসা পথের উপর দৃষ্টি বোলাল বেনটন। খাড়া রাখল কান। কিন্তু না, দেখা গেল না কিছু... শোনাও গেল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার সামনে পা বাড়াল সে।

একটু পরেই একটা খাদের কিনারে পৌঁছে গেল দু'জনে। ওখানে পৌঁছে থামল বেনটন। হাঁটু গেড়ে বসল, তারপর আলো ফেলল ভিতরে। পরমুহূর্তে মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তার। তাড়াতাড়ি শ্যারনও উঁকি দিল নীচে।

কালচে হয়ে আসা রক্তের পোঁচ দেখা যাচ্ছে খাদের তলায়। একপাটি স্কেটস্ পড়ে আছে তার পাশে... আর পড়ে আছে একটা মাইনিং হেলমেট—হেডল্যাম্প ভাঙা।

'ও...ওগুলো মেগানের!' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল বেনটন।

নীচে মেয়েটার দেহ দেখা যাচ্ছে না, তবে রক্তের দাগটা চলে গেছে একপাশে... ওদের দৃষ্টিসীমার বাইরে।

'ওখানে নামতে হবে আমাকে!' হড়বড় করে বলল বেনটন। 'নীচ দিয়ে হয়তো বেরুবার অন্য কোনও পথ আছে... মেগান হয়তো ওখান দিয়ে গেছে...'

তার মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আবার খাদের তলায় তাকাল শ্যারন। জমাট রক্তের পরিমাণ দেখে আশাবাদী হতে পারছে না; তাই বলে মনে আঘাত দেয়া যায় না বেনটনের। কাঁধ থেকে দড়ির কুণ্ডলী খুলল ও। বেনটনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমিই বরং নামি। ওজন কম আমার। আপনি সাপোর্ট দিতে পারবেন। আপনার বেলায় সেটা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল বেনটন, কিন্তু শ্যারনের যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারল না। মিনমিন করে বলল, 'ঠিক আছে।'

হাত বাড়িয়ে দড়ি নিল সে। একটা লুপ বানিয়ে বগলের তলায় আটকে ফেলল। দড়ির অন্যপ্রান্ত খাদের ভিতরে ফেলে দিল শ্যারন। বেনটনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি

রেডি?'

'হ্যাঁ। জলদি যান। খুঁজে বের করুন মেগানকে।' অস্থিরতা ফুটল বেনটনের গলায়।

মাথা ঝাঁকাল শ্যারন। ফ্ল্যাশলাইট গুঁজল পকেটে, তারপর দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। খাদের দেয়ালে পা ঠেকিয়ে র‍্যাপলিং করে নামছে। একটু পরেই পা ঠেকল তলায়। দড়ি ছেড়ে চেঁচাল, 'পৌঁছে গেছি!'

পায়ের আওয়াজ হলো, খাদের কিনারায় এসে উঁকি দিল বেনটন। দড়ির বাঁধন খোলেনি। কী যেন বলল শ্যারনকে উদ্দেশ করে, কিন্তু চোখের উপর তার হেডল্যাম্পের আলো পড়ায় ঠোঁটের নড়াচড়া বুঝতে পারল না ও। হাত নাড়ল কেবল।

পকেট থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করল শ্যারন। মেঝেতে আলো ফেলতে শুরু করেছে, এমন সময় টের পেল—উৎকট একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে—বদ্ধ গুহা, বা সুড়ঙ্গে যে-রকম ভাসে। গুমোট, ভারী, দম আটকে আসা। জোরে জোরে শ্বাস টানল ও, চেষ্টা করল বাড়তি অক্সিজেন পেতে। খুব একটা লাভ হলো না। গন্ধ ভুলে মনোযোগ দিল হাতের কাজে।

রক্তের দাগ অনুসরণ করে এগোল ও। কিছুদূর গিয়েই ওটা মিশে গেছে দেয়ালের গায়ে। ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল শ্যারন। না, মেশেনি দাগ। বড়সড় একটা খোঁড়লের মত দেখা যাচ্ছে, ওটার ভিতরে গেছে রক্তটা। আলো ফেলে ভালমত দেখল। না, খোঁড়লও নয়। ছোট একটা সুড়ঙ্গ—ঢালু, নেমে গেছে নীচে। দেখতে অনেকটা সুয়ারেজের ড্রেনের মত।

মুখের কাছে হাত তুলল শ্যারন। গলা চড়িয়ে ডাকল, 'মেগান! আছ তুমি ওখানে?'

জবাব এসেছে কি না বোঝার উপায় নেই, কানে শোনে না ও। উপরদিকে মুখ তুলে তাকাল। মেগান যদি জবাব দেয়,

বেনটন শুনতে পাবে। কিন্তু লোকটাকে অন্যদিকে মনোযোগী মনে হলো। খাদের তলায় আর তাকিয়ে নেই, মাথা ঘুরিয়ে রেখেছে পিছনদিকে... দেখতে চাইছে কী যেন।

কয়েক পা এগোল শ্যারন, পরক্ষণে থেমে গেল। কী যেন বাড়ি খেয়েছে জুতোর সঙ্গে। আলো ঘোরাল মেঝের দিকে। মেগানের জুতোটা দেখতে পেল, ওর পায়ের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ছিটকে গেছে দেয়ালের দিকে। দু'পাক খেয়ে থামল। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল শ্যারন।

খালি নয় জুতোটা। তাজা মাংস আর হাড্ডি বেরিয়ে আছে উপর দিয়ে! ভিতরে রয়ে গেছে গোড়ালি-সহ মেগানের পায়ের নীচের অংশ!

আতঙ্কে চিৎকার করল শ্যারন। কোনও আওয়াজ বেরুল না মুখ দিয়ে। অথবা হয়তো বেরুল, কিন্তু নিশ্চিত হবার কোনও উপায় নেই ওর। সভয়ে পিছিয়ে গেল, পিঠ ঠেকাল উল্টোদিকের দেয়ালে। তাড়াতাড়ি আবার উপরে তাকাল, কিন্তু কেউ নেই ওখানে।

'জেফরি!' ডাকল শ্যারন।

সাড়া দিল না জিয়োলজিস্ট। তার হেডল্যাম্পের আলো দেখতে পাচ্ছে ও—নেচে বেড়াচ্ছে টানেলের দেয়াল আর ছাতের গায়ে। একই সঙ্গে নাচছে খাদের ভিতরে ঝুলতে থাকা দড়িটাও। করছে কী লোকটা!

'জেফরি!!' আবার ডাকল শ্যারন। এবার আগের চেয়ে জোরে।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল আলোর নাচ, টানেলের ছাতে স্থির হলো ওটা। স্থির হয়ে গেল দড়িটাও। কিন্তু খাদের কিনারায় উঁকি দিল না বেনটন। বুকের ভিতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে থাকল শ্যারনের। গলার ভিতরে দলা পাকিয়ে উঠেছে কী যেন। দুই

চোখে আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে রইল উপর দিকে।

হঠাৎ একটা ছায়া সরে গেল বেনটনের হেডল্যাম্পের সামনে দিয়ে। বিশাল... কুঁজো একটা আকৃতি...

ফ্ল্যাশলাইটটা অস্ত্রের মত দু'হাতে বাগিয়ে ধরল শ্যারন। কিন্তু প্রবল আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে পুরো দেহ। ফ্ল্যাশলাইটটা ভীষণভাবে নড়তে থাকল হাতের ভিতরে।

আবারও দেখা গেল ছায়াটা। ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে... তারমানে এগিয়ে আসছে খাদের দিকে। সমস্ত সাহস উবে গেল শ্যারনের। পাশ ফিরে ছুটতে শুরু করল ও। খোঁড়লের কাছে গিয়ে ডাইভ দিল। ঢুকে পড়ল ভিতরে। হামাগুড়ি দিচ্ছে পাগলের মত। একটাই চিন্তা মাথায়—পালাতে হবে... পালাতে হবে ওকে!

কিছুদূর যেতে হাত-পা ফসকাল, ঢালু সুড়ঙ্গ ধরে পিছলে নামতে শুরু করল ও। গতি বাড়ছে প্রতিমুহূর্তে। চেষ্টা করেও থামাতে পারল না নিজেকে। কতক্ষণ ওভাবে কাটল বলতে পারবে না, হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল দেহটা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখল, আবার সমান্তরাল হয়ে এসেছে সুড়ঙ্গ। কয়েক গজ দূরে ওটার অন্যপ্রান্তের মুখ।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল শ্যারন। বরফের গভীরে ছোট একটা প্রকোষ্ঠে এসে পৌঁছেছে। ছাত বেশি উঁচু নয়। দাঁড়াতে গেলে মাথা বাড়ি খাবে উপরে। দাঁড়াল না ও। ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল চারদিকে। পরিণত হলো পাথরে।

এ কোথায় এসেছে ও!

ছোট্ট প্রকোষ্ঠের পুরোটা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অগণিত হাড়। কিছু ধবধবে সাদা, কিছু আবার কালচে হয়ে এসেছে কালের প্রবাহে। বীভৎসভাবে পড়ে আছে মানুষ আর অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের মাথার খুলি, বুকের খাঁচা, আর হাত-পায়ের হাড্ডি! চকচক করছে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়।

একটাই অর্থ হতে পারে এর। মাংসাশী, হিংস্র কোনও পশুর গুহা এটা!

প্রকোষ্ঠের এককোণে লাল-নীল রঙ চোখে পড়ল শ্যারনের। আলোটা ওখানে ফেলতেই দৃশ্যমান হলো দলা পাকানো তাজা একটা দেহ—রক্তে ভিজে একাকার, পরনে স্কিন সুট।

ফুঁপিয়ে উঠল শ্যারন। পেয়েছে ও মেগানকে।

## তেইশ

স্নোক্যাটের পিছনের সিটে দুই এসকর্টের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে রানা। 'মুখ ঘোরান স্নোক্যাটের!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

কনুইয়ের এক গুঁতো খেল ও নাকের উপর। চোখের সামনে জ্বলে উঠল লাল-নীল তারা। জোর গুঁতো খেয়ে ব্যথায় কুঁচকে গেছে মুখমণ্ডল, সিটের উপর নেতিয়ে পড়ল ও।

'চুপচাপ বসে থাকুন, নইলে আপনাকে হ্যাণ্ডকাফ পরাতে বাধ্য হব আমরা,' ডানপাশ থেকে হুমকির সুরে বলল লেফটেন্যান্ট মাইকেল গ্রিন—প্রথম এসকর্ট।

দ্বিতীয় এসকর্ট বসে আছে রানার অন্যপাশে। গাঁটাগোট্টা শরীরের এক নাবিক, নাম ডেভ পার্ল... ইতিমধ্যে পিস্তল বের করে ফেলেছে সে হোলস্টার থেকে। অস্ত্রটার মুখ স্নোক্যাটের ছাতের দিকে তোলা, তাই বলে হুমকিটা দুর্বল হলো না একটুও।

'শান্ত হোন, মি. রানা,' সামনের সিট থেকে বলল ম্যাসন।

'উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই কোনও।'

'কীভাবে শান্ত থাকব, বলতে পারেন?' রাগী গলায় বলল রানা। 'পিছনের ওরা বিপদে পড়েছে... সাহায্য দরকার ওদের!'

'কিচ্ছু করার নেই,' বলল গ্রিন। 'আমরা অন্যরকম অর্ডার পেয়েছি।'

কয়েক মিনিট আগে রেডিওতে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে লেঃ কমাণ্ডার রাইট। ওমেগা স্টেশনে আক্রমণের খবর জানিয়েছে, তারপর নির্দেশ দিয়েছে—যেভাবে হোক, রাশান বেইসে পৌঁছে সতর্ক করে দিতে হবে সবাইকে। স্যাটেলাইট অ্যারে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না ড. শ্যারন বেকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

মেসেজ শেষ করতে পারেনি রাইট, অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণের আওয়াজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যোগাযোগ। দূরে চলতে থাকা গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে স্নোক্যাটের আরোহীরা, অ্যাবি আর রিচার্ডের জন্য সেজন্যেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রানা। পিছনে দেখা যাচ্ছে না কোনও কিছু, কুয়াশা আর তীব্র বাতাসে উড়তে থাকা তুষারের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে প্রকৃতি। চেষ্টা করেও রেডিওতে পাওয়া যায়নি দ্বিতীয় স্নোক্যাটটাকে। উল্টো ঘুরে খোঁজ নিতে চাইছিল রানা, কিন্তু গ্রিন রাজি হয়নি। অগত্যা গায়ের জোরে বাহনের নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছিল ও।

মাথা ঝনঝন করছে রানার। মুখের ভিতর রক্তের স্বাদ পাচ্ছে। বড় একটা ঢোঁক গিলে বলল, 'আরেকবার ডেকে দেখুন ওদেরকে। প্লিজ!'

মাথা ঝাঁকিয়ে রেডিওর মাউথপিস মুখের কাছে তুলল ওদের ড্রাইভার। 'ক্যাট টু... দিস ইজ ক্যাট ওয়ান। রেসপণ্ড প্লিজ। ওভার।'

নিরুত্তর রইল স্পিকার।

'হতে পারে ব্যাপারটা স্রেফ কমিউনিকেশন ফেইলিওর,' কাঁধ ঝাঁকাল ড্রাইভার। 'ওরা যে বিপদে পড়েছে, এমন কোনও প্রমাণ পাইনি আমরা।'

তার কথা বিশ্বাস করল না রানা। প্রমাণের দরকার নেই, ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে জানাচ্ছে—বিপদে পড়েছে অ্যাবি আর রিচার্ড। অথচ সাহায্য করবার উপায় নেই। প্রকট হয়ে উঠল নিজের অসহায়ত্ব। অন্তত দু'মাইল এগিয়ে গেছে ওরা। এখন যদি উল্টো ঘোরেও, প্রতিপক্ষের আগে পৌঁছুতে পারবে না সঙ্গীদের কাছে।

'সাহস রাখুন, মি. রানা,' নরম সুরে বলল ম্যাসন। 'কিচ্ছু হবে না ওঁদের।'

আশ্বাসে কাজ হলো না। কিন্তু রানা নিরুপায়। মূর্তির মত বসে রইল ও। তুষারের পর্দা ভেদ করে এগিয়ে চলল ওদের স্নোক্যাট।

চেসিসের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ক্ষণিকের জন্য অচেতন হয়ে পড়েছিল অ্যাবি, জ্ঞান ফিরল ঠাণ্ডা পানির কনকনে স্পর্শে। ইন্সটিঙ্কটের বশে হাত-পা ছুঁড়ল, মাথা তুলল পানির উপর। দ্রুত চোখ বোলাল চারপাশে।

উল্টে গেছে স্নোক্যাট। কেবিনের অর্ধেকটা ভরে গেছে পানিতে, বাড়ছে দ্রুত। ইঞ্জিন এখনও গর্জন করছে, তার কারণে কাঁপছে বাহনটা। ছাতের লাইট জ্বলছে পানির নীচে, ম্লান আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে কেবিনের অভ্যন্তরে।

ভুস করে পাশে ভেসে উঠল একটা মাথা। রিচার্ড ম্যানিটক। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছেন।

'বাবা!' ডেকে উঠল অ্যাবি। এগিয়ে গেল তাঁর দিকে।

'আ... আমি ঠিক আছি,' বললেন রিচার্ড। 'কাঁধে শুধু একটু ব্যথা পেয়েছি। বাকিদের কী অবস্থা?'

ড্রাইভারের দিকে তাকাল অ্যাবি। নিস্পন্দভাবে পানিতে ভাসছে সে। মাথাটা হেলে আছে অদ্ভুত ভঙ্গিতে—নিশ্চয়ই ঘাড় ভেঙে গেছে। দুই এসকর্ট অবশ্য ঠিক আছে। টানা-হেঁচড়া করছে দরজার হাতল নিয়ে।

দরজার গায়ে কাঁধ ঠেকাল ফার্নান্দেজ, ধাক্কা দিল কয়েকবার। কিন্তু অনড় রইল পাল্লা। 'ধ্যাত্তেরি!' সখেদে বলল সে, পিছিয়ে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। তার পায়ের ক্ষত থেকে রক্ত বেরুচ্ছে অবিরাম, লাল হয়ে যাচ্ছে পানি। 'জানালা ভাঙতে হবে আমাদেরকে। দেখো কিছু পাওয়া যায় কি না, পাওয়েল।' সঙ্গীর উদ্দেশে বলল সে।

এগিয়ে গেল অ্যাবি। 'পেয়েছি!' বলে হাত বাড়িয়ে দিল। পাওয়েল নামের দ্বিতীয় এসকর্টের হোলস্টার থেকে বের করে আনল পিস্তল। 'সরে দাঁড়ান আপনারা।'

ঘুরে উইণ্ডশিল্ডের দিকে পিস্তল তাক করল ও। টিপে দিল ট্রিগার। বদ্ধ জায়গায় কানে তালা লাগার মত আওয়াজ হলো, পরক্ষণে শোনা গেল কাঁচ ভাঙার শব্দ। প্রবল বেগে আর্কটিকের স্রোত ঢুকতে শুরু করল কেবিনের ভিতর।

'হ্যাঁ, ওতেই চলবে,' বলল ফার্নান্দেজ।

রাগী ভঙ্গিতে অ্যাবির কাছ থেকে পিস্তল কেড়ে নিল পাওয়েল।

'ওর আচরণে কিছু মনে করবেন না,' ফার্নান্দেজ বলল। 'ওর জিনিসে অন্য কেউ হাত লাগাক, সেটা পছন্দ করে না পাওয়েল।'

'এসব কথাবার্তা পরে বললেও তো চলে, নাকি?' বিরক্ত গলায় বলল অ্যাবি। 'বেরুতে পারি আমরা?'

'লেডিজ ফার্স্ট।'

তর্কে গেল না অ্যাবি। ডুব দিল পানিতে, হাত-পা ছুঁড়ল, বেরিয়ে এল উইণ্ডশিল্ডের ফাঁক গলে। এবার ভালমত হামলা চালাল শীতল পানি। খুলির ভিতর যেন হাজারটা সুচ বিঁধতে শুরু করল ওর, প্রতিটা অস্থিসংযোগে কেউ ছুরিকাঘাত করছে একই সঙ্গে। অসাড় হয়ে যাচ্ছে পুরো শরীর। জামাকাপড় ভিজে যেন ভারী হয়ে গেছে কয়েক টন, ওকে টেনে নীচে নিয়ে যাচ্ছে। দুই পা দিয়ে পরস্পরকে খোঁচা মেরে বুটদুটো খুলে ফেলতে সক্ষম হলো অ্যাবি, পতনের গতি কমল খানিকটা। হাত-পা পাগলের মত ছুঁড়তে শুরু করল ও, কিছুদূর উঠে তাকাল পিছনদিকে।

ওর পিছু পিছু বাকিরাও বেরিয়ে এসেছে স্নোক্যাট থেকে। ফার্নান্দেজকে সাহায্য করছে পাওয়েল, ওদের ঠিক পিছনে রয়েছেন রিচার্ড। ওরা বেরিয়ে আসতেই আচমকা যেন খসে পড়ল স্নোক্যাট, নেমে যেতে শুরু করল সুনীল সাগরের গভীরে। চকিতের জন্য ড্রাইভারের প্রাণহীন মুখটা দেখতে পেল অ্যাবি, একটু পরে বাহনসহ অদৃশ্য হয়ে গেল দেহটা।

দ্রুত পানির উপরে ভেসে উঠল অ্যাবি, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বাকিরাও মাথা তুলল। গর্তের একপাশের ভাঙাচোরা কিনার লক্ষ্য করে এগোল সবাই, এবড়ো-খেবড়ো দেয়ালের খাঁজে হাত-পা বাধিয়ে উপরে উঠে যাওয়া সম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

পানি ছেড়ে একে একে উঠে পড়ল ওরা। প্রথমে পাওয়েল, তারপর ফার্নান্দেজ আর রিচার্ড, সবশেষে অ্যাবি। দলবদ্ধভাবে বাইতে শুরু করল দেয়াল। একে অন্যকে সাহায্য করছে উপরে উঠতে। সামান্য উচ্চতা, কিন্তু সেটাই হয়ে উঠল অসম্ভব একটা কাজ। চোখের পলকে ভেজা কাপড় পরিণত হলো বরফে, ভেজা

চুল জমে সেঁটে গেল খুলির সঙ্গে, তাপ হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতে চাইল পেশি।

স্রেফ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে উপরদিকে উঠে চলল চারজন। যেন অনন্তকাল পর দেখা পেল বরফের উপরিভাগের। হাঁপাতে হাঁপাতে গর্তের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। শুয়ে পড়ল হাত-পা ছড়িয়ে। আর চলছে না দেহ।

বাতাসের তোড় বেড়ে গেছে, নিশ্চল দেহগুলোর উপর আছড়ে পড়ছে তুষারকণা। বুঝে গেল অ্যাবি, মরতে চলেছে ওরা। সলিলসমাধির বদলে বেছে নিয়েছে ঠাণ্ডা বরফের কবর। চোখ মুদল ও।

হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে এলেন রিচার্ড। জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। নিজ শরীরকে বর্ম বানিয়ে রক্ষা করতে চাইছেন মেয়েকে। কতকাল পর এভাবে পিতার আলিঙ্গন পেল, বলতে পারবে না অ্যাবি। তবে সেই ছোটবেলার মত অনুভূতিরই সৃষ্টি হলো এবারও। মনে হলো আর কোনও ভয় নেই... এই তো, ওর পাশেই আছে বাবা।

চোখ থেকে পানি বের হয়ে এল অ্যাবির। গালের উপর জমাট বাঁধল অশ্রুধারা। ফিসফিস করে বলল, 'বাবা, আমি...'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটের কাছে আঙুল তুললেন রিচার্ড। 'কথা বলিস না। শক্তি সঞ্চয় কর্‌।'

'কীসের জন্য?' বলতে চাইল অ্যাবি। কিন্তু কোনও কথা বেরুল না ওর মুখ দিয়ে।

# চব্বিশ

ইউ.এস.এস পোলার সেন্টিনেল।

'স্কাইলাইট অ্যাহেড!' চড়া গলায় রিপোর্ট দিল চিফ অভ দ্য ওয়াচ। 'চল্লিশ ডিগ্রি পোর্টসাইডে।' এর অর্থ, বরফের মাঝে একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজে পেয়েছে সে।

'বাঁচা গেল,' বিড়বিড় করলেন ক্যাপ্টেন গরডন। দ্রুত ঘোরালেন পেরিস্কোপের মুখ। রাশান বেইসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন তাঁরা, মাথা তোলার মত পলিনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি পেয়ে যাওয়ায় খুব ভাল হলো। সারফেসে প্রতি মুহূর্তে খারাপ হচ্ছে আবহাওয়া। যত দেরি করবেন, ততই বাধাগ্রস্ত হবে তাঁদের রেসকিউ অপারেশন।

স্কোপে বরফের কালচে ছাত দেখলেন ক্যাপ্টেন, পানিও মিশমিশে কালো; তবে যে-দিকটা ইঙ্গিত করেছে চিফ অভ দ্য ওয়াচ, সেখান দিয়ে চোখে পড়ছে এক চিলতে আলো... পানির ওখানে দেখা যাচ্ছে নীলচে আভা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'থ্যাঙ্ক গড! ইটস্ আ পলিনিয়া!' তাড়াতাড়ি জারি করলেন নির্দেশ, 'পোর্ট ইঞ্জিন, অ্যাহেড ওয়ান-থার্ড। স্টারবোর্ড ইঞ্জিন, ব্যাক ওয়ান-থার্ড। ডানদিকে ফুল রাডার! হেলমস্ম্যান, ওই স্কাইলাইটের তলায় নিয়ে চলো আমাদেরকে।'

মৃদু ঝাঁকুনির সঙ্গে সাড়া দিল সেন্টিনেল। ধীরে ধীরে মুখ ঘোরাল। ইঞ্জিনের পাওয়ার একটু বাড়াবার নির্দেশ দিলেন

ক্যাপ্টেন, ডুবোজাহাজকে নিয়ে চললেন পলিনিয়ার দিকে।

'উপরের রিডিং কেমন?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ভাল, স্যর,' জবাব দিল চিফ অভ দ্য ওয়াচ। 'পলিনিয়ার সারফেসে তিন থেকে ছ'ইঞ্চি বরফের আস্তর পড়েছে, তবে ওটা আমাদের জন্য কোনও সমস্যা না।'

কপাল ভাল বলতে হবে। স্কোপে পলিনিয়ার আশপাশের বরফ দেখলেন গরডন, ওগুলো অনেক পুরু। হাঙরের দাঁতের মত নেমে এসেছে পানির গভীরে। জলাশয়টা বুজেও যেতে পারত!

'স্কাইলাইটের তলায় পৌঁছেছি আমরা,' একটু পরে ডাইভিং-স্টেশন থেকে রিপোর্ট দিল কমাণ্ডার ফিশার।

'অল স্টপ! রাডার অ্যামিডশিপস্!' নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। থেমে গেল সাবমেরিন। পেরিস্কোপ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখে নিলেন তিনি। নিশ্চিত হলেন, ভেসে ওঠার সময় কোথাও ঘষা খাবে না সেন্টিনেল। সন্তুষ্ট হয়ে পেরিস্কোপের গ্রিপ ভাঁজ করলেন। হাইড্রোলিক কন্ট্রোল রিঙে চাপ দিয়ে হাউজিঙের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেললেন পেরিস্কোপ। 'ওকে, চলো ভেসে ওঠা যাক। এক্স.ও., সাবধানে উপরদিকে ওঠাও আমাদেরকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নতুন নির্দেশ প্রচার করল ফিশার। পাম্প চালু হবার আওয়াজ পাওয়া গেল, ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে পানি। মন্থর গতিতে উপরদিকে রওনা হলো ডুবোজাহাজ।

ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়াল ফিশার। বলল, 'রাশানরা আমাদের ব্যালাস্টের আওয়াজ পাবে।'

'কিছুই করার নেই,' শ্রাগ করলেন ক্যাপ্টেন। 'তোমার ইভ্যাকুয়েশন টিম রেডি তো?'

'জী, স্যর। পোশাক পরে অপেক্ষা করছে। আশা করছি দশ মিনিটের মধ্যে বের করে আনতে পারব সবাইকে।'

'কাউকে ফেলে এসো না,' বললেন ক্যাপ্টেন। মনে মনে শ্যারনের কথা ভাবছেন।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, স্যর।' আশ্বাস দিল ফিশার।

'রেডি ফর আইস!' হাঁক ছাড়ল চিফ অভ দ্য ওয়াচ।

পরমুহূর্তে জলাশয়ের জমাট সারফেসে আঘাত হানল সেন্টিনেলের কোনিং টাওয়ার। ঝাঁকি খেলো পুরো ডুবোজাহাজ, উপরে ওঠার গতিতে সামান্য ছন্দপতন ঘটল, তবে এরপরেই শোনা গেল বরফ ভাঙার শব্দ। পলিনিয়ার মাঝখানে অতিকায় তিমির মত ধীরে ধীরে শরীর জাগাল সেন্টিনেল।

'সমস্ত হ্যাচ খুলে দাও,' আদেশ দিল ফিশার। 'শোর টিমকে জড়ো হতে বলো হ্যাচের তলায়।' আদেশ শেষ করে সে নিজেও ছুটল।

ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে বাইরের হিমেল হাওয়া ঢুকে পড়ল সাবমেরিনের অভ্যন্তরে। পারকা পরে ফরোয়ার্ড হ্যাচের নীচে ইভ্যাকুয়েশন টিমের সঙ্গে যোগ দিল কমাণ্ডার ফিশার। দ্রুত চেক করে নিল সমস্ত অস্ত্র। দলের সবাই রাইফেল আর সাইড আর্মস বহন করছে। বিপদ দেখা দিলে সঙ্কেত দেবার জন্য নেয়া হয়েছে সিগনাল ফ্লেয়ার।

'ও.কে,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল ফিশার। 'মুভ করো সবাই।'

ল্যাডার বেয়ে উঠতে শুরু করল দলের সদস্যরা। ক্যাপ্টেন গরডন এসেছেন ওদেরকে বিদায় দিতে। ফিশারকে বললেন, 'পনেরো মিনিট, ভুলে যেয়ো না।'

'যথেষ্ট সময়,' শুকনো একটা হাসি ফুটল ফিশারের ঠোঁটে। ক্যাপ্টেনকে স্যালিউট করে ল্যাডারে উঠে গেল সে। সবাই বেরিয়ে যাবার পর বন্ধ করে দেয়া হলো হ্যাচ।

ব্রিজে ফিরে এলেন ক্যাপ্টেন। পেরিস্কোপ তুললেন। বুকের ভিতর অনুভব করলেন প্রবল অস্থিরতা। ইভ্যাকুয়েশনের কাজটা

নিজে তদারক করতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু জাহাজ ছেড়ে বেরুনো চলবে না তাঁর। পেরিস্কোপে চোখ রেখে বাইরের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলেন। ছোট্ট স্কোপে বেশি কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই কয়েক মিনিট পরেই নেমে এলেন পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ড থেকে।

'চিফ, ব্রিজ এখন তোমার দায়িত্বে,' বললেন তিনি। 'আমি সাইক্লপসে যাচ্ছি। শোর টিম যোগাযোগ করলে ওখানকার ইন্টারকমে মিলিয়ে দিয়ো।'

'ঠিক আছে, স্যর।'

ব্রিজ ছেড়ে ডুবোজাহাজের নাকের দিকে এগোলেন ক্যাপ্টেন গরডন। আশা করছেন সাইক্লপস্ থেকে ভালমত দেখতে পাবেন বাইরের দৃশ্য। প্যাসেজ ধরে একটু পরেই পৌঁছুলেন ওখানে। ভিতরে কেউ নেই। স্বচ্ছ দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। খোলের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে পলিনিয়ার পানি, ছলাৎছল শব্দ তুলছে। তার ওপাশের দুনিয়া অস্পষ্ট। উড়ন্ত তুষার ঢেকে দিয়েছে বিস্তীর্ণ বরফ প্রান্তর। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে আইস স্টেশনে ঢোকার প্রবেশপথ। বাতাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে কমাণ্ডার ফিশারের টিম। একটু পরেই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল ওরা।

খড়খড় করে উঠল ইন্টারকম। শোনা গেল চিফ অভ দ্য ওয়াচের কণ্ঠ। 'ক্যাপ্টেন গরডন, দিস ইজ ব্রিজ।'

ইন্টারকমের রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন ক্যাপ্টেন। 'গো অ্যাহেড, ব্রিজ।'

'স্যর, আমাদের রেডিওম্যান জানাল, ন্যাভস্যাট নাকি কাজ করছে না। সম্ভবত আবারও শুরু হয়েছে সোলার স্টর্ম। আমরা এ-মুহূর্তে কোনও ব্রডকাস্ট করতে পারছি না।'

ঠোঁট কামড়ালেন ক্যাপ্টেন। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বোধহয়

একেই বলে। ন্যাভস্যাট চালু না হলে রি-এনফোর্সমেণ্ট চাইতে পারছেন না ওঁরা। 'কতক্ষণ বন্ধ থাকবে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

'বলা মুশকিল, স্যর। রেডিওম্যান বলছে, কপাল ভাল হলে মাঝে মধ্যে ইণ্টারফ্যারেন্স কমে যেতে পারে, কিন্তু সেটা কখন বা কতক্ষণের জন্য ঘটবে, তা বোঝার উপায় নেই। ধরে নেয়া ভাল, সন্ধ্যা নামার আগে থামছে না সোলার স্টর্ম।'

'আর কোনও বিকল্প?'

'আপনি বললে ইউএইচএফ দিয়ে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আয়োনোস্ফিয়ারে বাউন্স করে হয়তো কিছুদূর যাবে আমাদের ট্রান্সমিশন, কিন্তু এই আবহাওয়ায় ওটা কেউ রিসিভ করতে পারবে কি না কে জানে। প্রুডো বে-র সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে ওভাবে।'

'ঠিক আছে, যতক্ষণ আমরা ভেসে আছি, রেডিওম্যানকে চেষ্টা চালাতে বলো। সেইসঙ্গে একটা স্লট রেডি করতে বলো ওকে, বরফের মাঝখানে লুকিয়ে রেখে যাব। সূর্য ডোবার পরে ট্রান্সমিট করবে ওটা।' স্লট, বা এসএলওটি-র অর্থ, সাবমেরিন লঞ্চড্ ওয়ানওয়ে ট্রান্সমিটার। এক ধরনের কমিউকেশন ডিভাইস। মেসেজ রেকর্ড করে রাখা যায়, ট্রান্সমিশনের সময়টা ঠিক করে দেয়া যায় টাইমারে... অনেকটা অ্যালার্ম ঘড়ির মত।

'আই, আই, ক্যাপ্টেন।'

ঘড়ি দেখলেন গরডন। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেছে। সামনে আবার নজর দিলেন তিনি। বেড়ে গেছে তুষারপাত। দূরের প্রেশার রিজগুলোর অবয়ব দেখা যাচ্ছে কোনোমতে, ডিটেইলস বোঝার উপায় নেই। তারপরেও একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপ্টেন। আরও এক মিনিট পেরুল। হঠাৎ দেখা গেল ভূতের মত কিছু ছায়ামূর্তি, দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে সেণ্টিনেলের

দিকে। উদ্ধারকৃতদের প্রথম গ্রুপ।

হ্যাচ খুলে যাবার শব্দ পেলেন ক্যাপ্টেন। বিজ্ঞানী আর রিসার্চারদেরকে সাবমেরিনে ঢোকাতে শুরু করেছে তাঁর নাবিকেরা। ততক্ষণে আরও মানুষ উদয় হয়েছে প্রথম গ্রুপের পিছু পিছু। কতজন আসছে, গোনার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু পারলেন না। তুষারের আড়ালে ঘোলাটে দেখাচ্ছে সবগুলো আকৃতি। কাউকে আলাদা করা যাচ্ছে না।

আবারও আওয়াজ করল ইন্টারকম। 'ক্যাপ্টেন, দিস ইজ ব্রিজ। কমাণ্ডার ফিশার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

স্ট্যাটিকের খসখসানি চলল কয়েক মুহূর্ত, এরপর শোনা গেল এক্স.ও.-র দুর্বল গলা। 'ক্যাপ্টেন? আমরা বেইসের সবগুলো লেভেল ক্লিয়ার করেছি। বাকি আছে শুধু স্নেক পিট... মানে টানেল নেটওয়ার্ক। বুলহর্ন নিয়ে আমার দু'জন লোক ঢুকেছে ওখানে। যারা ভিতরে আছে, তাদেরকে বের করে আনবে।'

শ্যারনের কথা জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন। 'ড. বেকেটের ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছ?'

'আমাদেরকে বলা হয়েছে উনি এখানেই আছেন। ওমেগায় ফিরে যাননি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন গরডন। যাক, শ্যারন তা হলে রাশানদের হামলার মুখে পড়েনি। কিন্তু ফিশারের পরের কথায় স্বস্তিটা উবে গেল।

'...কিন্তু স্যর, ওঁকে অনেকক্ষণ থেকে দেখেনি কেউ। যদ্দূর বুঝতে পেরেছি, একজন জিয়োলজিস্টের সঙ্গে স্নেক পিটে ঢুকেছেন উনি—নিখোঁজ এক রিসার্চারের সন্ধানে।'

'ফিশার, ড. বেকেটকে খুঁজে বের করো। কাউকে ফেলে এসো না।'

'রজার দ্যাট, স্যর।'

ঘড়ি দেখে নিলেন ক্যাপ্টেন। 'আর সাত মিনিট আছে তোমার হাতে।'

ফিশার জবাব দেবার আগেই ট্রান্সমিশনে নাক গলাল ব্রিজ। চিফ অভ দ্য ওয়াচ বলল, 'এক্সকিউজ মি, স্যর। গত কয়েক মিনিট থেকে হাইড্রোফোনে গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেছে। সোনারেও শোনা যাচ্ছে সন্দেহজনক ইকো—এয়ার ভেন্টিং, প্রোপালশনের আওয়াজ, ইত্যাদি। মনে হচ্ছে রাশান সাবমেরিনটা ডাইভ দিচ্ছে, স্যর।'

মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। সময় ফুরিয়ে গেছে। আইস স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেছে ড্রাকন। ওটা আসার আগেই গা-ঢাকা দিতে হবে তাঁদেরকে।

'ফিশারের সঙ্গে মিলিয়ে দাও আবার,' বললেন তিনি।

'ইয়েস, স্যর।'

কয়েক মুহূর্ত পরে আবার শোনা গেল এক্স.ও.-র গলা। 'ফিশার বলছি।'

'কমাণ্ডার, আমাদের বন্ধুরা রওনা হয়ে গেছে,' বললেন গরডন। 'এক্ষুণি বেরিয়ে এসো ওখান থেকে!'

'কিন্তু আমরা তো এখনও স্নেক পিট খালি করতে পারিনি!'

'ঠিক তিন মিনিট সময় পাচ্ছ। এরপর তোমার চেহারা দেখতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে, স্যর।'

চোখ মুদে বড় করে একটা শ্বাস নিলেন ক্যাপ্টেন। তারপর বেরিয়ে এলেন সাইক্লপস্ থেকে। ফিরে এলেন ব্রিজে। উদ্ধারকৃত বিজ্ঞানীরা ভিড় জমিয়েছে ওখানে, সবার চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি, কী ঘটছে বুঝতে পারছে না।

ক্যাপ্টেনকে দেখে ভিড় থেকে এগিয়ে এলেন ড. মিকেলসেন। বললেন, 'আমি জানি আপনি ব্যস্ত, ক্যাপ্টেন।

কিন্তু...'

'কী বলবেন তাড়াতাড়ি বলুন, ড. মিকেলসেন। ভূমিকার দরকার নেই।'

'ড. বেকেট... উনি এখনও রয়ে গেছেন স্নেক পিটে।'

'হ্যাঁ... জানি,' আবেগহীন গলায় বললেন ক্যাপ্টেন। দুশ্চিন্তা অনুভব করছেন, কিন্তু সেটা ফুটতে দিলেন না চেহারায়।

'ওঁকে বের করে আনছেন তো?'

'সাধ্যমত চেষ্টা করছি।'

উত্তরটায় সন্তুষ্ট হলেন না বৃদ্ধ ওশনোগ্রাফার। শ্যারনকে আপন মেয়ের মত স্নেহ করেন তিনি, ওর জন্য উৎকণ্ঠায় শুকিয়ে যাচ্ছে বুক।

'ক্যাপ্টেন?' চিফ অভ দ্য ওয়াচ ডাকল। 'কমাণ্ডার ফিশার আবার যোগাযোগ করেছেন।'

ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। তিন মিনিট পেরিয়ে গেছে। ফিশার এখনও ফেরেনি কেন? রেডিওর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। মাউথপিস তুলে রাগী গলায় বললেন, 'ফিশার, ওখানে কী করছ তুমি এখনও?'

'সরি, স্যর। কয়েকজন সিভিলিয়ানের খোঁজ পাইনি এখনও। লেফটেন্যান্ট লিসা ইভান্সকে নিয়ে স্নেক পিটে ঢুকেছি। যদি অনুমতি দেন তো এখানে থেকে যেতে চাই... নিখোঁজ সিভিলিয়ানদের নিরাপত্তার জন্য। ওদেরকে খুঁজে বের করব, তারপর ভাল কোনও জায়গায় গা-ঢাকা দেব বলে ভাবছি। আশা করি ধরা পড়ব না।'

কী বলবেন ভেবে পেলেন না ক্যাপ্টেন। তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল নাসা থেকে আসা ইঞ্জিনিয়ার মাইলস্ ফস্টার। ভিড়ের মাঝ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'কমাণ্ডারকে পুরো বেইসের নকশা দিয়ে এসেছি আমি। অ্যাক্সেস টানেল থেকে শুরু

করে পুরনো কনস্ট্রাকশন শাফট পর্যন্ত সবকিছু মার্কিং করা আছে ওতে। লুকানোর জায়গা খুঁজে নিতে পারবেন।'

ঠোঁট কামড়ে একটু চিন্তা করলেন ক্যাপ্টেন, একই সঙ্গে চোখ বোলালেন বিজ্ঞানীদের উপর। সবাই ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে, সিদ্ধান্ত জানতে উন্মুখ। তবে চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পিছনে রয়ে যাওয়া সহকর্মীদের নিয়ে উদ্বিগ্ন ওরা, চাইছে তাদের বাঁচাবার একটা ব্যবস্থা নিন ক্যাপ্টেন।

গলা খাঁকারি দিলেন গরডন। তারপর রেডিওতে বললেন, 'কমাণ্ডার ফিশার, আমাদের পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। দেরি করলে সবাই বিপদে পড়ব।'

'আমি জানি, স্যর,' বলল ফিশার।

'বাকিদের খুঁজে বের করো। নিরাপদে রেখো ওদের। আমরা সময়-সুযোগমত ফিরে আসব তোমাদেরকে তুলে নিতে।'

'রজার, স্যর। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাউথপিস নামিয়ে রাখলেন ক্যাপ্টেন। তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন ড. মিকেলসেন। বললেন, 'ওদেরকে ফেলে যাবেন আপনি?'

'আর কোনও উপায় নেই।' চিফ অভ দ্য ওয়াচের দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন। এক শব্দে দিলেন পরের নির্দেশ। 'ডাইভ!'

হাপরের মত ওঠানামা করছে শ্যারনের বুক, গুটিসুটি হয়ে বসে আছে ও অচেনা জানোয়ারের গুহাটাতে। পচা রক্তমাংসের গন্ধে ভারী হয়ে আছে ওখানকার বাতাস। আতঙ্কিত চোখে মেগানের প্রাণহীন দেহের দিকে তাকিয়ে আছে শ্যারন। দেহ তো নয়, যেন একটা ভাঙাচোরা ম্যানিকিন। বীভৎস। হিংস্র কোনও পশুর নৃশংস আক্রমণের চিহ্ন ফুটে রয়েছে মেয়েটির শরীরে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে লাশটা—দলা পাকানো অবয়ব দেখে বোঝা যাচ্ছে,

হাড়গোড় একটাও আস্ত নেই, ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। মুখমণ্ডলও থেঁতলানো। সম্ভবত ওর নড়াচড়া বন্ধ করার জন্য বরফের উপর বারবার আছাড় মারা হয়েছিল।

মেগানের পেটের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করল শ্যারন। হাঁ হয়ে আছে ওখানটা—খেয়ে ফেলা হয়েছে নাড়িভুঁড়ি, লিভার আর কিডনি। পেটের গহ্বরটা এখন শূন্য, রক্তের হালকা ধারা চুইয়ে পড়ছে গুহার মেঝেতে। এমন দৃশ্য বনে-জঙ্গলে দেখেছে শ্যারন। নেকড়ের পাল তাদের শিকারের পেটের অংশ খায় আগে। কিন্তু বরফ-দ্বীপের এত গভীরে নেকড়ে আসবে কোত্থেকে?

না, নেকড়ে নয়। অন্য কোনও মাংসাশী জানোয়ার। মেরু ভালুক? তা-ও বিশ্বাস করতে পারল না। টানেলের কোথাও ভালুকের চিহ্ন দেখেনি বিজ্ঞানীরা। তারমানে অন্য কোনও প্রাণী। কী ওটা?

ডিপআই সোনারে দেখা সেই ঘোলা আকৃতিটার কথা মনে পড়ল শ্যারনের। এখন ও নিশ্চিত, ওটা সোনার ওয়েভের প্রতিবিম্ব ছিল না। সত্যি কোনও প্রাণীকে ডিটেক্ট করেছিল যন্ত্রটা। ওটাও নিশ্চয়ই টের পেয়েছিল সোনার ওয়েভের প্রবাহ, পালিয়ে গিয়েছিল সে-কারণেই। কিন্তু এমন কোন্ প্রাণী আছে, যেটা সোনার ওয়েভ ডিটেক্ট করতে পারে? ভাল করে ভাবল শ্যারন। বাদুড়, ডলফিন... আর তিমি!

মেগানের পেটকাটা লাশের দিকে তাকাল শ্যারন, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা দৃশ্য ভেসে উঠল মানসপটে। বরফের তালের উপরে পেটকাটা অবস্থায় পড়ে থাকা আরেকটা প্রাণী। ড. কনওয়ের অ্যাম্বিউলোসিটাস নেটানস্। আধুনিক তিমির পূর্বপুরুষ। ওয়াকিং ওয়েইল... কিংবদন্তির গ্রেণ্ডেল!

চমকে উঠল শ্যারন। এ কি সত্যি হতে পারে? জমাট

স্পেসিমেনের পাশাপাশি একটা জ্যান্ত গ্রেণ্ডেলও কি থাকতে পারে এই বরফ-দ্বীপের ভিতরে? শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল ওর। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য... কিন্তু আর কোনও ব্যাখ্যাও তো নেই। নেকড়ে হতে পারে না... ভালুক হতে পারে না... তা হলে কীসে খুন করল মেগানকে? কে খেয়েছে ওর নাড়িভুঁড়ি?

আচমকা পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল শ্যারন। গ্রেণ্ডেল হোক বা অন্য কিছু... হিংস্র একটা জানোয়ারের গুহায় আটকা পড়েছে ও। ঢোকা এবং বেরুনোর রাস্তা একটাই। সবচেয়ে বড় কথা, জানোয়ারটা কোথায়, তা বোঝার কোনও উপায় নেই ওর। ওটা বাইরে ঘুরছে, নাকি এ-মুহূর্তে গুহাতেই ফিরছে, তা জানে না ও। বধির হবার কারণে আগাম সঙ্কেতও পাওয়া সম্ভব নয়। শ্বাস ফেলার আওয়াজ, গর্জন, বা সুড়ঙ্গ ধরে আসার সময় খসখসানি... কোনও কিছুই শুনতে পাবে না।

সুড়ঙ্গের ভিতরটা চকিতে দেখে নিল শ্যারন। শূন্য। ওপাশ থেকে ড. বেনটনের হেডল্যাম্পের আলো আবছাভাবে ঢুকছে সুড়ঙ্গে। বের হয়ে যাবার চেষ্টা করবে কি না, ভাবল একবার। পরক্ষণে মত পাল্টাল। সুড়ঙ্গের ওপাশে ওঁৎ পেতে বসে থাকতে পারে জানোয়ারটা।

বিকল্প পথের খোঁজে গুহার দেয়ালে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল শ্যারন। আর কোনও সুড়ঙ্গ নেই, তবে ছোট-বড় হাজারো ফাটল দেখা যাচ্ছে দেয়ালের গায়ে—প্রেশারের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। কোনোটাই খুব একটা বড় নয়। কাজেই ওখানে আশ্রয় পাবার আশা করা বৃথা। বসে থাকতে হবে এখানেই।

আবারও সুড়ঙ্গে উঁকি দিল শ্যারন। সঙ্গে সঙ্গে ধক করে উঠল বুক। বেনটনের হেডল্যাম্পের আলো ঠিকমত ঢুকছে না সুড়ঙ্গে। বিশাল একটা ছায়া গতিরোধ করেছে আলোর। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে ছায়াটা।

ঝটপট হাতের ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে ফেলল শ্যারন। হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল সুড়ঙ্গের কাছ থেকে। একটু পরেই ওখান দিয়ে মাথা বের করল সাদাটে একটা আকৃতি... গুহায় ঢুকছে। আলোর অভাবে বোঝা যাচ্ছে না কী ওটা।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল শ্যারন। হাত বাড়াতেই দেয়ালের গায়ে একটা ফাটলের অস্তিত্ব অনুভব করল। দেরি না করে ঢুকে পড়ল ওটায়। সরু ফাটল, ঠিকমত ঢোকা গেল না। কসরত শুরু করল ও। শরীরের অর্ধেকটা ঢোকাতেই দম আটকে এল, চাপ পড়ছে বুকের উপরে। গুঙিয়ে উঠল।

সুড়ঙ্গের মুখে থেমে গেল প্রাণীটা। সন্দিহান হয়ে উঠেছে। দেরি করল না শ্যারন, ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে ছুঁড়ে দিল মেগানের লাশের পাশে, যাতে ওদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় জানোয়ারটার। তারপর শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে আবারও ঢুকতে শুরু করল ফাটলের ভিতরে। মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। অন্ধকারে কীভাবে দেখে ওটা? বডি হিট? ভাইব্রেশন? নাকি বিড়ালের মত চোখ আছে ওটার?

মাথায় সুটের হুড তুলে দিল শ্যারন। বরফ-দেয়ালের গায়ে হাতের তালু ঘষল, ভেজা হাতে মুছল উন্মুক্ত মুখমণ্ডল। ওর ইনসুলেটেড রেসিং সুট শরীরের উত্তাপকে ঢেকে রাখবে, মুখ ভিজিয়ে চামড়ার তাপও কমিয়েছে। দেখা যাক এতে কাজ হয় কি না। ভাইব্রেশন এড়ানোর জন্য স্থির হয়ে গেল, শ্বাস ফেলল খুব আস্তে। তারপর চোখ ফেরাল সুড়ঙ্গের মুখের দিকে।

কয়েক সেকেণ্ড স্থির থাকার পর আবারও ঢুকতে শুরু করেছে প্রাণীটা। ফ্ল্যাশলাইটের আভায় পরিষ্কার দেখা গেল চেহারা। বেলুগা তিমির সঙ্গে মিল আছে—তেমনি ফ্যাকাসে সাদা চামড়া, গোল মাথা, আর লম্বা চোয়াল। লম্বা দেহ, মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত অন্তত দশ ফুট দৈর্ঘ্য। আধ টনের কম হবে না ওজন।

তিমির সঙ্গে পার্থক্য হলো, হাত আর পা দেখা যাচ্ছে প্রাণীটার শরীরে।

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল শ্যারনের।

ওটা একটা গ্রেণ্ডেল। জ্যান্ত!

হামাগুড়ি দিয়ে গুহায় ঢুকেছে দানবটা। চোয়াল সামান্য হাঁ হয়ে আছে, ক্ষুরধার দাঁতের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে তাজা রক্ত... জেফরি বেনটনের রক্ত! চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো শ্যারনের, পারল না।

ওটাকে নাক টানতে দেখল ও। গন্ধ শুঁকছে, বোধহয় টের পেয়েছে কেউ অনুপ্রবেশ করেছে তার গুহায়। সরীসৃপের মত ঘুরতে শুরু করল ভিতরে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চকচক করছে মসৃণ চামড়া—পানির তলায় টর্পেডোর মত ছুটতে, কিংবা বরফের টানেলে পিছলে চলার জন্য আদর্শ। কুঁৎকুতে কালো চোখজোড়া কুঁচকে রেখেছে, যেন সহ্য করতে পারছে না আলো।

শ্যারনের সামনে দিয়ে ঘুরে গেল দানবটা, মনোযোগ আটকে আছে জ্বলতে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের দিকে। ওর কয়েক গজ দূরে গিয়ে থামল। উঠে দাঁড়াল আলোর দিকে মুখ করে। টান টান হলো দুই পা, নখ বসে গেল মেঝের বরফে, ঘাড় আর হাতের সংযোগস্থলে উঁচু হলো কাঁধ। দু'পায়ে ভর দিয়েই লেজের ঝাপটা মারল, তার ধাক্কায় এদিক-ওদিক ছিটকে গেল হাড়ের স্তূপ।

একটু সময় স্থির রইল গ্রেণ্ডেল, তারপরেই সিংহের মত ঝাঁপ দিল, আছড়ে পড়ল মেগানের লাশের উপরে। এরপর পাগলের মত দুই হাত চালাল, ধারালো নখের আঁচড়ে ছিন্নভিন্ন করতে থাকল লাশটাকে। বাড়ি খেয়ে ফ্ল্যাশলাইটটা উড়ে গেল একপাশে।

বীভৎস এই দৃশ্য দেখে বমি পেল শ্যারনের। কোনোমতে মুখের সামনে হাত এনে চিৎকার ঠেকাল নিজের।

লাশের উপর তাণ্ডব শেষ করে ফ্ল্যাশলাইটের পিছনে লাগল গ্রেণ্ডেল। থাবা দিয়ে এদিক-ওদিক ছুঁড়ে ফেলতে লাগল ওটাকে। শেষ পর্যন্ত দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেল কাঁচ, নিভে গেল বালব। গাঢ় আঁধারে ছেয়ে গেল গুহার অভ্যন্তর।

দম আটকে অপেক্ষা করছে শ্যারন। এরপর কী ঘটবে কে জানে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

একটু পরে সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে আসা আলোর আভায় সামান্য পরিষ্কার হলো দৃষ্টি। চোখে পড়ল দানবটার অবয়ব। আলোছায়ার মাঝে ভূতের মত লাগছে সাদা দেহটাকে।

গুহার ভিতরে আবারও চক্কর দিতে শুরু করল ওটা। একবার, দু'বার। নিশ্চয়ই টের পেয়েছে শ্যারনের উপস্থিতি। কয়েক দফা ঘোরাঘুরি করে গুহার ঠিক মাঝখানে স্থির হলো। এবার চুপচাপ মাথা ঘোরাচ্ছে। সময় নিয়ে তাকাচ্ছে দেয়ালের প্রতিটা ফাটল আর গর্তের দিকে। শরীরের সবক'টা লোম দাঁড়িয়ে গেল শ্যারনের। কপাল বেয়ে ভুরুর উপরে নেমে এল এক ফোঁটা ঘাম।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল গ্রেণ্ডেল। জোরে জোরে নাক টানছে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শ্যারনের ফাটলটার দিকে। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার দশা হলো ওর। চিৎকার করবারও আর শক্তি নেই।

তাতে লাভও হবে না কোনও।

ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল দানবটা। খুলে গেল চোয়াল, বেরিয়ে এল ধারালো দাঁতের সারি।

# পঁচিশ

বেঁচে আছে অ্যাবি... যদি এটাকে বেঁচে থাকা বলে আর কী। ঠাণ্ডায় সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছে শরীর, কোনও অনুভূতি নেই দেহের কোথাও। ঘোর লাগা একটা অবস্থা, সবকিছুই কেমন যেন স্বপ্নের মত লাগছে।

ওর গায়ের উপরে পড়ে আছেন রিচার্ড, আলিঙ্গন ছাড়েননি... পড়ে আছেন চোখ মুদে, জীবনের সাড়া নেই। নড়তে পারছে না অ্যাবি, তা হলে পালস চেক করে দেখত। ইতিমধ্যে জমে জোড়া লেগে গেছে পিতা-কন্যার পোশাক, দু'জনকে এক করে দিয়েছে। তুষারের পুরু আস্তর পড়তে শুরু করেছে দুজনের গায়ে। খুব শীঘ্রি বরফের নীচে ঢাকা পড়বে শরীরদুটো।

নড়তে চাইল অ্যাবি, কিন্তু পারল না। হাত-পা অনুভূতি হারিয়েছে। শুরুতে শীতে কাঁপছিল, এখন থেমে গেছে তা-ও। হৃৎপিণ্ড আর রক্ত সঞ্চালন করছে না শরীরের আনাচে-কানাচে। সার্ভাইভাল মোডে চলে গেছে দেহযন্ত্র, চেষ্টা করছে শুধু ভিতরটাকে গরম রাখতে। ঠাণ্ডা-গরম কিছুই আর টের পাচ্ছে না ও, নিথর লাগছে পুরো পৃথিবী। জেগে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, তবু চোখ মুদল না। ঘুমালে ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে।

এভাবে মরতে চায় না অ্যাবি। ডাকতে চাইল বাবাকে... চাইল কাঁদতে। কিন্তু কোনোটাই সম্ভব নয়—আড়ষ্ট হয়ে গেছে মুখের পেশি, জমে গেছে অশ্রুগ্রন্থি। অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় বুক

দুমড়ে-মুচড়ে যেতে চাইল। কত কী স্বপ্ন ছিল জীবনে, ছিল কত আশা-আকাঙ্ক্ষা... সব বুঝি এভাবেই শেষ হয়ে যাবে!

আর পারছে না অ্যাবি, ধীরে ধীরে এক হতে শুরু করল দু'চোখের পাতা। হঠাৎ চমকে উঠল। দুম দুম করে শব্দ হচ্ছে কাছে কোথাও। তারপরেই আতশবাজির মত আকাশে উঠে গেল অনেকগুলো জ্বলজ্বলে জিনিস, উপরে গিয়ে বিস্ফোরিত হলো। তুষারঝড় অগ্রাহ্য করে আলোকিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। সিগনাল ফ্লেয়ার!

চোখ পিটপিট করল অ্যাবি। ফ্লেয়ারের আলোয় ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ। গুমগুম আওয়াজ শুনল এরপর। তুষারের পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে এল কালো কয়েকটা আকৃতি। দেখতে অনেকটা স্নোমোবিলের মত, কিন্তু স্নোমোবিল নয়। ওদের খুব কাছে এসে থামল ওগুলো। এবার বাহনগুলোকে চিনল অ্যাবি। ছোট আকারের এক্সপেরিমেন্টাল হোভারক্র্যাফট—মাত্র দু'জন আরোহী চড়তে পারে। খানা-খন্দঅলা বরফ প্রান্তরের উপর দিয়ে চলাচলের জন্য স্নোমোবিলের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

লাফ দিয়ে কয়েকজন লোক নেমে এল হোভারক্র্যাফট থেকে। সবার পরনে সাদা পারকা, হাতে রাইফেল। সতর্ক ভঙ্গিতে এগোল পড়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে। পাশে এসে পা দিয়ে গুঁতো দিল, তারপর নিচু হয়ে পরীক্ষা করল নাড়ি। রাশান ভাষায় তাদেরকে কথা বলতে শুনল অ্যাবি। দু'জন ওর দিকে এগিয়ে এল, টানাটানি করে ছাড়িয়ে নিল রিচার্ডের আলিঙ্গন থেকে। তারপর ধরাধরি করে নিয়ে চলল হোভারক্র্যাফটের দিকে।

সম্ভবত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, কারণ আবার যখন চোখ খুলল অ্যাবি, তখন নাকে-মুখে লাগছে ঠাণ্ডা বাতাস আর তুষারের তীব্র ঝাপটা। দেখল, একটা হোভারক্র্যাফটের পিছনের সিটে

পড়ে আছে ও, বেল্ট দিয়ে আটকানো অবস্থায়। ঠিক সামনেই বসে আছে চালক—তার গায়ে উলের সোয়েটার ছাড়া কিছু নেই। বিস্মিত হয়ে অ্যাবি লক্ষ করল, লোকটার পারকা ওর নিজের পরনে। পশমি হুড তুলে দেয়া হয়েছে মাথায়। মাথা একটু কাত করে সামনে তাকাল ও। ড্রিফট স্টেশনের দিকে ছুটে চলেছে হোভারক্র্যাফট।

দ্বিতীয়বারের মত জ্ঞান হারাল অ্যাবি।

তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে চেতনা ফিরল ওর। যেন জ্যান্ত ঝলসানো হচ্ছে ওকে, পুরো শরীরে ঢালা হচ্ছে অ্যাসিড! মনে হলো চামড়া খুলে পড়বে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল, কিন্তু কোনও আওয়াজ বেরুল না গলা দিয়ে। ঝটকা দিয়ে সরে যেতে চাইল, আর তখুনি টের পেল—একজোড়া হাত ধরে রেখেছে ওকে পিছন থেকে।

'শান্ত হোন, মিস ম্যানিটক,' হাতের মালিক বলল পিছন থেকে। নারীকণ্ঠ। 'কোনও ভয় নেই।' কার উদ্দেশে যেন নির্দেশ দিল সে, 'আরেকটু গরম পানি ছাড়ো।'

পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠল অ্যাবি। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে আছে ও। ধূমায়িত পানির প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে শরীরের উপর দিয়ে। এতক্ষণে কথা বলার শক্তি খুঁজে পেল। বলল, 'আ... আমার শরীর পুড়ে যাচ্ছে!'

'পানিটা আসলে অত গরম না,' বলল কণ্ঠটা। 'আপনার চামড়ায় আবার রক্ত চলাচল শুরু হচ্ছে, সেজন্যেই ব্যথা পাচ্ছেন। কয়েক জায়গায় ফ্রস্টবাইটও আছে। সামান্য মরফিন দেয়া হয়েছে আপনাকে পেইনকিলার হিসেবে।'

মাথা ঘুরিয়ে বক্তার দিকে তাকাল অ্যাবি। অল্পবয়েসী একটা মেয়ে... আমেরিকান। নিশ্চয়ই ওমেগা স্টেশনের কোনও রিসার্চার। তা হলে এখানেই ফিরিয়ে আনা হয়েছে ওদের?

'হাই!' বলল মেয়েটা। 'আমি ড্রুসিলা কোল।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' শুকনো হাসি দিয়ে বলল অ্যাবি।

শাওয়ারের নীচে আরও পাঁচ মিনিট কাটানোর পর তোয়ালে জড়িয়ে বের করে আনা হলো ওকে। পাশে আরেকটা শাওয়ার দেখতে পেল অ্যাবি, ওটার ভিতরে গোসল করানো হচ্ছে আরেকজনকে। দরজা ফাঁক হয়ে আছে... পাওয়েলের চেহারা দেখল ও।

অ্যাবিকে হাঁটতে সাহায্য করল ড্রুসিলা, বাথরুম থেকে নিয়ে এল বড় একটা কামরায়। ইউনিফর্ম পরা নেভির লোকজন অলসভাবে শুয়ে-বসে আছে ওখানে। অ্যাবিকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল একজন, এগিয়ে এল কাছে। লেঃ কমাণ্ডার রাইট।

'কেমন বোধ করছেন?' জিজ্ঞেস করল সে। গলায় আন্তরিকতা।

জবাব দিল না অ্যাবি। কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আমার বাবা...'

'ভাল আছেন। ওই তো... আগুন পোহাচ্ছেন।' আঙুল তুলে কামরার একপ্রান্তে ফায়ারপ্লেস দেখাল রাইট। তার সামনে হাত মেলে বসে আছেন বৃদ্ধ ইনুইট। 'টাফ ওল্ড গাই! নাকের ডগায় সামান্য ফ্রস্টবাইট ছাড়া আর কিচ্ছু হয়নি। শরীরটা বরফের তৈরি নির্ঘাত!'

বুকের উপর থেকে এক মণ পাথর যেন নেমে গেল অ্যাবির। এগোতে চাইল বাবার দিকে, কিন্তু শরীরে কাঁপুনি ওঠায় সামনে যাওয়া সম্ভব হলো না। অগত্যা বসে পড়ল একটা বেঞ্চে। কাঁপুনি নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না। বাড়তে শুরু করেছে দেহের ভিতরকার তাপ—কাঁপুনি তারই প্রতিক্রিয়া। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সাড়া ফিরতে শুরু করল হাত-পায়ে। প্রতিটা লোমকূপে হাজারো সুঁই ফোঁটানোর মত অনুভূতি হলো। দাঁতে দাঁত পিষে ব্যথাটা সহ্য করল ও।

প্রায় মিনিটপাঁচেক চলল এই অত্যাচার, এরপর কমতে শুরু করল ব্যথাবোধ। লেঃ কমাণ্ডার রাইটের দিকে তাকাল ও। বলল, 'পাওয়েলকে দেখতে পেয়েছি শাওয়ারে। কিন্তু ফার্নান্দেজ...'

'দুঃখিত। রাশান প্রহরীরা পৌঁছুনোর আগেই মারা গেছে ও।'

মন খারাপ হয়ে গেল অ্যাবির। উঠে দাঁড়াল ও। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না, এগিয়ে গেল পিতার দিকে। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরালেন রিচার্ড। মেয়েকে দেখে হাসি ফুটল মুখে।

'এসে গেছিস?' বললেন তিনি। 'আয়, আমার পাশে বোস।'

একটা চেয়ার টেনে বসল অ্যাবি।

'কপাল ভাল আমাদের,' বললেন রিচার্ড, 'বেঁচে গেছি।'

'এটাকে বেঁচে যাওয়া বলছ?' ম্লান শোনাল অ্যাবির কণ্ঠ। 'কোথায় আটকা পড়েছি, সে-খেয়াল আছে?'

'মরে গেলেই বা কী লাভ হতো? যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।'

হাতে একটা কফির মগ নিয়ে অ্যাবির কাছে এল রাইট। বাড়িয়ে ধরে বলল, 'খান এটা। কফি খেলে শরীর গরম হবে।'

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কফি নিল অ্যাবি। মগে চুমুক দিতে দিতে চোখ বোলাল চারপাশে। ড্রিফট স্টেশনের একটা ডরমিটরিতে বন্দি হয়ে আছে ওরা। দু'পাশের দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি চারপায়া খাট, মাঝখানে কিছু চেয়ার-টেবিল আর বেঞ্চ। আটকা পড়া বিজ্ঞানী, রিসার্চার আর নেভির লোকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে সবখানে।

রাইটের দিকে ফিরল ও। 'কী ঘটেছে, একটু খুলে বলবেন?'

'খুলে বলার কিছু নেই,' কাঁধ ঝাঁকাল রাইট। 'রাশানরা গায়ের জোরে এই ওমেগা স্টেশন দখল করে নিয়েছে।'

'সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?'

'আমি শিয়োর না,' বলল রাইট। 'সম্ভবত পুরনো রাশান স্টেশন, যেখানে আপনাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এর। যদ্দূর বুঝেছি, কিছু লুকানো আছে ওখানে... রাশানরা সেটা হাতে পেতে চাইছে। আমাদের সবাইকে পালা করে জেরা করছে ওরা, জানার চেষ্টা করছে—কে কী জানি। আপনাদেরকেও উদ্ধার করে এনেছে সে-কারণে। ভেবেছিল কিছু নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন আপনারা। আমি অবশ্য জানিয়ে দিয়েছি, আপনারা আইস স্টেশন বা সাবমেরিনের কেউ নন।'

'কী খুঁজছে ওরা, কোনও আইডিয়া করতে পারেন?'

'দুঃখিত। ওই বেইসের ব্যাপারে কিছুই জানা নেই আমার। ওখানকার অপারেশন চলছে নিড-টু-নো বেসিসে।'

'নিড-টু-নো?'

'হ্যাঁ। সিনিয়ররা বোধহয় ভেবেছেন আমাকে কোনও কিছু না জানালেও চলে।'

'এখন তা হলে কী করবেন?'

'করার কিছু নেই, ম্যা'ম,' হতাশা ফুটল রাইটের গলায়। 'আমার সিকিউরিটি টিম খুবই ছোট, তার মধ্যে পাঁচজনকে খুন করেছে রাশানরা। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হই আমরা। এরপর সিভিলিয়ানদের সঙ্গে এখানে বন্দি করা হয়েছে আমাদেরকে। বাইরে পাহারা আছে, উল্টোপাল্টা কিছু করতে গেলেই খুন হয়ে যেতে হবে। বলা হয়েছে—যদি সহায়তা করি, তা হলে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তি দেয়া হবে সবাইকে।'

'বিশ্বাস করেছেন কথাটা?'

জবাব দিল না রাইট, নীরব হয়ে গেল।

রিচার্ড জিজ্ঞেস করলেন, 'অন্য স্নোক্যাটটার কোনও খবর জানেন? যেটায় রানা আর ম্যাসন গেল?'

'ধরা পড়েনি, এটুকু বলতে পারি। ওদের সঙ্গে কথা হয়েছিল

আমার। বলে দিয়েছিলাম, রাশান বেইসে গিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিতে। পেরেছে কি না জানি না।'

রানা ধরা পড়েনি শুনে স্বস্তি অনুভব করল অ্যাবি। কফিতে আরেকটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাকি সবাই এখানে?'

মাথা ঝাঁকাল রাইট। 'যারা বেঁচে আছে আর কী।'

ভুরু কুঁচকে কামরার ভিতরে দৃষ্টি বোলাল অ্যাবি, বিশেষ একজনকে খুঁজছে। কিন্তু তাকে দেখতে পেল না। 'এনসাইন পাটইয়াক কোথায়?' জানতে চাইল ও।

'এখানে নেই,' বলল রাইট। 'কয়েকজনের খোঁজ পাইনি আমরা। পাটইয়াক একজন... আর কিছু সিভিলিয়ান। কী ঘটেছে ওদের ভাগ্যে, বলা মুশকিল। গুরুতর আহত কয়েকজনকে হসপিটাল উইঙে নিয়ে গেছে রাশানরা, ওদের ভিতর থাকতে পারে।'

পিতার সঙ্গে চোখাচোখি করল অ্যাবি। লোবোর জন্য দুশ্চিন্তা অনুভব করছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন রিচার্ড, ধরলেন মেয়ের হাত। চাপ দিয়ে বোঝালেন, সাহস হারালে চলবে না। এরপর রাইটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আটচল্লিশ ঘণ্টা, না? এরপর সত্যিই ওরা ছেড়ে দেবে সবাইকে?'

'আমি জানি না, মি. ম্যানিটক।'

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল অ্যাবি। 'তার মানে ছাড়বে না।'

'যা খুশি ভাবতে পারেন,' বলল রাইট। 'কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ-মুহূর্তে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। সংখ্যার দিক থেকে... অস্ত্রের দিক থেকে। আমাদের কাছে একটা ছুরিও নেই।'

'কিন্তু আপনাদের তো একটা সাবমেরিন আছে!'

'পোলার সেন্টিনেল স্রেফ একটা রিসার্চ সাবমেরিন, ম্যা'ম। কোনও আর্মামেন্ট নেই ওটাতে। ওটা সম্ভবত সাহায্যের আশায়

এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। মানে... যদি রাশান সাবমেরিনটার কবলে না পড়ে থাকে আর কী।'

'তা হলে কী করব আমরা? হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? ভরসা করব রাশানদের কথার উপরে?'

'না!' নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

একসঙ্গে ওদিকে মাথা ঘোরাল সবাই। এসে পড়েছে পাওয়েল; শাওয়ার নেয়া শেষ হয়েছে তার। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল ফায়ারপ্লেসের সামনে। তারপর বলল, 'ফার্নান্দেজকে খুন করেছে ওরা; সবাইকেই করবে। চুপচাপ বসে থাকা মানে চুপচাপ মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া।'

গম্ভীর হয়ে গেল সবাই। কেউ কোনও কথা বলল না কয়েক মুহূর্ত।

শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভেঙে অ্যাবি বলল, 'সেক্ষেত্রে একটা প্ল্যান দরকার আমাদের।'

## ছাব্বিশ

কমাণ্ডার ফিশার নিশ্চিত, পথ হারিয়েছে ওরা। আশঙ্কাটা মাথায় চাপার সঙ্গে সঙ্গে খিঁচড়ে গেছে মেজাজ। এমনিতে শান্ত স্বভাবের মানুষ সে, কিন্তু এই টানেলের গোলকধাঁধা স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে নিঃসন্দেহে। এমন বিতিকিচ্ছিরি জায়গা আগে কোনোদিন দেখেনি সে। যেদিকে তাকায় শুধু বরফ আর বরফ।

সামনে, পিছনে, উপরে, নীচে... সবখানে একই দৃশ্য। দিক ঠিক রাখা দায়।

ফিশারের ঠিক সামনে হাঁটছে লেফটেন্যান্ট লিসা ইভান্স। হাবভাবে ঘাবড়ে যাবার কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। পাথরের তৈরি নার্ভ নাকি? মেয়েটা নতুন একটা টানেলে ঢুকতে যাচ্ছে দেখে হাঁক ছাড়ল কমাণ্ডার, 'লিসা! কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

দেয়ালের উপর আলো ফেলল লিসা। বেগুনি রঙের একটা প্রতীক দেখা যাচ্ছে ওখানে। বলল, 'মার্কিং করা এরিয়ার মধ্যে এটাই শুধু দেখা বাকি, স্যর। শুনেছি এদিককার গুহায় কাজ করে বিজ্ঞানীরা।'

'মার্কিং ছাড়া এলাকাও আছে নাকি?' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল ফিশার।

'জী, স্যর। ওই অংশ আরও বড়। এখানে শেষ করে ওদিকে যাব নাহয়। বাড়তি কিছু পেইন্ট ক্যান নিতে হবে তখন—দেয়ালে দাগ দেবার জন্য। নইলে পথ হারাবার ভয় আছে।'

'এখনও পথ হারাইনি বলতে চাইছ?'

হেসে উঠল লিসা। 'কী যে বলেন না! এদিকের সব দেয়ালে মার্কিং আছে, দেখতে পাচ্ছেন না? চাইলেও তো পথ হারাতে পারবেন না।'

বিরক্ত ভঙ্গিতে তাকে এগোবার ইশারা করল ফিশার।

ইভ্যাকুয়েশনের সময় দলের দু'জন সদস্যকে স্নেক পিটে পাঠিয়েছিল সে। বুলহর্ন নিয়ে হাঁকডাক করেছে তারা, সবাইকে বের হয়ে আসতে বলেছে। তাড়াহুড়োয় সব জায়গায় ঠিকমত ঢুঁ মারতে পারেনি তারা; যাদেরকে বের হতে দেখেছে, তাদেরকে নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছে। কিন্তু পরে... হিসাব মিলাতে গিয়ে দেখা গেল বেশ ক'জন নিখোঁজ। এদের মধ্যে একজন হলো ড. শ্যারন বেকেট—ওমেগা স্টেশনের প্রধান। ওই পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে

পারেনি ফিশার, পিছনে রয়ে গেছে কর্তব্যের তাগিদে। স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে লেঃ লিসা। রাশান স্টেশনের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল সে, অপরাধবোধে ভুগছিল সবাইকে সরাতে না পারায়।

হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটার কর্তব্যপরায়ণতার প্রশংসা করল কমাণ্ডার মনে মনে। জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে এমনটা সচরাচর দেখা যায় না... তাও আবার মেয়েদের মধ্যে। চমৎকার মেয়ে এই লিসা, চোখ দিয়ে মাপল তাকে ফিশার। লম্বা-চওড়া দেহ আর ববকাট চুল মিলিয়ে জাত-যোদ্ধার মত লাগছে। আসলেও তা-ই। মেয়েলিপনা নেই এই মেয়ের মধ্যে, আচার-আচরণ খাঁটি নেভাল অফিসারের মত।

টানেলের দিকে চোখ ফেরাল ফিশার। মনে পড়ে গেছে দায়িত্বের কথা। নিখোঁজ বিজ্ঞানীদের খুঁজে বের করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে তাদের নিরাপত্তা। মুখের সামনে বুলহর্ন তুলে সুইচ টিপল। উদাত্ত কণ্ঠে বলল, 'দিস ইজ কমাণ্ডার টিমোথি ফিশার। কেউ আমার কথা শুনতে পেলে সাড়া দিন!'

টানেলের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি উঠল। বুলহর্ন নামিয়ে একটু অপেক্ষা করল ফিশার জবাব শোনার আশায়। অবশ্য জবাব পাবে বলে আশা করছে না। আধঘণ্টা যাবৎ স্নেক পিটের এখানে-ওখানে হাঁক ছাড়ছে সে, এখন পর্যন্ত সাড়া দেয়নি কেউ। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটল। দূর থেকে কে যেন পাল্টা চিৎকার করে উঠল। দূরত্বের কারণে অস্পষ্ট শোনাল আওয়াজ।

দাঁড়িয়ে গেল লিসা। ফিসফিস করে বলল, 'শুনতে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। ওদিক থেকে এসেছে।' আঙুল তুলল ফিশার। 'মুভ!'

পাশের একটা টানেলে ঢুকে পড়ল দু'জনে। এগোল দ্রুত

পায়ে। একটু পরেই বিশাল একটা গুহায় বেরিয়ে এল। থমকে দাঁড়াল ফিশার। জমাট বাঁধা একটা জলাশয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে সে। পুরো গুহা জুড়ে পড়ে আছে জেনারেটর আর অন্যান্য ইকুইপমেন্ট। একপাশে ভলকানিক পাথরের বিশাল এক ক্লিফ ফেস—উদ্ভাসিত হয়ে আছে কৃত্রিম আলোয়।

'ক্রাইস্ট!' ফিসফিস করে বলল কমাণ্ডার ফিশার।

বেঁটেখাটো, টাক মাথার এক বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। সঙ্গে অল্পবয়েসী দুই অ্যাসিসটেন্ট। ওদেরকে দেখে লিসা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'ড. কনওয়ে! আপনি এখনও এখানে কেন? ইভ্যাকুয়েশনের খবর পাননি?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি,' বিরক্ত গলায় বললেন কনওয়ে। 'কিন্তু আমার কাজের সঙ্গে পলিটিক্সের কোনও সম্পর্ক নেই। দিস ইজ সায়েন্স। স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ যার হাতেই থাকুক, কিছু যায়-আসে না। আমার স্পেসিমেনগুলো ঠিক থাকলেই হয়। যত বিপদই আসুক, ওগুলোকে ফেলে যেতে পারব না আমি... বিশেষ করে এমন একটা স্পর্শকাতর মুহূর্তে। থঅয়িং প্রসেস প্রায় শেষ—বরফ গলিয়ে স্পেসিমেনগুলোকে বের করে আনছি আমরা।'

'স্পেসিমেন! থঅয়িং!!' হতভম্বের মত বলল ফিশার। 'কী বলছেন এসব?'

'ওগুলোকে রক্ষা করতে হবে!' জোর গলায় বললেন কনওয়ে। 'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন... ডেটা কোরাপশনের ঝুঁকি নিতে পারি না আমি!'

দুই অ্যাসিসটেন্ট নার্ভাস ভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে, খেয়াল করল ফিশার। সম্ভবত বসের যুক্তি মেনে নিতে পারছে না ওরা। বয়স বেশি না ওদের—জীবনের বহু সাধ-আহ্লাদ মেটানো বাকি। পাগলাটে এক বিজ্ঞানীর জন্য প্রাণের উপর ঝুঁকি নেবার কোনও মানে হয়?

'আসুন আপনাদের দেখাই,' বললেন কনওয়ে। 'ই.ই.জি. অ্যাক্টিভিটি ডিটেক্ট করছি আমরা।' কথা শেষ করেই উল্টো ঘুরে হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁকে অনুসরণ করল বাকিরা।

'ড. বেকেটও কি এখানে?' জিজ্ঞেস করল লিসা।

'না তো!' বললেন কনওয়ে। 'কেন... এখানে থাকার কথা নাকি?'

'এদিকেই কোথাও আছেন উনি। ড. বেনটনের সঙ্গে এসেছেন জিয়োলজি ডিপার্টমেন্টের এক জুনিয়র রিসার্চারকে খুঁজতে।'

'এ-ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই। গতকাল থেকে এখানে কাজ করছি আমরা, বাইরে যাইনি। খাওয়া-দাওয়াও সেরেছি এখানেই।'

ক্লিফ ফেসের সামনে পৌঁছে গেল ওরা। ফাটল ধরে ওপাশের গুহায় সঙ্গীদের নিয়ে চললেন কনওয়ে। কিছুদূর যেতেই শোনা গেল মেঝেতে বয়ে যাওয়া পানির উপর ছপছপ আওয়াজ—অন্যপ্রান্ত থেকে দৌড়ে আসছে কে যেন। হালকা-পাতলা গড়নের এক তরুণী উদয় হলো কয়েক সেকেণ্ড পর। বাইশ-তেইশের বেশি হবে না বয়স। ড. কনওয়ের আরেক অ্যাসিসটেন্ট। হাঁপাচ্ছে।

'থামো, থামো!' হাত তুলে বলে উঠলেন কনওয়ে। 'এভাবে ছুটছ কেন, লিলি?'

'প্রফেসর!' ভয়ার্ত গলায় বলল লিলি নামের মেয়েটা। 'ওখানে... ওখানে...'

'কী হয়েছে?'

পিছনদিকে ইশারা করল লিলি, মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ভীষণ ভয় পেয়েছে, বিস্ফারিত হয়ে আছে দু'চোখ।

'কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন কনওয়ে।

প্রথমে নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লিলি, তারপর আবার ইতিবাচকভাবে।

'ধ্যাত্তেরি!' বিরক্তি প্রকাশ করলেন কনওয়ে। 'কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না। চলো আমার সঙ্গে।'

সামনে পা বাড়ালেন তিনি। প্যাসেজ পেরিয়ে বেরিয়ে এলেন ছোট গুহাটায়। পিছু পিছু বাকিরা। ভিতরে পা দিয়েই নাক-মুখ কুঁচকে ফেলতে বাধ্য হলো ফিশার আর লিসা। বিচ্ছিরি বোটকা গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়। গন্ধটা আসছে গুহার মাঝখানে পড়ে থাকা একটা পেটকাটা অদ্ভুত জন্তু থেকে।

শুধু ওটাই নয়, অক্ষত অবস্থায় আরও ছ'টা স্পেসিমেন দেখতে পেল ফিশার—মেঝের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে, আশপাশে গলা-আধগলা বরফের টুকরো। বরফ গলিয়ে বের করে আনা হয়েছে ওগুলোকে। দুটো প্রাণীর শরীরের সঙ্গে মেডিক্যাল ইকুইপমেন্টের ওয়ায়্যার লাগিয়েছে বায়োলজিস্টরা—অন্যপ্রান্তে ভিডিও মনিটর। পর্দায় ওঠানামা করছে সবুজ রেখা।

গুহার ভিতরে নজর বোলালেন কনওয়ে। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কই... কিছুই তো দেখছি না।' লিলির দিকে ফিরলেন। 'তুমি অমন করলে কেন?'

হাত তুলে একটা প্রাণীকে দেখাল লিলি। পেটকাটা স্পেসিমেনের পাশে পড়ে আছে ওটা। বলল, 'ওটাকে নড়তে দেখেছি আমি!'

'নেশা করেছ? নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই আলো-ছায়ার কারসাজিতে ভয় পেয়েছ।'

ধমক খেয়ে মিইয়ে গেল মেয়েটা। কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ব্যাখ্যাটা বিশ্বাস হয়নি তার।

ফিশার আর লিসার দিকে ফিরলেন কনওয়ে। বললেন, 'ই.ই.জি. রিডিং দেখে ঘাবড়ে গেছে ও। অভিজ্ঞতা কম কি না!'

'ই.ই.জি.? মানে ব্রেনওয়েভের কথা বলছেন?' বিস্ময় প্রকাশ করল ফিশার। হেঁটে মনিটরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

'ঠিক ব্রেনওয়েভ না,' এগিয়ে এসে বললেন কনওয়ে। 'ই.ই.জি. হলো ব্রেনের মধ্যকার এক ধরনের ইলেকট্রিকাল পালস। স্পেসিমেনগুলোর মধ্যে এর নমুনা পেয়েছি আমরা।'

ঘুরে তাঁর মুখোমুখি হলো ফিশার। 'বলতে চাইছেন এগুলো জ্যান্ত?'

'না, না। তা হবে কেন? স্পেসিমেনগুলো পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরনো। তবে হঠাৎ করে যদি কোনও জ্যান্ত প্রাণী বরফে জমাট বেঁধে যায়, তা হলে এ-ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। মগজের কেমিকালগুলোও জমাট বেঁধে যায় সেক্ষেত্রে, নষ্ট হবার সময় পায় না। পরে যখন দেহটাকে গরম করতে শুরু করবেন আপনি, কেমিকালগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। কিছুটা সময়ের জন্য নিউরো-কেমিকাল রিঅ্যাকশনও চলতে থাকবে। তবে প্রাণীটা যেহেতু মৃত, ওই রিঅ্যাকশন বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। আস্তে আস্তে থেমে যাবে। কেন আমি এখান থেকে নড়ছি না, বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই? থেমে যাবার আগেই প্রাগৈতিহাসিক এই প্রাণীগুলোর নিউরো-কেমিকাল ডেটা সংগ্রহ করতে হবে আমাকে। এ-ধরনের অ্যাক্টিভিটি গত পঞ্চাশ হাজার বছরে কেউ দেখেনি!'

'যা-ই বলুন, দানবগুলো মরে পড়ে থাকলেই খুশি হব আমি,' অস্বস্তিভরা গলায় বলল ফিশার।

যেন তার কথা শুনেই আচমকা ঝাঁকি খেলো একটা স্পেসিমেনের দেহ। কুণ্ডলী খুলে সোজা হতে শুরু করল ওটা, লেজের আঘাতে পড়ে গেল একটা লাইট-পোল। চমকে উঠল সবাই... এমনকী ড. কনওয়েও। চরম অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল দানবটার দিকে।

ধীরে ধীরে পুরো সোজা হয়ে গেল ওটার শরীর। তারপরেই

শুরু হলো শরীর মোচড়ানো। ডাঙায় তোলা মাছের মত মেঝেতে লাফ-ঝাঁপ দিতে থাকল। খিঁচুনি হচ্ছে গোটা শরীরে—কখনও টান টান হয়ে যাচ্ছে চামড়া, কখনও বা শিথিল।

মোহগ্রস্তের মত প্রাণীটার দিকে এগিয়ে গেলেন কনওয়ে। ফিসফিসিয়ে বললেন, 'প্রাণ ফিরে পাচ্ছে ও! অবিশ্বাস্য!!'

'ডক্টর!' পিছন থেকে ডাক দিল ফিশার।

আর তখুনি বিজ্ঞানীর দিকে ঝাঁপ দিল দানব। চোয়াল খুলে গেছে, উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে ধারালো দাঁতের সারি। খপ্ করে তাঁর কলারের পিছনটা চেপে ধরল ফিশার, একটানে সরিয়ে আনল পিছনে। বিজ্ঞানীর নাগাল না পেয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল দানব, শরীর মোচড়ানো থামেনি।

ঝট্ করে রাইফেল তুলল ফিশার। তাক করল প্রাণীটার দিকে। ট্রিগার চাপার আগেই বোঁ করে উঠল মাথা, গলার কাছে উঠে এল বমি। চোয়ালের হাড়ে অনুভব করল অদ্ভুত কম্পন। একই অবস্থা বাকি সবার—দু'হাতে কান চেপে ধরেছে। কী ঘটছে, সেটা সাবমেরিনার হবার সুবাদে পরিষ্কার বুঝতে পারল কমাণ্ডার।

আল্ট্রাসোনিক সাউণ্ড! বেরিয়ে আসছে দানবটার মুখ দিয়ে!

'দেখুন!' কনওয়ের এক অ্যাসিসটেন্ট চেঁচিয়ে উঠল, হাত তুলে রেখেছে ই.ই.জি. মেশিনগুলোর দিকে।

ঘাড় ফেরাল ফিশার, স্ক্রিনের দিকে তাকাল। এতক্ষণের অলস সবুজ রেখা এখন রীতিমত লাফালাফি করছে পুরো স্ক্রিন জুড়ে। বেড়ে গেছে মস্তিষ্কের অ্যাক্টিভিটি। মেশিনদুটোর সঙ্গে জোড়া দেয়া স্পেসিমেনগুলোও এখন কাঁপতে শুরু করেছে। ঝট্ করে খুলে গেল আরও একটা কুণ্ডলী পাকানো দেহ।

'মুভ!' চেঁচিয়ে উঠল ফিশার। সবাইকে নিয়ে ছুটল ফাটলের ভিতরে। ড. কনওয়ে নড়তে চাইছিলেন না, তাঁকে একরকম

টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসতে হলো। পিঠটান দেয়াই উচিত, কিন্তু কৌতূহলের সামনে হার মানল আতঙ্ক। ফাটলে ঢুকে থেমে গেল সবাই। ওখান থেকে উঁকি দিল এরপর কী ঘটে তা দেখার জন্য।

'ইটস্ আমেইজিং!' বলে উঠলেন কনওয়ে। 'পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে ওরা!'

'আল্ট্রাসোনিক সাউণ্ডের সাহায্যে?' প্রশ্ন ফিশারের।

'পুরনো আমলের তিমির গান,' বললেন কনওয়ে। 'অ্যাম্বিউলোসিটাসরা আধুনিক তিমির পূর্বপুরুষ, ওদের কাছ থেকেই হয়তো গান গাওয়ার ক্ষমতা পেয়েছে আজকের তিমিরা। যদ্দূর বুঝলাম, ওই আল্ট্রাসোনিকস্ এক ধরনের বায়োলজিক্যাল ট্রিগার... সবাইকে জাগিয়ে তুলছে শীতনিদ্রা থেকে। এক ধরনের ডিফেন্স মেকানিজম... নিরাপত্তার জন্য একাট্টা হতে চাইছে ওরা।'

প্রথম যে-দানবটা জেগে উঠেছে, ওটার খিঁচুনি থেমে যেতে দেখল ওরা। মেঝেতে শুয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে এখন ওটা, ঘড়ঘড় শব্দে শ্বাস ফেলছে। ধীরে ধীরে হিংস্র হয়ে উঠছে চেহারা। বিপদের আভাস পেল কমাণ্ডার ফিশার। প্রাণীটার দিকে রাইফেল তুলল সে।

খপ্ করে রাইফেলের ব্যারেল ধরে ফেললেন ড. কনওয়ে, নামিয়ে দিলেন নীচে। চাপা গলায় বললেন, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে, কমাণ্ডার? স্মরণকালের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার আমাদের সামনে... আর আপনি ওটাকে গুলি করতে চাইছেন?'

'কিছু মনে করবেন না, ডক্টর,' চাঁছাছোলা গলায় বলল ফিশার। 'যা করছি, বুঝেশুনেই করছি আমি। পরিষ্কার বুঝতে পারছি—দানবগুলো বিপজ্জনক। এমনিতেই যথেষ্ট বিপদের মধ্যে আছি সবাই, নতুন বিপদ ঘাড়ে নেবার প্রয়োজন দেখছি না।'

'তাই বলে আপনাকে আমি গুলি চালাতে দেব না,' গোঁয়ারের মত বললেন কনওয়ে।

'বেশ, তা হলে আপনার আবিষ্কার এখানেই থাকুক। আমরা বরং কেটে পড়ি। আসুন।' ফাটল থেকে বেরুবার জন্য ইশারা করল কমাণ্ডার।

'কিন্তু... কিন্তু আমার স্পেসিমেনগুলোর প্রোটেকশন দরকার!'

'ভাল করে তাকান ওদের দিকে। আপনার সাহায্য দরকার নেই ওদের; নিজেরাই নিজেদের প্রোটেকশন দিতে পারবে... কোনও সন্দেহ নেই তাতে।' বাঁকা সুরে বলল ফিশার। 'আর কোনও কথা নয়, ডক্টর। হাঁটুন! লিসা, সবাইকে বের করো এখান থেকে।'

খেদিয়ে সবাইকে ফাটল থেকে বের করে আনল দুই নেভাল অফিসার। আইস রিঙ্কের উপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। যত দ্রুত সম্ভব স্নেক পিট থেকে বেরিয়ে যেতে চায়।

'রাশানরা নিশ্চয়ই জানে এই স্পেসিমেনগুলোর কথা,' বলে উঠলেন ড. কনওয়ে। 'সেজন্যেই বেইসের দখল নেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। জ্যান্ত অ্যাম্বিউলোসিটাস আবিষ্কারের ক্রেডিট নিতে চায় ওরা!'

কমাণ্ডার ফিশার জানে, তাঁর ধারণা ভুল। অল্প যে-ক'জন মানুষ বেইসের চার নম্বর লেভেলের রহস্য জানে, তার মধ্যে সে একজন। বৈজ্ঞানিক কোনও আবিষ্কারের প্রতি আগ্রহ নেই রাশানদের, ওরা আসছে এখানকার সবকিছু ধামাচাপা দেবার জন্য।

আইস রিঙ্কের প্রায় শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে ওরা, এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল লিসা। 'কমাণ্ডার! আমাদের পিছনে!!'

পাঁই করে ঘুরল ফিশার। চোখ বড় হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ক্লিফ ফেসের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা দানব। তার পিছনে আরেকটা বেরুল... তারপর আরও একটা ..! দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ওগুলো। হাঁটছে টলমল পায়ে... নির্দিষ্ট

একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। লোভীর মত হাঁ হয়ে আছে সবগুলো প্রাণীর মুখ। পঞ্চাশ হাজার বছরের অভুক্ত, খাবারের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে ওরা।

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করলেন কনওয়ে।

'জলদি হাঁটুন!' চেঁচিয়ে উঠল ফিশার। 'আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে!!'

চিৎকারটা বেরুতেই ঝট্ করে ওদের দিকে ঘুরে গেল তিন দানবের মুখ। চোয়ালে আবারও আল্ট্রাসোনিকসের কম্পন অনুভব করল কমাণ্ডার। সোনারের মত শব্দতরঙ্গ ছুঁড়ছে দানবগুলো... ট্র্যাক করছে ওদেরকে!

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল ফিশার। ওদেরকে ধরতেই উঠে এসেছে প্রাণীগুলো!

নতুন দুটো মুখ উদয় হলো ক্লিফের ফাটল থেকে। সেদিকে তাকিয়ে ফিশার নির্দেশ দিল, 'লিসা, সবাইকে নিয়ে যাও এখান থেকে। পথ তো চেনো... যা-ই ঘটুক, থামবে না কিছুতেই। মেইন বেইসে পৌঁছুতে হবে তোমাদেরকে। বুঝতে পেরেছ?'

'আর আপনি, স্যর?' জিজ্ঞেস করল লিসা।

'আমি তোমাদের পিছনেই আছি। চেষ্টা করব জানোয়ার-গুলোকে দূরে রাখতে। নাউ মুভ!'

রাইফেল উঁচু করল ফিশার।

'না... প্লিজ, কমাণ্ডার!' অনুনয় করলেন কনওয়ে।

'দুঃখিত, ডক্টর,' রুক্ষ গলায় বলল ফিশার। 'আমি নিরুপায়।'

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

BANGLAPDFBOI.COM

# সাতাশ

পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে রানার। গত একঘণ্টা ধরে আইস ক্যাপের রুক্ষ প্রান্তরের উপর দিয়ে সর্বোচ্চ গতিতে স্নোক্যাট চালাচ্ছে বাহনটার ড্রাইভার—পেটি অফিসার টমাস লয়েড। পরোয়া করছে না খানাখন্দের। ফলে ঝালমুড়ির ডাব্বার মত অবিরাম ঝাঁকি খাচ্ছে স্নোক্যাট। ঝড় বয়ে যাচ্ছে আরোহীদের উপর দিয়ে। পুরো শরীর টনটন করছে রানার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। তুষারপাত সামান্য কমেছে, তবে কমেনি বাতাসের তাণ্ডব। প্রবল আক্রোশ নিয়ে আছড়ে পড়ছে ছোট্ট স্নোক্যাটের গায়ে।

অনেকক্ষণ আগেই সঙ্গীদেরকে বোঝানোর চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়েছে রানা। নৌ-সদস্যরা রাশান বেইসে পৌঁছুনোর ব্যাপারে বদ্ধপরিকর, কিছুতেই উল্টো ঘুরে কাউকে সাহায্য করতে যাবে না। রানার অনুরোধে দ্বিতীয় স্নোক্যাটকে রেডিওতে কয়েক দফা ডাকাডাকি করেছিল ড্রাইভার। কিন্তু কোনও জবাব আসেনি। আসবে বলে মনেও হয় না। রাশান বেইসকেও শর্ট ব্যাণ্ডে ডেকেছিল ড্রাইভার, ওখানেও কেউ সাড়া দেয়নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, শুভ্রতার এই রাজত্বে ওরা সম্পূর্ণ একা।

অ্যাবি আর রিচার্ডকে নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় ভুগছে রানা। কী ঘটেছে ওদের ভাগ্যে কে জানে! বন্দি হয়েছে? নাকি তার চেয়েও খারাপ কিছু? ভাবতে চাইছে না ও, কিন্তু মাথা থেকে তাড়াতেও পারছে না বন্ধুদের অমঙ্গলের আশঙ্কা। কীভাবে ওদেরকে সাহায্য

করা যায়, এ-নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে কিছুক্ষণ, তবে কোনও পথ দেখতে পায়নি। রাশান বেইসে পৌঁছুনোর পর হয়তো সুযোগ আসবে... সে-আশায় ধৈর্য ধরেছে ও।

'ওই তো স্টেশনটা!' হঠাৎ বলে উঠল পেটি অফিসার লয়েড। ইঙ্গিত করল সামনের দিকে। কণ্ঠে স্বস্তির সুর। 'যাক, অন্তত বাতি জ্বেলে রেখেছে ওরা।'

সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, চোখ পিটপিট করে বোঝার চেষ্টা করল বেইসটা কোথায়। বিশাল এক প্রেশার রিজ চোখে পড়ল ওর, ওটার গায়ে বাতাসে ভেসে আছড়ে পড়ছে তুষারের ধারা, পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না কিছু। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পরে গোড়ার কাছে আবছা একটা আলোর আভা সনাক্ত করতে পারল।

'কই... কোথায় স্টেশন?' বলে উঠল ম্যাসন। রানার মত তীক্ষ্ণ নয় তার দৃষ্টি। 'আমি তো কিছুই দেখছি না!'

'বরফের নীচে,' বলল লয়েড। 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড বেইস ওটা।'

ঝাঁকুনি খেতে খেতে আলো লক্ষ্য করে এগোল স্নোক্যাট। কিছুদূর যেতেই পার্ক করে রাখা আরও কিছু বাহন দেখতে পেল রানা—স্কি-ডু আর স্নোক্যাট... খোঁড়লে ঢোকানো একটা আইসবোটও আছে। প্রেশার রিজের আড়ালে থাকায় বাতাসের ঝাপটা কম লাগছে ওগুলোর গায়ে, তারপরেও অন্তত ছ'ইঞ্চি তুষার জমে গেছে সবগুলোর উপরে।

পার্কিং এরিয়া পেরিয়ে এল লয়েড, সোজা বেইসের এণ্ট্রান্স টানেলের দিকে স্নোক্যাট ছোটাচ্ছে। হঠাৎ গাল দিয়ে উঠল লেফটেন্যান্ট গ্রিন।

একসঙ্গে ঘুরে গেল স্নোক্যাটের সব আরোহীর মুখ। তুষারের পর্দা ভেদ করে অদ্ভুত এক দৃশ্য ফুটে উঠেছে। বরফের আস্তর ভেঙেচুরে মাথা তুলেছে অতিকায় এক সাবমেরিনের কোনিং

টাওয়ার!

'এসে পড়েছে রাশানরা!' উত্তেজিত গলায় বলল ডেভ পার্ল।

রানা লক্ষ করল, পলিনিয়াটা বড্ড ছোট হয়ে গেছে বিশাল আকুলা ক্লাস সাবমেরিনের জন্য। কোনিং টাওয়ার তুলবার পর চারপাশে খুব একটা জায়গা নেই, খোলের অনেকখানিই ঢাকা পড়ে আছে পুরু বরফের তলায়। তার মানে একসঙ্গে আপার ডেকের সবক'টা হ্যাচ খুলতে পারবে না ওরা। কোনিং টাওয়ারের হ্যাচ দিয়ে বের হয়ে আসতে হবে সবাইকে। কিছুটা সময় পাবে ওরা সটকে পড়ার জন্য।

'এগোন!' লয়েডের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল ও। ব্রেক কষে স্নোক্যাট দাঁড় করিয়ে ফেলেছে সে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সাবমেরিনের দিকে। 'দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

'আমাদের ফিউয়েল প্রায় শেষ,' হতাশ গলায় বলল লয়েড। 'পালিয়ে বেশিদূর যেতে পারব না।'

লোকটাকে বোঝাবার চেষ্টা বৃথা, তাতে খামোকা সময় নষ্ট হবে। ঝটকা দিয়ে সামনে ঝুঁকল রানা, ধাক্কা দিয়ে লয়েডকে সরিয়ে দিল ড্রাইভিং সিট থেকে, নিজে বসে পড়ল স্টিয়ারিঙের পিছনে।

'অ্যাই!' গর্জে উঠল গ্রিন। 'কী করছেন আপনি?'

'সবার প্রাণ বাঁচাচ্ছি,' বলল রানা। 'হাতের কাছে যা পান শক্ত করে ধরুন।'

সগর্জনে স্নোক্যাটকে আগে বাড়াল ও। কাভার দরকার ওদের, বাইরে থাকার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। হাইড্রোফোনে নিশ্চয়ই স্নোক্যাটের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছে রাশানরা, খুব শীঘ্রি ছুটে আসবে ওদেরকে বাধা দিতে। তার আগেই পৌঁছুতে হবে আইস বেইসে—ওটাই এ-মুহূর্তে একমাত্র আশ্রয়।

প্রবেশপথের টানেলের দিকে বাহনকে ছুটতে দেখে রানার

পরিকল্পনা বুঝে নিল লেফটেন্যান্ট গ্রিন। প্রতিবাদ করল না আর। শরীর বাঁকিয়ে পিছনে নজর দিল। কোনিং টাওয়ার বেয়ে নামতে শুরু করেছে রাশানরা। সবার পরনে সাদা পারকা, হাতে অটোমেটিক ফায়ার আর্মস্। মাটিতে পা রেখেই অস্ত্র তাক করল ধাবমান স্নোক্যাটের দিকে।

'বেরিয়ে এসেছে ওরা!' চেঁচাল গ্রিন। 'ফায়ার ওপেন করতে যাচ্ছে!'

'ধৈর্য ধরুন!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল রানা। 'আর একটু...'

লাফঝাঁপ দিতে দিতে বরফের উপর দিয়ে ছুটছে স্নোক্যাট। পিছনে গর্জে উঠল রাশানদের আগ্নেয়াস্ত্র। ছুটে এল ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট। স্নোক্যাটের পিছনে ইস্পাতের ফুলকি উড়ল, ভেঙে পড়ল কাঁচ, গুলির আঘাতে রিয়ার-এণ্ড ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে বাহনটার।

'মাথা নামিয়ে রাখুন সবাই!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে সিটের উপর প্রায় শুয়ে পড়ল সবাই।

আঁকাবাঁকা পথে ছুটছে স্নোক্যাট, দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে লক্ষ্যভেদ কঠিন হয়ে উঠছে রাশানদের জন্য। একটু পরে পৌঁছে গেল ওরা আইস স্টেশনের প্রবেশপথের সামনে। স্পিড কমাল না রানা, অ্যাকসেলারেটর চেপে বুনো ষাঁড়ের মত ছুটে চলল সামনে।

'ওহ্ গড!' ওর মতলব বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল ম্যাসন।

'হোল্ড অন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে টানেলে ঢুকে গেল স্নোক্যাট। দু'পাশের দেয়াল আর ছাত একেবারে চেপে বসেছে চেসিসের গায়ে, ঘষা খেতে খেতে এগিয়ে চলল বাহনটা।

'মি. রানা!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল ম্যাসন।

তার ডাক শুনে ছাতের দিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠল রানা। স্নোক্যাটের ঠেলা-ধাক্কায় টানেলের কাঠামো দুর্বল হয়ে গেছে। চোখের সামনে সৃষ্টি হচ্ছে আঁকাবাঁকা অসংখ্য ফাটল। খসে

পড়তে যাচ্ছে পুরো টানেলটা। দাঁতে দাঁত পিষে অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরে রাখল ও। নেমে আসতে থাকা বরফের টুকরো পিষে ছুটে চলল স্নোক্যাট। পিছনে ভয়ানক আওয়াজ হলো, টানেল ধসে পড়তে শুরু করেছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন জীবনবাজি রেখে ছুটছে স্নোক্যাট। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে বাহনের উপর আছড়ে পড়তে থাকা বরফের পরিমাণ, বড় চাঁই নেমে আসাটা এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

তাও হাল ছাড়ল না রানা, অ্যাকসেলারেটর চেপে এগিয়ে নিয়ে চলল বাহনটাকে। পঞ্চাশ গজের মত যেতেই স্টিলের ভারী একজোড়া দরজা পড়ল, মরিয়ার মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল স্নোক্যাট। ধাতব সংঘর্ষের বিশ্রী শব্দ হলো, তুবড়ে গেল স্নোক্যাটের নাক, কিন্তু প্রচণ্ড চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো দরজার পাল্লাদুটো। বেঁকে গেল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত, কবজা থেকে ছিঁড়ে ছিটকে গেল দূরে। ড্যাশবোর্ড আর চেসিসের গায়ে বাড়ি খেয়ে তখন আরোহীদের অচেতন দশা।

কয়েক মিনিট পর সচেতন হয়ে উঠল রানা। উঠে বসল সিটে। থেমে গেছে টানেলধসের বুক-কাঁপানো আওয়াজ। যক্ষ্মারোগীর মত অনবরত কেশে চলেছে শুধু ওদের বাহন। ইগনিশন-কি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল ও। তাকাল পিছনে।

শেষ হয়েছে টানেলের ধস। পেরিয়ে আসা পঞ্চাশ গজ জায়গা এখন পুরোপুরি বরফের দখলে। কপালে হাত দিল রানা, স্টিয়ারিঙের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ফুলে গেছে একটা পাশ। বাকিদের দিকে ফিরল। 'সবাই ঠিক আছেন?'

'কীসের ঠিক?' ককিয়ে উঠে বলল ম্যাসন। কপালের ব্যাণ্ডেজ চুইয়ে রক্ত পড়ছে তার। 'আপনি একটা বদ্ধ উন্মাদ।'

'উঁহুঁ, দুঃসাহসী,' পিছন থেকে বলল গ্রিন। 'নাইস জব, মি. রানা।'

'প্রশংসা-ট্রশংসা পরে করলেও চলবে,' বিব্রত কণ্ঠে বলল রানা। 'চলুন আগে বেরোই এখান থেকে।'

উইণ্ডশিল্ড ভেঙে গেছে সংঘর্ষে, ওখানকার ফাঁক গলে হুডের উপর দিয়ে পিছলে নেমে এল সবাই। পিছনদিকে তাকাল ডেভ পার্ল। শিস দিয়ে বলল, 'চমৎকার! এখানে পৌঁছুতে হলে যথেষ্ট খাটতে হবে ওই শুয়োরগুলোকে!' রানার দিকে ফিরল। 'ধসটা কি ইচ্ছে করে নামিয়েছেন?'

'নাহ্!' মাথা নাড়ল রানা। 'ওটা স্রেফ ভাগ্য।'

'যা-ই হোক, কাজের কাজ হয়েছে একটা।'

'চলুন এগোনো যাক,' বলল গ্রিন। 'রেকেজটা রাশানদের ঠেকিয়ে রাখবে বটে, কিন্তু অনন্তকাল নয়। তার আগেই ভাল দেখে একটা ডিফেন্সিভ পজিশনে পৌঁছুতে হবে আমাদেরকে। বেইসের লোকজনকেও সরিয়ে নিতে হবে নিরাপদ জায়গায়।'

প্যাসেজ ধরে পা চালাল পাঁচজনে। রানার পাশে চলে এল গ্রিন। ইতিমধ্যে দুঃসাহসী বাঙালি যুবকটির প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছে তার মনে। ওর হাতে একটা নাইন মিলিমিটার বেরেটা পিস্তল গুঁজে দিয়ে বলল, 'চালাতে জানেন তো?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমি আর্মিতে ছিলাম... রিটায়ার্ড মেজর।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল গ্রিন। 'তাই তো বলি... এনিওয়ে, আপনি সঙ্গে থাকায় খুব ভাল লাগছে এখন।'

'শুনে খুশি হলাম।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। যাক, এখন আর ওকে শত্রু ভাবছে না লোকটা।

প্যাসেজ পেরিয়ে একটু পরেই টপ লেভেলের বৃত্তাকার কমন এরিয়ায় বেরিয়ে এল ওরা। সবকিছু অগোছালো অবস্থায় পড়ে আছে ওখানে। টেবিলের উপরে আধ-খাওয়া প্লেট-গ্লাস... উল্টে পড়ে আছে কতগুলো চেয়ার। দ্রুত আশপাশের সবগুলো কামরা

চেক করা হলো। শূন্য। কেউ নেই।

'কোথায় সবাই?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল ম্যাসন।

জবাব না দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল গ্রিন। সবাইকে নিয়ে নেমে এল দুই নম্বর লেভেলে। এখানেও একই অবস্থা। খাঁ খাঁ করছে সব কামরা, একজন মানুষও নেই।

'কেউ নেই এখানেও!' হতভম্ব গলায় বলল পেটি অফিসার লয়েড। 'কিন্তু গেল কোথায়? কীভাবে?'

'পোলার সেন্টিনেল,' অনুমান করল গ্রিন। 'নিশ্চয়ই বিপদ টের পেয়ে নিয়ে গেছে সবাইকে।'

'আপনাদের সাবমেরিন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল গ্রিন।

'এটা কোনও কথা হলো?' বিরক্ত গলায় বলল ম্যাসন। 'এত বিপদ মাথায় নিয়ে ওদেরকে সতর্ক করে দিতে এলাম আমরা... অথচ ওরা দেখছি বহু আগেই পাততাড়ি গুটিয়েছে!'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আপনি তাতে অসন্তুষ্ট? ওরা এখানে আটকা পড়লে খুশি হতেন?'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল ম্যাসন। 'ওদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে আমরাই আটকা পড়ে গেলাম কিনা...'

'আটকা আমরা এমনিতেও পড়তাম। যাবার কোনও জায়গা তো ছিল না আমাদের।'

'তাও অবশ্য ঠিক।'

'আমরা এখন কী করব, স্যার?' লেঃ গ্রিনকে জিজ্ঞেস করল পার্ল।

সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল গ্রিন। 'তিন নম্বর লেভেলে পুরনো একটা ওয়েপনস্ লকার আছে। গ্রেনেড, পুরনো রাইফেল... যতটা পারা যায় সংগ্রহ করব আমরা।'

'তারপর?' জানতে চাইল ম্যাসন।

গা-ঢাকা দেব। টিকে থাকার চেষ্টা করব।'

'আপনার প্ল্যানের দ্বিতীয় অংশটা আমার পছন্দ হয়েছে,' বলল রানা।

তিন নম্বর লেভেলে মাত্র পা রেখেছে ওরা, এমন সময় ভেসে এল গুলিবর্ষণের আওয়াজ। অস্পষ্ট। উপর থেকে নয়, শব্দটা আসছে নীচ থেকে!

'গড!' বলল লয়েড। 'এখনও কেউ আছে এখানে!'

'মনে হচ্ছে ঠিক নীচের লেভেল থেকে আসছে শব্দটা,' বলল রানা।

'চলুন সবাই!' উত্তেজিত গলায় বলল গ্রিন।

সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল পাঁচজনে, আর তখুনি বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল পুরো বেইস। এবার আওয়াজ এসেছে উপর থেকে। থমকে গেল সবাই।

'রাশানরা এসে গেছে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এন্ট্রান্স খোলার জন্য এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করছে ওরা।'

'কুইক!' বলে হুড়মুড় করে নামতে থাকল গ্রিন। তাকে অনুসরণ করল বাকিরা।

চিৎকার-চেঁচামেচি ভেসে এল উপর দিক থেকে। শোনা গেল রাশান ভাষায় তর্জন-গর্জন। ধাতব মেঝেতে প্রতিধ্বনি উঠল পদশব্দের। সিঁড়ি থেকে প্রায় উড়ে এসে চার নম্বর লেভেলে নামল সবাই।

দ্রুত চারদিকে চোখ বোলাল রানা। জায়গাটা অন্যরকম। মাঝখানের বৃত্তাকার অংশ খালি, কোনও আসবাবপত্র নেই। দু'পাশে দুটো দরজা। একটা বন্ধ, অন্যটা সামান্য ফাঁকা হয়ে আছে।

ফাঁকা হয়ে থাকা দরজাটার দিকে আঙুল তুলল পার্ল। 'স্নেক পিট!'

'ঠিক বলেছ!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল গ্রিন। 'লুকানোর জন্য এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। ওটা স্রেফ একটা গোলকধাঁধা!'

ছুটল সবাই ওদিকে।

'কিন্তু গুলি ছুঁড়ছিল কে?' দৌড়াতে দৌড়াতে জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

রানার মনেও একই প্রশ্ন।

শব্দ করে থুতু ফেলল গ্রিন। বলল, 'প্রার্থনা করুন যাতে আমাদেরই কেউ হয়।'

তার কথার অর্থ বুঝতে কষ্ট হলো না রানার। অস্ত্রধারী আরও কয়েকজনকে পাওয়া গেলে দলে ভারী হবে ওরা। লড়াই করতে পারবে। কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে।

নীচে এখনও পৌঁছায়নি রাশানরা। তা হলে কার সঙ্গে গোলাগুলি করছে ওরা?

# আটাশ

শ্যারনের লুকানোর জায়গার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে গ্রেগুল। হাঁ হয়ে আছে মুখ, দেখা যাচ্ছে রক্তমাখা ধারালো দাঁতের সারি। হাতের থাবায় লেগে আছে মেগানের ছেঁড়া স্কিনসুটের একটা অংশ।

ফাটলের আরও ভিতরে সেঁধিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল শ্যারন,

হঠাৎ আল্ট্রাসোনিক সাউণ্ডের কম্পন অনুভব করল। কেঁপে উঠল চোয়ালের হাড়, শিরশিরে অনুভূতি হলো দাঁতের গোড়ায়, সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল গায়ের লোম। স্থির হয়ে গেল ও, যেন একজোড়া হেডলাইট এসে পড়েছে ওর গায়ে।

মনে-প্রাণে প্রার্থনা করছে শ্যারন—আর যেন না এগোয় দানবটা। দম আটকে রাখতে রাখতে ক্লান্ত হয়ে গেছে ফুসফুস, চোখের সামনে লাল-নীল তারা দেখছে ও। কপাল ও গাল বেয়ে নামছে চিকন ঘামের ধারা।

ফাটলের এক ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল গ্রেণ্ডেল। পিছন দিক থেকে আলো আসায় চেহারার খুঁটিনাটি ঢাকা পড়ে গেছে, ফুটে উঠেছে শুধু অবয়বটা। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে বরফের গায়ে প্রতিফলিত আভায়—সেখানে খেলা করছে প্রাণহীন, শীতল দৃষ্টি। ওদিকে তাকিয়ে শ্যারন পরিষ্কার বুঝল, মরতে চলেছে ও।

তারপর... হঠাৎ... ঝট্ করে মাথা ঘোরাল দানব। তাকাল গুহায় ঢোকার সুড়ঙ্গের দিকে। ওটাকে নড়তে দেখে বুক ধক করে উঠল শ্যারনের, নিজের অজান্তে ফোঁস করে ছেড়ে দিল দম... পরক্ষণে ভয়ে সিঁটিয়ে গেল—ওর উপস্থিতি নিশ্চয়ই ফাঁস হয়ে গেছে!

কিন্তু ওকে অগ্রাহ্য করল দানব, পুরোপুরি ঘুরে গেল সুড়ঙ্গের দিকে। একপাশে মাথা কাত করতে দেখে মনে হলো কিছু শোনার চেষ্টা করছে। কী সেটা, জানার উপায় নেই শ্যারনের। হতে পারে কেউ আসছে সুড়ঙ্গ ধরে... কিংবা বেনটন হয়তো এখনও জীবিত, চিৎকার করছে মৃত্যুযন্ত্রণায়। ব্যাপার যা-ই হোক, মেঝেতে কয়েকবার লেজ ঝাপটাল গ্রেণ্ডেল, তারপর তীরের বেগে বেরিয়ে গেল গুহা থেকে।

দীর্ঘ কয়েক মিনিট ফাটলের মধ্যে অপেক্ষা করল শ্যারন, তারপর বেরিয়ে এল কাঁপতে কাঁপতে। পায়ে শক্তি পাচ্ছে না,

ফাটল থেকে বেরুতেই টলে উঠল, পড়ে গেল মেঝেতে। তাই বলে থামল না। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকল সুড়ঙ্গের দিকে। এই মৃত্যুকূপে আর এক মুহূর্তও থাকতে রাজি নয়। মরতে হলে বাইরে গিয়ে মরবে।

চোখ-কান খোলা রাখল শ্যারন, কিন্তু দানবটার ছায়াও দেখল না কোথাও। ঢালু সুড়ঙ্গ ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো ও। একটু পর পৌঁছে গেল সুড়ঙ্গের শেষ মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে বের হলো না ওখান থেকে, সাবধানে শুধু মাথা বের করল, উঁকি দিল বাইরে। গ্রেণ্ডেলটাকে দেখতে পেল এবার। বাঁ দিকের দেয়াল বেয়ে খুব দ্রুত উপরদিকে উঠছে, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে খাদের কিনারা টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হচ্ছে নতুন কোনও শিকারের খোঁজ পেয়েছে।

চোখ ঘোরাল শ্যারন। দেয়াল ঘেঁষে এখনও ঝুলছে ওর দড়িটা। স্থির, খসে পড়েনি। শেষবার যখন দেখেছিল, তখন ওটা বাঁধা ছিল ড. বেনটনের গায়ে। এখনও কি আছে? জানার উপায় একটাই।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল ও। কাছে গিয়ে দু'হাতে শক্ত করে ধরল দড়িটা, টানাটানি করল কয়েক দফা। খুলে পড়ল না ওটা, মনে হচ্ছে ওর ওজন নিতে পারবে। আর দেরি করল না শ্যারন, দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল উপরে। খাদের দেয়ালে পা ঠেকিয়ে ওজন ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ওর শরীরে শক্তি জোগাচ্ছে, ক্লান্তি স্পর্শ করছে না ওকে। কয়েক সেকেণ্ডেই উঠে এল উপরে।

খাদের কিনারে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই জেফরি বেনটনের ক্ষত-বিক্ষত লাশ দেখতে পেল। অস্ফুট আর্তনাদ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল ও। মেগানের মত দশা হয়েছে জিয়োলজিস্টের। পড়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে, পেটের জায়গায় মস্ত এক গর্ত—ভিতরের

নাড়িভুঁড়ি খেয়ে ফেলা হয়েছে। রক্তের মোটা ধারা নেমে এসেছে সবগুলো ক্ষত থেকে, আর সেটাই বাঁচিয়েছে শ্যারনকে। চরম শীতল তাপমাত্রার কারণে জমে বরফ হয়ে গেছে রক্ত, আটকে ফেলেছে দেহটাকে। দড়ির গোড়ায় নোঙরের মত কাজ করেছে বেনটনের জমাট বাঁধা লাশ।

চোখ মুদে বিড়বিড় করে নিহত সঙ্গীর জন্য প্রার্থনা করল শ্যারন, কাঁদছে নিঃশব্দে। প্রার্থনা শেষ হলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল লাশের দিকে, মাথা থেকে খুলে নিল মাইনিং হেলমেটটা। আলো প্রয়োজন ওর—হেডল্যাম্পটা কাজে লাগাতে পারবে। হেলমেট খুলতে গিয়ে কাছ থেকে দেখতে পেল বেনটনের চেহারা। মুখের একপাশ অদৃশ্য, থাবা দিয়ে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে মাংস, উঁকি দিচ্ছে খুলির হাড়। গলাও দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে থাবা মেরে। পুরো মুখে কালচে বরফের প্রলেপ—জমাট বাঁধা রক্ত। শিউরে উঠল শ্যারন। হেলমেট নিয়ে পিছিয়ে এল কয়েক পা। ঘুরে দাঁড়াল।

হেলমেটটা মাথায় পরল শ্যারন—একটু বড় হলো ওটা, কাত হয়ে রইল একপাশে। হেডল্যাম্পটা সোজা করে খাদের পাশের টানেলে আলো ফেলল। দানবটাকে দেখা যাচ্ছে না। ওদিকে পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় মেঝেতে চকচক করে উঠল কী যেন।

ছোট একটা আইস অ্যাক্স—ড. বেনটনের জিনিস। বোধহয় ওটার সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লাভ হয়নি। লড়াইয়ের ফাঁকে পড়ে গেছে হাত থেকে। কুঠারটা কুড়িয়ে নিল শ্যারন—হয়তো গ্রেণ্ডেলকে ঠেকানো যাবে না, তবু একটা অস্ত্র তো!

টানেলের দিকে কয়েক পা এগিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল ও। একটা কথা মনে পড়ে গেছে... বেনটনের বলা কথা। একাকী মেগানের খোঁজে রওনা হতে যাচ্ছিল সে, বাধা দেয়ায় বলেছিল,

বেইসের সবাই ব্যস্ত। সেইসঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল একটা বাক্য—*তা ছাড়া... ওয়াকি-টকি আছে আমার সঙ্গে!*

উল্টো ঘুরল শ্যারন। এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল জিয়োলজিস্টের লাশের পাশে। ত্রস্ত হাতে তল্লাশি চালাল। কোমরের বেল্টের সঙ্গে আটকানো অবস্থায় পাওয়া গেল যন্ত্রটা। ওটা খুলে হাতে নিল ও। ফ্রিকোয়েন্সি চেক করল, তারপর চাপ দিল ট্রান্সমিট বাটনে। লাল একটা বাতি জ্বলে উঠল ওয়াকি-টকির গায়ে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ড. শ্যারন বেকেট বলছি। যদি কেউ আমার কথা শুনতে পান, তা হলে জেনে রাখুন—স্নেক পিটের অচেনা একটা অংশে আটকা পড়েছি আমি। বড় আকারের একটা শিকারি পশুর কবলে পড়েছি। মেগান গুড আর ড. জেফরি বেনটনকে খুন করেছে ওটা। এবার আমার পালা। আশপাশেই কোথাও আছে পশুটা... ঠিক কোথায়, তা বলতে পারব না। আমি চেষ্টা করছি বেইসের মূল অংশে পৌঁছুনোর। প্লিজ... সাহায্য করুন আমাকে। অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আসবেন, প্রাণীটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং হিংস্র। মার্কিং করা কোনও টানেলে পৌঁছুতে পারলে আমি নিজের সঠিক লোকেশন জানাব। ওভার।'

ওয়াকি-টকির স্পিকারের উপর একটা আঙুল ছোঁয়াল শ্যারন। কেউ যদি জবাব দেয়, তা হলে হয়তো সেটা শুনতে পাবে না, কিন্তু আঙুলের ডগায় ভাইব্রেশন অনুভব করবে। কায়োমনোবাক্যে প্রার্থনা করল ও—জবাব দিক কেউ, কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু ঘটল না। নিথর হয়ে রইল রেডিও।

একটু অপেক্ষা করে আবারও সাহায্য চাইল ও। কিন্তু পরিস্থিতির কোনও হেরফের হলো না তাতে। কী আর করা, দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল শ্যারন। ঘুরে মুখোমুখি হলো অন্ধকার টানেলের। হেডল্যাম্পের আলো ভিতরের ছায়া দূর করতে পারছে না... পারছে না ওর ভয় দূর করতে। অথচ কিছুই

করার নেই। এক হাতে ওয়াকি-টকি রাখল ও, অন্যহাতে আইস অ্যাক্স। তারপর দুরু দুরু বুকে এগোল সামনে।

নিজের চেষ্টায় উদ্ধার পেতে হবে ওকে।

সাবমেরিন ড্রাকনের পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন আন্তন রুশকিন। পরনে সবুজ রঙের ব্যাটল ইউনিফর্ম, পায়ে বুট। সন্তুষ্ট সে, এখন পর্যন্ত চমৎকার কাজ দেখিয়ে চলেছে তার ছেলেরা। রিপোর্ট আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, কোথাও কোনও ঝামেলা নেই।

তারপরেও কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না রুশকিন। আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল দখল করা হয়েছে, কিন্তু স্নোক্যাট নিয়ে ওখানে ঢুকে পড়া আমেরিকানদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। পাঁচজনের ছোট একটা গ্রুপ, নিরাপত্তার জন্য বড় কোনও হুমকি নয়, তবু সে নির্দেশ দিয়েছে—যে-কোনও মূল্যে ওদেরকে আটক করা চাই। আশা করা যায় খুব শীঘ্রি ধরা পড়বে লোকগুলো। এ-ছাড়া বাকি স্টেশন সম্পূর্ণ শূন্য অবস্থায় পাওয়া গেছে। আধঘণ্টা আগে হাইড্রোফোনে দ্বিতীয় একটা সাবমেরিনের ব্যালাস্টের আওয়াজ পেয়েছিল ওরা, সম্ভবত ওটাতে চেপেই কেটে পড়েছে সবাই।

প্রতিপক্ষের পরিচয় জানে রুশকিন—আমেরিকান এক রিসার্চ সাবমেরিন... *ইউএসএস পোলার সেণ্টিনেল।* হুমকি নয় ওটা তাদের জন্য। ডুবোজাহাজটা পরীক্ষামূলক মডেলের, নিরস্ত্র। এতক্ষণে নিশ্চয়ই লেজ তুলে পালাচ্ছে মেইনল্যাণ্ডের দিকে। তাড়া করতে নিষেধ করেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ।

ড্রাকনের প্রাইমারি মিশন হলো আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলের দখল নেয়া, এবং ওখানে একটা কমিউনিকেশন সেট স্থাপন করা। এরপর আবার ডাইভ দেবে ড্রাকন, আশপাশে টহল দেবে নতুন কোনও প্রতিপক্ষ উদয় হলে তাদেরকে ঠেকানোর জন্য। অবশ্য

এ-নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা করছে না ক্যাপ্টেন। প্ল্যান অনুসারে মাত্র বারো ঘণ্টা চলবে এই অপারেশন। এর মাঝে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নেবে তারা। আশা করা যায়, প্রুডো বে-র দুর্ঘটনা ততক্ষণ ব্যতিব্যস্ত রাখবে আমেরিকান নৌবাহিনীকে।

'ক্যাপ্টেন?' রেডিওম্যানের ডাক শুনে ঘাড় ফেরাল রুশকিন। 'ওমেগা স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি। ওরা একটা ট্রান্সমিটার মেরামত করেছে।'

'সুসংবাদ,' বলল রুশকিন। নেমে এল পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ড থেকে। রেডিও সেটের হেডফোন কানে ঠেকিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন রুশকিন বলছি। রিয়াল অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

'এক মিনিট, ক্যাপ্টেন,' স্ট্যাটিক ভেদ করে শোনা গেল ওপাশের অপারেটরের গলা। 'আমি খবর দিচ্ছি অ্যাডমিরালকে।'

অপেক্ষা করার ফাঁকে কথা গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করল রুশকিন। ওরা যখন এদিকে এসেছে, তখন পিছনে রয়ে গেছেন নিকোলায়েভ। ওমেগা স্টেশনের বন্দিদেরকে ইন্টারোগেট করবেন, তল্লাশি চালাবেন ওখানে। নিশ্চিত হতে চাইছেন—যে-জিনিসের খোঁজে তাঁরা এসেছেন, তা ইতিমধ্যেই ড্রিফট স্টেশনে স্থানান্তর করা হয়েছে কি না।

এমন একগ্র এবং শান্ত মানুষ আগে কখনও দেখেনি রুশকিন। ভয়াবহ সব সিদ্ধান্ত দেন ঠাণ্ডা মাথায়, উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও লক্ষ করা যায় না তাঁর ভিতরে। এই শীতলতার সামনে আর্কটিকের তাপমাত্রাও হার মানবে। *সাদা প্রেত* বলে যে-ডাকনাম আছে বিয়ার অ্যাডমিরালের, তা বড়ই মানানসই। জলজ্যান্ত একটা ভূতকে দেখলে যতটা ভয় পাবে ক্যাপ্টেন, তার চেয়ে কোনও অংশেই কম ভয় পাচ্ছে না তাঁকে। দশদিন আগে... যখন এই মিশন পেল রুশকিন... যখন জানল, নর্দার্ন ফ্লিট

কমাণ্ডারকে নিয়ে অভিযানে যেতে হবে ওকে... বড়ই খুশি হয়েছিল, সম্মানিত বোধ করেছিল। করুণা অনুভব করেছিল সমসাময়িক কলিগদের প্রতি—এমন সুযোগ ওদের কপালে জোটেনি বলে। কিন্তু... দশদিনের মাথায় পুরো উল্টো অনুভূতি কাজ করছে তার ভিতরে। অস্বীকার করবার উপায় নেই, নিকোলায়েভ জাহাজে না থাকায় স্বস্তি লাগছে তার।

স্পিকারে খড়খড় আওয়াজ হতেই সংবিৎ ফিরে পেল ক্যাপ্টেন। শোনা গেল রিয়ার অ্যাডমিরালের পরিচিত কণ্ঠ—বরাবরের মত নিরুত্তাপ, আবেগহীন।

'ক্যাপ্টেন, স্ট্যাটাস কী তোমাদের?' জানতে চাইলেন নিকোলায়েভ।

'আইস স্টেশনের দখল নিয়েছি আমরা, স্যর,' ঢোঁক গিলে বলল রুশকিন। 'আপনার অনুমানই সত্যি। আমরা পৌঁছুনোর আগেই ভিতরের লোকজন পালিয়ে গেছে। তবে নতুন পাঁচজন ঢুকেছে ওখানে... ওদেরকে খুঁজছি আমরা।' সংক্ষেপে স্নোক্যাট সংক্রান্ত ঘটনার বর্ণনা দিল সে। তারপর বলল, 'স্ট্রাইক টিমের জনবল বাড়িয়ে দিয়েছি আমি—মোট বিশজন গেছে লেভেল-বাই-লেভেল সুইপ চালাবার জন্য। আশা করি খুব শীঘ্রি আপনার মুভমেন্টের জন্য গ্রিন সিগনাল দিতে পারব।'

'গ্রিন সিগনালের প্রয়োজন নেই। আমি এখুনি রওনা হচ্ছি। নিউক্লিয়ার চার্জটা কি অফলোড করা হয়েছে?'

'জী, স্যর।' রুশকিনের চোখের সামনে ভাসছে টাইটেনিয়ামের গোলকটার চেহারা। নিকোলায়েভের নির্দেশ অনুসারে বেইসের সবচেয়ে নীচের লেভেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওটা, আটকে দেয়া হয়েছে মেঝেতে। 'কিন্তু স্যর... আপনার এখুনি আসার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। এখনও শত্রুপক্ষের লোক আছে ভিতরে, ওদেরকে বন্দি না করা পর্যন্ত জায়গাটা

ঝুঁকিপূর্ণ...'

'ওই পাঁচজন আমেরিকানকে ধরতে পারলে কি না-পারলে, তাতে কিছু যায়-আসে না,' রুক্ষ গলায় তাকে থামিয়ে দিলেন নিকোলায়েভ। 'লক ডাউন দ্য রেইস। বিশেষ করে চার নম্বর লেভেল... ওটার ধারেকাছে যেন ঘেঁষতে না পারে কেউ। আমি হোভারক্র্যাফট টিমের সঙ্গে আসছি। তুমি এখুনি ড্রাকনকে নিয়ে ডাইভ দাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্যাট্রোলিং শুরু করা দরকার। বিকেল চারটায় গ্রেণ্ডেলে আবার রন্দিভু, ঠিক আছে?'

'ইয়েস, স্যর!' ঘড়ি দেখল রুশকিন। তিন ঘণ্টার মত টহল দিতে হবে তাকে। 'ঠিক বিকেল চারটায় আবার ভেসে উঠব আমরা।'

'খুব ভাল।' থেমে গেল স্ট্যাটিকের আওয়াজ, ইথারে মিলিয়ে গেল সাদা প্রেতের কণ্ঠ।

রেডিওম্যানের দিকে ফিরল রুশকিন। 'স্ট্রাইক টিমের লিডারের সঙ্গে কথা বলব আমি।'

'জী, স্যর।' কমিউনিকেশন সেটের নব আর ডায়াল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রেডিওম্যান।

সোনার স্টেশনের দিক থেকে ভেসে আসা গুঞ্জনের আওয়াজে ঘাড় ফেরাল ক্যাপ্টেন। কী নিয়ে যেন তর্ক করছে ওরা, উত্তেজিত।

ওদের দিকে এগিয়ে গেল রুশকিন। 'কী হয়েছে?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোনার চিফ। বলল, 'অদ্ভুত কিছু রিডিং পাচ্ছি আমরা, স্যর। এর কোনও মাথামুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কী ধরনের রিডিং?'

'মাল্টিপল অ্যাকটিভ সোনার সিগনাল। বেশ দুর্বল।'

'কোত্থেকে আসছে?' ভুরু কোঁচকাল রুশকিন। দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়েছে। একাধিক সিগনাল মানে একাধিক উৎস। হয়তো

আমেরিকান নেভির অ্যাটাক সাবমেরিন এসে পড়েছে, সঙ্গে সারফেস শিপও থাকতে পারে।

'ওটাই সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, স্যর।' ক্যাপ্টেনকে অবাক করে দিল সোনার চিফ। 'সিগনালগুলো আসছে আইস স্টেশনের অভ্যন্তর থেকে!'

# উনত্রিশ

পিস্তল হাতে লেফটেন্যান্ট গ্রিনের পিছু পিছু স্নেক পিটে ঢুকল রানা, আইস স্টেশনের পরিকল্পিত নির্মাণশৈলী পেরিয়ে পা রাখল খেয়ালি প্রকৃতির বুকে। ওর পাশে হাঁটছে ম্যাসন, পিছনে রয়েছে সিম্যান ডেভ পার্ল আর পেটি অফিসার লয়েড। টানেল ধরে এগিয়ে চলল ওরা।

ফ্ল্যাশলাইট হাতে পথ দেখাচ্ছে গ্রিন, এন্ট্রান্সের বাইরে ওই একটাই ফ্ল্যাশলাইট পাওয়া গেছে। ভেজা, মসৃণ দেয়ালের গায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে আলো—কালচে বরফ পাচ্ছে নীল আভা। রানার মনে হলো বরফের তৈরি একটা ভাস্কর্যের ভিতর ছোটাছুটি করছে ওরা।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

'আরও কেউ আছে এখানে,' বলল গ্রিন। 'ওদের সঙ্গে যোগ দেব আমরা।'

'এই স্নেক পিট কত বড়?' জানতে চাইল রানা। ইতিমধ্যে

টানেল নেটওয়ার্কের ডাকনাম জানতে পেরেছে ও।

'যথেষ্ট বড়,' সংক্ষেপে জবাব দিল গ্রিন। কথা বলে সময় নষ্ট করতে চায় না। একটু পরেই ছোট ছোট কদমে দৌড়াতে শুরু করল। তাল মেলানোর জন্য দৌড়াতে হলো বাকিদেরও। রাশানরা বেশি পিছনে নেই। দূরত্ব বাড়িয়ে নেয়া দরকার... কোন্‌দিকে যাচ্ছে না যাচ্ছে, সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে।

সরলরেখায় এগোল না ওরা. ধাওয়াকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য বার বার ঢুকে পড়ল শাখা টানেলে। এলোমেলো পথে ধীরে ধীরে ঢুকে যাচ্ছে বরফ-দ্বীপের গভীরে। বড় একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছুতেই আবার শোনা গেল গুলিবর্ষণের আওয়াজ। থমকে দাঁড়াল ওরা।

ফ্যাল ফ্যাল করে চারপাশের গুহামুখগুলোর দিকে তাকাল লয়েড। 'কোন্‌দিক থেকে এল শব্দটা?'

জবাবটা পাওয়া গেল কয়েক মুহূর্ত পর। ডানদিকের একটা টানেলে উদয় হলো আলোর আভা—লাফঝাঁপ দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। আবারও গুলির আওয়াজ হলো... এবার খুব কাছ থেকে। বদ্ধ টানেলে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়।

'ওই যে, ওদিকে!' বলল রানা। ঘুরে গেল ও. হাতের পিস্তল তাক করল আলোর দিকে।

চেঁচামেচি শোনা গেল এবার। গ্রিন ও তার সঙ্গীরাও এবার অস্ত্র তুলল—বিপদ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। আলোর পটভূমিতে দৌড়াতে থাকা একটা ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল ওদের। ইন্টারসেকশনের কাছে পৌঁছুলে দেখা গেল মানুষটার চেহারা। অল্পবয়েসী এক তরুণ... পাগলের মত ছুটছে। সামরিক বাহিনীর কেউ নয়—মাথায় লম্বা বাবরি চুল, গায়ে সিভিলিয়ান পারকা। চেহারা দেখে মনে হলো মস্ত বিপদে পড়েছে সে।

অস্ত্রহাতে পাঁচজন মানুষকে দেখে থমকে দাঁড়াবে

তরুণ—এমনটাই ভেবেছিল সবাই। কিন্তু ওদেরকে অবাক করে দিয়ে দৌড় অব্যাহত রাখল সে। ভিড়কে পাশ কাটিয়ে ছুটল পিছনের টানেলের দিকে। পার হবার সময় ওদেরকে শুধু বলল, 'পালান!'

আরও মানুষ উদয় হলো তার পিছু পিছু। বয়স্ক এক বিজ্ঞানী, সঙ্গে দুই তরুণ-তরুণী। তাদের অনুসরণ করছে নেভির ইউনিফর্ম পরা এক মেয়ে।

'লিসা!' মেয়েটাকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল গ্রিন।

কুশল বিনিময়ের মুডে নেই লেঃ লিসা। খেঁকিয়ে উঠল, 'ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না, মাইকেল। দৌড়াও।'

দলটার পিছনে আবারও শোনা গেল গুলির আওয়াজ। মাজল ফ্ল্যাশে আলোকিত হলো টানেলের অভ্যন্তর। ইউনিফর্ম পরা আরেকজন মানুষকে দেখতে পেল ওরা। পিছনদিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে। টানেলমুখের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল সে। একনাগাড়ে গুলি ছুঁড়ে খালি করে ফেলল ম্যাগাজিন।

'হোয়াট দ্য হেল...' বিস্মিত গলায় বলল গ্রিন। 'হচ্ছেটা কী?'

হাঁটু গেড়ে বসা মানুষটার পিছনে... টানেলের গভীরে বিশাল একটা ছায়াকে নড়তে দেখল রানা। কী ওটা, বোঝা যাচ্ছে না। মানুষ নয়, এটুকু নিশ্চিত। তা হলে কী?

কনওয়ে আর দুই রিসার্চারকে নিয়ে ওদের কাছে পৌঁছে গেছে লিসা। থেমে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, 'আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে এই টানেল থেকে। এক্ষুণি!'

'সম্ভব না,' গ্রিন বলল। 'পিছনে রাশানরা আছে।'

'জাহান্নামে যাক রাশান কুত্তারা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লিসা। 'আমাদের পিছনে আরও খারাপ জিনিস আসছে।'

ইউনিফর্ম পরা দ্বিতীয় মানুষটা ছুটতে শুরু করেছে। দৌড়ের মধ্যেই বদলে নিচ্ছে খালি ম্যাগাজিন।

'আমাদেরকে পালাতে হবে, মাইকেল!' জোর গলায় বলল লিসা।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল তরুণ লেফটেন্যান্ট। লয়েড আর পার্লের দিকে ফিরল। 'তোমরা... সিভিলিয়ানদের সরিয়ে নাও। এদিকটা আমরা দেখছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ম্যাসনের হাত ধরল লয়েড, তাকে নিয়ে পিছনের টানেলের দিকে ছুটল লিসা আর গবেষকদের পিছু পিছু। রানাকেও নিয়ে যেতে চাইছিল পার্ল, কিন্তু ঝটকা দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল ও।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল পার্ল, শেষে জবরদস্তি না করার সিদ্ধান্ত নিল। কেউ সেধে মরতে চাইলে তার কী? গ্রিনকে শুধু জিজ্ঞেস করল, 'রাশানদের ব্যাপারে কী করব, স্যর?'

'স্নেক পিটের এগজিট পর্যন্ত নিয়ে যাও সবাইকে,' নির্দেশ দিল গ্রিন। 'ওখানেই অপেক্ষা কোরো আমাদের জন্য।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল পার্ল, ছুট লাগাল বাকিদের পিছু পিছু।

ইউনিফর্ম পরা মানুষটা এসে গেছে। তাকে চিনতে পেরে চমকে উঠল গ্রিন। 'কমাণ্ডার ফিশার!' পোলার সেন্টিনেলের এগজিকিউটিভ অফিসার এখানে কেন!

'গেট রেডি ফর সাপ্রেসিভ ফায়ার!' বলল ফিশার। অবাক হয়নি মোটেই, লেফটেন্যান্ট গ্রিনের উপস্থিতি যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

ফেলে আসা টানেলের দিকে হাঁটু গেড়ে বসল সে, কাঁধ বরাবর তুলল রাইফেল। দু'গজ পিছনে পজিশন নিল গ্রিন। ফ্ল্যাশলাইট তুলে দিল রানার হাতে, কমাণ্ডারের মাথার উপর দিয়ে নিজের রাইফেল তাক করল সে। সহজ ভঙ্গিতে ফিশারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। একহাতে আলো ফেলল টানেলের ভিতর,

অন্যহাতে তুলল নিজের হাতে ধরা পিস্তল।

বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকাল ফিশার। 'আপনি আবার কে?'

'মাসুদ রানা... আপাতত আপনাদের সহযোদ্ধা,' হাসল রানা। 'বিস্তারিত পরিচয় নাহয় পরে হবে।'

'সেক্ষেত্রে... ওয়েলকাম টু দ্য পার্টি!' তিক্ত গলায় বলল ফিশার।

'কে আসছে ওদিক থেকে, জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দুঃস্বপ্ন!' থমথমে গলায় বলল ফিশার।

'পার্ডন?'

'একটু অপেক্ষা করুন। দেখলেই বুঝে যাবেন।'

ফ্ল্যাশলাইটের নাগালের বাইরে... টানেলের অন্ধকারে একজোড়া চোখ চকচক করে উঠতে দেখল রানা। পরক্ষণে বোঁ করে উঠল মাথা। শিরশিরে অনুভূতি হলো দাঁত আর চোয়ালে। আল্ট্রাসোনিকস্!

'আসছে ওরা!' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল ফিশার।

আলোর মাঝখানে বিশালদেহী একটা দানব উদয় হলো এবার। ধবধবে সাদা চামড়া, শরীরে অনেকগুলো গুলির ক্ষত। ক্ষত থেকে গড়িয়ে নামছে লাল রক্ত, সাদা চামড়ার উপরে রক্তের ধারাকে দেখাচ্ছে লাল রঙা স্ট্রাইপের মত। হতভম্ব হয়ে গেল রানা। কী ওটা! এমন প্রাণী আগে কোনোদিন দেখেনি।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দানব, তারপরেই গর্জন করে ধেয়ে এল ওদের দিকে। ওটার পিছনে আরও কয়েকটা ছায়াকে নড়তে দেখল রানা। হাতের পিস্তলের দিকে চেয়ে বড্ড অসহায় মনে হলো নিজেকে। বিশালদেহী এই দানবের সামনে এই ছোট্ট বেরেটা কিছুই নয়।

আল্ট্রাসোনিকসের প্রবাহ জোরালো হয়ে উঠেছে। খুলির

ভিতরে মৌমাছির গুঞ্জন অনুভব করল ও। কমাণ্ডার ফিশার চেঁচিয়ে উঠল, 'ফায়ার!'

একসঙ্গে ট্রিগার চাপতে শুরু করল তিন সহযোদ্ধা। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুটে গেল ধাবমান দানবটার দিকে। সাদা শরীরটায় একের পর এক নতুন ক্ষত দেখা দিল... ছিটকে উঠল রক্ত আর মাংস, কিন্তু থামল না ওটা। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এগোতেই থাকল।

'শালার ব্যাটা দেখি মরেই না!' খিস্তি করে উঠল গ্রিন।

মাথা ঠাণ্ডা রাখল রানা। দুই সঙ্গীর মত এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ল না। তার বদলে সাবধানে নিশানা করল দানবের খোলা মুখ-গহ্বরটাকে। চেষ্টা করল ওটার মুখের ভিতরে গুলি ঢোকাতে। প্রাণীটা ছুটতে থাকায় সহজ হলো না সে-কাজ—উপর-নীচে উঠে যাচ্ছে বুলেট, কিংবা পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে। ম্যাগাজিনের শেষ বুলেট খরচ করার আগে মুহূর্তের বিরতি নিল ও, বড় করে শ্বাস নিয়ে স্থির করল নিশানা, তারপর চাপ দিল ট্রিগারে।

এইবার হলো কাজ। খোলা মুখের ভিতরে ঢুকে গেল ঘাতক বুলেট, বেরিয়ে গেল খুলি ফুটো করে। দানবের ঘাড়ের কাছে ছিটকে উঠল রক্ত মেশানো মগজ আর হাড়। ছুটন্ত অবস্থায় হুমড়ি খেলো ওটা। ধড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। নড়ল না আর। বিশাল দেহ দিয়ে আটকে দিল টানেল। পিছনের দানবরা আর এগোতে পারছে না ওটাকে টপকে।

গুলিবর্ষণ থামিয়ে বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল ফিশার আর গ্রিন। প্রশংসার সুরে কমাণ্ডার বলল, 'নাইস শুটিং, মি. রানা।'

বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল রানা। বলল, 'স্রেফ ভাগ্য, আর কিছু না।' পিস্তলটা দেখাল—ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেছে, হাঁ হয়ে আছে স্লাইড। 'ওটাই শেষ বুলেট ছিল।'

'বিনয় করছেন, না? আমরা রাইফেল দিয়ে যা করতে পারিনি,

আপনি ওই ছোট্ট বেরেটা দিয়ে তা করে ফেলেছেন! রিয়েলি ইম্প্রেসিভ।'

'এত প্রশংসা করবেন না। বিপদ এখনও কাটেনি।' আঙুল তুলে দানবের লাশটা দেখাল রানা। পিছনে জড়ো হয়েছে ওটার সঙ্গী-সাথীরা, চেষ্টা করছে সামনে এগোবার। 'কেটে পড়া দরকার।'

'ঠিক বলেছেন,' একমত হলো কমাণ্ডার ফিশার। 'চলুন যাওয়া যাক।'

পায়ে পায়ে পিছাতে শুরু করল তিনজনে, উল্টোদিকের টানেলের দিকে যাচ্ছে—যেটা ধরে বিজ্ঞানী আর নৌ-সদস্যরা গেছে। লাশের দিকে রাইফেল তাক করে রেখেছে ফিশার আর গ্রিন। হঠাৎ খড়খড় করে উঠল গ্রিনের কোমরের ওয়াকি-টকি। ট্রান্সমিট করছে কেউ। কিন্তু রিসেপশন দুর্বল হওয়ায় কথাগুলো বোঝা গেল না।

পিস্তলের গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় রানার একটা হাত মুক্ত, বাড়তি কোনও ম্যাগাজিনও নেই। গ্রিন তাই বলল, 'মি. রানা, ওয়াকি-টকিটা একটু নেবেন? কে যোগাযোগ করছে, জানা দরকার। এই ফ্রিকোয়েন্সি শুধু আমরাই ব্যবহার করি।'

সেটটা তার বেল্ট থেকে খুলে নিল রানা। কান পাতল, কিন্তু শুনতে পেল না কিছু। ট্রান্সমিশন থেমে গেছে। ডাকাডাকি করল কয়েক দফা, তবে জবাব পাওয়া গেল না। হয়তো কোনও সমস্যা হয়েছে ওপাশে। ওর জানা নেই, অন্যপ্রান্তের মানুষটি শ্রবণশক্তিহীন, ওর গলা শুনতে পাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে ইন্টারসেকশন থেকে উল্টোদিকের টানেলে ঢুকে পড়েছে তিনজনে। দানবের নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে ফিশার বলল, 'এবার বোধহয় উল্টো ঘোরা যায়, ওরা আটকা পড়ে গেছে।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল লাশ। না, প্রাণ ফিরে পায়নি, পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে পিছলে এগিয়ে এসেছে কয়েক ফুট।

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল গ্রিন। দানবদের কৌশল বুঝতে পেরেছে। ধাক্কা দিয়ে লাশটাকে বের করে আনতে চাইছে ইন্টারসেকশনে—জায়গাটা বেশ প্রশস্ত, লাশকে পাশ কাটিয়ে আবার এগোতে পারবে জীবিতরা।

'বড্ড তাড়াতাড়ি খুশি হয়ে উঠেছিলেন আপনি,' তিক্ত গলায় বলল রানা কমাণ্ডারকে।

নিচু গলায় ভাগ্যকে গাল দিয়ে উঠল ফিশার। বলল, 'পিছাতে থাকুন, নজর রাখুন শয়তানগুলোর দিকে।'

ঠিক তখুনি আবার বোঁ করে উঠল রানার মাথা। প্রথম দানবটা মারা যাবার পর কমে গিয়েছিল দাঁতের শিরশিরানি—এখন ফিরে এসেছে। কিন্তু এবার ডানদিকের চোয়ালে কম্পন হচ্ছে বেশি। ভয়ানক একটা আশঙ্কা খেলা করে গেল ওর মাথায়। ঝট্ করে ডানদিকে মাথা ঘোরাল ও। ছোট্ট আরেকটা টানেলের মুখ দেখতে পাচ্ছে ওদিকে। রানা নজর ফেলতেই অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে উঠল নতুন একজোড়া চোখ।

আরেকটা দানব—ডানদিকের টানেল ধরে আসছে!

পাঁই করে ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল রানা, পরিষ্কার দেখতে পেল জানোয়ারটাকে। সাদা চামড়ায় ঢাকা সাক্ষাৎ এক মৃত্যুদূত। গায়ে আলো পড়তেই ভয়ানক বেগে ছুটে এল ওর দিকে। বিদ্যুৎবেগে হাত চালাল রানা, বেল্টে ওয়াকি-টকি গুঁজে বের করে আনল পিস্তল—ওটা যে খালি, সে-কথা ভুলেই গেছে। ট্রিগার চাপল ও, খালি চেম্বারে খটাস করে পড়ল হ্যামার।

স্থির হয়ে গেল রানা। মৃত্যু এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

অন্ধকার টানেল ধরে ভীত-সন্ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে শ্যারন। জানে না গ্রেগেলটা কোথায় গেছে... কেন গেছে তা-ও বলতে পারবে না। হতে পারে, সামনের কোনও বাঁকের আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে আছে ওর জন্য। কিন্তু তাই বলে থেমে থাকার উপায় নেই। এগোতেই হবে ওকে, চেষ্টা করতে হবে স্নেক পিট থেকে বেরিয়ে যাবার। মাইনিং হেলমেটের হেডল্যাম্পটাই ভরসা, ওটার ক্ষীণ আলোয় পথ চলেছে ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে সামনে।

হঠাৎ হেডল্যাম্পের আলোয় দেয়ালের গায়ে কী যেন চকচক করে উঠল। কমলা রঙের স্প্রে-পেইন্টে আঁকা একটা তীরচিহ্ন—মেগানের ট্রেইল মার্কার। উত্তেজনায় বুকের ভিতর লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। দেয়াল ধরে আরও কিছুদূর এগোল শ্যারন, খেয়াল রাখছে নতুন কোনও মার্কার পাওয়া যায় কি না।

পাওয়া গেল। সবুজ রঙের একটা ত্রিভুজ। এখানেই আরেকটা ট্রেইলের সঙ্গে মিলিত হয়েছে মেগানের ট্রেইল। ফুঁপিয়ে উঠল শ্যারন—স্বস্তিতে... আনন্দে। স্নেক পিটের ম্যাপিং করা অংশে পৌঁছে গেছে ও। এখান থেকে সহজে চলে যেতে পারবে মূল বেইসে।

মুখের কাছে ওয়াকি-টকি এনে ট্রান্সমিট বাটন চাপল শ্যারন। বলল, 'কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন? আরেকটা ট্রেইল খুঁজে পেয়েছি আমি—সবুজ ত্রিভুজের। ওটা ধরে এগজিটের দিকে যাচ্ছি। অনেকক্ষণ হলো জানোয়ারটার চিহ্ন দেখিনি, কিন্তু প্লিজ... সম্ভব হলে সাহায্য করুন আমাকে।'

কথা শেষ করে ওয়াকি-টকি অফ্ করে দিল ও। ব্যাটারি বাঁচানো দরকার। তারপর দ্রুত পা ফেলল সবুজ ত্রিভুজ দিয়ে মার্কিং করা প্যাসেজ ধরে। যত এগোল, ততই চেনা চেনা লাগল চারপাশ—টানেল নেটওয়ার্কের যে-সব অংশে গবেষণা চলছে, নিশ্চয়ই সেখানে পৌঁছে গেছে।

ঝুঁকি নিয়ে হেডল্যাম্প অফ করে দিল শ্যারন। চেনা জায়গা, অন্ধকারেও সম্ভবত এগোতে পারবে। শুধু শুধু ব্যাটারি খরচ করার মানে হয় না। পরে আবার কখন দরকার হয় আলো কে জানে। চোখে আঁধার সয়ে আসার জন্য কয়েক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও। একটু পর ছায়ার গভীরতা আঁচ করতে পারল, টানেল কোন্‌দিকে গেছে না গেছে, বুঝতে পারছে এবার। একপাশের দেয়ালে হাত ঠেকিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও। আলোর কয়েকটা বিন্দু দেখতে পাচ্ছে দূরে। একটা স্থির... ফ্ল্যাশলাইট নিঃসন্দেহে... অন্যদুটো মিটমিট করছে রাতের আকাশের তারার মত। কী ওগুলো? মাজল ফ্ল্যাশ? গুলি করছে কেউ? ভাবনাটা শেষ হবার আগেই ছড়িয়ে গেল আলোর বিন্দু। মিটমিট করতে থাকা আলোগুলো ছুটল একদিকে... আর ফ্ল্যাশলাইট হাতের মানুষটা ছুট লাগাল ওরই দিকে। পাগলের মত দৌড়াচ্ছে সে, লাফালাফি করছে হাতের আলো। দূরত্ব কমছে ওর সঙ্গে, আলোটা ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

উদ্ধারকারী... নিশ্চয়ই উদ্ধারকারী! ভাবল শ্যারন। ওর ট্রান্সমিশন শুনতে পেয়েছে... অস্ত্রশস্ত্র-সহ এসেছে ওকে টানেল থেকে বের করে নিতে।

চিৎকার করে মানুষটাকে ডাকতে ইচ্ছে হলো শ্যারনের, কিন্তু সংযত করল নিজেকে। আশপাশেই কোথাও আছে হিংস্র গ্রেগুল, চিৎকার দিলে ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু একটা সঙ্কেত তো দেয়া দরকার। ঝটপট হেডল্যাম্পটা জ্বেলে দিল।

কিন্তু ওর সঙ্কেত চোখে পড়ল না ছুটন্ত মানুষটার। তার হাতের শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইটের মুখে হারিয়ে গেছে শ্যারনের ছোট্ট হেডল্যাম্পের ম্লান আলো। মোড় নিয়ে আরেকটা টানেলে ঢুকে গেল সে। হারিয়ে গেল ফ্ল্যাশলাইটের আলোকরশ্মি।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল শ্যারন। হেডল্যাম্প নেভাবে কি না ভাবল, কিন্তু সাহস পেল না। তা ছাড়া আলো দেখে ওর খোঁজও পেতে পারে উদ্ধারকারীরা। তাড়াহুড়ো করে সামনে এগোল ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে দেয়ালে, সবুজ ত্রিভুজের চিহ্ন যেন মিস না করে। ট্রেইলে থাকতে পারলে নিশ্চয়ই দেখা পাবে উদ্ধারকারীদের।

হাঁটতে হাঁটতে আবার ওয়াকি-টকি অন্ করল শ্যারন। কথা বলতে শুরু করল অচেনা মানুষগুলোর উদ্দেশে।

*'...সবুজ ত্রিভুজের ট্রেইল ধরে এগোচ্ছি আমি। একটু আগে দেখতে পেয়েছি তিনজনকে। যদি আমার কথা শুনতে পান, তা হলে ট্রেইলে ফিরে আসুন। সাবধানে এগোবেন। গ্রেণ্ডেলটা আশপাশেই কোথাও আছে...'*

রানার কোমরে ঝোলানো ওয়াকি-টকির স্পিকারে শোনা যাচ্ছে নারীকণ্ঠ। কিন্তু জবাব দেবার মত অবস্থায় নেই ও, প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। পিছনেই কোথাও আছে ভয়ঙ্কর দানবটা, বরফে পা ফেলার পরিষ্কার আওয়াজ শুনেছে ও।

স্রেফ কপাল বলতে হবে, দানবের প্রথম হামলা থেকে বেঁচে গেছে রানা। প্রাণীটাকে ছুটে আসতে দেখে একপাশে ঝাঁপ দিয়েছিল, আর তখুনি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ফিশার আর গ্রিন। গুলি করেছিল ওটাকে লক্ষ্য করে। বুলেটের অতর্কিত আঘাতে ঘাবড়ে গিয়েছিল প্রাণীটা, ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পায়নি। রানার নিরস্ত্র দশা সম্পর্কে সচেতন ছিল ফিশার, চেঁচিয়ে ওকে সরে যেতে বলেছে, পিছন থেকে কাভার দেবে ওরা। পরামর্শটা মেনে নিয়েছে ও, ছুট লাগিয়েছে আরেক পাশের টানেল ধরে। একটু পরেই ওয়াকি-টকিতে শোনা গেছে নারীকণ্ঠ। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নেই রানার। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ও দুই সঙ্গীর কাছ

থেকে... এবং যদ্দূর বুঝতে পারছে, শিকার হিসেবে সশস্ত্র দুই নেভাল অফিসারের চেয়ে নিরস্ত্র-নিঃসঙ্গ মানুষটাকেই বেশি পছন্দ হয়েছে দানবের। ধাওয়া করেছে ওকে।

পাগলের মত এখন টানেল ধরে দৌড়াচ্ছে রানা। প্রতিরোধ গড়ার উপায় নেই—বুলেটহীন একটা পিস্তল আর ফ্ল্যাশলাইট ছাড়া কিছুই নেই ওর কাছে। কাজেই নিজের গতি কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করছে শত্রুকে পিছনে ফেলতে। টানেলের গোলকধাঁধার ভিতরে দানবটাকে ফাঁকি দেবার ইচ্ছে।

ভেজা, পিচ্ছিল মেঝেতে কয়েক দফা আছাড় খেলো ও; পরক্ষণে উঠে দাঁড়াল। ব্যথা-বেদনা নিয়ে মাথা ঘামাল না, উঠেই আবার দৌড়। কোন্‌দিকে যাচ্ছে, কিছুই জানে না। টানেল নেটওয়ার্কের পুরোটাই ওর অচেনা। দেয়ালে মার্কিং আছে বলে শুনেছে, কিন্তু ওদিকে তাকাবার সময় কোথায়?

বড় একটা বাঁক পেরুতেই নতুন একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছুল রানা। সামনে দু'ভাগ হয়ে গেছে টানেলে। বাঁয়ের মুখটার পাশে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করে থমকে দাঁড়াল। আলো ফেলল ওখানে। স্প্রে-পেইন্টে আঁকা সবুজ রঙের একটা ত্রিভুজ উদ্ভাসিত হলো ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়।

ট্রেইল মার্কার! এটার কথাই রেডিওতে বলছিল অচেনা মেয়েটি।

সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করল না রানা, ঢুকে পড়ল ওই টানেলে। অচেনা টানেলে একাকী ছোটাছুটি করার চেয়ে একজন সঙ্গী ঢের ভাল। তা ছাড়া সাহায্যও চেয়েছে মেয়েটি।

কিছুদূর যেতেই আবার শুনতে পেল সেই নারীকণ্ঠ।

'হ্যালো? কে ওখানে?'

এবার আর ওয়াকি-টকি থেকে নয়, সরাসরি সামনে থেকে আসছে কণ্ঠটা। বৃত্তাকার একটা পথ ঘুরে শ্যারনের পিছনে পৌঁছে

গেছে রানা। ফ্ল্যাশলাইট সামনে তাক করে এগিয়ে গেল ও। একটু পরেই দেখতে পেল অপরূপা এক যুবতীকে। গায়ে থারমাল সুট, মাথার উপরে বাঁকা হয়ে আছে একটা মাইনিং হেলমেট। আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে আছে মেয়েটির চেহারা। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু'হাতে বাগিয়ে ধরেছে একটা আইস-অ্যাক্স।

'রিল্যাক্স!' কাছে গিয়ে বলল রানা। 'আমি আপনার ক্ষতি করব না।'

মূর্তির মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল তরুণী, তারপরেই ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'থ্যাঙ্ক গড!' ছুটে এল ওর দিকে। তবে দু'হাত দূরত্বে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল। সুন্দর দুই চোখে ভিড় জমাল বিস্ময়।

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন। 'এখানে কোত্থেকে এলেন? বাকিরা কোথায়?'

'যদি রেসকিউ পার্টি চান, তা হলে আপাতত আমাকে দিয়েই কাজ চালাতে হবে,' হালকা গলায় বলল রানা। অকেজো পিস্তলটা উঁচু করল একটু। 'অবশ্য কতটা উপকারে আসব, জানি না। আমি নিরস্ত্র।'

'কিন্তু কে আপনি?' আবারও জানতে চাইল শ্যারন। কথা বলছে জড়ানো গলায়, স্বাভাবিকের চাইতে চড়া সুরে। ভ্রূকুটি করল রানা। মাতাল নাকি?

'আমি মাসুদ রানা, ম্যা'ম,' বলল ও। 'নুমার অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর।'

'নুমা?' চোখ পিটপিট করল শ্যারন। 'আলোটা একটু নামাবেন? আপনার ঠোঁট ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না, লিপ-রিডিঙে অসুবিধে হচ্ছে। আমি বধির।'

'ওহ্ সরি!' তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাশলাইট নিচু করল রানা। জড়ানো গলা, আর চড়া কণ্ঠস্বরের রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছে।

'আপনি কি ওমেগা স্টেশন থেকে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন। মনে পড়ে গেছে ভোরে ল্যাণ্ড করা অনাহূত অতিথিদের কথা।

'জী,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আপনার তো তা হলে বন্দি থাকার কথা,' বিভ্রান্ত গলায় বলল শ্যারন, 'এখানে এলেন কী করে?'

'অনেক কিছু ঘটে গেছে এর মাঝে, ম্যা'ম,' বলল রানা। 'এই বেইসের সব লোককে ইভ্যাকুয়েট করেছে নেভি। রাশানরা দখল করে নিয়েছে ওমেগা স্টেশন। এখানেও হামলা চালিয়েছে।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল শ্যারন। 'কখন ঘটল এতকিছু? আপনি পিছনে রয়ে গেলেন কীভাবে?'

'সবই বলব। তার আগে আপনার পরিচয় দিন। কে আপনি? এখানে একাকী কী করছেন?'

'আমি ড. শ্যারন বেকেট—হেড অভ ওমেগা ড্রিফট স্টেশন...'

সংক্ষেপে স্নেক পিটের সব ঘটনা খুলে বলল শ্যারন। পিছনদিকে একটা চোখ রেখে রানাও ভাগাভাগি করল নিজের অভিজ্ঞতা। শেষে যোগ করল, 'রেডিওতে দানবগুলোকে গ্রেণ্ডেল নামে ডাকছিলেন আপনি। কিছু কি জানেন এই গ্রেণ্ডেল সম্পর্কে?'

'ওগুলো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী—আধুনিক তিমির স্থলচর পূর্বপুরুষ। বরফের ভিতর জমাট বাঁধা স্পেসিমেন পেয়েছি আমরা। বায়োলজি টিমের লিডার বলছিলেন, স্পেসিমেনগুলো পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরনো... ইতিহাসের শেষ বরফ-যুগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।'

'বিলুপ্ত হলে কী দেখলাম আমরা? অন্তত চারটে গ্রেণ্ডেল হামলা করেছিল আমাদের উপর।'

'চা-রটা?' ভুরু কোঁচকাল শ্যারন। 'হুম... একটা থাকলে

চারটেই বা অসম্ভব ভাবি কী করে? কথা হলো, ওরা এত বছর টিকে আছে কীভাবে?'

'যে-ভাবেই থাকুক, তাতে কিছু যায়-আসে না,' বলল রানা। 'এই টানেল নেটওয়ার্ক যদি ওদের বাসস্থান হয়, তা হলে এখানে থাকা খুবই বিপজ্জনক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যাওয়া দরকার। আর কোনও ট্রেইল চেনেন আপনি? আমাকে ধাওয়া করছিল একটা গ্রেণ্ডেল, হয়তো সবুজ ত্রিভুজের ট্রেইলে ঢুকেও পড়েছে। অন্য কোনও পথ খুঁজে নেয়া দরকার।'

'আ... আমি আসলে শিয়োর নই,' ইতস্তত করে বলল শ্যারন। 'স্নেক পিটে খুব কম এসেছি আমি। এখানকার অলি-গলি ভালমত চিনি না। তবে সব ট্রেইল-ই এগজিটে গিয়ে মিলবার কথা।'

'তা হলে এই ট্রেইলেই থাকতে হবে আমাদেরকে,' বলল রানা। 'অসুবিধে নেই, চোখ-কান খোলা রেখে এগোব। যদি কোথাও গ্রেণ্ডেলের চিহ্ন দেখি... মানে নখের আঁচড়, পায়ের ছাপ, ইত্যাদি... তা হলে ওসব জায়গা এড়িয়ে যাব।'

মাথা ঝাঁকাল শ্যারন। ওর আচরণে মুগ্ধ হলো রানা, ভয় পেলেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে। একাকী মুখোমুখি হয়েছিল একটা দানবের, সেখান থেকে বেঁচে ফিরেছে; তারপর স্রেফ একটা ওয়াকি-টকি আর কুঠার নিয়ে এতদূর পর্যন্ত এসেছে... রীতিমত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে মেয়েটা। তার ওপর কানে শোনে না... অচল একটা ইন্দ্রিয় নিয়ে অসাধ্যসাধন-ই করেছে বলা চলে। শ্রদ্ধা অনুভব করল ও তরুণী বিজ্ঞানীর প্রতি।

'চলুন এগোই,' বলল রানা। 'আর প্রার্থনা করি, পথে যাতে আর দেখা না হয় ওই ভয়ঙ্কর জানোয়ারগুলোর সঙ্গে।'

হাঁটতে শুরু করল ওরা। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল রানা। আবারও বোঁ করে উঠেছে মাথা, কানে অনুভব

করছে রক্তচাপ। শিরশির করছে দাঁত। শ্যারনের দিকে তাকাল, ওরও দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেছে, আল্ট্রাসোনিকসের কম্পন টের পাচ্ছে নিঃসন্দেহে। সবচেয়ে বড় কথা, শব্দতরঙ্গের আঘাত আসছে সামনে থেকে!

মানেটা পরিষ্কার। এগজিটের দিকে যাবার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে গ্রেণ্ডেল। ওদিক থেকেই আসছে ওদেরকে ধরতে।

হতাশায় মাথা দোলাল রানা। প্রার্থনা কবুল হয়নি ওদের।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা

# শুভ্র পিঞ্জর

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

মাসুদ রানা ৪১৮

# শুভ্র পিঞ্জর

## (দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

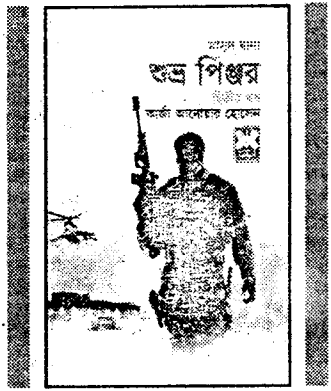


সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7418-1

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

# এক

একঘণ্টা তাপ পোহানোর পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল অ্যাবি ম্যানিটক। শরীরে অদ্ভুত এক উদ্যমও অনুভব করল ও—তবে সেটা নতুন জীবন পাবার জন্যে, নাকি কফি আর মরফিনের প্রভাবে... বলা মুশকিল।

ঘটনাস্থল ড্রিফট স্টেশন—ওমেগা।

একটু আগে জানতে পেরেছ ওরা—রাশান সাবমেরিনটা চলে গেছে ওমেগার পাশ থেকে। খবরটা এসেছে এক আমেরিকান নাবিকের মাধ্যমে—ড্রিফট স্টেশনে হামলা শুরু হবার পর রিসার্চ ইকুইপমেন্টের গুদামে ঘাপটি মেরেছিল সে, খানিক আগে রাশানদের চিরুনি-তল্লাশিতে ধরা পড়ে গেছে। উত্তম-মধ্যম দিয়ে তাকে ব্যারাকে নিয়ে এসেছে ওরা—বাকি বন্দিদের মাঝে। ওই নাবিকের মুখেই শোনা গেল, সে নাকি গুদামের জানালা দিয়ে সাবমেরিনটাকে ডুব দিতে দেখেছে।

ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া হাত-পা সেঁকে নিচ্ছে এখন লোকটা। হাঁটু গেড়ে নবাগতের পাশে বসল লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার জেরোম রাইট, জানতে চাইল, 'রাশানদের কতজন রয়ে গেছে পিছনে, ধারণা করতে পারো?'

'আমি শিয়োর না, স্যর,' কাঁপা গলায় জবাব দিল নাবিক। তার নাম ফ্রেড, এরই মধ্যে জানতে পেরেছে অ্যাবি। 'আসার


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পথে দশজনের মত চোখে পড়েছে, তবে আরও থাকতে পারে।'

'দশের বেশিই হবে,' চিন্তিত গলায় বলল রাইট।

'ওরা জেনকিন্সকে খুন করেছে, স্যর,' বলল ফ্রেড। 'স্নোক্যাট নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল... সঙ্গে সঙ্গে গুলি করেছে।'

তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিল রাইট। জেনকিন্স নামের অধস্তন ওই নাবিকের মৃত্যুই প্রমাণ করছে, রাশানরা অত্যন্ত সিরিয়াস। শুধু হুমকি-ধমকি নয়, পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখবার জন্য গুলি চালাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদেরকে। ইতিমধ্যে স্টেশনের প্রায় সব মিলিটারি এবং সিভিলিয়ান পার্সোনেলকে একে একে জেরা করা হয়েছে। ইন্টারোগেশনের ধরন থেকে আঁচ করেছে রাইট—পুরনো ওই আইস স্টেশনে কিছু একটা লুকানো আছে... সেটার কারণেই এসেছে রাশানরা।

'ঠিক আছে, বিশ্রাম নাও তুমি,' বলে চলে যেতে উদ্যত হলো রাইট, কিন্তু থেমে গেল ফ্রেডের বাধা পেয়ে।

'আরেকটা ব্যাপার, স্যর,' বলল নাবিক। 'বরফের গায়ে রাশানদেরকে গর্ত খুঁড়তে দেখেছি আমি। ক্যানিস্টার ফেলছিল ওসব গর্তে।'

'কী ধরনের ক্যানিস্টার?'

'বিয়ার রাখার ছোট পিপের মত একেকটা। শরীর কালো রঙের, দুই মাথায় কমলা রঙের ব্যাণ্ড।'

'শিট!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রাইট।

শুকিয়ে যাওয়া বুট পরছিল অ্যাবি। লেঃ কমাণ্ডারের কথা শুনে ঘাড় ফেরাল। 'কী ওগুলো?'

'রাশান ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জ... ভি ক্লাস এক্সপ্লোসিভ,' থমথমে গলায় জানাল রাইট। 'বরফ গলিয়ে আমাদের বেইসটাকে সাগরের পানিতে মিশিয়ে দিতে চাইছে ওরা!'

অ্যাবির পাশাপাশি পোশাক পরছিল সিম্যান জোয়ি পাওয়েল।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পড়ল পাওয়েলের গায়ে—স্তূপের গোড়ায় গা-ঢাকা দিয়ে বসে ছিল লোকটা। ধাক্কা খেয়ে হুঁক করে একটা শব্দ বেরুল অ্যাবির মুখ দিয়ে। ওকে সাহায্য করল না পাওয়েল, বরং ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল দূরে। ঠোঁটের কাছে তুলল একটা আঙুল, চোখের ইশারা করল আরেকদিকে।

ওদিকে তাকাল অ্যাবি। ব্যারাকের পাশের একটা হাট দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। তারচেয়েও আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে হাটের সামনে দাঁড়ানো কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে—পার্ক করে রাখা কয়েকটা হোভারক্র্যাফট বাইকের হেডলাইটের আলোয় প্রকট হয়ে উঠেছে দেহরেখা।

স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে রইল অ্যাবি আর পাওয়েল। চোখ রাখল লোকগুলোর উপর।

কয়েক মিনিট পর হাট থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী এক লোক। চেহারা অস্পষ্ট, তবে বাতাসে উড়ছে তার সাদা চুল। ফিসফিসিয়ে পাওয়েল জানাল, এই লোকই নাকি ইন্টারোগেট করেছে বন্দি সবাইকে। ইউনিফর্মের কাঁধে তার র‍্যাঙ্ক দেখেছে পাওয়েল—রিয়ার অ্যাডমিরাল।

সাদাচুলো রিয়ার অ্যাডমিরালকে দেখেই স্যালিউট দিল অপেক্ষারত রাশানরা। এরপর সবাই চড়ে বসল হোভারক্র্যাফট বাইকে। হেডলাইটের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুখ ঘুরিয়ে চলতে শুরু করল বাহনগুলো। একটু পরেই হারিয়ে গেল তুষারের পর্দার আড়ালে। বাতাসের গর্জনের আড়ালে চাপা পড়ে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ।

দলটাকে বিদায় দিয়েছে দু'জন প্রহরী। বাহনগুলো অদৃশ্য হতেই ঘুরে দাঁড়াল তারা, ফিরে গেল হাটের ভিতরে। বিশ্রী আবহাওয়ায় টহল দেওয়ার ইচ্ছে নেই।

কোথায় গেল হোভারক্র্যাফটগুলো? ভাবল অ্যাবি। নিশ্চয়ই


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পুরনো রাশান স্টেশনটায়। কয়েক ঘণ্টা আগে ওদিকেই গেছে রানা আর ম্যাসন। পৌঁছুতে পেরেছে? জানে না ও। পৌঁছুলেও বিপদ কমছে না ওদের। রাশানদের কবলে পড়তে চলেছে। এখন সবকিছু নির্ভর করছে ওর ওপর।

ঈশ্বর... বিড়বিড় করল অ্যাবি... সময় থাকতেই যেন সাহায্য পাঠাতে পারি ওখানে।

প্রার্থনা সবে শেষ করেছে, ঠিক তখুনি খুব কাছ থেকে ভেসে এল গুলির আওয়াজ। একটার পর একটা!

খপ্ করে অ্যাবির হাত চেপে ধরল পাওয়েল। টান দিয়ে দাঁড় করাল। তারপর চেঁচাল, 'দৌড়ান!'

# দুই

আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল।

ঋজু, সুদর্শন যুবকটির হাত ধরে প্রাণপণে ছুটছে ড. শ্যারন বেকেট। দৌড়াতে দৌড়াতে বিস্ময় নিয়ে তাকাচ্ছে সঙ্গীর দিকে। সন্দেহ নেই মস্ত বিপদে পড়েছে ওরা, কিন্তু মাসুদ রানা নামের অদ্ভুত মানুষটা কই একটুও তো ঘাবড়ে যায়নি। নির্বিকার চেহারা নিয়ে দৌড়াচ্ছে সে—ছোট, ছোট... দৃপ্ত কদমে। দু'দফা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল শ্যারন, কিন্তু আছাড় খাবার আগেই ওকে ধরে ফেলেছে রানা। বোঝা গেছে, প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটলেও একটা চোখ সঙ্গিনীর দিকে রেখেছে সে, ওর সুবিধে-অসুবিধের প্রতি


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সচেতন। এমন সপ্রতিভ মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না।

মনে মনে সঙ্গীর প্রশংসা করলেও বুকের ধুকপুকানি কমেনি শ্যারনের। গ্রেণ্ডেল নামের দানবটা এখনও ধাওয়া করছে ওদেরকে—ওটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা আল্ট্রাসোনিক সাউণ্ডওয়েভ ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছে ওদের উপর। মাথা ঝিমঝিম করছে ওর, শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে দাঁতের গোড়ায়। রানারও একই দশা। ওদেরকে ট্র্যাক করে চলেছে দানবটা, ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছে বরফ-দ্বীপের গভীর থেকে গভীরতর অংশে। www.banglabookpdf.blogspot.com

হঠাৎ রানার ঠোঁট নড়তে দেখল শ্যারন। বিরক্ত কণ্ঠে যুবকটি বলছে, 'এখনও হামলা করছে না কেন ওটা?'

'অপেক্ষা করছে, আমরা কোণঠাসা হলেই...' থেমে গেল শ্যারন। মেগান গুডকে কীভাবে শিকার করেছিল দানবটা, মনে পড়ে যাচ্ছে। 'একটা না একটা সময় বদ্ধ টানেলে আটকা পড়ব আমরা, কিংবা পৌঁছুব বড় কোনও খাদের কিনারায়। কোথাও যাওয়ার উপায় থাকবে না। তখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে ওটা।'

'ভেরি স্মার্ট!' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'একই সঙ্গে ভয়ঙ্করও বটে। দারুণ কম্বিনেশন!'

বড় একটা মোড় পেরুল দু'জনে। সামনে পিচ্ছিল মেঝে। তৈরি ছিল না, আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেল রানা। দাঁড়িয়ে পড়ল। শ্যারনের দিকে ফিরে বলল, 'এভাবে ছোটাছুটির কোনও মানে হয় না। দ্বীপের গভীরে চলে যাচ্ছি আমরা... যে-দিকে যাওয়া প্রয়োজন, তার ঠিক উল্টোদিকে।'

'আর কী-ই বা করার আছে?' বলল শ্যারন। 'লড়াই করবেন ওটার সঙ্গে?' হাতে ধরা ড. বেনটনের কুঠারটা তুলল। 'এটা দিয়ে?'

'প্রশ্নই ওঠে না। অন্য কিছুর কথা ভাবছিলাম আমি।'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'তা হলে ওটা আপনার ডিপার্টমেন্ট। আমি জিয়োফিজিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের বিশেষজ্ঞ। একটা শিকারি পশুকে কীভাবে মোকাবেলা করা যায়, সে-সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

ঠোঁট কামড়াল রানা। বলল, 'দানবটাকে আমাদের পিছন থেকে হটাতে হবে। যদি একটা ভুয়া টোপ দেয়া যায়... আর ওটাকে পাঠিয়ে দেয়া যায় সেটার পিছনে... তা হলে হয়তো ফাঁকি দিয়ে ঠিক পথে যেতে পারব আমরা।'

'বুদ্ধিটা মন্দ নয়। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি বিপদ বাড়াচ্ছি না? যতক্ষণ না টোপ খুঁজে পাচ্ছেন, ততক্ষণ চলার মধ্যে থাকা উচিত না আমাদের?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, শ্যারনকে নিয়ে আবারও ছুটতে শুরু করল। তবে এবার সাবধানে পা ফেলছে, পিচ্ছিল মেঝেতে আছাড় খেয়ে কোমর ভাঙতে চায় না। একই সঙ্গে ঝড়ের বেগে চলছে চিন্তা। গ্রেণ্ডেল সম্পর্কে কী জানে, স্মরণ করার চেষ্টা করল। বলতে গেলে কিছুই না। শ্যারন যতটুকু বলেছে, ততটুকুই। এই বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করতে শুরু করল, দেখা যাক এ-থেকে কোনও জবাব মেলে কি না।

আল্ট্রাসোনিকসের মাধ্যমে শিকারকে ট্র্যাক করে গ্রেণ্ডেল, কিন্তু শ্যারনের ধারণা, প্রাণীটা আলো এবং উত্তাপের ব্যাপারেও সংবেদনশীল। প্রথমে মেয়েটাকে নিজের গুহায় খুঁজে পায়নি প্রাণীটা; পেয়েছে ফ্ল্যাশলাইট ভেঙে যাবার পরে, শ্যারন ঘামতে শুরু করার পরে।

আলো এবং তাপ। রানার মনে হচ্ছে এর মাঝেই লুকিয়ে আছে ওর সমস্যার সমাধান। কী সেটা?

আরও মিনিট দুই দৌড়ানোর পর একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছুল ওরা, আর তখুনি যেন হাজার ওয়াটের একটা বালব জ্বলে উঠল ওর মাথায়।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'দাঁড়ান!' টান দিয়ে শ্যারনকে থামাল রানা।

'কী হয়েছে?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

'একটা বুদ্ধি পেয়েছি,' এটুকু বলেই হাত চালাল রানা। কথা বলে সময় নষ্ট করতে চায় না।

শ্যারনের হেলমেটটা খুলে নিল ও। হেডল্যাম্পের নব ঘুরিয়ে বাড়িয়ে নিল আলো। মেয়েটির কোমরে বেল্টের সঙ্গে ঝুলছে এয়ার-ওয়ার্মিং ইউনিট—মাস্ক আর হিটারের সমন্বয়ে গড়া ছোট্ট একটা ডিভাইস। ওটাও চেয়ে নিল রানা, ডায়াল ঘুরিয়ে হিটারকে ফুল পাওয়ারে নিয়ে গেল। অল্পক্ষণেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল হিটারের ধাতব শরীর।

'কী করছেন বলুন তো!' ভুরু কোঁচকাল শ্যারন।

ইন্টারসেকশনের একটা টানেলের দিকে এগোল রানা। বলল, 'আপনার মুখেই শুনেছি, দানবগুলো তাপ এবং আলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়।' হিটারটা পুরো গরম হয়ে গেছে, খালি হাতে ধরলে হাত পুড়ে যাবার মত অবস্থা। ওটাকে হেলমেটের ভিতর গুঁজে দিল ও, স্ট্র্যাপ দিয়ে এমনভাবে বাঁধল, যাতে খুলে পড়ে না যায়। তারপর জিনিসটা নেড়ে-চেড়ে দেখাল সঙ্গিনীকে। 'এটাই আমাদের টোপ।'

'আইডিয়াটা ভাল,' স্বীকার করল শ্যারন। 'কাজে লাগলেই হয় এখন।'

'জানার উপায় তো একটাই, তাই না?' একটু হাসল রানা। ঢালু একটা টানেলের মুখে এসে পড়েছে, ওটার ভিতরে ছুঁড়ে দিল টোপটাকে। ঘুরপাক খেয়ে টানেলের ভিতরে আছড়ে পড়ল হলুদ রঙের মাইনিং হেলমেট, এরপর গড়াতে গড়াতে রওনা দিল নীচের দিকে। হেডল্যাম্পের আলো খেলা করছে টানেলের দেয়ালে। খানিক পরেই হারিয়ে গেল একটা বাঁকের আড়ালে। হেডল্যাম্পের মৃদু আভা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'ব্যস. হয়ে গেল,' বলে হাতের ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে দিল রানা। 'আসুন, এবার গা-ঢাকা দিই।'

পাশের আরেকটা টানেলে ঢুকে পড়ল দু'জনে। মেঝেতে পড়ে থাকা কতগুলো বরফ-পিণ্ডের পিছনে আশ্রয় নিল। বরফ গলা পানিতে ভিজিয়ে নিল হাত-মুখ, যাতে তাপমাত্রা কমে শরীরের। এরপর নজর রাখল ইন্টারসেকশনের দিকে। হেডল্যাম্পের আভা স্থির হয়ে আছে, নিশ্চয়ই কোথাও গিয়ে থেমেছে ওটা।

এবার অপেক্ষার পালা। দেখা যাক টোপটা নেয় কি না গ্রেণ্ডেল।

কেটে গেল শ্বাসরুদ্ধকর পাঁচটা মিনিট। এরপরেই বেড়ে গেল আল্ট্রাসোনিকসের তীব্রতা, শোনা গেল পদশব্দ। বরফ-পিণ্ডের পিছন থেকে মাথা বের করে সাবধানে উঁকি দিল রানা।

ওই তো, নড়ছে ছায়া। কয়েক মুহূর্ত পরেই ইন্টারসেকশনে বেরিয়ে এল বিশালদেহী এক ছায়ামূর্তি। আলোকস্বল্পতার কারণে সাদা দেহ ছাইবর্ণ দেখাচ্ছে। ইন্টারসেকশনে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল ওটা। মাথা ঘুরিয়ে একবার তাকাল টোপ ফেলা টানেলের দিকে, তারপর আবার রানাদের টানেলের দিকে।

মাথা ঝিমঝিম করে উঠল রানার, বমি বমি লাগছে। আগের চেয়েও তীব্র হয়ে উঠেছে দানবটার প্রাকৃতিক সোনার। ওর বাহু ধরে রেখেছে শ্যারন, হঠাৎ মুঠোটা শক্ত হলো। তারমানে ওরও কষ্ট হচ্ছে এই তীব্র শব্দতরঙ্গের আঘাতে। তা-ও নড়ল না ওরা, মূর্তির মত স্থির হয়ে থাকল। নড়লেই ফাঁদের ব্যাপারটা টের পেয়ে যাবে শত্রু।

মুখ খিঁচিয়ে রেখেছে গ্রেণ্ডেল। হাঁ হয়ে থাকা মুখের ভিতরে দেখা যাচ্ছে ধারালো দাঁতের সারি। রানার মনে হলো, বুঝি ওদের চালাকি ধরে ফেলেছে দানবটা... ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই ঘুরে দাঁড়াল ওটা। এদিকটায় যা-ই ডিটেক্ট করে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
থাকুক, অগ্রাহ্য করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। টোপটাই বেশি আকৃষ্ট করেছে ওটার আদিম মগজকে। ঢুকে পড়ল পাশের টানেলে।

পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করল রানা, দানবটাকে টানেলের গভীরে যেতে সময় দিল। তারপরেই এক লাফে উঠে দাঁড়াল ও, টান দিল সঙ্গিনীর হাত ধরে। সন্দেহ নেই, খুব শীঘ্রি নিজের ভুল বুঝতে পারবে গ্রেণ্ডেল; তখন আবার ফিরে আসবে ওদের জন্য।

ইন্টারসেকশন পেরিয়ে উল্টোপথে এগোল দু'জনে। জায়গাটা পেরুনোর সময় একবার পাশে তাকাল ওরা। টানেলের বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে গ্রেণ্ডেল।

দৌড়াল না ওরা, পা ফেলল সাবধানে। পায়ের আওয়াজে আকৃষ্ট হতে পারে শত্রু। যতটা দ্রুত সম্ভব, এগিয়ে চলল। কিছুদূর যাবার পর ঘনঘোর অন্ধকারের কবলে পড়ল। ইন্টারসেকশন থেকে আলোর আভা আর ভেসে আসছে না, পা ফেলাই মুশকিল। পথ চেনার উপায় নেই। তবু মিনিটদুই ওভাবেই এগোল রানা। তারপর জ্বালল নিজের ফ্ল্যাশলাইট। জ্বালল, তবে একটা হাত দিয়ে রাখল সামনে, ঔজ্জ্বল্য কমানোর জন্য। এবার বাড়াল চলার গতি।

কথা বলছে না কেউ। সমস্ত মনোযোগ সামনে এগোনোর দিকে। রানা গম্ভীর। জানে, একটা গ্রেণ্ডেলকে ফাঁকি দিতে পারা মানেই বিপদ কেটে যাওয়া নয়। আরও গ্রেণ্ডেল আছে এই টানেল নেটওয়ার্কে। কখন-কোন্‌দিক থেকে ওগুলো আক্রমণ চালিয়ে বসবে বলা যায় না। স্বস্তির ব্যাপার একটাই—আল্ট্রাসোনিকসের উৎপাত থেমে গেছে। তারমানে কাছাকাছি নেই ওগুলো।

অনেকক্ষণ পেরিয়ে যাবার পর ঝুঁকি নিয়ে মুখের কাছে ওয়াকি-টকি তুলল রানা। ফ্ল্যাশলাইটটা শ্যারনের হাতে তুলে দিয়ে চাপল ট্রান্সমিট বাটন। ফিসফিসিয়ে ডাকল, 'লেফটেন্যান্ট গ্রিন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? ওভার।'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে যাবার পর খড়খড় করে উঠল স্পিকার। মৃদু, প্রায় অস্পষ্ট গলা। লেঃ মাইকেল গ্রিন নয়। ভলিউম কমিয়ে দিল রানা।

'কমাণ্ডার টিমোথি ফিশার বলছি,' শোনা গেল ওপাশ থেকে। 'কে ওখানে? মি. রানা... আপনি?'

'হ্যাঁ, কমাণ্ডার।'

'কোথায় আপনি?'

'বলতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু আশপাশের কিছুই চিনি না। আপনারা কোথায়?'

'স্নেক পিটের এগজিটের সামনে জড়ো হয়েছি আমরা। আপনি আসতে পারবেন এখানে?'

'চেষ্টা করব সাধ্যমত। তবে আমি একা নই... ড. বেকেটকে খুঁজে পেয়েছি।'

'তা-ই? খুব ভাল।'

ঠিক তখুনি পিছন থেকে ভেসে এল চাপা গর্জন। থমকে দাঁড়াল রানা। ওর গায়ে ধাক্কা খেলো শ্যারন।

'কী হয়েছে?' রানার থমথমে চেহারা লক্ষ করে জানতে চাইল তরুণী বিজ্ঞানী।

'আমাদের বন্ধু সম্ভবত ধোঁকাটা ধরে ফেলেছে,' বলল রানা। নিচু হয়ে খুলতে শুরু করল বুটের ফিতে।

'কী করছেন আপনি?' বিস্ময় ফুটল শ্যারনের চেহারায়।

'দৌড়াতে হবে আমাদেরকে,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'আপনার তো ক্র্যাম্পন আছে, কিন্তু এই বুট নিয়ে দৌড়াতে গেলে আমি আছাড় খাব নির্ঘাত। তারচেয়ে খালি পা হয়ে যাওয়া ভাল। বেশি ট্র্যাকশন পাব বরফে।'

দ্রুত বুট আর মোজা খুলে ফেলল ও। ঝুলিয়ে নিল গলায়। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওর উন্মুক্ত চামড়াকে আঁকড়ে ধরল



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ঠাণ্ডা বরফের মেঝে—জমিয়ে আটকে ফেলতে চাইছে। তাই পা পিছলানোর ঝুঁকি কমল।

মুখের কাছে আবার ওয়াকি-টকি তুলল রানা। 'কমাণ্ডার ফিশার, আমি আর ড. বেকেট ছুট লাগাচ্ছি আপনাদের দিকে। তবে পিছনে একটা লেজ থাকছে। অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তৈরি থাকুন।'

'যেভাবে পারেন পৌঁছান এ-পর্যন্ত,' বলল ফিশার। 'বাকিটা আমরা সামলাব। খুব ভাল হতো যদি বলতে পারতেন ঠিক কোথায় আছেন আপনারা। হয়তো এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করতে পারতাম।'

'কোনও চিহ্ন দেখলেই বলব।' শ্যারনের হাত ধরল রানা। 'চলুন, একটা স্প্রিন্ট দেয়া যাক।'

মাথা ঝাঁকাল শ্যারন। তারপরেই একসঙ্গে ছুটতে শুরু করল দু'জনে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। মেয়েটির স্ট্যামিনা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না রানা। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে স্নেক পিটের অলি-গলিতে, কিন্তু ক্লান্তির কোনও চিহ্ন নেই। ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াচ্ছে!

ছোটখাট কয়েকটা অলিগলি পেরিয়ে বড় একটা প্যাসেজে পৌঁছুল ওরা খানিক পর। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেয়ালে আঁকা নীল রঙের একটা বৃত্ত দেখতে পেল রানা। কিছুদূর এগোলে চোখে পড়ল দ্বিতীয় আরেকটা বৃত্ত।

'ম্যাপিং করা এরিয়ায় পৌঁছেছি আমরা,' জানাল শ্যারন।

মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়াকি-টকিতে কথা বলল রানা। 'কমাণ্ডার, আমরা নীল বৃত্তের প্যাসেজ ধরে আসছি।'

'রজার দ্যাট, মি. রানা,' বলল ফিশার। 'এগোতে থাকুন। আমরাও আসছি আপনাদের দিকে।'

কোমরের বেল্টে ওয়াকি-টকি গুঁজে দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
রানা। এতক্ষণে একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই সেই আলো নিভে গেল। আবারও বোঁ করে উঠল মাথা। দাঁতের গোড়ায় শুরু হলো শনশনানি। আল্ট্রাসোনিকস্!

নিচু গলায় ভাগ্যকে গাল দিল রানা। দানবটা খোঁজ পেয়ে গেছে ওদের।

একটু থামল ও। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল। দীর্ঘ প্যাসেজের শেষ প্রান্তে... অন্ধকারের ভিতর জ্বলজ্বল করছে দুটো রক্তলাল চোখ।

গ্রেণ্ডেলের গর্জনে কেঁপে উঠল বরফ-সুড়ঙ্গ।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। শ্যারনের দিকে ফিরে রুক্ষ গলায় বলল, 'মুভ!'

# তিন

তুষারঝড় ভেদ করে পাওয়েলের পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে অ্যাবি। যতটা সম্ভব নিচু করে রেখেছে শরীর—ওদের অবয়ব যেন পরিষ্কারভাবে দেখতে না পায় প্রতিপক্ষ। তবে শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতিও যেন খেপে উঠেছে দুই পলাতককে ঠেকানোর জন্য। প্রবল আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বাতাস ওদের গায়ে, চেষ্টা করছে উড়িয়ে নিয়ে যেতে। পতপত করে উড়ছে অ্যাবির গায়ে আলখাল্লার মত করে বাঁধা কম্বল। বাঁধন ছিঁড়ে উড়ে যেত বহু


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আগেই, যদি না অ্যাবি দুই হাতে শক্ত করে ধরে রাখত ওটা। কম্বলের একটা প্রান্ত মুখের উপর মুড়ে রেখেছে ও, উন্মুক্ত রয়েছে শুধু গগলসে ঢাকা চোখজোড়া।

পিছনে, এখনও শোনা যাচ্ছে গোলাগুলির আওয়াজ। তবে ওদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করছে না রাশানরা। পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে ব্যারাকের ভিতরে হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছে লেঃ কমাণ্ডার রাইট ও তার সঙ্গীরা, চেষ্টা করছে দরজা ভেঙে বেরিয়ে যেতে... ওদেরকে থামাবার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করছে রাশান প্রহরীরা। পুরোটাই আসলে ডাইভারশন—শত্রুপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে রাইট, যাতে সেই সুযোগে পালিয়ে যেতে পারে অ্যাবি ও পাওয়েল।

মনে মনে প্রার্থনা করল অ্যাবি, এটা করতে গিয়ে কারও যেন প্রাণ না যায়। বিশেষ করে নিজের বয়োবৃদ্ধ পিতার জন্য উদ্বেগ বোধ করছে ও।

ওদের প্ল্যানটা অত্যন্ত সরল। বিমান নিয়ে টেকঅফ করবে, রেডিওতে সাহায্য চাইবে। রেডিও যদি কাজ না করে, সোজা মেইনল্যাণ্ডে গিয়ে সরাসরি দেখা করবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

বড় একটা জেমসওয়ে হাট পেরিয়ে এল দু'জনে। সামনে ড্রিফট স্টেশনের পার্কিং এরিয়া। তুষারের ঝড়-ঝাপটার মাঝে নিষ্প্রাণ দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় নানা আকারের যান। কিন্তু অ্যাবির টুইন অটার বিমানটাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। দৃষ্টিসীমা মাত্র দশ গজ, নিশ্চয়ই বিমানটা আরও দূরে।

একটু থেমে টুইন অটার এবং নিজেদের অবস্থান আন্দাজ করে নিল অ্যাবি। ভয়ানক তুষারপাত হচ্ছে; এখন হিসেবে সামান্য এদিক ওদিক হলে দেখা যাবে অটারের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে বহুদূর। এখন অন্ধের মত ঘুরে বেড়াবার উপায় নেই ওদের। রাশানদের হাতে যদি খুন না-ও হয়, ঠাণ্ডায় মারা পড়বে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

নির্ঘাত।

শরীর জমে যেতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। কাপড়-চোপড় ভেদ করে একেবারে অস্থিমজ্জায় আঘাত হানছে চরম শৈত্য-প্রবাহ। সারা মুখে তীব্র জ্বলুনি অনুভব করছে অ্যাবি, মনে হচ্ছে দুই গাল শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে দিয়েছে কেউ। আড়ষ্ট হয়ে আছে অস্থিসংযোগগুলোও।

একটু অপেক্ষা করল দু'জনে, আশা করল বাতাসের তোড় খানিকটা কমে আসবে। তা হলে হয়তো দেখা যাবে বিমানটাকে। কিন্তু কয়েক মিনিট পেরিয়ে যাবার পরেও যখন অবস্থার কোনও হেরফের ঘটল না, ধৈর্য হারাল পাওয়েল।

'চলুন এগোই,' বলল সে। 'আর অপেক্ষা করা যায় না।'

গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেছে, ব্যারাকের বিদ্রোহ দমিয়ে দিয়েছে রাশানরা। মাথা গুনলে ওদের দু'জনকে পাওয়া যাবে না, তখুনি শুরু হবে তল্লাশি। তার আগেই পালাতে হবে ওদেরকে। মাথা ঝাঁকিয়ে পাওয়েলের প্রস্তাবে সম্মতি দিল অ্যাবি।

বাতাসের তীব্র ঝাপটা অগ্রাহ্য করে পা বাড়াল পাওয়েল, তার পিছনে ও। কয়েক মিনিটের মধ্যে পার্কিং এরিয়া পেরিয়ে বরফ প্রান্তরে পৌঁছুল। আরও কিছুদূর গিয়ে মাথা ঘোরাল অ্যাবি, তাকাল পিছনে। ঝড়ের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে ড্রিফট স্টেশন। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে শুধু কয়েকটা লাইটপোস্টের আলো।

কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে চলল ওরা। চারপাশে নজর বুলিয়ে আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে বিমানটাকে, কিন্তু কোনও চিহ্ন নেই। দৃষ্টি অন্ধ করা তুষারের পর্দায় ঢেকে গেছে পৃথিবী। পায়ের তলাতেও পুরু তুষার। বাতাসের ধাক্কায় সোজা পথে এগোনো দায়। ধীরে ধীরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল অ্যাবি—অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এর মধ্যে বিমানটার কাছে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল ওদের।

হঠাৎ সামনে মিটমিট করে উঠল একটা আলো। বেইসের



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

বাতি হতে পারে না, বাতাস এখনও সামনে থেকে বইছে, তারমানে মুখ ঘুরে যায়নি ওদের। তা হলে কীসের আলো ওটা? ভাবছে দু'জনে, এমন সময় কালো একটা আকৃতি ফুটে উঠল শুভ্র পটভূমিতে—আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। থমকে দাঁড়াল অ্যাবি আর পাওয়েল। কী ওটা!

কয়েক মুহূর্ত পরেই চারপেয়ে একটা জানোয়ার বেরিয়ে এল তুষারের আড়াল থেকে। ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে।

'লোবো!' আনন্দের আতিশয্যে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবি। বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

ওর কোলের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুরটা, জিভ বের করে চেটে দিল গাল। ওটার দেহের পিছনে মিটমিটে আলোটা আবার দেখতে পেল অ্যাবি—প্রকট হচ্ছে ধীরে ধীরে। না, লাইটপোস্ট নয়... জ্বলন্ত ফ্লেয়ার হাতে লম্বা একটা মূর্তি... লোবোর পিছু পিছু উদয় হলো ওদের সামনে। ক্ষণিকের জন্য শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল অ্যাবির, ধরা পড়ে গেছে বোধহয়। কিন্তু পরক্ষণে ঢিল পড়ল পেশিতে। মানুষটার পারকা দেখতে পাচ্ছে। সাদা নয়, গাঢ় নীল—আমেরিকান নেভি মার্কা দেয়া।

'হাই, মিস ম্যানিটক!' বলে উঠল এনসাইন জিম পাটইয়াক। এর কাছেই লোবোকে রেখে গিয়েছিল ওরা। 'লোবোকে অস্থির হয়ে উঠতে দেখেই বুঝেছি, আপনি বা আপনার বাবা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বেরিয়ে এসেছি তাই।'

'কোত্থেকে বেরুলে?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল পাওয়েল। 'লুকিয়েছিলে কোথায়? রাশানরা তোমাকে খুঁজে পায়নি কেন?'

ফ্লেয়ার নেড়ে পিছনদিকে ইশারা করল জিম। 'শেরিফ ম্যানিটকের বিমানে। গণ্ডগোল শুরু হবার আগেই বিপদ আঁচ করতে পেরেছিল লোবো। গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিল



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
স্টেশন থেকে। ওকে ফেরাবার জন্য আমিও পিছু পিছু বেরোই। গোলাগুলি শুরু হতে দেখে উঠে পড়েছিলাম বিমানে, ভেবেছিলাম রেডিওতে মে-ডে সিগনাল পাঠাব। কপাল ভাল, ওখানে তল্লাশি করেনি ওরা।'

'যোগাযোগ করতে পেরেছ কারও সঙ্গে?'

মাথা নাড়ল জিম। 'সময় খুব বেশি পাইনি রেডিও ব্যবহারের। বিমানের কার্গো স্পেসে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকতে হয়েছে রাশান প্যাট্রোলের চোখ এড়াবার জন্য। ঝড় শুরু হবার পর পরিস্থিতি খানিকটা নিরাপদ হয়েছে... চলে গেছে প্যাট্রোলগুলো। তখন থেকে চেষ্টা শুরু করেছি, কিন্তু এখনও সাড়া পাইনি কারও—ঝড়ের কারণে কমিউনিকেশন সিস্টেম কাজ করছে না। ফ্লেয়ার দিয়ে অ্যান্টেনার গায়ের বরফ গলাচ্ছিলাম... তখনই আপনারা এলেন।'

লোবোর মাথায় হাত বুলিয়ে উঠে দাঁড়াল অ্যাবি। 'এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা নিরাপদ নয়। বিমানে চলো।'

'ঠিক বলেছেন,' মাথা ঝাঁকাল পাওয়েল। তিনজনে পা বাড়াল বিমানের দিকে। লোবো পাশে রইল।

'কী করবেন বলে ভাবছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল জিম। পথ দেখাচ্ছে সে—আস্তে আস্তে টুইন অটারের অবয়ব স্পষ্ট হচ্ছে দলটার সামনে।

'প্রার্থনা করো, যাতে ইঞ্জিন চালু করতে পারি বিমানের। ঝড়ের কারণে আওয়াজ শুনতে পাবে না কেউ, কিন্তু ওটা গরম হতে সময় লাগবে অনেক।'

'ফ্লাই করতে চাইছেন আপনি?' বিস্মিত গলায় বলল জিম। 'এই আবহাওয়ায়?'

'হোয়াইটআউট কণ্ডিশনে ফ্লাই করার অভিজ্ঞতা আছে আমার,' সংক্ষেপে জানাল অ্যাবি। কিন্তু এ-কথা বলল না, শুধু


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
কুয়াশার মাঝখান দিয়ে ওড়ার অভিজ্ঞতা সেটা। এ-ধরনের ঝড় মোকাবেলা করেনি কখনও আগে। কথাটা বললে ঘাবড়ে যেত সঙ্গীরা।

কয়েক মিনিটের ভিতর টুইন অটারের পাশে পৌঁছে গেল ওরা। দ্রুত হাতে খুলে নিল আইস মুরিং, স্কিডের সামনে থেকে সরিয়ে নেয়া হলো গোঁজ। এরপর সবাই চড়ে বসল বিমানে। ফিউজেলাজের ভিতরটা বেশ উষ্ণ, বাতাস ঢুকতে পারছে না। গা থেকে কম্বলটা খুলে ফেলল অ্যাবি। পাইলটের সিটে বসেছে ও, কো-পাইলটের সিট দখল করেছে পাওয়েল। লোবোকে নিয়ে জিম উঠেছে পিছনে।

সুইচ টিপে মেইন পাওয়ার অন্ করল অ্যাবি। সিস্টেমস্ চেক করল। কোথাও কোনও সমস্যা নেই। এবার টগ্‌ল্ সুইচ টিপে অগজিলিয়ারি ব্যাটারি থেকে ডিজএনগেজ করল ইঞ্জিন-ব্লক হিটার। এরপর চালু করল ইঞ্জিন। সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত কম্পন অনুভব করল, জ্যান্ত হয়ে উঠেছে যেন বিমানটা।

বাতাসের গর্জনে অনেকটাই ভোঁতা শোনাচ্ছে দুই মোটরের আওয়াজ, তারপরও পুরোপুরি চাপা পড়েছে বলা যাবে না। কদ্দূর যাচ্ছে এই শব্দ? রাশানরা কি শুনতে পাবে? মাথা ঘুরিয়ে পাওয়েলের দিকে তাকাল অ্যাবি। কাঁধ ঝাঁকাল সে, সম্ভবত অ্যাবির মনের কথা পড়তে পারছে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল অ্যাবি। রাশানরা টের পেলেও এখন আর কিছু করার নেই। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, ফেরানো যাবে না। তাই আস্তে আস্তে থ্রটল বাড়াল ও—ইঞ্জিনকে গরম করে নিচ্ছে। একই সঙ্গে একটা চোখ রাখল বাইরে, বিমান লক্ষ্য করে কেউ ছুটে আসছে কি না বুঝতে চায়।

দু'মিনিট পেরিয়ে গেল, দেখা গেল না কাউকে। ইঞ্জিন টেম্পারেচার চেক করল অ্যাবি। কাজ চলবার মত গরম হয়েছে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'গেট রেডি!'

কেউ কোনও কথা বলল না। থ্রটল আরও বাড়াল অ্যাবি। উন্মত্তের মত ঘুরতে লাগল ইঞ্জিন প্রপের পাখাগুলো, যেন যুদ্ধ ঘোষণা করল ঝড়ের বিরুদ্ধে। ভীষণভাবে কেঁপে উঠল গোটা ফিউজেলাজ... কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। তারপরেই স্কিডগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকা বরফ ভেঙে গেল, মন্থর গতিতে সামনে এগোল টুইন অটার।

কন্ট্রোল নেড়ে বিমানের মুখ ঘুরিয়ে নিল অ্যাবি। ড্রিফট স্টেশন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বাতাসের প্রবাহের বিপরীতে গিয়ে টেকঅফ করবার ইচ্ছে। তবে কাজটা সহজ হবে না।

'সর্বনাশ! ওরা টের পেয়ে গেছে!' হঠাৎ বলে উঠল পাওয়েল। পিছনে উঁকি দিচ্ছিল সে।

মিরর চেক করল অ্যাবি। পিছনে ঘোলাটে দুটো আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে... ছুটে আসছে অটারের দিকে। হোভারক্র্যাফট। দাঁতে দাঁত পিষল ও, থ্রটল ঠেলে দিল আরও। তীব্র আর্তনাদ করে উঠল ইঞ্জিন। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বিমানটা, কিন্তু সামনে থেকে ছুটে আসা বাতাসের অত্যাচারে ঠিকমত স্পিড তুলতে পারল না। এমনিতে দ্রুত টেকঅফের জন্য হেড-উইণ্ড বেশ কাজে দেয়, তবে এ-মুহূর্তে আর্কটিকের ঝোড়ো বাতাস ঠিক উল্টো কাজ করছে। ছোট্ট বিমানকে পিষে ফেলতে চাইছে বরফের গায়ে।

'ধরা পড়ে যাব... নির্ঘাত ধরা পড়ে যাব!' আঁতকে উঠে বলল জিম।

'ব্যাটারা টের পেল কীভাবে?' বলল অ্যাবি। 'ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছে? ঝড়ের মাঝখানে তো শোনা যাবার কথা নয়।'

'বোধহয় ইনফ্রারেড স্কোপ বসিয়েছে স্টেশনে,' অনুমান করল পাওয়েল। 'বিমানের ইঞ্জিন গরম হয়ে উঠতে দেখেছে ওতে।'

ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে হঠাৎ শোনা গেল রাইফেলের



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আওয়াজ। ঠক ঠক শব্দ তুলে পলায়মান অটারের গায়ে বিঁধল কয়েকটা বুলেট। তবে ক্ষয়ক্ষতি সীমাবদ্ধ রইল পিছন দিককার টেইল অ্যাসেম্বলি আর স্টোরেজ স্পেসে... কেবিন পর্যন্ত পৌঁছুল না। বিমানের গতি বাড়ানোর জন্য যুঝতে শুরু করল অ্যাবি।

'কাছে চলে আসছে ওরা!' ভয়ার্ত গলায় পিছন থেকে বলল জিম।

ডানে-বাঁয়ে তাকাল অ্যাবি। তুষারঝড়ের মাঝে প্রকট হয়ে উঠছে হেডলাইটের আলো। হোভারক্র্যাফট বাইকদুটো খুব দ্রুত ছুটে আসছে, বাতাসের ঝাপটা ঠেকাতে পারছে না ওগুলোকে। অসহায়ের মত সামনে তাকাল, ঘোলা হয়ে আছে উইণ্ডশিল্ডের ওপাশের দুনিয়া, হতাশা ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই ওখানে। বায়ুপ্রবাহ ঠেলে সামনে এগোনোই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, টেকঅফ করা তো অনেক পরের কথা।

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল অ্যাবির। না, এত সহজে হার মানবে না। চকিতে একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়।

'হোল্ড অন!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

পোর্ট ইঞ্জিনের থ্রটল কমাল অ্যাবি, বাড়িয়ে দিল স্টারবোর্ডেরটা। একই সঙ্গে ডানার ফ্ল্যাপও ডিপ্লয় করল—একদিক উপরে, অন্যদিক নীচে। মুহূর্তেই নাক ঘুরল টুইন অটারের, রানারের উপর ভর দিয়ে লাটিমের মত পাক খেতে শুরু করেছে। পুরো একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যেতেই থ্রটল আর ফ্ল্যাপ ঠিক করে নিল অ্যাবি। বিমান এবার ড্রিফট স্টেশনের দিক লক্ষ্য করে ছুটল।

'কী করছেন আপনি?' হতভম্ব গলায় জানতে চাইল পাওয়েল।

জবাব দিল না অ্যাবি। থ্রটল ঠেলে দুই ইঞ্জিনে সর্বোচ্চ পাওয়ার দিল। পাগলের মত ঘুরছে এখন প্রপ। আচমকা যেন স্প্রিন্ট লাগাল বিমান। পিছন থেকে বাতাসের ধাক্কায় হু হু করে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
বেড়ে যাচ্ছে গতি।

ওর মতলব এতক্ষণে আঁচ করতে পেরেছে পাওয়েল। বলল, 'পাগলামি করছেন আপনি, শেরিফ ম্যানিটক। টেকঅফ করবার মত ক্লিয়ারেন্স নেই সামনে!'

'আমি জানি,' সংক্ষেপে বলল অ্যাবি।

উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে চকচক করে উঠল দুই হোভারক্র্যাফটের হেডলাইট। থমকে দাঁড়িয়েছে বাহনদুটো। বিমানটাকে আচমকা মুখ ঘুরিয়ে ওদের দিকে ছুটে আসতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে আরোহীরা। তবে তা কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই রাইফেল তুলে গুলি করল আবার। তাতে কাজ না হওয়ায় পাগলের মত সরে গেল অটারের গতিপথ থেকে। বিমানটা ওদেরকে পেরিয়ে চলে যেতেই পিছু পিছু ধাওয়া করল।

'ওহ্ গড!' পিছন থেকে গুঙিয়ে উঠল জিম। 'মরব আজ!'

ওসব শুনছে না অ্যাবি। কন্ট্রোল প্যানেলে সেঁটে আছে ওর চোখ... বিশেষ করে স্পিড গজের উপর। একটু পরেই সামনে মিটমিট করে উঠল ড্রিফট স্টেশনের আলো। ওদিকে উন্মত্তের মত ছুটে চলেছে অটার।

সিটের উপর সোজা হয়ে বসল অ্যাবি, টানতে শুরু করল কন্ট্রোল কলাম। একটু উঁচু হলো বিমান, অবিরাম চলতে থাকা ঝাঁকুনি কমল খানিকটা। কিন্তু এখনও টেকঅফ করবার মত গতি অর্জন করেনি বিমান। তাই উঁচু হয়েও সেটা ধরে রাখতে পারল না। আবারও দড়াম করে নামল বরফের উপর। ঝনঝন করে উঠল পুরো ফিউজেলাজ।

'মুখ ঘোরান!' চেঁচিয়ে উঠল পাওয়েল। 'নইলে ক্র্যাশ করব আমরা!'

বধির সেজেছে যেন অ্যাবি। সঙ্গীর চিৎকারে নির্বিকার রইল, এক হাতে আবারও ঠেলল থ্রটল। যদি বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
থাকে ইঞ্জিনে, সেটা পেতে চায়। বিমানের কোর্সে সামান্য কারেকশন দিল ও, বেইসের একটা জেমসওয়ে হাট লক্ষ্য করে ছুটল অটার।

'প্ল্যানটা কী আপনার...' বলতে বলতে থমকে গেল পাওয়েল। 'হায় যিশু!' আঁতকে উঠল সে। বুঝতে পেরেছে কী করতে চলেছে পাগলাটে মেয়েটা।

ব্যারাকের পাশে, ঠিক যেভাবে স্তূপ হয়েছিল জমাট তুষার... সামনের হাটটার পাশেও ঠিক একই রকমের একটা স্তূপ দেখা যাচ্ছে। প্রায় মসৃণ—অনেকটা স্কি-জাম্পের স্লোপের মত, ডগাটা মিশেছে ঢালু ছাতের গায়ে। বিমান নিয়ে স্কি-জাম্পই দিতে চলেছে অ্যাবি!

দ্রুতহাতে সিটবেল্টের বাঁধন এঁটে নিল পাওয়েল। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই তীব্রবেগে হাটের কাছে পৌঁছে গেল টুইন অটার। বরফের স্লোপ ধরে শাঁই করে উঠে গেল পুরো কাঠামো, চোখের পলকে উঠে এল ছাতে। থামল না, ধাতব ছাত আর রানারের সংঘর্ষের কর্কশ শব্দ তুলে ঝাঁপ দিল সামনে। ইতিমধ্যে ফ্ল্যাপ নামিয়ে দিয়েছে অ্যাবি, ছাত পেরিয়েই বাতাসে পাখা মেলল বিমান।

পরের কয়েকটা মিনিট হলো শ্বাসরুদ্ধকর। বিমানের কন্ট্রোল নিয়ে যুদ্ধ করল অ্যাবি। তীব্র বাতাসের মাঝে সুতোকাটা ঘুড়ির মত পাক খেলো অটার, গোঁত্তা খেলো, খসে পড়তে চাইল মাটিতে। কিন্তু কিছুতেই ওটাকে হার মানতে দিল না অ্যাবি। আস্তে আস্তে বিমানের মুখ ঘোরাল ও, মুখোমুখি হলো বাতাসের। বায়ুচাপের অবলম্বন নিয়ে বাড়াল উচ্চতা। এক সময় সুস্থির হলো অটার। লেভেল হয়ে উড়তে শুরু করল।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল অ্যাবি। এই ঠাণ্ডাতেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছল তা। চেক করে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
নিল এয়ারস্পিড, অলটিচ্যুড আর কম্পাস। দৃষ্টিসীমা শূন্যের কোঠায়, এখন ইনস্ট্রুমেন্টগুলোই সামনে এগোবার সম্বল। উইণ্ডশিল্ডের সামনে উড়ন্ত তুষার ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

নড়ে উঠল পাওয়েল। সিটবেল্টের বাঁধন খুলে বিস্ফারিত চোখে তাকাল অ্যাবির দিকে। বলল, 'আপনি বদ্ধ উন্মাদ!'

'এর জন্য রানা দায়ী,' মুচকি হেসে বলল অ্যাবি। 'এ-ধরনের পাগলামি আমি ওকে দেখেই শিখেছি।'

'আমার আর কোনও অভিযোগ নেই,' পাওয়েলের মুখেও হাসি ফুটল।

'সত্যি, রীতিমত জাদু দেখিয়ে দিয়েছেন আপনি!' পিছন থেকে বলল জিম।

কন্ট্রোল প্যানেলের উপর চোখ পড়তেই মুখের হাসি মুছে গেল অ্যাবির। রিজার্ভ ট্যাঙ্কের কাঁটা দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে বাঁ দিকে। ফুল থেকে হাফ... হাফ থেকে কোয়ার্টারে পৌঁছে গেল দেখতে দেখতে। নিশ্চয়ই ধাওয়াকারীদের বুলেট লেগেছে ওটার গায়ে। ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান ফিউয়েল। মেইন ট্যাঙ্ক চেক করল অ্যাবি। না, ওটা স্বাভাবিক। মানে... যদি ট্যাঙ্কের আটভাগের একভাগ ফিউয়েল থাকাটা স্বাভাবিক বলা যায় আর কী।

'কী হয়েছে?' ওর চেহারার পরিবর্তন লক্ষ করে জানতে চাইল পাওয়েল।

'ফিউয়েল শেষ আমাদের,' তিক্ত গলায় বলল অ্যাবি।

'কী!' চমকে উঠল পাওয়েল। 'কীভাবে?'

খুলে বলল অ্যাবি। ওর কথা শেষ হতেই খিস্তি করে উঠল পাওয়েল। শাপশাপান্ত করছে ভাগ্যকে।

'কতদূর যেতে পারব আমরা?' পিছন থেকে শুকনো গলায়


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

জিজ্ঞেস করল জিম।

'বেশি না,' মাথা দোলাল অ্যাবি। 'বড়জোর পঞ্চাশ মাইল।'

'কোথাও পৌঁছুনো যাবে না তা হলে,' পাওয়েল বলল। 'ফ্রুডো বে এখান থেকে চারশো মাইল দূরে।'

পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারছে অ্যাবি। গন্তব্যে পৌঁছুনো সম্ভব নয়, বরফের মাঝখানে ল্যাণ্ড করতে হবে ওদেরকে। সঙ্গে গরম কাপড় নেই, খাবার নেই, আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা নেই—মেরু অঞ্চলে এর অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু।

'কী করব আমরা এখন?' হাহাকারের মত শোনাল জিমের কণ্ঠ।

কেউ জবাব দিল না তার প্রশ্নের।

## চার

আস্তিনের ভাঁজে আর কোনও কৌশল লুকানো নেই, ধাওয়া করে আসা গ্রেণ্ডেলটাকে ফাঁকি দেবার জন্য পা-দুটোই একমাত্র ভরসা। তাই পাগলের মত দৌড়াচ্ছে রানা ও শ্যারন। এই দফায় বেশি জোরে ছুটছে মেয়েটিই, খালি পায়ে তার সঙ্গে তাল মেলাতে কষ্ট হচ্ছে রানার। আড়ষ্ট লাগছে হাঁটুর নীচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত, যেন কোনও অনুভূতি নেই। স্রেফ তীব্র জেদের বশে কাজ করাচ্ছে ও পেশিগুলোকে।

দানবটার এগিয়ে আসার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ওরা পিছন থেকে। সেই সঙ্গে রয়েছে আল্ট্রাসোনিকসের ক্রমাগত আঘাত। বমি বমি লাগছে ওদের। শারীরিক অসুবিধে সামাল দিয়ে দৌড়াতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে বসে পড়ে, পেট থেকে উগরে দেয় সবকিছু। একা থাকলে শ্যারন হয়তো তা-ই করত, কিন্তু অবিরাম তাড়া দিয়ে রানা ওকে বাধ্য করছে দৌড়াতে।

নীল বৃত্তের প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে দু'জনে। বড় একটা বাঁক পেরুতেই উত্তেজিত গলায় শ্যারন বলল, 'এই জায়গা আমি চিনি! এখান থেকে এগজিট বেশি দূরে নয়।'

'গুড!' বলল রানা। 'থামবেন না। পা চালান!'

পিছনে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনে চকিতে ঘাড় ফেরাল ও। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল। এসে পড়েছে দানবটা। ওদের থেকে বড়জোর পনেরো গজ দূরে ওটা। বিদ্যুৎবেগে পড়ছে একেক কদম, পায়ের নখের আঁচড়ে ছিটকে উঠছে টানেলের মেঝের বরফ।

'যাশ্-শালা!' গাল দিয়ে উঠল রানা।

আর তখুনি সামনে থেকে ভেসে এল নতুন চিৎকার।

'গেট ডাউন!'

কে বলল কথাটা, জানে না: রানা শুধু ওদের দিকে তাক হওয়া দুটো অস্ত্রের ব্যারেল দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল ও, এক হাতে শ্যারনকে জাপটে ধরে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র। রানা আর শ্যারনের গায়ের উপর দিয়ে অঝোর ধারায় ছুটল বুলেট, আঘাত হানল ধাবমান গ্রেণ্ডেলের গায়ে। যেন প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল ওটা, গর্জে উঠল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। তার জবাবে হজম করল আরও অনেকগুলো বুলেট। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বিশাল দেহটা দড়াম করে আছাড় খেলো টানেলের মেঝেতে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

রানা অতকিছু দেখছে না। শ্যারনকে সামনে ঠেলে দিল ও। বলল, 'ক্রল করুন।'

মাকড়সার মত কিলবিল করে এগোল মেয়েটি। তার পিছু নিল রানা, কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না। কী যেন আঁকড়ে ধরল ওর একটা পা। মাথা ঘোরাল ও, সঙ্গে সঙ্গে একটা বিট মিস করল হৃৎপিণ্ড।

আহত, মুমূর্ষু গ্রেগেল আছড়ে পড়েছে ওর পায়ের কাছে। সারা শরীর রক্তাক্ত, গুলিতে উড়ে গেছে মুখের একপাশ। কিন্তু ওই অবস্থাতেও শরীর ঘষটে এগিয়ে এসেছে ওটা, শক্তিশালী মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছে রানার একটা পা। ওকে টেনে নিয়ে আসতে চাইছে নিজের কাছে। এক মুহূর্তের জন্য একত্র হলো দু'জনের দৃষ্টি। দানবের রক্তলাল চোখে পরিষ্কার খুনের নেশা দেখতে পেল রানা। মরবে, কিন্তু তার আগে ওকেও খুন করতে চাইছে ওটা।

পা নিয়ে টানাটানি শুরু করল রানা, কিন্তু একচুল আলগা হলো না গ্রেগেলের বজ্রমুষ্ঠি। বরং হ্যাঁচকা টানে ওকে নিজের কয়েক ফুটের মধ্যে নিয়ে গেল জানোয়ারটা। উপায়ান্তর না দেখে কোমর থেকে আইস-অ্যাক্সটা খুলে আনল রানা। কোপ বসাল গ্রেগেলের হাতে।

ব্যথায় চিৎকার করে উঠল প্রাণীটা, বাধ্য হলো মুঠো ঢিল করতে। ঝটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করল রানা। উঠে দাঁড়াল। গ্রেগেল তখন আবার শরীর ঘষটে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। পিছাল না রানা। দু'হাতে কুঠারটা উঁচু করল রানা। দানবটা নাগালে আসতেই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনল অস্ত্রটা. চেলা কাঠ ফাঁড়ার মত ভঙ্গিতে কোপ বসাল ওটার মাথায়।

হাড় ভাঙার বিশ্রী শব্দ হলো, খুলি দু'ফাঁক হয়ে ঢুকে গেল কুঠারের ফলা. আটকে গেল অর্ধেক পথ দিয়ে। ভীষণভাবে খিঁচুনি


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
খেলো দানবের গোটা দেহ। তারপরেই নিস্তেজ হয়ে গেল। কুঠারটা ওটার মাথা থেকে খুলে নিল রানা। হাঁপাতে হাঁপাতে পিছিয়ে এল কয়েক পা। দৃষ্টি সরাচ্ছে না। যেন নিশ্চিত হতে পারছে না ওটা মারা গেছে কি না।

কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল থমথমে নীরবতায়। তারপর টলে উঠল রানা, আর তখুনি পিছন থেকে একজোড়া হাত ধরে ফেলল ওকে। আইস-অ্যাক্সটা হাত থেকে নিয়ে নিল আরেকজন।

'ইটস্ ওকে, মি. রানা,' শোনা গেল নরম কণ্ঠ। 'আপনি এখন নিরাপদ।'

মাথা ঘোরাতেই কমাণ্ডার ফিশারকে দেখতে পেল ও। হাসল একটু। 'একেবারে ঠিক সময়ে হাজির হয়েছেন।'

'আপনিই বরং ঠিক সময়মত পৌঁছেচেন,' ফিশারও হাসল। 'আসুন।'

পিছনের মানুষটাকে এবার দেখল রানা। লেফটেন্যান্ট মাইকেল গ্রিন। তার কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোল ও, গ্রেণ্ডেলের নখের খোঁচায় বাম পায়ের চামড়া ছড়ে গেছে। কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে শ্যারন। যোগ দিল ওদের সঙ্গে। টানেল ধরে হাঁটতে থাকল ওরা। একটু পরেই দেখা পেল বাকিদের।

রানাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল গ্যারি ম্যাসন। বলল, 'মি. রানা! থ্যাঙ্ক গড! আমি তো আপনার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

'ধন্যবাদটা কমাণ্ডার ফিশার আর লেঃ গ্রিনের প্রাপ্য,' বলল রানা কাঠখোট্টা গলায়। লোকটার উদ্বেগের মধ্যে খাদ দেখতে পাচ্ছে। মন বিষিয়ে উঠল। কখন নিজের আসল পরিচয় জানাবে সে?

'এখনও বিপদ কাটেনি,' বলল ফিশার। সবাইকে একত্র করে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাল।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'পোলার সেন্টিনেল চলে গেছে?' বিস্মিত গলায় বলল শ্যারন। 'আমাদেরকে ফেলে?'

'ক্যাপ্টেন গরডনের আর কোনও বিকল্প ছিল না,' ফিশার জানাল তাকে।

'এখন তা হলে কী করব আমরা?'

'আর যা-ই করি, এখানে থাকা চলবে না,' রানা বলল। 'দানবগুলোর চাইতে রাশানদের বিরুদ্ধে আমাদের টিকে যাওয়ার চান্স বেশি।'

'কিন্তু আমাদের অ্যামিউনিশন ফুরিয়ে আসছে!' প্রতিবাদের সুরে বলল গ্রিন।

'সেক্ষেত্রে লড়াই না করে গা-ঢাকা দেয়া যেতে পারে। যদ্দূর বুঝতে পারছি, রি-এনফোর্সমেন্ট নিয়ে খুব শীঘ্রি ফিরে আসবে পোলার সেন্টিনেল। ততক্ষণ যদি...'

'ঠিক বলেছেন,' সামনে এগিয়ে এল লেঃ লিসা ইভান্স। ফিশারের দিকে ফিরল। 'তিন নম্বর লেভেলে লুকানোর মত বেশ কিছু জায়গা দেখেছি আমি, স্যর। ওখানে সার্ভিস শাফট আছে... স্টোরেজ স্পেস আছে... আরও আছে একটা পুরনো ওয়েপনস্ লকার। লুকানো তো যাবেই, হয়তো কিছু অস্ত্র-শস্ত্রও জোগাড় করতে পারব আমরা।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' মাথা ঝাঁকাল ফিশার। 'এই মৃত্যুগুহার চাইতে যে-কোনও জায়গাই ভাল। তবে সাবধানে এগোতে হবে আমাদেরকে।'

উল্টো ঘুরল সবাই... আর তখুনি বোঁ করে উঠল মাথা। ঝট্ করে পিছনে তাকাল রানা। আবারও ভেসে আসছে আল্ট্রাসোনিকস্ শব্দতরঙ্গ—এবার আগের চেয়ে জোরালোভাবে! সঙ্গীদের দিকে তাকাল, ওরাও অনুভব করছে ব্যাপারটা।

'ওহ্ গড!' কাতরধ্বনি বেরুল গ্রিনের গলা দিয়ে। 'নট



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

আগেইন!'

'মানে কী এর?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল শ্যারন। 'গ্রেণ্ডেলটা তো মারাই গেছে। এখনও আল্ট্রাসোনিকস্ আসছে কোত্থেকে?'

'ওটাই একমাত্র জ্যান্ত গ্রেণ্ডেল ছিল না, ড. বেকেট,' বললেন ড. কনওয়ে। 'গুহায় যেগুলো জমাট বাঁধা অবস্থায় ছিল, সবকটাই প্রাণ ফিরে পেয়েছে।'

'কী! কীভাবে?'

'এসব নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে,' বলল রানা। দূরে, অন্ধকার টানেলের ভিতরে অনেকগুলো চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছে। 'আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।'

'মুভ!' চাপা গলায় হুকুম দিল ফিশার। 'ওগুলোকে ঠেকানোর মত ফায়ারপাওয়ার নেই আমাদের।'

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল দলটার মাঝে। ছুটতে শুরু করল সবাই। পিছন থেকে ভেসে এল ক্রুদ্ধ গর্জন। পলায়মান মানুষগুলোকে ধাওয়া করল দানবের দল। যেন ইঁদুরের পিছনে লেগেছে শিকারি বেড়াল। মাঝে মাঝে গুলি ছুঁড়ে ওগুলোকে ব্যতিব্যস্ত রাখল নেভির লোকরা।

'এই দিকে!' চেঁচিয়ে পথ দেখাল শ্যারন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে স্নেক পিটের ভারী দরজার সামনে পৌঁছে গেল ওরা। একযোগে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল পাল্লার উপরে, ধাক্কা খেয়ে হাঁ হয়ে খুলে গেল প্রবেশপথ। হুড়মুড় করে আইস স্টেশনের চার নম্বর লেভেলে, হলঘরের মেঝেতে আছড়ে পড়ল সবাই।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। মাটিতে পড়েই স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গেল দরজার দিকে। ডাকল, 'কুইক! সাহায্য করুন আমাকে!'

সিম্যান ডেভ পার্ল আর পেটি অফিসার লয়েড হাত লাগাল



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ওর সঙ্গে। তিনজনে ঠেলে বন্ধ করল পাল্লা। লাগিয়ে দিল হুড়কো। আর তখুনি উপর থেকে ভেসে এল ফাঁকা গুলির আওয়াজ। সিঁড়ির দিকে ঘুরে গেল সবাই। অস্ত্র হাতে সেখান দিয়ে নেমে এল চারজন রাশান সৈনিক, সবার পরনে সাদা পারকা। নিশ্চয়ই গোলাগুলির আওয়াজ শুনে ছুটে এসেছে।

গাল দিয়ে উঠল কমাণ্ডার ফিশার। তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে পড়া বোধহয় একেই বলে।

'হল্ট!' রাশান উচ্চারণে হুঙ্কার ছাড়ল এক সৈনিক। হাতের অ্যাসল্ট রাইফেল তাক করেছে ভিড়ের দিকে। 'অস্ত্র ফেলে দাও সবাই। এক্ষুনি!'

কেউ নড়ল না।

দলটার পায়ের কাছে একটা গুলি করল সৈনিক। তারপর চেঁচাল আবার, 'লাস্ট ওয়ার্নিং। অস্ত্র ফেলো, নইলে খতম হয়ে যাবে।'

হুমকির ভঙ্গিতে তার সঙ্গীরাও অস্ত্র নাড়ল।

'নির্দেশটা মেনে নিলেই ভাল করবেন,' ফিশারকে বলল রানা। 'এরা সিরিয়াস।'

মাথা ঝাঁকাল কমাণ্ডার, ছেড়ে দিল হাতের রাইফেল। সঙ্গীদেরকেও ইশারা করল ফেলতে। ঝনঝন শব্দে মেঝেতে আছড়ে পড়ল গ্রিন, লিসা, লয়েড আর ডেভ পার্লের অস্ত্র।

'একসারিতে সামনে এগোও,' পরবর্তী নির্দেশ দিল রাশান সৈনিক। 'খবরদার, কোনও চালাকি নয়।'

বিনা বাক্যব্যয়ে এই নির্দেশও পালন করল বন্দিরা। আসলে দরজার কাছ থেকে সরে যেতে চাইছে।

মাত্র দশ কদম এগোল ওরা, তারপরেই পিছনে বিকট শব্দ হলো। ওপাশে ভারী কিছু একটা আছড়ে পড়ল স্নেক পিটের দরজার উপরে। লোহার পাল্লাদুটো কেঁপে উঠল থরথর করে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
থমকে দাঁড়াল সবাই। রাশান চার সৈনিকও হতভম্ব হয়ে গেছে। কী ঘটছে বুঝতে পারছে না।

পিছনে ঘাড় ফেরাল কমাণ্ডার ফিশার। আবারও দড়াম করে কিছু বাড়ি খেলো দরজার গায়ে। পাল্লাদুটো বেঁকে গেল খানিকটা।

প্রমাদ গুনল ফিশার। সঙ্গীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, 'গেট ডাউন, এভরিবডি! নাউ!'

কথাটা মুখ থেকে বেরুতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ঝাঁপ দিল সবাই। ওদেরকে নড়তে দেখে ট্রিগার চাপল রাশান এক সৈনিক। পেটি অফিসার লয়েডের ভাগ্য খারাপ, ঝাঁপ দিতে সামান্য দেরি করে ফেলেছিল, গুলিটা লাগল তার মাথার একপাশে। রক্ত আর মগজ ছিটকে উঠল সে-আঘাতে, মেঝেতে আছড়ে পড়ল তার প্রাণহীন দেহ। ড. কনওয়ের রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট লিলি চিৎকার করে উঠল আতঙ্কে। রুশ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল সৈনিকেরা, থামতে বলছে সবাইকে।

'গড্যাম ইট!' গরগর করে উঠল ফিশার। ক্রোধে লাল হয়ে গেছে তার চেহারা।

পালা করে খুনে রাশান আর পিছনের কাঁপতে থাকা দরজার দিকে তাকাল রানা। দু'দিকেই মৃত্যু। ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা।

এক পা এগোল রাশান সৈনিকদের নেতা। রাগী গলায় বলল, 'কী হচ্ছে এসব? দরজার ওপাশে কী?'

'বাছা, যদি বুদ্ধিমান হও,' বলে উঠলেন কনওয়ে। 'এখুনি কেটে পড়ো এখান থেকে।'

অস্ত্রের ব্যারেল তাঁর দিকে ঘোরাল সৈনিক। 'কী বললেন...'

কথা শেষ হলো না তার। প্রচণ্ড ধাক্কায় ককিয়ে উঠল স্নেক পিটের দরজা। চাপের মুখে হার মানল, কবজা ভেঙে হলঘরের ভিতরে আছড়ে পড়ল পাল্লাদুটো। কয়েক সেকেণ্ড পরেই পায়ে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পায়ে একটা গ্রেণ্ডেল বেরিয়ে এল ওখান দিয়ে।

*'বোহ্ জে ময়!'* মাতৃভাষায় ঈশ্বরকে ডেকে উঠল রাশান সৈনিকদের নেতা। বিশাল দানবটাকে দেখে স্থবির হয়ে গেছে সে। তার সঙ্গীদেরও একই অবস্থা।

জবাবে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল গ্রেণ্ডেল। সে-আওয়াজে কেঁপে উঠল সবাই। এবার এগোতে শুরু করল ওটা।

'ফায়ার!' চেঁচিয়ে উঠল রাশান সৈনিকদের নেতা।

চারটে অস্ত্র থেকে একসঙ্গে ছুটল গুলির ধারা। শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেল গ্রেণ্ডেলের, কিন্তু থামল না প্রাণীটা। স্থির, কিন্তু দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে। চোখে খুনের নেশা।

'উঠে দাঁড়াবেন না কেউ,' সঙ্গীদেরকে আতঙ্কিত হয়ে নড়তে দেখে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'ক্রল করে এগোন।'

তা-ই করল সবাই, পাগলের মত হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত এগোতে থাকল। রাশানরা বাধা দিল না, তারা গ্রেণ্ডেলকে সামলাতে ব্যস্ত। রাইফেলের ম্যাগাজিন শেষ হয়ে গেল চোখের পলকে, রিলোড করবার জন্য বিরতি পড়ল গুলিবর্ষণে। ততক্ষণে আরও দুটো দানব ঢুকে পড়েছে দরজা গলে। মেঝেতে হামাগুড়ি দিতে থাকা মানুষগুলোর দিকে নজর দিল না ওরা, অস্ত্রধারী চার রাশানকে টার্গেট করল। হুঙ্কার দিয়ে ছুটে গেল তাদের দিকে।

সৈনিকদের পেরিয়ে ততক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে রানারা। পিছনে চিৎকার শুনে ঘাড় ফেরাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল। অস্ত্র রিলোড হবার আগেই চার সৈনিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে গ্রেণ্ডেলরা। টেনে-হিঁচড়ে শুইয়ে ফেলেছে সবাইকে, দাঁত দিয়ে কামড় বসিয়েছে উন্মুক্ত চামড়ায়। আতঙ্কিত সৈনিকরা মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, চারপাশে রক্তের বন্যা।

চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। তাকাল সিঁড়ির দিকে। পরক্ষণে দমে গেল। ছোট্ট ওই সিঁড়ি বেয়ে ওরা সবাই একসঙ্গে উঠতে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পারবে না। তার আগেই গার্ডদেরকে শেষ করে ওদের উপরে হামলা করবে দানবগুলো। কী করা যায়?

'এদিকে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল শ্যারন। বিপদের তোয়াক্কা করছে না, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাইকে নিয়ে গেল হলঘরের উল্টো প্রান্তের বিশাল দরজাটার সামনে। ভল্ট ডোরের মত বিশাল এক হুইল-লক আছে ওটায়, হুইল ঘুরিয়ে খুলে ফেলল তালা। এরপর ধাক্কা দিয়ে পাল্লা ফাঁক করল একটু। 'ভিতরে ঢুকুন সবাই!'

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল দলটার মধ্যে, কিন্তু ফাঁক দিয়ে একজনের বেশি ঢুকতে পারছে না। দরজার পাল্লাদুটো বড্ড ভারী, পুরোপুরি খোলা যাচ্ছে না—বয়সের কারণে কবজায় জং-টং ধরেছে সম্ভবত। চকিতে পিছনে তাকাল রানা। আর তখুনি রাশান সৈনিকের লাশের উপর থেকে মুখ তুলল একটা গ্রেণ্ডেল। রক্তলাল চোখ মেলে তাকাল ওর দিকে।

'সেরেছে! এইবার আমাদের পালা!' বলল রানা। 'কুইক! তাড়াতাড়ি ঢুকুন আপনারা।'

লাশ টপকে কয়েক পা এগোল গ্রেণ্ডেল। থমকে দাঁড়াল। দাঁত খিঁচাতে শুরু করেছে। প্রমাদ গুনল রানা। বড্ড অসহায় লাগছে নিজেকে। একটা রাইফেল পেলে একচোখ দান করে দিতে দ্বিধা করত না। উল্টো ঘুরে সঙ্গীদের ধাক্কা দিল ও। পিছনে গর্জে উঠল গ্রেণ্ডেল, ধেয়ে এল ওদের দিকে।

ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে সবাইকে ভিতরে ঢোকাল রানা। সবশেষে ঢুকল নিজে। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে চাইল ও, কিন্তু তার আগেই ওটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দানব। মুখের উপর দড়াম করে বাড়ি খেল পাল্লা, ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেল রানা। মেঝেতে আছড়ে পড়ল পিঠ দিয়ে। পতনের ধাক্কায় বুক থেকে বেরিয়ে গেল বাতাস, মুখ আর বুকেও অনুভব করল তীব্র ব্যথা। তারপরেও


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
কনুইয়ে ভর দিয়ে সোজা হলো, দানবটা ভিতরে ঢুকে পড়লে সব শেষ।

কপাল ভাল, জং-ধরা কবজা জ্যাম হয়ে গেছে, পাল্লাটা পুরোপুরি খুলতে পারেনি দানব। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, ছুটে গেল দরজার কাছে। বাকিরাও সাহায্য করল, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার কাছে হার মানল গ্রেণ্ডেল, ইঞ্চি ইঞ্চি করে বন্ধ হতে থাকল পাল্লা। পুরোপুরি বন্ধ হতেই হুইল ঘুরিয়ে বোল্ট আটকে দিল রানা।

হাঁপাতে হাঁপাতে এবার পিছিয়ে এল সবাই। ওপাশ থেকে দানবের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল, ধুমধাম করে বার কয়েক বাড়ি পড়ল পাল্লায়। কিন্তু এই দরজাটা যথেষ্ট শক্ত, স্নেক-পিটের দরজার মত ভেঙে গেল না।

'আপাতত আমরা নিরাপদ,' বলল শ্যারন। 'দরজাটা এক ফুট পুরু স্টিলের তৈরি।'

গলায় ঝোলানো বুটজোড়া ছিটকে পড়ে গেছে, ওগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পায়ে গলাতে শুরু করল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় আমরা?'

'স্টেশনের হৃৎপিণ্ডে,' বলল কমাণ্ডার ফিশার। 'এটাই এখানকার মূল ল্যাব।'

লাইটের সুইচ টিপল কেউ। মাথার উপর মিটমিট করে জ্বলে উঠল বৈদ্যুতিক আলো। বুটের ফিতে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। চোখ বোলাল চারপাশে। ল্যাবটা পরিত্যক্ত হলেও পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দরভাবে গোছানো। সার বেঁধে বসানো হয়েছে বেশ ক'টা স্টিলের টেবিল। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে কাঁচের আলমারি, তাতে নানা রকম ইকুইমেণ্ট আর ছোটবড় কাঁচের পাত্র গুছিয়ে রাখা হয়েছে। আরেকপাশের দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে বেশ ক'টা রিফ্রিজারেশন ইউনিট। মেইন ল্যাবের সঙ্গে লাগোয়া একটা ছোট


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
রুম আছে—দরজা খোলা, ভিতরটা অন্ধকার।

একে একে আরও বাতি জ্বলে উঠছে। ল্যাবের একপ্রান্তে শুরু হওয়া একটা করিডোর আলোকিত হয়ে উঠল তাতে। লম্বা করিডোর... বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে দৃষ্টিসীমার আড়ালে। সম্ভবত পুরো লেভেলের আউটার ওয়াল ঘেঁষে বানানো হয়েছে এই করিডোর। ওদিকে তাকাতেই স্থির হয়ে গেল রানা। অন্যেরাও দেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে চলৎশক্তি হারিয়েছে সবাই।

'মাই গ-অ-ড! কী দেখছি আমি!' হাহাকার করে উঠলেন ড. কনওয়ে।

# পাঁচ

প্রকৃতির আক্রোশকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল ভ্যালেরি নিকোলায়েভ। গায়ে সাদা পারকা, দু'হাতে পুরু গ্লাভস্; বাতাসের হামলা থেকে মুখকে বাঁচাচ্ছে পশমি হুড, মোটা উলের স্কার্ফ আর একজোড়া পোলারাইজড গগলস্। সবকিছুর উপর তুষারের পুরু প্রলেপ পড়ে গেছে, দূর থেকে বিশালদেহী রিয়ার অ্যাডমিরালকে দেখাচ্ছে হিমালয়ের ত্রাস ইয়েতির মত।

হোভারক্র্যাফট বাইকের পিছনের সিটে পিঠ টানটান করে বসে আছেন তিনি। হিম-বাতাস বা ভয়াল ঝড়কে পরোয়া করছেন না। পিতার শেষ নিদ্রার স্থানের দিকে চলেছেন নিকোলায়েভ, বরফের


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
গভীরে এক শীতল সমাধির পানে, যেখানে জীবনের সবচেয়ে বড় ঝেঁপড়াটা সারবেন তিনি। কেউই তাঁকে ঠেকাতে পারবে না।

বাইক চালাচ্ছে তরুণ এক লেফটেন্যান্ট। রিয়ার অ্যাডমিরালের তাড়া সম্পর্কে অবগত সে, তীব্র-শীতল বাতাস ভেদ করে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে বাহনকে। অভিজ্ঞ চালক, বাতাসের তোড়ে দিকভ্রান্ত হয়নি, বাইকের জাইরোস্কোপিক গাইডেন্স সিস্টেম ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় কারেকশন দিয়েছে কোর্সে। প্রায় সরলরেখার মত একটা পথে এগিয়ে চলেছে আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলের দিকে। এসকর্ট হিসেবে ওদেরকে অনুসরণ করছে আরও দুটো বাইক।

চারপাশে নজর বোলালেন নিকোলায়েভ। স্রেফ একটা বন্ধ্যা ভূমি, প্রাণের কোনও অস্তিত্ব নেই কোথাও। মেঘ আর তুষারের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে সূর্য, প্রায়ান্ধকার পরিবেশ বিরাজ করছে গোটা বরফ-দ্বীপের উপরে। সুস্থ, স্বাভাবিক কোনও মানুষের বাসযোগ্য বলা যায় না কিছুতেই। নিরন্তর হতাশা আর নিঃসঙ্গতা হামলা চালায় দেহমনে। দাঁতে দাঁত পিষলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। এখানেই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাতে বাধ্য করা হয়েছিল তাঁর পিতা ইগোর নিকোলায়েভকে—নির্বাসিত, বিস্মৃত অবস্থায়। এর প্রতিশোধ নেবেন তিনি!

একটু বাঁক নিল হোভারক্র্যাফট। উঁচু একটা প্রেশার রিজের গোড়া ধরে এগোল। রিজটাকে দেখাচ্ছে অতিকায় কোনও দানবের পিঠের মত। রিজ পেরুতেই চোখে পড়ল ঘোলাটে আলোর আভা।

ঘাড় ফেরাল ড্রাইভার। 'ডেস্টিনেশন অ্যাহেড, স্যর!' গলা চড়িয়ে রিপোর্ট দিল সে।

মৃদু মাথা ঝোঁকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, কোনও কথা বললেন না।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

কোর্স অ্যাডজাস্ট করল ড্রাইভার। গতি কমিয়ে পাশে আসার সুযোগ দিল অন্য দুই বাহনকে। অ্যালাইন ফরমেশনে তিন হোভারক্র্যাফট ছুটে চলল আলোর উৎসের দিকে। খানিক পরে তুষারের প্রকোপ একটু কমল, অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে এল চারপাশের দৃশ্য।

বরফের এক বিশাল মাউন্টেইন রেঞ্জ দেখতে পেলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, সেইসঙ্গে অবারিত শুভ্র প্রান্তর। প্রান্তরের মাঝে রয়েছে একটা পলিনিয়া—সাবমেরিন ভেসে ওঠার উপযোগী জলাশয়। পলিনিয়ার উল্টোপাশে, পাহাড়শ্রেণীর গোড়ায় আছে চারকোনা এক শাফট—মানুষের তৈরি। ওখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে আলোর রেখা।

আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলের প্রবেশপথ।

পলিনিয়ার কিনার ধরে এগোল হোভারক্র্যাফট। ইঞ্জিনের থ্রটল কমানো হলো, এয়ার-কুশনের সাপোর্ট ত্যাগ করল বাহনগুলো, টাইটেনিয়ামের স্কি-র উপর ভর দিয়ে নামল বরফের উপর। এন্ট্রান্সের কাছাকাছি গিয়ে থেমে দাঁড়াল, পার্ক করল ছোট একটা ঢালের আড়ালে, যাতে ঝড়ের আঘাতে ক্ষতি না হয় হোভারক্র্যাফটের।

ঝটপট সিট থেকে নেমে গেল ড্রাইভার, তবে নিকোলায়েভকে খানিকটা ঝামেলা পোহাতে হলো হারনেসের বাকল খুলতে গিয়ে। জমে আটকে গেছে ওটা, গ্লাভ নিয়ে খোলা মুশকিল, খালি হাতেও সহজ হলো না। হঠাৎ তাঁর চোখ চলে গেল আইস স্টেশনের প্রবেশপথের দিকে। চৌকো এন্ট্রান্সটা যেন কোনও প্রাচীন সমাধির মুখ—মিশরে এমন অনেক সমাধি লুঠ হওয়া অবস্থায় দেখেছেন তিনি। এখানেও কম-বেশি একই অবস্থা। তাঁর পিতার সমাধি লুঠ করবার জন্য হন্যে হয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছে আমেরিকা ও রাশা। কিন্তু আসলে তিনিই এর প্রকৃত দাবিদার।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'স্যর?' ড্রাইভারের ডাকে ধ্যান ভাঙল তাঁর, সাহায্য করবার জন্য এক হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সে।

'দরকার নেই,' রুক্ষ গলায় বললেন নিকোলায়েভ। দ্রুত হাত চালিয়ে খুললেন হারনেস। তারপর নেমে এলেন বাইক থেকে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল, হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠল হু-হু করে। এভাবেই যেন ইগোর নিকোলায়েভের সমাধিতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল প্রকৃতি।

দ্রুত পায়ে এণ্ট্রান্সের দিকে এগিয়ে গেলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। সঙ্গীরা পিছু নিল তাঁর। প্রবেশপথের সামনে সিগারেট ফুঁকতে থাকা অবস্থায় একজনকে দেখা গেল। নিকোলায়েভকে দেখেই তটস্থ হয়ে উঠল সে। সিগারেট ফেলে দিয়ে সটান স্যালিউট ঠুকল।

'গুড ইভনিং, স্যর!'

ভুরু কোঁচকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, মানুষটাকে চিনতে পেরেছেন। সাবমেরিন ড্রাকনের অফিসার—লেফটেন্যান্ট গরস্কি। বাইরে কী করছে? পাহারা দিচ্ছে? অফিসারদের তো গার্ড ডিউটিতে থাকার কথা নয়!

'কী ব্যাপার, গরস্কি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'বাইরে কী করছ?'

'ইয়ে... আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি, স্যর।'

'হুম!' দু'পাশে চোখ বোলালেন নিকোলায়েভ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে ভাঙা লোহার টুকরো আর বরফের স্তূপ, দরজার জায়গাটাও হাঁ হয়ে আছে—ওমেগা স্টেশন থেকে পালিয়ে আসা গ্রুপটার কীর্তি। গোঁজের মত আটকে থাকা স্লো-ক্যাটটাকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে টুকরো টুকরো করা হয়েছে, সেইসঙ্গে পথ বানানো হয়েছে বরফধসের মাঝ দিয়ে। তবে সে-সব জঞ্জাল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পুরোপুরি সরানো হয়নি এখনও।

গরস্কির দিকে ফিরলেন নিকোলায়েভ। 'কেন অপেক্ষা করছ?'

'দুটো সমস্যা দেখা দিয়েছে, স্যর,' গলা খাঁকারি দিয়ে বলল লেফটেন্যান্ট। 'একটা এখানে, অন্যটা ওমেগায়। ইউ.কিউ.সি. লাইনে আছেন ক্যাপ্টেন রুশকিন... আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

নিকোলায়েভের চেহারায় বিরক্তি ফুটল। ঘাড় ঘুরিয়ে শূন্য পলিনিয়ার দিকে তাকালেন। কালো রঙের একটা কেইবল, তুষারে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে, এন্ট্রান্সের টানেল থেকে বেরিয়ে মিশে গেছে জলাশয়ের কালচে পানিতে। ওটাই ইউ.কিউ.সি. লাইন—এক ধরনের আণ্ডারওঅটর টেলিফোন, সোনারের মত কাজ করে। পার্থক্য শুধু এ-ই যে, পিং-এর বদলে ভয়েস ট্রান্সমিশন হয় ওটায়। অল্প দূরত্বে বেশ কার্যকর। তারমানে *ড্রাকন* এখনও আশপাশেই চক্কর দিচ্ছে।

'পথ দেখাও,' বললেন নিকোলায়েভ।

উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল গরস্কি, তাকে অনুসরণ করলেন তিনি। টানেল ধরে এগিয়ে চলল দলটা।

'সমস্যা হয়েছে বললে... কী সেটা?' খানিক পর জানতে চাইলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'আমেরিকানরা, স্যর,' বলল গরস্কি। 'নেভি পার্সোনেল আর সিভিলিয়ানদের ছোট একটা গ্রুপ রয়ে গেছে এখানে। চার নম্বর লেভেলে ঘাপটি মেরেছে ওরা। মেইন ল্যাবে ঢুকে দরজা আটকে দিয়েছে। আমরা ওখানে ঢুকতে পারছি না।'

'ল্যাবে ঢোকার আগেই ঠেকানো হয়নি কেন ওদেরকে?'

'সম্ভব ছিল না, স্যর। অদ্ভুত কতগুলো জানোয়ার হামলা চালিয়েছিল আমাদের গার্ডদের উপরে। ওই সুযোগে ল্যাবে ঢুকে পড়ে ওরা।'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'অদ্ভুত জানোয়ার মানে?'

'সাদা চামড়ার... বিশাল একেকটা প্রাণী। অত্যন্ত হিংস্র। এমন জানোয়ার আগে কোনোদিন দেখেনি কেউ। আমাদের রি-এনফোর্সমেন্ট পৌঁছুনোর আগেই চারজন গার্ডকে খুন করেছে ওগুলো, তারপর লাশ নিয়ে ঢুকে পড়েছে বেইসের সঙ্গে লাগোয়া টানেল নেটওয়ার্কের ভিতরে। হলঘরে এখন হেভি আর্টিলারি-সহ নতুন পাহারা বসানো হয়েছে।'

গরস্কির বর্ণনা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন নিকোলায়েভ। মস্কোয় তাঁর পিতার পাঠানো পুরনো রিপোর্ট পড়ে এসেছেন তিনি, শোনামাত্র বুঝতে পারছেন কীসের কথা বলা হচ্ছে।

গ্রেণ্ডেল!

এ কি সম্ভব? এখনও কি ওই প্রাণীগুলো বেঁচে আছে?

খুব শীঘ্রি স্টেশনের মূল অংশে পৌঁছে গেলেন তাঁরা। পাঁচ নম্বর লেভেলের ডাইনিং স্পেসে বসানো হয়েছে রেডিও ইউনিট। পলিনিয়া থেকে আসা ইউ.কিউ.সি. লাইন মিলেছে একটা সেটের সঙ্গে। অল্পবয়েসী এক অপারেটর ডিউটি করছিল, রিয়ার অ্যাডমিরালকে দেখতে পেয়েই ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। স্যালিউট ঠুকল কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে।

'স্যর! ক্যাপ্টেন রুশকিন লাইনে আছেন।'

'জানি,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন নিকোলায়েভ। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলেন হ্যাণ্ডসেট। 'দিস ইজ রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ।'

'গুড ইভনিং, স্যর,' ওপাশ থেকে ভেসে এল রুশকিনের কণ্ঠ। গমগম করছে তার গলা, যেন চোঙা দিয়ে কথা বলছে। 'আর্জেন্ট একটা রিপোর্ট পেয়েছি ওমেগা স্টেশন থেকে। ওটা আপনাকে জানানো দরকার।'

'গো অ্যাহেড।'



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'ওখানে সিকিউরিটি ব্রিচ দেখা দিয়েছে, স্যর। ব্যারাক থেকে একজন আমেরিকান নাবিক, আর এক সিভিলিয়ান মেয়ে পালিয়ে গেছে।'

হাত মুঠো করে ফেললেন নিকোলায়েভ। 'হোয়াট!'

'ওখানেই শেষ নয়। একটা বিমান নিয়ে পালিয়েছে ওরা। ঝড়ের কারণে ওদেরকে ট্র্যাক করবার কোনও উপায় নেই। খুব সম্ভবত ওরা আলাস্কার উপকূলের দিকে যাচ্ছে। রেঞ্জে পৌঁছুতে পারলেই সাহায্য চাইবে।'

বুকের ভিতরে তীব্র ক্রোধ অনুভব করলেন নিকোলায়েভ। এমন ভুল ক্ষমার অযোগ্য। মিশনটার প্রধান শর্তই হলো, কোনও সাক্ষী রাখা চলবে না। সেভাবেই প্ল্যান করা হয়েছে সব। সোলার স্টর্ম আর তুষারঝড়ের পূর্বাভাস দেখে ঠিক করা হয়েছে সময়সীমা। কারণ এই পরিবেশে আমেরিকানদের রিকনিসান্স স্যাটেলাইটগুলো বরফদ্বীপের কিছুই দেখতে পাবে না। চাক্ষুষ সাক্ষী না থাকলে রাশান সরকার সরাসরি অস্বীকার করতে পারবে ঘটনার দায়। সেজন্যে আমেরিকান রিসার্চ সাবমেরিন পোলার সেন্টিনেলকেও নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে দেয়া হয়েছে। *ড্রাকন*-কে হয়তো পানিতে স্পট করেছে ওরা, কিন্তু সারফেস অপারেশন সম্পর্কে চাক্ষুষ ভেরিফিকেশনের কোনও সুযোগ ছিল না তাদের। ভবিষ্যতে যত অভিযোগই উত্থাপন করুক ওটার ক্রু-রা, তার সপক্ষে প্রমাণ দেখাতে পারবে না।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। মুখের ভিতরটা তেতো ঠেকল নিকোলায়েভের। দু'জন বন্দি পালিয়ে গেছে—এমন দু'জন মানুষ, যারা সবকিছু নিজ চোখে দেখেছে... আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ করে বলতে পারবে, ওমেগা স্টেশনে হামলার নেতৃত্বে ওরা একজন রাশান রিয়ার অ্যাডমিরালকে দেখেছে।

প্রচণ্ড ক্রোধে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারাতে বসেছিলেন নিকোলায়েভ,


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
হঠাৎ সামলালেন নিজেকে। বুঝতে পারছেন, রাগ করে লাভ নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। তা ছাড়া এ-নিয়ে এত ভাবনারও কিছু নেই। কবজিতে বাঁধা পোলারিস মনিটর স্পর্শ করলেন। তাঁর চূড়ান্ত পরিকল্পনা সফল হলে এ-সবের আর কোনও গুরুত্ব থাকবে না।

বড় করে কয়েকবার শ্বাস ফেললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। শান্ত করলেন স্নায়ুকে। দুশ্চিন্তা করছেন না আর। সামান্য এই ঝামেলা তাঁর সাফল্যের পথে বাধা হতে পারে না কিছুতেই। তা ছাড়া, গোপন এই যুদ্ধ হচ্ছে সরকারি নির্দেশে। এমন যুদ্ধ প্রতিনিয়তই ঘটে চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে... লোকচক্ষুর অন্তরালে। আমেরিকাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটায় এসব যুদ্ধ। উত্তর কোরিয়ার উপকূল, ইরাকের মরুভূমি আর চিনের পার্বত্য এলাকায় বহু ঘটনা ঘটিয়েছে ওরা, ঘটিয়েছে আর্কটিকেও। দাঁতভাঙা একটা জবাব পাওনা হয়েছে ওদের। জানা কথা, তাঁরা জয়ী হতে পারলে এই অপমানের কথা কিছুতেই ফাঁস করবে না আমেরিকা। দুনিয়ার সামনে নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেবে না। দরকার হলে নিজেরাই গায়েব করে দেবে সাক্ষীদেরকে।

'স্যর!' আণ্ডারওঅটর টেলিফোনে রুশকিনের গলা ভেসে এল। 'আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।'

পরিস্থিতি যাচাই করে নিলেন নিকোলায়েভ। দুই বন্দির পলায়ন নিঃসন্দেহে খারাপ খবর, তবে তাতে মিশনের বারোটা বেজে যায়নি। কাজ শেষ করবার জন্য এখনও যথেষ্ট সময় আছে তাঁদের হাতে, কিন্তু এখন থেকে আর কোনও ঝুঁকি নেয়া যাবে না। ওমেগা স্টেশন আর সেখানকার বন্দিরা এ-মুহূর্তে আর অ্যাসেট নয় তাঁদের জন্য, বরং একটা বোঝা। যা খুঁজছেন তাঁরা, তা ওখানে নেই।

'ক্যাপ্টেন,' শান্ত গলায় বললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
'ড্রাকনকে নিয়ে ওমেগায় যাও তুমি।'

'স্যর?'

'ওখানে পৌঁছে আমাদের লোকজনকে তুলে নেবে সাবমেরিনে, ফিরে আসবে এখানে।'

'আর বন্দিরা?'

সরাসরি জবাব দিলেন না নিকোলায়েভ। বললেন, 'আমাদের লোকজন ক্লিয়ার হয়ে যাবার পর ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জগুলো ফাটিয়ে দেবে তুমি। পুরো স্টেশনটাকে তলিয়ে দেবে পানিতে। ঠিক আছে?'

থমকে গেল ক্যাপ্টেন রুশকিন। এই মুহূর্তে ঠাণ্ডা মাথায় বন্দি আমেরিকানদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। কয়েক সেকেণ্ড কোনও কথা ফুটল না তার কণ্ঠে।

'ক্যাপ্টেন!' খেঁকিয়ে উঠলেন নিকোলায়েভ। 'আমার কথা বুঝতে পেরেছ তুমি?'

'জী, স্যর,' মিনমিনে গলায় জবাব দিল রুশকিন।

'গুড। কাজ শেষে এখানে আবার তোমাকে দেখতে চাই আমি। আমাদের মিশন প্রায় শেষ পর্যায়ে।'

'আপনি যা বলেন, অ্যাডমিরাল।'

হ্যাণ্ডসেট নামিয়ে রাখলেন নিকোলায়েভ। ঘুরলেন সঙ্গীদের দিকে। এবার দ্বিতীয় সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন তিনি।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

# ছয়

মেইন ল্যাবে উপস্থিত প্রতিটা মানুষ দম ফেলতে ভুলে গেছে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারা ল্যাব-সংলগ্ন করিডোরের দিকে। সদ্য জ্বলে ওঠা বাতির আলোয় সেখানে প্রকট হয়ে উঠেছে সিলিণ্ডার আকৃতির একসারি স্টিলের ট্যাঙ্ক—করিডোরের দেয়ালের সঙ্গে, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বসানো হয়েছে প্রতিটা ট্যাঙ্ক। সংখ্যায় অন্তত বিশটা। কিছুদূর গিয়েই বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে করিডোর, পুরো জায়গাই এরকম ট্যাঙ্কে ভরা, বাঁকের ওপাশে আরও কতগুলো আছে কে জানে।

ট্যাঙ্কগুলোর শরীর স্টিলের হলেও সামনের অনেকখানি অংশ পুরু কাঁচ দিয়ে তৈরি। সেই কাঁচের উপর জমাট বেঁধে রয়েছে বরফের আস্তর। তবে সামনের দিককার কয়েকটা ট্যাঙ্কের বরফ গলিয়ে ফেলা হয়েছে... ফলে স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ট্যাঙ্কের অভ্যন্তর। যা দেখা যাচ্ছে, সেটাই চমকে দিয়েছে দর্শকদেরকে।

নীলচে এক ধরনের তরলে ভরে আছে সবগুলো ট্যাঙ্ক, হিমাঙ্কের নীচের তাপমাত্রায় এখন বরফে পরিণত হয়েছে সেই তরল। বরফের ভিতরে... স্ফটিকের ভিতরে আটকা পড়া পোকার মত... দেখা যাচ্ছে একটা করে অবয়ব। মানুষের অবয়ব! নগ্ন শরীর, কাঁচের উপর থাবা মারছে... প্রতিটা মুখ কুঁচকে আছে তীব্র



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
যন্ত্রণায়। নারী, পুরুষ... এমনকী শিশুও আছে তাদের মাঝে!

বীভৎস, ভয়-জাগানো দৃশ্য। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর উল্টো ঘুরল। ওর সঙ্গীদের সবাইকেই আপসেট দেখাচ্ছে। ব্যতিক্রম শুধু দু'জন—শ্যারন আর কমাণ্ডার ফিশার। বোঝা যাচ্ছে, এ-দৃশ্য আগেই দেখেছে তারা। ওদের দিকে এগিয়ে গেল রানা।

'কী এসব?' থমথমে গলায় প্রশ্ন করল ও।

'এটাই ধামাচাপা দিতে চাইছে রাশানরা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল শ্যারন। 'প্রায় সত্তর বছরের পুরনো এক গোপন গবেষণাগার... হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশন করেছে ওরা এখানে। আমরাও এ-সব প্রচার হতে দিতে চাইনি, সেজন্যেই ল্যাবটায় তালা ঝুলিয়ে দেন ক্যাপ্টেন গরডন, বাইরে পাহারা বসানো হয়।'

বন্ধ দরজার দিকে তাকাল রানা—লেঃ গ্রিন আর ডেভ পার্ল পাহারা দেয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে দু'পাশে। ধাক্কাধাক্কিতে ক্ষান্ত দিয়েছে গ্রেণ্ডেল, শোনা যাচ্ছে গোলাগুলির আওয়াজ। সম্ভবত রাশানদের রি-এনফোর্সমেন্ট এসে গেছে। আপাতত গ্রেণ্ডেলদের হামলা ঠেকানোয় ব্যস্ত তারা, তবে সন্দেহ নেই খুব শীঘ্রি ওদেরকে খুঁজতে আসবে। ল্যাবের দরজা যতই মজবুত হোক, ওদেরকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

শ্যারনের দিকে দু'পা এগোল লিসা। জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কী ধরনের গবেষণা চলছিল বলে মনে হয় আপনার?' ফ্যাকাসে হয়ে আছে তার চেহারা।

মাথা নাড়ল শ্যারন। 'আমি জানি না।' ইশারা করল কাছে দাঁড়ানো একটা কাঁচের কেবিনেটের দিকে, সেখানে সার বেঁধে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো ফাইল বাইণ্ডার—ল্যাবের নথিপত্র আর জার্নাল। 'ওখানে হয়তো এর জবাব লুকিয়ে আছে,


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
কিন্তু রেকর্ডগুলো কোডেড ভাষায় লেখা, আমরা তার অর্থ উদ্ধার করতে পারিনি।'

কেবিনেটের দিকে এগিয়ে গেল ম্যাসন। দরজা খুলল। তারপর ঝুঁকে চেক করল ওগুলোর লেবেল। বলল, 'নম্বর দেখতে পাচ্ছি... না, তারিখ। ১৯৩৩-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৪৫-এর মে মাস পর্যন্ত।'

শেষ জার্নালটা বের করে আনল সে। পাতা উল্টাতে শুরু করল।

'বারো বছর!' বলল লিসা। 'এক যুগ ধরে চলল এমন অপারেশন, অথচ কেউ টের পেল না? তা কী করে হয়?'

'অস্বাভাবিক কিছু নয়,' বলল শ্যারন। 'সে-আমলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না উত্তর মেরুতে। সহজে কেউ আসতও না এদিকে। গোপন গবেষণার জন্য আদর্শ ছিল জায়গাটা।'

'সেই সঙ্গে গবেষণাটা ধামাচাপা দেবার জন্যও,' গম্ভীর গলায় যোগ করল রানা। 'কী ঘটেছিল এখানে?'

একটা ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করছিলেন ড. কনওয়ে। রানার প্রশ্ন শুনে ঘাড় ফেরালেন। 'আমি কিছুটা আইডিয়া করতে পারি।'

সবাই তাকাল তাঁর দিকে।

'কী?' জিজ্ঞেস করল ফিশার।

'অ্যাম্বিউলোসিটাসের স্পেসিমেনগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এর,' ওদের দিকে এগিয়ে এলেন জীববিজ্ঞানী। 'ঘটনা তো আপনি নিজ চোখেই দেখেছেন, কমাণ্ডার। জমাট বাঁধা স্পেসিমেনগুলো আপনাদের সামনেই জীবন ফিরে পেয়েছে।'

'কী বলছেন এসব?' চোখ বড় হয়ে গেল শ্যারনের। 'এ অসম্ভব। ওগুলো পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরনো।'

ওর দিকে মাথা ঘোরাল ফিশার। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, ড. বেকেট, অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা সত্যি। আমরা স্বচক্ষে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
দেখেছি ওগুলোকে জ্যান্ত হয়ে উঠতে। রীতিমত একটা মিরাকল!'

'এ-ধরনের মিরাকল প্রকৃতিতে বিরল নয়,' বললেন কনওয়ে। 'এক ধরনের কচ্ছপ আছে, যারা শীতকালটা জমাট বাঁধা কাদার মধ্যে ঘুমিয়ে কাটায়, বসন্তকালে বরফ গললে আবার জেগে ওঠে।'

'ঘুমায়... কিন্তু মরে তো যায় না!' প্রতিবাদ করল শ্যারন।

'সেক্ষেত্রে আর্কটিকের ব্যাঙের উদাহরণ দেব আপনাকে। শীতকালে এরা জমে পাথর হয়ে যায়... থেমে যায় হৃৎস্পন্দন। ওই অবস্থায় যদি কাটেন ওগুলোকে, এক ফোঁটা রক্ত বের হবে না। ও-সময় এদের সমস্ত ই.ই.জি. অ্যাক্টিভিটিও বন্ধ হয়ে যায়। সত্যি বলতে কী, সেলুলার লেভেলেও কোনও অ্যাক্টিভিটি থাকে না এদের। এটাকে সোজা ভাষায় মৃত্যু বলতে পারেন আপনি। কিন্তু বসন্ত এলেই আবার জেগে ওঠে এরা। প্রয়োজনীয় তাপ পাবার পনেরো মিনিটের মধ্যে সচল হয় হৃৎপিণ্ড, শুরু হয় রক্ত চলাচল... আর দশটা সাধারণ প্রাণীর মত লাফঝাঁপ দেয় ওরা তখন।'

'কথাটা সত্যি,' একমত হলো রানা। 'এ-ধরনের ব্যাঙের কথা পড়েছি আমি।'

'কিন্তু এটা সম্ভব হচ্ছে কী করে?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল শ্যারন। 'একটা শরীর জমাট বাঁধা মানেই ওটার কোষে কোষে সৃষ্টি হয় বরফ, ধ্বংস করে দেয় সেল-স্ট্রাকচারকে। ঠিক ফ্রস্টবাইটের মত। ব্যাঙগুলো বাঁচে কীভাবে?'

'জবাবটা খুব সহজ,' বললেন কনওয়ে।

একটা ভুরু উঁচু করল শ্যারন।

'শুগার... মানে, চিনি।'

'কী?'

'আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে বলতে হয়, গ্লুকোজ। কানাডিয়ান এক রিসার্চার আছেন... ড. কেন স্টোরি... আর্কটিক ফ্রগ নিয়ে প্রায় দশ বছর গবেষণা করেছেন। তিনি দেখেছেন,


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
যখনি ব্যাঙের চামড়ার উপরে বরফ জমতে শুরু করে, তখুনি ওটার দেহ বাড়তি মাত্রায় গ্লুকোজ সরবরাহ করতে থাকে প্রতিটা কোষে। দেহকোষের ঘনত্ব এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যায়, যাতে প্রাণহারী বরফ জমতে না পারে কোষগুলোর ভিতরে।'

'কিন্তু আপনি তো বললেন ব্যাঙগুলো জমাট বেঁধে যায়।'

'হ্যাঁ, তবে জমে শুধু কোষের বাইরের তরল অংশ। ভিতরের গ্লুকোজ এক ধরনের ক্রায়োপ্রোটেক্ট্যান্ট বা অ্যান্টিফ্রিজ হিসেবে কোষগুলোকে সজীব রাখে। ফলে তাপ পেলে আবারও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় দেহ। ড. স্টোরি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দেহের বিশটা জিন পুরো প্রক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই জিনগুলোই গ্লাইকোজেনকে গ্লুকোজে পরিণত করে। কীসের ভিত্তিতে প্রক্রিয়াটার সূচনা ঘটে, তা এখনও অজানা; তবে ধারণা করা হয়, এর পিছনে হরমোনের ভূমিকা আছে। ব্যাঙের চামড়া জমতে শুরু করলেই হরমোনাল সিগনাল পায় জিনগুলো, তখুনি গ্লুকোজ বানাতে শুরু করে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার কী, জানেন? এই বিশটা জিন কিন্তু দুনিয়ার বহু প্রাণীর শরীরেই পাবেন!'

বড় করে শ্বাস ফেলল শ্যারন। 'তার মধ্যে কি আপনার এই ওয়াকিং ওয়েইলগুলোও আছে?'

মাথা ঝাঁকালেন ড. কনওয়ে। 'হয়তো জানেন, নতুন প্রজাতিটার নাম *অ্যাম্বিউলোসিটাস নেটানস্ আর্কটোস* রেখেছি আমি—অরিজিন্যাল উভচর তিমির আর্কটিক সাব-স্পিশিজ। দেহের আকার বড় হয়ে যাওয়া, চামড়া সাদা হয়ে যাওয়া... এগুলো আর্কটিক অ্যাডাপটেশনের চিহ্ন। তা হলে শীতনিদ্রাই বা অস্বাভাবিক হবে কেন? বছরভর পুরো মেরু অঞ্চল জমে আর গলে, তিমিগুলোও হয়তো এই ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে নিজেদেরকে।'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'ঠিক বলেছেন,' সুর মেলাল কমাণ্ডার ফিশার, 'আমরা বাস্তব প্রমাণ দেখেছি এর।'

কনওয়ে বলে চললেন, 'এটা আসলে এক ধরনের সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশন—ক্রায়োজেনিক্স-এর মূলমন্ত্র। কৃত্রিমভাবে যদি ব্যাপারটা ঘটানো যায়, তা হলে কত উপকার হবে, ভাবতে পারেন? এখন তো বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরাও চেষ্টা করছেন আর্কটিক ফ্রগের মডেলের সাহায্যে মানবদেহের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ সংরক্ষণ করতে। মৃত্যুর পর চোখ, হৃৎপিণ্ড, লিভার, কিডনি, ইত্যাদি দান করে যায় লোকে—সেগুলো ট্র্যান্সপ্লান্ট করবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, নইলে কয়েক ঘণ্টা পরেই নষ্ট হয়ে যায় হিউম্যান অরগান। কিন্তু ক্রায়োজেনিক্স ব্যবহার করা গেলে বছরের পর বছর সংরক্ষণ করা যাবে যে-কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।'

ট্যাঙ্কগুলোর দিকে তাকাল রানা। 'এখানে কি তা-ই করা হয়েছে? আপনি কি বলতে চাইছেন, এটা এক ধরনের অরগান ব্যাঙ্ক? মানুষের স্পেয়ার পার্টসের গুদাম?'

ওর দিকে ফিরলেন ড. কনওয়ে। 'উঁহুঁ। আমি মোটেই সেটা ভাবছি না।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তা হলে?'

'বাজি ধরে বলতে পারি, আরও বড় কিছু করছিল রাশানরা এখানে। আর্কটিক ফ্রগের বিশটা জিনের কথা বলেছি আপনাদেরকে... যেগুলো সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশনের জন্য দায়ী... ওগুলো কিন্তু মেরুদণ্ড-ধারী সব প্রাণীর দেহেই পাওয়া যায়। তারমানে মানুষের মধ্যেও!'

বিস্ফারিত হলো শ্রোতাদের চোখ।

'আমার বিশ্বাস, ট্যাঙ্কের মানুষগুলো রাশানদের সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশন প্রোগ্রামের গিনিপিগ,' বলে চললেন ড. কনওয়ে। 'গ্রেণ্ডেলদের মাঝে আমরা যে-ক্ষমতা দেখেছি, সেটাই ওরা



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

মানুষের মাঝে আনতে চাইছিল। মানে বরফে জমে অনির্দিষ্টকাল বেঁচে থাকার ক্ষমতা। দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞানের হোলি গ্রেইল বলতে পারেন একে... অমরত্বের সাধনা!'

ভ্রূকুটি নিয়ে ট্যাঙ্কের ব্যথাতুর চেহারাগুলোর দিকে তাকাল রানা। 'আপনি কি বলতে চাইছেন, এই মানুষগুলো এখনও বেঁচে আছে?'

ড. কনওয়ে জবাব দেবার আগেই ধমাধম করে আওয়াজ হলো দরজায়। তাঁর কথাগুলো এতই মগ্ন হয়ে শুনছিল সবাই, আওয়াজটা শুনে চমকে উঠল। এরপরেই ওপাশ থেকে ভেসে এল একটা ভারিক্কি গলা।

'ভিতরের মানুষদের বলছি। এখুনি খোলো এই দরজা। যদি না খোলো, দরজা কেটে ভিতরে ঢুকব আমরা। কথা দিচ্ছি, সেই ধকলের মাশুল কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেয়া হবে।'

বক্তার কণ্ঠ অত্যন্ত শীতল। বোঝা গেল, মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। ফ্যাকাসে হয়ে গেল সবকটা মেয়ের মুখ।

গ্রেণ্ডেলগুলো কিছুক্ষণের জন্য দূর হয়েছে বটে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় বিপদ এখন হাজির হয়েছে দোরগোড়ায়।

# সাত

বিরূপ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অন্ধের মত বিমান উড়িয়ে নিয়ে চলেছে অ্যাবি। ক্ষণে ক্ষণে হামলা চালাচ্ছে দমকা হাওয়া,



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
টালমাটাল করে দিচ্ছে আকাশযানটাকে, পারলে মাটিতে আছড়ে ফেলতে চায়। শক্ত হাতে সে-সব আঘাত মোকাবেলা করছে অ্যাবি, ব্লাইণ্ড পাইলটিং করছে যন্ত্রপাতির সাহায্যে, সারাক্ষণ চোখ রাখছে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে। দশ মিনিট হলো বাইরে তাকায়নি ও, তাতে কোনও লাভও নেই। উইণ্ডশিল্ডের ওপারে স্রেফ তুষার আর তুষার, ভিজিবিলিটি শূন্যের কোঠায়।

কিছু দেখতে না পেলেও চোখে স্নো-গগলস্ পরেছে অ্যাবি। বাইরে ঝড় চললেও রয়েছে মধ্যদুপুরের তীব্র সূর্যালোকের আভা, সাদা তুষারে প্রতিফলিত হয়ে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ। বড্ড ক্লান্তি লাগছে ওর, মনে করতে পারছে না শেষ কখন ঘুমিয়েছে।

এয়ারস্পিড চেক করল অ্যাবি। খুব আস্তে এগোচ্ছে বিমান। সামনে থেকে ধেয়ে আসা হেডউইণ্ড খেয়ে নিচ্ছে সব গতি। ফিউয়েল গজের দিকে তাকানোর সাহস পেল না ও। অনেকক্ষণ আগেই জ্বলে উঠেছে হলুদ বাতি, কাঁটাটাকে ডায়ালের লাল সীমান্ত স্পর্শ করতে দেখেছে। এখন স্রেফ জ্বালানির বাষ্প খরচ করে চলছে ইঞ্জিন, বন্ধ হয়ে যেতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।

রেডিও নিয়ে গুঁতোগুঁতি করছিল পাওয়েল। কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে বিরক্ত ভঙ্গিতে অফ করে দিল সুইচ। সখেদে বলল, 'ধ্যাত্তেরি, একদম ডেড।'

'এখন তো শুধু কমিউনিকেশন ডেড হয়েছে,' বলল অ্যাবি, 'জায়গামত পৌঁছুতে না পারলে আমরাও মরব।'

'আপনার প্ল্যানটা পছন্দ হচ্ছে না আমার,' সোজাসাপ্টা ভাষায় জানিয়ে দিল পাওয়েল।

'আর তো কোনও বিকল্প নেই,' যুক্তি দেখাল অ্যাবি। 'মেইনল্যাণ্ডে পৌঁছুনোর মত ফিউয়েল নেই আমাদের, কোথাও না কোথাও ল্যাণ্ড করতেই হবে। যেখানে নামলে বাঁচার একটা আশা থাকে, সেখানে নামাই কি ভাল নয়?'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'কতদূরে আছি আমরা?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল জিম, লোবোর ঘাড়ে হাত বোলাচ্ছে। কুকুরটা গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে তার কোলে।

'কো-অর্ডিনেটস্ যা দিয়েছ, তা যদি ঠিক থাকে... তা হলে ধরো আর দশ মাইল।'

অসন্তুষ্ট গলায় পাওয়েল বলল, 'আমি এখনও মানতে পারছি না ব্যাপারটা।'

তার কথায় কান দিল না অ্যাবি, দেয়ার প্রয়োজন নেই। এক দফা তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, তাতে হার হয়েছে পাওয়েলের। ফ্লাইঙে মনোযোগ দিল ও। সমস্ত বিদ্যা আর অভিজ্ঞতা খাটিয়ে চেষ্টা করল গতি আরেকটু বাড়াতে। ধীরে ধীরে বরফের আস্তর পড়ছে টুইন অটারের গায়ে। খুব শীঘ্রি একতাল বরফের মত খসে পড়বে আকাশ থেকে। তার আগেই গন্তব্যে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে। তীরে এসে তরী ডুবতে দেয়া যাবে না।

শ্বাসরুদ্ধকর নীরবতায় কাটল কয়েক মিনিট। তারপরেই নড়ে উঠল জিম। উত্তেজিত ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকল, অ্যাবি আর পাওয়েলের কাঁধের উপর দিয়ে বাড়িয়ে দিল একটা হাত, নির্দেশ করল সামনে।

'ওই যে... ওখানে!'

ভুরু কুঁচকে তরুণ নাবিকের ইশারামত চোখ ঘোরাল অ্যাবি। 'কই? আমি তো কিছু...'

'দশ ডিগ্রি স্টারবোর্ডে তাকান,' ওকে বাধা দিয়ে বলল জিম। 'বাতাসের তোড় কমলেই দেখতে পাবেন।'

তাকাল অ্যাবি। কয়েক সেকেণ্ড পরে একটু ফাঁকের সৃষ্টি হলো উড়ন্ত তুষারের মাঝে। আবছাভাবে চোখে পড়ল নিঃসঙ্গ একটা আলো—প্রাকৃতিক, না কৃত্রিম, বোঝার উপায় নেই।

'তুমি শিয়োর?' অনিশ্চিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল অ্যাবি। 'ওটাই?'



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল জিম। 'কোনও সন্দেহ নেই।'

গোঙানির মত আওয়াজ করল পাওয়েল। 'আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল!' বলল সে দমে যাওয়া স্বরে।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল অ্যাবি। কমাতে শুরু করল বিমানের উচ্চতা। অল্টিমিটার দেখছে বারে বারে, সেইসঙ্গে চোখ রাখছে নীচের দিকেও। ল্যাণ্ড করবার উপযুক্ত জায়গা খুঁজছে।

সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়েছে অনেক হিসেব-নিকেশ করে। ওমেগায় ফেরা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে, নির্ঘাত খুন হয়ে যাবে; বিকল্প আশ্রয় বলতে রয়েছে কেবল আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল। সমস্যা হলো, সেখানেও পৌঁছে গেছে রাশানরা। ভূগর্ভস্থ স্টেশনটায় গেলে ঝুঁকি আছে, তবে ওমেগার চেয়ে কম। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, ওদেরকে গ্রেণ্ডেলে আশা করছে না শত্রুরা। বিমানটা যদি রাশানদের দৃষ্টির আড়ালে ল্যাণ্ড করাতে পারে অ্যাবি, তা হলে সবার চোখ এড়িয়ে ভেণ্টিলেশন শাফট ধরে স্টেশনের ভিতরে ওদেরকে নিয়ে যেতে পারবে জিম—সপ্তাহখানেক ডিউটি করার সুবাদে ওখানকার লে-আউট সম্পর্কে ভাল জ্ঞান আছে তার। সারফেসের কোথায় কোথায় ভেণ্টিলেশন শাফটের মুখ আছে, চেনে। একবার যদি ভিতরে ঢুকে পড়া যায়, লুকানোর মত জায়গা খুঁজে নিতে কষ্ট হবে না।

বলা বাহুল্য, পরিকল্পনাটা পছন্দ হয়নি পাওয়েলের। কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই এ-ছাড়া। তর্কে হেরে গিয়ে অগত্যা নিমরাজি হয়েছে সে।

পোর্ট সাইডের ইঞ্জিন কেশে উঠল আচমকা। পাল্‌টে গেল ওটার প্রপের ঘূর্ণন। কাত হয়ে গেল টুইন অটার। কণ্ট্রোল নিয়ে যুঝতে শুরু করল অ্যাবি। অবশিষ্ট ইঞ্জিনটার সাহায্যে এবার ল্যাণ্ড করতে হবে ওকে।

'হাতের কাছে যা পান শক্ত করে ধরুন,' সঙ্গীদের উদ্দেশে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
বলল ও।

সিটের আর্মরেস্ট খামচে ধরল পাওয়েল। গুঙিয়ে উঠে বলল, 'ওহ্ গড!'

বনবন করে ঘুরছে অল্টিমিটারের কাঁটা, কিন্তু নীচের আইসফিল্ড দেখা যাচ্ছে না। ঠোঁট কামড়াল অ্যাবি—সারফেস দেখতে না পেলে ল্যাণ্ড করবে কীভাবে? জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও, একটু আগে দেখা আইস স্টেশনের আলোটার রেফারেন্স নেবে, কিন্তু ওটাও অদৃশ্য। এখন ইন্সট্রুমেন্ট আর ইন্সটিঙ্কটই ভরসা।

মনে মনে একটা ম্যাপ তৈরি করে নিল অ্যাবি—ক্ষণিকের জন্য আইস স্টেশনের আশপাশের যতখানি দেখতে পেয়েছিল, সেই আন্দাজ মত বিমানের মুখ ঘোরাল। ততক্ষণে অল্টিমিটারের কাঁটা দুইশ' ফুটের নীচে নেমে এসেছে, বেড়ে গেছে বাতাসের অত্যাচার, বিমান লেভেলে রাখা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। বাইরে তুষারের ঘনত্বও বেড়ে গেছে—শুধু আকাশ থেকে ঝরছে না তুষারকণা, বাতাসের ধাক্কায় উঠে আসছে নীচের প্রান্তর থেকেও।

যতটা সম্ভব ধীরগতিতে নামতে চাইছে অ্যাবি। ব্লাইণ্ড কণ্ডিশনে ল্যাণ্ড করবার এটাই নিয়ম—বিমানকে লেভেলে রেখে সাবধানে নামতে হবে। অল্টিমিটারে চোখ রাখল ও। একশো... নব্বুই... আশি... সত্তর...

'মিস ম্যানিটক!' আচমকা পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল জিম।

চমকে উঠে সামনে তাকাল অ্যাবি। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল। তুষারের আলোড়ন কমে গেছে উইণ্ডশিল্ডের সামনে থেকে, সেখানে ভেসে উঠেছে উঁচু এক বরফ-প্রাচীর—প্রেশার রিজের অংশ। এবড়ো-খেবড়ো শরীর, বাতাস বাড়ি খাচ্ছে ওটার গায়ে, গোড়ার কাছটা কুয়াশার মত ঢেকে রেখেছে উড়ন্ত তুষার। এক


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ইঞ্জিন নিয়ে এই প্রাচীর পেরুনো সম্ভব নয়, প্রয়োজনীয় উচ্চতায় পৌঁছুনোর আগেই রিজের গায়ে আছড়ে পড়বে টুইন অটার।

দাঁতে দাঁত পিষল অ্যাবি, সামনের দিকে ঠেসে ধরল কন্ট্রোল স্টিক—ডাইভ দিল প্রায় খাড়াভাবে। যত দ্রুত সম্ভব সারফেসের কাছাকাছি পৌঁছুতে চাইছে। প্রাচীরটা টপকানোর যেহেতু উপায় নেই, তা হলে ল্যাণ্ড করাই ভাল।

ভারী একটা পাথরের মত পঞ্চাশ ফুট নেমে এল টুইন অটার। সামনের রিজ ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে আরও কাছে। কিন্তু এখনও সারফেসের দেখা নেই।

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল পাওয়েল। সৃষ্টিকর্তার নাম জপা বন্ধ করে খ্যাপাটে গলায় বলল, 'আপনি আমাদেরকে খুন করতে চাইছেন!'

পাত্তা দিল না অ্যাবি। চোখ রাখল ইন্সট্রুমেন্টের উপর, এ-মুহূর্তে ওগুলোই ওর ইন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করছে। অল্টিমিটার বলছে ভূমির খুব কাছাকাছি আছে ওরা, তা-ই সই। ফ্ল্যাপ নামিয়ে দিল ও পুরোপুরি। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল পুরো বিমান, বাতাসে ভর দিয়ে সোজা হতে শুরু করল।

এই অত্যাচার সহ্য হলো না শেষ ইঞ্জিনটার। যক্ষ্মারোগীর মত কেশে উঠল মরণ-কাশি। বন্ধ হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড পর। ডানামেলা পাথরে পরিণত হলো টুইন অটার, শুরু হলো আকাশ থেকে খসে পড়া।

'হা যিশু!' চেঁচিয়ে উঠল পাওয়েল। আর্মরেস্ট ছেড়ে এবার ড্যাশবোর্ড ধরে ফেলেছে সে, যেন ধাক্কা দিয়ে থামাতে চাইছে বিমানের পতন।

অস্থির হলো না অ্যাবি। অভিজ্ঞ পাইলট ও, বুঝতে পারছে—গ্লাইড করে নামছে অটার। কন্ট্রোল নেড়ে বিমানকে লেভেলে রাখল ও, অল্টিমিটার থেকে চোখ সরাল না। পনেরো...


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
দশ... পাঁচ... শূন্যে গিয়ে স্থির হয়ে গেল কাঁটা। কিন্তু কই... ভূমি কোথায়?

ভুরু কোঁচকাতে যাচ্ছিল ও, আর তখুনি ঝাঁকি খেলো বিমান। তলায় লাগানো স্কি-গুলো বরফ স্পর্শ করেছে।

ফ্ল্যাপের কন্ট্রোল নিয়ে খোঁচাখুঁচি শুরু করল অ্যাবি। শুভ্র প্রান্তরের উপর দিয়ে তীব্র বেগে পাহাড়ি প্রাচীরের দিকে ছুটে যাচ্ছে বিমান, হিসেবের চেয়ে অনেক বেশি জোরে। পাশ থেকে ধাক্কা দিচ্ছে হাওয়া, উল্টে ফেলতে চাইছে ছোট্ট যান্ত্রিক পাখিটাকে। ফ্ল্যাপ অপারেট করে বিমানকে সিধে রাখল ও, কোর্স বদলে নাক ঘোরাল বাতাসের দিকে।

'মিস ম্যানিটক!' পিছন থেকে ভেসে এল জিমের ভয়ার্ত গলা। 'সামনে!'

উইণ্ডশিল্ডের ওপারে দেখা যাচ্ছে বরফ-প্রাচীর, যেন সরোষে ছুটে আসছে ওদের দিকে। স্পিড-গজের দিকে তাকাল অ্যাবি, গতি কমেনি মোটেই, পিচ্ছিল বরফের উপর দিয়ে অনায়াসে ছুটছে টুইন অটার। চাকা নেই বিমানটায়, থাকলে হাইড্রলিক ব্রেক চেপে থামানো যেত। এখন সম্মুখগতি থামানোর জন্য ফ্ল্যাপ আর ফ্রিকশন... মানে ঘর্ষণ-ই ভরসা। ফ্ল্যাপ যথেষ্ট আছে ওর, কিন্তু গতি কমবার মত ফ্রিকশন হচ্ছে না মসৃণ বরফের গায়ে। আলাস্কার বরফ-প্রান্তরে দীর্ঘদিন ডগ-স্লেড চালানোর অভিজ্ঞতা আছে অ্যাবির, তাই পরিষ্কার বুঝতে পারছে ভবিতব্য। পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়বে ওরা, ঠেকাবার কোনও উপায় নেই।

বিমান আর রিজের মধ্যকার দূরত্ব পঞ্চাশ গজে পৌঁছুতেই নিশ্চিত হয়ে গেল ও। ছেড়ে দিল প্রিয় টুইন অটারের আশা, প্রাণ বাঁচানো যায় কীভাবে, সেটাই প্রশ্ন। সঙ্গীদের দিকে তাকাল ও। বলল, 'তৈরি হোন, আরও একটু খেলা দেখাব আমি।'

'আরও?' আঁতকে উঠল পাওয়েল।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

বিড়বিড় করে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকল অ্যাবি, সাহায্য কামনা করল। মস্ত ঝুঁকি নিতে চলেছে, সাফল্য নির্ভর করছে টাইমিং আর ফ্ল্যাপের উপরে।

বিমান একেবারে বরফ-প্রাচীরের কাছাকাছি পৌঁছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর হাত নাড়ল বিদ্যুৎচমকের মত। স্টারবোর্ড উইঙের ফ্ল্যাপ উঠিয়ে ফেলল ঝট্ করে, পোর্ট উইঙেরটা নামিয়ে দিল পুরোপুরি। কন্ট্রোল ঘুরিয়ে টেইল ফ্ল্যাপ নাড়ল বামদিকে। সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল পুরো বিমান। ছুটন্ত অবস্থাতেই পাক খেতে শুরু করেছে—যেন অলিম্পিকের কোনও ফিগার স্কেটার। পুরো একশো আশি ডিগ্রি ঘুরতেই লেজ দিয়ে আছড়ে পড়ল প্রাচীরের গায়ে।

ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে ইস্পাত ভাঙার কর্কশ আওয়াজ উঠল। সংঘর্ষের ফলে দুমড়ে-মুচড়ে গেল টুইন অটারের টেইল সেকশন, ভেঙেচুরে খসে পড়ল ফিউজেলাজ থেকে—প্রাথমিক ধাক্কাটা ওটার উপর দিয়েই গেছে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। টেইল সেকশনের পর ক্লিফের গায়ে বাড়ি খেলো বিমানের দুই ডানা, টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তারপর বাড়ি খেলো কেবিন সেকশন। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে খসে পড়ল সবক'টা জানালার কাঁচ, সহস্র চিড় ধরল উইণ্ডশিল্ডে, পেল মাকড়সার জালের নকশা। তবে এরমধ্যে সংঘর্ষজনিত আঘাতের বেশিরভাগটাই চলে গেছে টেইল সেকশন আর দুই ডানার উপর দিয়ে, কেবিনের দেয়ালে ঢেউ খেলানো ভাঁজ পড়ে গেলেও পুরোপুরি বিধ্বস্ত হলো না। সবচেয়ে বড় কথা, স্থির হয়ে গেল বিমান।

সিটবেল্ট বাঁধা অবস্থায় ভিতরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়েছে তিন আরোহী, জ্ঞান হারাবার মত দশা। নিস্তেজভাবে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। একটু পর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল লোবো। সেই ডাকে সচেতন হয়ে উঠল অ্যাবি। ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
বলল, 'সবাই ঠিক আছেন? কেউ আহত হননি তো?'

'আহত মানে?' ককিয়ে উঠে বলল জিম। 'নিহত হয়ে গেছি! ঝাঁকুনিতে সারা শরীর টনটন করছে আর আপনি...'

'সিরিয়াস ইনজুরির কথা বলছি।'

'নাহ্। তবে শরীরের এই ব্যথা যেতে টাইম লাগবে।'

মুচকি হেসে পাওয়েলের দিকে ফিরল অ্যাবি। 'আপনি?'

সিটবেল্ট খুলতে খুলতে পাওয়েলও হাসল। 'আই অ্যাম ওকে। আপনার দক্ষতায় সন্দেহ করা উচিত হয়নি। সত্যিই খেল্ দেখিয়ে দিয়েছেন! আর কখনও ঝগড়া করব না আপনার সঙ্গে।'

'কী যে বলেন না!' লজ্জা পেল অ্যাবি। 'স্রেফ ভাগ্য... আর কিছু না।'

বাইরে মড়মড় করে ভাঙল কিছু। বরফের উপরে খসে পড়ল ফিউজেলাজের একটা অংশ। জিম বলল, 'এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। বিমানটা আমাদের উপর ভেঙে পড়ার আগেই!'

দ্রুত লোবোকে নিয়ে ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে পড়ল তিনজনে। নামার আগে অটারের ইমার্জেন্সি লকার হাতাল অ্যাবি। একজোড়া পারকা পাওয়া গেল ওখানে, সেইসঙ্গে একটা ফ্ল্যাশলাইট, এক কয়েল দড়ি, একটা ফ্লেয়ার গান আর অল্প কিছু ফ্লেয়ার। সবকিছু নিয়ে নিল ও। তারপর সতৃষ্ণ নয়নে তাকাল কেবিনের দেয়ালের খালি হুকের দিকে—ওখানে ওর শটগান ছিল, গ্রেফতার হবার পর লেঃ কমাণ্ডার রাইট বাজেয়াপ্ত করেছে ওটা। কপাল সত্যিই খারাপ, অস্ত্রটা হাতে পেলে খুব কাজে দিত এখন।

ভাঙা ফিউজেলাজ থেকে বেরিয়ে এসে পাওয়েলকে একটা পারকা দিল অ্যাবি, নিজে পরল অন্যটা। পাওয়েলের পারকাটা ছোট হয়েছে—দুই হাতা কবজির উপরে ইঞ্চিদুয়েক উঠে রইল, শরীরটাও খুব আঁটসাঁট। তবে সে কোনও অভিযোগ করল না। গায়ে দেবার মত একটা কিছু যে পাওয়া গেছে, তা-ই ঢের।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

আশপাশটা দেখে নিল অ্যাবি। ক্লিফের আড়ালে বাতাসের ঝাপটা তেমন একটা লাগছে না, ঝড়ের তীব্রতাও অনেকটা কমে এসেছে। থেমে যাবে খুব শীঘ্রি। তবে এখনও দৃষ্টিসীমা সংকুচিত হয়ে আছে। আবছাভাবে শুধু দেখা যাচ্ছে প্রেশার রিজের অবয়ব। রাশান বেইসের আলোটা দেখা যাচ্ছে না, বোধহয় ক্লিফের পিছনে পড়েছে ওটা।

অটারের ধ্বংসস্তূপের পাশে ঘুরঘুর করছে লোবো। হঠাৎ একটা পা তুলে প্রশ্রাব করতে শুরু করল। তা লক্ষ করে পাওয়েল বলল, 'স্মার্ট ডগ! ঝুট-ঝামেলা শুরু হবার আগেই বাথরুম সেরে নিচ্ছে।'

'কিন্তু প্লেনটাকে অপমান করা হচ্ছে না?' ভুরু কুঁচকে বলল জিম। 'হাজার হোক, ওটা আমাদেরকে ঝড়-টড় ভেদ করে এতদূরে নিয়ে এসেছে!'

ভাঙা বিমানের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যাবি। নিজের জিনিস নয়, শেরিফস্ ডিপার্টমেন্টের সম্পত্তি, তারপরেও একটা টান পড়ে গিয়েছিল বিমানটার উপর। কষ্টটা চাপা দিয়ে সঙ্গীদের দিকে ফিরল ও। 'এবার কী?'

'এবার অনাহূত অতিথি হবার পালা,' বলল পাওয়েল। মাউন্টেইন রেঞ্জের দিকে ইশারা করল। 'পিছনের দরজা দিয়ে রাশানদের বাড়িতে অনুপ্রবেশ করব আমরা।'

হাঁটতে শুরু করল তিনজন। জিমের কাছে জানতে চাইল অ্যাবি, 'ভেন্টিলেশন শাফট সম্পর্কে বলো আমাকে, জিম... কোথায় মিশেছে ওটা?'

সংক্ষেপে আইস স্টেশনের এয়ার সার্কুলেশন সিস্টেম বর্ণনা করল জিম। পাম্প ব্যবহার করা হয় না ওখানে, সারফেস থেকে সরাসরি ভেন্টিলেশন শাফট তৈরি করা হয়েছে ঘাঁটির একেবারে নীচ পর্যন্ত। গরম বাতাসের চেয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের ওজন বেশি,



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
তাই নীচের বাতাস গরম হলেই শাফট ধরে উঠে আসে উপরে, তার জায়গা নেয় সারফেসের ঠাণ্ডা বাতাস।

'ওটা আসলে এক ধরনের প্যাসিভ সার্কুলেশন সিস্টেম,' শেষে যোগ করল জিম। 'নীচের একটা প্রাকৃতিক টানেল নেটওয়ার্কে গিয়ে জমা হয় বিশুদ্ধ বাতাস... অনেকটা রিজার্ভয়ারের মত... সেখান থেকে বাতাসটাকে স্টেশনের ভিতরের ভেন্টিলেশন সিস্টেমে এয়ার-পাম্পের সাহায্যে ঢোকানো হয়।'

'তারমানে শাফটগুলো নীচের টানেল নেটওয়ার্কে মিশেছে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাবি।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল জিম। 'রীতিমত একটা গোলকধাঁধা ওটা, খুবই নির্জন। কেউ সহজে ঢোকে না ওখানে। কোনোমতে ওই টানেলে ঢুকতে পারলেই আমরা নিরাপদ। কেউ খোঁজ পাবে না আমাদের। দু'চারদিন তো বটেই, খাবার-দাবার পেলে মাসখানেকও কাটিয়ে দেয়া যাবে ঘাপটি মেরে।'

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল অ্যাবি।

'নামটা আরও ইন্টারেস্টিং,' বলল জিম। 'ওটাকে আমরা বলি স্নেক পিট।'

# আট

হিউম্যান স্পেসিমেনের প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কগুলোকে পাশ কাটিয়ে বৃত্তাকার প্যাসেজ ধরে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলেছে রানা ও তার


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সঙ্গীরা। কেউ কোনও কথা বলছে না।

ট্যাঙ্কগুলো গুনছে রানা—এখন পর্যন্ত বাইশটা গুনেছে। একটু পর থমকে দাঁড়াল ও। বড় একটা মোড়ের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, কিন্তু শেষ হয়নি ট্যাঙ্কের সারি। মোড় পেরিয়ে ওপাশেও দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো। সব মিলিয়ে পঞ্চাশটার কম হবে না, বেশিও হতে পারে। পার্থক্য শুধু এ-ই যে, সামনের ট্যাঙ্কগুলোর উল্টোপাশের দেয়ালের গায়ে দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় বেশ কিছু জানালা আর সিল করা দরজা। কয়েকটা জানালার কাঁচ ঘষে নিয়ে ভিতরে উঁকি দিল ও। একটায় দেখতে পেল কয়েদখানার মত এক কামরা—গরাদ দিয়ে ছোট ছোট খুপরির মত করে ভাগ করা হয়েছে ভিতরটা। আরেকটা জানালা দিয়ে দেখল ছোট এক ব্যারাক—দোতলা কট শোভা পাচ্ছে কয়েক সারিতে। এ-ছাড়াও আছে ছোট-বড় বেশ কিছু অফিস আর লিভিং কোয়ার্টার।

অনুমান করল রানা, এখানেই সম্ভবত টেস্ট সাবজেক্টদের বন্দি করে রাখত রাশানরা। মানুষগুলোর জন্য খারাপ লাগল ওর। নিশ্চয়ই চরম আতঙ্কে জীবন কাটাত ওরা, একে একে নিজেদের সঙ্গী-সাথীকে বিজ্ঞানের নামে বলি হতে দেখত... অপেক্ষা করত কখন নিজের পালা আসে!

রানার পিছু পিছু হাঁটছেন ড. কনওয়ে আর শ্যারন। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যকার বিজ্ঞানী সত্তা, একটু পর পর বিভিন্ন ট্যাঙ্কের সামনে থামকে দাঁড়াচ্ছে ওরা, হাত দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করছে বরফের আস্তর, উঁকি দিচ্ছে ভিতরে। কিন্তু ওতে রানার কোনও আগ্রহ নেই। কৌতূহল মরে গেছে, স্রেফ নরক মনে হচ্ছে জায়গাটাকে... মানুষের হাতে তৈরি নরক! এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে স্বস্তি পাওয়া যেত। জীবনে হাজারো নিষ্ঠুরতা দেখেছে ও, কিন্তু আজও সহজভাবে নিতে পারেনি কোনোটিকেই। মানুষের উপর অত্যাচারের নমুনা দেখলে বিবমীষা


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
অনুভব করে, বিদ্রোহ করে ওঠে মন।

পিছনে, মূল ল্যাবের দিক থেকে ধাতব একটা আওয়াজ ভেসে এল হঠাৎ করে। অবাক হলো না কেউ, রাশানরা দরজা কাটতে শুরু করেছে নিশ্চয়ই। শীতল কণ্ঠের ওই মানুষটার হুমকি শুনেই বোঝা গেছে, এখানে না ঢুকে ক্ষান্ত হবে না তারা। বসে থেকে শত্রুর হাতে শিকার হতে চায়নি ওরা, চলতে শুরু করেছে বৃত্তাকার প্যাসেজ ধরে। পথ দেখাচ্ছে কমাণ্ডার ফিশার, এখান থেকে বের হবার একটা বুদ্ধি নাকি পেয়েছে সে।

'আর কতদূর, কমাণ্ডার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হাতে একটা ম্যাপ আছে ফিশারের—নাসার এক রিসার্চারের তৈরি করা পুরো স্টেশনের নকশা। সেটা দেখে সে বলল, 'বেশি না, বিশ গজের মত হবে।'

রানার পাশে হাঁটছে ম্যাসন, ফিশারকে জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাপটা কতখানি নিখুঁত? ভুল-টুল হবার সম্ভাবনা নেই তো?'

'একেবারে নেই, সেটা বলা যাবে না,' জানাল ফিশার। 'আফটার অল, মূল ডিজাইন নেই আমাদের সঙ্গে। ফিজিকাল সার্ভে আর কিছুটা অনুমানের ভিত্তিতে বানানো হয়েছে এই ম্যাপ।'

'তা হলে এটার উপর নির্ভর করা কি ঠিক হচ্ছে?'

'আর কোনও বিকল্প থাকলে বলতে পারেন। আই অ্যাম ওপেন টু ইয়োর সাজেশনস্।'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। দমে গেল ফিশারের কথা শুনে।

এমন সময় শোনা গেল লেঃ গ্রিনের ডাক, সবার সামনে হাঁটছে সে। 'স্যর! পেয়েছি!'

এগিয়ে গেল সবাই। হাঁটু গেড়ে দেয়ালের পাশে বসে আছে গ্রিন। দুটো ট্যাঙ্কের মাঝখানে, দেয়ালের গায়ে একটা হ্যাচ দেখা যাচ্ছে। ওটার তলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে নানা রকম তার আর


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পাইপ—ফ্লোরবোর্ড আর সিলিং হয়ে ওগুলো চলে গেছে ল্যাবের বিভিন্ন অংশে।

হ্যাচের উপরে একটা লেআউট ডায়াগ্রাম ঝুলছে, সেটায় আঙুল ঠেকিয়ে গ্রিন বলল, 'আমরা এখানে।'

ডায়াগ্রামটা দেখল রানা। স্টোরেজ হলওয়ের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছে ওরা। পিছনে যতখানি দূরত্ব, সামনেও প্রায় ততটাই। প্যাসেজটা পুরো ঘুরে এলে আবার পৌঁছুনো যাবে মূল ল্যাবে।

'কুইক!' তাড়া লাগাল ফিশার। 'খোলো হ্যাচটা!'

স্টিলের দুটো স্ক্যালপেল নিয়ে হ্যাচের স্ক্রু খোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল গ্রিন আর ডেভ পার্ল। রওনা হবার আগে ল্যাব থেকে যে-যা পেয়েছে নিয়ে এসেছে অস্ত্র হিসেবে। কারও হাতে শোভা পাচ্ছে স্ক্যালপেল, কারও হাতে হাড় কাটার করাত, কারও বা লোহার হাতুড়ি। লেঃ লিসা এককাঠি সরেস, সে নিয়ে এসেছে বড়-সড় দুটো মাংস ঝোলানোর মিট-হুক। এ-সব ভয়ানক ইকুইপমেন্ট মানুষের উপর কীভাবে ব্যবহার করা হতো, তা ভাবতে চায় না রানা; ও মেঝে থেকে স্রেফ একটা স্টিলের পাইপ কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

নিঃশব্দে সঙ্গীদের উপর নজর বোলাল রানা। কী চেহারা হয়েছে একেকজনের! হাতে অদ্ভুত সব অস্ত্র... সব মিলিয়ে দলটাকে দেখাচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক কোনও শিকারি গোষ্ঠীর মত!

সময় পেয়ে ড. কনওয়ে আবার একটা ট্যাঙ্কের ভিতর উঁকি দিতে শুরু করেছেন। একটু পরে আপনমনে বলে উঠলেন, 'হুম! ইন্টারেস্টিং!'

'নতুন কিছু পেলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

সোজা হয়ে ওর দিকে ফিরলেন জীববিজ্ঞানী। 'এরা সবাই আদিবাসী,' নিচু গলায় বললেন তিনি। গলার স্বর ভেঙে গেল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
একটু। বোঝা যাচ্ছে, আপসেট হয়ে গেছেন। 'প্রত্যেকে!'

তাঁর দিকে দু'পা এগোল রানা। 'আদিবাসী মানে?'

'ইনুইট, আলিউট, এস্কিমো... যা খুশি বলতে পারেন। সোজা কথায় এরা নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারের আদিবাসী। একই গোত্রের হলেও অবাক হব না। নিজেই দেখুন।'

একটু দ্বিধা করে ট্যাঙ্কের দিকে এগোল রানা। পরিষ্কার করা অংশটা দিয়ে তাকাল ভিতরে। প্রথমে মনে হলো খালি, কিন্তু চোখ নীচে নামাতেই ট্যাঙ্কের মেঝেতে গুটিসুটি হয়ে থাকা একটা শিশুকে দেখতে পেল। বাচ্চা একটা ছেলে... বছর সাত-আটের বেশি হবে না বয়স। ড. কনওয়ের কথাই ঠিক, নিঃসন্দেহে ছেলেটা ইনুইট বা এস্কিমো গোত্রের। কালো চুল, টানা টানা চোখ, মুখের গোলগাল আকৃতি আর চামড়ার রঙ সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

চোখ মুদে রেখেছে ছেলেটি। চেহারায় অন্যদের মত যন্ত্রণার অভিব্যক্তি নেই, বরং প্রকট হয়ে আছে অসহায়ত্ব। দুই হাত একত্র করে রেখেছে বুকের কাছে, যেন প্রার্থনা করছে। বুকের ভিতর হাহাকার করে উঠল রানার। কে করেছে এই কাজ—মানুষ, না পিশাচ? নিষ্পাপ একটা শিশুর উপর কীভাবে পরীক্ষা চালাতে পারল ওরা!

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল রানার। দোষী মানুষগুলোকে নিজ হাতে শাস্তি দেবার একটা তাগিদ অনুভব করছে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়! প্রায় সত্তর বছর আগে ঘটে গেছে এ-সব। দোষীরা একজনও এখন আর বেঁচে নেই। তাদের লাশ পাওয়া গেছে এই ঘাঁটির ভিতরেই। কে জানে, হয়তো পাপের প্রায়শ্চিত্তই করেছে ওরা প্রাণ দিয়ে।

নরম একটা হাত স্পর্শ করল রানার কাঁধ। ঘাড় ফেরাতে শ্যারনকে দেখতে পেল। মেয়েটি ওর মুখ দেখে আঁচ করে নিয়েছে মনের কথা। বলল, 'বুঝতে পারছি কী ভাবছেন। এই


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়া যায় কীভাবে, তাই না? একটাই উপায় আছে তার। দুনিয়ার সামনে আমরা প্রকাশ করে দেব এখানকার খবর। সবাই জানবে, সত্তর বছর আগে কী ঘটে গেছে এখানে। সেজন্যেই মি. ম্যাসনকে এখানে আনার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমি।'

'ঠিক বলেছেন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, সরে এল ট্যাঙ্কের পাশ থেকে। 'এই একটা কাজই শুধু করতে পারি আমরা।'

ড. কনওয়ে কিছু বলছেন না দেখে মাথা ঘোরাল ও। লক্ষ করল, ভুরু কুঁচকে ট্যাঙ্কের পাশের একটা কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকিয়ে আছেন ভদ্রলোক। প্যানেলে নানা রকম সুইচ আর লিভার... এই ধরনের একটা করে প্যানেল সবগুলো ট্যাঙ্কের সঙ্গেই আছে। পার্থক্য হলো, এই প্যানেলটার গায়ে একটা হলুদ বাতি মিটমিট করছে।

'অদ্ভুত ব্যাপার তো!' বিড়বিড় করলেন জীববিজ্ঞানী।

'কীসের কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাব না দিয়ে এক পা এগোলেন কনওয়ে, চাপলেন প্যানেলের লিভার। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু গুঞ্জন করে কোথাও চালু হলো একটা মোটর। কেঁপে উঠল ট্যাঙ্কের ধাতব শরীর। ছোট ছোট ফাটল দেখা দিল ভিতরের জমাট বাঁধা দ্রবণে। প্যানেলেও জ্বলে উঠল আরও কয়েকটা বাতি।

'কী করেছেন আপনি!' বিস্মিত গলায় বলে উঠল শ্যারন।

থতমত খেয়ে পিছিয়ে এলেন ড. কনওয়ে। হতভম্ব গলায় বললেন, 'মাই গড! ট্যাঙ্কটা অপারেশনাল! আমি তো ভাবতেই পারিনি...'

কথা শেষ হলো না তাঁর। মেইন ল্যাবের দিক থেকে ভেসে এল বিকট আওয়াজ—মেঝেতে দড়াম করে আছড়ে পড়েছে কী যেন।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

গাল দিয়ে উঠল কমাণ্ডার ফিশার, 'শালারা কেটে ফেলেছে দরজা! এখুনি চলে আসবে! গ্রিন, হলো তোমাদের?'

'এই তো, আর কয়েক সেকেণ্ড, স্যর,' বলল গ্রিন।

দ্রুত হাত চালিয়ে শেষ স্ক্রু-টা খুলতে শুরু করল সে।

গ্রিনের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাসন। একটা সার্জিকাল স্পাইক, ধরে রেখেছে দু'হাতে। অস্থির গলায় সে বলল, 'তাড়াতাড়ি করুন, লেফটেন্যান্ট। ওরা এই এল বলে!'

আবছাভাবে শোনা গেল চেঁচামেচি, সেই সঙ্গে মেঝেতে বুটের আওয়াজ... মেইন ল্যাবের দিক থেকে আসছে। তবে ছোটাছুটি করছে না রাশানরা, এগোচ্ছে সতর্ক পদক্ষেপে, বিপদ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে। তাই ওদেরকে দেখা গেল না।

রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই চাপা গলায় গ্রিন বলল, 'হয়ে গেছে!'

হ্যাচের মুখ খুলে ফেলল সে আর ডেভ পার্ল।

'কুইক!' নির্দেশ দিল ফিশার। 'সবাই ঢুকে পড়ুন ওখানে।'

সবার আগে হ্যাচ গলে ওপাশের সুড়ঙ্গে ঢুকল ম্যাসন। তাকে অনুসরণ করল ফিশার আর ড. কনওয়ের দুই অ্যাসিসটেন্ট। ডেভ পার্ল ঢুকল এরপর, তার পিছনে ড. কনওয়ে আর শ্যারনকে প্রায় জোর করে ঢোকাল রানা... ইনুইট বাচ্চাটার ট্যাঙ্কের সামনে থেকে যেন সরতে চাইছিল না ওরা, দাঁড়িয়ে ছিল কী ঘটে দেখবার জন্য।

সবশেষে রানা আর গ্রিনের পালা। লেফটেন্যান্ট বলল, 'আপনি আগে যান, মি. রানা। আমি পিছনে থাকব।'

আপত্তি না করে মাথা ঝাঁকাল রানা। ফোকর গলে ঢুকবার আগে শেষবারের মত তাকাল ইনুইট বাচ্চার ট্যাঙ্কটার দিকে। খারাপ লাগছে, মনে হচ্ছে যেন একা ফেলে যাচ্ছে অসহায় শিশুটিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ঘোরাল ও, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পড়ল টানেলে।

টানেলটা বেশি বড় নয়, কোনোমতে একজন মানুষ হামাগুড়ি দিতে পারে, তৈরি করা হয়েছে বরফ খুঁড়ে। দু'পাশের দেয়াল দখল করে রেখেছে কণ্ডুইট—ওগুলোর ভিতর দিয়ে গেছে সমস্ত পাইপ আর তার। মেঝেতে বিছিয়ে রাখা হয়েছে রাবারের ম্যাট, যাতে হামাগুড়ি দিতে গিয়ে হাঁটু ছড়ে না যায়।

পাঁচ গজ যেতেই অন্ধকার হয়ে গেল ভিতরটা, টানেলে ঢুকে হ্যাচ আবার লাগিয়ে দিয়েছে গ্রিন। বাইরে স্ক্রু-গুলো খোলা রয়ে গেল, কিন্তু তা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। রিসার্চ এরিয়াটা অনেক বড়—মেইন ল্যাব আর প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কের প্যাসেজ ছাড়াও রয়েছে বন্দিদের ব্যারাক আর বেশ কিছু অফিস। সময় নিয়ে সবখানে তল্লাশি চালাতে হবে রাশানদের, আলগা হ্যাচটা সহসা ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা কম। আশা করা যায় তার আগেই যথেষ্ট দূরে সরে যেতে পারবে ওরা।

খুট করে একটা শব্দ হলো সামনে, জ্বলে উঠল কমাণ্ডার ফিশারের ফ্ল্যাশলাইট। সেই আলোয় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল দলটা। একটু পরে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল বরফ খুঁড়ে বানানো একটা ছোট্ট প্রকোষ্ঠে। সার্ভিস এরিয়া ওটা, দেয়ালে ঝুলছে পেল্লায় এক জাংশান বক্স, তাতে গিয়ে মিশেছে সবগুলো কণ্ডুইট। কাঠের একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার পড়ে আছে একপাশে। মেঝের কোনায় স্তূপ হয়ে আছে লোহার টুকরো আর রাবারের হোস, পাশে একটা জং-ধরা টুল ট্রাঙ্ক।

কাঠের একটা মই দেখা গেল এক প্রান্তে—প্রকোষ্ঠের দেয়ালের সঙ্গে সাঁটা, উঠে গেছে উপরদিকে, অদৃশ্য হয়ে গেছে ছাতে মুখ ব্যাদান করে থাকা একটা শাফটের ভিতরে। সেটার দিকে ইশারা করে ফিশার বলল, 'ওটা বেয়ে তিন নম্বর লেভেলে উঠতে পারব আমরা।'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

শাফটের তলায় গিয়ে উপরটা জরিপ করল লেঃ লিসা, মইয়ের ধাপগুলোও দেখল। বলল, 'হ্যাঁ, শক্ত আছে... আমাদের ভার বইতে পারবে।'

'উপরে ওয়েপন্স লকারটা কতদূরে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'লেভেলের মূল অংশে। ওখানে পৌঁছুবার জন্য ডাইভারশন প্রয়োজন হবে আমাদের।'

'ওসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে,' বলে উঠল ফিশার। 'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। চলুন, রওনা হওয়া যাক।'

সার্জিকাল টুলগুলো পকেটে বা কোমরে গুঁজে ফেলল সবাই, মই বাওয়ার সুবিধার্থে খালি করল হাত। দ্রুত উপরে ওঠার ক্রম ঠিক করে দিল ফিশার। সবার সামনে থাকবে সে; তারপর শ্যারন, ম্যাসন আর বায়োলজি টিম; শেষে উঠবে লিসা, রানা, ডেভ পার্ল আর লেঃ গ্রিন। কথা শেষ করেই মইয়ের দিকে এগিয়ে গেল ফিশার, তরতর করে উঠে গেল উপরে, অদৃশ্য হয়ে গেল শাফটের ভিতরে। পিঁপড়ের মত তাকে অনুসরণ করল বাকিরা।

লিসাকে মইয়ে উঠতে সাহায্য করছে রানা, এমন সময় শোনা গেল চিৎকার-চেঁচামেচি—পিছনে ফেলে আসা টানেলটার ভিতর থেকে! গাল দিয়ে উঠল ডেভ পার্ল, ওদের পলায়ন-পথ আবিষ্কার করে ফেলেছে শত্রুপক্ষ। ছুটে আসছে পিছু পিছু।

মইয়ের দুটো ধাপ উঠে জমে গিয়েছিল লিসা, তাকে চাপা গলায় ধমক দিল রানা। 'থামলেন কেন, উঠতে থাকুন! কুইক! সামনের সবাইকে তাড়াতাড়ি এগোতে বলবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত শাফটের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল লিসা। রানা ওর পিছু নিল না, ঘুরল গ্রিন আর ডেভ পার্লের দিকে। গ্রিন বিস্মিত গলায় বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? উঠুন!'

মাথা নাড়ল রানা। 'এভাবে পালানো যাবে না। রাশানরা আমাদের নাগাল পেয়ে যাবে। ওদের পথে একটু বাধা সৃষ্টি করা



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

দরকার।'

'কী মতলব আপনার, বলুন তো?'

কাঠের টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। 'এটা দিয়ে ব্যারিকেড বসাব আমরা টানেলের মুখে। আসুন, সাহায্য করুন আমাকে।'

তিনজনে ধরাধরি করে ভারী টেবিলটা নিয়ে গেল টানেলের সামনে। কাত করে মুখটা ঢেকে দিতে যাবে, এমন সময় গর্জে উঠল অটোমেটিক রাইফেল। টানেলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এক ঝাঁক বুলেট। কাত করা টেবিলের গায়ে আঘাত হানল ওগুলো, ছিন্নভিন্ন করে দিল কাঠ। স্রেফ কপাল বলতে হবে, কারও গায়ে লাগেনি গুলি। কিন্তু তারপরেও স্বাভাবিক ইন্সটিঙ্কটের বশে টেবিলটা ছেড়ে দিল ডেভ পার্ল, পিছিয়ে গেল দু'পা।

'কী করছেন?' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'টানেলের মুখ ঢাকতে হবে আমাদেরকে!'

সংবিৎ ফিরে পেল ডেভ পার্ল। মাথা ঝাঁকিয়ে আবার এগোল টেবিল ধরতে, আর তখুনি মৃদু শব্দ তুলে কী যেন একটা বেরিয়ে এল টানেল থেকে, পড়ল টেবিলের সামনে। ডিমের মত একটা আকৃতি, তবে আকারে বড়, সবুজ রঙ, খাঁজকাটা শরীর।

'গ্রেনেড!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। ওর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে গ্রিন, তাকে জাপটে ধরে ঝাঁপ দিল মেঝেতে। পরক্ষণে ঘটল বিস্ফোরণ।

রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে ভয়াবহ আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল রানার, শকওয়েভের পাশাপাশি শরীরের উপর দিয়ে বয়ে গেল তাপপ্রবাহ। ধাঁধিয়ে গেল চোখ। কয়েক মুহূর্ত পর পিছনে আর্তনাদ শুনে ঘাড় ফেরাল ও, সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল। সময়মত সরতে পারেনি ডেভ পার্ল, তার মুখের উপরে বিস্ফোরিত হয়েছে গ্রেনেড... কিন্তু ছিন্নভিন্ন হয়নি তার শরীর, কিন্তু সারা গায়ে দাউ



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
দাউ করে জ্বলছে আগুন! সাধারণ গ্রেনেড ছিল না ওটা... ছিল একটা ইনসেণ্ডিয়ারি ডিভাইস, বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে তরল অনল। সার্ভিস শাফটের ভিতরে লুকোচুরিতে নামার ইচ্ছে নেই প্রতিপক্ষের, নিষ্ঠুর একটা পদ্ধতি বেছে নিয়েছে পলাতকদের ঘায়েল করবার জন্য।

পার্লকে সাহায্য করার জন্য এগোতে চাইল রানা, কিন্তু পারল না। শাফটের মুখ দিয়ে আবার বেরিয়ে এল বুলেটবৃষ্টি, নাগাল পেয়ে গেল জ্বলন্ত মানুষটার। সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত নাচল পার্লের দেহ, তারপর তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। মাংসপোড়া উৎকট গন্ধে নাক কুঁচকে গেল রানার।

'ডেভ!' চিৎকার করে উঠল গ্রিন। সহকর্মীর নির্মম মৃত্যু দেখে বিস্ফারিত হয়ে গেছে দু'চোখ।

টান দিয়ে তাকে দাঁড় করাল রানা, এখন মাতম করার সময় নয়। শুধু ডেভ পার্লের দেহ নয়, আগুন ধরে গেছে কাঠের টেবিল আর আশপাশের সমস্ত জিনিসে, ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠছে উত্তাপ। গলতে শুরু করেছে বরফের দেয়াল, পুরো প্রকোষ্ঠ ধসে পড়তে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।

'মুভ!' চেঁচাল রানা। গ্রিনকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল মইয়ের কাছে। ঠেলা দিয়ে ওঠাল উপরে, তারপর অনুসরণ করল নিজেও।

মড়মড় করে আওয়াজ হলো, প্রকোষ্ঠের ছাত থেকে ভেঙে-চুরে নেমে এল বরফের এক বিরাট পিণ্ড, তবে ততক্ষণে অনেকদূর উঠে গেছে দু'জনে। ঢুকে পড়ল শাফটের ভিতরে।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক কাঁপিয়ে। বিপদ কাটেনি। সামনে যে রাশানদের আরেকটা গ্রুপ ওঁত পেতে অপেক্ষা করছে না, তার নিশ্চয়তা কী?

ফাঁদে পড়ার দশা হয়েছে ওদের।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

# নয়

ক্যাপ্টেন ম্যাথিউ গরডনের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে ইউ.এস.এস পোলার সেন্টিনেলের ক্রু-রা। বড় দুটো বরফখণ্ডের মাঝখানে, পেরিস্কোপ ডেপথে ডুব দিয়ে স্থির হয়ে আছে সাবমেরিনটা। সারফেসে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে বয়ে যাচ্ছে তুষারঝড়, কিন্তু পানির নীচে বিরাজ করছে আশ্চর্য এক শান্ত, থমথমে নীরবতা।

হাতে একটা ক্লিপবোর্ড নিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সেন্টিনেলের রেডিওম্যান, তার দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তুমি বলতে চাইছ, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের কোনও সম্ভাবনাই নেই?'

ঘন ঘন ঢোঁক গিলল রেডিওম্যান। বলল, 'না, স্যর। তুষারঝড়ের পাশাপাশি ম্যাগনেটিক স্টর্ম হচ্ছে উপরে। যতভাবে সম্ভব চেষ্টা করে দেখেছি আমি, লাভ হয়নি।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন গরডন। সাহায্য পাবার আশা নেই, এভাবে আর বসে থাকাও চলে না। আধঘণ্টা আগে এই রেডিওম্যানই এসে রিপোর্ট দিয়েছিল, ইউ.কিউ.সি.-তে রাশানদের একটা কমিউনিকেশন ইন্টারসেপ্ট করেছে সে। বলা বাহুল্য, ওটা একটা আন-সিকিউর্ড চ্যানেল। সেই ইন্টারসেপশন থেকে জানা গেছে, ড্রাকনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওমেগা স্টেশন


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ধ্বংস করে দেবার জন্য। কীভাবে করা হবে, তাও জানা গেছে। ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জ ফাটাবে ওরা, স্টেশনটাকে তলিয়ে দেবে পানিতে। তারমানে ভিতরে আটকা পড়া নৌ-সদস্য এবং নিরীহ সিভিলিয়ানরা সবাই মরতে বসেছে।

খবরটা পাওয়ামাত্র নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজে পেরিস্কোপ ডেপথে উঠে এসেছেন ক্যাপ্টেন। কমিউনিকেশন অ্যান্টেনা তুলে সাহায্য চাইবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু হা হতোস্মি, সারফেসের তীব্র ঝড় বন্ধ করে দিয়েছে যোগাযোগের সমস্ত উপায়। কেউ সাহায্য করতে আসছে না তাঁদেরকে। ওমেগার ভাগ্য নির্ভর করছে নিরস্ত্র এই রিসার্চ সাবমেরিনের উপর।

ড. লার্স মিকেলসেন এগিয়ে এলেন ক্যাপ্টেনের দিকে। ইভ্যাকুয়েট হওয়া সিভিলিয়ানদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন এই সুইডিশ ওশনোগ্রাফার। বললেন, 'ওখানে যারা আটকা পড়েছে, তারা আমাদের সহকর্মী এবং বন্ধু, ক্যাপ্টেন! পরিবারের সদস্য বললেও ভুল হয় না। ওদের জন্য কিছু একটা করা উচিত আমাদের, তাতে যতই ঝুঁকি থাকুক না কেন! আমার মনে হয় না কেউ তাতে আপত্তি করবে।'

আশপাশের সবার মুখভঙ্গি জরিপ করলেন ক্যাপ্টেন গরডন। যার যার স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ক্রু-রা, সবার চেহারায় দৃঢ়সংকল্পের ছাপ। কারও মধ্যে কোনও দ্বিধা নেই। কাঁধ ঝাঁকিয়ে পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ডে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। নির্দেশ দেবার আগে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগলেন, আবেগের বশে ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না তো? সন্দেহ নেই, ড. শ্যারন বেকেটের প্রতি দুর্বলতা আছে তাঁর, সে নিখোঁজ হওয়ায় উদ্বেগে আক্রান্ত হয়েছেন, উতলা হয়ে উঠেছেন মেয়েটাকে উদ্ধার করবার জন্য। কিন্তু তা করতে গিয়ে পুরো জাহাজ আর ক্রু-দের জীবন বিপন্ন করা কি উচিত হবে?

জানেন... সবাই উতলা হয়ে আছে কিছু একটা করবার জন্য,


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
কিন্তু সিদ্ধান্ত তো দেবেন তিনি! যে-পদক্ষেপই নেয়া হোক, সেটার সম্পূর্ণ দায় ক্যাপ্টেনের একার। আলাস্কার উপকূলে পৌঁছুবার চেষ্টা করতে পারেন তাঁরা, কিংবা ওমেগায় গিয়ে চেষ্টা করতে পারেন বন্দিদের উদ্ধার করবার। কথা হলো, ড্রাকনের মত একটা আধুনিক সুসজ্জিত সাবমেরিনের বিরুদ্ধে কী করতে পারবে ছোট্ট পোলার সেন্টিনেল। অস্ত্র বলতে তো রয়েছে কেবল গতি, লুকানোর ক্ষমতা আর যুদ্ধকৌশল! এ-নিয়ে কি মুখোমুখি হওয়া যাবে একটা রাশান হান্টার-কিলার সাবমেরিনের?

নিজের সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত যুদ্ধ করলেন ক্যাপ্টেন, শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন হাল। বুঝতে পারছেন, যত যুক্তিই খাটান, বন্দি মানুষগুলোকে ফেলে যেতে সায় পাবেন না বিবেক থেকে। সঙ্গীদের কেউ তা চাইছেও না। কী আর করা, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

রেডিওম্যানের দিকে ফিরে নির্দেশ দিলেন, 'যাও, এখুনি একটা *স্লট* বয়া ভাসাও। এমনভাবে ওটাকে সেট করবে, যাতে অনবরত ন্যাভস্যাটের মাধ্যমে আমাদের সাহায্যের আবেদন ট্রান্সমিট করতে থাকে। আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।'

'আই, আই, স্যর!' স্যালিউট ঠুকে চলে গেল রেডিওম্যান।

ড. মিকেলসেনের দিকে চোখাচোখি হলো ক্যাপ্টেনের, তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে নিলেন। ডাইভিং অফিসারের উদ্দেশে বললেন, 'পঁচাশি ফুট গভীরতায় নিয়ে চলো আমাদেরকে। ত্রিশ ডিগ্রি ডাউন অ্যাঙ্গেল।'

কৌতূহল নিয়ে সবাই তাকাল তাঁর দিকে। কোথায় যেতে চাইছেন ক্যাপ্টেন? তাঁর পরের নির্দেশে জবাব পাওয়া গেল এ-প্রশ্নের।

'আর হ্যাঁ... আল্ট্রা-কোয়ায়েট মোডে নিয়ে যাও


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সেন্টিনেলকে। নিঃশব্দে এগোতে চাই আমি।'

সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটল সবার মুখে। একটাই কারণ হতে পারে এত সাবধানে এগোবার। ওমেগায় যাচ্ছে ওরা।

যৌথ প্রচেষ্টায় ওমেগা স্টেশনের পার্শ্ববর্তী পলিনিয়ায় ধীরে ধীরে ড্রাকনকে তুলে আনছে সাবমেরিনের হেলমস্‌ম্যান আর প্লেইনস্‌ম্যান, পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ তদারক করছে ক্যাপ্টেন আন্তন রুশকিন। ডাইভিং অফিসার ক্যাপ্টেন-লেফটেন্যান্ট গ্রিগোর কারপভ তার স্টেশন থেকে মনিটর করছে ডেপথ গজ, একটু পর পর জানিয়ে চলেছে গভীরতা।

'পঞ্চাশ ফুট!'

কারপভের কণ্ঠে অস্থিরতা লক্ষ করে ঘাড় ফেরাল রুশকিন, ভুরু কুঁচকে তাকাল তার দিকে। এক বছর হলো তার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড হিসেবে কাজ করছে কারপভ, দু'জনেই পরস্পরের মনের কথা পড়তে পারে। তাই ডাইভিং অফিসারের চেহারা দেখে প্রশ্নটা বুঝতে পারল সে—সত্যিই কি রিয়ার অ্যাডমিরালের নির্দেশ পালন করতে চলেছে ওরা?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুশকিন। বিবেকের দংশন যে অনুভব করছে না, তা নয়; কিন্তু আদেশ আদেশই। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীতে অবাধ্য হবার কোনও সুযোগ নেই, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তা ছাড়া... রিয়ার অ্যাডমিরালের যুক্তিও বুঝতে পারছে সে। দুই বন্দি পালিয়ে যাবার পর ওমেগা স্টেশন একটা ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের মিশনের জন্য। এ-ব্যাপারে কঠিন সিদ্ধান্ত না নিয়ে উপায় নেই।

'অল ভেন্টস্‌ শাট!' গলা চড়িয়ে রিপোর্ট দিল চিফ অভ দ্য ওয়াচ। 'রেডি টু সারফেস!'

'সারফেস!' মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন রুশকিন।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

সুইচ অন করা হলো, জ্যান্ত হয়ে উঠল সাবমেরিনের সবগুলো পাম্প। মৃদু গুঞ্জন তুলে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক থেকে পানি বের করে দিতে থাকল ওগুলো, সে-জায়গা দখল করল বাতাস। মসৃণ গতিতে পলিনিয়ার বুকে তিমির মত শরীর জাগাল ড্রাকন। সমস্ত স্টেশন থেকে রিপোর্ট এল, কোথাও কোনও সমস্যা নেই।

'হ্যাচ খুলে দাও,' নির্দেশ দিল রুশকিন।

নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করল কারপভ, তারপর এগিয়ে এল ক্যাপ্টেনের দিকে। 'শোর টিম তৈরি আছে,' কাষ্ঠ গলায় বলল সে। থমথম করছে চেহারা। টানাপড়েন অনুভব করছে মনের ভিতর। 'আপনার অর্ডার, ক্যাপ্টেন?'

ঘড়ি দেখল রুশকিন। বলল, 'বন্দিরা ঠিকমত আটক আছে কি না চেক করবে ওরা। ডাবল-চেক করবে ইনসেণ্ডিয়ারি ডিভাইসগুলোও। তারপর স্টেশন থেকে আমাদের সব লোক এখানে ফিরে আসবে। পনেরো মিনিটের ভিতর এসব শেষ হওয়া চাই। সবাই এসে গেলে ডাইভ দেবে ড্রাকন।'

মাথা ঝাঁকাল কারপভ, দৃষ্টিতে শূন্যতা।

'নিরাপদ গভীরতায় পৌঁছুনোর পর ডিটোনেট করে দেবে ইনসেণ্ডিয়ারি ডিভাইস,' শেষ নির্দেশ দিল রুশকিন। 'ড্রিফট স্টেশনের কোনও চিহ্ন যেন না থাকে। ক্লিয়ার?'

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে আইস রিজের উপর উঠে এল অ্যাবি। ক্ষণিক বিরতি নিল উপরে পৌঁছে। ব্যথায় দপদপ করছে শরীর। প্রায় খাড়া একটা দেয়াল বাওয়া সহজ কাজ নয়... বিশেষ করে উপযুক্ত ইকুইপমেণ্ট ছাড়া। ধারালো বরফের খোঁচায় বিমানের ইমার্জেন্সি লকার থেকে পাওয়া দস্তানা দুটো ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে গেছে, ছড়ে গেছে আঙুল, হাতের তালুও। ঝরবার আগেই জমে গেছে রক্ত। ঠাণ্ডা বাতাস কামড় বসাচ্ছে হাতের উন্মুক্ত চামড়ায়।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

অ্যাবির পাশে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে পাওয়েল আর জিম—ওরাও হাঁপাচ্ছে। পাওয়েলের অবস্থা বেশি খারাপ, লোবোকে পিঠে বেঁধে উপরে উঠেছে সে। ধাতস্থ হতে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করল ওরা, তারপর সঙ্গীদেরকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে দাঁড় করাল জিম। যত বেশি সময় বসে থাকবে এখানে, ততই আড়ষ্ট হয়ে যাবে শরীর। পরে আর নড়তে-চড়তে পারবে না।

রিজের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল তিনজনে, এসকর্টের মত লোবো রয়েছে সামনে। অ্যাবি জানতে চাইল, 'আর কতদূর?'

কবজিতে বাঁধা ঘড়ি চোখের সামনে তুলল জিম, ওটায় একটা বিল্ট-ইন কম্পাস আছে। আঙুল তুলে ইশারা করল সামনে। বলল, 'ওইদিকে... একশো গজের মত যেতে হবে।'

জিমের নির্দেশ করা দিকটার দিকে তাকাতেই দমে গেল অ্যাবি। পুরোটাই এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু-নিচু বরফে ভরা। এখানে-সেখানে হাঁ করে আছে অসংখ্য পাহাড়ি ফাটল। পার হতে জান খারাপ হয়ে যাবে। এক ঘণ্টা ব্যয় করে এই পাহাড়ে উঠে এসেছে ওরা, এর তলাতেই রয়েছে ভূ-গর্ভস্থ আইস স্টেশন, পাহাড়ের গায়ে পাওয়া যাবে ভেন্টিলেশনের শাফট। শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য কঠিন একটা রাস্তা বেছে নিয়েছিল... তাতে সর্বনাশ হয়ে গেছে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে এখন দেহ। সামনে পা ফেলতেই ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই।

টলতে টলতে এগোল ওরা। চারপাশে বাতাসের গর্জন, যেন পাথুরে সৈকতে আছড়ে পড়ছে সাগরের উদ্দাম ঢেউ। সেই সঙ্গে উড়ছে তুষার, জমছে তিন অভিযাত্রীর শরীরে আর পায়ের তলায়। পাওয়েলের পিছনে রইল অ্যাবি, বিশালদেহী লোকটার দেহটা বর্মের মত রক্ষা করছে ওকে। কোথায় যাচ্ছে সেদিকে নজর রইল না ওর, দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখল পাওয়েলের পিঠে, সেইসঙ্গে তাল মিলিয়ে ফেলছে কদমের পর কদম।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

হঠাৎ দুলে উঠল পাওয়েল, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল খিস্তি। পাতলা বরফের উপর পা পড়েছে তার, ছোট একটা গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল হাঁটু পর্যন্ত। ভিতরে পড়ে যাবার আগেই একপাশে ডাইভ দিল সে। অল্পের জন্য রক্ষা পেল ভয়ানক দুর্ঘটনা থেকে।

'আপনি ঠিক আছেন?' তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেল অ্যাবি। 'কোথাও লাগেনি তো?'

'ইটস্ ওকে,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল পাওয়েল। 'তবে আরও সাবধানে পা ফেলতে হবে এখন থেকে।'

'বসে থাকবেন না,' সামনে থেকে তাড়া লাগাল জিম। 'জমে বরফ হবার আগেই শাফটে ঢুকতে হবে আমাদের।'

উঠে দাঁড়িয়ে শরীরের তুষার ঝাড়ল পাওয়েল। 'তোমার ওই হতচ্ছাড়া শাফট আর কতদূরে?'

'বেশি না। পৌঁছে গেছি প্রায়।'

কথা না বাড়িয়ে জিমকে অনুসরণ করল পাওয়েল আর অ্যাবি। ওদের চারপাশে ছোটাছুটি করতে করতে এগোল লোবোও। জানোয়ারটার মধ্যেই কেবল ক্লান্তির কোনও ছাপ নেই।

নীরবে আরও পাঁচ মিনিট এগোনোর পর পাহাড়ের অন্যপ্রান্তে পৌঁছে গেল ওরা। ওখান থেকে আবারও খাড়া হয়ে নেমে গেছে বরফের প্রাচীর, মিশেছে সাগরের হিমশীতল পানিতে।

'দ্বীপের আউটার এজ এটা,' ঘোষণা করার সুরে বলল জিম।

একটু এগিয়ে নীচে উঁকি দিল অ্যাবি, সঙ্গে সঙ্গে চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। সাগর-সমতল থেকে অন্তত একশো ফুট উপরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

'ধ্যাত্তেরি!' সখেদে বলল পাওয়েল। 'বেড়াতে আসিনি আমরা। ভেন্টিলেশন শাফট দেখাও।'

'ওই তো!' হাত উঁচু করল জিম।

ক্লিফের কিনার থেকে দশ গজ দূরত্বে উঁচু হয়ে আছে একটা



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
বরফের ঢিবি, সেটার গায়ে কালো একটা গর্ত। প্রাকৃতিক নয়, মানুষের তৈরি—চারকোনা। লোহার গ্রিল লাগানো আছে মুখে, তবে সেটা এ-মুহূর্তে আধ-খোলা হয়ে ঝুলছে কবজার সঙ্গে।

নিশ্চয়ই মেরু-ভালুকের কাজ, আন্দাজ করল অ্যাবি, গ্রিল খুলে সুড়ঙ্গের ভিতরে আশ্রয় খুঁজেছে। এখনও ভিতরে বসে নেই তো?

জিমকে চিন্তিত মনে হলো না। এগিয়ে গিয়ে মুখটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল সে। বলল, 'সাবধানে এগোতে হবে আমাদেরকে। শাফটটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঢালু। সেফটির জন্য কোমরে দড়ি বেঁধে নিলে ভাল হয়। আলোও দরকার হবে।'

কোমরের বেল্টে ঝোলানো ফ্ল্যাশলাইট খুলে নিল অ্যাবি, তুলে দিল এনসাইনের হাতে। ওটা অন্ করে ভিতরে আলো ফেলল সে।

'হুম,' বলল জিম। 'প্রথম দশ গজ সোজা গেছে শাফট। তারপর মোড় নিয়েছে ডানে। ঠিক আমাদের স্নো-হাউজের এন্ট্রান্সের মত।'

এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল অ্যাবি। সনাতন ইনুইট আর্কিটেকচারের বৈশিষ্ট্য ওটা—ঈগলুর এন্ট্রান্সে একটা বা দুটো বাঁক রাখতে হয়। এর ফলে ঠাণ্ডা বাতাস সরাসরি ঢুকতে পারে না মূল বাসস্থানে।

'দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' পিছন থেকে অস্থির গলায় বলল পাওয়েল। 'ঢোকো ভিতরে!'

সোজা হলো অ্যাবি, আর সঙ্গে সঙ্গে সরসর করে খাড়া হয়ে গেল ওর ঘাড়ের লোম। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে—বিপদ! বিপদ!! ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল ও।

'কী হয়েছে?' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল পাওয়েল।

জবাব দিল না অ্যাবি, চোখের কোণে ধরা পড়েছে নড়াচড়া।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
তাকাল ওদিকে। উঁচু আরেকটা বরফের ঢিবি দেখতে পেল, ওটার আড়াল থেকে কী যেন বেরিয়ে আসছে। সাদা রঙের বিশাল দেহ, মাথাটা বুলেটের আকৃতি, দুই হাতে তীক্ষ্ণ নখর। শরীরের অর্ধেকটা বের করে থামল প্রাণীটা, নাক কুঁচকে গন্ধ শুঁকল, তারপরেই মাথা ঘোরাল ওদের দিকে।

থমকে গেল অ্যাবি। কী ওটা? পাওয়েল আর জিমও দেখতে পেয়েছে দানবটাকে, স্থির হয়ে গেল ওরাও। জীবনে দেখেনি ওরা এমন বিকট, ভয়ঙ্কর জন্তু। মনে হচ্ছে যেন অন্য গ্রহের কিছু।

গরগর করে উঠল লোবো। শরীর টানটান হয়ে গেছে। কয়েক পা এগিয়ে চিৎকার করল অচেনা দানবটার উদ্দেশে... যেন হুমকি দিল সামনে না এগোবার জন্য।

হুমকির পরোয়া করল না দানব। বেঁকে গেল ওটার ঠোঁট, দেখা গেল ধারালো দাঁতের সারি। পায়ে পায়ে বেরুতে শুরু করল ওটা ঢিবির আড়াল থেকে।

বিপদ বোঝার জন্য ওটুকুই যথেষ্ট। আলাস্কার বুনো এলাকার মেয়ে অ্যাবি, জানে—ধারালো দাঁতঅলা কোনও জানোয়ার যদি এগিয়ে আসে তোমার দিকে, তা হলে আর কোনও কারণে নয়, খাওয়ার জন্যই আসছে!

খপ্ করে লোবোর কলার চেপে ধরল অ্যাবি, চেঁচাল, 'ভিতরে ঢুকুন সবাই! কুইক!'

দ্বিতীয়বার বলবার প্রয়োজন হলো না, শাফটের মুখের সামনে উবু হয়ে ছিল জিম, কথাটা শোনামাত্র ডাইভ দিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। লোবোকে টানতে টানতে অ্যাবিও পিছাল। কিন্তু কয়েক পা যেতেই শরীর মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল লোবো, এগিয়ে গিয়ে আবারও হাঁক ছাড়ল শত্রুর উদ্দেশে।

'না! লোবো! না-আ!' চিৎকার করল অ্যাবি।

'যেতে দিন ওকে!' বলল পাওয়েল। অ্যাবিকে ঠেলা-ধাক্কা


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
দিয়ে সুড়ঙ্গে ঢোকাল সে। নিজেও ঢুকল পিছু পিছু।

'লোবো!' আবারও ডাকল অ্যাবি। 'চলে আয়।'

'সামনে এগোন!' ধমক দিয়ে উঠল পাওয়েল। 'এখানে বসে থাকলে সবাই মরব।'

ধাক্কা দিয়ে অ্যাবিকে ক্রল করতে বাধ্য করল সে। কয়েক গজ এগোতেই অন্ধকার হয়ে গেল সুড়ঙ্গ। খোলা মুখটায় উদয় হয়েছে একটা বিশাল দেহ, আলো ঢুকতে পারছে না।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল পাওয়েল। 'ওটা পিছু নিয়েছে আমাদের!'

মোড়ের কাছে পৌঁছে একটু থামল অ্যাবি। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল পিছনে। হ্যাঁ, সত্যিই আসছে দানবটা। শরীর পিছলে দ্রুতবেগে এগোচ্ছে ঢালু সুড়ঙ্গ ধরে। ওটার কয়েক ফুট সামনে রয়েছে লোবো, পাগলের মত ছুট লাগিয়ে পৌঁছুতে চাইছে মনিবের কাছে।

'মুভ!' চাপা গলায় বলে উঠল পাওয়েল। 'থামবেন না!'

চোয়াল শক্ত করল অ্যাবি। পারকার পকেট হাতড়ে বের করে আনল ফ্লেয়ার গান। পাওয়েলকে বলল, 'নিচু হোন।'

তর্কে না গিয়ে সুড়ঙ্গের মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল পাওয়েল। লোবোর শরীরের উপর দিয়ে নিশানা স্থির করল অ্যাবি। তারপর টিপে দিল ট্রিগার। বিকট শব্দ করে ছুটে গেল সিগনাল ফ্লেয়ারের শেল, দানবটার নাকের ডগায় আঘাত হানল... এবং বিস্ফোরিত হলো।

উজ্জ্বল আলোর বন্যা বয়ে গেল সুড়ঙ্গের ভিতরে। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল দানব, চোখ ঝলসে গেছে, দেখতে পাচ্ছে না কিছু। উন্মত্তের মত থাবা দিল মেঝে আর দেয়ালে, তাতেও দৃষ্টি পরিষ্কার না হওয়ায় ঘাবড়ে গেল। পিছাতে শুরু করল হামাগুড়ি দিয়ে, সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অ্যাবি। পাওয়েলকে মাড়িয়ে ওর পাশে এসে থামল লোবো। ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে, চেটে দিল গাল। মাথা তুলে ফ্যাল ফ্যাল করে পিছনে তাকাল পাওয়েল। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ওটা?'

হাসল অ্যাবি। 'পালিয়ে গেছে। শিকার হিসেবে আমাদেরকে পছন্দ হয়নি।'

'মত পাল্টানোর আগেই কেটে পড়া দরকার,' চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো পাওয়েল। 'চলুন এগোই। বাই দ্য ওয়ে, আবারও খেল্ দেখালেন আপনি। আমাকে দেখছি আপনার ফ্যান বানিয়ে ছাড়বেন!'

'ধ্যাৎ! কী যে বলেন না!' বিব্রত সুরে বলল অ্যাবি। ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে জিম অনেকটা এগিয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিতে শুরু করল।

একটু পরেই বেশ ঢালু হয়ে গেল শাফট। ক্রল করবার আর প্রয়োজন হলো না, পিছলে নামতে শুরু করল ওরা। হাত-পা ঠেকিয়ে বরং পিছলানোর গতি কমাতে হলো, নইলে কোথায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে বলা যায় না, আহত হতে পারে।

অন্ধকার শাফট ধরে এ-যেন পাতাল অভিমুখে যাত্রা। সামনে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে জিমের ফ্ল্যাশলাইটের আভা, এ ছাড়া সবকিছু আঁধারে ঢাকা। সময়জ্ঞান রইল না অ্যাবির, মনে হলো অনন্তকাল ধরে নামছে ওরা। তারপর হঠাৎ একসময় স্থির হয়ে গেল ফ্ল্যাশলাইটের আলো। প্রতিধ্বনি করে উঠল জিমের কণ্ঠ।

'পৌঁছে গেছি আমি। আপনারা সাবধানে নামুন। শাফটের মুখ থেকে গুহার মেঝে পাঁচ ফুট নীচে।'

শাফটের গায়ে বুট ঠেকিয়ে ব্রেক কষার চেষ্টা করল অ্যাবি। খুব একটা লাভ হলো না। দড়াম করে গুহার মেঝেতে আছড়ে পড়ল ও। ওর গায়ের উপর পড়ল লোবো আর পাওয়েল।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

তিনজনেই ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

তাড়াতাড়ি একটা গড়ান দিয়ে সরে গেল পাওয়েল। লোবোও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ব্যথাটা সয়ে এলে আস্তে আস্তে উঠে বসল অ্যাবি। তাকাল চারপাশে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে বড় একটা টানেল। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে! দু'পাশ-ই মিশেছে জমাট অন্ধকারে।

দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জিম। স্প্রে-পেইন্টে আঁকা একটা সবুজ ত্রিভুজ স্পর্শ করল আঙুল দিয়ে, কপালে ফুটে উঠেছে চিন্তার রেখা।

'কোনও সমস্যা?' উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল অ্যাবি। 'ভুল জায়গায় এসেছি?'

'না,' মাথা নাড়ল জিম। 'এই টানেল আমি চিনি। কিন্তু...'

কথা শেষ করল না সে। ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল মেঝের দিকে। মনে হলো গ্যালনখানেক লাল পেইন্ট ঢেলে দিয়েছে কেউ ওখানে। কাছে গিয়ে গন্ধ শুঁকল লোবো, পরক্ষণে গরগর করে উঠল।

চমকে উঠল অ্যাবি। পেইন্ট নয়, এ তো রক্ত! তাজা রক্ত!!

নিচু স্বরে ভাগ্যকে গালমন্দ করল পাওয়েল। 'ড্রিফট স্টেশন ছেড়ে বেরুনোই উচিত হয়নি আমাদের।'

কেউ প্রতিবাদ করল না এ কথার।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

# দশ

ওমেগা ড্রিফট স্টেশন থেকে একশো গজ দূরে উপুড় হয়ে আছে মাস্টার সার্জেন্ট হিউবার্ট রডহ্যাম। গায়ে পোলার হোয়াইট স্টর্ম সুট, শরীর ডুবিয়ে রেখেছে পুরু তুষারের ভিতর, দূর থেকে তার উপস্থিতি টের পাবার কোনও উপায় নেই। চোখে একটা ইনফ্রারেড বিনকিউলার লাগিয়ে রিসার্চ স্টেশনের উপর নজর রাখছে সে। হঠাৎ পলিনিয়ার পানি ভেদ করে রাশান সাবমেরিনটাকে ভেসে উঠতে দেখল।

কানে একটা জেনারেল ডাইনামিক অ্যাকুস্টিক ইয়ারপিস পরে আছে রডহ্যাম, গলায় টেপ দিয়ে লাগানো আছে সাব-ভোকাল মাইক্রোফোন। এ-দু'টোর সাহায্যে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সে। সাবমেরিন ভেসে ওঠার খবর জানিয়ে দিল জায়গামত। প্রত্যুত্তরে পাহারা চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো তাকে, নিষেধ করা হলো অ্যাকশনে যেতে। শুরু থেকেই এ-নির্দেশ পেয়ে আসছে সে ও তার পার্টনার। দু'জনেই কয়েক গজ তফাতে আত্মগোপন করে আছে বরফ-প্রান্তরে।

সিকি মাইল দূরে, একটা পাহাড়ি ঢালের আড়ালে খাড়া করা হয়েছে দুটো সাদা রঙের তাঁবু, সেখানে রয়েছে ডেল্টা ফোর্সের অ্যাডভান্স টিমের অবশিষ্ট চারজন কমাণ্ডো। ছয় সদস্যের দলটাকে ষোলো ঘণ্টা আগে এয়ার-ড্রপ করা হয়েছে বরফ-দ্বীপের বুকে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

মূল দলটাও পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে। দলনেতার নাম মেজর অ্যারন উইলসন, কোডনেম ডেল্টা ওয়ান—অ্যাসল্ট টিম নিয়ে চার মাইল দূরে, র‍্যালি পয়েন্ট আলফায় অপেক্ষা করছে সে। সঙ্গে আছে আর্কটিক ক্যামোফ্লাজে ঢাকা তিনটে হেলিকপ্টার, আদেশ পেলেই ছুটে আসবে হামলা চালাতে।

অস্থিরতা অনুভব করছে রডহ্যাম। সকালবেলা তার চোখের সামনেই প্রথমবারের মত উদয় হয়েছিল রাশান সাবমেরিনটা। স্বচক্ষে দেখেছে সে ড্রিফট স্টেশন দখল হয়ে যেতে, নিরীহ বিজ্ঞানী আর নেভির লোকজনকে বন্দি হতে... পালাবার চেষ্টা করে একজন নাবিক তো গুলি খেয়ে মারাই গেল! এরপর আবার বিমান নিয়ে পালাল দু'জন বন্দি, তাদেরকে ঠেকাবার প্রাণপণ চেষ্টা করল রাশানরা। এত কিছু ঘটে গেল, অথচ নীরব দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না রডহ্যামের। কড়া নির্দেশ রয়েছে তার উপরে—যা-ই ঘটুক, রাশানদের কাজে নাক গলানো চলবে না। চুপচাপ সবকিছু মনিটর করে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

নির্দেশটা এসেছে মিশনের অপারেশনাল কমাণ্ডারের কাছ থেকে। কোথায় সে, জানে না রডহ্যাম। শুধু শুনেছে, মিশনের মূল লক্ষ্যবস্তু... যার কোডনেম *ফুটবল*... সেটার অবস্থান আবিষ্কারের চেষ্টা করছে কমাণ্ডার। তার আগে কোনও অ্যাকশনে যাবে না ডেল্টা ফোর্স, নইলে পুরো অপারেশন ভেস্তে যেতে পারে। তাই চলছে অপেক্ষার পালা... কখন পাওয়া যাবে সবুজ সঙ্কেত, কখন আসল কাজে নামতে পারবে ওরা।

বিনকিউলারের স্কোপে চোখ রেখে সামনে তাকিয়ে রইল রডহ্যাম। পলিনিয়ায় ভেসে রয়েছে রাশান সাবমেরিন, কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ হয়নি ওটার। ছোট একটা শোর টিমকে নামতে দেখল জাহাজ থেকে। কয়েকজন চলে গেল রিসার্চ স্টেশনে, বাকিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল প্রান্তরের বিভিন্ন জায়গায়, হাঁটু গেড়ে কী


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

যেন পরীক্ষা করছে। নিশ্চয়ই ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জগুলো—সকালে বরফ খুঁড়ে ওগুলো বসাতে দেখেছে রডহ্যাম।

পনেরো মিনিটের মধ্যে শোর টিমকে সাবমেরিনে ফিরতে দেখল সে। সংখ্যা বেড়েছে ওদের। বিনকিউলারে ভাল করে দেখল লোকগুলোকে। সবার পরনে সাদা পারকা... রাশান ইউনিফর্ম। যদ্দূর বোঝা যাচ্ছে, রিসার্চ স্টেশনের টিমটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তা হলে বন্দিদেরকে পাহারা দিচ্ছে কে?

কী ঘটতে চলেছে, তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না অভিজ্ঞ সার্জেন্টের। তাড়াতাড়ি ট্রান্সমিটারের বাটন চাপল সে।

'ডেল্টা ওয়ান, রেসপণ্ড!'

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল মেজর উইলসনের গলা। 'গো অ্যাহেড, ডেল্টা ফোর!'

'স্যর, আমার বিশ্বাস, রাশানরা রিসার্চ স্টেশন থেকে চলে যাচ্ছে। বন্দিদেরকে সঙ্গে নেয়নি। ওদেরকে ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জ চেক করতে দেখেছি আমি...'

'বুঝতে পেরেছি, ডেল্টা ফোর। নতুন আদেশ এসেছে আমাদের জন্য।'

স্নায়ু টানটান হয়ে গেল রডহ্যামের।

'গো-কোড দিয়েছেন কন্ট্রোলার। তোমার লোকজনকে তৈরি হতে বলো অ্যাকশনের জন্য।'

'রজার দ্যাট, ডেল্টা ওয়ান।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে লুকানোর জায়গা থেকে শরীর তুলল রডহ্যাম।

এবার শুরু হবে আসল যুদ্ধ।

সাগরের পানি চিরে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে ইউ.এস.এস. পোলার সেন্টিনেল। কন্ট্রোল ব্রিজে পাথরের মত চেহারা নিয়ে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন গরডন। বিরাজ করছে থমথমে নীরবতা। কেউ কোনও কথা বলছে না। মিশনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছে সবাই... বুঝতে পারছে ঝুঁকির পরিমাণও। যে-কাজ করতে চলেছে ওরা, তা এক কথায় পাগলামি। ক্যাপ্টেন গরডন জানেন, সফল হলেও হয়তো বা পদচ্যুত করা হবে তাঁকে এত বড় ঝুঁকি নেবার কারণে। কিন্তু পরোয়া করছেন না তিনি। ভাল-মন্দের বিচার করতে জানেন গরডন... জানেন, কখনও কখনও আদেশ পালনের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় মানবিক দায়িত্ব। তারপরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়—কী করতে চলেছেন তিনি? কী বলা যায় এটাকে— বীরত্ব, নাকি স্রেফ গাধামি?

ইতিমধ্যে কয়েকবারই উল্টো ঘুরবার নির্দেশ দিয়ে ফেলছিলেন তিনি, আলাস্কার দিকে রওনা হতে চাইছিলেন... কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলেছেন নিজেকে। দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলাচলে অনবরত কাঁপছে হৃদয়—এমন পরিস্থিতিতে আর কোনও ক্যাপ্টেন কি পড়েছে অতীতে? নিজের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন তিনি, মনে হচ্ছে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা নেই তাঁর।

কিন্তু তিনি সরে দাঁড়ালে দায়িত্ব নেবে কে?

'ক্যাপ্টেন!' চিফ অভ দ্য ওয়াচের ফিসফিসে ডাক শুনে ধ্যানভঙ্গ হলো ক্যাপ্টেনের। সাইলেন্ট মোডে এগোচ্ছে পোলার সেন্টিনেল, তারপরেও জোরে কথা বলবার সাহস পাচ্ছে না কেউ। কাছাকাছি আছে প্রতিপক্ষের সাবমেরিন, সোনারে ওরা মানুষের কণ্ঠ শুনে ফেলতে পারে।

ভুরু নাচালেন গরডন।

'পজিশন কনফার্মড্।' জানাল চিফ অভ দ্য ওয়াচ। 'ড্রাকন অলরেডি ওমেগার পাশে ভাসছে।'

তার স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। মনিটরে দেখলেন ওমেগার সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব। আরও পাঁচ নটিক্যাল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
মাইল। জিজ্ঞেস করলেন, 'কতক্ষণ আগে সারফেস করেছে ওরা?'

'বলা মুশকিল, স্যর,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল চিফ। এতক্ষণ ড্রাকনকে ট্র্যাক করতে পারেনি সে। সাইলেন্ট মোড বজায় রাখবার জন্য বন্ধ রাখতে হয়েছে অ্যাকটিভ সোনার, নইলে সেন্টিনেলের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে যেত। কাছাকাছি পৌঁছুনোয় এতক্ষণে লোকেট করা গেছে ড্রাকনকে, কিন্তু কখন ওটা ভেসে উঠেছে, জানার উপায় নেই।

কপালে ভাঁজ পড়ল ক্যাপ্টেন গরডনের। তাঁদের কাজ কঠিন হয়ে গেল। রাশানদের আগে যদি পৌঁছুনো যেত ওমেগায়, তা হলে একটা আশা ছিল। কিন্তু এতক্ষণে ইভ্যাকুয়েশন শুরু করে দিয়েছে ওরা। ইউ.কিউ.সি. কমিউনিকেশনে শোনা কথাগুলো যদি ঠিক থাকে, তা হলে ধরে নিতে হয়, পানিতে ডুব দিয়েই ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জগুলো ফাটিয়ে দেবে ড্রাকনের ক্যাপ্টেন। হাতে একেবারেই সময় নেই।

ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়াল সেন্টিনেলের ডাইভিং অফিসার লেফটেন্যান্ট মিচাম। বলল, 'স্যর, প্রপোজড্ সিনারিও-টা নিয়ে হিসেব সেরে ফেলেছি আমি। কয়েক ধরনের অপশন আছে আমাদের হাতে।'

'ওখানে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে, সেটা আগে বলো,' অস্থির গলায় বললেন গরডন।

'তিন মিনিটের মধ্যে সেন্টিনেলকে পজিশনে পৌঁছে দিতে পারব আমি, কিন্তু নিরাপদে ভেসে ওঠার জন্য আরও দু'মিনিট চাই।'

'পাঁচ মিনিট?' হতাশ গলায় বললেন গরডন। 'এ তো অনেক সময়!'

সাবমেরিনের স্পিড চেক করলেন তিনি। বিয়াল্লিশ নট। সাইলেন্ট মোডে একটা ডুবোজাহাজের জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় বলা


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
যেতে পারে, তবে সেটা সম্ভব হচ্ছে জাহাজটা পোলার সেন্টিনেল বলে। এরচেয়েও জোরে ছোটা যায়, কিন্তু সাহস করছেন না তিনি। প্রপেলার বা পানির আলোড়ন শুনতে পাবে ড্রাকন... আর তার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু।

ভাল করে সবকিছু ভেবে দেখলেন ক্যাপ্টেন। জায়গামত পৌঁছুতে হবে তাঁদেরকে, ভেসে উঠতে হবে, তারপর চালাতে হবে রেসকিউ অপারেশন। সবশেষে দিতে হবে পিঠটান। নাহ্, মিরাকল না ঘটলে এত সময় পাবার প্রশ্নই ওঠে না। কাঁধ ঝুলে পড়ল তাঁর। রাশানদের আগে যদি পৌঁছুনো যেত, তা হলেও একটা সুযোগ ছিল; কিন্তু এখন...

ডাইভিং অফিসারের থমথমে চেহারার দিকে তাকালেন গরডন, সে-ও বুঝতে পারছে বাস্তবতা। সবাই বুঝতে পারছে। এরপরেও এই অভিযানে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা। বড় করে শ্বাস নিলেন ক্যাপ্টেন, জাহাজের মুখ ঘোরাবার নির্দেশ দেবেন। চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু লাভ হয়নি। রাশানরা প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েছে তাঁদেরকে।

কিন্তু মুখ খুলতে গিয়েই থমকে গেলেন তিনি। মানসচোখে ভেসে উঠল শ্যারনের চেহারা... ওর হাসিমাখা মুখ। বুকের ভিতর শূন্যতা অনুভব করলেন। গলা খাঁকারি দিলেন তিনি। তাকালেন চিফ অভ দ্য ওয়াচের দিকে।

'চিফ, রাশানদেরকে একটু দেরি করিয়ে দিতে হবে আমাদের।'

'কীভাবে দেরি করাব, স্যর?' বোকা বোকা কণ্ঠে জানতে চাইল চিফ।

'অ্যাকটিভ সোনারে একটা পিং সিগনাল পাঠাও... খোঁচা দাও ওদেরকে।'

'স্যর?' হতভম্ব গলায় বলল চিফ অভ দ্য ওয়াচ।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

ব্যাখ্যা করলেন গরডন, 'ড্রাকনকে আমি জানিয়ে দিতে চাই, আশপাশের পানিতে ওরাই একমাত্র সাবমেরিন নয়। বুঝুক, ওদের উপর নজর রাখছি আমরা। ওরা ভাবছে অনেক আগে চলে গেছি আমরা, ওদের কুকর্মের কোনও সাক্ষী থাকছে না... কিন্তু পিং করার সঙ্গে সঙ্গে তটস্থ হয়ে উঠবে ক্যাপ্টেন, চার্জ ফাটানোর সাহস পাবে না। কী করবে না করবে, সেটা জেনে নিতে চাইবে ওদের কমাণ্ডারের কাছ থেকে। তাতে সময় লাগবে... আর ওই সময়টাই দরকার আমাদের।'

'কিন্তু আমাদের উপস্থিতি টের পাবার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যাবে ওরা,' প্রতিবাদের সুরে বলল মিচাম, 'হামলাও করে বসতে পারে। আমরা রেসকিউ অপারেশন চালার কীভাবে?'

'চিন্তা কোরো না,' বললেন গরডন। 'সেন্টিনেলকে উত্তর মেরুতে পাঠানোই হয়েছে স্পিড আর স্টেলথ্ ক্যাপাবিলিটির পরীক্ষা দেবার জন্য। সেটাই করতে চলেছি আমি।'

আশ্বস্ত হলো না মিচাম। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আপনিই ভাল বোঝেন, স্যর।'

চিফ অভ দ্য ওয়াচের দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন। 'একটা পিং... তারপর আবার ডেড সাইলেন্ট, ঠিক আছে?'

'আই আই, স্যর!' বলে সোনার ইকুইপমেন্ট অন্ করতে শুরু করল চিফ।

'পিং করার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঘুরিয়ে নেবে,' মিচামকে নির্দেশ দিলেন গরডন। 'আমি চাই না ওরা আমাদের পজিশন লক করতে পারুক। দ্রুত এবং নিঃশব্দে চলাফেরা করব আমরা...'

'ঠিক ভূতের মত,' একটু হাসল এবার মিচাম। 'বুঝতে পেরেছি, স্যর।' নিজের স্টেশনে চলে গেল সে।

হঠাৎ একজন সোনার টেকনিশিয়ান লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল,



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পাস্তিভ সোনার মনিটর করছিল সে। উত্তেজিত গলায় বলল, 'স্যর! ভেন্টিঙের আওয়াজ পাচ্ছি আমি... ড্রাকন থেকে আসছে!'

পরিবেশ-পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে গাল বকে উঠলেন ক্যাপ্টেন। রাশান সাবমেরিনটা ডাইভ দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে—ব্যালাস্ট থেকে বাতাস বের করে দিয়ে ভরতে শুরু করেছে পানি। তারমানে ইভ্যাকুয়েশন শেষ... বড্ড দেরি করে ফেলেছেন তাঁরা।

নিজের আসন থেকে ক্যাপ্টেনের দিকে ঘাড় ফেরাল চিফ অভ দ্য ওয়াচ। নীরবে জানতে চাইল, পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করবে, নাকি থামবে?

দাঁতে দাঁত পিষলেন গরডন। 'চিফ, ঘণ্টা বাজাও ওদের দরজায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা বোতাম চাপল চিফ। ব্যস, হয়ে গেল কাজ। সেন্টিনেলের সোনার ট্রান্সমিটার থেকে মৃদু একটা শব্দতরঙ্গ ছুটে গেল ড্রাকনের দিকে।

ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর তাকে ফেরাবার উপায় নেই। নিজেদের উপস্থিতি ফাঁস করে দিয়েছেন গরডন। মাথা ঘুরিয়ে ইশারা করলেন মিচামকে। সঙ্গে সঙ্গে নাক ঘোরাতে শুরু করল সেন্টিনেল, সরে আসছে পুরনো কোর্স থেকে। সিগনালের উৎপত্তিস্থলে ডুবোজাহাজটাকে আর খুঁজে পাবে না ড্রাকন।

কয়েক মুহূর্ত কাটল রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায়। তারপরেই রিপোর্ট দিল সোনার টেকনিশিয়ান, 'ভেন্টিং থেমে গেছে, স্যর।'

মাথা ঝোঁকালেন ক্যাপ্টেন গরডন, তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

'স্যর!' ঝট্ করে তাঁর দিকে মাথা ঘোরাল আরেক সোনার টেকনিশিয়ান, মাথায় হেডফোন পরে আছে সে। 'আরেকটা কন্ট্যাক্ট পাচ্ছি আমি! হাইড্রোফোনে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে!'

'কী!' চমকে উঠলেন গরডন। ত্রস্ত পায়ে এগোলেন লোকটার


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

দিকে। 'কোত্থেকে আসছে?'

একটা আঙুল উঁচু করল টেকনিশিয়ান। 'ঠিক আমাদের মাথার উপর থেকে, স্যর।'

হেডফোনের জন্য হাত বাড়ালেন গরডন, ওটা খুলে দিল টেকনিশিয়ান। একটা ইয়ারপিস কানে ঠেকালেন তিনি, মনোযোগ দিয়ে শুনলেন শব্দটা। মনে হলো ড্রাম বাজছে... একটা নয়, অনেকগুলো। ধীরে ধীরে দ্রুততর হচ্ছে তাল। সোনারের উপর ট্রেইনিং আছে ক্যাপ্টেনের, আওয়াজটা কীসের, তা বুঝতে কষ্ট হলো না।

'রোটর ওয়াশ!' ফিসফিসিয়ে বললেন তিনি।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল টেকনিশিয়ান। 'ঠিক ধরেছেন, স্যর। দুটো হেলিকপ্টার উদয় হয়েছে আকাশে।'

ঠিক ওই সময়ে, ড্রাকনের ব্রিজে ক্যাপ্টেন রুশকিনও তার সোনার ক্রু-র কাছ থেকে একই রিপোর্ট পাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে অচেনা একটা পিং সিগনাল রিসিভ করেছে তারা—নিখুঁত এবং ইচ্ছাকৃত। নিঃসন্দেহে আরেকটা জলযান আছে পানির তলায়। আর এখন... আকাশে হাজির হয়েছে একজোড়া বিপদ।

উপর-নীচে শত্রু... মাঝখানে ফাঁদে পড়ে গেছে ড্রাকন।

দুশ্চিন্তা অনুভব করছে রুশকিন। নীচের সাবমেরিনটা যেহেতু পিং করতে পেরেছে তাদেরকে, তার অর্থ ওরা ওয়েপন্স লক-ও করে ফেলেছে। সম্ভবত একটা টর্পেডো তাক করে রাখা হয়েছে ড্রাকনের দিকে। এখনও ওটার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না পানিতে, তারমানে খোঁচাটা দেয়া হয়েছে ওয়ার্নিং হিসেবে। কিছু করতে গেলেই টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দেয়া হবে তাদেরকে।

কী করবে ভেবে পাচ্ছে না রুশকিন। কোণঠাসা অবস্থা তার। পলিনিয়ার ভিতরে নড়াচড়ার জায়গা নেই। হামলা শুরু হলে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
হাঁড়িতে আটকা পড়া মাছের দশা হবে ড্রাকনের। সাবমেরিনকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে পুরু বরফ, ফলে ঠিকমত সোনার সুইপ চালানো সম্ভব নয়। ভাসমান অবস্থাতেও ওরা প্রায়-অন্ধ। ঝড়ের কারণে দৃষ্টিসীমা সংকুচিত হয়ে আছে।

ডাইভিং অফিসারের কাঁধের উপর দিয়ে রেইডার স্ক্রিনের দিকে তাকাল রুশকিন। সমস্ত রিডিং এলোমেলো করে দিচ্ছে তুষারঝড় আর মেরু-এলাকার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স। দু-দুটো হেলিকপ্টার ছুটে আসছে সাবমেরিনকে লক্ষ্য করে, কিন্তু ওগুলোর উপরে লক্ষ্যস্থির করবার কোনও উপায় নেই।

'রিজলাইন ধরে আসছে ওরা,' বলে উঠল কারপভ। 'অনেক নীচ দিয়ে।'

'মিসাইল লঞ্চ ডিটেক্ট করছি আমি, ক্যাপ্টেন!' সোনার টেকনিশিয়ান চেঁচিয়ে উঠল।

শাপ-শাপান্ত করে উঠল রুশকিন। এক্সটেরিয়র ক্যামেরার মনিটরগুলো প্রায় অচল—প্রেশার রিজের আবছা অবয়ব ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ওতে, বাকি দুনিয়া সাদা।

'এরিয়াল কাউন্টার-মেযার!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল সে। 'শ্যাফ ওড়াও!'

শাঁই শাঁই করে আকাশে উড়ল শ্যাফ, বিস্ফোরিত হয়ে ধাতুকণার একটা মেঘ তৈরি করবে—মিসাইলের জন্য তৈরি করে দেবে কৃত্রিম একটা টার্গেট, সাবমেরিনে আর আঘাত হানবে না ওটা। কিন্তু এ-পদ্ধতিটা শতভাগ কার্যকর নয়।

ভাসমান অবস্থার চাইতে নাজুক আর কোনও অবস্থা হতে পারে না সাবমেরিনের জন্য। রুশকিন বুঝতে পারছে, এরচেয়ে সাগরের মেঝেতে পড়ে থাকা অনেক ভাল। গোল্লায় যাক নীচের সাবমেরিন। মিসাইল-সজ্জিত দুটো অ্যাটাক হেলিকপ্টারের চেয়ে নিঃসঙ্গ আরেকটা ডুবোজাহাজকে মোকাবেলা করাই বুদ্ধিমানের


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

কাজ।

'ফ্লাড নেগেটিভ!' নতুন নির্দেশ দিল সে। 'ইমার্জেন্সি ডাইভের সঙ্কেত বাজাও!'

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাকনের অভ্যন্তর গমগম করে উঠল ডাইভ-অ্যালার্মের বিকট আওয়াজে। ব্যালাস্টে ঢুকতে থাকা পানির প্রবাহ কাঁপিয়ে দিল পুরো খোল।

ফায়ার-কন্ট্রোল স্টেশনের ক্রু-র দিকে তাকাল রুশকিন। 'যতক্ষণ না পুরোপুরি ডুব দিচ্ছি, শ্যাফ ওড়াতে থাকো।' এরপর ফিরল ওয়েপন্স অফিসারের দিকে। 'নীচে কে অপেক্ষা করছে, জানতে চাই আমি। পলিনিয়া ক্লিয়ার হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ফায়ার ওপেন করতে পারি ওদের উপর।'

'ইয়েস, স্যর!' চেঁচিয়ে জবাব দিল ওয়েপন্স অফিসার।

ভিডিও মনিটরে চোখ ফেরাল রুশকিন। শঙ্কিত হয়ে উঠল। শ্যাফ কাজ করছে না, আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওটার তৈরি মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তীব্র বাতাস। নাঙ্গা করে দিচ্ছে সাবমেরিনকে।

ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক ভরে যেতেই ভারী পাথরের মত নামতে শুরু করল ড্রাকন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মনিটরে একটা আলোড়ন লক্ষ করল রুশকিন। উড়ন্ত তুষারের পর্দা ভেদ করে কালচে একটা আকৃতি ছুটে আসছে তাদের দিকে।

একটা সাইডওয়াইণ্ডার মিসাইল!

দম আটকে এল রুশকিনের। পরক্ষণে ফেনায়িত পানি ঢেকে ফেলল ক্যামেরাকে, হারিয়ে গেল বাইরের দৃশ্য। সেকেণ্ডের ব্যবধানে ঘটল বিস্ফোরণ।

কানে তালা লেগে গেল বিকট আওয়াজে। ড্রাকনের দেহ এমনভাবে ঝাঁকি খেলো, যেন অতিকায় একটা স্লেজহ্যামার দিয়ে আঘাত করা হয়েছে খোলে। মেঝেতে ছিটকে পড়ল রুশকিন সেই



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ঝাঁকিতে, একই সঙ্গে কাত হয়ে গেল সাবমেরিন। ক্যামেরাটা আবার উঠে এল পানির উপরে। মনিটরে ভেসে উঠল পলিনিয়ার একটা অংশ, কিনারটা গায়েব হয়ে গেছে... সেখানে বিশাল একটা গর্ত। ধোঁয়া উঠছে ওখান থেকে।

ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারল না রুশকিন—মিসাইল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে... অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে ড্রাকন। শেষ মুহূর্তে সামান্য মেঘ তৈরি করতে পেরেছিল শ্যাফ, সেটাই ঘুরিয়ে দিয়েছে ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথ।

তবে প্রচণ্ড শকওয়েভের ধাক্কায় একপাশে সরে গেছে সাবমেরিন, দড়াম করে বাড়ি খেলো পলিনিয়ার অক্ষত কিনারায়। ডুবতে না পেরে ভেসে উঠল আবার, তবে বেশি সময়ের জন্য নয়। পরিপূর্ণ ব্যালাস্টের ওজনে ডুবতে শুরু করল দ্রুত।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াতেই দ্বিতীয় একটা মনিটরের উপর চোখ পড়ল রুশকিনের। এই ক্যামেরাটা পানির তলায় ডুবে গেছে, কিন্তু একটু কোনাকুনিভাবে ফোকাস হয়ে আছে উপরদিকে। ইমেজ স্থির নয়, পানির আলোড়নে কাঁপছে, তারপরও স্বচ্ছ সাগরজল ভেদ করে বোঝা যাচ্ছে ওপাশের দৃশ্য।

মনিটরে পোলার ক্যামোফ্লাজ পরা একজন সৈনিককে দেখতে পেল সে, ছুটে আসছে পলিনিয়ার কিনারে। কাঁধে লম্বা একটা টিউব... তাক করে রেখেছে ক্যামেরার দিকে। অস্ত্রটা চিনতে পেরে চমকে উঠল রাশান ক্যাপ্টেন—রকেট লঞ্চার! ওটার মুখে ঝলসে উঠল আগুনের গোলা।

'রেডি ফর ইম্প্যাক্ট!' চেঁচিয়ে উঠল রুশকিন।

তার চিৎকার মিলিয়ে যাওয়ার আগেই রকেটের আঘাতে কেঁপে উঠল ড্রাকন। এবার আর মিস করেনি প্রতিপক্ষ। সাবমেরিনের আফটে আঘাত হানল আর্মার-পিয়ার্সিং রকেট, খোল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

ফুটো করে ভিতরে ঢুকে বিস্ফোরিত হলো।

তারস্বরে বেজে উঠল অ্যালার্ম, পানি ঢুকতে শুরু করেছে খোলের ভিতরে। খোলা দরজা দিয়ে পাক খেয়ে ব্রিজে ঢুকল কালো ধোঁয়া। খক খক করে কাশতে লাগল সবাই।

ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক টইটম্বুর, এ-অবস্থায় স্টার্ন সেকশন পানিতে ভরে যেতেই পানির উপরে উঠে গেল ড্রাকনের নাক, কোনাকুনি একটা ভঙ্গিতে ডুবতে শুরু করল। প্লেইনস্‌ম্যান যুঝছে সাবমেরিনকে লেভেলে আনার জন্য, তার উদ্দেশে কারপভকে চেঁচাতে শুনল রুশকিন। ধাতব শব্দ ভেসে এল পিছন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সবগুলো ওয়াটারটাইট হ্যাচ, স্টার্ন সেকশনকে আলাদা করে ফেলছে ডুবোজাহাজের বাকি অংশ থেকে, নইলে পানি ঢুকে পড়বে খোলের সবখানে।

ভিডিও মনিটরের দিকে আবার তাকাল রুশকিন। বাইরের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরা উঠে গেছে পানির উপরে। রকেট-লঞ্চারঅলা লোকটাকে খুঁজল... ওই তো, পলিনিয়ার পাড় ধরে দৌড়াচ্ছে সে, ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছে সাবমেরিনের কাছ থেকে। কিন্তু কেন?

জবাবটা পাওয়া গেল কয়েক সেকেণ্ড পর, যখন উড়ন্ত তুষারের মাঝ থেকে বেরিয়ে এল দুটো হেলিকপ্টার—সিকোরস্কি সি-হক আর সিকোরস্কি এইচ-নাইন্টি টু হেলিবাস। সি-হকটা ছুটে এল পলিয়ানার দিকে, আর ড্রিফট স্টেশনের দিকে গেল হেলিবাসটা। ক্যামেরায় হেলিবাসের দরজা খুলে যেতে দেখল রুশকিন, পরমুহূর্তে র‍্যাপলিং করে ওটা থেকে নেমে এল একদল সশস্ত্র লোক। ওদের পরিচয় আঁচ করতে কষ্ট হলো না—ইউ.এস. ডেল্টা ফোর্স... রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ এদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাকে।

রোটরের তীব্র আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল রাশান



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ক্যাপ্টেন। সি-হকটা চলে এসেছে পলিনিয়ার উপরে, চক্কর দিতে শুরু করেছে ড্রাকনকে ঘিরে—ঠিক যেভাবে অসহায় শিকারকে ঘিরে চক্কর দেয় হাঙর। হতাশায় মাথা দোলাল রুশকিন। কিচ্ছু করার নেই, ঘায়েল হয়েছে ড্রাকন, প্রায় খাড়া হয়ে ডুবে যেতে বসেছে সাগরে, কোনও উপায় নেই ডুবোজাহাজটাকে বাঁচাবার... লড়াই করা তো অনেক পরের কথা। এখন শুধু প্রতিপক্ষের কাছে দয়া ভিক্ষা চাওয়া যেতে পারে, বন্দি হবার পর যেন মানবিক আচরণ করা হয় রাশানদের প্রতি।

জাহাজ ত্যাগ করবার আদেশ দেবার জন্য মুখ খুলল রুশকিন, আর তখুনি ক্যামেরার সামনে দিয়ে উড়ে গেল সি-হক। মনিটরের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল সে, কপ্টারটার আণ্ডারক্যারিজে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করেছে—কী যেন ঝুলছে ওটার তলায়। হতবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর চেনা গেল ওগুলো।

ড্রাম... ধূসর রঙের অনেকগুলো ড্রাম বাঁধা সি-হকের পেটের তলায়। শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল রুশকিনের, ও-জিনিস খুব ভাল করে চেনে সে। যে-কোনও সাবমেরিনারই চেনে।

ডেপথ চার্জ... ডুবোজাহাজের যম!

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ড্রামগুলোকে খসে পড়তে দেখল রুশকিন। একে একে ওগুলো আছড়ে পড়তে শুরু করল ডুবন্ত সাবমেরিনের চারপাশে... একটু পরেই ঘটবে বিস্ফোরণ।

বুঝে গেল রাশান ক্যাপ্টেন—দয়া ভিক্ষা করে লাভ হবে না। দয়া দেখাতে আসেনি ওরা।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

# এগারো

পোলার সেন্টিনেলের সাইক্লপস্ চেম্বারে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন গরডন, স্বচ্ছ দেয়াল ভেদ করে তাকিয়ে আছেন বাইরের সাগরের দিকে। লড়াই শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেছে সেন্টিনেল, ইঞ্জিন বন্ধ করে ভাসছে নিঃশব্দে।

মিসাইল ছোঁড়ার আওয়াজ পেয়েই ডিপ ডাইভের নির্দেশ দিয়েছিলেন গরডন, ধারণা করেছিলেন সেন্টিনেলের উপর হামলা করা হয়েছে। খানিক পর সোনার চিফ যখন রাশান ডুবোজাহাজের উপর রকেট আঘাতের খবর শোনাল, বোঝা গেল ভুল করেননি তিনি। আধ মাইল দূর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন তাঁরা, শুনেছেন ড্রাকনের খোলে কলকল করে পানি ঢোকার আওয়াজ।

কে এই হামলা চালিয়েছে, তাও আন্দাজ করতে পারছেন ক্যাপ্টেন। ডেল্টা ফোর্স... অ্যাডমিরাল হেনরি বেকেটের শেষ মেসেজে ওদের কথা বলা হয়েছিল।

তারপরেও নিজেদের উপস্থিতি প্রকাশ করবার আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইছেন গরডন। মন খুঁত খুঁত করছে তাঁর। হামলার টাইমিং বড্ড নিখুঁত। তুষারঝড়ের মাঝখানে ডেল্টা ফোর্সের কমাণ্ডোরা পৌঁছুল কীভাবে? হেলিকপ্টারগুলোর আওয়াজও শোনা যায়নি কেন এর আগে? হতে পারে অনেক উপর দিয়ে উড়ে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
এসেছে, হামলা চালানোর সময় নীচে নামায় হাইড্রোফোন ধরতে পেরেছে রোটরের আওয়াজ... কিন্তু পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছেন না গরডন।

এ-ধরনের অসঙ্গতি পছন্দ নয় তাঁর। সন্দেহপ্রবণ মানুষ তিনি, তবে একজন সাবমেরিন কমাণ্ডারের জন্য সেটা কোনও দোষ নয়। পানির তলায় অজানা বিপদ টের পাবার জন্য সার্বক্ষণিক সন্দেহবাতিক বরং একটা ভাল গুণ।

প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজছেন ক্যাপ্টেন, আর খুঁজছেন সাইক্লপস্ চেম্বারে দাঁড়িয়ে। ওখান থেকে স্বচক্ষে দেখছেন লড়াই। প্রথমে সেণ্টিনেলের এক্সটারনাল ক্যামেরার সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এত দূরের দৃশ্য জুম করতে পারছিল না ক্যামেরা। তাই উদ্ভাবনী শক্তি খাটিয়েছেন গরডন। একজোড়া দূরবীন নিয়ে চলে এসেছেন সাইক্লপস্ চেম্বারে। স্বচ্ছ দেয়াল ভেদ করে দূরবীনের সাহায্যে দেখছেন কী ঘটে না ঘটে।

আধ-মাইল দূরে, পলিনিয়ার পানিতে ডুবে যাচ্ছে ড্রাকন, নাক উঠে গেছে পানির উপরে। স্বচ্ছ পানির মধ্যে অনেকদূর পর্যন্ত পৌঁছুচ্ছে সারফেসের আলোর আভা, তাতে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে রাশান ডুবোজাহাজটার অবয়ব। ষাট ডিগ্রি হেলে রয়েছে টিউবের মত আকৃতিটা... খাড়াই বলা চলে।

চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন গরডন; জানেন, লড়াইয়ে হার হয়েছে রাশানদের। ড্রাকনকে ভাসিয়ে রাখার আর কোনও উপায় নেই। জাহাজ ত্যাগের আদেশ দেবে রাশান ক্যাপ্টেন যে-কোনও মুহূর্তে। হঠাৎ সাবমেরিনটার পাশের পানিতে আলোড়ন উঠল, সেখানে দেখা গেল চোখ ঝলসানো আলো। তার পরেই ভেসে এল চাপা গুমগুম আওয়াজ—যেন বজ্রপাত হলো। ঝনঝন করে কেঁপে উঠল সেণ্টিনেলের কাঠামো।

ক্ষণিকের জন্য অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন আলোর


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ঝলকানিতে, দৃষ্টি স্বাভাবিক হতেই ড্রাকনকে পুরো খাড়া হয়ে যেতে দেখলেন—খোলের গায়ে ধরেছে অসংখ্য ফাটল! চারদিকে ভাসছে অসংখ্য বরফখণ্ড।

'ক্যাপ্টেন!' জ্যান্ত হয়ে উঠল ইন্টারকমের স্পিকার। উত্তেজিত গলায় চেঁচাচ্ছে লেফটেন্যান্ট মিচাম। 'ডেপথ চার্জ ডিটেক্ট করছি আমরা!'

ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিলেন গরডন। 'এখান থেকে সরিয়ে নাও আমাদেরকে! এক্ষুণি!!'

কথা শেষ করেই সাইক্লপস্ চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। ছুটতে শুরু করলেন ব্রিজের দিকে।

হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, স্থির হয়ে বসে আছেন রিচার্ড ম্যানিটক। চারপাশে সবাই চেঁচামেচি করছে, কিন্তু তিনি নির্বাক, চেহারায় ফুটে উঠেছে অদ্ভুত এক প্রশান্তি। বিস্ফোরণের আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠল পুরো ব্যারাক, শান্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকালেন বৃদ্ধ ইনুইট। নেভির লোকজন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, আসবাবপত্রের কোনায় ঘষাঘষি করে ছেঁড়ার চেষ্টা করছে হাত-পায়ের বাঁধন। কিন্তু তিনি একবিন্দু নড়লেন না।

অ্যাবি আর পাওয়েল পালিয়ে যাওয়ার পর প্লাস্টিকের স্ট্র্যাপ দিয়ে বন্দিদের হাত-পা বেঁধে রেখে গেছে রাশানরা। ব্যারাকের ভিতরে সশস্ত্র প্রহরাও বসানো হয়েছিল, কিন্তু খানিক আগে সরিয়ে নেয়া হয়েছে সেই প্রহরা। হাবভাবে মনে হয়েছে, চলে যাচ্ছে দখলদার বাহিনী।

কিন্তু কেন? যা খুঁজছিল, তা কি পেয়ে গেছে ওরা? বন্দিদের এভাবে ফেলে গেল কেন? কী অপেক্ষা করছে ওঁদের ভাগ্যে? জবাবটা আন্দাজ করতে পারছেন রিচার্ড। ভি-ক্লাস ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জগুলোর কথা শুনেছেন তিনি; বুঝে গেছেন, ওদেরকে মরার


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
জন্য ফেলে গেছে রাশানরা। বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে ফাটতে শুরু করেছে এক্সপ্লোসিভগুলো... মৃত্যু এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

তাই আর অস্থির হচ্ছেন না রিচার্ড। শান্তভাবে মেনে নিচ্ছেন ভাগ্যকে। অ্যাবি পালিয়ে যেতে পেরেছে, এটাই তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

'সবাই শান্ত হোন!' হঠাৎ গমগম করে উঠল লেঃ কমাণ্ডার রাইটের গলা। প্রাথমিক আতঙ্ক কেটে গিয়ে স্বভাবসুলভ নেতৃত্ববোধ ফিরে পেয়েছে সে। 'এভাবে পাগলামি করলে রক্ষা পাব না কেউ। ভাল করে খুঁজে দেখুন, ধারালো কিছু পাওয়া যায় কি না। ঘষাঘষি করে প্লাস্টিকের স্ট্র্যাপ ছেঁড়া যাবে না।'

কাজ হলো তার ভাষণে। কিছুটা সুশৃঙ্খলভাবে ব্যারাকের ভিতরে তল্লাশি চালাতে শুরু করল সবাই।

রিচার্ড তাতে যোগ দিলেন না। শুধু শরীর ঘষটে ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে বসলেন। মরবার আগে শরীরটা একটু গরম করে নিতে পারলে ক্ষতি কী!

খাড়া একটা প্রেশার রিজের আড়ালে কাভার নিয়েছে মাস্টার সার্জেন্ট রডহ্যাম, রকেট-লঞ্চারটা ফেলে রেখেছে তুষারের উপর—ওটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কান ব্যথা করেছে ডেপথ চার্জ বিস্ফোরণের অবিরাম আওয়াজে। রিজলাইনের পিছনে কাভার নেবার পরেও সোলার প্লেক্সাসে ঘুসির মত লাগছে বিস্ফোরণের শকওয়েভ।

পলিনিয়ার পানিতে একের পর এক ড্রাম পড়তে দেখছে সে, দশ ফুটে সেট করা হয়েছে ডিটোনেশন, ওই গভীরতায় পৌঁছেই সশব্দে ফাটছে ওগুলো। ছিটকে উঠছে পানি আর বরফ, পুরো দ্বীপটাই যেন মাতাল হয়ে উঠেছে রডহ্যামের শরীরের নীচে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

ছোট্ট পলিনিয়াটা এখন স্রেফ এক নরক। জলাশয়ের কিনারা হয়ে গেছে ক্ষত-বিক্ষত, ইতস্তত জ্বলছে আগুন। বিস্ফোরণের আঁচে ফুটছে পানি, টগবগ করছে, তার মাঝে খাবি খাচ্ছে রাশান সাবমেরিন। পুরোপুরি খাড়া হয়ে গেছে ওটা, ভিতরে আটকা পড়া বাতাস বয়ার মত ভাসিয়ে রাখছে কাঠামোকে, তবে বেশি সময়ের জন্য নয়। প্রতি মুহূর্তে ভাঙা খোল ভরে উঠছে সাগরের পানিতে, ওজনের টানে আস্তে আস্তে তলাচ্ছে ডুবোজাহাজটা।

পানিতে দুটো দেহ ভেসে উঠতে দেখল রডহ্যাম, পরনে কমলা রঙের ফ্লোট সুট। জাহাজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে দুই নাবিক। সাঁতার কেটে পাড়ে পৌঁছুতে চাইল তারা, কিন্তু পারল না। দুই নাবিকের ঠিক পিছনে আছড়ে পড়ল একটা ডেপথ চার্জ, কয়েক সেকেণ্ড পরেই বিস্ফোরিত হলো। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মানুষদুটো, পানি আর বরফের সঙ্গে ছিটকে গেল তাদের দেহের একেকটা অংশ।

আজ কাউকে পালাতে দেয়া হবে না।

একটু দূরে, সি-হককে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে হেলিবাস। কমাণ্ডোদের নামিয়ে দিয়ে পলিনিয়ার কাছে চলে এসেছে ওটা, সি-হককে সাপোর্ট দেবার জন্য। ডেল্টা ওয়ানকে দেখতে পাচ্ছে না রডহ্যাম, তবে কমিউনিকেশন লিঙ্কে ভেসে আসছে তার গলা, রিসার্চ স্টেশনের দখল নেবার জন্য দলকে সংগঠিত করছে সে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে পলিনিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে রডহ্যাম। সামরিক হামলার অপূর্ব প্রদর্শনী চলছে ওখানে—বরফ, আগুন, পানি আর ধোঁয়া মিলে যেন সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব এক সুর-লহরীর। প্রতিটা বিস্ফোরণের ধাক্কা অনুভব করছে শরীরের অস্থিমজ্জায়, ভাবতে ভাল লাগছে সে নিজেও এই অভিযানের একজন সদস্য।

কিন্তু হঠাৎ তার মুগ্ধতার ইতি ঘটল সাবমেরিনটা ঝাঁকি খেয়ে ওঠায়। ওটার নাকের তলায় দেখা গেল ধোঁয়া আর আগুনের



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
কুণ্ডলী... তার মাঝ থেকে বেরিয়ে এল মৃত্যুদূত!

ব্রিজের একটা চেয়ার ধরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে রুশকিন, বাকি ক্রু-রাও যে যা পারে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, চেষ্টা করছে দায়িত্ব পালন করে যাবার। কিন্তু দেয়ালের লিখন পড়তে পারছে রাশান নাবিকরা সবাই। মৃত্যু ঘটেছে ড্রাকনের—ধ্বংস হয়ে গেছে বেশিরভাগ কম্পার্টমেন্ট, খোলের বেশিরভাগটাই পানির দখলে, বন্ধ হয়ে গেছে ইঞ্জিন। ধোঁয়ায় ভরে গেছে ব্রিজ, এর মাঝে শ্বাস নেয়াই কষ্টকর... কিছু দেখা যাচ্ছে না, ভাবনা-চিন্তা করা যাচ্ছে না। ক্রমাগত বিস্ফোরণের আওয়াজে প্রায়-বধির হয়ে গেছে ওরা। ইমার্জেন্সি এয়ার-ব্রিদিং মাস্ক পরেছে সবাই, কিন্তু সামান্য এসব সেফটি ডিভাইস বাঁচাতে পারবে না কাউকে। শুধু দিতে পারবে সামান্য একটু সময়—মরণকামড় দেবার জন্য এই সময়টুকুই দরকার রুশকিনের।

'ডিজিটাল শর্টওয়েভে মেসেজ রিলে করে দিয়েছি আমি!' কমিউনিকেশন স্টেশন থেকে চেঁচিয়ে উঠল রেডিওম্যান। মুখ-হাতের অনেকখানি পুড়ে গেছে তার আগুন নেভাতে গিয়ে, কিন্তু তারপরেও অটলভাবে পালন করছে দায়িত্ব, নিজেদের দুর্দশার খবর পাঠিয়ে দিয়েছে গ্রেণ্ডেল বেইসে।

ওয়েপন্স অফিসারের দিকে তাকাল রুশকিন, জবাবে মৃদু মাথা ঝোঁকাতে দেখল তাকে। এখনও সচল রয়েছে তাদের ওয়েপন্স সিস্টেম, লোকটা মাথা ঝুঁকিয়ে বোঝাল—জটিল একটা ফায়ার কন্ট্রোল সলিউশন এবং টার্গেট ফিক্স সম্পন্ন করেছে সে। ঠোঁটের কোনা ঈষৎ বেঁকে গেল রুশকিনের—ভাগ্য হয়তো বদলাবে না, কিন্তু একটা দাঁতভাঙা জবাব তো দেয়া যাবে আগ্রাসী শত্রুকে।

পানির তলায় পুরোদস্তুর যুদ্ধ করবার প্রস্তুতি নিয়ে উত্তর মেরুতে এসেছিল ড্রাকন। লং রেঞ্জ টর্পেডো আর


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
অ্যান্টি-সাবমেরিন মিসাইল রয়েছে তাদের সঙ্গে। এ-ছাড়া রয়েছে শর্ট রেঞ্জের একজোড়া *ইউজিএসটি* রকেট টর্পেডো—রাশান নৌবাহিনীর লেটেস্ট ক্ষেপণাস্ত্র। সাবমেরিনের নাকের তলায় বিশেষ দুটো টিউবে বসানো আছে ওগুলো। তবে সাবমেরিন নয়, এ-মুহূর্তে হেলিকপ্টারের উদ্দেশে ওই টর্পেডো ছুঁড়তে চলেছে রুশকিন।

টার্গেট লক করে ফেলেছে ওয়েপন্স অফিসার, একটামাত্র শব্দ বলতে হবে রুশকিনকে। সেটাই বলল সে—তার জীবনের শেষ শব্দ।

'ফায়ার!'

ফুল স্পিডে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে আসছে পোলার সেন্টিনেল, ডেপথ চার্জের বিস্ফোরণে তাঁদেরও ক্ষয়ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কংকাশন ওয়েভে ফেটে যাচ্ছিল মাথার উপরের আইস ক্যাপ, বড় বড় চাঁই খসে পড়ছিল সাবমেরিনটার গায়ে। তবে পলায়মান অবস্থাতেও ড্রাকনকে ট্র্যাক করে চলেছেন ক্যাপ্টেন গরডন।

'ওয়েপন্স লঞ্চের আওয়াজ পাচ্ছি আমি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সেন্টিনেলের সোনার চিফ। 'টর্পেডো!'

ঝট করে তার দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন গরডন। 'টার্গেট?'

হেডফোনটা কানের উপর ভাল করে চেপে ধরল সোনার চিফ। 'পানিতে না... তারমানে টার্গেট আমরা নই।'

'তা হলে কে? কাকে লক্ষ্য করে টর্পেডো ছুঁড়ছে ওরা?'

বোকা বোকা চেহারা নিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল সোনার চিফ। 'বিশ্বাস করবেন কি না জানি না... টর্পেডোটা ছোঁড়া হয়েছে হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে!'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সাব-ভোকাল মাইক্রোফোনে চেঁচিয়ে উঠল সার্জেন্ট রডহ্যাম, সতর্ক করে দিতে চাইল সি-হককে... কিন্তু দেরি হয়ে গেছে অনেক।

তার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে লঞ্চ টিউব থেকে জ্যা-মুক্ত তীরের মত বেরিয়ে এল *ইউজিএসটি* টর্পেডো, পিছনে আগুন আর ধোঁয়ার রেখা তৈরি করে ছুটল টার্গেটের দিকে। সরবার সময় পেল না সি-হক, পলিনিয়ার উপরে স্থির হয়ে ডেপথ চার্জ ফেলছিল, সোজা ওটার পেটে আঘাত করল ক্ষেপণাস্ত্রটা। ফিউজেলাজ ভেঙে ঢুকে গেল শরীরে... তারপরেই বিস্ফোরিত হলো। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়ে গেল আকাশযানটার বেশিরভাগ অংশ; যে-টুকু অবশিষ্ট রইল, সে-টুকু পরিণত হলো জ্বলন্ত একটা অগ্নিপিণ্ডে, খসে পড়ল পলিনিয়ার বুকে। পানিতে কয়েক সেকেণ্ড ভেসে রইল ধ্বংসস্তূপ, এরপর ধীরে ধীরে সাবমেরিনের পিছু পিছু তলিয়ে গেল অতল সাগরে।

স্থবির হয়ে গিয়েছিল রডহ্যাম, আকাশে বিচ্ছিরি আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঝট্ করে মাথা তুলল। চমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। হেলিবাসের শরীর থেকেও বের হচ্ছে কালো ধোঁয়া! সি-হকের রোটরের একটা ধারালো খণ্ড গিয়ে শেলের মত আঘাত হেনেছে ওটার ফরোয়ার্ড ক্রু-কেবিনে। পাইলট মারা পড়েছে নিঃসন্দেহে, কারণ মাতালের মত দুলছে কপ্টারটা। হঠাৎ পুরোপুরি কাত হয়ে গেল, বাতাসের অবলম্বন হারিয়ে সোজা নেমে আসছে ভূমিতে... নিঃসঙ্গ যোদ্ধার মাথার উপরে!

হাঁচড়ে-পাচড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল রডহ্যাম, কিন্তু মসৃণ বরফে বারবার পিছলে গেল হাত-পা। গায়ে বাতাসের ঝাপটা লাগায় ঘাড় ফেরাল, সঙ্গে সঙ্গে হতাশায় ছেয়ে গেল অন্তর। ওর ত্রিশ ফুট উপরে এসে গেছে পতনরত হেলিবাস, সরে যাবার সময় নেই। গড়ান দিয়ে চিৎ হলো সে, নড়ল না আর, স্থির চোখে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
তাকাল নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

'ঈশ্বর!' ফিসফিস করে ডাকল রডহ্যাম।

পরমুহূর্তে হেলিবাস ক্র্যাশ করল তার গায়ের উপর।

পোলার সেন্টিনেলের ব্রিজে চুপচাপ বসে আছেন ক্যাপ্টেন গরডন, চোহারায় মেঘ—যা ঘটে গেল অল্প সময়ের ব্যবধানে, তা হজম করার চেষ্টা করছেন। এখনও সিচুয়েশন মনিটর করছে তাঁর অধস্তন ক্রু-রা, রিপোর্ট আসছে ক্ষণে ক্ষণে, কিন্তু কিছুই যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন না।

কিছুক্ষণ আগে ডুবে গেছে ড্রাকন, হারিয়ে গেছে সাগরতলের গভীর এক খাদে, ক্রাশ ডেপথ পেরিয়ে। আর কোনোদিন ফিরে আসবে না ওটা, পানির চাপে স্রেফ একটা লোহার তালে পরিণত হয়ে পড়ে থাকবে আর্কটিক মহাসাগরের তলায়।

কিন্তু একা মরেনি রাশান ডুবোজাহাজ। টর্পেডো ছুঁড়ে ধ্বংস করেছে একটা হেলিকপ্টার—ড্রাকনের পাশাপাশি ডুবেছে ওটার ধ্বংসস্তূপ; দ্বিতীয় কপ্টারটাও ক্র্যাশ করেছে প্রথমটার বিস্ফোরণের ধাক্কায়। স্বচক্ষে না দেখলেও সেন্টিনেলের অত্যাধুনিক সেন্সর-গুলোর বদৌলতে পুরো লড়াইয়ের খুঁটিনাটি জানতে পেরেছেন ক্যাপ্টেন গরডন।

এখন চারদিকে থমথমে নীরবতা। সেন্টিনেলও সাইলেন্ট মোডে টহল দিচ্ছে ড্রিফট স্টেশনের নিকটবর্তী এলাকায়।

মাথা খারাপের মত লাগছে ক্যাপ্টেনের। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, এ-অবস্থায় কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। ভেসে উঠবেন? যোগাযোগ করবেন রহস্যময় হামলাকারীদের সঙ্গে? কিন্তু ওরা যদি ডেল্টা ফোর্স না হয়? যদি দেখেন তৃতীয় আরেকটা পক্ষ ওরা, আরও বড় বিপদ দেখা দেবে না? আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলের ব্যাপারেই বা কী করবেন? এখনও


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
কি ওটা রাশানদের দখলে? নাকি ওখানেও হামলা চালানো হয়েছে?

অসংখ্য প্রশ্ন ভিড় জমাচ্ছে তাঁর মনে, কিন্তু কোনও জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না। ইতিকর্তব্য ঠিক করতে দ্বিধা করছেন সে-কারণেই।

'স্যর?' লেফটেন্যান্ট মিচামের ডাকে ধ্যানভঙ্গ হলো তাঁর। 'ভেসে ওঠার প্রস্তুতি নেব?'

যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব, কিন্তু কেন যেন মনের সায় পেলেন না গরডন। যতক্ষণ উপস্থিতি লুকিয়ে রাখা যায়, ততক্ষণই সুবিধেজনক অবস্থায় থাকবেন তাঁরা। অন্তত পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে চেহারা দেখানোর প্রশ্নই ওঠে না।

'এখনও না, লেফটেন্যান্ট,' মাথা নাড়লেন তিনি। 'এখনও না...'

প্যাসিফিক সাবমেরিন কমাণ্ড। পার্ল হারবার, হাওয়াই।

অপারেশন্স রুমের এক ফুট পুরু স্টিলের ব্লাস্ট ডোর খুলে যেতেই বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে ভিতরে প্রবেশ করলেন অ্যাডমিরাল হেনরি বেকেট। বিশাল কক্ষটায় গতরাত থেকে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে বাছাই করা কিছু মানুষ—এদের প্রত্যেকে যার যার ফিল্ডে সেরা বিশেষজ্ঞ।

কামরার মাঝখানে রয়েছে বড়-সড় একটা কনফারেন্স টেবিল—স্থানীয় কোয়া কাঠের তৈরি, গাঢ় রঙের, হাওয়াইয়ের ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিজাইনে বানানো হয়েছে; তবে এ-মুহূর্তে উপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাগজপত্র, ফোল্ডার, ম্যাপ, ল্যাপটপ কম্পিউটার, ইত্যাদির তলায় টেবিলের জৌলুস অদৃশ্য হয়ে গেছে। পিছনে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেলে টেবিলের দিকে এগোলেন অ্যাডমিরাল। ওটার চারপাশ ঘিরে বসেছে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
কমিউনিকেশন, ইন্টেলিজেন্স আর রাশা বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা, কাজ করছে। কথা বলার প্রয়োজন হলে ফিসফিস করছে, কাঙ্ক্ষিত মানুষটি ছাড়া আর কাউকে শুনতে দিচ্ছে না নিজের বক্তব্য—চরম গোপনীয়তা বোধহয় একেই বলে।

দেয়ালে ঝোলানো বিশাল একটা ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী একজন মানুষ, ম্যাপের বিভিন্ন জায়গায় জ্বলছে লাল-নীল বিন্দু। আর্কটিক এলাকার বিস্তারিত মানচিত্র ওটা, পুরো উত্তর মেরু কাভার করছে। চিন্তিত মুখে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আছে মানুষটা, শার্টের দুই হাতা গোটানো, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল।

'অ্যাডমিরাল!' বলল সে, বাড়তি কোনও সৌজন্য দেখাল না। সংক্ষেপে শুধু বলল, 'তাড়াতাড়ি আসায় ধন্যবাদ।'

কিছু মনে করলেন না অ্যাডমিরাল বেকেট। চার্লস ম্যালোরি তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বোনঝি-র জামাই। তারচেয়েও বড় পরিচয় হলো, সে এন.আর.ও., মানে ন্যাশনাল রিকনিসান্স অফিসের একজন সিনিয়র অ্যানালিস্ট—অত্যন্ত কাজের মানুষ। অযথা সৌজন্য দেখিয়ে সময় নষ্ট করতে পছন্দ করে না। তাই সরাসরি কাজের কথা পাড়লেন তিনি।

'কী ব্যাপার, চার্লি?'

আটলান্টিক সাবমেরিন কমাণ্ডের অ্যাডমিরাল ব্রনসনের সঙ্গে কনফারেন্স কল চলছিল, এ-অবস্থায় তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে ম্যালোরি। কনফারেন্স অসমাপ্ত রেখে ছুটে এসেছেন বেকেট; জানেন, জরুরি না হলে ডাকাডাকি করত না সে।

'*সোসাস*-এ অনেকগুলো বিস্ফোরণ পিকআপ করেছি আমরা,' জানাল ম্যালোরি।

'কোথায়?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। *সোসাস* হলো ওশন বেজড্ লিসেনিং সিস্টেম—সাগরের তলায়


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
বসানো অসংখ্য হাইড্রোফোনের বিশাল এক নেটওয়ার্ক।

হাতে একটা পয়েন্টার স্টিক নিয়ে ম্যাপের উপরে টোকা দিল ম্যালোরি। বলল, 'আমরা শতকরা আশি ভাগ নিশ্চিত যে, ওগুলো ওমেগা ড্রিফট স্টেশনের কো-অর্ডিনেটসে ঘটেছে।'

পাকস্থলীর ভিতরে শূন্যতা অনুভব করলেন অ্যাডমিরাল, শ্যারনের জন্য শঙ্কিত হয়ে উঠেছে মন। বড় করে শ্বাস নিয়ে তিনি বললেন, 'অ্যানালিসিস?'

'আমাদের ধারণা, ওগুলো ডেপথ চার্জ ছিল,' বলল ম্যালোরি। 'বিস্ফোরণের পর পর একটা সাবমেরিনের ডুবে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েছি আমরা, ক্রাশ ডেপথে গিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ওটার খোল। বিস্ফোরণের আগে আবছাভাবে হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজও শোনা গেছে... তবে পুরোপুরি শিয়োর নই।'

'কী মনে হয় তোমার?' ভুরু কোঁচকালেন বেকেট। 'স্ট্রাইক টিম?' www.banglabookpdf.blogspot.com

মাথা ঝাঁকাল ম্যালোরি। 'এখন পর্যন্ত পাওয়া ইনটেল সেদিকেই নির্দেশ করছে। তবে বিগ বার্ড রিকন স্যাটেলাইট যতক্ষণ না ছবি তুলতে পারছে, নিশ্চিত হবার উপায় নেই।'

'সোলার স্টর্মের আওতামুক্ত হতে স্পাই স্যাটেলাইটটার কত সময় লাগবে?'

'অন্তত আরও দু'ঘণ্টা। আমার তো মনে হয়, বুঝে-শুনেই চাল দিয়েছিল রাশানরা। ব্ল্যাকআউট ফেজের সঙ্গে সময় মিলিয়ে অভিযান চালিয়েছে, যাতে আমাদের চোখের আড়ালে ঘটাতে পারে সবকিছু।'

'স্ট্রাইক টিম কি ওদের সাবমেরিনটাই ডুবিয়ে দিয়েছে?'

'জোরালো সম্ভাবনা আছে। তবে স্ট্রাইক টিমটা যদি রাশানদের হয়ে থাকে, তা হলে ধরে নিতে হয়—পোলার সেন্টিনেলকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে।'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

বুক ধড়ফড় করে উঠল অ্যাডমিরালের। জোর গলায় বললেন, 'না, তা হতে পারে না। কাজটা ডেল্টা ফোর্সের হতে বাধ্য। আমার স্পেশাল ফোর্সের কন্ট্যাক্ট বলেছে, ডেল্টা ফোর্সকে রাশানদের হামলা শুরু হবার আগেই ডেপ্লয় করা হয়েছিল।'

তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল ম্যালোরি, চোখে বিষাদ। নিশ্চয়ই কোনও দুঃসংবাদ আছে। নিচু গলায় বলল, 'আরেকটা জিনিস দেখাব আপনাকে।'

কনফারেন্স টেবিলে জড়ো হওয়া টিমের উপর নজর বোলালেন অ্যাডমিরাল বেকেট। যা-ই আবিষ্কার করে থাকুক ম্যালোরি, ওদের সঙ্গে শেয়ার করেনি। তারমানে ব্যাপারটা সিরিয়াস... তাঁকে জরুরি সমন পাঠাবার মূল কারণ ওটাই। বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেল তাঁর।

কামরার এককোণে নিজের ডেস্কে অ্যাডমিরালকে নিয়ে গেল ম্যালোরি, অন্ করল ল্যাপটপ কম্পিউটার। স্ক্রিনে ভেসে উঠল এন.আর.ও.-র মনোগ্রাম। নাম আর পাসওয়ার্ড টাইপ করে লগ ইন করল সিস্টেমে, তারপর ওপেন করল একটা ফাইল। ল্যাপটপটা এরপর অ্যাডমিরালের দিকে ঠেলে দিল সে।

সামনে ঝুঁকলেন অ্যাডমিরাল বেকেট, পেন্টাগনের একটা মেমো দেখা যাচ্ছে পর্দায়, *টপ সিক্রেট* ছাপ্পড় মারা। মোটা হরফে শিরোনাম দেয়া আছে উপরে—*গ্রেণ্ডেল অপারেশন।*

এমনিতে এই জিনিস ম্যালোরির কাছে থাকবার কথা নয়, কিন্তু অবাক হলেন না অ্যাডমিরাল। এন.আর.ও. ভিন্ন ধারায় কাজ করে, মনিটর করে প্রশাসনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখার কর্মকাণ্ড, তার মধ্যে পেন্টাগন একটা। সিনিয়র অ্যানালিস্ট হিসেবে স্পর্শকাতর বহু তথ্য পায় ম্যালোরি।

পকেট থেকে একজোড়া রিডিং গ্লাস বের করে নাকের উপর বসালেন অ্যাডমিরাল, পড়তে শুরু করলেন তিন পাতার মেমোটা।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে রাশান আইস স্টেশনের ইতিহাস। পড়তে পড়তে শরীরে শিহরণ অনুভব করলেন তিনি। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য; কিন্তু প্রতিটা নাম, তারিখ আর ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেয়া আছে। বানোয়াট হতে পারে না। হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশনের অংশটা মনে করিয়ে দিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা—নাজি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে এভাবেই গবেষণার নামে মানুষ হত্যা করত জার্মান বিজ্ঞানীরা। আশ্চর্য... এ-কাজ রাশানরাও করেছে?

অসুস্থ বোধ করলেন অ্যাডমিরাল, কিন্তু থামলেন না, পড়ে চললেন। মেমোর শেষাংশে রয়েছে ইউএস মিলিটারির করণীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা—মিশনের উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ এবং পরিণতি বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ। পরিত্যক্ত বরফ-ঘাঁটির তলায় কী লুকিয়ে আছে, তা জানতে পারলেন তিনি... জানতে পারলেন সে-জিনিস নিয়ে কী ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা এঁটেছে তাঁদের সরকার। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল।

তাঁর কাঁধে হাত রাখল ম্যালোরি। 'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল। কিন্তু আমার মনে হলো, এ-সব আপনার জানা থাকা দরকার।'

বুকের ধড়ফড়ানি আচমকা পরিণত হলো তীব্র ব্যথায়, শ্বাস আটকে এল অ্যাডমিরাল বেকেটের। 'শ্যারন!' ফিসফিস করে ডাকলেন তিনি, তারপরেই বুক চেপে ধরে কাত হয়ে পড়ে গেলেন চেয়ার থেকে।

'অ্যাডমিরাল!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যালোরি, ছুটে এল তাঁর দিকে।

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কনফারেন্স টেবিলে জড়ো হওয়া বিশেষজ্ঞদের মাঝে। কাজ ফেলে ছুটে এল তারাও। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাম্বুলেন্স ডাকো!'

অ্যাডমিরালকে জড়িয়ে ধরল ম্যালোরি, উঁচু করে ধরল একটু। বলল, 'রিল্যাক্স, অ্যাডমিরাল। এখুনি সাহায্য আসছে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
কিচ্ছু হবে না আপনার।'

'ক্যাপ্টেন গরডন...' ফিসফিসিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল, '...ক্যাপ্টেন গরডনের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে। মস্ত বিপদ ওদের সামনে!'

ম্যালোরির চেহারায় বিষাদের ছায়াটা গাঢ় হলো আরও। মুখে কিছু বলল না, কিন্তু অ্যাডমিরাল বুঝতে পারলেন, যা চাইছেন তা সম্ভব নয়। অনেক দেরি হয়ে গেছে তাঁদের।

# বারো

আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল।

ঠাণ্ডায় শরীর কাঁপছে রানার, উবু হয়ে আছে স্টেশনের ম্যাপের উপরে—ভাঁজ খুলে মেঝেতে বিছানো হয়েছে ম্যাপটা। জায়গাটা সার্ভিস টানেল সংলগ্ন আরেকটা ছোট প্রকোষ্ঠ। ওখানেই গাদাগাদি করে বসে আছে সবাই—শ্যারন, ম্যাসন, ড. কনওয়ে ও তাঁর তিন সহকারী; সেইসঙ্গে নেভির তিন অফিসার—ফিশার, লিসা আর গ্রিন। ডেভ পার্লের মৃত্যুর পর কেটে গেছে আধ ঘণ্টা, সার্ভিস টানেল ধরে তিন নম্বর লেভেলের এই প্রকোষ্ঠে এসে আশ্রয় নিয়েছে ওরা, সামলে নিতে চাইছে সঙ্গীকে হারাবার বেদনা। এ-ছাড়া পরবর্তী পদক্ষেপও ঠিক করা হচ্ছে এখানে বসে।

এরই মধ্যে বেশ কয়েক রকম কৌশল নিয়ে আলোচনা


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
করেছে ওরা—এখানেই বসে ঘাপটি মেরে থাকা; কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া, যাতে সবাই একসঙ্গে ধরা না পড়ে; এমনকী সারফেসে গিয়ে স্নো-ক্যাট আর স্কি-ডু নিয়ে পালাবার সম্ভাবনাও বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটা কৌশলের সুবিধে-অসুবিধে বিশ্লেষণের পর একটা বিষয় প্রকট হয়ে উঠেছে—টিকে থাকতে চাইলে অস্ত্র দরকার হবে ওদের।

কাজেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, সবার আগে রাশানদের অস্ত্রাগারে পৌঁছুতে হবে। ওটার তালিকা বানাবার কাজ করেছিল লিসা, তার কাছ থেকে জানা গেছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বেশ কিছু রাশান গ্রেনেডের বাক্স, খানতিনেক জার্মান ফ্লেম-থ্রোয়ার, আর অ্যামিউনিশন-সহ অনেকগুলো রাশান রাইফেল আছে ওখানে।

'সবগুলোই কাজ করে,' বলেছে লিসা। 'গত সপ্তাহে টেস্ট ফায়ার করে দেখেছি আমরা, একটা অস্ত্রেও কোনও সমস্যা পাইনি।'

স্টেশনের লে-আউট দেখছে তাই রানা, বের করতে চাইছে ওয়েপন্স লকারে পৌঁছুনোর নিরাপদ রাস্তা। খানিক পর পর নড়েচড়ে উঠছে, কাটাতে চাইছে শীতজনিত আড়ষ্টতা—নীচের প্রকোষ্ঠ থেকে পালাবার সময় শরীর ভিজে গেছে ওর, গায়ের পোশাকও আর্কটিকের জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত নয়, হিম হয়ে যাচ্ছে অস্থিমজ্জা।

'এক মিনিটের মধ্যে ওখানে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসা যাবে,' বলল লিসা। 'কিন্তু ওখান পর্যন্ত পৌঁছুনোটাই সমস্যা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো কমাণ্ডার ফিশার। খানিক আগে রেকি করে এসেছে গ্রিন, এখানকার সার্ভিস টানেলের হ্যাচ খুলছে জেনারেটর রুম আর ব্যাটারি কম্পার্টমেন্টের মাঝখানে। কোনও পাহারা নেই ওখানটায়, কিন্তু দুঃসংবাদ হলো, ওয়েপন্স লকারটা


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
লেভেলের উল্টোপ্রান্তে; ওখানে যেতে হলে মাঝখানের খোলা কমন এরিয়া পার হতে হবে।

দু'হাতের তালু ঘষল রানা, মাথায় চিন্তার ঝড়। একটা না একটা পথ থাকতে বাধ্য... কিন্তু কী সেটা? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ম্যাপটা দেখল ও।

জেনারেটর রুমে একটা ছোট্ট সাইড ডোর আছে, ওটা গলে পাশের ইলেকট্রিকাল রুম পর্যন্ত যাওয়া যায়, কিন্তু এরপরেই লেভেলের কমন এরিয়া। সন্দেহ নেই, পাহারা থাকবে ওখানে। তাদেরকে মোকাবেলা করবার জন্য মেইন ল্যাব থেকে আনা ছুরি-কাঁচি ছাড়া কিছুই নেই ওদের কাছে। কাজটা খুবই কঠিন... অন্তত কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে সারা যাবে না মোটেই।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল রানা। মুখ তুলে তাকাল লিসার দিকে। 'জেনারেটর রুম ছাড়া আর কোনও অ্যাকসেস নেই এই লেভেলে? ওয়েপন্স লকারের কাছাকাছি?'

'আমার জানামতে... না,' মাথা নাড়ল লিসা। 'থাকলেও তার খোঁজ জানি না। এই নকশাই আমাদের সম্বল।'

মুখ খুলল ম্যাসন। 'আমি তো একটাই পথ দেখছি সেক্ষেত্রে। ডিসট্র্যাকশন সৃষ্টি করতে হবে জেনারেটর বন্ধ করে দিয়ে। সবাই যখন পাওয়ার চালু করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে, ওই সুযোগে ঝেড়ে দৌড় দিতে হবে অন্ধকারের সাহায্য নিয়ে।'

'উঁহুঁ,' দ্বিমত পোষণ করল কমাণ্ডার ফিশার। 'ধরে নিচ্ছি জেনারেটরের লোকেশন ওরা জানে। পাওয়ার অফ করবার সঙ্গে সঙ্গে উল্টো বিপদে পড়ে যাব—তিন নম্বর লেভেলে দলে দলে হাজির হয়ে যাবে রাশানরা। গর্ত থেকে মুখও আর বের করতে পারব না আমরা।'

'আরেকটা ব্যাপার আছে,' বলে উঠল শ্যারন। এতক্ষণ সবার ঠোঁট পড়ছিল ও। 'ব্যাটারি-চালিত ইমার্জেন্সি পাওয়ার সিস্টেম


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আছে এই স্টেশনে। গত দু'সপ্তাহ ধরে চার্জ হচ্ছে ব্যাটারিগুলো। আমরা যদি জেনারেটর বন্ধও করে দিই, ব্যাটারিগুলো ভিতরের সমস্ত বাতি জ্বালিয়ে রাখবে। অন্ধকার পাব না আমরা।'

সবার কথা শুনল রানা, একটু ভাবল। তারপর বলল, 'তা হলে এক কাজ করলে কেমন হয়? জেনারেটর চালু রাখলাম আমরা, কিন্তু ইলেকট্রিকাল রুম থেকে বন্ধ করে দিলাম টপ লেভেলের সার্কিট।' ম্যাপের উপর আঙুল রাখল ও। 'কমাণ্ডার ফিশারের ধারণা যদি ঠিক হয়, তা হলে দলে দলে ওরা টপ লেভেলে ছুটে যাবে... এখানে আসবে না।'

'আমার মনে হয় উনি ঠিকই বলছেন, স্যর,' ফিশারকে বলল গ্রিন। 'রাশান ফোর্সের বেশিরভাগ লোক এমনিতেই টপ লেভেলে ডিফেন্সিভ পজিশনে থাকবার কথা... তা ছাড়া আমরা সারফেসে পৌঁছুনোর চেষ্টা করতে পারি, এ-কথা ভেবেও ওখানে তটস্থ হয়ে আছে ওরা। পাওয়ার অফ হয়ে গেলে ভাববে তা-ই ঘটতে চলেছে। সবাই ছুটে যাবে আমাদের পালানো ঠেকাতে।'

'তিন নম্বর লেভেলের গার্ড-রাও যাবে?' ভুরু কোঁচকাল ফিশার। 'আমার কিন্তু মনে হয় না।'

'যা-ই করুন,' বলল শ্যারন, 'দোহাই যিশুর, তাড়াতাড়ি করুন। এখানে অনন্তকাল বসে থাকা যাবে না। আমাদের দেখতে না পেলে খুব শীঘ্রি রাশানরা সার্চ পার্টি পাঠাবে সার্ভিস টানেলে।'

'অথবা ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করবে,' তিক্ত গলায় বলল ম্যাসন। 'মনে হচ্ছে না খুব দেরি আছে তার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল কমাণ্ডার ফিশার। 'বেশ, তা হলে একটা চেষ্টা করে দেখা যাক। সবার যাওয়ার দরকার নেই, মানুষ বেশি হলে গোপনে চলাফেরা করা যাবে না। গ্রিন, লিসা... চলো আমার সঙ্গে।'

'আপনার আপত্তি না থাকলে আমিও আসছি,' বলে রানাও


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

উঠল।

'কীসের আপত্তি?' বলে হাসল ফিশার। 'অলরেডি নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে দিয়েছেন আপনি, মি. রানা। আপনার মত একজন শক্ত লোক সঙ্গে থাকলে ভালই হয়।'

'আর আমরা?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

'এখানেই অপেক্ষা করুন,' বলল ফিশার। 'আমরা যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসব...'

'এক্সকিউজ মি,' বাধা দিয়ে বলল রানা, 'জেনারেটর রুমে একজনের থাকা দরকার। আমরা যদি বিপদে পড়ি, তা হলে খবরটা বাকিদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে সে... সুযোগ পাবে ওরা এখান থেকে সরে যাওয়ার।'

'ভাল প্রস্তাব,' বলল ফিশার। 'কিন্তু কে নেবে এই দায়িত্ব? এনি ভলান্টিয়ার?'

'আমি,' সোৎসাহে হাত তুলল ম্যাসন। মনে হলো করবার মত একটা কাজ পেয়ে খুশি হয়েছে।

'তা হলে চলুন।' ম্যাপটা ভাঁজ করে শ্যারনের হাতে তুলে দিল ফিশার। আপাতত ওটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তিন নম্বর লেভেলের প্রতিটা অংশ চেনে লিসা। রওনা হবার আগে জানিয়ে দিল প্ল্যান, 'সার্কিট বন্ধ করে দেব আমরা, অপেক্ষা করব রাশানরা উপরে ছুটে যাওয়া পর্যন্ত। এরপরেও যে-সব গার্ড রয়ে যাবে নীচে, চুপিসারে হামলা চালিয়ে ঘায়েল করব ওদেরকে। তারপর ওয়েপন্স লকারে হানা দেব। ক্লিয়ার?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই।

মেঝে থেকে স্টিলের পাইপটা কুড়িয়ে নিল রানা। সোজা হতে গিয়ে লক্ষ করল, শ্যারনের চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। অভয়ের হাসি হাসল ও। বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না, এ-ধরনের সিচুয়েশন আগেও ট্যাকেল করেছি আমি।'



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'খুব সাবধান, প্লিজ!' অনুনয়ের মত শোনাল শ্যারনের কণ্ঠ।

মাথা ঝোঁকাল রানা, তারপর অনুসরণ করল সঙ্গীদেরকে। ঢুকে পড়ল প্রকোষ্ঠের সঙ্গে লাগোয়া সার্ভিস টানেলের ভিতর। সামনে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে তিন ন্যাভাল অফিসার, এরপরে ও, সবশেষে ম্যাসন। টানেলটা ষাট ফুট লম্বা, মিশেছে জেনারেটর রুমের গায়ে। খুব শীঘ্রি দূরত্বটা পেরিয়ে এল ওরা, হ্যাচ খুলে পা রাখল বাইরে।

পোড়া ডিজেল আর ধোঁয়ার গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে আছে জেনারেটর রুমের বাতাস। কামরাটা খুব গরম। বিকট আওয়াজে চলছে দুটো প্রকাণ্ড জেনারেটর, ঝাঁকি খাচ্ছে অবিরাম। হাউজিং থেকে যেন ছিটকে না যায়, সেজন্যে লোহার শেকল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে—ঝনঝন করছে ওগুলোও। কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। সন্দেহ নেই, ভিতরে বোম ফাটলেও বাইরে থেকে বুঝতে পারবে না কেউ।

আশপাশে নজর বোলাল রানা। বামদিকের দেয়াল ঘেঁষে বসানো হয়েছে ইমার্জেন্সি সিস্টেমের সবক'টা ব্যাটারি। আকারে একেকটা দেড় টনের এয়ার-কণ্ডিশনারের মত। ওগুলোকে অনুসরণ করে দৃষ্টি চলে গেল পাশের দেয়ালে, সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক চিলতে হাসি। ব্র্যাকেটের সঙ্গে ঝুলছে একটা বড়-সড় ফায়ার-অ্যাক্স। হাত থেকে পাইপটা ফেলে দিল ও। এগিয়ে গিয়ে ব্র্যাকেট থেকে খুলে নিল কুঠারটা।

'ভাল জিনিস জোগাড় করেছেন তো!' কপট ঈর্ষার সুরে বলল গ্রিন। 'ইশশ্... আমি যদি আগে দেখতে পেতাম!'

'ফাইণ্ডারস্ কিপারস্!' মুচকি হেসে বলল রানা, কাঁধের উপর রাখল কুঠারটা।

'এদিকে!' ইশারায় বলল লিসা। সাইড ডোর খুলে সবাইকে নিয়ে এল ইলেকট্রিকাল রুমে। ওখানকার সবক'টা দেয়াল ঢাকা



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পড়েছে আলমারির মত উঁচু ইলেকট্রিকাল প্যানেলের আড়ালে। কোন্‌টা লেভেল ওয়ানের কন্ট্রোল কে জানে, প্যানেলের গায়ের সমস্ত মার্কিং রুশ ভাষায় লেখা। কমবেশি বিদ্যে যতটুকু আছে, তা-ই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই, খুঁজে চলল কাঙ্ক্ষিত সার্কিটটা।

'পেয়েছি!' একটু পরে বলে উঠল গ্রিন। হটডগ আকৃতির অনেকগুলো ফিউযে ভরা একটা প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। সঙ্গীরা এগিয়ে এলে বলল, 'এগুলোই টপ লেভেলের রিলে।'

'আপনি শিয়োর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার বাবা ইলেকট্রিশিয়ান,' বলল গ্রিন। 'রুশ ভাষাও পড়তে পারি।' ইশারায় প্যানেলের তলায় বসানো একটা ছোট্ট ফলক দেখাল। গুটি গুটি অক্ষরে কী কী যেন লেখা, তার মধ্যে রুশ হরফে ১ লেখাটা চিনতে পারল রানা।

'হুম,' বলল ও। 'ঠিকই বলেছেন।'

'তা হলে আর দেরি কেন?' বলে উঠল লিসা। 'মেইন সুইচ অফ্ করে দাও, মাইকেল।'

'হ্যাণ্ডেলটা জং ধরে আটকে গেছে,' জানাল গ্রিন। 'সুইচ অফ্ করা সম্ভব না, ফিউয খুলে ফেলতে হবে।'

'তা-ই করো।'

'এক মিনিট!' বলে গ্রিনকে থামতে ইশারা করল ফিশার। চলে গেল কামরার মূল দরজার পাশে। পাল্লা সামান্য ফাঁকা করে উঁকি দিল বাইরে—লেভেলের কমন এরিয়ায়। একটু পরে হাতের চারটা আঙুল উঁচু করে দেখাল—মানে চারজন গার্ড আছে ওখানে।

দু'মিনিট পর ফিরে এল সে। 'মি. ম্যাসন,' সাংবাদিককে বলল কমাণ্ডার, 'আপনাকে আর এগোতে হবে না। জেনারেটর রুমের দরজাটা বন্ধ করে বসে থাকুন এখানে। আমি চাই না, দরজা খোলার সঙ্গে জেনারেটরের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাক


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
গার্ডেরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সাইড-ডোরের সামনে চলে গেল ম্যাসন। পাল্লা টেনে দিয়ে প্রহরীর মত অবস্থান নিল।

বাকিদের দিকে ফিরল ফিশার। 'কাউন্টডাউন করছি আমি। শূন্যতে পৌঁছুলেই ফিউয টেনে দিতে হবে, তারপর তৈরি থেকো সবাই ছুট লাগানোর জন্য। ঠিক আছে?'

সায় দিল রানা, গ্রিন আর লিসা।

বাম হাত উঁচু করল কমাণ্ডার, পাঁচ আঙুল ছড়িয়ে রেখেছে। তারপর নিঃশব্দে ভাঁজ করতে শুরু করল একটা করে আঙুল।

পাঁচ... চার... তিন...

অক্সি-অ্যাসিটিলিন টর্চের সাহায্যে কেটে ফেলা হয়েছে মেইন ল্যাবের ভারী প্রবেশদ্বার, ভিতরে ঢুকে কোমরে হাত রেখে বিজয়ী সমরনায়কের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ। মুগ্ধ নয়নে তাকাচ্ছেন চারদিকে। অদ্ভুত একটা স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে হৃৎপিণ্ডে। জন্মদাতার হারানো কর্মস্থলের কেন্দ্রবিন্দুতে পা রেখেছেন তিনি। এখানেই... সামনের টেবিলে বসে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইকুইপমেন্টগুলো দিয়ে... কাজ করতেন ইগোর নিকোলায়েভ; এত বছর পরেও যেন সবখানে তাঁর স্পর্শ অনুভব করছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

রাশান সৈনিকরা বেশ কিছুক্ষণ আগেই ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকানদের খোঁজে, প্রবেশদ্বারের সামনে কেউ নেই। খোলা একটা কাঁচের কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন নিকোলায়েভ—ওটার ভিতরেই সার বেঁধে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ল্যাবের সমস্ত নথিপত্র। সবগুলোর গায়ে তাঁর পিতার হস্তাক্ষরে লেখা আছে সাল-তারিখ। তিনটে জার্নাল গায়েব... আসল তিনটে! দাঁতে দাঁত পিষলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, চোর


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
জেনেশুনেই নিয়েছে ওগুলো। কে সেই চোর, তা আন্দাজ করতে পারছেন তিনি।

পিছনে গলা খাঁকারি শুনে ঘাড় ফেরালেন নিকোলায়েভ। লেফটেন্যান্ট গরস্কি দাঁড়িয়ে আছে কয়েক হাত তফাতে। নার্ভাস হয়ে আছে চেহারা।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'হাইড্রোফোনে একাধিক বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছি আমরা, স্যর,' বলল গরস্কি। 'ড্রিফট স্টেশনের দিক থেকে এসেছে।'

'কী ধরনের বিস্ফোরণ?' হালকা গলায় জানতে চাইলেন নিকোলায়েভ, ইনসেণ্ডিয়ারি চার্জ ফাটাতে গেছে ক্যাপ্টেন রুশকিন, বিস্ফোরণের আওয়াজ তো হবেই!

'আণ্ডারওয়াটার, স্যর,' বলল গরস্কি। 'রেডিওম্যানের ধারণা, ডেপথ চার্জের বিস্ফোরণ ছিল ওগুলো।'

'ডেপথ চার্জ?' কপালে ভাঁজ পড়ল নিকোলায়েভের।

'শুধু তা-ই নয়,' ঢোঁক গিলে বলল গরস্কি। 'অস্পষ্ট একটা মে-ডে সিগনালও পেয়েছি আমরা। পরিষ্কার বোঝা যায়নি মেসেজ, তবে মনে হচ্ছে ওটা ড্রাকনই ট্রান্সমিট করেছে। সম্ভবত আক্রান্ত হয়েছে ওরা।'

নিশ্চয়ই ডেল্টা ফোর্স, ভাবলেন নিকোলায়েভ, রণক্ষেত্রে পৌঁছে গেছে ওরা, যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে।

আরও দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় গরস্কি বলল, 'বিস্ফোরণের খানিক পরে একটা সাবমেরিন ডুবে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েছে রেডিওম্যান, ওটার খোল দুমড়ে-মুচড়ে যেতে শুনেছে!'

কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না রিয়ার অ্যাডমিরাল, দৃষ্টি ফেরালেন কেবিনেটের দিকে। গবেষণার কাগজপত্র যে-লোক চুরি

 www.banglabookpdf.blogspot.com 

www.facebook.com/banglabookpdf
করেছে, সে-ই ঘটিয়েছে এ-সব। ডেল্টা ফোর্সের রহস্যময় কন্ট্রোলার... যা খুঁজছিল তা পেয়ে যাওয়ায় খবর পাঠিয়েছে দলের লোকের কাছে, নির্দেশ দিয়েছে হামলা শুরু করবার।

'স্যর?' বিভ্রান্ত কণ্ঠে ডাকল গরস্কি।

বড় করে শ্বাস নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন নিকোলায়েভ। বললেন, 'ড্রাকনের খবর কাউকে জানাবার প্রয়োজন নেই। আমাকে জানিয়েছ, তা-ই যথেষ্ট। রেডিওম্যানকেও মুখ বন্ধ রাখতে বলো।'

বিস্ময় ফুটল গরস্কির চোখের তারায়, কিন্তু তাড়াতাড়ি সামলে নিল নিজেকে। কেন ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, বুঝতে পেরেছে। ড্রাকন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার খবর জানাজানি হলে আত্মবিশ্বাস আর মনোবল হারিয়ে ফেলবে অধস্তনরা। মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল, 'জী, স্যর।'

'এই স্টেশনের দখল ছাড়ব না আমরা, লেফটেন্যান্ট,' বললেন নিকোলায়েভ। 'প্রাণ গেলেও না। আমেরিকান লোকগুলোকে খুঁজে বের করব আমরা, তারপর সফল করব মিশন।' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পেল তাঁর গলায়।

'ইয়েস, স্যর!' সুর মেলাল গরস্কি।

'ভাল করে শোনো কী করতে হবে তোমাকে...' বলে নতুন নির্দেশ দিতে শুরু করলেন নিকোলায়েভ।

পোলারিস ইঞ্জিনটা ইতিমধ্যেই আনপ্যাক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাঁচ নম্বর লেভেলে, ওখানে সেট করা হয়েছে। ক্রু-রাও জানতে পেরেছে অভিযানের মূল উদ্দেশ্য—পুরনো এই বেইস থেকে গবেষণার সমস্ত নিদর্শন সরিয়ে নিতে হবে, তারপর ধ্বংস করে দিতে হবে বেইসটাকে। ওদের ধারণা, সে-কারণেই আনা হয়েছে পোলারিস ডিভাইসটা... ওটা একটা নিউক্লিয়ার বোমা; কিন্তু জিনিসটার সত্যিকার ধ্বংসক্ষমতা সম্পর্কে জানেন একমাত্র নিকোলায়েভই।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

রিয়ার অ্যাডমিরালের কাছ থেকে ডিভাইস আর্ম করবার কোড পেয়ে একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল গরস্কির চেহারা... এই প্রথম নিউক্লিয়ার বোমা অপারেট করতে যাচ্ছে। তার চেহারা দেখে একটু মায়াই হলো নিকোলায়েভের—বেচারা তো জানে না, নিউক্লিয়ার বোমা নয়, আসলে সে চালু করবে দুনিয়াকে ধ্বংস করবার মারণাস্ত্র!

'সবকিছু ঠিকঠাকমত হওয়া চাই,' সবশেষে বললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'আর ওই আমেরিকান দলটা... এখান থেকে কয়েকটা ফাইল চুরি করে নিয়ে গেছে ওরা। সেগুলো ফেরত পেতে হবে। গবেষণার কোনও কাগজপত্রই হারানো চলবে না। যে-কোনও মূল্যে হোক, ওগুলো উদ্ধার করা চাই।'

'জী, স্যর,' বলল গরস্কি। 'কিচ্ছু ভাববেন না, ওদেরকে খুঁজে বের করব আমরা।'

'ব্যর্থ হয়ো না, গরস্কি।'

'হবো না, স্যর।'

'ভাল। এবার তুমি যেতে পারো।'

ছুটে চলে গেল গরস্কি। গম্ভীর হয়ে গেলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। ভবিতব্য বুঝতে পারছেন—ড্রাকন ধ্বংস হয়ে গেছে, বাড়ি ফেরার কোনও উপায় নেই তাঁদের। প্রাণ নিয়েও এই বরফ-ঘাঁটি থেকে বের হওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। দুনিয়া ধ্বংস করে দিতে চাইছেন তিনি, এখন মৃত্যু নিয়ে দুশ্চিন্তা হবার কথা নয়... কিন্তু পোলারিস ডিভাইস ডিটোনেট করবার পর পিতার গবেষণার কাগজপত্র নিয়ে শেষবারের মত রাশায় ফিরবেন বলে ভেবেছিলেন—তাঁর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করবার আশায়। লাশটাও মাতৃভূমির মাটিতে উপযুক্ত মর্যাদায় দাফন করবার ইচ্ছে ছিল। স্বপ্নটা অপূর্ণ রয়ে গেল।

কাঁধ ঝাঁকালেন নিকোলায়েভ, যা হবার তা হয়ে গেছে,



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
এ-নিয়ে মাতম করে লাভ হবে না কোনও। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিতে হবে পরবর্তী পদক্ষেপ। তা-ই করতে চলেছেন তিনি। কবজিতে বাঁধা পোলারিস মনিটরে নজর বোলালেন। জ্বলজ্বল করছে পাঁচটা বিন্দু... অপেক্ষা করছে মাঝখানেরটা জ্বলে উঠবার। বুকের ভিতরে অদম্য এক আক্রোশ অনুভব করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। পিতার অন্তর্ধান আর মায়ের আত্মহত্যা দিয়ে যে-প্রতিহিংসার জীবন শুরু হয়েছিল তাঁর, আজ সেটার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। না, আর অপেক্ষা নয়। সব শেষ করে দেবেন তিনি। তাঁর প্রতিশোধের আগুনে জ্বলবে গোটা দুনিয়া!

হার্টবিট বেড়ে গেছে নিকোলায়েভের, পোলারিস মনিটরে ফুটে উঠল সেটার চিহ্ন। দ্রুত জ্বলতে নিভতে শুরু করল স্ক্রিনের কোনার হৃৎপিণ্ড আকৃতির ছোট্ট আইকনটা। ওটার দিকে স্থির চোখে চেয়ে রইলেন তিনি। একটু পরেই পাঁচটা বিন্দুর মাঝখানে জ্বলে উঠল লাল রঙের বড় একটা বিন্দু। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটল রিয়ার অ্যাডমিরালের। নির্দেশ পালন করেছে গরস্কি, আর্ম করে দিয়েছে মাস্টার ট্রিগার। পুরোপুরি তৈরি ওটা, এখন আর একটামাত্র কাজ করতে হবে তাঁকে।

মনিটরের পাশের লাল বাটনটার উপরে আঙুল রাখলেন নিকোলায়েভ। কয়েক মুহূর্ত দেরি করে টিপে ধরলেন ওটা... কাঁটায় কাঁটায় এক মিনিট। এরপরেই জ্বলতে নিভতে শুরু করল লাল বিন্দু—হৃৎপিণ্ডের আইকনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

ব্যস... হয়ে গেছে কাজ। পোলারিস ডিভাইসের ডিটোনেশন এখন যুক্ত হয়ে গেছে রিয়ার অ্যাডমিরালের পালসের সঙ্গে। যদি বন্ধ হয় তাঁর হৃৎস্পন্দন, বিস্ফোরিত হবে ওটা। বাড়তি একটা কৌশল বলা চলে একে—যদি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকূল হয়ে পড়ে, এই বিস্ফোরণের হুমকিই রক্ষা করবে তাঁকে। কেউ সাহস


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
করবে না তাঁর প্রাণ নেবার। প্রাণ অবশ্য দেবেন তিনি—তবে সেটা নিজের ইচ্ছেয়... নিজের সুবিধামত।

বিস্ফোরণের ফলে অবসান হবে পুরনো পৃথিবীর, সূচনা ঘটবে নতুন এক অধ্যায়ের। সেই পৃথিবীতে আমেরিকান, রাশান, বা অন্য কোনও জাতি থাকবে না; থাকবে না কোনও বিভেদ; আবার যদি বিবর্তনের ফলে মানুষের সৃষ্টি হয়, তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হবে সে মানুষ—ঠিক যেমনটা ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে। একটাই দুঃখ রিয়ার অ্যাডমিরালের—নিজ চোখে সেই নিষ্কলুষ পৃথিবী দেখতে পাবেন না।

হতোদ্যম হলেন না তিনি। হতাশা নিয়েই সারাজীবন বাঁচতে শিখেছেন তিনি, হতাশার মাঝেও কর্তব্য পালন করতে শিখেছেন। এখনও তা-ই করতে হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উল্টো ঘুরতে শুরু করলেন, আর তখুনি প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কগুলোর প্যাসেজ থেকে ছুটে এল এক তরুণ সৈনিক।

'স্যর! স্যর!!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

ভুরু কোঁচকালেন নিকোলায়েভ। 'ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? কী হয়েছে?'

ধমক খেয়ে চুপসে গেল সৈনিক। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'ওখানে... ওখানে...' ইশারা করছে প্যাসেজের দিকে।

'কী ওখানে?' কড়া গলায় বললেন নিকোলায়েভ। 'আমেরিকানদের খোঁজ পেয়েছ?' সার্ভিস টানেলটা কিছুক্ষণ আগে আবিষ্কার করেছে তাঁর সৈনিকরা, ভিতরে ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেড ছুঁড়ে খতম করার চেষ্টা করেছে শত্রুকে। ওতে কতখানি কাজ হয়েছে, নিশ্চিত হতে পারেননি তিনি। তাই নির্দেশ দিয়েছিলেন, আগুনের তাপ কমে এলে ভিতরে ঢুকে তল্লাশি চালাতে।

'না, স্যর, ওদেরকে পাওয়া যায়নি,' ভয়ার্ত গলায় বলল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সৈনিক। 'কিন্তু আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করেছি আমরা। প্লিজ, আমার সঙ্গে আসুন। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না আপনার!'

# তেরো

কাউন্টডাউন শেষ হতেই ইলেকট্রিকাল প্যানেলের ফিউয ধরে টানাটানি শুরু করল গ্রিন, কিন্তু মেইন সুইচের মত ওগুলোর গোড়াও জং ধরে আটকে গেছে খাঁজের মধ্যে, খুলতে চাইল না। গ্রিনকে সরে যেতে বলে সামনে এগোল রানা, হাতের ফায়ার অ্যাক্সটার এক কোপে ভেঙে দিল সবক'টা ফিউয। মৃদু বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো, নীলচে ফুলকি দেখা গেল বৈদ্যুতিক আগুনের, উড়ল ধোঁয়া। তবে কাজ যা হবার হয়ে গেছে। দূর থেকে ভেসে এল উত্তেজিত হৈচৈ-এর আওয়াজ।

দরজার দিকে ইশারায় সবাইকে ডাকল কমাণ্ডার ফিশার, পাল্লা সামান্য ফাঁক করে বাইরে নজর রাখছে সে। সাদা পারকা পরা রাশান সৈন্যদেরকে সিঁড়ি ধরে দৌড়ে উপরে উঠে যেতে দেখল। সিঁড়ির গোড়ায় যে-চারজন পাহারা দিচ্ছিল, তাদের মধ্যে দু'জন চলে গেছে, রয়ে গেছে বাকি দু'জন।

'দু'জন রয়ে গেল তো!' হতাশ গলায় বলল লিসা।

'কিছু করার নেই, ওদেরকে ঘায়েল করে কার্যোদ্ধার করতে হবে,' বলল ফিশার।'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

ইলেকট্রিকাল রুমের দিকে পিঠ ফিরিয়ে রেখেছে দুই প্রহরী, মনোযোগ সিঁড়ির দিকে, উঁকি-ঝুঁকি মারছে উপরদিকে। রানা বলল, 'টার্গেট ভাগ করে নেয়া যাক। কমাণ্ডার ফিশার, আপনি আর গ্রিন রামের গার্ডকে নিন। আমি আর লেঃ লিসা ডানেরটাকে সামলাচ্ছি।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ফিশার।

'আমি কী করব?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন। হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডেকে এনেছে রানা।

'দরজার ফাঁক দিয়ে নজর রাখুন বাইরে,' বলল রানা। 'আমাদেরকে যদি বিপদে পড়তে দেখেন, তা হলে এক মুহূর্ত দেরি করবেন না, ফিরে যাবেন সার্ভিস টানেলে। চেষ্টা করবেন বিজ্ঞানীদের নিয়ে হারিয়ে যেতে। ক্লিয়ার?'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলল ম্যাসন, পরক্ষণে মত পাল্টাল। মুখ বন্ধ করে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল। তার পোশাকের একটা অংশ উঁচু হয়ে আছে দেখে ভুরু কোঁচকাল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার জ্যাকেটের তলায় কী?'

'কই... কিছু না তো!'

ফায়ার অ্যাক্সের ডগা দিয়ে আলতো গুঁতো মারল রানা। 'এগুলো কিছুই না?' কড়া হয়ে উঠল কণ্ঠ। 'বের করুন কী লুকিয়ে রেখেছেন!'

কাঁচুমাঁচু মুখে চেইন খুলে বাঁধাই করা তিনটে বাইণ্ডার বের করল ম্যাসন। চিনতে পারল রানা—রাশান ল্যাবের জার্নাল... এ-রকম অনেকগুলো বাইণ্ডার সাজানো ছিল ল্যাবের একটা কেবিনেটে।

'এগুলো আপনার কাছে কেন?' রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করল ও।

জবাব দেবার প্রয়োজন হলো না ম্যাসনের। তার আগেই কমাণ্ডার ফিশার বলে উঠলেন, 'খামোকা সময় নষ্ট করছেন, মি.



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
রানা। ভদ্রলোক সাংবাদিক, এই স্টেশনের উপর নিউজ করতে চান... এভিডেন্স জোগাড় করছেন আর কী! চলে আসুন, আমাদের হাতে সময় নেই।'

কমাণ্ডারের ভুল ধারণা ভেঙে দেয়ার ইচ্ছে হলো রানার, কিন্তু এখন তার সুযোগ নেই। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকাল ও, ম্যাসনের মুখোশ নাহয় পরেই খোলা যাবে। দরজার দিকে ফিরল।

'রেডি?' জিজ্ঞেস করল ফিশার।

মাথা ঝাঁকাল সবাই।

বড় করে একটা শ্বাস নিল ফিশার, তারপরেই ঝট্ করে খুলে ফেলল দরজা। ওখান দিয়ে তীরের মত ছিটকে বেরুল চারজন, ছুটে গেল দুই গার্ডের দিকে। পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে পাঁই করে ঘুরল তারা, ওঠাতে শুরু করল হাতের রাইফেল।

দেরি না করে হাতের কুঠার ছুঁড়ল রানা, বনবন করে বাতাসে দুই পাক খেলো অস্ত্রটা, তারপরেই ফলার উল্টোপাশটা ঠকাস করে আঘাত হানল ডানদিকের গার্ডের কপালে। চাইলে ফলাটাই গেঁথে দিতে পারত রানা, কিন্তু দেয়নি... চায়নি অযথা মানুষ খুন করতে। কপালের বাড়িটুকুই তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যথেষ্ট—কুঠারের ভারী ফলার আঘাতে ফাটল লোকটার মাথা, তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল সে মেঝের উপর। পড়তে পড়তে ট্রিগারে চাপ দিয়ে ফেলেছে, ছাতের দিকে উড়ে গেল একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট।

'ও বেহুঁশ হয়েছে কি না দেখুন,' লিসাকে বলল রানা। তারপর নজর দিল দ্বিতীয় গার্ডের দিকে।

রাগবি খেলোয়াড়ের মত ডাইভ দিয়ে লোকটাকে মেঝেতে পেড়ে ফেলেছে ফিশার আর গ্রিন, দু'জনে মিলে চেষ্টা করছে তাকে আটকে ফেলবার। কিন্তু ব্যাটার গায়ে ষাঁড়ের জোর, দুই ঝটকায় মার্কিন কমাণ্ডার আর লেফটেন্যান্টকে দু'দিকে ছিটকে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ফেলে দিল। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করছে, এমন সময় ঝড়ের বেগে তার দিকে ছুটে গেল রানা, চোয়ালের নীচে সর্বশক্তিতে একটা পেনাল্টি-কিক মারল। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ার ভয়ানক শব্দ হলো, মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা। জ্ঞান হারিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

'নাইস জব, মি. রানা!' বলে উঠল ফিশার। 'দেখা যাচ্ছে আপনাকে সঙ্গে এনে ভুল করিনি।'

'প্রশংসা-ট্রশংসা নাহয় পরে করবেন,' বলল রানা। 'গুলির আওয়াজ কেউ শুনে থাকতে পারে। কাজ সেরে তাড়াতাড়ি আমাদের কেটে পড়া দরকার।'

'ঠিক বলেছেন,' ঝটপট উঠে দাঁড়াল ফিশার। 'আসুন।'

'সবার যাবার দরকার নেই। আপনি আর লেঃ গ্রিন গিয়ে অস্ত্র নিয়ে আসুন। আমি আর লেঃ লিসা এখানে পাহারায় থাকছি। ওদেরকেও চোখের আড়ালে সরিয়ে নিতে হবে।' ইশারায় মেঝেতে পড়ে থাকা দুই গার্ডকে দেখাল রানা।

'গুড আইডিয়া,' মাথা ঝাঁকাল ফিশার। 'মাইকেল, এসো।'

চলে গেল দু'জন। লিসাকে নিয়ে কাজে নেমে পড়ল রানা। অজ্ঞান দুই গার্ডকে সরিয়ে নিল কমন এরিয়ার এক কোণে। রাইফেল দিয়ে ওখানকার সবক'টা বালব ভেঙে দিল ও, জায়গাটা ঢাকা পড়ে গেল অন্ধকারে। ভাল করে না তাকালে দেহদুটো দেখতে পাবে না কেউ।

ঠাণ্ডায় গা কাঁপছে রানার। গার্ডদের দিকে তাকিয়ে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। একজনের গা থেকে খুলে নিল সমস্ত পোশাক, পরে ফেলল ওগুলো। লিসাকে ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে ওয়েপন্স লকারে—ফিশার আর গ্রিনকে সাহায্য করবার জন্য। পোশাক পরা হলে একটা রাইফেল নিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় চলে এল, নিল অজ্ঞান গার্ডের ভূমিকা। হুড দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে, আড়াল করে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
রেখেছে চেহারা।

ঠিক সময়েই পজিশন নিয়েছে ও, কারণ কয়েক মিনিট পরেই সিঁড়িতে শোনা গেল অনেকগুলো পদশব্দ, অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত পাঁচজনের একটা দল নেমে আসছে উপর থেকে। রাশান ভাষায় চেঁচামেচি করছে, রানাকে দেখতে পেয়েই জানতে চাইল কোথায় গুলির শব্দ হয়েছে।

মুখ তুলল না রানা, পাল্টা রাশান ভাষায় উত্তেজিত গলায় জানাল, ও-ও শুনেছে গুলির আওয়াজ। হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল নীচের লেভেল। তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি ধরে ওদিকে চলে গেল দলটা, দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাল না ওর দিকে। স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা।

'দারুণ দেখিয়েছেন!' ফিশারের গলা শুনে ঘাড় ফেরাল ও। খোলা একটা দরজা গলে বেরিয়ে এসেছে কমাণ্ডার, দুই কাঁধে ঝুলছে দুটো করে পুরনো রাশান রাইফেল।

পিছু পিছু গ্রিন আর লিসাও বেরুল। ওরাও রাইফেল এনেছে, সেইসঙ্গে ধরাধরি করে বের করে এনেছে একটা ছোট কাঠের বাক্স।

'গ্রেনেড,' বাক্সের দিকে ইশারা করে বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে দিল গ্রিন। 'এবার আমরাও ওদেরকে উপযুক্ত জবাব দিতে পারব।'

ইলেকট্রিকাল রুমে ফিরে গেল ওরা, কিন্তু ম্যাসনকে কোথাও দেখা গেল না। জেনারেটর রুমে গেল এরপর, সেখান থেকে টানেল ধরে ছোট প্রকোষ্ঠে... অথচ দেখা পাওয়া গেল না সাংবাদিকের। শুধু তা-ই নয়, প্রকোষ্ঠে শ্যারন বা বায়োলজি টিমও নেই।

'ব্যাপার কী!' বিস্মিত গলায় বলল লিসা। 'কোথায় সবাই?'

'রিপোর্টার ভদ্রলোক নিশ্চয়ই গুলির আওয়াজে ঘাবড়ে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
গিয়েছিলেন,' অনুমান করল গ্রিন। 'এখানে ফিরে এসে তাই সরে গেছেন সবাইকে নিয়ে... ঠিক যেমনটা তাঁকে বলা হয়েছিল।'

কথাটা বিশ্বাস হলো না রানার। ম্যাসন আর যা-ই হোক, একটামাত্র গুলির আওয়াজ শুনে পালিয়ে যাবার বান্দা নয়। তা ছাড়া ওরা যে বিপদে পড়েনি, তাও তো দেখতে পাবার কথা তার। মনের ভিতরে শঙ্কার মেঘ দানা বাঁধতে শুরু করেছে, কিন্তু কাউকে বলল না কিছু। নিশ্চিত হবার আগে কারও দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা ঠিক নয়। ও নিজেই সঙ্গীদের আস্থা হারাবে সেক্ষেত্রে।

'কিন্তু ওরা গেছে কোন্‌দিকে?' চারদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে লিসা। প্রকোষ্ঠ থেকে বিভিন্ন দিকে চলে গেছে আরও চারটে টানেল, কোন্‌টায় ঢুকেছে ম্যাসন আর বিজ্ঞানীরা, কে জানে।

মেঝেতে চোখ বোলাল ফিশার—পায়ের ছাপ বা কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় কি না খুঁজল। কিন্তু পেল না। হতাশ গলায় সে বলল, 'নাহ্, কোনও চিহ্ন নেই। ইশশ্, কেন যে একটু অপেক্ষা করল না। যদি বিপদে পড়ে...'

'বিপদ ওদের চেয়ে আমাদেরই বেশি, স্যর,' তিক্ত গলায় বলল গ্রিন। 'ম্যাপটা নিয়ে গেছে ওরা। ওটা ছাড়া কোথাও যাওয়ার উপায় নেই আমাদের।'

একজন সৈনিকের পিছু পিছু হন হন করে হাঁটছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ, মনোযোগ দু'পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কগুলোর উপরে। ওগুলোর ভিতরে বন্দি মৃত মানুষগুলোর দৃষ্টি যেন অনুভব করতে পারছেন তিনি, সেইসঙ্গে অনুভব করছেন তাদের নীরব অভিযোগ—তাঁর পিতার গবেষণাই অকালমৃত্যু ডেকে এনেছে ওদের।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

কিন্তু স্থানীয় এ-সব আদিবাসীরাই শুধু এই বরফ-ঘাঁটিতে অকালপ্রয়াত হয়নি, সময়ের ব্যবধানে এদের সঙ্গে প্রাণ গেছে ইগোর নিকোলায়েভ এবং তাঁর সহকর্মীদেরও। অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে এখানকার অলিগলিতে পড়ে ছিল তাদের মৃতদেহ, কারও ভাগ্যে সৎকার জোটেনি। সবখানে যেন গুমরে মরছে তাদের অতৃপ্ত আত্মা।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রিয়ার অ্যাডমিরালের বুক চিরে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল সৈনিক। বলল, 'কোনও সমস্যা, স্যর?'

'না,' রুক্ষ গলায় বললেন নিকোলায়েভ। 'জলদি হাঁটো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় একটা মোড়ের কাছে পৌঁছে গেল দু'জনে। ওপাশ থেকে ভেসে আসছে হালকা হাসি-ঠাট্টার আওয়াজ। মোড় পেরিয়ে জটলা করে থাকা পাঁচ সৈনিককে দেখতে পেলেন নিকোলায়েভ—অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, সিগারেট ধরিয়ে গল্প-গুজবে মত্ত।

'হচ্ছে কী এ-সব?' গর্জে উঠলেন নিকোলায়েভ। 'আড্ডা দেবার জন্য এসেছ তোমরা?'

বাজখাঁই গলার ধমক শুনে পিলে চমকে গেল সৈনিকদের। সিগারেট ফেলে দিয়ে সটান হয়ে গেল তারা। স্যালিউট ঠুকল। কাঁপছে প্রত্যেকে। নিকোলায়েভ কাছে আসতেই ঝটপট সরে গেল প্যাসেজের দু'পাশে।

আলোকিত একটা ট্যাঙ্ক দেখতে পেলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, অন্যগুলোর মত বরফ জমে নেই ওটার গায়ে। নীলচে তরল ঝলমল করছে আলোয়। মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে ওটার দিক থেকে, সম্ভবত মোটর চলছে। ট্যাঙ্কের তলা থেকে মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে নিয়ন্ত্রিত বুদ্‌বুদ।

'এটা...' বলল তরুণ সৈনিক, '...এটাই দেখাতে চেয়েছি



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আপনাকে, স্যর।'

ট্যাঙ্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন নিকোলায়েভ। ভিতর থেকে মৃদু তাপ বিকিরণ হচ্ছে। নীল রঙের তরলে ডুবে আছে ছোট্ট একটা ছেলে। চোখ বন্ধ, যেন ঘুমিয়ে আছে। আশ্চর্য জীবন্ত লাগছে ওকে।

'এটার খবর আরও আগে জানানো হয়নি কেন আমাকে?' জিজ্ঞেস করলেন নিকোলায়েভ।

'আমরা ভেবেছি এটা আমেরিকানদের চালাকি... আমাদেরকে ব্যস্ত রাখবার চেষ্টা,' বলল সৈনিক। ইশারায় ট্যাঙ্কের পাশের দেয়ালে একটা ফোকর দেখাল—ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেডের কালো ধোঁয়া এখনও বেরুচ্ছে ওখান দিয়ে। 'ওই যে, ওখান দিয়ে পালিয়েছে ওরা।'

'আমাদের মনে হয়নি জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ,' যোগ করল আরেকজন।

দু'চোখ জ্বলে উঠল নিকোলায়েভের, সৈনিকদের দিকে তাকালে ওদের ভিতরটা ভস্ম হয়ে যেত নিঃসন্দেহে। বলে কী! গুরুত্বপূর্ণ নয় মানে! দু'চার কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু ঘুরতে পারলেন না তিনি, সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইলেন ট্যাঙ্কের ভিতরে।

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। ছেলেটার হাত কি নড়ে উঠল? তা কী করে হয়? ভুল দেখছেন? না... ওই তো, আবার ঝাঁকি খেলো হাতটা। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল রিয়ার অ্যাডমিরালের।

'একটু আগে শুরু হয়েছে এই কাণ্ড,' পিছন থেকে বলল এক সৈনিক। 'প্রথমে শুধু আঙুল নড়ছিল, এরপর নড়ল হাত। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে খবর দিতে ছুটে গেছি আমি, স্যর।'

কথাগুলো যেন কানেই গেল না রিয়ার অ্যাডমিরালের, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তিনি। শুধু হাত নয়, এবার একটা পা-ও


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ছুঁড়ল ছেলেটা।

তবে কি ও জীবিত? চুরি হওয়া জার্নালগুলোর কথা ভাবলেন নিকোলায়েভ, ওগুলোর ভিতরে লুকিয়ে আছে তাঁর প্রশ্নের জবাব। ওগুলোর জন্যই পাঠানো হয়েছে তাঁদেরকে—ইগোর নিকোলায়েভের জার্নাল আর নথিপত্র উদ্ধার করতে। শেষ যে-রিপোর্ট তিনি পাঠিয়েছিলেন মস্কোতে, তার সত্যতা যাচাই করবার জন্য। সেই রিপোর্ট পড়ে এসেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, মনে হচ্ছিল যেন শুনতে পাচ্ছিলেন পিতার কণ্ঠ। শেষ লাইনে তিনি লিখেছিলেন: *আজ আমরা মৃত্যুকে জয় করেছি!*

বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন নিকোলায়েভ, তবে কি সত্য বলেছিলেন তাঁর পিতা? এই তো, গবেষণার সাফল্যের প্রমাণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন তিনি। চোখের ভুল নয়, ধোঁকাবাজি নয়... সঙ্গের সৈনিকরাও দেখছে একই দৃশ্য। কীভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা হলো, তার কৌশল জানার জন্য জার্নালগুলোর প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু আপাতত বাচ্চাটাই জার্নালে লুকানো তত্ত্বকথার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

'ট্যাঙ্কটা খোলার কোনও ব্যবস্থা আছে?' জিজ্ঞেস করলেন নিকোলায়েভ।

আঙুল তুলে ট্যাঙ্কের একপাশ দেখাল এক সৈনিক, সেখানে বড়-সড় একটা লিভার শোভা পাচ্ছে। রুশ ভাষায় খোলা আর বন্ধ করার সঙ্কেত দেয়া আছে উপর-নীচে। সৈনিককে ইশারা করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'খোলো।'

এগিয়ে গেল সৈনিক, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল লিভারটা, টানতে শুরু করল সর্বশক্তিতে। জ্যাম হয়ে গেছে ওটা, প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত অটল রইল, শেষ পর্যন্ত চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো। ভোঁতা আওয়াজ করে নেমে গেল নীচের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঙ্কের ভিতরের তরল দ্রবণে আলোড়ন উঠল।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সরে গেল মেঝের আবরণ, উন্মুক্ত হলো একটা ড্রেনেজ পাইপের মুখ। সেখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে শুরু করল কেমিকাল। বাচ্চার দেহটাও পাক খেতে শুরু করেছে ট্যাঙ্কের ভিতর, কয়েক দফা বাড়ি খেলো দেয়ালে, তরল কেমিকাল পুরোপুরি বেরিয়ে গেলে দলা পাকিয়ে দেহটা পড়ে গেল ট্যাঙ্কের তলায়। কয়েক মুহূর্ত কিছু ঘটল না। তারপরেই হিসহিস আওয়াজ তুলে দরজার মত খুলে গেল ট্যাঙ্কের সামনের কাঁচের পাল্লা। ভিতর থেকে দমকা হাওয়ার মত বেরিয়ে এল কমপ্রেসড্ এয়ার, তাতে অ্যামোনিয়ার কড়া গন্ধ।

ত্রস্ত পায়ে ট্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকে পড়লেন নিকোলায়েভ, হাঁটু গেড়ে বসলেন ছেলেটির পাশে, পরীক্ষা করলেন নাড়ি। দেহটা গরম, কিন্তু পালস নেই কোনও। একটা হাত মুঠোয় ধরলেন শক্ত করে, যেন নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে বাঁচিয়ে তুলবেন ওকে। অনেককিছু জানার আছে নিকোলায়েভের এই ছেলেটির কাছে। তাঁর পিতার কথা... এই গবেষণাগারের কথা। ও কি জানে, কী ঘটেছিল এখানে? কীভাবে মারা গেল সবাই? কেন হারিয়ে গেল স্টেশনটা?

এ-সব ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে। জার্মানরা তখন ঢুকে পড়েছে রাশায়, দখল করে নিচ্ছে একের পর এক শহর। সে-অবস্থায় হঠাৎ একদিন নীরব হয়ে গেল আর্কটিকের এই বিচ্ছিন্ন রিসার্চ স্টেশন। এক মাস গেল... দু'মাস গেল... কিন্তু কোনও ধরনের যোগাযোগ করল না স্টেশনের লোকজন। যুদ্ধের ডামাডোলে কারও সময় ছিল না ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবার। তা ছাড়া সে-আমলে আর্কটিকের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা এত নাজুক ছিল যে, চেষ্টা করলেও ঠিকমত তদন্ত করা যেত কি না সন্দেহ।

বছর গড়াল, হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে আণবিক বোমা


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ফেলল আমেরিকা... অবসান ঘটল যুদ্ধের। নিউক্লিয়ার অস্ত্র পেল দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রের মর্যাদা, সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল এই অস্ত্র হাতে পেতে। অর্থ, শ্রম আর মেধার বন্যা বইয়ে দেয়া হলো আণবিক প্রযুক্তির আবিষ্কার ও উন্নয়নে। আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলের গবেষণা তখন গুরুত্ব হারিয়েছে, ওটার খোঁজ নেবার জন্য যে-পরিমাণ খরচ আর শ্রম দিতে হবে, তাতেও আগ্রহ পেল না সরকার। তা ছাড়া অনেক সময় পেরিয়ে গেছে ততদিনে, ভাসমান বরফ-দ্বীপটার সঠিক অবস্থান জানা নেই কারও। কোথায় চলে গেছে ওটা, কিংবা আদৌ টিকে আছে কি না, তা-ও নিশ্চিত হবার উপায় নেই। আর্কটিকের বরফ-দ্বীপ প্রতিনিয়ত ভাঙাগড়ার শিকার হয়।

এভাবে কেটে গেল বছরের পর বছর। শেষ পর্যন্ত চিরতরে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলো আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলকে। ইগোর নিকোলায়েভের মৃত্যু-জয় সংক্রান্ত রিপোর্টকে ধরে নেয়া হলো স্রেফ বৃদ্ধ এক খেয়ালি বিজ্ঞানীর প্রলাপ হিসেবে। ধামাচাপা দেয়া হলো সব। জন্মদাতার পরিণতি অজানা রয়ে গেল তরুণ নিকোলায়েভের কাছে। আজ... এত বছর পর সুযোগ এসেছে সে-রহস্য ভেদ করবার। মানুষটার সাফল্যের কথা দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করবার... তাকে প্রাপ্য সম্মান দেবার।

হাত দিয়ে বাচ্চাটার মুখ মুছে দিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, কপালের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন ভেজা চুলের গোছা। আর তখুনি মুঠোর ভিতর ধরা হাতটায় প্রাণস্পন্দন অনুভব করলেন তিনি। কেঁপে উঠল ওটা, তারপর শুরু হলো খিঁচুনি—শুধু হাত নয়, পুরো দেহে। হাত-পা ছুঁড়ছে ছেলেটা, পিঠ বাঁকাচ্ছে—কুণ্ডলী পাকানোর মত ভঙ্গি হলো একবার, এরপর আবার ঝট করে সিধে হলো। হাঁ হয়ে গেল মুখ, সেখান দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল নীলচে তরলের দ্রবণ, ভিজিয়ে দিল রিয়ার অ্যাডমিরালের শরীর।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
যক্ষ্মারোগীর মত ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুল গলা দিয়ে।

ঝট্ করে সৈনিকদের দিকে তাকালেন নিকোলায়েভ। 'এদিকে এসো! সাহায্য করো আমাকে!'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল দু'জন। ধরাধরি করে ছেলেটাকে বের করে আনল ট্যাঙ্ক থেকে। খিঁচুনি কিছুটা কমে এসেছে, করিডোরে শোয়ানো হলো তাকে। মাথাটা ধরে রাখলেন নিকোলায়েভ, যাতে মেঝেতে বাড়ি না খায়। হঠাৎ বন্ধ চোখদুটো খুলে গেল। নড়তে শুরু করল সাদাটে দুই মণি, দৃষ্টিতে শূন্যতা।

সভয়ে পিছিয়ে গেল সৈনিকরা। একজন ফিসফিসিয়ে উঠল, 'ওহ্ গড! এ তো জ্যান্ত!!'

না, জ্যান্ত নয়—জানেন নিকোলায়েভ। কিন্তু মৃতও বলা চলে না। মাঝামাঝি আটকে আছে। খুব শীঘ্রি পাল্লার যে-কোনও একটা দিক ভারী হতে চলেছে। খিঁচুনিটা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, আসল কাজ হচ্ছে দেহের ভিতরে। জমে থাকা কোষগুলো ধীরে ধীরে সজীব হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। পারবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

একটু পরেই থেমে গেল খিঁচুনি। হি হি করে শীতে কাঁপতে শুরু করল ছেলেটা। ফুলে উঠল বুক, যেন বিস্ফোরিত হবে... ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল পিঠ। ওভাবেই রইল কয়েক মুহূর্ত। ঠোঁটের নীলচে রঙ বদলে গিয়ে গোলাপি হয়ে উঠতে দেখলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, অনুভব করলেন চামড়া গরম হয়ে উঠেছে। আশাবাদী হয়ে উঠছিলেন তিনি, কিন্তু আচমকা নেতিয়ে পড়ল দেহটা। নড়ল না আর।

গভীর বিষাদে ছেয়ে গেল নিকোলায়েভের অন্তর। তারমানে সফল হননি তাঁর পিতা। সন্দেহ নেই অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন—ছেলেটার শারীরিক অবস্থা সে-সাক্ষ্যই দিচ্ছে—কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য অধরাই রয়ে গিয়েছিল।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

বিষণ্ন দৃষ্টিতে ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, আর তখুনি তাঁকে বিস্মিত করে দিয়ে চোখ পিটপিট করল সে। নিয়মিত লয়ে ওঠানামা করতে শুরু করল বুক। দুর্বল ভঙ্গিতে হাতদুটো উঁচু করল, তারপর ভাঁজ করে রাখল বুকে। শীত থেকে বাঁচার চেষ্টা।

বেঁচে উঠেছে ছেলেটা!

ঠোঁট নড়ল। ফিসফিস করে বেরিয়ে এল একটা জড়ানো শব্দ। *'ওত্ইয়েতস্!'*

চমকে উঠলেন নিকোলায়েভ। রুশ ভাষায় কথা বলছে ছেলেটা!

আবারও ঠোঁট নাড়ল ও। 'ওত্ইয়েত্স... পাপা!'

কী জবাব দেবেন, বুঝে উঠতে পারলেন না নিকোলায়েভ। সান্ত্বনাসূচক কিছু একটা বলবেন ভেবে মুখ খুলতে গেছেন, এমন সময় বাধা পেলেন ভারী পদশব্দে। ঘাড় ফেরাতেই লেফটেন্যান্ট গরস্কিকে দেখতে পেলেন। সশস্ত্র একদল সৈনিক নিয়ে ফিরে এসেছে। কাছাকাছি এসে স্যালিউট ঠুকল। তারপর ভুরু কুঁচকে তাকাল খোলা ট্যাঙ্ক আর মেঝেতে শুয়ে থাকা ছেলেটার দিকে।

'কী হয়েছে, গরস্কি?' জানতে চাইলেন নিকোলায়েভ।

'স্যর...' গলা খাঁকারি দিল লেফটেন্যান্ট। 'আমেরিকান দলটা... এক নম্বর লেভেলে পাওয়ার হারিয়েছি আমরা। সম্ভবত ওরা পালাবার চেষ্টা করছে।'

মাথা নাড়লেন নিকোলায়েভ। 'অসম্ভব!'

'কেন, স্যর?'

'ওরা পালাবে না, লেফটেন্যান্ট। পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেবার মত কোনও জায়গা নেই ওদের। নিশ্চিত থাকতে পারো, এখনও ওরা স্টেশনের ভিতরেই আছে।'

'তা হলে... তা হলে আমাদের কী করতে বলেন?'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'আমার অর্ডার বদলায়নি, লেফটেন্যান্ট।' বাচ্চাটার চোখে চোখ রাখলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। যা চাইছিলেন, তা পেয়ে গেছেন—পিতার সাফল্যের প্রমাণ। আর কোনও কিছুর পরোয়া করেন না তিনি। 'খুঁজে বের করো ওদেরকে। খতম করে দাও!'

## চোদ্দ

সার্ভিস টানেল ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে গ্যারি ম্যাসন, হাতের মুঠোয় রেখেছে ম্যাপটা। তাকে অনুসরণ করছে শ্যারন, ড. কনওয়ে আর বায়োলজি টিমের তিন রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট।

একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছে থামল ওরা। চারদিকে পাইপ আর কণ্ডুইটের জঙ্গল। ম্যাপ দেখে বাঁয়ে মোড় নিল ম্যাসন, পাইপের তলা দিয়ে শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকে পড়ল অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ আরেকটা টানেলে।

শরীর ঘষা খাচ্ছে পাইপের গায়ে। উঁচু হয়ে থাকা একটা স্ক্রু-র খোঁচা খেয়ে ককিয়ে উঠলেন ড. কনওয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কতদূর যেতে হবে? এভাবে তো আর এগোতে পারছি না!'

বিজ্ঞানীর অভিযোগে কর্ণপাত করল না ম্যাসন। সামনে আলোর আভা দেখতে পাচ্ছে। টানেলের মেঝেতে বসানো একটা ফোকর গলে আসছে ওই আভা। ফোকরের মুখ লোহার গ্রিল দিয়ে ঢাকা।

কাছে গিয়ে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল ম্যাসন। গ্রিলের ফাঁক



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
দিয়ে তাকাল নীচে। ছোট্ট একটা কামরা দেখা যাচ্ছে—বর্গাকার। দেয়ালগুলো মূল স্টেশনের মত ইস্পাতের তৈরি। ছাতের ঠিক মাঝখানে ঝুলছে একটা নিঃসঙ্গ বালব। ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি ফুটল ম্যাসনের। এটাই খুঁজছিল। লুকানোর জন্য চমৎকার একটা জায়গা। মূল স্টেশন থেকে বিচ্ছিন্ন... নির্জন।

ফোকর পেরিয়ে অন্যপাশে চলে গেল সে। পা-দুটো গ্রিলের উপর পৌঁছুলে থামল। শুরু করল লাথি। প্রথম কয়েক মিনিট অটল রইল গ্রিলের পাল্লা। এরপরে ভোঁতা শব্দ করে ভেঙে গেল ওটাকে ধরে রাখা স্ক্রু-গুলো। দড়াম করে নীচে আছড়ে পড়ল পাল্লাটা।

দেরি করল না ম্যাসন, ফোকর গলে নেমে পড়ল নীচের কামরায়। মেঝে যতটা নীচে থাকার কথা, তা নেই দেখে একটু অবাক হলো। তবে চারপাশে নজর বোলাতেই পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্যটা। কোনও এককালে পানি ঢুকে পড়েছিল কামরায়, জমে বরফ হয়ে গেছে—ফলে তিন ফুট কমে গেছে কামরার উচ্চতা। এখানে ওখানে বরফ ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে বেশ ক'টা ড্রাম আর ক্রেটের ঊর্ধ্বাংশ। একপাশে একটা টুল-শেলফের নীচের তিনটে ধাপও অদৃশ্য হয়ে গেছে বরফের তলায়।

সবচেয়ে বিস্ময়কর জিনিসদুটো রয়েছে কামরার দু'পাশের দেয়ালে। বিশাল একজোড়া পিতলের হুইল... অন্তত দশ ফুট উঁচু। বরফের মেঝের উপর রাখা দুটো মোটরের সঙ্গে অ্যাক্সেল দিয়ে যুক্ত হয়েছে হুইলগুলো। হুইলের মত কামরার একপাশের একটা দেয়ালও সম্পূর্ণ পিতলের তৈরি, দুই কিনারে রয়েছে খাঁজ, হুইলের দাঁতগুলো সেই খাঁজ স্পর্শ করছে।

ভুরু কোঁচকাল ম্যাসন। ডানদিকের হুইলটা একটু কাত হয়ে আছে। দেয়ালের গায়ে পোড়া দাগ... যেন বিস্ফোরণে মাউন্টিং থেকে খুলে এসেছে ওটা। কাত হয়ে থাকা হুইলটা ফুটো করে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
দিয়েছে ইস্পাতের দেয়াল... সম্ভবত ওখান দিয়েই ঢুকেছে পানি। এগিয়ে গিয়ে ফুটোয় চোখ রাখল ম্যাসন। কিন্তু ওপাশটা একেবারে অন্ধকার, দেখা গেল না কিছু।

পিছনে পায়ের শব্দ হলো, বাকিরাও একে একে নামতে শুরু করেছে। চারদিকে তাকিয়ে শ্যারন জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় নিয়ে এলেন আমাদের?'

ওর দিকে ঘুরল ম্যাসন, যেন তার ঠোঁট পড়া যায়। 'ম্যাপ বলছে, এটা স্টেশনের সি-গেইটের কন্ট্রোল রুম।' খাঁজকাটা পিতলের দেয়ালটার দিকে ইশারা করল। 'ওটা উঠিয়ে-নামিয়ে নীচের ডকিং স্টেশনে পানি ঢোকানো বা বের করা হতো—সাবমেরিন ঢোকানো বা বেরুনোর জন্য।'

ড. কনওয়ে আর তাঁর সহকারীরাও নেমে এসেছে। নার্ভাস ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে চারপাশে। লিলি জানতে চাইল, 'এখানে কি আমরা নিরাপদ?'

'অন্তত আগের চেয়ে,' বলল ম্যাসন। 'সার্ভিস টানেলে থাকা রিস্কি হয়ে যাচ্ছিল। সন্দেহ নেই, খুব শীঘ্রি সবক'টা সুড়ঙ্গে গ্রেনেড মারতে শুরু করবে রাশানরা। এখানে ঘাপটি মেরে থাকলে মোটামুটি সেফ আমরা। মেইন কমপ্লেক্স থেকে বেশ দূরে এই রুম। হতে পারে, এটার খবর হয়তো জানেই না ওরা।'

কামরার দরজার দিকে এগিয়ে গেল শ্যারন। মুখ বরাবর উচ্চতায় এক টুকরো কাঁচ লাগানো। ওটা মুছে উঁকি দিল বাইরে। সংকীর্ণ একটা প্যাসেজ দেখা যাচ্ছে... চলে গেছে মেইন কমপ্লেক্সের দিকে। তবে পানি ঢুকে ওখানেও বরফ জমেছে... প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে বলা যায়।

'ঠিকই বলেছেন,' বলল ও। 'এদিক দিয়ে আসতে পারবে না রাশানরা। প্যাসেজটা বরফে প্রায় বুজে গেছে।'

'গুড জব, মি. ম্যাসন,' বলে উঠলেন ড. কনওয়ে। 'খুব ভাল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
জায়গা বেছেছেন।'

সাংবাদিকের দিকে ফিরল শ্যারন, চেহারায় উদ্বেগ। 'কিন্তু মি. রানা-সহ অন্যদের কী হবে?'

ঠোঁট কামড়াল ম্যাসন, ঘুরিয়ে নিল দৃষ্টি। বলল, 'আমাদের কিছু করার নেই। আশা করি নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন ওঁরা।'

তিন নম্বর লেভেলের কমন এরিয়ায় লড়াই শুরু হতেই পালিয়ে এসেছে সে। ওখানে অপেক্ষা করে ঝুঁকি নিতে চায়নি। বিরাট একটা দায়িত্ব রয়েছে তার কাঁধে, ধরা পড়লে সব ভজকট হয়ে যাবে। গোমরটা কাউকে জানানো চলে না, বিজ্ঞানীদের বুঝ দিয়েছে রানাদের বিপদে পড়ার কথা বলে। ওদেরকে নিয়ে চলে এসেছে স্টেশনের একদম নীচের লেভেলে। লুকানোর জন্য গেইট কন্ট্রোল রুমটা আদর্শ বলে মনে হয়েছে তার কাছে।

'আপনার প্ল্যানটা কী?' এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন ড. কনওয়ে। 'এখানেই অপেক্ষা করবেন রাশানরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত? কিন্তু কখন যাবে ওরা, তার তো কোনও ঠিক নেই। খাবার-দাবারও নেই আমাদের সঙ্গে। এ-অবস্থায় কতক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব?'

ভদকার খালি বোতলে ভরা একটা ক্রেট টেনে নিল ম্যাসন। বাড়ি খেয়ে টুং টাং আওয়াজ করল বোতলগুলো। ক্রেটের উপর বসে সে বলল, 'দুশ্চিন্তার কিছু দেখছি না। এতক্ষণে এখানকার গোলমালের খবর পৌঁছে গেছে বাইরে। খুব শীঘ্রি সাহায্য চলে আসবে। ততক্ষণ টিকে থাকলেই চলবে।'

'কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন?' শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল শ্যারন, ওর চোখ ধকধক করছে।

মেয়েটার ক্রোধের কারণ অজানা নয় ম্যাসনের। রানা আর নেভির তিন অফিসারকে বিপদের মুখে ফেলে পালাতে চায়নি ও।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
কিন্তু ভোটাভুটিতে হেরে গিয়ে ওদের সঙ্গে আসতে বাধ্য হয়েছে। কাপুরুষোচিত এই আচরণের জন্য ও সরাসরি দায়ী করছে ম্যাসনকে।

'নিশ্চিত নই আমি,' হালকা গলায় বলল সাংবাদিক। 'স্রেফ একটা অনুমান।'

একটু ঘুরে বসল সে। শ্যারনের অগ্নিদৃষ্টির সামনে সংকুচিত বোধ করছে। মনোযোগ ফেরানোর জন্য জ্যাকেটের ভিতর থেকে বের করে আনল একটা বাইণ্ডার—মেইন ল্যাব থেকে নিয়ে আসা তিনটের একটা। দুর্বোধ্য সঙ্কেত দিয়ে লেখা হয়েছে ওটা, সঙ্কেতের অর্থ বের করা যায় কি না দেখবে।

বিস্ময় ফুটল শ্যারনের চোখে, জার্নালটা চিনতে পেরেছে। অভিযোগের সুরে বলল, 'ওটা আপনি চুরি করেছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। 'চুরি না, ধার নিয়েছি বলতে পারেন। প্রথমটা, আর শেষ দুটো। মনে হলো এ-তিনটে পড়লেই সব জানা যাবে—প্রথম আর শেষ। আসুন না, আপনারাও চেষ্টা করে দেখুন, কিছু বোঝা যায় কি না।' বাকি দুটো জার্নাল বের করে শ্যারন আর ড. কনওয়ের হাতে দিল সে।

পাতা উল্টাল দুই বিজ্ঞানী। ওদেরকে ঘিরে ধরল তিন রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট।

'এ তো স্রেফ হিজিবিজির মত দেখাচ্ছে!' বলে উঠল নেভিল, সবচেয়ে কমবয়েসী রিসার্চার।

'হিজিবিজি না, এটা এক ধরনের কোড,' বলল শ্যারন। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে জার্নালের প্রতিটা পৃষ্ঠা।

'কিন্তু কী ধরনের কোড?' বলল ম্যাসন। নিজের কোলে রাখা জার্নালটার প্রথম পাতায় চোখ আটকে আছে তার। 'এ-ধরনের অক্ষর আগে কোনোদিন দেখিনি।'

কয়েক মিনিট পর হাল ছেড়ে দিল শ্যারন। জার্নাল বন্ধ করে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
বলল, 'সম্ভব নয়। এ-জিনিস ডিসাইফার করতে হলে পেশাদার ক্রিপ্টোলজিস্ট দরকার।'

'এনক্রিপশনের পিছনে একটাই কারণ থাকতে পারে,' ম্যাসন বলল। 'নিশ্চয়ই স্পর্শকাতর কোনও তথ্য আছে এর মধ্যে।'

'নাও থাকতে পারে,' বললেন ড. কনওয়ে। 'কোডটার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন আপনি, কিন্তু এটা কি জানেন, বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই তাদের গবেষণার সমস্ত নথি এভাবে সংরক্ষণ করেন? হোক সেটা গোপন, বা প্রকাশ্য বিষয়।'

'কিন্তু কেন?' ভ্রূকুটি করল ম্যাসন।

'এক ধরনের প্যারানয়া বলতে পারেন... নিজের আবিষ্কার চুরি হয়ে যাওয়ার ভয়। অনাদিকাল থেকেই চলছে এটা। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির গল্প শোনেননি? এমনভাবে নিজের জার্নাল লিখতেন উনি, যাতে আয়নার সামনে ধরে পড়তে হয়।'

অদ্ভুত বর্ণগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল ম্যাসন, বোঝার চেষ্টা করল ওগুলোর ভিতরে কোনও ধরনের পরিচিত ছন্দ আছে কি না। কিন্তু তাতে লাভ হলো না। কী যেন মিস করে যাচ্ছে বার বার।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল সে। নতুন একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে আবছাভাবে। প্রথমে মনে হলো শোনার ভুল, কিন্তু আওয়াজের তীব্রতা বাড়তেই ভেঙে গেল ভুল ধারণা।

'ক্... কীসের আওয়াজ?' হতভম্ব গলায় বলল লিলি।

উঠে দাঁড়াল ম্যাসন, সঙ্গীদের মুখের দিকে পালা করে তাকাল। সবাইকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। পা বাড়াল সে। শব্দের উৎসের দিকে এগোল। দেয়ালের একটা ফাটল দিয়ে আসছে শব্দটা। ওখানে গিয়ে কান পাতল।

'কুকুরের ডাক না?' পিছন থেকে বলে উঠল স্যাম, বায়োলজি


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

টিমের তৃতীয় সদস্য।

'কুকুর-ই... কোনও সন্দেহ নেই,' সায় দিলেন ড. কনওয়ে।

'একটু ভুল করছেন আপনি, ডক্টর,' বলল ম্যাসন। 'শুধু কুকুর না, ওটা আসলে কুকুর আর নেকড়ের সংকর!' গতকাল থেকে এতবার শুনেছে ওই ডাক, ভুল হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। 'ওর নাম লোবো!'

দুটো টানেলের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাবি, হাত মুঠো করে লোবোকে চুপ করতে ইশারা করল। ওর কয়েক গজ সামনে, একটা টানেলের দিকে মুখ করে চাপা স্বরে গরগর করছে কুকুরটা, শরীর কুঁজো করে নিয়েছে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে, হামলা শুরু হলে মনিবকে রক্ষা করবার জন্য তৈরি।

অ্যাবির ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে জিম পাটইয়াক, পাশে সিম্যান পাওয়েল। দেয়ালে আঁকা একটা সবুজ ত্রিভুজ দেখিয়ে জিম ফিসফিস করে বলল, 'এই যে... এ-দিক দিয়ে যেতে হবে।' গলা কাঁপছে তার।

লোবোকে এগোবার ইশারা করল অ্যাবি। ঘাড়ের লোম খাড়া করে হাঁটতে শুরু করল কুকুরটা, তার পিছু নিল ওরা। সতর্ক পদক্ষেপে। সমস্ত ইন্দ্রিয় খাড়া করে রেখেছে প্রত্যেকে।

ভূ-গর্ভস্থ এই টানেল নেটওয়ার্কে ওঁত পেতে থাকা বিপদ সম্পর্কে সচেতন ওরা। গত আধ ঘণ্টায় কয়েক দফা দেখা পেয়েছে অচেনা প্রাণীগুলোর। উপরে দেখা প্রাণীটার মতই চেহারা সবগুলোর, ওটার মতই হামলা চালাবার চেষ্টা করেছে ওদের উপর। প্রতিবারই ফ্লেয়ার ছুঁড়ে নিরস্ত করা হয়েছে ওগুলোকে। ইতিমধ্যে বুঝে গেছে ওরা—ফ্লেয়ারের উজ্জ্বল আলো আর তাপ সহ্য করতে পারে না প্রাণীগুলো। তবে এই কৌশলের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। আর মাত্র দুটো ফ্লেয়ার শেল আছে অ্যাবির



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
কাছে। ওগুলো শেষ হবার পর কী ঘটবে, তা ভাবতেও ভয় পাচ্ছে।

মিটমিট করে উঠল জিমের হাতের ফ্ল্যাশলাইট। ক্ষণিকের জন্য ওদেরকে ডুবিয়ে দিল অন্ধকারে। গাল দিয়ে উঠল ও, দেয়ালের গায়ে ঠুকল ফ্ল্যাশলাইটটা। আবার জ্বলে উঠল আলো... তবে আগের চেয়ে দুর্বল।

'শালার পোড়া কপাল,' গজগজ করে উঠল পাওয়েল। 'এবার দেখি আলোটাও বেঈমানী শুরু করেছে!'

ফ্ল্যাশলাইটটার কোনও দোষ নেই। টুইন অটারের ইমার্জেন্সি কিট থেকে ওটা সংগ্রহ করেছে অ্যাবি—পুরনো... বিমানের অরিজিন্যাল গিয়ারের অংশ। ব্যাটারিও বদলানো হয়নি বহুদিন। প্রয়োজন পড়েনি। মনে মনে নিজেকে শাপ-শাপান্ত করল অ্যাবি। ইশ্‌শ্‌... আরেকটু যদি সতর্ক হতো... যদি নিয়মিত ব্যাটারি বদলাত ফ্ল্যাশলাইটের... তা হলে এই সমস্যায় পড়তে হতো না।

আবারও মিটমিট করল আলোটা। অনুনয়ের ভঙ্গিতে জিম বলল, 'প্লিজ... নিভিস না! প্লিজ!!'

হাতের মধ্যে ফ্ল্যাশলাইটটাকে কয়েকবার ঝাঁকাল সে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য একটু উজ্জ্বল হলো আলো... শেষবারের মত প্রদীপ যে-ভাবে দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, অনেকটা সে-ভাবে... তারপরেই নিভে গেল পুরোপুরি। হাজার চেষ্টাতেও ওটাকে আর জ্বালতে পারল না জিম।

গাঢ় একটা পর্দার মত ওদেরকে ঘিরে ধরল আঁধার। চারদিক মিশমিশে কালো। কিচ্ছু দেখা যায় না।

'লোবো!' ফিসফিসিয়ে ডাকল অ্যাবি।

ওর পায়ে শরীর ঘষল কুকুরটা। ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে। ওটার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিল অ্যাবি। একটু শান্ত হলো তাতে লোবো।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'এবার কী?' জিজ্ঞেস করল জিম।

'ফ্লেয়ার জ্বালুন,' অ্যাবিকে বলল পাওয়েল। 'আলো যতক্ষণ জ্বলে, তার মধ্যে একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজে নেবার চেষ্টা করব।'

'মাত্র দুটো শেল আছে আমার কাছে,' জানাল অ্যাবি। 'এখুনি যদি খরচ করে ফেলি, পরে জানোয়ারগুলো হামলা চালালে কী করব?'

'অন্ধকারে বসে থেকেও তো লাভ হবে না। ওগুলোকে আসতে দেখব না। এখানে আমরা সম্পূর্ণ অরক্ষিত।'

যুক্তিটা অকাট্য। ফ্লেয়ার গান উঁচু করল অ্যাবি। ট্রিগার চাপতে যাবে, এমন সময় হিসিয়ে উঠল জিম।

'দাঁড়ান! ডানে তাকান! কী ওটা? আলো?'

মাথা ঘুরিয়ে চোখ পিটপিট করল অ্যাবি। সাদাটে একটা আভা দেখতে পেল—কিছু একটা জ্বলজ্বল করছে দূরে। বলল, 'আলোই তো মনে হচ্ছে। স্টেশনের কোনও বাতি?'

'মনে হয় না,' জিম বলল। 'এন্ট্রান্স থেকে এখনও আমরা বেশ খানিকটা দূরে।'

'স্টেশন না হোক, আলো তো জ্বলছে!' বলল পাওয়েল। 'চলুন ওদিকে যাই। ফ্লেয়ার জ্বালুন।'

'না, তাতে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে,' বলল অ্যাবি। 'আলোর উৎসটা আর আলাদা করতে পারব না।'

'তা হলে?'

'অন্ধকারেই পথ খুঁজে নিতে হবে।' ফ্লেয়ার গানটা কোমরে গুঁজে ফেলল অ্যাবি। 'আসুন, হাত ধরাধরি করে এগোই।'

মাঝখানে রইল ও, দু'পাশ থেকে ওর হাত ধরল পাওয়েল আর জিম। এরপর তিনজনে হাঁটতে শুরু করল। লোবো যথারীতি সামনে থাকছে। এগোবার গতি ধীর, আলোর অভাবে খুব



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। খানাখন্দে পা ফেলে গোড়ালি মচকালে সর্বনাশ!

দাঁত সারাক্ষণ শিরশির করছে অ্যাবির, মাথাও ঘুরছে অল্প অল্প। স্নেক পিটে ঢোকার পর থেকে শুরু হয়েছে এই কাণ্ড। সঙ্গীদের মুখেও শুনেছে একই অসুবিধের কথা। হতে পারে ব্যাপারটা স্টেশনের জেনারেটর বা অন্য কোনও যন্ত্রের ভাইব্রেশনের প্রভাব—যদিও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছে না ব্যাখ্যাটায়। মূল স্টেশন থেকে এখনও বেশ দূরে ওরা, তা হলে ভাইব্রেশনের প্রভাব ক্ষণে ক্ষণে কমছে-বাড়ছে কেন?

আঁকা-বাঁকা টানেল ধরে পর পর কয়েকটা বাঁক পেরুল ওরা।

একটু পর পাওয়েল বলল, 'মেঝেটা ঢালু হয়ে এসেছে, খেয়াল করেছেন? মনে হচ্ছে দ্বীপের আরও গভীরে নেমে যাচ্ছি আমরা।'

'এমন তো হবার কথা না,' বলল জিম। 'নিশ্চয়ই ম্যাপিং করা ট্রেইল থেকে সরে এসেছি আমরা। পথ হারিয়েছি কি না কে জানে।'

'আলোটা কিন্তু উজ্জ্বল হয়েছে অনেক,' সামনের দিকে ইশারা করল অ্যাবি।

'ছোটবেলায় দাদুর মুখে *সেডনা*-র গল্প শুনেছিলাম,' জিম বলল। 'সেরকম কিছু না হলেই হয়।'

'সেডনা!' বিস্ময় প্রকাশ করল পাওয়েল। 'ওটা আবার কী জিনিস?'

'জিনিস না, ইনুইট উপকথার দুষ্ট এক ডাইনি,' বলল অ্যাবি। 'জ্বলজ্বলে শরীর তার, আলো ঠিকরে বেরোয়। আঁধার রাতে সেই আলোকে অনুসরণ করতে গিয়ে পথ হারায় নিঃসঙ্গ জেলেরা... সাগরে ডুবে মরে।'

'প্রথমে দানব... এখন আবার ভূতের কাহিনি!' সখেদে বলল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পাওয়েল। 'আর্কটিকের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে আমার।'

আর কোনও কথা বলল না কেউ। নীরবে হেঁটে চলল। মিনিটপাঁচেক পর, বড় একটা মোড় ঘুরতেই দেখা পেল আলোর উৎসের। বড় একটা গুহার মত জায়গায় পৌঁছেছে ওরা, একপাশের দেয়ালে ফাটল ধরেছে, সেই ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসছে এক চিলতে আলো, বরফের মেঝেতে প্রতিফলিত হয়ে আবছাভাবে আলোকিত করে তুলেছে গুহার অভ্যন্তর। হাত ছেড়ে দিয়ে ফাটলের দিকে এগোল তিনজনে। ঘেউ ঘেউ করে ডাক ছাড়ল লোবো—ও-ও অন্ধকারের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি।

চারদিকে নজর বোলাল পাওয়েল। 'কোথায় এলাম? সামনে যাওয়ার তো কোনও রাস্তা নেই দেখছি।'

'আলোটা কীসের, সেটা আগে জানা দরকার,' বলল অ্যাবি।

ওদের কথা সম্ভবত শোনা গেছে ফাটলের ওপাশ থেকে। একটা নারীকণ্ঠ ডেকে উঠল, 'হ্যালো? কে ওখানে?'

গরগর করে উঠল লোবো।

খপ্ করে অ্যাবির হাত চেপে ধরল পাওয়েল। 'কার গলা? সেডনা না তো!'

মুচকি হাসল অ্যাবি। 'ওই ডাইনি ইংরেজি বলতে পারে না।' হাত ছাড়িয়ে সামনে এগোল ও। ধমক দিয়ে চুপ করালো লোবোকে। তারপর পাল্টা ডাক দিল, 'হ্যালো?'

'কে কথা বলছেন?' নতুন একটা গলা ভেসে এল... পুরুষকণ্ঠ।

চমকে উঠল অ্যাবি। এই গলা ও চেনে। 'ক্... কে? মি. ম্যাসন?'

'মিস ম্যানিটক!' ম্যাসনও চিনল ওর গলা। 'আপনি?'

তাড়াতাড়ি ফাটলের পাশে চলে গেল অ্যাবি। বেশি বড় না ওটা, বড়জোর দু'ইঞ্চির মত হবে। ওখান দিয়ে আসছে আলো


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আর সাংবাদিকের গলা। আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল—ম্যাসন বেঁচে আছে... তারমানে রানাও!

'কীভাবে... ওখানে কোত্থেকে এলেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

জবাব দেবার আগেই আবারও হাঁকডাক জুড়ে দিল লোবো। এবার আগের চেয়ে জোরে গর্জন করছে, ঘুরে গেছে গুহামুখের দিকে। ঝট্ করে ওদিকে ঘুরল অ্যাবি, থমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। একজোড়া রক্তলাল চোখ জ্বলজ্বল করছে অন্ধকারে।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল জিম।

হেলে-দুলে টানেলের অন্ধকার থেকে আলোকিত গুহায় ঢুকল একটা দানব। সশব্দে নাক টানছে, কুঁৎকুঁতে চোখে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। এটাই ওদের দেখা সবচেয়ে বড় দানব, আগেরগুলো এর চেয়ে ছোট ছিল।

বিদ্যুৎ খেলে গেল অ্যাবির শরীরে। টান দিয়ে বের করে আনল কোমরে গোঁজা ফ্লেয়ার গানটা। টিপে দিল ট্রিগার। দানবের দিকে উড়ে গেল ফ্লেয়ার, গায়ে বাড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ল পায়ের কাছে, তারপরেই চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে বিস্ফোরিত হলো।

চিৎকার করে উঠল দানবটা। ঝটপট পিছিয়ে গেল কয়েক পা, তারপরেই উল্টো ঘুরে ছুটে পালিয়ে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল টানেলের অন্ধকারে।

'আলো নিভলে আবার ফিরে আসবে ওটা,' শঙ্কিত গলায় বলল পাওয়েল।

'আর মাত্র একটা শেল আছে,' বলল অ্যাবি। 'ওটা ফুরোলেই আমরা শেষ।' দেয়ালের ফাটলের দিকে ফিরল। 'ওই দানবের ব্যাপারে কিছু জানেন আপনি, ম্যাসন?'

'গ্রেণ্ডেল বলে ওগুলোকে,' ম্যাসন জানাল। 'দ্বীপের গভীরে বহু বছর ধরে শীতনিদ্রায় ছিল, সম্প্রতি জেগে উঠেছে। আধুনিক


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
তিমির স্থলচর পূর্বপুরুষ। খুবই হিংস্র। যত দ্রুত পারেন সরে যান ওগুলোর নাগাল থেকে।'

'যাওয়ার কোনও জায়গা নেই আমাদের,' অ্যাবি বলল। 'রানা কোথায়?'

কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিল ম্যাসন। তারপর বলল, 'বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি আমরা। মি. রানা স্টেশনের ভিতরেই কোথাও আছেন... কিন্তু ঠিক কোথায়, তা বলতে পারব না।'

লোকটার কথাগুলো ঠিক আন্তরিক মনে হলো না অ্যাবির কাছে। মনে হলো কিছু গোপন করে যাচ্ছে। কিন্তু এখন তা নিয়ে তর্ক করবার সুযোগ নেই। বলল, 'এখান থেকে কীভাবে বেরুতে পারি, জানেন আপনি? আমাদের ফ্ল্যাশলাইটের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে। অস্ত্র বলতে আছে একটা মাত্র ফ্লেয়ার।'

'আপনারা ভিতরে ঢুকলেন কীভাবে?'

'একটা ভেন্টিলেশন শাফট ধরে। সারফেস থেকে স্নেক পিট পর্যন্ত নেমে এসেছে ওটা।'

'জায়গাটা একদম নিরাপদ নয়। একটু অপেক্ষা করুন। আমাদের এখানে একটা টুল শেলফ আছে... দেখি, ফাটলটা বড় করা যায় কি না। তা হলে এ-পাশে চলে আসতে পারবেন।'

আশাবাদী হতে পারল না অ্যাবি। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, বরফের দেয়ালটা প্রায় তিন ফুট পুরু। শাবল-গাঁইতি থাকলেও ফাটল বড় করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে। ম্যাসনকে জানাল সেটা।

'এক কাজ করি না কেন?' ম্যাসনের পিছন থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠ, প্রথমে যেটা শোনা গিয়েছিল। 'সি-গেইটের মোটরদুটোর বেশ ক'টা ফিউয়েল ড্রাম আছে এখানে। সলতে লাগিয়ে মলোটভ ককটেলের মত ফাটানো যায় না? দেয়ালটা হয়তো ধসিয়ে দেয়া যাবে।'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'উঁহুঁ, ওটা ঝুঁকিপূর্ণ। বিস্ফোরণে আমরাই আহত হতে পারি।' দ্বিমত পোষণ করল ম্যাসন। 'তবে ফিউয়েল ড্রামগুলো হয়তো অন্যভাবে কাজে লাগানো যাবে। অ্যাবি, একটু দাঁড়ান। ব্যবস্থা একটা নিচ্ছি।' ফাটলের পাশ থেকে সরে গেল ম্যাসন।

মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল ওদিকে। সাংবাদিক তার সঙ্গীদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছে। একটু পরে অ্যাবিকে জানাল, 'একটা বুদ্ধি করেছি আমরা। আপনারা দেয়ালের পাশ থেকে সরে দাঁড়ান।'

ফাটলের মধ্যে কী যেন একটা গুঁজে দেয়া হলো। হোস-নজলের মত লাগল অ্যাবির কাছে। পেট্রলের উৎকট গন্ধ আসছে ওটা থেকে। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল ও। লোবোকে নিয়ে পাওয়েল আর জিম আগেই সরে গেছে।

ম্যাচ ঘষার মত ফস করে একটা আওয়াজ হলো, তারপরেই ফাটলের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে এল আগুনের বিশাল এক গোলা। তীব্র উত্তাপ অনুভব করল অ্যাবি, মনে হলো, ভুরু আর পাপড়ি পুড়ে গেছে। পিছাতে গিয়ে হোঁচট খেলো ও, পড়ে গেল চিৎ হয়ে। ছুটে এল পাওয়েল, ওকে টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে আনল নিরাপদ দূরত্বে।

'কোথাও লাগেনি তো?' উদ্বেগমাখা গলায় জানতে চাইল পাওয়েল।

উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়ল অ্যাবি। 'নাহ্। এই ঠাণ্ডার মধ্যে গরমটা বরং ভালই লেগেছে।'

'আরেকটু হলে তো পুড়েই যেতেন!'

সেটা জানা আছে অ্যাবির। দেয়ালের দিকে চোখ ফেরাল। ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসছে তরল আগুন। ছিটকে পড়ছে গুহার মেঝেতে, নিভছে না। বরফের উপরে উদ্দাম নৃত্য জুড়েছে আগুনের শিখা। অদ্ভুত দৃশ্য। ধীরে ধীরে বাড়ছে গুহার উত্তাপ।

'ভাল বুদ্ধি,' বলল অ্যাবি। 'বরফ গলিয়ে আমাদের জন্য পথ



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
বানানোর চেষ্টা করছেন ওঁরা।'

মেঝেতে ধীরে ধীরে বাড়ছে জ্বলন্ত ডিজেলের পরিমাণ, গড়াতে গড়াতে আসছে ওদের দিকে। পায়ে পায়ে পিছাতে থাকল তিনজনে।

'ভাল বুদ্ধি না ছাই!' বিরক্ত গলায় বলল পাওয়েল। 'ওই পথ তৈরি হবার আগে তেলে ভাজা কাবাব হয়ে যাব আমরা!'

হোস-নজল অপারেট করছে ম্যাসন, তাকে সাহায্য করছে নেভিল। একটা ম্যানুয়াল পাম্পের হাতল ঘুরিয়ে ফিউয়েল ড্রাম থেকে হোসে ডিজেল সরবরাহ করছে স্যাম। দরজার কাছে পাহারায় রয়েছে লিলি। পানির বন্যা বয়ে যাচ্ছে ফাটলের ভিতর থেকে—বাইরের দিকে যেমন পড়ছে, পড়ছে কন্ট্রোল রুমের ভিতরেও। সেই পানিতে ভাসছে জ্বলন্ত ডিজেল। শেলফ থেকে পাওয়া দুটো ফায়ার-ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে সেই আগুন নিভিয়ে যাচ্ছে ড. কনওয়ে আর শ্যারন।

'প্রেশার বাড়াও!' চেঁচিয়ে বলল ম্যাসন। তারপর নজলের লিভার ঘুরিয়ে ফাটলের আগুনে আরও বেশি করে ডিজেল ছিটাতে শুরু করল। সাবধানে কাজ করছে, সারাক্ষণ নজর রাখছে আউটওয়ার্ড প্রেশারের দিকে, নইলে ডিজেলের আগুন ওদেরকেই পুড়িয়ে মারবে।

ফাটলের কাছাকাছি এগিয়ে গেল শ্যারন, মুখের সামনে হাত তুলল বাষ্প থেকে বাঁচার জন্য। কয়েকবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে পিছিয়ে এল আবার। ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অর্ধেকটা হয়ে গেছে।'

'কতখানি চওড়া?' জানতে চাইল ম্যাসন।

'দেড় ফুটের মত। খুব বেশি বলা যাবে না, তবে শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকতে পারবে আপনার বন্ধুরা।'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার নজলের দিকে মনোযোগ দিল ম্যাসন। ফাটল বড় না হলেই ভাল, তা হলে গ্রেণ্ডেলগুলো ওখান দিয়ে ঢুকতে পারবে না কন্ট্রোল রুমে।

লিলির চিৎকার শুনে আচমকা থতমত খেয়ে গেল সে।

'থামুন!'

তাড়াতাড়ি লিভার ঘুরিয়ে নজল বন্ধ করল ম্যাসন। ঘুরল মেয়েটার দিকে।

'রাশান সোলজার!' ফিসফিসিয়ে বলল লিলি। 'প্যাসেজের ওপাশের দরজাটা খুলে ফেলেছে ওরা।'

এগিয়ে গিয়ে দরজার কাঁচ দিয়ে বাইরে উঁকি দিল ম্যাসন।

'আমাদের খোঁজ পেল কীভাবে?' হতভম্ব গলায় বলল স্যাম।

সঙ্গীদের দিকে ফিরল ম্যাসন। 'বোধহয় আগুনের আভা দেখতে পেয়েছে।'

'এ-পর্যন্ত আসতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলেন ড. কনওয়ে। 'প্যাসেজটা তো বরফে ভরা।'

'পুরোপুরি নয়। কষ্টে-সৃষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে আসা সম্ভব। হয়তো একটু সময় লাগবে, কিন্তু ওরা আসবেই।'

'ঝামেলা হয়ে গেল তো!'

'তা তো বটেই।'

'কী করব আমরা এখন?' নার্ভাস গলায় জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। 'নতুন একটা প্ল্যান খাড়া করা দরকার। আগেরটা তো মাঠে মারা পড়েছে।'

'কী প্ল্যান?'

জবাব দিল না ম্যাসন। তার বদলে অদ্ভুত একটা কাজ করল। পারকা-র হুডে লাগানো ড্র-স্ট্রিং টানল সে, একটা প্রান্ত কানে গুঁজল। এরপর শার্টের কলার উঁচু করল, একটা কোনা চেপে ধরল



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
গলার চামড়ায়। মুহূর্তে তার সাদাসিধে চেহারা বদলে যেতে দেখল বাকিরা, সেখানে ভর করল আশ্চর্য এক রুক্ষতা।

মুখ খুলল ম্যাসন। নিচু গলায় ডাকল, 'ডেল্টা ওয়ান, দিস ইজ ডেল্টা কন্ট্রোলার। রেসপণ্ড!'

## পনেরো

হতভম্ব চোখে তাকিয়ে আছে সবাই, কিন্তু সেসবের পরোয়া করল না ছদ্মবেশী সাংবাদিক। আবারও ডাকল ডেল্টা ওয়ানকে। পারকা-র লাইনিঙের তলায় লুকানো আছে তার মিনিয়েচার ইউএইচএফ ট্রান্সমিটার, শার্টের কলারে থ্রোট মাইক—অত্যন্ত শক্তিশালী... দ্বীপের এত গভীর থেকেও বার্তা পাঠাতে সক্ষম। তবে সেই বার্তা রিসিভ করবার জন্য বিশেষ ধরনের একটা ডিশ অ্যান্টেনা প্রয়োজন, সেটা বসানো হয়েছে চল্লিশ মাইল দূরে, ডেল্টা টিমের অস্থায়ী ক্যাম্পে। দ্বীপে পৌঁছুনোর পর থেকেই সবার অগোচরে ওদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে সে। সমস্যা একটাই—সে নিজে ওই ডিশ অ্যান্টেনা ব্যবহার করতে পারছে না; পারকার সেলাইয়ের ভিতরে রেডিও-সিগনাল রিসিভিং একটা লেয়ার বসানো হয়েছে, তবে সেটা ডিশ অ্যান্টেনার মত কার্যকর নয়।

কয়েক দফা ডাকাডাকির পর ভেসে এল জবাব। রিসেপশন খুব দুর্বল, ভেঙে ভেঙে আসছে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'ডেল্টা... রিসিভিং।'

'স্ট্যাটাস কী তোমাদের?' জানতে চাইল ম্যাসন।

'টার্গেট... ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। ওমেগা স্টেশনের দখল ফিরে পেয়েছি। পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছি এখন।'

সন্তোষ অনুভব করল ম্যাসন। খেলার মাঠ থেকে সরিয়ে দেয়া গেছে ড্রাকনকে—ওটা একটা বড় ধরনের হুমকি ছিল তাদের জন্য। প্রতিপক্ষ দলের অবশিষ্ট লোকগুলোকে সামলানো সহজ হবে এবার।

'ডেল্টা ওয়ান, বিপদে পড়েছি আমি,' বলল সে। 'রাশানদের কারণে এক্সট্র্যাকশনও ঝুঁকিপূর্ণ। সরাসরি কোনও হামলা চালানো হলে ওরা স্টেশনটাকে ধ্বংস করে দেবে। তাতে নষ্ট হয়ে যাবে এখানকার ল্যাব, স্পেসিমেন আর সমস্ত ডেটা। কাজেই কিছু করতে যেয়ো না। আমি চেষ্টা করে দেখছি নিজেই এখান থেকে বেরুতে পারি কি না। নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছুতে পারলে এক্সট্র্যাকশনের জন্য খবর দেব তোমাদেরকে। আমার অর্ডার না পেলে মুভ কোরো না।'

'এদিকে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, কন্ট্রোলার। দুটো হেলিকপ্টার হারিয়েছি আমরা—ড্রাকন থেকে টর্পেডো মেরে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। ব্যাকআপ হিসেবে একটা হেলিকপ্টার পিছনে রেখে এসেছিলাম, ওটাই শুধু আছে। পুরো ফোর্সকে একসঙ্গে মুভ করাতে পারব না। এয়ার-অ্যাটাকও সম্ভব নয়।'

'অসুবিধে নেই। আপাতত একটা ইভ্যাক টিম রেডি রাখো মুভ করাবার জন্য। সময়মত যোগাযোগ করব আমি।'

'রজার দ্যাট, কন্ট্রোলার।'

'কন্ট্রোলার আউট।'

কান থেকে ড্র-স্ট্রিং নামিয়ে ফেলল ম্যাসন। ঠিকঠাক করে নিল শার্টের কলার। সোজা হতেই দেখল, চোখ বড় বড় করে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'কে আপনি?' সন্দিহান গলায় জানতে চাইল শ্যারন।

'আসল নাম জানতে চান? ওটা ইম্পরট্যান্ট নয়। ম্যাসন বলে ডাকছিলেন... সেটাই চলতে থাকুক।'

'নাম না, আমরা আপনার সত্যিকার পরিচয় জানতে চাই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাসন। লুকোচুরি করে আর লাভ নেই। এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে চাইলে, মিশনটা সফলভাবে শেষ করতে চাইলে বিজ্ঞানীদের সাহায্য প্রয়োজন হবে তার। তাই গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'আমি সিআইএ-র লোক। এই দ্বীপে ডেল্টা ফোর্স একটা টিম মোতায়েন করা হয়েছে... আপাতত ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছি। শুনে খুশি হবেন, রাশানদের কবল থেকে ওরা ওমেগা স্টেশনকে মুক্ত করেছে।'

স্বস্তি ফুটল বিজ্ঞানীদের চেহারায়। ড. কনওয়ে জানতে চাইলেন, 'আর আমাদের কলিগ-রা?'

'আশা করি ভাল আছে সবাই,' বলল ম্যাসন। 'কিন্তু এই সুসংবাদে আমাদের কোনও উপকার হচ্ছে না। এখানে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না ডেল্টা ফোর্স। যত দ্রুত সম্ভব, গ্রেণ্ডেল স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার আমাদের... তা হলে একটা সুযোগ আছে।'

'কীভাবে বেরুব?' জিজ্ঞেস করল নেভিল।

দেয়ালের ফাটলের দিকে ইশারা করল ম্যাসন। 'যে-পথে ওরা ঢুকেছে, সেই পথে।'

'কিন্তু ওদিকে তো গিজগিজ করছে অ্যাম্বিউলোসিটাসগুলো!' প্রতিবাদের সুরে বলল লিলি।

কামরার ভিতরে নজর বোলাল ম্যাসন। 'এখানকার সাপ্লাই ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে ওগুলোকে ঠেকানো যাবে। কিন্তু সেজন্যে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আসুন।'



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

ভদকার খালি বোতলে ভরা ক্রেটটার দিকে এগোল সে।

কিছুক্ষণের জন্য থেমে গিয়েছিল আগুনের প্রবাহ, ফাটলের মধ্যে আবার সেটাকে জ্বলে উঠতে দেখল অ্যাবি। স্বস্তি পেল। ওপাশে খারাপ কিছু ঘটে গেছে কি না বুঝতে পারছিল না। মেঝেতে জ্বলতে থাকা তেলের কারণে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেসও করতে পারছিল না। তবে এখন আর ভয় নেই। ফোকর প্রায় তৈরি হয়ে গেছে, একটু পরেই ওটা গলে স্টেশনে ঢুকে পড়তে পারবে ওরা।

দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল অ্যাবি। গুহামুখের কাছাকাছি পাহারা দিচ্ছে ওরা। ওকে ঘাড় ফেরাতে দেখে জিম বলল, 'দানবটা যায়নি এখনও। ছায়ার মধ্যে নড়াচড়া লক্ষ করছি আমরা।'

'খাবারের লোভ ছাড়তে পারছে না হারামজাদা!' খ্যাপাটে গলায় বলল পাওয়েল।

'এদিকে যতক্ষণ আগুন জ্বলছে, ততক্ষণ এগোবে না আশা করি,' বলল অ্যাবি। 'আপনারা সাবধানে থাকুন।'

'আগে জানলে একটা ফ্লেমথ্রোয়ার চাইতাম আমার জন্মদিনে,' গজগজ করে উঠল পাওয়েল। 'গত সপ্তাহেই ছিল দিনটা!'

দুই নাবিককে পেরিয়ে অন্ধকার টানেলে চলে গেল অ্যাবির দৃষ্টি। কী লুকিয়ে আছে ওখানে? গ্রেণ্ডেল... নরডিক উপকথার দানব। ম্যাসনের ভাষায়, আধুনিক তিমির স্থলচর পূর্বপুরুষ। কথাটা কি সত্যি হতে পারে? আদিবাসী ইনুইটদের মধ্যে নানা রকম গল্পগাথা চালু আছে তিমিদের অশুভ আত্মার ব্যাপারে—ওগুলো নাকি সাগর ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসে, খুন করে অসহায় যুবক-যুবতীকে। এতদিন অ্যাবি ভেবেছে ওসব কুসংস্কার, কিন্তু এখন আর নিশ্চিত নয়।

দ্বিতীয়বারের মত আগুনের প্রবাহ থেমে যেতে দেখে দেয়ালের দিকে ফিরল ও। না, এবার আর অপ্রত্যাশিত নয়



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ব্যাপারটা। মানুষ ঢোকার মত একটা ফোকর হয়ে গেছে ফাটলের জায়গায়, সেজন্যেই থামানো হয়েছে আগুন। এখুনি অবশ্য ওটা পেরুনো সম্ভব না, মেঝেতে জ্বলে চলেছে ডিজেল। সেই আগুনের তেজ কমার জন্য অপেক্ষা করল ও।

মিনিটতিনেক পর ছোট হয়ে এল আগুনের শিখা। পা বাড়াতে গেল অ্যাবি, কিন্তু তার আগেই ফোকর গলে ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল একজন। গায়ে একটা ফায়ার ব্ল্যাঙ্কেট জড়িয়ে বেরিয়েছে। এপাশে এসেই সেটার সাহায্যে আশপাশের একটু জায়গায় চাপড় মারল, তারপর পিছনদিকে ইশারা দিল বাকিদের।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল অ্যাবি। বেরিয়ে আসা মানুষটা একজন নারী। লম্বা, ছিপছিপে দেহ। গায়ে নীল রঙের থারমাল স্কিনসুট—সাধারণত আইস সেইলিঙের সময় পরে লোকে। ফোকরে হাত ঢুকিয়ে একটা মাইনিং ল্যান্টার্ন বের করে আনল মেয়েটা, উঁচু করে ধরল।

'ড. বেকেট!' চিনতে পেরে বলে উঠল জিম।

নিশ্চয়ই ড. শ্যারন বেকেট—ওমেগা ড্রিফট স্টেশনের প্রধান... বুঝতে পারল অ্যাবি। নামটা শুনেছে ও আজ সকালে। কিন্তু ভদ্রমহিলা এত কমবয়েসী হবেন, আশা করেনি।

'করছেন কী আপনি?' এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল পাওয়েল। 'বেরিয়ে এলেন কেন? আমাদের বরং ওপাশে যাওয়ার কথা।'

'প্ল্যান বদলাতে হলো,' তিক্ত হাসি হেসে বলল শ্যারন। 'এদিকটা ওদিকের চেয়ে নিরাপদ।'

ওর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন শোনা গেল রাইফেলের গর্জন। কন্ট্রোল রুমের লোহার দরজায় ধাতব শব্দ তুলল বুলেটের ধারা।

'রাশানরা?' ভুরু নাচাল পাওয়েল।

'আর কে?' সখেদে বলল শ্যারন।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

ফোকর গলে আরেকজন বেরিয়ে এল। ম্যাসন। বাইরে এসে সাহায্য করল বাকিদেরকে বের হতে। তিনজন পুরুষ আর একটি মেয়ে। সবার চেহারায় চাপা আতঙ্ক।

দলের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটি ঘুরল ম্যাসনের দিকে। 'ওরা দরজায় গুলি করছে কেন, মি. ম্যাসন? লোহার ওই দরজা তো গুলি করে ভাঙা যাবে না।'

'ভয় দেখিয়ে আমাদেরকে আটকে রাখতে চাইছে ওই কামরায়,' বলল ম্যাসন। 'যাতে সার্ভিস টানেল ধরে আরেক গ্রুপ এসে হামলা চালাতে পারে।'

মুখ কালো করে পাওয়েল বলল, 'এদিকে যে-অবস্থা, তাতে ভিতরে ফিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করা ভাল।'

'দু'দিকেই মৃত্যু,' মাথা নেড়ে বলল ম্যাসন। 'অন্তত এখানে গ্রেণ্ডেলদের সঙ্গে লড়াই করবার মত ফায়ারপাওয়ার আছে আমাদের সঙ্গে।' পকেট থেকে একটা ভদকার বোতল বের করল সে। ভিতরটা ডিজেলে ভরা, কাপড় গুঁজে আটকানো হয়েছে মুখ, তার মাঝ থেকে বের হয়ে আছে সলতে। 'এ-রকম গোটা বিশেক বানিয়েছি। আপনাদের ফ্লেয়ার যদি দানবগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, তা হলে হোমমেইড এই মলোটভ ককটেলগুলোও পারবে।'

'লড়াই করে লাভ কী?' জিজ্ঞেস করল অ্যাবি। 'কী করতে চাইছেন আপনি?'

'এই নরক ছেড়ে বেরিয়ে যেতে,' বলল ম্যাসন। 'আপনাদের ওই ভেন্টিলেশন শাফট ধরে।'

'আর আমি কিনা এখানে সংসার পাতার কথা ভাবছিলাম!' ঠাট্টা করল পাওয়েল।

'উপরে গেলে জমে মারা পড়ব আমরা,' প্রতিবাদ করল অ্যাবি। 'বাইরে এখনও প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছে।'



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'খোলা জায়গায় থাকব না আমরা, ওমেগা স্টেশনে যাব,' বলল ম্যাসন।

'ওমেগা! কিন্তু ওখানে তো রাশানরা...'

'ডেল্টা ফোর্সের একটা টিম ওমেগাকে মুক্ত করেছে,' বাধা দিয়ে জানাল শ্যারন। 'এখান থেকে বেরিয়ে আমরা যদি ইভ্যাকুয়েশন পয়েন্টে পৌঁছুতে পারি, ওরাই এসে নিয়ে যাবে আমাদেরকে।'

কপাল চাপড়াল পাওয়েল। 'ডেল্টা ফোর্স? হায় যিশু, তা হলে কেন খামোকা ওখান থেকে পালাতে গেলাম? কেন এখানে দানবের ধাওয়া খেতে এলাম?'

'ডেল্টা ফোর্সের কথা আপনারা জেনেছেন কীভাবে?' ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করল অ্যাবি।

ম্যাসনের দিকে ইশারা করল শ্যারন। 'আপনার এই বন্ধুর মুখে। বোধহয় জানেন না, উনি সিআইএ-র লোক... ডেল্টা ফোর্সের ওই টিমটার কন্ট্রোলার।'

'কী!' চমকে উঠল অ্যাবি।

আবারও গুলির শব্দ ভেসে এল ফোকরের ওপাশ থেকে। ম্যাসন ত্রস্ত গলায় বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ধরা পড়ে যাব। মুভ, এভরিওয়ান!'

নড়ল না অ্যাবি, চমক সামলে উঠতে পারেনি। ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে হচ্ছেটা কী, মি. ম্যাসন?'

ওর বাহু চেপে ধরল ম্যাসন, টান দিয়ে বাধ্য করল হাঁটতে। বলল, 'দুঃখিত, ও-সব ব্যাখ্যা করার সময় নেই এখন। পরে নাহয় শুনবেন।'

গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। টানেলে পৌঁছে মলোটভের সলতেয় লাইটারের সাহায্যে আগুন ধরাল ম্যাসন, তারপর সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে দিল সামনে। মাটিতে পড়ে কয়েক গড়ান খেলো



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
বোতলটা, তারপরেই চোখ-ধাঁধানো আলো আর কান-ফাটানো শব্দে বিস্ফোরিত হলো। চকিতের জন্য গ্রেণ্ডেলের পলায়মান অবয়ব দেখতে পেল অ্যাবি। মোড় পেরিয়ে টানেলের অন্যপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল দানবটা।

স্যামের হাত থেকে আরেকটা বোতল নিল ম্যাসন। তারপর দলের দিকে ফিরে বলল, 'চলুন এগোনো যাক।'

# ষোলো

সার্ভিস টানেলের গায়ে লাগানো লোহার একটা মই বেয়ে উপরে উঠছে রানা ও তার সঙ্গীরা। সবার শরীরে ঝুলছে ওয়েপন্স লকার থেকে সংগ্রহ করা অস্ত্র আর গোলাবারুদ। বাড়তি ওজন নিয়ে মই বাইতে গিয়ে হাঁসফাঁস করছে সবাই। কথা বলছে না কেউ। সমস্ত মনোযোগ এগিয়ে যাওয়ার দিকে।

প্ল্যানটা বেশ সরল—চলার মধ্যে থাকবে ওরা, কোথাও স্থির হবে না। এর মাঝে পথ খুঁজবে আইস স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়ার। একটা *স্লট* বয়া ভাসিয়ে রেখে গেছে পোলার সেন্টিনেল, ওটা ক্রমাগত সাহায্যের আবেদন পাঠিয়ে চলেছে... খুব শীঘ্রি সেই বার্তা পেয়ে আমেরিকান রি-এনফোর্সমেন্ট এসে যাবে। ততক্ষণ লুকিয়ে থাকবে ওরা সারফেসের কোনও পাহাড়-পর্বতের গুহায়।

ছোট্ট একটা পেনলাইট ঝুলছে রানার গলায়, গ্রিনের কাছ


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
থেকে ধার নিয়েছে, সেটার আলোয় ডানপাশের দেয়ালে একটা হরাইজণ্টাল শাফট দেখতে পেল। মই ছেড়ে ঢুকে পড়ল ওটায়। ওর পিছু পিছু শাফটে ঢুকল বাকিরাও। এগোবার আগে পেনলাইট ঘুরিয়ে সামনেটা দেখে নিল ও। না, সম্প্রতি এই শাফট ব্যবহার হয়েছে... এমন কোনও নিদর্শন নেই।

'সিভিলিয়ানদের কোনও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল কমাণ্ডার ফিশার।

'না,' বলল রানা। 'এ-পথে যায়নি ওরা।'

'ধ্যাত্তেরি!' সখেদে বলল গ্রিন। 'গেল কোথায়? মনে হচ্ছে ওদেরকে ছাড়াই স্টেশন থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে।'

'আশা করি লুকানোর মত একটা ভাল জায়গা খুঁজে নিতে পারবে ওরা,' বলল রানা। 'আমরা যদি বেরুতে পারি, ওরা নিরাপদে থাকবে। আমাদের খোঁজে সারফেসে বেরিয়ে আসবে সার্চ পার্টি। ভিতরে আর খোঁজাখুঁজি করবে না।'

'তা-ই যেন হয়।'

নীরবতায় কেটে গেল পরের কয়েকটা মিনিট। তারপরেই শোনা গেল চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ। কেঁপে উঠল শাফটের দেয়াল আর মেঝে।

'ইয়েস!' উল্লাস প্রকাশ করল ফিশার।

মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। কমাণ্ডারের মুখে হাসি লক্ষ করে বলল, 'আপনি এত খুশি কেন?'

'বেরুনোর আগে ওয়েপন্স লকারের ভিতরে গ্রেনেড দিয়ে একটা বুবি-ট্র্যাপ বানিয়ে এসেছিলাম,' বলল ফিশার। 'মনে হচ্ছে ওটার স্বাদ পেয়েছে রাশানরা। ডেভ পার্লের মৃত্যুর প্রতিশোধ।'

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। মন খারাপ হয়ে গেছে। এত মৃত্যু... এত রক্তপাত... কোনও মানে হয় এর? দু'পক্ষেই প্রাণ দিচ্ছে হতভাগ্য সৈনিকেরা—হয়তো খারাপ মানুষ নয় ওরা, স্রেফ


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আদেশ পালন করছে। অথচ যারা সেই আদেশ দিচ্ছে... যারা এখানকার সমস্ত ঝামেলার হোতা... তারা রয়ে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। ফুলের টোকাও লাগছে না তাদের গায়ে। অন্যায়!

দ্রুত এগিয়ে চলল ওরা। শাফট থেকে বেরিয়ে এল নতুন একটা প্রকোষ্ঠে। এক আর দুই নম্বর লেভেলের মাঝামাঝি ওটা। উপরদিকে আরেকটা শাফট উঠে গেছে, সেটাতে ঢোকার আগে বাড়তি সতর্কতা পালন করল। ওদের পলায়ন ঠেকাতে নিশ্চয়ই পাহারা বাড়ানো হয়েছে স্টেশনের উপরদিকটায়, সার্ভিস টানেল আর শাফটগুলোর ভিতরে ফাঁদ বসানো হতে পারে। থাকতে পারে ডিটেকশন ডিভাইস। খুব সাবধানে তাই আগে বাড়ল ওরা।

এতসব সতর্কতার অবশ্য প্রয়োজন পড়ল না, কিছুই পাওয়া গেল না পথের মাঝখানে। খাড়া শাফট থেকে হরাইজণ্টাল আরেকটা শাফটে ঢুকল ওরা, একটু উঁচু হয়ে সেটা গিয়ে মিশেছে এক নম্বর লেভেলে। শেষ প্রান্তে রয়েছে গ্রিল লাগানো পাল্লা—স্ক্রু দিয়ে আটকানো। কাছাকাছি যেতেই শোনা গেল মানুষের গলা... রুশ ভাষায় কথা বলছে। সেইসঙ্গে পায়ের শব্দ।

পেনলাইট নিভিয়ে ফেলল রানা, গ্রিলের কাছে গিয়ে সাবধানে উঁকি দিল বাইরে। ওপাশে আইস স্টেশনের পরিত্যক্ত কিচেন। একপাশে লাইন ধরে বসানো আছে ছোট-বড় নানা আকারের স্টোভ আর আভেন। মাঝামাঝি জায়গায় উঁচু কাউণ্টার—মাছ-মাংস আর সবজি কাটার জন্য। কামরার বাকি অংশ দখল করে রেখেছে বেশ কয়েকটা শেলফ আর পুরনো আমলের ফ্রিজ। দুই পাল্লার একটা দরজা আছে অন্যপ্রান্তে। অলস ভঙ্গিতে সেটার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছে দু'জন রাশান সৈনিক।

রানার ইশারা পেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল ফিশার। ওর পাশে এসে উঁকি দিল বাইরে। একটু পরেই কার ডাক পেয়ে যেন চলে গেল দুই সৈনিক। কিচেন এখন খালি।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে চান?'

ঠোঁট কামড়াল ফিশার। তারপর বলল, 'আরেকবার রাশান সোলজারের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারবেন? সাজ তো নেয়াই আছে!' এখনও নীচের সৈনিকের পোশাক আর পারকা পরে আছে রানা, ইঙ্গিত করল সেদিকে।

'পারব। কিন্তু কেন?'

'চমৎকার একটা সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে। খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই, এখনও এই লেভেলের আলো জ্বালতে পারেনি ওরা, শুধু ইমার্জেন্সি লাইট জ্বলছে। যথেষ্ট ছায়া পাবেন সবখানে। হুড তুলে রাখলে কেউ ঠিকমত দেখতে পাবে না আপনার চেহারা। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে পারবেন সবখানে।'

'চাইছেন রেকি করে আসি?'

মাথা ঝাঁকাল ফিশার। 'নীচের বিস্ফোরণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই। এই-ই আমাদের সুযোগ। কীভাবে কোন্‌দিক দিয়ে পালানো যায়, সেটা দেখে আসবেন আপনি।'

'ভাল প্রস্তাব। আমি রাজি।'

'পুরোটাই কিন্তু আপনার অভিনয়-দক্ষতার উপরে নির্ভর করছে!'

একটু হাসল রানা। 'সেক্ষেত্রে একটু মোটিভেশন পেলে মন্দ হয় না। চরিত্রটা ভালমত ফুটিয়ে তুলতে পারব।'

'প্রাণ বাঁচাবার জন্য অভিনয়ে নামছেন, মোটিভেশন হিসেবে এটুকুই কি যথেষ্ট নয়?'

'তা-ও অবশ্য ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রানা। গ্রিলের পাল্লার স্ক্রু খুলে ফেলল ও। ফিশারের সঙ্গে শেষ কয়েকটা কথা সেরে সাপের মত পিছলে বেরিয়ে গেল টানেল থেকে। মেঝেতে নেমেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল।

'সাবধানে থাকবেন, মি. রানা!' বলে উঠল ফিশার।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'তা আর বলতে!' হাসল রানা। দৃঢ় পায়ে এগোল দরজার দিকে।

লোবোকে পাশে নিয়ে ম্যাসনের পিছু পিছু হাঁটছে অ্যাবি। সবার সামনে রয়েছে পাওয়েল। সলতেয় আগুন ধরিয়ে আরেকটা বোতল ছুঁড়ে দিল সে সম্মুখপানে। বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ ঘটল। আগুনের আভায় আলোকিত হয়ে উঠল টানেল। না, গ্রেণ্ডেলদের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। বিশ মিনিট হয়ে গেল দানবগুলোর ছায়াও চোখে পড়েনি ওদের।

ড. কনওয়ে ইতিমধ্যে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এর। তাঁর মতে, প্রাণীগুলো যেহেতু বরফের গভীরে বাস করে, সেহেতু অন্ধকার এবং হিম তাপমাত্রায় অভ্যস্ত। সামান্য পরিমাণে তাপ কিংবা আলো ওদেরকে আকৃষ্ট করে বটে, কিন্তু বেশি পরিমাণে তাপ আর আলো ওদের ইন্দ্রিয়ের জন্য পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যেই পালিয়ে যায় ওরা।

তাঁর ধারণা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। নিরাপদে মার্কিং করা ট্রেইলে পৌঁছুতে পেরেছে ওরা। এখন দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে ভেন্টিলেশন শাফটের দিকে। পিছু পিছু রাশানদেরও ধাওয়া করে আসবার কথা, কিন্তু কেন যেন আসেনি। হতে পারে গ্রেণ্ডেলদের ব্যাপারে সচেতন ওরা, স্নেক পিটে ঢুকে বিপদে পড়তে চায়নি। হয়তো ভাবছে ওদের হয়ে দানবগুলোই খতম করে দেবে পলাতক মানুষগুলোকে।

লম্বা কদম ফেলে ম্যাসনের পাশে চলে এল অ্যাবি। অভিযোগের সুরে বলল, 'আপনার কাছে কৈফিয়ত পাওনা হয়েছে আমার।'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। বলল, 'মিশনটা পূর্ব-পরিকল্পিত... রাশানরা এই বেইসের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছে দেখে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আয়োজন করা হয়। অ্যাডভান্স ম্যান হিসেবে পাঠানো হয়েছিল আমাকে, ডেল্টা ফোর্স মোতায়েন হবার আগেই এখানকার গোপন ফাইলপত্র সরিয়ে নেবার জন্য। আমার কাভার কীভাবে রাশানদের কাছে ফাঁস হলো, সেটা একটা রহস্য। হতে পারে সিআইএ-র ভেতর ওদের চর আছে। তার কাছে আমার মিশন সম্পর্কে জানতে পেরে আলাস্কায় অ্যামবুশ করে ওরা, ক্র্যাশ করায় আমার বিমানকে। মি. রানা যদি সময়মত হাজির না হতেন, নির্ঘাত মারা পড়তাম।'

'এ-সব তখন আমাদেরকে খুলে বলেননি কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাসন। 'কড়া নির্দেশ ছিল আমার উপরে—গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য। এই নির্দেশ এসেছে সরকারের সবচেয়ে উঁচুমহল থেকে, মিস ম্যানিটক! প্রুডো বে-র হামলার পরে ব্যাপারটা আরও নাজুক আকার ধারণ করে। যে-কোনও মূল্যে এখানে পৌঁছুনো জরুরি হয়ে পড়ে আমার জন্য। সে-কাজে আপনাকে আর মি. রানাকে ব্যবহার না করে উপায় ছিল না। আমি দুঃখিত।'

'এতসব সামান্য এক ক্রায়োজেনিকস্ রিসার্চের জন্য ঘটছে?' বিরক্ত গলায় বলল অ্যাবি। ইতিমধ্যে শ্যারনের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ-পরিচয় সেরে নিয়েছে ও। তার মুখে শুনেছে আইস স্টেশনের গোপন ল্যাবরেটরির খবর।

'সামান্য বলছেন একে? মৃত্যুকে পরাস্ত করবার কৌশল... এর গুরুত্ব কতখানি, তা আন্দাজ করতে পারছেন না?'

'তাই বলে আমাকে... আমার বাবাকে, বা রানার মত একজন হৃদয়বান মানুষকে এই বিপদের মধ্যে টেনে আনার কোনও অধিকার নেই আপনার। এ আপনার একার যুদ্ধ... কেন আমাদেরকে জড়ালেন?'

'দোষ আপনাদেরও কম নয়,' চাঁছাছোলা গলায় বলল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ম্যাসন। 'স্বীকার করছি, এখানে আসার আইডিয়াটা আমিই ঢুকিয়েছি আপনাদের মাথায়; কিন্তু সিদ্ধান্ত তো নিয়েছেন নিজেরাই! যদি না আসতেন, তা হলে কি জোর খাটাতে পারতাম? কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল কে? রহস্য ভেদ করতে উতলা হয়ে উঠেছিল কে? আপনারাই তো!'

'আপনার কথা ভেবে! অভিনয় করেছেন আপনি... নিজেকে অসহায়, দুর্বল দেখিয়েছেন। এমন ভাব করেছেন, যেন আমরা না থাকলে বেঘোরে খুন হয়ে যাবেন!'

'আমার জায়গায় থাকলে বুঝতেন, অভিনয়টা কেন জরুরি ছিল। আপনার... বা আপনার বাবার জন্য নয়; মি. রানাকে রিক্রুট করবার জন্য। ওঁর সম্পর্কে কতখানি জানেন, বলতে পারি না; কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন—মাসুদ রানার মত উদ্যমী, কৌশলী এবং বেপরোয়া লোক দুনিয়ায় খুব কম আছে। দেখামাত্র তাঁকে চিনতে পারি আমি, বুঝতে পারি—এ-লোকের সাহায্য পেলে আমার কাজ কতখানি সহজ হয়ে যাবে। ওঁকে দলে ভিড়িয়ে ভুল যে করিনি, তার প্রমাণ তো হয়েই গেছে। নিজের পরিচয় আমি লুকিয়ে রাখতে পেরেছি এতটা সময়, মি. রানাই সামাল দিয়েছেন সমস্ত বিপদ। তা ছাড়া বলতে দ্বিধা নেই, উনি সঙ্গে না থাকলে আমাদের অনেকেই এতক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকত না। হি সেইভ্‌ড্ আস অল!'

'আর ওর জন্যে কী করেছেন আপনি? ড. বেকেটের কাছে তো শুনলাম, রানাকে বিপদে পড়তে দেখে পালিয়ে এসেছেন!'

'আমাকে সে-রকম নির্দেশই দিয়েছিলেন মি. রানা।' বলে অ্যাবির কাঁধে হাত রাখল ম্যাসন। 'প্লিজ, মিস ম্যানিটক, আমাকে বোঝার চেষ্টা করুন। দেশের স্বার্থে... মিশনের স্বার্থে এ-সব করেছি আমি। আর কিছু নয়। পরিস্থিতি এতটা ভয়ানক হয়ে দাঁড়াবে, তা আশা করিনি। সেজন্য শুধু দুঃখই প্রকাশ করতে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পারি...'

'এই কথাগুলো আপনার রানাকে বলা উচিত...' গলা ধরে এল অ্যাবির।

'কিচ্ছু ভাববেন না,' ওকে অভয় দিল ম্যাসন। 'মি. রানা কঠিন পাত্র। এত সহজে ওঁকে ঘায়েল করতে পারবে না রাশানরা। ওদেরকে অতীতে বহুবার ঘোল খাইয়েছেন উনি—এজেন্সিতে ওঁর ফাইল দেখেছি আমি। দেখবেন, খুব শীঘ্রি বহাল তবিয়তে ফিরে আসবেন ভদ্রলোক। আপাতত নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হবে আমাদেরকে। এই নরক থেকে যদি বেরুতে পারি, ডেল্টা ফোর্সকে পাঠাব মিলিটারি অপারেশনের জন্য। রাশানদেরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে ওরা। বলা যায় না, মি. রানাকেও হয়তো উদ্ধার করতে পারবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ম্যাসনের পাশ থেকে সরে গেল অ্যাবি। বিশ্বাস করেনি ওর একটা কথাও। শুরু থেকে ওদেরকে ধোঁকা দিয়েছে এই লোক, বার বার ঠেলে দিয়েছে বিপদের মুখে। অথচ তার হাতের মুঠোয় ডেল্টা ফোর্সের একটা টিম ছিল... চাইলেই সাহায্য করতে পারত সবাইকে। কিন্তু করেনি। কেন? যাতে ল্যাব থেকে ফাইল হাতানোর কাজে বাধা না পড়ে। মানুষের জীবনের চাইতে যার কাছে সামান্য ক'টা কাগজের মূল্য বেশি, তাকে বিশ্বাস করবে কী করে?

রানার জন্য ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর। নেভির তিনজন অফিসার-সহ ওয়েপন্স লকারে অস্ত্র আনতে গিয়েছিল বলে শুনেছে শ্যারনের কাছে, পথে নাকি বিপদে পড়েছিল... সেজন্যেই পালিয়ে এসেছিল ম্যাসন। কিন্তু তারপর? এখন কী অবস্থায় আছে মানুষটা? বেঁচে আছে, না মরে গেছে? বুক খাঁ খাঁ করতে লাগল অ্যাবির। বহুদিন পর... বহু বছর পর... একজন পুরুষের জন্য এমন উদ্বেগ অনুভব করছে ও। এটা কি কেবলই বন্ধুত্ব, না


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ভালবাসা? জানে না। শুধু জানে, রানাকে আরেকবার দেখতে না পেলে মূল্যহীন হবে ওর বেঁচে থাকা।

'ভেন্টিলেশন শাফটটা দেখতে পাচ্ছি আমি!'

পাওয়েলের ডাকে সংবিৎ ফিরল অ্যাবির। সামনে তাকাল। ওই তো, মেঝেতে দেখা যাচ্ছে রক্তের দাগ। তার পাশে, দেয়ালে মুখ ব্যাদান করে রেখেছে বড় একটা কালো গর্ত—ভেন্টিলেশন শাফটের মুখ। ওখান দিয়েই কয়েক ঘণ্টা আগে ঢুকেছিল পাওয়েল, জিম আর ও।

চলার গতি বাড়িয়ে দিল সবাই। শাফটের মুখের সামনে গিয়ে জড়ো হলো। আলো ফেলে ভিতরটা দেখল ম্যাসন। বড্ড খাড়া। উপর থেকে পিছলে নামার জন্য ভাল, কিন্তু উঠতে গেলে কষ্ট আছে। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'আমাদের একজনকে আগে যেতে হবে। উপরে গিয়ে যদি একটা দড়ি ফেলতে পারে নীচে, সেটা বেয়ে উঠতে পারব বাকিরা।'

'দড়ি নেই আমাদের সঙ্গে,' জানাল নেভিল।

'আছে,' বলে উঠল জিম। 'বিমান থেকে একটা দড়ির গোছা নিয়ে এসেছিলাম আমরা। গ্রেণ্ডেলের ধাওয়া খেয়ে যখন শাফটে ঢুকি, ওটা ফেলে দিয়েছিলাম কাঁধ থেকে। এণ্ট্রান্সের কাছাকাছিই আছে ওটা।'

'কতটা লম্বা?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন। 'এ-পর্যন্ত পৌঁছুবে?'

'মেপে দেখিনি, তবে পৌঁছুবে বলে মনে হয়েছিল।'

'গুড। তা হলে কে যাবে, সেটা ঠিক করে ফেলা যাক।'

'আমিই যাই,' বলল শ্যারন। 'শাফটের দেয়াল একেবারে মসৃণ। আমার পায়ে ক্র্যাম্পন আছে...' জুতোর তলায় লাগানো কাঁটাঅলা ক্র্যাম্পনগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল, 'আপনাদের চেয়ে অনেক সহজে উঠে যেতে পারব। এ-জিনিস আপনাদের কারও পায়ে লাগবে না। আমার মাপে তৈরি।'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'আমার পায়ে লাগবে... একই সাইজের জুতো আমাদের,' বলে এগিয়ে এল অ্যাবি। 'কিছু মনে করবেন না, ড. বেকেট তবে আমি গেলে বেশি ভাল হয়। আপনার যে কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে, তা তো অস্বীকার করতে পারবেন না।'

ওর বধিরতার কথা বলছে অ্যাবি, বুঝতে পারল শ্যারন। উপরে একটা গ্রেণ্ডেল আছে, ওটা যদি শাফটে হামলা চালিয়ে বসে, আগে থেকে সতর্ক হতে পারবে না ও... শুনবে না ওটার এগিয়ে আসার শব্দ। যুক্তিটা অগ্রাহ্য করবার নয়।

'ক্লাইম্বিঙের অভিজ্ঞতা আছে আপনার?' জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অ্যাবি।

আপত্তি না করে ক্র্যাম্পন খুলে দিল শ্যারন। মেঝেতে বসে ওগুলো পরতে শুরু করল অ্যাবি।

সি-গেটের কন্ট্রোল রুম থেকে একটা আইস-অ্যাক্স নিয়ে এসেছে স্যাম, সেটা বাড়িয়ে ধরল। 'এটাও কাজে লাগবে আপনার।'

'থ্যাঙ্কস,' বলে কুঠারটা নিল অ্যাবি। উঠে দাঁড়াল। ওর হাতে দুটো মলোটভ ককটেল আর লাইটার তুলে দিল ম্যাসন। বলল, 'সাবধানে যাবেন। বেশি ঝুঁকি নেবার দরকার নেই, বিপদ দেখা দিলে ফিরে আসবেন এখানে। পরে নাহয় আবার চেষ্টা করা যাবে।'

লাইটার আর বোতলদুটো পারকার পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল অ্যাবি। বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না। আশা করি একবারেই সারতে পারব কাজ।' জিমের দিকে তাকাল। 'লোবোকে দেখে রেখো। গ্রেণ্ডেলগুলোর গন্ধে অস্থির হয়ে উঠেছে ও। খেপে গিয়ে ওগুলোকে ধাওয়া করতে পারে।'

'আমার উপর আস্থা রাখুন,' বলল জিম। 'ওকে কোথাও যেতে দেব না।'



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'তা হলে চলি।'

পাওয়েল আর ম্যাসন অ্যাবিকে উঁচু করে ধরল. হাঁচড়ে-পাঁচড়ে শাফটের ভিতর ঢুকে গেল ও। ঢুকেই দেয়ালে গাঁথল ক্র্যাম্পন, যাতে পিছলে আবার বেরিয়ে না যায়। একটু অপেক্ষা করল ঠিকমত আটকেছে কি না বোঝার জন্য, এরপর সন্তুষ্ট হয়ে এগোতে শুরু করল।

যত উঠছে, ততই খাড়া হচ্ছে শাফট। নামার সময় বোঝা যায়নি। উঠতে গিয়ে খবর হয়ে গেল। শুধু ক্র্যাম্পন বিঁধিয়ে আর কাজ হচ্ছে না। আইস-অ্যাক্সটাও ব্যবহার করল অ্যাবি। কোপ মেরে দেয়ালে গাঁথছে ওটা, হাতল ধরে শরীর জাগাচ্ছে, তারপর ওঠাচ্ছে একটা করে পা।

অমানুষিক পরিশ্রম হচ্ছে, সময় লাগছে প্রচুর, অথচ ওঠার গতি খুবই মন্থর। পা আর হাতের পেশি টন টন করছে ব্যথায়। কিছুক্ষণ পর পর বিশ্রাম নিতে বাধ্য হচ্ছে অ্যাবি। কতটা সময় পেরুচ্ছে, কিচ্ছু বলতে পারবে না।

অর্ধেক দূরত্ব পেরুতেই ফুরিয়ে এল শক্তি। তবে হার মানল না অ্যাবি। সিদ্ধান্ত নিল, এখন থেকে আর কোনও বিশ্রাম নেবে না। শাফটের দেয়াল যখন সমান্তরাল হতে দেখল, মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবে। থামতে বাধ্য হলো ও, পেশিগুলো সাড়া দিচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর কুঠারের হাতল দু'হাতে ধরে একটু একটু করে উঠে এল। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে শাফটের সমান্তরাল অংশে উঠে চিত হয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ হাঁপালো ও, চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছে, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক।

ধাতস্থ হতে কয়েক মিনিট লাগল অ্যাবির। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হলে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো, তাকাল সামনে। আলো নেই ওর সঙ্গে, তবে সামনে আবছা একটা আভা চোখে পড়ছে। নিশ্চয়ই এন্ট্রান্স গলে আসছে আলো। হামাগুড়ি



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

দিয়ে এগোতে শুরু করল ও, তবে তাড়াহুড়ো করল না তাড়াহুড়োর ফল ভাল হয় না, বাবার কাছে এ-শিক্ষা পেয়েছে। কথাটা মনে পড়তেই পিতার কথাও মনে পড়ল। একটু স্বস্তি পেল। ওমেগা স্টেশন মুক্ত করেছে ডেল্টা ফোর্স, তারমানে রিচার্ড ম্যানিটকও মুক্ত... নিরাপদ। অন্তত একটা দুশ্চিন্তা তো কমল।

এখন আর কষ্ট হচ্ছে না চলতে। ধীর-স্থির ভঙ্গিতে সামনে এগোলো অ্যাবি। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল প্রথম মোড়টার কাছে। ওখানে থামল একটু। উঁকি দিল অন্যপাশে। না, গ্রেণ্ডেলটা নেই। এন্ট্রান্স গলে ঢুকছে দিনের আলো। বাতাসের শনশনানি ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই।

মোড় পেরুল অ্যাবি। এগিয়ে চলল এন্ট্রান্সের দিকে। কাজ এখনও অনেকটাই বাকি। বাইরে গিয়ে দড়ির গোছাটা খুঁজে বের করতে হবে, ওটা আটকাতে হবে গ্রিলের পাল্লায়, নামিয়ে দিতে হবে শাফটের নীচে। কথা হলো, নিরাপদে কাজগুলো করতে পারবে কি না... বাইরে দানবটা ওর জন্য অপেক্ষা করছে কি না।

সময়ই এর জবাব দেবে।

# সতেরো

গটমট করে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল রানা। ইতিমধ্যে মাথার উপর টেনে দিয়েছে পারকার হুড। বাড়তি অস্ত্র-শস্ত্র রেখে এসেছে পিছনে, কাঁধে ঝুলছে তিন নম্বর লেভেলের প্রহরীর কাছ থেকে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
নেয়া একে-ফোরটি সেভেন রাইফেলটা।

ছায়ায় ছায়ায় এগোল ও, আলোয় গেল না। লক্ষ করল, কমন এরিয়ার মাঝখানে জমায়েত হয়ে আছে রাশান সৈনিকরা, সিঁড়ির আশপাশে। নীচ থেকে কালো ধোঁয়া উঠে আসছে ওখান দিয়ে—ওয়েপন্স লকারের বিস্ফোরণ এর জন্য দায়ী। একটু পর স্ট্রেচার-সহ দু'জনকে উঠে আসতে দেখল। পোড়া একটা দেহ তুলে এনেছে ওরা। আরও দুটো লাশ ওঠানো হয়েছে এর আগে—কমন এরিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় শুইয়ে রাখা হয়েছে ওগুলোকে। স্ট্রেচার নিয়ে সেদিকে চলল দুই বাহক। তাদের পিছু পিছু উঠে এল দু'জন অফিসার, থমথমে চেহারা। উত্তেজনার সৃষ্টি হলো জমায়েত সৈনিকদের মাঝে। শুরু হয়ে গেল শাপ-শাপান্ত। চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করছে পলাতকদের।

সৈনিকদেরকে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখল রানা। জ্বলে উঠল অনেকগুলো ফ্ল্যাশলাইট, টহলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। একটা আলোকরশ্মি ওর সামনে দিয়ে ঘুরে গেল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল রানা। দ্রুত এগোতে গিয়ে বাড়ি খেলো একটা চেয়ারের সঙ্গে—খটাস করে আওয়াজ হলো, মেঝেতে কাত হয়ে পড়ে গেল চেয়ারটা। কেউ একজন উঁচু গলায় গাল দিল ওকে উদ্দেশ করে। না শোনার ভান করে এগিয়ে চলল ও।

স্টেশনে ঢোকার প্যাসেজের সামনে পৌঁছে থামল রানা। উঁকি দিল ওখান থেকে। এণ্ট্রান্সের কাছে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে ওদের স্নো-ক্যাট, তবে ওটার ধ্বংসস্তূপ বুজিয়ে দিয়েছে অনেকখানি জায়গা। খানিকটা অংশ পরিষ্কার করে মানুষ চলাচলের জায়গা করা হয়েছে, ওখানে অস্ত্রহাতে পাহারা দিচ্ছে দু'জন সৈনিক। তবে এণ্ট্রান্সের বাইরে আরও মানুষের নড়াচড়া দেখা গেল।

ভালমত সবকিছু দেখে নিচ্ছে রানা। এটাই ওর


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
দায়িত্ব—পুরো জায়গাটা রেকি করতে হবে, জানতে হবে কতজন শত্রু রয়েছে এখানে। ওদেরকে সামলানো যদি সম্ভব মনে হয়, তা হলে খবর দেবে বাকিদেরকে। তারপর ওয়েপন্স লকার থেকে পাওয়া গ্রেনেড ফাটিয়ে সৃষ্টি করবে ডাইভারশন, রাশানদের ব্যস্ত করে দিয়ে ছুট লাগাবে এন্ট্রান্সের পথ ধরে।

ইতি-উতি তাকাচ্ছিল রানা, কানের কাছে হুঙ্কার শুনে চমকে উঠল। কখন যেন পিছনে চলে এসেছে লোকটা, তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল ও। পাহাড়ের মত বিশাল এক দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত রেখে। অন্তত সাত ফুট লম্বা, দু-এক ইঞ্চি বেশিও হতে পারে। স্বাস্থ্যও তেমনি। পশমি পারকা আর উলের প্যান্ট পরা অবস্থায় লোকটাকে ভালুকের মত দেখাচ্ছে। র‍্যাঙ্ক খুঁজল রানা তার পোশাকে, পেল না। হাবভাবে অফিসার বলে মনে হচ্ছে না, বরং শ্রমিকনেতা টাইপের আচরণ করছে। জেসিও হবার সম্ভাবনা বেশি।

খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। বিচ্ছিরি ভাষায় কৈফিয়ত দাবি করল, কাজে ফাঁকি দিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন ও। রুশ ভাষা জানে রানা, কিন্তু লম্বা-চওড়া ফিরিস্তি দিতে গেলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। খাঁটি রাশানদের সঙ্গে মিলবে না ওর উচ্চারণ, সন্দিহান হয়ে উঠবে লোকটা। তাই দু'হাত তুলে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করল ও। রুশ ভাষায় বলল একটামাত্র শব্দ, 'দুঃখিত।'

'দুঃখিত মানে?' চেঁচিয়ে উঠল দৈত্য। 'তোমার কাছে দুঃখিত শুনতে এসেছি নাকি? চলো এখুনি!'

খপ্ করে রানার কাঁধ চেপে ধরল সে। টানতে শুরু করল। আর তাতেই ঘটল বিপত্তি। ঝাঁকি খেয়ে রানার পারকার পকেট থেকে বেরিয়ে এল একটা গ্রেনেড। ঠং করে আছড়ে পড়ল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
মেঝেতে। প্রমাদ গুনল ও। গড়িয়ে দৈত্যের পায়ের কাছে গিয়ে থামল ওটা।

ভুরু কুঁচকে গ্রেনেডটা কুড়িয়ে নিল দৈত্য। মুখের সামনে তুলতেই বড় হয়ে গেল চোখ। এ-জিনিস তো স্ট্যাণ্ডার্ড সাপ্লাই নয়! অনেক পুরনো গ্রেনেড... যেমনটা এই বেইসের ওয়েপন্স লকারে থাকার কথা! চেঁচিয়ে ওঠার জন্য মুখ খুলল সে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে, এক ঝটকায় রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামাল ও। ব্যারেলটা হাতে ধরে মুগুরের মত বাটটা চালাল দৈত্যের মুখে। মড়মড় করে উঠল চোয়ালের হাড়, অস্ফুট আর্তনাদ করে মেঝেতে আছাড় খেলো লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে কমন এরিয়া থেকে ঘাড় ফেরাল সমস্ত রাশান সৈনিক।

তাড়াতাড়ি দৈত্যের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা, ভাব দেখাল যেন সাহায্য করতে চাইছে লোকটাকে। কিন্তু ও বসার সঙ্গে সঙ্গে ছোবল মারল দৈত্যের দু'হাত, খপ্ করে আঁকড়ে ধরল ওর গলা। দম আটকে এল রানার, চোখের সামনে নাচতে শুরু করল লাল-নীল তারা। শ্বাসনালী ভেঙেই যাবে বোধহয়। অন্ধের মত মেঝে হাতড়াল ও, পেয়ে গেল গ্রেনেডটা, ওটা মুখের কাছে এনে একটানে খুলে ফেলল পিন।

ওর গলা ছেড়ে দিল দৈত্য। গ্রেনেডের পিন খুলতে দেখে ভড়কে গেছে। পাগলের মত ক্রল করে সরে যাবার চেষ্টা করল রানার কাছ থেকে। কাশতে কাশতে বসে পড়ল রানা, ঘাড় ফেরাতেই লক্ষ করল, পাগলের মত ছোটাছুটি করছে কমন এরিয়ার সৈনিকরা। মনে পড়ে গেল, ওর হাতে পিন খোলা গ্রেনেড!

ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। সিঁড়ির দিকে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে ছুট লাগাল এন্ট্রান্সের প্যাসেজের দিকে। ওখান পর্যন্ত পৌঁছুবে না শকওয়েভের ধাক্কা। কিন্তু দু'পা যেতেই পিছনে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

ঘটল বিস্ফোরণ। যেন পিঠে হাতুড়ির বাড়ি পড়ল, উড়ে গিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ও।

কানে তালা লেগে গেছে, কোনোমতে উঠে বসল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছনে। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল। কিচেনের দরজা খুলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এসেছে কমাণ্ডার ফিশার ও তার দুই সহকারী, ছুট লাগিয়েছে এণ্ট্রান্সের দিকে। বিস্ফোরণটাকেই সঙ্কেত বলে ভেবেছে তারা। বোকা নাকি? ওদেরকে সঙ্কেত না দিয়ে তো গ্রেনেড ফাটাবার কথা ছিল না ওর!

চেঁচিয়ে ওদেরকে ফিরে যাবার জন্য বলল রানা, কিন্তু গলা ভেঙে গেল। তা ছাড়া হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে চারদিকে, এর মাঝে ওর গলা শুনতেও পাবে না ওরা। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল ও, হাত নেড়ে সঙ্কেত দেবার চেষ্টা করল তিন সঙ্গীকে... কিন্তু থেমে গেল পিছনে পায়ের আওয়াজ হওয়ায়।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। এণ্ট্রান্সের দিক থেকে অস্ত্র বাগিয়ে ছুটে এসেছে দুই প্রহরী, অস্ত্রের ব্যারেল সোজা ওর বুক বরাবর তাক করা। পরিস্থিতি প্রতিকূল, ধীরে ধীরে দু'হাত তুলে আনল ও।

আত্মসমর্পণের এই ভঙ্গি দেখেও না দেখার ভান করল দুই প্রহরী। ট্রিগার চাপল ডানদিকের লোকটা!

ভেন্টিলেশন শাফটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শ্যারন। প্রায় বিশ মিনিট হলো ওটার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে অ্যাবি। শুধু ও-ই নয়, দলের সবাই জড়ো হয়েছে শাফটের মুখের কাছে, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওটার দিকে।

চারপাশে অনেক মানুষ, তারপরেও নিজেকে বড্ড একা লাগছে শ্যারনের। চাপা গলায় ফিসফিস করছে ওরা, আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে, সে-সবের কিছুই শুনতে পাচ্ছে না ও।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ইচ্ছে করছে না লিপ-রিডিং করতে। একসঙ্গে থেকেও তাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল শ্যারনের বুক চিরে। শ্রবণশক্তি কোনোদিন ফিরে পাবে না ও, তারমানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওর এই দূরত্বও ঘুচবে না কখনও।

তিন সহকারীর সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলছেন ড. কনওয়ে। সেদিকে মনোযোগ দিল শ্যারন, দেখা যাক কী নিয়ে আলোচনা করছেন ভদ্রলোক। খানিক পরেই বুঝতে পারল, গ্রেণ্ডেলদের জীবনধারা নিয়ে একটা থিয়োরি খাড়া করেছেন তিনি। কনওয়ের মতে, প্রজাতিটা তাদের দীর্ঘ জীবদ্দশার একটা বড় অংশ কাটায় শীতনিদ্রার মাঝে। আর্কটিকের পরিবেশে খাবার-দাবারের সঙ্কট রয়েছে ওদের, হাইবারনেশনের সময় সে-সমস্যা নেই... কাজেই ব্যাপারটা তাদের টিকে থাকার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। কনওয়ে ধারণা করছেন, ঘুমন্ত সঙ্গীদের রক্ষা করবার জন্য পালাক্রমে একটা বা দুটো গ্রেণ্ডেল জেগে থাকে, পাহারা দেয় পুরো টানেল নেটওয়ার্কে। সিলমাছ বা অন্য কোনও সামুদ্রিক প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে গ্রেণ্ডেল-প্রহরীরা। আইস রিঙ্কের কয়েক জায়গায় থাবা দিয়ে খোঁড়া গর্ত দেখেছেন কনওয়ে, নিশ্চয়ই সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে ঘুমন্ত গ্রেণ্ডেল, পাহারার পালাবদলের জন্য।

'সম্ভবত এভাবেই এত বছর ধরে লুকিয়ে থাকতে পেরেছে ওরা,' সবশেষে বললেন ভদ্রলোক। 'একটা বা দুটোর বেশি প্রাণী কখনও অ্যাকটিভ থাকেনি, কাজেই ওদের খোঁজ পায়নি কেউ। বলা কঠিন এরা কতকাল ধরে আছে পৃথিবীর বুকে। তবে আমার ধারণা, প্রাচীনকালে এদেরকে দেখেই সূচনা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের তুষারদানব বা রাক্ষসের কাহিনির...'

'...কিংবা বেউলফের গ্রেণ্ডেলের,' যোগ করল শ্যারন। 'কিন্তু ওদের সংখ্যা এত কম কেন? সার্ভাইভাল টেকনিক যদি এতই


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
নিখুঁত হবে, তা হলে তো পুরো দ্বীপ গ্রেণ্ডেলে গিজগিজ করবার কথা।'

'আমি বলব এর জন্য ওদের প্রজননক্ষমতার সীমাবদ্ধতা দায়ী,' বললেন কনওয়ে। 'ইউ সি... অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ জীবন থাকায় বংশধরের প্রয়োজন পড়ে না এদের। প্রকৃতিও তাই হয়তো কমিয়ে দিয়েছে ওদের প্রজননক্ষমতা। হাইবারনেশনও হয়তো নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে ওদের রিপ্রোডাকটিভ অর্গানে। এর ফলাফল সহজেই অনুমেয়। যত দীর্ঘ জীবনই থাকুক না এদের, এক সময় মরতে হচ্ছেই... কিন্তু সে-জায়গা নিচ্ছে না কোনও নতুন বংশধর। কমতে কমতে হয়তো আট-দশটায় এসে ঠেকেছে।'

গম্ভীর হয়ে গেল শ্যারন। সংখ্যায় কম হলেও দানবগুলো যথেষ্ট বিপজ্জনক। কোথায় ওগুলো এখন? মলোটভের ভয় দেখিয়ে অনন্তকাল ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয় ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলোকে।

হঠাৎ সবার মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ করল ও। কী ব্যাপার? কয়েক সেকেণ্ড পরেই পরিষ্কার হয়ে গেল কারণটা। শাফটের মুখ দিয়ে নেমে আসছে একটা দড়ি। তারমানে আলাস্কার ওই শেরিফ ঠিকমতই পৌঁছুতে পেরেছে উপরে। খুশি হয়ে উঠল সবাই।

দলের উদ্দেশে ম্যাসন বলল, 'দড়ির উপর চাপ কমাবার জন্য একসঙ্গে যাব না সবাই। তিনজন করে উঠবে। প্রথমে যাবে মেয়েরা...' শ্যারন আর লিলির দিকে ইশারা করল, '...আর আমি। এরপরে ড. কনওয়ে, স্যাম আর নেভিল। সবশেষে কুকুরটাকে নিয়ে উঠবেন পাওয়েল আর পাটইয়াক। কারও কোনও আপত্তি আছে?'

দেখা গেল নেই। কাজেই হাতছানি দিয়ে লিলিকে ডাকল সে। তাকে সাহায্য করল দড়ি ধরে উঠতে। এরপর হাত বাড়াল শ্যারনের দিকে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'দরকার নেই,' বলল শ্যারন। 'দড়ি বাওয়ার অভ্যাস আছে আমার। আপনি আগে উঠুন, আমি পিছনে থাকব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তরতর করে দড়ি বাইতে শুরু করল ম্যাসন। তাকে অনুসরণ করল শ্যারন।

কষ্টকর কাজ, তারপরেও মুক্তির সম্ভাবনা শক্তি জোগাল ওদেরকে। খাড়া অংশটা পেরিয়ে এল বেশ দ্রুতই, এরপর সমান্তরাল অংশে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল বরফ-দ্বীপের সারফেসে।

চারপাশে হাওয়ার গর্জন অনেকটা কমে গেছে। শ্যারন উঠে দাঁড়াতেই অ্যাবি বলল, 'ঝড় থেমে যাচ্ছে।'

গালের উন্মুক্ত চামড়া মুহূর্তেই অসাড় হয়ে গেছে শ্যারনের। হাড্ডিমজ্জায় আঘাত হানছে ঠাণ্ডা বাতাস। কমে যাওয়া অবস্থাতেই যদি এই দশা হয়, তা হলে খারাপ আবহাওয়াটা কেমন ছিল?

শাফটের ভিতরে ঝুঁকে দড়িতে ঝাঁকি দিচ্ছে ম্যাসন, সঙ্কেত পাঠাচ্ছে পরের গ্রুপের কাছে। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে আমাদের। ঝড় থেমে গেলে কাভার হারাব।'

অস্থির ভঙ্গিতে অপেক্ষা করতে থাকল ওরা। মিনিট পাঁচেক পরে দেখা পেল ড. কনওয়ে ও তাঁর দুই সহকারীর। দড়ি ধরে আবারও সঙ্কেত পাঠাল ম্যাসন।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল শ্যারন। ঘাড়ের লোম সরসর করে দাঁড়িয়ে গেছে, বোঁ করে উঠেছে মাথা। দাঁতের গোড়ায় সেই পরিচিত শিরশিরানি!

আল্ট্রাসোনিকস্!

'থামুন!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'গ্রেণ্ডেল!'

চমকে উঠল সবাই। ম্যাসনকে পারকার পকেট থেকে একটা



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
মলোটভ বের করতে দেখল শ্যারন। ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'নীচ থেকে চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছি। ওরাও বিপদে পড়েছে!'

সলতেয় আগুন ধরাবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু বাতাসের তোড়ে বারবার নিভে যাচ্ছে লাইটারের শিখা।

ভয়ার্ত গলায় ড. কনওয়ে বললেন, 'সম্মিলিত আক্রমণ! সোনার ওয়েভের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে ওরা!'

ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকাল শ্যারন। অ্যামবুশের মধ্যে পড়েছে ওরা! তুষারের পর্দার পিছনে একটা কালচে অবয়ব ভেসে উঠতে দেখল, হেলেদুলে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

সলতেয় আগুন ধরাতে পেরেছে ম্যাসন, ছুঁড়ে মারল এগোতে থাকা দানবটার দিকে। ধপ্ করে তুষারের একটা স্তূপের উপরে পড়ল ওটা, নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে। চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ায় ঝট্ করে মাথা ঘোরাল শ্যারন, ডানদিক থেকে এগিয়ে আসছে আরেকটা দানব। বামদিক থেকেও। সামনেও দেখা গেল নতুন একটাকে।

সবদিক থেকে ওদেরকে ঘিরে ফেলছে হিংস্র প্রাণীগুলো।

ওর সামনে এসে দাঁড়াল অ্যাবি। হাতে একটা জ্বলন্ত মলোটভ।

'তাজা তুষারের উপর ফেলবেন না!' চেঁচিয়ে বলল শ্যারন। 'ওগুলো ভেজা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বোতলটা ছুঁড়ে মারল অ্যাবি। তুষার ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা বড় একটা পাথরের উপর পড়ল ওটা, বিস্ফোরিত হলো বিকট শব্দ আর আলো ছড়িয়ে। থমকে দাঁড়াল গ্রেণ্ডেলের দল, কিন্তু পালাল না।

আল্ট্রাসোনিকসের প্রবাহ বেড়ে গেল হঠাৎ, বমি বমি লাগল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
শ্যারনের। খেপে গেছে দানবগুলো, আবারও এগোতে শুরু করেছে পায়ে পায়ে। খোলা ময়দানে মলোটভের বিস্ফোরণ ভয় দেখাতে পারেনি ওগুলোকে।

'ভেন্টিলেশন শাফটে ফিরে যান সবাই!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাসন। 'এক্ষুণি!'

শাফটের দিকে ঘুরে গেল শ্যারন, আর তখুনি ওটার ভিতর থেকে ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে এল লোবো—তারস্বরে গর্জন করছে। বিপদের গন্ধ পেয়ে জেগে উঠেছে নেকড়ে-সুলভ হিংস্রতা। গ্রেণ্ডেলগুলোর দিকে ছুট লাগাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না অ্যাবি তার কলার ধরে ফেলায়।

'না, লোবো... না!'

চারপাশে চিৎকার-চেঁচামেচি চলছে, তার কিছুই শুনতে পাচ্ছে না শ্যারন। পাগলের মত ঠোঁট নড়ছে সবার, লিপ-রিডিং অসম্ভব। শাফটের দিকে কেউ যাচ্ছে না কেন, ভেবে অবাক হলো ও। একটু পরেই জবাব পাওয়া গেল তার।

পাগলের মত হামাগুড়ি দিয়ে শাফট থেকে বেরিয়ে এল পাওয়েল।

'সরে যান!' চেঁচিয়ে উঠল সে, ঠোঁট পড়তে পারল শ্যারন। 'শয়তানগুলো আমাদের পিছু পিছু আসছে!'

পাওয়েলের পিছনে বেরিয়ে এল জিম। পারকার বাম হাতা আগুনে ঝলসে গেছে, এখনও জ্বলছে ধিকিধিকি। শাফট থেকে বেরিয়ে গড়ান খেলো, ভেজা তুষারে ঘষে নেভাল হাতার আগুন। শাফটের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

'হোয়াট দ্য...' বিস্মিত গলায় বলে উঠল ম্যাসন।

'একসঙ্গে দুটো মলোটভ ফাটিয়ে ধসিয়ে দিয়েছি শাফট,' বলল জিম। 'দানবগুলো যেন আসতে না পারে...' কথাটা বলতে বলতে দেখতে পেল বাইরের গ্রেণ্ডেলগুলোকে। আঁতকে উঠল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সঙ্গে সঙ্গে। 'হা যিশু!'

পালা করে শাফট আর এগোতে থাকা দানবদের দিকে তাকাল শ্যারন। কোথাও যাবার উপায় নেই। ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা। ব্যাপারটা বাকিরাও বুঝতে পেরেছে। স্থির হয়ে গেল সবাই। পিছাতে শুরু করল পায়ে পায়ে। শাফটের মুখের কাছে এসে থামতে বাধ্য হলো, পিঠে পিঠ ঠেকে গেছে সবার।

ধীরে ধীরে আরও এগিয়ে এল গ্রেণ্ডেলের দল। মৃত্যু এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

# আঠারো

তাড়াহুড়োয় নিশানা মিস করেছে প্রহরী, তাই বলে পুরোপুরি ব্যর্থ হলো না। কাঁধে বুলেটের ভারী আঘাত পেয়ে আধপাক ঘুরে গেল রানা, মুখ থুবড়ে পড়ল প্যাসেজের মেঝেতে। ব্যথায় চোখেমুখে অন্ধকার দেখল, তারপরেও মুখ তুলল একটু। দুই প্রহরী তখন থেমে গিয়ে রাইফেল তাক করেছে ওর কপাল বরাবর।

শরীর শক্ত করে ফেলল রানা, এখুনি সব শেষ হয়ে যাবে। গুলির আওয়াজ শুনল, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার... মাজল ফ্ল্যাশ দেখল না প্রহরীদের রাইফেলের ডগায়। তার বদলে মাথা বিস্ফোরিত হলো একজনের; গলা আর বুকে রক্ত নিয়ে পিছনদিকে ছিটকে পড়ল আরেকজন।

ঝট্ করে পিছনে তাকাল রানা। প্যাসেজের মুখে এসে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পড়েছে কমাণ্ডার ফিশার ও তার দুই সঙ্গী, ধোঁয়া উড়ছে তাদের হাতের রাইফেল থেকে। ওরাই জীবন বাঁচিয়েছে ওর।

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। ধপ করে আবার পড়ে গেল মেঝেতে। পিছনে রুশ ভাষায় হাঁকডাক শোনা গেল, ওদেরকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসছে আরও রাশান সৈনিক। লিসা আর গ্রিন গুলি ছুঁড়ে নিরস্ত করল তাদেরকে। ছুঁড়ে দিল দুটো গ্রেনেড। বিস্ফোরণের আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল রানার।

ওর কাছে ছুটে এল ফিশার, সাহায্য করল উঠে দাঁড়াতে। জিজ্ঞেস করল, 'দৌড়াতে পারবেন? নাকি কাঁধে তুলে নেব?'

'পারব।'

'তা হলে দৌড়ান!'

ছুটতে শুরু করল দু'জনে। কমন এরিয়ার দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে লিসা আর গ্রিনও অনুসরণ করল ওদেরকে।

নতুন করে হাঁকডাক শুরু হলো। প্রাথমিক বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে সংগঠিত হয়ে উঠছে রাশান সৈন্যরা। ছুটে এল এক পশলা গুলি। মেঝেতে ডাইভ দিয়ে সেগুলোকে এড়াল রানা ও তার সঙ্গীরা। হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা কন্ট্রোল বক্সের পিছনে। ওখান থেকে চালাল পাল্টা গুলি।

সামনে থেকেও গুলি ছুটে এল। বোঝা গেল, প্রহরী শুধু এন্ট্রান্সের ভিতরে না, বাইরেও মোতায়েন করা হয়েছে। গোলমালের আভাস পেয়ে ওখান থেকে গুলি করছে তারা।

'ফাঁদে পড়ে গেছি আমরা!' চেঁচিয়ে উঠল লিসা।

'জানি,' বলল ফিশার। 'মি. রানা, কোনও আইডিয়া থাকলে বলতে পারেন। মি. রানা!'

রানা যেন অন্য জগতে হারিয়ে গেছে। কন্ট্রোল বক্সের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল ও, ধোঁয়ার মাঝে সাদা চুলঅলা একজন


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

ব্যক্তিত্ববান বৃদ্ধকে উদয় হতে দেখল... নিশ্চয়ই সিঁড়ি ভেঙে নীচ থেকে উঠে এসেছে। পরনে গ্রেটকোট, চেহারায় রুক্ষতা... দু'হাতের ভাঁজে ছোট্ট একটা ছেলেকে ধরে রেখেছে লোকটা। গোলাগুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে গেছে ছেলেটা, দু'হাতে কান চেপে ধরে কাঁদছে। চমকে উঠল রানা, এখানে এই বয়সের বাচ্চা এল কোত্থেকে? পরক্ষণে চমক বাড়ল আরও—ছেলেটাকে চেনা চেনা লাগছে! তা কী করে হয়?

'মি. রানা!!' আবারও ডেকে উঠল ফিশার। সংবিৎ ফিরে পেল ও।

'বলুন।'

'দু'পাশ থেকে চেপে ধরেছে ওরা আমাদেরকে। কী করা যায়?'

'গ্রেনেড ব্যবহার করুন। ওরা যখন বেসামাল হয়ে পড়বে, তখন ঝেড়ে দৌড় দিতে হবে... আর কোনও রাস্তা নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গ্রিন আর লিসাকে ইশারা করল ফিশার। এক গড়ান দিয়ে প্যাসেজের মাঝখানে চলে গেল ওরা, গ্রেনেড ছুঁড়ল—একটা এন্ট্রান্সের বাইরে, অন্যটা কমন এরিয়ার দিকে। তারপর আবার গড়ান দিয়ে ফিরে এল কন্ট্রোল বক্সের পিছনে।

কান ফাটানো আওয়াজে ফাটল গ্রেনেডদুটো। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল গুলিবর্ষণ।

'মুভ!' চেঁচিয়ে উঠল ফিশার।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এন্ট্রান্সের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল চারজনে। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এমন সময় গর্জে উঠল একটা রাইফেল। সবার পিছনে ছিল গ্রিন, হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল সে। থমকে দাঁড়াল রানা। ঘাড় ফেরাতেই লেফটেন্যান্টের পিঠে রক্ত দেখতে পেল।

একটু উঁচু হলো গ্রিন। চেঁচিয়ে বলল, 'থামবেন না। পালান!'



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'কিন্তু আপনি...' বলতে গেল রানা।

'ভুলে যান আমার কথা! পালান! আমি এদিকটা কাভার দিচ্ছি।'

কষ্টে-সৃষ্টে উঠে বসল সে। উল্টো দিকে ফিরে বসল। হাতে তুলে নিল রাইফেল। মনটা কষ্টে ছটফট করে উঠল রানার। মৃত্যুর আগেও হাল ছাড়ছে না দুঃসাহসী মানুষটা। জীবনের শেষ ক'টা মুহূর্ত ব্যয় করতে চাইছে সঙ্গীদের বাঁচাবার জন্য। ওর জন্য কিছু করবার ইচ্ছে হলো রানার, কিন্তু সে-উপায় নেই।

'পালান, মি. রানা, পালান!!' আবার চেঁচাল গ্রিন। টিপতে শুরু করল রাইফেলের ট্রিগার।

কিচ্ছু করার নেই, উল্টো ঘুরে আবার দৌড়াতে শুরু করল রানা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পেরিয়ে এল এণ্ট্রান্সের ভাঙাচোরা দরজা। ওপাশে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে দুটো মানবদেহ—রাশান প্রহরী, গ্রেনেড একেবারে ওদের মুখের উপর ফেটেছে।

এক লাফে লাশদুটো টপকাল রানা, যোগ দিল ফিশার আর লিসার সঙ্গে। এণ্ট্রান্সের চওড়া টানেল পেরিয়ে একটা বরফস্তূপের পিছনে থেমেছে দু'জনে।

'মাইকেল?' গ্রিনের কথা জিজ্ঞেস করল লিসা।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। চোখ ছলছল করে উঠল লিসার। ফিশার নির্বিকার রইল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কাঁধের কী অবস্থা?'

ক্ষত পরীক্ষা করল রানা। কাঁধের মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে বুলেট। কপাল ভাল, কোনও ধমনীতে আঘাত হানেনি। ভারী পোশাক ব্যাণ্ডেজের মত কাজ করছে, বাইরে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডায় রক্তও জমে গেছে। আড়ষ্ট হয়ে আছে জায়গাটা।

'ফ্লেশ উণ্ড,' বলল ও। 'সিরিয়াস কিছু নয়।'

'থ্যাঙ্ক গড!' বলল ফিশার। 'এখানে বসে থাকা চলবে না।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আসুন আমার সঙ্গে। পার্কিং এরিয়াটা ওদিকে।' ডানদিকে আঙুল তুলল সে, তবে তুষারপাতের কারণে দেখা গেল না কিছু।

বরফ স্তূপের পিছন থেকে বেরিয়ে আবার দৌড় শুরু করল ওরা। পার্কিং এরিয়া থেকে একটা বাহন চুরি করে পালাবার ইচ্ছে। কিন্তু ওখান পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে আগে।

বিশ গজ যেতেই পায়ের কাছে ছিটকে উঠল বরফ। শোনা গেল গুলির আওয়াজ। ডাইভ দিল তিনজনে, আরেকটা বরফস্তূপের পিছনে চলে গেল হামাগুড়ি দিয়ে।

'স্নাইপার!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লিসা। 'স্নাইপার বসানো হয়েছে বাইরে।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো ফিশার। 'কিন্তু কোথায়?'

যে-দিক থেকে গুলি এসেছে, সে-দিকটা চঞ্চল চোখে জরিপ করল রানা। দেখতে পেল উঁচু এক প্রেশার রিজ—আইস স্টেশনের এন্ট্রান্সকে যেটা দূর থেকে অদৃশ্য করে রেখেছে। রিজের মাঝখানে ছোট একটা গিরিখাতের মত আছে, ওখানে মাথা তুলে রেখেছে একটা কমলা রঙের বড়-সড় তাঁবু। বিরূপ আবহাওয়ায় পজিশন নেবার জন্য উপযুক্ত জায়গা।

'ওই যে,' আঙুল তুলে দেখাল রানা। 'ওখানে।'

'ওই তাঁবুতে আইস স্টেশন থেকে তুলে আনা সমস্ত লাশ রেখেছি আমরা,' জানাল লিসা। 'ঘুরপথে পিছন দিয়ে ঢোকা যায় ওটাতে; পথটা আমি চিনি। যাব?'

'একা যাবেন?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'সবাই রওনা দিলে টের পেয়ে যাবে ওরা। আপনারা এদিক থেকে ব্যস্ত রাখুন ওদেরকে। যেন ভাবে, আমরা এখানেই পজিশন নিয়েছি।'

রানা বা ফিশারকে আর কিছু বলবার সুযোগ দিল না লিসা। ক্রল করে চলে গেল একদিকে। তাঁবুর দিকে রাইফেল তাক করল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
রানা আর ফিশার। বিরতি নিয়ে ছুঁড়তে শুরু করল একের পর এক গুলি। জানে না, আজ কিছুই ওদের প্ল্যানমত ঘটবে না।

ব্যর্থ হতে চলেছে লিসা।

ভেন্টিলেশন শাফটের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, অপেক্ষা করছে নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য। কিন্তু এত সহজে হার মানতে রাজি নয় পাওয়েল। জিমকে নিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। দুটো মলোটভ আছে তার কাছে—একটা জিমকে দিল, অন্যটা নিল নিজে। সলতের কাছে লাইটার তুলে অপেক্ষা করতে লাগল, দানবগুলোকে আসতে দিচ্ছে কাছে।

পাঁচটা গ্রেণ্ডেল দাঁড়িয়ে আছে ওদের মুখোমুখি। ক্ষণিকের জন্য থেমে গেছে প্রাণীগুলো। খুব কাছেই কোথায় যেন একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটছে, শকওয়েভের ধাক্কায় কাঁপছে পায়ের নীচে বরফ। এই কাঁপুনিই থামিয়েছে দানবগুলোকে।

'স্টেশন থেকে আসছে আওয়াজ,' বলল জিম। 'লড়াই চলছে ওখানে।'

মাথা ঝাঁকাল পাওয়েল। 'খুব সম্ভব গ্রেনেড ফাটছে।'

গ্রেনেডগুলোর সাময়িক এই বিভ্রান্তিই সুযোগ করে দিয়েছে নতুন একটা কৌশল আঁটবার। জটিল কোনও কৌশল নয়—বেশ সরল, কিন্তু নির্মম।

সলতেয় আগুন ধরিয়ে কয়েক পা এগোল পাওয়েল, মলোটভটা মাথার উপর নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, খবিসের দল! এইদিকে তাকা!'

বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে পিছনদিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ছিল গ্রেণ্ডেলগুলো, এবার সোজা হলো। শীতল চোখে জরিপ করল পাওয়েলকে। চারটা গ্রেণ্ডেল দাঁড়িয়ে রইল আগের মত, কিন্তু পঞ্চমটা এগোল দু'পা... যেন চ্যালেঞ্জ কবুল করছে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'ওটাই, মি. পাওয়েল!' চেঁচিয়ে উঠলেন ড. কনওয়ে। 'ওটাই এদের লিডার!'

'গুড!' হাসল পাওয়েল। চোখ রাখল গ্রেণ্ডেল-নেতার চোখে। 'তোমাকেই তো চাইছিলাম।' এটাই তার প্ল্যান—নেতাকে ঘায়েল করবে। তা দেখিয়ে যদি ভড়কানো যায় বাকিগুলোকে!

পুঁচকে শিকারটার ঔদ্ধত্য বোধহয় সহ্য হলো না দানবটার, মুখ খিঁচিয়ে চেহারা হিংস্র করে তুলল, তারপর হাঁ করে ছুটে এল ভয়ানক গতিতে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে নিশানা স্থির করল পাওয়েল—নিয়মিত রাগবি খেলে সে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে রাগবির বল ছুঁড়ে দেয়ায় অভ্যস্ত। আলতো হাতে মলোটভটা থ্রো করল।

দানবের হাঁ করা মুখ বরাবর ছুটে গেল ওটা। ইন্সটিঙ্কটের বশে চোয়াল বন্ধ করল গ্রেণ্ডেল, দু'সারি দাঁতের মাঝখানে আটকে ফেলল বোতলটাকে, ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল একপাশে... আর তখুনি বিস্ফোরিত হলো ওটা।

চিৎকার করে উঠল গ্রেণ্ডেলদের লিডার। চোয়ালের অনেকখানি উড়ে গেছে ওটার, পুড়ে গেছে মুখ, জ্বলন্ত তেল ঢুকে পড়েছে পাকস্থলীতে। কুঁজো হয়ে কাশতে শুরু করল, দমকে দমকে ক্ষত-বিক্ষত মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুন—যেন পুরাকালের ড্রাগন ওটা। মাংসপোড়া গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দড়াম করে বরফের উপর আছড়ে পড়ল দেহটা। কাঁপল একটু, তারপর স্থির হয়ে গেল।

নড়ে উঠল বাকি গ্রেণ্ডেলরা। লিডারকে মরতে দেখে সাহস হারিয়েছে। উল্টো ঘুরে ছুট লাগাল। লাইটার ছুঁড়ে দিয়ে জিমের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল পাওয়েল, 'এবার, জিম! এবার!'

সলতেয় দ্রুত আগুন ধরাল জিম। তারপর কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে সর্বশক্তিতে ছুঁড়ল বোতলটা। ধাবমান গ্রেণ্ডেলদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল ওটা, কয়েক হাত সামনে পড়ে বিস্ফোরিত


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
হলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল দানবের দল। যে যেদিকে পারে, ছুটে পালাল।

বরফের উপর পড়ে থাকা গ্রেণ্ডেলটার দিকে এক নজর তাকাল পাওয়েল, এখনও নাকের ফুটো আর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। চেহারা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল তার। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'চলুন যাওয়া যাক। ওরা আবার ফিরে আসতে পারে।'

প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করল পাঁচজন মানুষ। সবার সামনে জিম আর লোবো, পথ দেখাচ্ছে ওরা, পাহাড়ি চূড়া থেকে নীচে নিয়ে যাচ্ছে সবাইকে। ওদের পিছনে পাওয়েল; তারপর ম্যাসন, শ্যারন আর অ্যাবি। সবশেষে ড. কনওয়েকে নিয়ে ছুটছে লিলি, নেভিল আর স্যাম।

শেষ মলোটভটা সামনে ছুঁড়ল পাওয়েল। ওটা বিস্ফোরিত হতেই ভয়ার্ত গর্জন শোনা গেল। দু'পাশ থেকে আবারও এগিয়ে আসছিল গ্রেণ্ডেলের দল, আগুন দেখে পিছিয়ে গেল। দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল পলাতকেরা।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নেভিল। বরফের গায়ে একটা গর্তের ভিতর ঢুকে গেছে তার পা, হুমড়ি খেয়ে পড়ল। টানাটানি করে তাকে ওঠাচ্ছে স্যাম আর লিলি।

'তাড়াতাড়ি করুন!' সামনে থেকে চেঁচাল পাওয়েল।

'হয়ে গেছে,' সমতলে পা তুলে নার্ভাস হাসি হাসল নেভিল। 'আরও সাবধানে এগোতে হবে এরপর থেকে...'

কথা শেষ হলো না তার, আচমকা মড়মড় শব্দ তুলে ফেটে গেল তলার বরফ, সৃষ্টি হলো বিশাল এক ফোকরের। চমকে উঠে পিছনদিকে ছিটকে পড়ল স্যাম আর লিলি। নেভিল সে-সুযোগ পেল না। বিরাট এক হাঁ করে সেখান দিয়ে লাফিয়ে উঠল একটা গ্রেণ্ডেল, নাগালে পৌঁছেই কামড়ে ধরল নেভিলের পা, ওকে দিয়ে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

নেমে গেল নীচে।

একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল হতভাগ্য রিসার্চ অ্যাসিসটেন্টের গলা চিরে। তাকে সাহায্য করবার কোনও সুযোগ পেল না সঙ্গীরা, চোখের পলকে গর্তের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল বেচারা।

'নেভিল!' চেঁচিয়ে উঠল লিলি। পরক্ষণে ফুঁপিয়ে উঠল।

হতভম্ব হয়ে গেছে সবাই, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তোতলাতে তোতলাতে শ্যারন বলল, 'ক্... কীভাবে...'

'আমাদেরকে ট্র্যাক করছে ওরা,' বললেন ড. কনওয়ে। 'পায়ের শব্দ পাচ্ছে নীচের টানেল থেকে। সেটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোচ্ছে। কোথাও কোনও গর্ত বা ফাটল পেলেই আবার আক্রমণ করবে।'

'তাই বলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না!' প্রতিবাদের সুরে বলল ম্যাসন।

'আমি সাবধানে এগোবার পরামর্শ দেব,' বললেন কনওয়ে।

'যাতে উপরের দানবগুলো হামলা চালাতে পারে?' গজগজ করে উঠল পাওয়েল। 'আর একটাও মলোটভ নেই আমাদের কাছে।'

'সারফেসের কাছাকাছি নেমে এসেছি আমরা,' কনওয়েকে সমর্থন দিল জিম। 'বেশিক্ষণ লাগবে না পৌঁছুতে। সাবধানে এগোনোই ভাল।'

ঠোঁট কামড়াল পাওয়েল। উভয়সঙ্কটে পড়ে গেছে ওরা; কিন্তু এ-কথাও ঠিক, তাড়াহুড়ো করলে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকাল। জিমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, সাবধানেই যতটা দ্রুত পারা যায় এগোও।' বাকিদের দিকে ফিরল। 'একসারিতে হাঁটবেন সবাই। আগেরজন যেখানে পা



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ফেলেছে, সেখানে পা ফেলবেন... অন্য কোথাও নয়।'

আবার শুরু হলো পথচলা। বুক ঢিব ঢিব করছে সবার। বিস্তীর্ণ বরফঢালের কোথায় না কোথায় চোরাগর্ত লুকিয়ে আছে কে জানে। খানিক পর কাছেই এক জায়গার বরফ ফুলে উঠতে দেখা গেল, যেন কিছু ধাক্কা দিচ্ছে নীচ থেকে। বুঝে ফেলল ওরা, সাবধানে এগোবার পরও লুকানো যাচ্ছে না পায়ের আওয়াজ। গ্রেণ্ডেলরা এখনও টানেল ধরে অনুসরণ করে চলেছে ওদেরকে।

তবে নতুন কোনও বিপত্তি ছাড়াই ঢাল থেকে নেমে আসতে পারল ওরা। সামনের একটা রিজ দেখিয়ে জিম উঁচু গলায় বলল, 'ওটা পেরুলেই আইস স্টেশনের পার্কিং এরিয়ায় পৌঁছে যাব আমরা।' www.banglabookpdf.blogspot.com

ভূমির চড়াই-উৎরাই কমে এসেছে সামনে। হাঁটার গতি বাড়ানো হলো। রিজের পাশ ঘুরে গিরিখাতের মত একটা জায়গার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল দলটা। ওটা থেকে বেরুলেই পৌঁছে যাবে খোলা প্রান্তরে। খাতের মুখের কাছে পৌঁছেছে ওরা, এমন সময় শোনা গেল গোলাগুলির আওয়াজ।

হাতের ইশারায় সবাইকে থামাল পাওয়েল, তারপর এগিয়ে গেল সামনে। বরফ-প্রাচীরের পিছনে লুকিয়ে উঁকি দিল ওপাশে।

'রাশানদের সঙ্গে লড়াই করছে কেউ,' ফিসফিসিয়ে বলল জিম।

'ডেল্টা টিম?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ম্যাসনের দিকে তাকাল অ্যাবি।

মাথা নাড়ল সিআইএ এজেন্ট। 'না, ওদেরকে হামলা চালাবার অনুমতি দিইনি আমি।'

'তা হলে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন।

হাতছানি দিয়ে সবাইকে কাছে ডাকল পাওয়েল। ইশারায় দেখাল, গিরিখাত থেকে বেরুলেই পার্কিং এরিয়া। মুখের বিশ


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
গজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্নো-ক্যাট, বাকিগুলোও রয়েছে কাছাকাছি।

'গোলমাল থামলেই রওনা দেব আমরা,' জানাল সে।

প্রাচীরের কোনা থেকে ওপাশে উঁকি দিল অ্যাবি। দাঁড়িয়ে থাকা বাহনগুলোর মাঝ দিয়ে দৃষ্টি পড়ল পাহাড়ের গোড়ায়। একটা বরফস্তূপের আড়ালে উপুড় হয়ে আছে দু'জন মানুষ, গুলি ছুঁড়ছে বামদিকের আরেকটা গিরিখাতের দিকে। জবাবে ওদিক থেকেও চালানো হচ্ছে গুলি। তবে ভাল পজিশন নিয়েছে মানুষদু'জন, বরফস্তূপে মাথা কুটছে বিপক্ষের বুলেট, ওদের গায়ে লাগছে না। এত দূর থেকে দুই পক্ষের পরিচয় আন্দাজ করা মুশকিল। উড়তে থাকা তুষারের কারণে চেহারা বা পোশাক, কোনোটাই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ ডাক ছাড়ল লোবো। দলছুট হয়ে পাগলের মত দৌড়াতে শুরু করল—পার্কিং এরিয়া পেরিয়ে খোলা প্রান্তরের দিকে চলে যাচ্ছে। ওকে থামাবার জন্য ছুটতে যাচ্ছিল অ্যাবি, থেমে গেল পাওয়েল খপ্ করে হাত ধরে ফেলায়।

'যেতে দিন ওকে!' হিসিয়ে উঠল সে। 'ওই দেখুন।'

চোখ ফেরাতেই আইস স্টেশনের এন্ট্রান্সে নড়াচড়া লক্ষ করল অ্যাবি। বেরিয়ে আসছে একের পর এক ছায়ামূর্তি, হাতে উদ্যত অস্ত্র। লড়াই আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে চলেছে।

'লোবো!' হাহাকারের মত ডেকে উঠল ও। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না কুকুরটার। রণক্ষেত্রের মাঝে হারিয়ে গেছে প্রাণীটা।

একটু পরেই বেড়ে গেল গোলাগুলির আওয়াজ। গিরিখাত ছেড়ে বেরুবার কোনও উপায় নেই।

'কী করব আমরা এখন?' হতভম্ব গলায় বলে উঠলেন কনওয়ে।

কেউ জবাব দিল না তার।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

# উনিশ

একটা চিৎকার শুনে ঘাড় ফেরাল রানা, চমকে উঠে দেখল, লিসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুটো ছায়ামূর্তি। স্নো-ক্যামোফ্লাজ পরে আছে লোকদুটো, এণ্ট্রান্সের কাছাকাছি একটা ফাটলের ভিতর লুকিয়ে ছিল; লেফটেন্যান্ট লিসাকে দেখতে পেয়েই হামলা চালিয়েছে।

হাত-পা ছুঁড়ল লিসা, কিল-ঘুসি মারল, কিন্তু সরাতে পারল না দুই হামলাকারীকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাকে বরফের উপর ঠেসে ধরল লোকদুটো। ওকে সাহায্য করার উপায়ও রইল না... এণ্ট্রান্স থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে একের পর এক রাশান সৈনিক, সবার হাতে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র। কয়েক জায়গায় পজিশন নিল শার্পশুটার।

নিচু গলায় ভাগ্যকে গাল দিল রানা। লিসার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। ওদেরকেও ঘিরে ফেলছে শত্রুরা। বেইসের এণ্ট্রান্সের দিকে গুলি চালিয়ে গেল ও; যাতে ওদেরকে সরাসরি গুলি করা যায়, এমন পজিশনে পৌঁছুতে না পারে কেউ। তাঁবুর দিকেও একইভাবে গুলি চালিয়ে গেল ফিশার। তবে এভাবে বেশিক্ষণ টেকা যাবে না, দ্রুত ফুরিয়ে আসছে ওদের অ্যামিউনিশন।

'আমি ওদেরকে ব্যস্ত রাখব,' বলল ফিশার। 'আপনি পার্কিং এরিয়ায় চলে যান। পারলে একটা স্নো-ক্যাট বা স্কি-ডু নিয়ে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

পালান!'

'আর আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ফিশার। 'দেরি করবেন না, যান! আমি যতক্ষণ পারি ঠেকিয়ে রাখব ওদেরকে।'

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'আপনাকে ফেলে যাচ্ছি না আমি।'

'পাগলামি করবেন না!' ধমকে উঠল ফিশার। 'বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করুন! দু'জনেই একসঙ্গে মারা পড়লে কার কী লাভ? আপনি কেন খামোকা প্রাণ দেবেন? এ তো আপনার যুদ্ধ নয়, ঘটনাক্রমে জড়িয়ে গেছেন!'

'যুদ্ধটা আপনারও নয়,' জোর গলায় বলল রানা। 'দুঃখিত, কমাণ্ডার, যাচ্ছি না আমি। বাঁচলে দু'জনেই বাঁচব, নইলে কেউই না।'

'আপনার মত গোঁয়ার লোক জীবনে দেখিনি আমি!' বিরক্ত গলায় বলল ফিশার। 'দু'জনের পক্ষেই কীভাবে বাঁচা সম্ভব, বলতে পারেন?'

'কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। গ্রেনেড আছে আপনার কাছে?'

পকেট হাতড়ে তিনটে গ্রেনেড বের করল ফিশার। দুটো জং-ধরা, অন্যটা চকচক করছে।

'এটায় চলবে না,' চকচকেটা দেখে বলল রানা। 'এ তো ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেড, সার্ভিস টানেলে যে-রকম ছোঁড়া হয়েছিল... আপনি কোথায় পেলেন?'

'এন্ট্রান্সের কাছে যে-দুটো রাশান মরেছে, তাদের একজনের কাছ থেকে,' বলল ফিশার। 'কাজে লাগতে পারে ভেবে ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছি।'

'অন্তত এখন কাজে লাগছে না,' গ্রেনেডটা পকেটে ভরে ফেলল রানা। অন্যদুটোর মধ্যে একটা রাখল নিজে, আরেকটা দিল ফিশারকে। 'আমার কাউন্টের সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়বেন তাঁবুর



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

দিকে। আমারটা ছুঁড়ব এন্ট্রান্সের দিকে। বিস্ফোরণের ফলে তুষারের ঘূর্ণি উড়বে, কাভারটা কাজে লাগাব আমরা পার্কিং এরিয়া পর্যন্ত পৌঁছুনোর জন্য।'

মাথা ঝাঁকাল ফিশার। 'খোদা, যেন কাজ হয়!'

বড় করে একটা শ্বাস নিল রানা। তারপর গুনল, 'থ্রি... টু... ওয়ান... এবার!'

পিন খুলে একসঙ্গে গ্রেনেড ছুঁড়ল দু'জনে। এন্ট্রান্সের সামনে থেকে হুড়োহুড়ি করে সৈনিকদেরকে সরে যেতে দেখল রানা। তাঁবুর ওখানে কী ঘটছে বোঝা মুশকিল, কিন্তু ওরাও কাভার নিচ্ছে নিঃসন্দেহে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বিকট শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ। পাক খেয়ে উপরে উঠল তুষার, দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল আইস স্টেশনের এন্ট্রান্স আর লাশ রাখার তাঁবু।

'মুভ!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

এক লাফে তুষারের স্তূপ টপকাল দু'জনে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল পার্কিং এরিয়ার দিকে। দশ গজ এগোতেই গর্জে উঠল শত্রুপক্ষের রাইফেল, ছুটে এল ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট। টার্গেট দেখতে না পেলেও ওদের মতলব টের পেয়ে গেছে শত্রুরা, এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে ঠেকাতে চাইছে পলায়ন।

প্রথম কিছুক্ষণ লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলো তারা, আশপাশ দিয়ে ছুটে গেল বুলেট, কিংবা মাথা কুটল পিছনের বরফে। তারপর হঠাৎ ককিয়ে উঠল ফিশার। একটা গুলি হাঁটুর পিছনটা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। হোঁচট খেলো সে। পরের বুলেটটা লাগল সরাসরি, শিরদাঁড়ার পাশে কোমরে।

এখন আর ফিশার ছুটতে পারছে না, রক্তক্ষরণে দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছে। পারছে না, তবু চেষ্টা করছে দৌড়াতে, ফলে হোঁচট খাচ্ছে বারবার। রানা কয়েক কদম এগিয়ে গেছে, কমাণ্ডারের অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়াল।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'দাঁড়াবেন না!' চেঁচাল ফিশার। 'দৌড়ান!'

দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল রানা। তখুনি আবার শোনা গেল গুলির আওয়াজ। ছুটে গিয়ে ওকে ধাক্কা দিল কমাণ্ডার, ফেলে দিল মাটিতে, ওর বদলে নিজেই পিঠে নিল বুলেট। পারকার পিছনদিক হয়ে উঠল টকটকে লাল। পরের বুলেটটা আধপাক ঘুরিয়ে দিল তাকে। কাঁধে লেগেছে। পা দুটো ভাঁজ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঢলে পড়ল ফিশার। উপুড় হয়ে পড়েছে। জানে, এবার আর উঠতে পারবে না।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। কোনোমতে একটু মাথা তুলল কমাণ্ডার। ফিসফিস করে বলল, 'চলে যান, মি. রানা! প্লিজ... চলে যান!' কথাটা বলেই মুখ থুবড়ে পড়ল।

পরক্ষণে একটা পরিচিত আওয়াজ কানে এল রানার—শিসের মত আওয়াজ তুলে বাতাস কাটছে কী যেন। রকেট! দু'হাতে কান চেপে বরফে উপুড় হয়ে পড়ল ও। ওদের দশ গজ দূরে এসে আছড়ে পড়ল রকেট।

বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল রানার, গায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল তীব্র তাপপ্রবাহ। কয়েক সেকেণ্ড পর কাশতে কাশতে উঠে বসল ও। রকেট বিস্ফোরণে বিশাল এক গর্ত সৃষ্টি হয়েছে বরফের বুকে, ওখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাগরের পানি। বাতাসে ভাসছে জলকণা আর বরফকুচি। ওর চোখের সামনে ফিশারের দেহটা গড়িয়ে পড়ে গেল গর্তের ভিতরে।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। এক লাফে উঠে দাঁড়াল ও। পানি আর বরফের মেঘ ভেদ করে ছুটতে শুরু করল পার্কিং এরিয়ার দিকে।

প্রান্তরের মাঝ দিয়ে ছুটতে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
অ্যাবি। এতদূর থেকে চেহারা চেনা যাচ্ছে না। দু'জন বেরিয়ে এসেছিল আড়াল থেকে, একজন গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল, তারপর ঘটল বিস্ফোরণ। এখন ওই একজনই ছুটে আসছে পার্কিং এরিয়ার দিকে।

'এখুনি মুভ করা দরকার আমাদের,' ওর পাশ থেকে বলে উঠল ম্যাসন। 'রাশানরা লড়াই নিয়ে ব্যস্ত। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে একটা স্নো-ক্যাট নিয়ে কেটে পড়তে পারি আমরা।'

'ভাল প্রস্তাব,' বলল পাওয়েল। 'কেউ স্নো-ক্যাট চালাতে জানেন?'

'আমি পারি,' হাত তুললেন ড. কনওয়ে।

মাথা ঝাঁকাল পাওয়েল। 'আমি আর জিম দুটো স্কি-ডু নিয়ে ডিকয় সাজব। বাকিদের তা হলে জায়গা হয়ে যাবে ওটায়।' হাত তুলে কাছের একটা স্নো-ক্যাট দেখাল সে। 'চলুন রওনা হয়ে যাই। আমি আর জিম চেষ্টা করব রাশানদের মনোযোগ ফিরিয়ে রাখতে।'

'চলুন,' বলল ম্যাসন।

স্নো-ক্যাটের দিকে ছুট লাগাল সিভিলিয়ানরা। পাওয়েল আর জিম দু'ভাগ হয়ে ছুটে গেল দুটো স্কি-ডুর দিকে।

ঝটপট যার যার বাহনে উঠতে শুরু করল সবাই। সবার আগে উঠলেন কনওয়ে, তাঁর পিছু পিছু সামনের সিটে উঠে পড়ল লিলি আর স্যাম। গাড়ির সঙ্গেই রাখা হয় এখানকার সমস্ত চাবি, সেটা খুঁজে নিয়ে ইগনিশনে ঢোকালেন কনওয়ে, মোচড় দিলেন সজোরে। খকখক করে আর্তনাদ ছাড়ল ইঞ্জিন। শঙ্কিত হয়ে উঠল যাত্রীরা, এই আওয়াজে মড়ারও ঘুম ভাঙবে! আশার বাণী একটাই—ব্যস্ত রাশানরা হয়তো খেয়াল করবে না এ-শব্দ। রকেট বিস্ফোরণে ওদের কানে তালা লেগে যাবার কথা।

পিছনের দরজা খুলতে যাচ্ছিল অ্যাবি, ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

আছে ম্যাসন আর শ্যারন—ওরা সবাই পিছনের সিটে উঠবে; কিন্তু ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়াল। চঞ্চল চোখে আইস স্টেশনের এন্ট্রান্সের দিকে তাকাল অ্যাবি, রাশানরা ছুটে আসে কি না দেখতে চায়, কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না। রকেট বিস্ফোরণের মেঘ ঢেকে রেখেছে সবকিছু। আরও দুটো ইঞ্জিন চালু হবার শব্দ শোনা গেল। স্কি-ডুতে উঠে পড়েছে পাওয়েল আর জিম।

'তাড়াতাড়ি করুন!' পিছন থেকে তাড়া দিল ম্যাসন।

কিন্তু নড়ল না অ্যাবি। ওর চোখ আটকে গেছে ছুটতে থাকা নিঃসঙ্গ মানুষটার দিকে। অনেক কাছে এসে পড়েছে সে। চেহারা এখনও অস্পষ্ট, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার গায়ের পোশাক। সাদা পারকা... রাশান ইউনিফর্ম!

ম্যাসনও লক্ষ করল এবার। গাল দিয়ে উঠল সে। 'ও আমাদেরকে ঠেকাতে আসছে!'

কেন যেন কথাটা বিশ্বাস হলো না অ্যাবির। ও যদি রাশান সৈনিকই হবে, তা হলে দলের লোকের হামলার শিকার হয়েছে কেন? কেন তাকে লক্ষ্য করে গুলি আর রকেট ছুঁড়েছে ওরা।

ভাবনাটা শেষ হবার আগেই নতুন একটা নড়াচড়া দেখতে পেল। তুষারের মেঘ থেকে বেরিয়ে এল চতুষ্পদ একটা প্রাণী, ছুটে যাচ্ছে লোকটার দিকে।

'লোবো!' চমকে উঠল অ্যাবি।

'নিশ্চয়ই ব্যাটাকে ঠেকাতে যাচ্ছে,' খুশি খুশি গলায় বলল ম্যাসন। 'ভালই হলো, আমাদেরকে আর ঝুঁকি নিতে হলো না। যথেষ্ট হয়েছে... এবার গাড়িতে উঠুন, মিস ম্যানিটক।'

কথাটা যেন কানে গেল না অ্যাবির। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ও। হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে মানুষটা, লোবোকে জড়িয়ে ধরেছে দু'হাতে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য... দু'পা এগিয়ে গেল ও।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
বলল, 'না! ওটা... ওটা রানা!'

তুষারের মাঝ দিয়ে কুকুরটাকে এগিয়ে আসতে দেখল রানা। চিনতে পেরেই চমকে উঠল। লোবো! এখানে কোত্থেকে এল? ওকে তো ওমেগা স্টেশনে রেখে এসেছিল ওরা। যেভাবেই আসুক, কুকুরটাকে দেখে অদ্ভুত এক আনন্দ সৃষ্টি হলো মনে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও। লোবোকে জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। মাথায়-ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'কেমন আছিস, লোবো? কোত্থেকে এলি?'

ওর গাল চেটে দিল লোবো। তারপরেই পারকার হাতা কামড়ে ধরে টানতে শুরু করল। ওকে নিয়ে যেতে চাইছে কোথায় যেন। একটা চিৎকার শুনল রানা। চোখ তুলতেই পার্কিং এরিয়ায় হাত নাড়তে থাকা একটা ছায়ামূর্তি নজরে পড়ল।

অ্যাবি।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল রানা। লোবোর পিছু পিছু দৌড়াতে শুরু করল ওদিকে। কিন্তু কয়েক পা যেতেই আবার শোনা গেল সেই পরিচিত শব্দ—বাতাস চিরে ছুটে আসছে একটা রকেট!

কী ঘটল, কিছুই বোঝা গেল না। আচমকা সামনে আগুনের বিশাল একটা গোলা দেখতে পেল ও। বুকে এসে লাগল শকওয়েভের প্রচণ্ড ধাক্কা... পিছনদিকে ছিটকে পড়ল রানা। পতনের ধাক্কায় বুক থেকে বেরিয়ে গেল সব বাতাস। আহত কাঁধে ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল, চোখের সামনে জ্বলে উঠল লাল-নীল তারা।

নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল রানা, নড়বার শক্তি নেই। অনেকক্ষণ পর যখন হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসল, তখন কমে এসেছে ধোঁয়া। আগুনে জ্বলছে পার্কিং এরিয়ার বেশ ক'টা গাড়ি। মাঝখানে হাঁ করে আছে বিশাল এক গর্ত, সেখানে আলোড়িত হচ্ছে আর্কটিক


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সাগরের হিমশীতল পানি। অ্যাবিকে দেখা গেল না কোথাও।

'আরে, অ্যাবি! অ্যাবি কোথায় গেল!' ফিসফিসাল রানা। বসে রইল হাঁটু গেড়ে। অসম্ভব যন্ত্রণা!

# বিশ

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, বেঁচে আছে অ্যাবি। কিন্তু কীভাবে, তা বলতে পারবে না। পার্কিং এরিয়ার প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে ছিল ও, হাত নাড়ছিল রানার উদ্দেশে, তারপরেই সব অন্ধকার। বোধহয় ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, চোখ মেলে দেখল আগের অবস্থানের বিশ ফুট দূরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে—সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা, চোখের সামনে দুনিয়া দুলছে, চারপাশে জ্বলছে পার্কিং এরিয়ার স্নো-ক্যাট আর স্কি-ডুগুলো।

কষ্টে-সৃষ্টে উঠে বসল ও। প্রথমেই মনে পড়ল সঙ্গীদের কথা। ঝট করে মাথা ঘোরাল ওদিকে। মিরাকল-ই বলা চলে, ছিন্নভিন্ন হয়নি ওদের স্নো-ক্যাট, আগুনও ধরেনি; তবে একপাশে কাত হয়ে উল্টে রয়েছে ওটা, ভচকে গেছে চেসিস। আরেকটু হলে সদ্য সৃষ্টি হওয়া গর্তের ভিতর পড়ে যেত। চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ল। শ্যারন আর ম্যাসনকে উঠে দাঁড়াতে দেখল ও, দু'জনেরই কপালে রক্ত।

রানার খোঁজে প্রান্তরের উপর চোখ বোলাল অ্যাবি, কিন্তু ধোঁয়া আর তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে সব। ওকে দেখা গেল না।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

দেখা গেল না লোবোকেও। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে ইচ্ছে করল ওর। শ্যারনের ডাক শুনে উঠে দাঁড়াল। বধির বিজ্ঞানী স্নো-ক্যাটের দরজা ধরে টানাটানি করছে—ভিতরে আটকা পড়া সহকর্মীদের বের করে আনতে চায়। ভিতরে ড. কনওয়ে ও তাঁর দুই সহকারীকে দুর্বলভাবে নড়তে দেখা যাচ্ছে।

ম্যাসন এগিয়ে গেল শ্যারনকে সাহায্য করতে, অ্যাবিও এগোল। হাঁটতে হাঁটতে চোখ বোলাল আশপাশে। উল্টে থাকা একটা স্কি-ডুর তলায় চাপা পড়ে আছে জিম, শরীরের নীচে বরফ লাল হয়ে গেছে রক্তে। নড়ছে না মানুষটা। চোখ ভরে জল এল অ্যাবির। পাওয়েলকে খোঁজার চেষ্টা করল। তার স্কি-ডু কাত হয়ে পড়ে আছে রিজের গোড়ায়, ইঞ্জিন এখনও চালু, কিন্তু পাওয়েলকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

'প্লিজ, সাহায্য করুন!' চেঁচিয়ে উঠল শ্যারন। 'দরজাটা আটকে গেছে।' আতঙ্কে সাদা হয়ে আছে চেহারা। ভয়াবহ একটা অভিজ্ঞতা এটা তার জন্যে। অন্যেরা শব্দ শুনেছে, কিছুটা হলেও আভাস পেয়েছে বিপদের... কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বেচারির চোখের সামনে।

দরজার হাতল ধরে কয়েক দফা টানল ম্যাসন। তারপর পিছিয়ে এসে বলল, 'সম্ভব না। জ্যাম হয়ে গেছে একেবারে।'

'সবাই মিলে টানলে কাজ হতে পারে। আসুন।' দরজার দিকে এগিয়ে গেল অ্যাবি।

ওর কনুই টেনে ধরল ম্যাসন। 'সময় নেই। ওই দেখুন।' আঙুল তুলল সে।

ধোঁয়া আর তুষারের আড়াল থেকে প্রকট হয়ে উঠছে একদল ছায়ামূর্তি। গায়ে সাদা পোশাক, হাতে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র।

'রাশানদের ক্লিনআপ টিম ওটা,' বলল ম্যাসন। 'এখানে আসছে কেউ বেঁচে থাকলে তাকে নিকেশ করবার জন্য।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আমাদেরকে স্পট করার আগেই সরে যেতে হবে।'

'কোথায়?' প্রেশার রিজের দিকে তাকাল। 'আবার ওই গ্রেণ্ডেলদের রাজ্যে?'

'ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই। বিশ মিনিটের মধ্যে এখানে পৌঁছুতে পারবে আমার ডেল্টা ফোর্সের টিম। যেমন করে হোক, ততক্ষণ শুধু টিকে থাকতে হবে আমাদের।'

'আরেকটা উপায় আছে,' বলে উঠল শ্যারন। 'আসুন আমার সঙ্গে।' তাড়াহুড়ো করে পার্কিং লটের আরেকদিকে ছুট লাগাল সে। ম্যাসন পিছু নিল তার।

শেষবারের মত আটকা পড়া বিজ্ঞানীদের দিকে তাকাল অ্যাবি। মনের সায় পাচ্ছে না ওদেরকে এভাবে ফেলে যেতে। কিন্তু কিছু করারও তো নেই। কোমরে বাঁধা ফাঁকা হোলস্টারে হাত বোলাল—ইশশ, পিস্তলটা থাকলেও একটা চেষ্টা করে দেখা যেত।

ওর দোনোমনো ভাব বোধহয় বুঝতে পারলেন ড. কনওয়ে। মুখে কিছু বললেন না, হাতের ইশারা করলেন চলে যেতে। বিপদের মুখে তাঁর নিঃস্বার্থ চরিত্র প্রকাশ পেল তাতে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল অ্যাবি, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যদি পারে তো ফিরে আসবে ওদেরকে উদ্ধার করতে। পাশ ফিরে ছুটল শ্যারন আর ম্যাসনের পিছু পিছু।

পাহাড়ি এক খোঁড়লের সামনে এসে থেমেছে বধির বিজ্ঞানী, মুখ প্রায় বুজে গেছে ওটার। ত্রস্ত হাতে বরফ সরাতেই শ্যারনের আইসবোটের রো দেখা গেল। স্নো-অ্যাঙ্করের বাঁধন খুলে ফেলল ও, সঙ্গীদের ডাকল, 'হাত লাগান।'

টানাটানি করে খোঁড়ল থেকে বোটটা বের করে আনল ওরা। একদম অক্ষত আছে। দ্রুত মাস্তুল খাড়া করল শ্যারন, পাল খাটিয়ে ফেলল। ততক্ষণে দূর থেকে ভেসে আসতে শুরু করেছে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ইঞ্জিনের আওয়াজ। ঘাড় ফিরিয়ে ঘন কুয়াশার ভিতর কয়েকটা হেডলাইট দেখতে পেল ম্যাসন।

'হোভারক্র্যাফট!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদেরকে!'

'হয়ে গেছে!' এক লাফে বোট থেকে নেমে এল শ্যারন। 'ধাক্কা দিন সবাই। খোলা জায়গায় না গেলে বাতাস লাগবে না পালে।'

ঠেলা দিয়ে বোটকে এগিয়ে নিয়ে চলল তিনজনে। রিজের কিনার পেরুতেই ফুলতে শুরু করল পাল। ধীরে ধীরে আপনগতিতে চলছে এবার বাহনটা।

'উঠে পড়ুন!' চেঁচাল শ্যারন। 'সামনের দিকে বসবেন... দু'জন দু'পাশে, যাতে ব্যালান্স ঠিক থাকে।'

কথাটা মুখ দিয়ে বেরুতে যা দেরি, লাফ দিয়ে বোটে উঠে পড়ল ম্যাসন আর অ্যাবি। শেষ একটা ধাক্কা দিয়ে শ্যারনও চড়ল। স্টার্নে বসল ও। বসেই দক্ষ হাতে টান লাগাল জিব-লাইনে। সঙ্গে সঙ্গে জোর বাতাসে বেলুনের মত ফুলে উঠল পাল, এক লাফে আগে বাড়ল বাহনটা।

হোভারক্র্যাফটগুলোর দিকে তাকাল অ্যাবি। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওগুলোর কাঠামো। দু'জন করে আরোহী রয়েছে প্রতিটাতে। পার্কিং এরিয়ার দিকে যাচ্ছিল, ওদেরকে দেখতে পেয়েই মুখ ঘোরাল, ছুটে এল বোটকে লক্ষ্য করে।

'ওরা দেখে ফেলেছে আমাদেরকে!' চেঁচাল ম্যাসন।

গুলির আওয়াজ হলো। হোভারক্র্যাফটের সওয়ারীরা ফায়ার ওপেন করেছে। বোটের আশপাশ দিয়ে ছুটে গেল অনেকগুলো বুলেট, একটা বেরিয়ে গেল পাল ফুটো করে—তবে ওটা বড় কোনও ক্ষতি নয়।

'শুয়ে পড়ুন!' চিৎকার করল শ্যারন।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

খোলের ভিতরে শরীর মিশিয়ে দিল ম্যাসন আর অ্যাবি। শ্যারনও গুটিয়ে নিল নিজেকে। ওই অবস্থায় ফুট প্যাডাল চাপল, একদিকে কাত হয়ে গেল বোট। রানারের উপর ভর দিয়ে ঘোরাতে শুরু করল নাক। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বাহনকে আবার সিধে করে নিল ও। বাতাস এবার সরাসরি পিছন থেকে লাগছে। টান টান হয়ে উঠল সবক'টা দড়ি। পাগলা ঘোড়ার মত দৌড় লাগাল আইসবোট। চারপাশে শুরু হলো হাওয়ার মাতম।

ঝুঁকি নিয়ে একটু পরে পিছনে উঁকি দিল অ্যাবি। পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে হোভারক্র্যাফটগুলো। এই বাতাসে আইস বোটের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ওদের জেতার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আশাবাদী হয়ে উঠল অ্যাবি... তবে সেটার স্থায়িত্ব হলো মাত্র কয়েক সেকেণ্ড।

সামনের হোভারক্র্যাফটের দু'পাশ থেকে আলোর ঝলকানি দেখতে পেল ও। রকেট ছুঁড়েছে ওরা!

একের পর এক গুলি ছুটে আসছে রানাকে লক্ষ্য করে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে, গড়ান দিয়ে, কিংবা হামাগুড়ি দিয়ে সেগুলোকে ফাঁকি দিয়ে চলেছে ও। চেষ্টা করছে পার্কিং এরিয়ার ভাঙাচোরা গাড়িগুলোর আড়ালে কাভার নিতে। খুব একটা লাভ হচ্ছে না। ওকে ঘায়েল করবে বলে যেন পণ করেছে ধাওয়াকারী রাশান সৈনিকেরা, ক্ষণে ক্ষণে পজিশন বদলে ঠিকই খুঁজে নিচ্ছে ওকে। লোবোরও কোনও খোঁজ নেই। রকেট বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে কোথায় যেন পালিয়ে গেছে কুকুরটা।

থমকে দাঁড়াল রানা। রকেটের আঘাতে সৃষ্ট গর্তটা পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে সামনে। পাশ ঘুরে এগোনো ছাড়া উপায় নেই, তাতে সময় বেশি লাগবে। তবে পানির উপর ভাসছে মিহি কুয়াশা, সেটার আড়াল নেয়া যেতে পারে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

যে-দিক থেকে বাতাস বইছে, তার উল্টোদিকের কিনার ধরে এগোতে শুরু করল ও, চেষ্টা করল কুয়াশার ভিতরে মিশে যেতে। কিন্তু এরপর কোথায় যাবে? কুয়াশার কাভার নিয়ে অনন্তকাল লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। পিছন থেকে খসাতে হবে শত্রুদের... কীভাবে?

আইসফিল্ডে নড়াচড়া লক্ষ করে ঘাড় ফেরাল রানা। একটা আইসবোট ছুটে চলেছে পিছনে তুষার উড়িয়ে, ওটাকে ধাওয়া করছে দুটো হোভারক্র্যাফট। আইসবোটের পিছনে জোড়া বিস্ফোরণ ঘটতে দেখল ও, শেষ মুহূর্তে দিক পাল্টে বেঁচে গেল ওটা। কিন্তু ফুলঝুরির মত তুষারের বর্ষণ নেমে এল ওটার উপরে। গতি একটু কমল। স্পিড বাড়িয়ে শিকারের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনল হোভারক্র্যাফটদুটো।

পায়ের কাছের বরফে একটা বুলেট আঘাত হানতেই সচেতন হয়ে উঠল রানা। আইসবোটের আরোহীদের নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। তীক্ষ্ণ আওয়াজে আরও কয়েকটা বুলেট আশপাশ দিয়ে ছুটে যেতেই অসহায় বোধ করল, দু'দিক থেকে এগিয়ে আসছে রাশানরা, ফাঁদে পড়ার অবস্থা ওর। লুকানোর কোনও জায়গা দেখতে পাচ্ছে না। নজর আটকে গেল পানি ভরা গর্তের দিকে।

ওখান দিয়ে কি...

মনে মনে দূরত্বটা হিসেব করে নিল রানা। গর্ত দিয়ে নেমে ডুবসাঁতার কাটতে হবে, রাশান সৈনিকদের সারিকে দ্বীপের তলা দিয়ে পেরিয়ে ভেসে উঠতে হবে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরের পলিনিয়ায়। ওটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রেখেছে শত্রুরা, আশপাশে আর কেউ নেই। পলিনিয়া থেকে উঠে পাশের পাহাড়-সারির ভিতরে ঢুকে পড়তে পারবে সহজে। একটা গুহা খুঁজে নিয়ে গা ঢাকা দেয়া যাবে। এমনিতে ডুবসাঁতার দিয়ে এই



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
দূরত্ব পাড়ি দেওয়া ওর জন্য কঠিন কিছু নয়, কিন্তু হিমশীতল পানিতে কাজটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। হাইপোথারমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। আশার কথা একটাই—একটা লাইটার আছে ওর কাছে পাহাড়ি গুহায় যদি আশ্রয় নিতে পারে, আগুন জ্বেলে শরীর গরম করে নিতে পারবে। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত টিকবে কি না, সেটাই ভয়।

বুঝতে পারছে রানা, প্ল্যানটা তেমন একটা সুবিধের নয় কিন্তু আর কোনও বিকল্পও তো নেই। অন্তত গুলি খেয়ে মরার চেয়ে ডুবে মরা ভাল। যা থাকে কপালে, ভেবে ছুট লাগাল ও. গর্তের কিনারে পৌঁছে ডাইভ দিল আর্কটিকের পানিতে।

অসম্ভব ঠাণ্ডা পানি মুহূর্তেই রানার ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস টেনে বের করে নিয়ে গেল। এই তাপমাত্রা বর্ণনা করবার মত কোনও ভাষা নেই। ককিয়ে উঠল শরীরের প্রতিটা জয়েন্ট। কাঁধের ক্ষতটা মুহূর্তেই অসাড় হয়ে গেল। জামাকাপড়ের ওজন বেড়ে গেছে, তলিয়ে যাচ্ছে ও। হাত-পা পাগলের মত ছুঁড়তে শুরু করল রানা, ডুবে যাবার পরিবর্তে সামনে এগোতে চায়। প্রথম কয়েক সেকেণ্ড যেন স্থির হয়ে রইল, তারপর খেয়াল করল—মাথার উপরে বদলাতে শুরু করেছে বরফের ছাত... এগোচ্ছে ওর দেহ।

দিক ঠিক করে নিল রানা। পলিনিয়ার উন্মুক্ত সারফেস ভেদ করে পানির নীচে ফুটে আছে আলোর স্তম্ভ... দ্রুত অগ্রসর হলো ওদিকে। কিন্তু কিছুদূর যেতেই টের পেল কত বড় বোকামি করেছে। ফুরিয়ে যাচ্ছে শক্তি, বুকের ভিতরে তড়পাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, চোখের সামনে দপদপ করছে কী যেন। সাড়া পাচ্ছে না হাত-পায়ে। অথচ অর্ধেক দূরত্বও পেরুতে পারেনি।

আতঙ্ক চেপে বসতে চাইল পুরো অস্তিত্ব জুড়ে. কিন্তু


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
নিজেকে স্থির রাখল রানা। ভয় পেয়ে লাভ হবে না। এটা এখন বেঁচে থাকার মরণপণ সংগ্রাম।

পাথরের মত ভারী হাত-পায়ের সাহায্যে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগোতে থাকল রানা। পুরোপুরি মেশিন বনে গেছে যেন ও, অগ্রাহ্য করল ব্যথা-বেদনা। দুই হাত যন্ত্রচালিতের মত সামনে ছুঁড়ছে, খামচি দেয়ার ভঙ্গিতে টানছে পানি, সেই সঙ্গে পায়ের ঠেলায় কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে দিচ্ছে দেহটাকে। কষ্টকর কাজ, একেক সময় হতাশ হয়ে থেমে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। অনেক তো হলো, আর কত! এত তড়পানি কীসের, যাক না চুকেবুকে জীবনের সমস্ত হিসেব, কী আসবে-যাবে?

চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, সামনের আলোটা আবছা হয়ে যেতে দেখল রানা। বুঝতে পারল, আয়ু ফুরিয়ে আসছে ওর। হঠাৎ দিব্যচোখে খুব পরিচিত একটা চেহারা দেখতে পেল ও। কাঁচাপাকা ভ্রূ-র নীচের অন্তর্ভেদী চোখজোড়া বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে, যেন বলতে চাইছে—এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে, মাই বয়? মনে মনে গাল দিল রানা, শালার মরার সময়ও বুড়োর জ্বালাতন থামবে না দেখছি! কিন্তু না, শুধু বিসিআই চিফকেই নয়, আরও অনেককেই দেখতে পাচ্ছে ও। প্রিয় বন্ধু সোহেল, জাহেদ, সলীল... সোহানা, রূপা... সবাই যেন পরম উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ফিসফিস করে বলছে—আর একটু, রানা... আর একটু! হাল ছাড়িস না!

যেন এক অদৃশ্য শক্তির ইন্ধন পেয়ে সচকিত হলো রানা। দাঁতে দাঁত পিষে পাগলের মত পা নাড়ল ও, সামনে ছুঁড়ল দু'হাত—একবার... দু'বার... বার বার। কতক্ষণ বা কত যুগ পর বলতে পারবে না, আচমকা নিজেকে আলোকিত পানির মাঝে আবিষ্কার করল। পৌঁছে গেছে... পলিনিয়ার তলায় পৌঁছে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
গেছে ও! হাত-পা ছুড়ে এবার ভেসে উঠতে শুরু করল। আর পারা যায় না, বাতাসের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুস।

ভাগ্যদেবীর নিষ্ঠুর পরিহাসের তখনও কিছু বাকি ছিল। সারফেসের কাছাকাছি পৌঁছুতেই বরফে ঠুকে গেল রানার মাথা। বিস্মিত হয়ে উপরে তাকাল ও, পরক্ষণে আঁতকে উঠল। ভয়াবহ তুষারঝড় জমিয়ে দিয়েছে পলিনিয়ার উপরটা! হাত মুঠো করে একটা ঘুসি বসাল ও জমাট বরফের গায়ে, কিচ্ছু হলো না। অন্তত চার ইঞ্চি পুরু হয়ে জমেছে বরফের আস্তর, খালি হাতে এ-জিনিস ভাঙা সম্ভব না।

হতাশায় ছেয়ে গেল রানার অন্তর। ফিরে যাবার কোনও উপায় নেই। নেই ভেসে ওঠারও উপায়। এত কষ্ট সব বিফলে গেল... শেষ পর্যন্ত আর্কটিকের পানিতে ডুবেই মরতে হচ্ছে ওকে।

এমনি সময়ে অনেক নীচে কী যেন একটা নড়ে উঠল। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাল রানা। সাদাটে একটা আকৃতি... একটা ডুবো-গুহা থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এসেছে। সাঁতার কাটছে ওর ত্রিশ মিটার নীচে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রথমটার পিছু পিছু আরও দুটো বেরুল। এবার বৃত্তাকার একটা ফরমেশনে সাঁতার কেটে ধীরে ধীরে উঠে আসছে উপরদিকে—ওকে লক্ষ্য করে। ঠিক হাঙরের মত।

কিন্তু হাঙর নয় ওগুলো। দূরত্ব খানিক কমতেই প্রাণীগুলোকে চিনতে পারল রানা।

গ্রেণ্ডেল!

ভয় পেল না রানা, চমকেও উঠল না, অদ্ভুত এক নির্বিকারত্ব ভর করেছে ওর মধ্যে। কোনও কিছুর পরোয়া করছে না আর। শান্ত ভঙ্গিতে মেনে নিয়েছে ভাগ্যকে।

ডুবে মরাও কপালে নেই ওর!


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
অ্যাবির চিৎকার শুনে শেষ মুহূর্তে বোটের নাক ঘুরিয়েছে শ্যারন, ফলে রকেটদুটো বোটের বদলে আছড়ে পড়েছে বরফের উপর। তীব্র বিস্ফোরণে নতুন দুটো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, সেখান থেকে উঠে আসা ছোট-বড় বরফখণ্ড বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে ওদের মাথার উপর।

সামনে বড়-সড় একটা বোল্ডার দেখতে পেল শ্যারন, নিপুণ হাতে সেটাকে পাশ কাটাল ও। তারপর তাকাল পিছনদিকে। গর্তের পাশ ঘুরে এগিয়ে আসছে হোভার-ক্র্যাফটদুটো। ফুট প্যাডাল, কীল বার আর জিব-লাইন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও—আঁকাবাঁকা একটা পথে ছোটাচ্ছে বাহনকে। এগোবার গতি খানিকটা কমে গেল বটে, কিন্তু রকেটের ঝুঁকি কমল। ওদেরকে সরলরেখায় না পেলে রকেট ছোঁড়া মুশকিল হয়ে যাবে ধাওয়াকারীদের জন্য।

ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাবি বলল, 'দারুণ দেখালেন।'

শুকনো একটা হাসি ফুটল শ্যারনের ঠোঁটে। 'ধন্যবাদ। তবে বিপদ এখনও কাটেনি।'

ম্যাসনকে পারকার ড্র-স্ট্রিং টানতে দেখল ও। সেটা কানে গুঁজে শার্টের কলার চেপে ধরল গলায়। এরপর নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করল। মাথা নামিয়ে রেখেছে, ঠোঁট দেখা যাচ্ছে না ঠিকমত, কাজেই বুঝতে পারল না কী বলছে। তবে ধরে নিল, সাহায্য চাইছে সে ডেল্টা ফোর্সের কাছে।

'ড. বেকেট!' ডেকে উঠল অ্যাবি। ইশারায় দেখাল পিছনটা।

ঘাড় ফেরাতেই হোভারক্র্যাফটদুটোকে পজিশন বদলাতে দেখল শ্যারন। একসঙ্গে না এগিয়ে দু'দিকে চলে যাচ্ছে, দু'পাশ থেকে চেপে ধরতে চাইছে আইসবোটকে, যাতে রকেট ফায়ার করলে মিস না হয়। বাহনদুটোর এগজস্ট দিয়ে পাক খেয়ে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
বেরুচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া—ইঞ্জিনকে খাটিয়ে মারছে দুই চালক, নিংড়ে বের করে আনছে পুরো শক্তি। শ্যারন বুঝতে পারল, ওকেও তা-ই করতে হবে।

বোটের স্পিডোমিটার চেক করল ও। ষাটের ঘর স্পর্শ করেছে কাঁটা—ওর ব্যক্তিগত রেকর্ড। কিন্তু এই রেকর্ড ভাঙা চাই এখন।

বিপদের ভয় দূর করে দিয়ে সেইলিঙের দিকে অখণ্ড মনোযোগ দিল ও। এক হাতে টানতে শুরু করল পাল, অন্যহাতে মৃদু নাড়ল কীল বার, পা-দুটো চাপ বাড়াচ্ছে-কমাচ্ছে ফুট প্যাডালে। বোটের সঙ্গে একাত্ম করে দিল নিজেকে। অনুভব করতে লাগল বাতাসের আক্রোশ, রানারের ঝনঝনানি, জমিনের চড়াই-উৎরাই। ব্রেকের উপর থেকে কমাতে শুরু করল চাপ, স্বাধীনভাবে ছুটতে দিল আইসবোটকে।

বাড়তে শুরু করল স্পিড—*ষাট... বাষট্টি... পঁয়ষট্টি...*

'ফায়ার করছে ওরা!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবি, কিন্তু সে-চিৎকার কানে গেল না শ্যারনের। ওর দৃষ্টি আটকে আছে স্পিডোমিটারের উপর।

*সত্তর... পঁচাত্তর...*

আইসবোটের ডানদিকে এসে আছড়ে পড়ল রকেট। চোখ ধাঁধানো আলো ছড়াল, আবারও সৃষ্টি করল বরফের বৃষ্টি। কিন্তু সাঁই করে জায়গাটা পেরিয়ে গেল আইসবোট। এরই মধ্যে আশিতে উঠে গেছে স্পিড। সামনে র‍্যাম্পের মত উঁচু একটা জায়গা পড়ল, সেখানে উঠে শূন্যে ঝাঁপ দিল বাহনটা। দক্ষ উইণ্ড-সার্ফারের মত পাল ঘুরিয়ে বাতাসের সর্বোচ্চ তোড় আটকাল শ্যারন, মাটিতে নামতে না দিয়ে বোটকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল বেশ কিছুদূর।

ভাসমান বোটের নীচে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো শত্রুদের পরবর্তী


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
রকেট। আগুন আর উড়ন্ত বরফের প্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে এল বাহনটা। কয়েক সেকেণ্ড পর প্রবল বেগে নেমে এল জমিনে। স্পিডোমিটারের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক উল্লাস অনুভব করল শ্যারন। অকল্পনীয় বেগে ছুটছে ওরা এখন। দেখতে দেখতে নব্বুই ছাড়িয়ে পঁচানব্বুইয়ের ঘরে চলে গেল কাঁটা।

দুরন্ত ঝঞ্ঝার মত এগিয়ে চলেছে ছোট্ট আইসবোট—বাতাসের কল্যাণে... দক্ষ চালকের কল্যাণে। শেষবারের মত একটা রকেট ছোঁড়া হলো হোভারক্র্যাফট থেকে, কিন্তু বোটের ধারেকাছেও পৌঁছুল না ওটা। নিষ্ফলভাবে আগুন আর বরফ ছিটাল কেবল।

হাত তুলে পিছনে ইশারা করল ম্যাসন, উল্টোদিকে ঘুরে যাচ্ছে হোভারক্র্যাফটদুটো। 'থ্যাঙ্ক গড... ওরা ফিরে যাচ্ছে! হাল ছেড়ে দিয়েছে! কনগ্রাচুলেশন্স, ড. বেকেট!'

ঘাড় ফেরাবার প্রয়োজন বোধ করল না শ্যারন, এমনিতেই বুঝতে পারছে—জয় হয়েছে ওদের। আইসবোটের তুমুল গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না আর কোনও যানবাহন। সতর্কতা হিসেবে আরও কিছুক্ষণ নিজের মত ছুটতে দিল আইসবোটকে, ধাওয়াকারীদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে চায়। যখন সন্তুষ্ট হলো, তখন চেপে ধরল ব্রেক; গতি কমিয়ে নিরাপদ সীমায় নামিয়ে আনবে। আর তখুনি টের পেল নতুন বিপদ।

কমছে না গতি... কাজ করছে না আইস-ব্রেক। সম্ভবত বরফে আছাড় খেয়ে ভেঙে গেছে মেকানিজম। ত্রস্ত হাতে বিকল্প কৌশল কাজে লাগাতে চাইল, নামিয়ে আনতে চাইল পাল—কিন্তু সে-ও হবার নয়। বাতাসের তোড়ে টানটান হয়ে গেছে সবক'টা দড়ি, একেকটা যেন লোহার দণ্ড... কিছুতেই ঢিল দেয়া গেল না।

বাতাসও বেড়ে গেছে হঠাৎ। আতঙ্কিত চোখে স্পিডোমিটারের কাঁটা একশোর ঘর স্পর্শ করতে দেখল ও—ওটাই শেষ সীমা,


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

এরচেয়ে বেশি গতি মাপতে পারবে না ওটা। প্রমাদ গুনল। এই স্পিডে চলবার মত করে বানানো হয়নি এ বোট। ভেঙেচুরে যে-কোনও মুহূর্তে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

রকেটের মত বরফ-প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে আইসবোট। থামাবার উপায় নেই, ঝোড়ো বাতাসের মর্জির হাতে যেন সঁপে দিয়েছে নিজেকে। বুঝতে পারল শ্যারন, এখুনি ওটাকে থামাতে না পারলে নির্ঘাত মৃত্যু। কিন্তু থামাবে কীভাবে?

## একুশ

জ্ঞান হারিয়ে ফেলার দশা রানার, ওই অবস্থাতেই তাকিয়ে রইল পাক খেয়ে উঠতে থাকা তিন গ্রেণ্ডেলের দিকে। কোনও তাড়া লক্ষ করা যাচ্ছে না ওদের মধ্যে, যেন বুঝতে পেরেছে—কায়দামত পাওয়া গেছে শিকারটাকে, কোথাও পালাবার উপায় নেই তার।

শেষবারের মত বিদ্রোহ করে উঠল রানার মন—অসহায় আত্মাহুতি সমর্থন করছে না। কিন্তু ভয়ঙ্কর দানবগুলোকে ঠেকাবে কী করে? স্নেক পিটের কথা মনে পড়ল—ওখানে মাইনিং হেলমেটের বাতি আর এয়ার-ওয়ার্মিং হিটার ব্যবহার করে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল একটা গ্রেণ্ডেলকে।

আলো আর তাপ। এ-দুটোই চাই ওর। কিন্তু সে-জিনিস পানির তলায় পাবে কীভাবে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সচকিত হলো রানা।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
তাড়াতাড়ি হাত ঢোকাল পারকার পকেটে। ধাতব একটা জিনিসের স্পর্শ পেল আঙুলে, বের করে আনল ওটা। ডিমের মত একটা বস্তু—ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেড... কমাণ্ডার ফিশার যেটা দিয়েছিল!

অক্সিজেনের অভাবে কার্যক্ষমতা হারাতে বসেছে মস্তিষ্ক, ক্ষীণ হয়ে এসেছে দৃষ্টি। কাঁপা কাঁপা হাতে ট্রিগার গার্ড খুঁজে বের করল ও, ফ্লিপার তুলে টিপে দিল তলার বোতামটা। নীচের দিকে তাকাল, খুঁজে বের করল সবচেয়ে কাছের গ্রেণ্ডেলটাকে, তারপর ওটার মাথার উপর ছেড়ে দিল গ্রেনেড।

দ্রুত নামতে শুরু করল ওটা। শরীর কুঁকড়ে ফেলল রানা, দু'হাতে চেপে ধরল কান। মুখ দিয়ে বের করে দিল শেষ বাতাসটুকু, তাকিয়ে রইল শিকারি দানবগুলোর দিকে।

গ্রেণ্ডেলের নাকের উপর ড্রপ করল গ্রেনেড, খোঁচা দিয়ে ওটাকে সরিয়ে দিল প্রাণীটা, তারপর আবার উঠতে শুরু করল উপরে। চোখ বন্ধ করে ফেলল রানা।

পরক্ষণে চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড, পানির তলায় সৃষ্টি করল বিশাল এক আগুনের গোলার। শরীরে শকওয়েভের প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করল রানা, জমে যাওয়া দেহটার উপর দিয়ে বয়ে গেল তীব্র উত্তাপের প্রবাহ। টের পেল উপর দিকে ছিটকে যাচ্ছে ও। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে বেরিয়ে এল পানি থেকে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় চৌচির হয়ে গেছে পলিনিয়ার জমাট সারফেসের একটা অংশ, ফুলঝুরির মত ছিটকে উঠেছে পানি আর বরফ। সেগুলোর সঙ্গে রানাও ভাসল শূন্যে—তবে মাত্র এক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই আবার ঝপাস করে আছড়ে পড়ল পানিতে।

বেশ কিছুদূর ডুবে গেল ও। তবে ইতিমধ্যে শ্বাস টেনে নিতে পেরেছে, বেড়েছে আয়ু। একটু অপেক্ষা করল ও ধাতস্থ হবার


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
জন্য, সেই সুযোগে দেখে নিল নীচটা। রক্ত মিশে গোলাপি হয়ে গেছে সাগরের সুনীল পানি, তার মাঝে নিস্পন্দ পাক খাচ্ছে তিন দানবের দেহ। ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে অতলে। মারা গেছে ওরা।

মাথা দপদপ করছে, বিদ্রোহ জানাতে শুরু করেছে শরীরের প্রতিটা কোষ। আর সম্ভব নয়। হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল রানা, একটু পরেই ভুশ করে ভেসে উঠল পলিনিয়ার সারফেসে। ভাসতে থাকা বড় একটা বরফের খণ্ড ধরে ফেলল, লাইফবয়ের মত কাজে লাগাল ওটাকে। ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে। সেই সঙ্গে শীতে কাঁপছে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত।

আস্তে আস্তে উপরে তাকাল রানা। মিহি জলকণা ভাসছে বাতাসে, পলিনিয়ার মাঝ থেকে আকাশে উড়ছে বাষ্প। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। গোপনে পালাবে ভেবেছিল, তা আর হলো না। পলিনিয়ার বিস্ফোরণ নিঃসন্দেহে দেখতে পেয়েছে শত্রুরা। আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে পাড়ের দিকে এগোল, পানি থেকে ওঠার একটা জায়গা খুঁজে নেবে।

পায়ের শব্দ শোনা গেল একটু পরেই। একে একে গর্তের কিনারে উদয় হলো রাশান সৈনিকেরা। হাতের অস্ত্র তাক করল ওর দিকে।

আর কিছু করবার নেই। পরাজয় মেনে নিল রানা।

বিপদের প্রকৃতি দুই সঙ্গীর কাছে ব্যাখ্যা করেছে শ্যারন। একটাই উপায় আছে রক্ষা পাবার, সেজন্যে সাহায্য প্রয়োজন। বোটের চালকের আসনে থাকতে হবে ওকে, ঝুঁকির কাজটা করতে হবে অন্য কাউকে। অ্যাবি রাজি হয়ে গেল নির্দ্বিধায়।

পাটাতনের নীচ থেকে একটা আইস অ্যাক্স বের করে দিল শ্যারন। সেটা হাতে নিয়ে অ্যাবি জানতে চাইল, 'কী করতে হবে আমাকে?'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'পালের দড়ি কাটতে হবে কয়েকটা,' বুমের দিকে ইশারা করে বলল শ্যারন। 'ওগুলো সব জ্যাম হয়ে গেছে। না কাটলে স্পিড কমাতে পারব না।'

বেলুনের মত ফুলে থাকা পালের দিকে তাকাল অ্যাবি। তারপর আবার ফিরল শ্যারনের দিকে। 'কোন্‌টা কোন্‌টা কাটতে হবে, দেখিয়ে দিন।'

একে একে কয়েকটা দড়ি দেখাল তরুণী বিজ্ঞানী। বলল, 'ওগুলো হলেই চলবে। দেখবেন, বাড়তি দড়ি যেন না কাটে। তা হলে নেতিয়ে পড়বে পাল। পুরোপুরি থেমে যাব আমরা।'

'আর শুধু ও-ক'টা কাটলে?'

'ঢিলে হয়ে যাবে পালটা। বাকি দড়িগুলো অপারেট করতে পারব আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মাস্তুলের দিকে এগোল অ্যাবি। এতক্ষণ মাথা নামিয়ে রেখেছিল, এবার একটু উঁচু হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তীব্র বাতাস, উড়িয়ে নিতে চাইল ওকে। চারপাশে শাঁই শাঁই করে পিছিয়ে যাচ্ছে দু'পাশের জমাট বরফ, ঝাপসা দেখাচ্ছে সবকিছু। ঝোড়ো বাতাস উদ্দাম বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে ওদেরকে... দুই কানে শোঁ শোঁ হাওয়ার গর্জন। বোটের তলা থেকে ভেসে আসা রানারের শব্দ তো নয়, মনে হচ্ছে খোলের নীচে ফোঁস ফোঁস করছে একদল সাপ।

কুঠারটা একহাতে নিয়ে অন্যহাতে হ্যাণ্ডরেইল ধরল অ্যাবি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মাস্তুলের দিকে। বাতাসের ঝাপটায় ব্যালান্স রাখা মুশকিল। কাছে গিয়ে জাপটে ধরল মাস্তুল।

ওর প্রথম লক্ষ্য বুমের সঙ্গে পালের বাঁধন। সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করল ও, তারপর আস্তে আস্তে কোপ দিতে শুরু করল গিঁঠের উপরে। ঠাশ্‌শ্‌ করে একটা শব্দ হলো হঠাৎ—পাশ থেকে ছুটে এল একটা বাঁধনছেঁড়া দড়ি, নড়বার আগেই চাবুকের মত



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

আঘাত হানল ওর গালে।

তীব্র ব্যথায় মাস্তুল ছেড়ে দিল অ্যাবি, সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ধাক্কায় চলে গেল বোটের কিনারে, রেইল টপকে পড়ে যেতে শুরু করল। সাপের মত ছোবল দিল ম্যাসনের হাত, ধরে ফেলল ওর বেল্ট, টান দিয়ে ফিরিয়ে আনল ভিতরে।

'থ্যা... থ্যাঙ্কস!' কাঁপতে কাঁপতে বলল অ্যাবি।

'আরও সাবধানে কাজ করুন,' শান্ত গলায় বলল ম্যাসন।

মাস্তুল ধরে আবার উঁচু হলো অ্যাবি, কোপাতে শুরু করল বুমের গিঁঠ। আচমকা ছিঁড়ে গেল ওটা। পতাকার মত পত পত করে উঠল পালের মুক্ত কোনা, বুমটা মুগুরের মত ছুটে এল ওর দিকে। এবারও সরবার সময় পেল না অ্যাবি, অন্ধের মত হাত ছুঁড়ল, নাগালে পেতেই ধরে ফেলল বুমটা। ওকে নিয়েই ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরল ওটা। পায়ের নীচের অবলম্বন হারাল ও।

'অ্যাবি!' চেঁচিয়ে উঠল শ্যারন।

পুরোপুরি ঘুরে গেছে বুম, একটা প্রান্ত বেরিয়ে গেছে বোটের বাইরে। সেখানেই ঝুলছে অ্যাবি। পায়ের তলায় কিছু নেই, শুধু ছুটন্ত বরফ, পড়লে হাড়গোড় একটাও আস্ত থাকবে না। আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করল অ্যাবি, পিছলাতে শুরু করেছে ওর দেহ। পড়ে যাচ্ছে বুম থেকে। যুদ্ধ শুরু করল টিকে থাকবার জন্য।

বোটের ভিতরে নড়ে উঠল ম্যাসন, বুমের গোড়া ধরে টানতে শুরু করল, অ্যাবিকে ভিতরে নিয়ে আসতে চায়। কিন্তু বাতাসের অত্যাচার আর বাড়তি ওজনের কারণে সহজ হলো না কাজটা। টানাহ্যাঁচড়া করে মাত্র কয়েক ইঞ্চি নড়িয়েছে, এমন সময় ভাঙাচোরা প্রান্তরে ঝাঁকি খেলো আইসবোট। চিৎকার করে বুম থেকে খসে পড়ল অ্যাবি। তবে ঝাঁকির সাথে আপনাআপনি ঘুরে গেছে বুম, বোটের ভিতরে আছড়ে পড়ল ও, মাথার পিছনটা ঠুকে গেল হ্যাণ্ডরেইলের সঙ্গে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে এল ম্যাসন। 'ঠিক আছেন আপনি? কোথাও লাগেনি তো?'

হাত দিয়ে মাথার পিছনটা ঘষল অ্যাবি। 'না। কোনও সমস্যা নেই।' হাত বাড়াল পাটাতনে পড়ে থাকা কুঠারের দিকে।

ওর হাত ধরে ফেলল ম্যাসন। 'থাক। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। বাকিটা আমিই সামলাচ্ছি।'

মাস্তুলের কাছে চলে গেল সে, উঠে দাঁড়াল। দ্রুত কেটে চলল একের পর এক বাঁধন। বিপদে যে পড়ছে না, তা নয়; কিন্তু চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্রতায় এড়িয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে। সবমিলিয়ে তিন-চারটে দড়ির বাড়ি খেলো, সেগুলো সিরিয়াস কিছু নয়। কাজ শেষ করে ফিরে এল অ্যাবির কাছে।

'আপনি তো দেখছি এক্সপার্ট লোক!' অভিযোগের সুরে বলল অ্যাবি। 'আমাকে বিপদের মুখে ঠেললেন কেন?'

'আমি কোথায় ঠেললাম?' হাসল ম্যাসন। 'আপনিই তো হাত তুলে আমার আগে ভলান্টিয়ার হয়ে গেলেন!'

'নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছি আমি,' চেঁচিয়ে জানাল শ্যারন। 'স্পিড কমাচ্ছি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রমাণ পাওয়া গেল কথাটার। কমে এল হাওয়ার শনশনানি, কমল বোটের কাঁপন, দু'পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যও দেখা গেল পরিষ্কারভাবে। গতির কারণে এতক্ষণ সবকিছু ঘোলাটে দেখাচ্ছিল।

একটু পরেই শোনা গেল রোটরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ, পাহাড়ে পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে... গুমগুম শব্দে ভরিয়ে তুলছে চারপাশ। আকাশের দিকে একসঙ্গে মুখ তুলল বোটের তিন আরোহী। একটু পরেই দেখতে পেল হেলিকপ্টারটাকে—সিকোরস্কি সি-হক... পাহাড়ের পিছন থেকে বেরিয়ে এসেছে। এগোচ্ছে আইসবোটকে লক্ষ্য করে।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ফিউজেলাজের গায়ে জ্বলজ্বল করছে আমেরিকান পতাকা।

'ডেল্টা ফোর্সের হেলিকপ্টার,' সঙ্গীদের জানাল ম্যাসন। 'আমাদেরকে পিকআপ করতে আসছে।'

চোখ ছলছল করে উঠল অ্যাবির। মুক্তির আনন্দে নয়, আনন্দটা ভাগাভাগি করবার জন্য রানা পাশে নেই বলে। বুক চিরে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস।

কলারে লুকানো মাইক্রোফোন গলায় ঠেকাল ম্যাসন। 'ডেল্টা ওয়ান, দিস ইজ ডেল্টা কন্ট্রোলার। আমরা নিরাপদ। খুব শীঘ্রি ওমেগায় ফিরে আসছি। কাউকে বলো আমাদের জন্য গরম কফির ব্যবস্থা করতে।'

# বাইশ

মেইন ল্যাবের প্রিজন এরিয়ার ছোট্ট একটা সেলে বসে আছে রানা, কাঁপছে হি হি করে। এক সেট শুকনো পোশাক দেয়া হয়েছে ওকে—উলের প্যান্ট, সবুজ রঙের একটা হুডঅলা সোয়েট-শার্ট, আর একজোড়া বুট। ভেজা কাপড়গুলো পড়ে আছে সেলের এককোণে। কিন্তু শুকনো কাপড় পরেও ঠাণ্ডা কিছুতেই কাটছে না—আর্কটিকের পানিতে সাঁতার কেটে হাড্ডিমজ্জা জমিয়ে ফেলেছে ও।

বন্দি করার সময় নিপুণ হাতে শরীরতল্লাশি করা হয়েছে ওর। কেড়ে নেয়া হয়েছে টুকিটাকি সমস্ত জিনিস আর ওয়ালেট।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
তারপর শুকনো কাপড়-সহ প্রকোষ্ঠে ঢুকিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে তালা। চলে গেছে প্রহরীরা। কোথায়, কে জানে।

এতক্ষণ বলতে গেলে হুঁশ ছিল না রানার, ঘোরের মধ্যে নড়াচড়া করেছে, কাপড় বদলেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে ফিরে আসছে বোধশক্তি। মাথা ঘুরিয়ে সেলের ভিতরটা দেখল। তিনদিকে লোহার গরাদ, পিছনদিকটায় ইঁটের দেয়াল। প্রাইভেসি বলে কিছু নেই, টয়লেটও নেই। প্রকৃতির ডাক সামলানোর জন্য জং-ধরা একটা বালতি কেবল রেখে দেয়া হয়েছে এককোণে। ফার্নিচার বলতে স্রেফ একটা স্টিলের চারপায়া, তার উপর কোনও তোষক-বালিশ নেই।

'কী অবস্থা আপনার?'

প্রশ্ন শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। পাশের সেলের গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম—বায়োলজি টিমের রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট।

'আছি কোনোরকম,' দাঁত কপাটি ঠেকিয়ে জড়ানো গলায় বলল রানা। সেলের ভিতরে ড. কনওয়ে আর লিলিকেও দেখতে পাচ্ছে। আরেকটা ছেলে ছিল না? নেভিল না কী যেন নাম... সে কোথায়? ঠিকমত ভাবতে পারছে না রানা।

'মি. রানা?'

লিসার ডাক শুনে মুখ ঘোরাল রানা। মুখোমুখি আরেকটা সেলে বসে আছে মেয়েটা। সারা মুখে কালসিটে, একটা চোখ বুজে এসেছে, ফেটে গেছে ঠোঁট।

'কমাণ্ডার ফিশার কোথায়, মি. রানা?'

জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল রানা। মগজ যেন বাড়ি খেলো খুলির দু'পাশে, চোখের সামনে জ্বলে উঠল লাল-নীল ফুটকি।

ফুঁপিয়ে উঠল লিসা। একে একে সব সহকর্মীকে হারিয়েছে—ফিশার, গ্রিন, ডেভ পার্ল, টম, পাওয়েল... বেঁচে আছে ও একা!


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

স্যামের পাশে এসে দাঁড়ালেন ড. কনওয়ে। বললেন, 'মি. রানা, একটা ব্যাপার জানা থাকা দরকার আপনার। আপনার বান্ধবী... মানে মিস ম্যানিটক...'

ঝট্ করে তার দিকে তাকাল রানা, মাথা ব্যথার পরোয়া করল না। 'কী হয়েছে ওর?'

'না, না, খারাপ কিছু না। আমাদের সঙ্গেই ছিলেন উনি। পরে ড. বেকেট আর সিআইএ-র ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা আইসবোটে চড়ে পালাতে দেখেছি ওঁদের।'

স্বস্তি বোধ করল রানা—দৃশ্যটা ও নিজেও দেখেছে, কিন্তু বোটে যে অ্যাবি ছিল, তা জানত না। বোটটা শেষ পর্যন্ত পালাতে পেরেছে কি না, তাও অজানা। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে না। 'কীসের সিআইএ?' জানতে চাইল ও।

'ওফ্-ফো, আপনি বোধহয় জানেন না, গ্যারি ম্যাসন আসলে সিআইএ এজেন্ট। এখানে এসেছিল ল্যাব থেকে গবেষণার কাগজপত্র উদ্ধার করতে।'

সন্দেহটা আগেই হয়েছিল রানার, কনওয়ের কথা শুনে পরিষ্কার হয়ে গেল সব। 'হ্যাঁ, ওর কাছে তিনটে জার্নাল দেখেছি আমি,' বলল ও। 'ল্যাব থেকে চুরি করেছে। বোধহয় ওগুলোর কারণেই আমাদেরকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। কী ঘটেছিল, বলুন তো।'

সংক্ষেপে সার্ভিস টানেল থেকে পালানোর ঘটনা বর্ণনা করলেন কনওয়ে। শেষে যোগ করলেন, 'অল্প-স্বল্প রুশ ভাষা জানি আমি। গার্ডদেরকে বলতে শুনেছি, মি. ম্যাসনের চুরি করা জার্নালগুলো নাকি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওগুলোর জন্য পাগল হয়ে গেছে তাদের বস। আমরাও সম্ভবত সেই কারণেই বেঁচে আছি। জার্নালগুলোর হদিস জানতে চাওয়া হবে আমাদের কাছে।'

'হদিস চেয়ে তো লাভ নেই,' হতাশ গলায় বলল রানা। 'মরে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
গেলেও ম্যাসন ওগুলো ফেরত দেবে ভেবেছেন? ও আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্যে একটা আঙুল নাড়বে বলেও মনে হয় না।'

'কী করব তা হলে আমরা?' হাহাকারের সুরে বলে উঠল স্যাম।

'জানি না,' বলল রানা। ধীরে ধীরে একটা ক্রোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ওর ভিতরে। ওদের সঙ্গে ছলচাতুরি করেছে ম্যাসন, নিয়ে এসেছে চরম বিপদের মাঝখানে—শুধুই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কাজশেষে আবার ফেলে গেছে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। ডেল্টা ফোর্সের মত একটা অত্যাধুনিক বাহিনী ছিল তার সঙ্গে, চাইলে যখন-তখন সাহায্য করতে পারত সবাইকে। অথচ করেনি। এতবড় শয়তানকে ছেড়ে দেয়া যায় না। প্রতিজ্ঞা করল ও, সময়-সুযোগ পেলে এর প্রায়শ্চিত্ত করাবে ওকে দিয়ে।

মেঝেতে বুটের আওয়াজ হলো, অস্ত্রহাতে উদয় হলো দু'জন রাশান গার্ড। রানার সেলের দরজা খুলে হুকুম দিল, 'এসো আমাদের সঙ্গে।'

'কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'গেলেই দেখতে পাবে।'

কেন, কোথায় নেয়া হচ্ছে ওকে, বুঝতে পারছে রানা। ইন্টারোগেশন। জানতে চাওয়া হবে হারানো জার্নালগুলোর খবর। বলা বাহুল্য, ওদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না ও। তারপর? একটা ব্যাপারে রানা নিশ্চিত—এই বরফ-দ্বীপ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেয়া হবে না কাউকে। রাখা হবে না এখানে ঘটে যাওয়া ঘটনার কোনও সাক্ষী। তারমানে আর কখনও দেখা হবে না বন্দি সঙ্গীদের সঙ্গে। শেষবারের মত ওদের দিকে তাকাল ও, মনে মনে বিদায় নিল। তারপর পা বাড়াল গার্ডদের সঙ্গে।

প্রিজন এরিয়া থেকে বের করে চার নম্বর লেভেলের গভীরতর একটা অংশে ওকে নিয়ে চলল লোকদুটো। প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কের


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
করিডোর পেরিয়ে ছোট্ট একটা ইনার হলে পৌঁছুল। সেখান থেকে সংকীর্ণ একটা প্যাসেজ ধরে আলাদা একটা কামরায়। দরজা খুলে ওকে ভিতরে ঢুকতে ইশারা করল দুই গার্ড।

চৌকাঠ পেরিয়ে চমৎকারভাবে সাজানো একটা অফিসকক্ষ দেখতে পেল রানা। বিশাল ডেস্ক, বইয়ের শেলফ, কেবিনেট, ইত্যাদি দামি মেহগনি কাঠের তৈরি। দেয়ালে কারুকাজ করা কাঠের প্যানেল। মেঝেতে একটা ভালুকের চামড়ার কার্পেট, মাথাটা অক্ষত। কার্পেটের উপর বসে থাকা একটা বাচ্চা ছেলের উপর দৃষ্টি আটকে গেল ওর—আনমনে ভালুকের মাথায় হাত বোলাচ্ছে সে, ফিসফিস করে কী যেন বলছে অনর্গল।

দোরগোড়ায় মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ তুলে তাকাল ছেলেটা, সঙ্গে সঙ্গে একটা হার্টবিট মিস করে গেল রানার হৃৎপিণ্ড। এই চেহারা ও চেনে... এই ছেলেকেও ও চেনে! প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কের সেই বাচ্চাটা। বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে থমকে দাঁড়াল ও।

নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল এই সময়—শীতল, কর্তৃত্বভরা। ঘাড় ফেরাল রানা। রুমের কোণে সোফায় বসে বই পড়ছেন একজন বৃদ্ধ। গার্ডদের চলে যেতে বললেন তিনি, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। রানার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

হেঁটে রানার দিকে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ। বেশ লম্বা... ছ'ফুটের উপরে। টানটান দেহ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি। পরনে রাশান নৌবাহিনীর কালো ইউনিফর্ম। কলারে শোভা পাচ্ছে র‍্যাঙ্ক—রিয়ার অ্যাডমিরাল। মাথাভর্তি সাদা চুল তাঁর, দু'চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। এ-মুহূর্তে রানাকে জরিপ করছে চোখদুটো। এক দেখাতেই বুঝে ফেলল রানা—রাশান বাহিনীর লিডারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও।

'বসো, প্লিজ,' ডেস্কের সামনের চেয়ার দেখিয়ে নিখুঁত


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ইংরেজিতে বললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

বসল রানা। ওর মুখোমুখি, ডেস্কের ওপাশের চামড়ায় মোড়া পিঠ-উঁচু চেয়ার দখল করলেন বৃদ্ধ। শান্ত গলায় বললেন, 'আমি রিয়ার অ্যাডমিরাল ভ্যালেরি নিকোলায়েভ। কমাণ্ডার অভ রাশান নর্দার্ন ফ্লিট। তুমি?'

'মাসুদ রানা,' শুধু নাম বলে ক্ষান্ত রইল রানা।

ডেস্কের উপর পড়ে আছে ওর ওয়ালেট, সেটা থেকে ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করলেন নিকোলায়েভ। নজর বুলিয়ে বললেন, 'তুমি তো আমেরিকান নও। এখানে কী করছ?'

'যদি বলি *সৌভাগ্যক্রমে* হাজির হয়েছি, বিশ্বাস করবেন?' বাঁকা সুরে বলল রানা।

চোখজোড়া জ্বলে উঠল রিয়ার অ্যাডমিরালের। কেউ তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে, এটা সহ্য করতে পারেন না একেবারেই। থমথমে গলায় বললেন, 'শোনো মিস্টার, ভদ্রভাবে যদি জবাব দিতে না চাও, তা হলে বিকল্প ব্যবস্থাও...'

'আপনাদের ভদ্রতার ধরন জানা আছে আমার,' চাঁছাছোলা গলায় বলল রানা। 'কী চান তা সরাসরি বলে ফেলুন। আমি এখানে খোশগল্প করতে আসিনি।'

দাঁতে দাঁত পিষলেন নিকোলায়েভ, মনে হলো এখুনি রাগে ফেটে পড়বেন। খোঁচাটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। মুখ খুলতে গেলেন তিনি, কিন্তু বাধা পড়ল মেঝে থেকে বাচ্চাটা উঠে পড়ায়। কাছে এসে রিয়ার অ্যাডমিরালের হাত ধরল সে। ওর দিকে তাকিয়েই যেন সমস্ত রাগ পানি হয়ে গেল তাঁর।

'ও প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কের ওই বাচ্চাটা না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' পরম স্নেহে শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন নিকোলায়েভ। 'আমার বাবার গবেষণার মিরাকল!'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'আপনার বাবা?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'ইগোর নিকোলায়েভ... দ্য গ্রেট ম্যান। রাশার সর্বকালের সর্বসেরা আর্কটিক সায়েন্টিস্ট এই রিসার্চ বেইসের প্রধান হিসেবে সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশন এবং ক্রায়োজেনিক ফ্রিজিং নিয়ে গবেষণা করছিলেন তিনি।'

'তাই বলে বলপ্রয়োগ করে ধরে আনা মানুষের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা!' পরিষ্কার অভিযোগ ফুটল রানার গলায়।

বড় করে শ্বাস ফেললেন নিকোলায়েভ। 'এখনকার যুগে ব্যাপারটা অন্যায় মনে হতে পারে, কিন্তু তখনকার সময়টা ছিল ভিন্ন। যাকে এখন আমরা নিষ্ঠুরতা বা নীতি-বিবর্জিত বলে আখ্যা দিচ্ছি, সেই আমলে ওটাই ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বীকৃত পন্থা।' কণ্ঠস্বর একটু কোমল হলো তাঁর—কিছুটা লজ্জিত, কিছুটা আবার গর্বিত। 'আমার বাবার আমলে... মানে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়টার কথা বলছি... পৃথিবীর পরিস্থিতি ছিল খুবই অশান্ত। নিত্য-নতুন আবিষ্কারের নেশায় মত্ত হয়ে ছিল প্রতিটি দেশ, চেষ্টা করছিল কীভাবে একে অন্যকে টেক্কা দিতে পারে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তাই যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদের প্রাণহানি কমানোটা হয়ে ওঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু। ক্রায়োজেনিকস্ এবং সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশনের ধারণাটা তখনই আসে বিজ্ঞানীদের মাথায়। ইউ সি... এ-দুটো পদ্ধতির সাহায্যে গুরুতর আহত সৈন্যদের জমিয়ে ফেলা যায়, সময় নিয়ে চিকিৎসা করা যায় তাদের। কেউ যদি তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসার অযোগ্য হয়, তা হলে অনির্দিষ্ট কালের জন্যও তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব... যতদিন না তাকে সুস্থ করবার মত টেকনোলজি আবিষ্কার হচ্ছে। ক্রায়োজেনিকসের সাহায্যে বছরের পর বছর ধরে সংরক্ষণ করা যায় হিউম্যান অর্গান। সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশন পরাজিত করতে পারে জরা আর মৃত্যুকে... একজন মানুষকে বাঁচিয়ে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
রাখতে পারে অনন্তকাল! বুঝতেই পারছ... সামরিক দিক থেকেই হোক, বা পিওর মেডিক্যাল সেন্সে... এ-দুটো আবিষ্কার বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে দুনিয়াকে।'

'এতই যদি মহান হবে কাজটা, তা হলে আপনার সরকার নিজেদেরই কিছু লোককে গিনিপিগ বানিয়ে পাঠাল না কেন?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'কেন এখানকার আদিবাসীদের উপর চালানো হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা?'

চোখদুটো একটু ছোট হয়ে এল রিয়ার অ্যাডমিরালের। প্রচ্ছন্ন এক টুকরো হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। বললেন, 'এখানে কী চলছে, সে-ব্যাপারে কিছুই জানো না তুমি, তাই না?'

'না। সত্যিই জানি না।' স্বীকার করল রানা।

'তা হলে কি এটাও জানো না, আমার বাবার হারানো জার্নালগুলো কোথায়?'

একবার ভাবল মিথ্যে বলবে, পরক্ষণে চিন্তাটা বাতিল করে দিল রানা। ম্যাসনের মত দু'মুখো সাপের জন্য মিথ্যে বলবার আগ্রহ পাচ্ছে না। 'শুধু এটুকুই বলতে পারি, ওগুলো এখন আর এই বেইসের ত্রিসীমানায় নেই।'

'পাচার হয়ে গেছে বলতে চাইছ?' ভুরু কোঁচকালেন নিকোলায়েভ। 'আইসবোটে করে? ওই গ্রুপটা ছাড়া আর তো কেউ পালাতে পারেনি।'

'ওরা পালাতে পেরেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা, বুকের মধ্যে জেগে উঠেছে আশা। তবে কি অ্যাবি নিরাপদ?

মাথা ঝাঁকালেন নিকোলায়েভ। 'আমার লোকেরা ধরতে পারেনি ওদের। ড্যাম ফাইন সেইলিং! ওমেগায় চলে গেছে ওরা।'

'থ্যাঙ্ক গড!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'ওটায় আমার এক প্রিয় বান্ধবী ছিল।'

'তা হলে সে তোমার চেয়ে বড় বিপদে আছে,' থমথমে গলায়


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

বললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'মানে?' কথাটা ধাঁধার মত লাগল রানার কাছে। অ্যাবি এখনও বিপদে থাকে কী করে?

'ভেবো না সব শেষ হয়ে গেছে,' বললেন নিকোলায়েভ। 'এত সহজে রেহাই পাচ্ছি না আমাদের কেউই। কারণ কী, জানো?' রানার চোখে চোখ রাখলেন তিনি। 'এই আইস স্টেশন... এটা রাশান বেইস নয়... আমেরিকান।'

ওমেগা স্টেশনের পাশে এসে থামল আইসবোট। এক লাফে ওটা থেকে নেমে এল অ্যাবি। ওর দৃষ্টি চলে গেল নিকটবর্তী পলিনিয়ার দিকে। এক নজরেই বোঝা যাচ্ছে, ওখানে ভয়ানক কিছু একটা ঘটে গেছে। পুড়ে কালো হয়ে গেছে পলিনিয়ার কিনার, পানিতে ভাসছে তেলের আস্তর। কাছেই পড়ে আছে একটা হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ, এখনও আগুন জ্বলছে। বাতাসে ধোঁয়া আর পোড়া তেলের গন্ধ।

মাথার উপরে কান ফাটানো আওয়াজে ঘুরছে সচল সি-হকের রোটর, শেষ কয়েক মাইল আইসবোটকে এসকর্ট করে নিয়ে এসেছে। একটা চক্কর দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে নামতে শুরু করল। পাল নামানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল শ্যারন, রানারের নীচে গুঁজে দিল কাঠের গোঁজ। এরপর আইস অ্যাঙ্করের সঙ্গে বাঁধল বোটকে। রোটর-ওঅশে তুষার উড়তে শুরু করেছে, মুখের সামনে একটা হাত ভাঁজ করে হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে গেল ম্যাসন।

স্টেশনের ভিতর থেকে কয়েকজন সৈনিক বেরিয়ে এসেছে, পরনে সাদা রঙের স্নো-গিয়ার, হাতে অস্ত্র। অ্যাবি আর শ্যারনের কাছে এসে একজন বলল, 'ম্যাম, আসুন আমাদের সঙ্গে। বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।'

ওদের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল অ্যাবি আর শ্যারন।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
তুষারপাত থেমে গেছে, কিন্তু বাতাস এখনও প্রবল আক্রোশে বয়ে যাচ্ছে জেমসওয়ে হাটগুলোর উপর দিয়ে। একবার পা হড়কাল অ্যাবির, তবে পড়ে যাওয়ার আগেই পাশ থেকে ওকে ধরে ফেলল এক সৈনিক। সর্বক্ষণ খেয়াল রাখছে লোকগুলো ওদের দিকে। নিচু গলায় ধন্যবাদ জানাল অ্যাবি, এরপর থেকে সাবধানে ফেলল পা। একটু পরেই বুঝে গেল কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদেরকে। ও আর পাওয়েল যে-ব্যারাক থেকে পালিয়েছিল, সেটাতেই। তবে কি এখনও মুক্তি দেয়া হয়নি ড্রিফট স্টেশনের লোকজনকে?

কয়েক মিনিট পর ওর ধারণাই সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। ব্যারাকের সামনে পৌঁছুতেই পাথর-মুখো সশস্ত্র গার্ড দেখতে পেল অ্যাবি... ঠিক যেমন লোক রাশানরা মোতায়েন করেছিল। ব্যারাকের ভিতরে এখনও রয়ে গেছে ওর সঙ্গীরা। এর কোনও মানে খুঁজে পেল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল এসকর্টের দিকে।

'আপনাদের নিরাপত্তার জন্য এ-ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে,' বলল এসকর্ট। 'যতক্ষণ না সব ঝামেলা চুকে-বুকে যাচ্ছে, সবাইকে এক জায়গায় রাখার চেষ্টা করছি আমরা। সবাইকে তো আর আলাদাভাবে প্রোটেকশন দেয়া সম্ভব নয়।'

একেবারে অযৌক্তিক নয় কথাটা, তারপরেও কেন যেন বিশ্বাস হলো না অ্যাবির। তবে মুখ ফুটে কিছু বলল না। একদিক থেকে ব্যাপারটা মন্দও নয়। বিপদ দেখা দিলে একজোট হয়ে কাজ করতে পারবে ওরা।

ব্যারাকে ঢুকতেই মুখোমুখি হলো লেঃ কমাণ্ডার রাইটের সঙ্গে। একটা হাত স্লিঙে ঝুলছে তার, মাথায় ব্যাণ্ডেজ... তার তলায় ঢাকা পড়েছে একটা চোখ।

অ্যাবিকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাইটের ভাল চোখটার তারা। বলল, 'আমাদেরকে ফেলে থাকতে পারলেন না বুঝি?'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'এ কী অবস্থা আপনার!' বিস্মিত গলায় বলল অ্যাবি।

'এখানকার সবাইকে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব,' মলিন হাসি ফুটল রাইটের ঠোঁটে। 'দায়িত্ব একটু সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছিলাম।'

আর কিছু ব্যাখ্যা করল না সে। জিজ্ঞেস করবার সুযোগও পেল না অ্যাবি। ভিড়ের মাঝে পিতাকে দেখতে পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আবেগ উথলে উঠল বুকের ভিতর।

'বাবা!' বলে ছুটে গেল ও। ঝাঁপিয়ে পড়ল পিতার বুকে।

মেয়েকে দু'হাতের আলিঙ্গনে টেনে নিলেন বৃদ্ধ ইনুইট। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আশ্বাস দিলেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, মা... সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ কাটল ওভাবে। এরপর সবাই ঘিরে ধরল অ্যাবি আর শ্যারনকে। আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে খুলে বলল ওরা।

'আর আমার ছেলে... রানা?' ওদের কথা শেষ হলে উদ্বেগের সুরে জানতে চাইলেন রিচার্ড।

'আ... আমি জানি না,' কাঁপা গলায় বলল অ্যাবি। 'পার্কিং এরিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখুনি রকেট ফাটল। এরপরে ওকে বা লোবোকে দেখতে পাইনি আর। ওরা সম্ভবত...'

কথাটা শেষ করতে পারল না ও, মুখ নিচু করে ফেলল। গম্ভীর হয়ে গেলেন রিচার্ড।

দরজা খুলে যাবার শব্দ হলো এ-সময়। গটমট করে ব্যারাকে ঢুকল গ্যারি ম্যাসন, সঙ্গে আরেকজন। নবাগতের পরনে স্টর্ম সুট, বগলের তলায় একটা হেলমেট ধরে রেখেছে। বয়স ত্রিশের কোঠায়, রুক্ষ মুখ, গালের একপাশে একটা কাটা দাগ হিংস্র করে তুলেছে চেহারাকে।

'...আমি এর বিপক্ষে,' তাকে বলতে শুনল অ্যাবি। 'দেরি



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

করবার পিছনে কোনও যুক্তি দেখতে পাচ্ছি না। রাশানরা ওদের ডিফেন্স আরও শক্ত করবার আগেই হামলা করা দরকার।'

শ্যারনের সঙ্গে তাদের দিকে এগিয়ে গেল অ্যাবি।

'হাই!' ওদেরকে দেখে হাত নাড়ল ম্যাসন। 'কেমন আছেন আপনারা? কোনও সমস্যা বোধ করছেন না তো?'

মাথা নাড়ল অ্যাবি আর শ্যারন। সঙ্গীর সঙ্গে ওদেরকে পরিচয় করিয়ে দিল সিআইএ এজেন্ট। 'মেজর অ্যারন উইলসন—ডেল্টা ফোর্সের টিম লিডার।'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল মেয়ে দু'জন। শ্যারন জিজ্ঞেস করল, 'কী নিয়ে আলোচনা করছিলেন আপনারা?'

'বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে।' জ্যাকেটের ভিতর থেকে গ্রেণ্ডেল বেইসের জার্নালগুলো বের করল ম্যাসন। নামিয়ে রাখল ব্যারাকের একটা টেবিলের উপর। 'এগুলোর জন্য এসেছি আমি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও মাথামুণ্ডু বুঝে পাচ্ছি না লেখাগুলোর।' প্রথম জার্নালের পাতা উল্টাল। 'কোডিং-টা খুবই জটিল। আমাদের দেখা আর কোনও কোডের সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই। এখানে আপনারা তো সবাই বিজ্ঞানী... জিনিয়াস লোকজন... ভাবলাম হয়তো সাহায্য করতে পারবেন আমাদেরকে।'

'খামোকা সময় নষ্ট করছেন,' বিরক্ত গলায় বলল উইলসন। 'আগে আমাকে অপারেশন চালাতে দিন। আমার লোকেরা দু'ঘণ্টার মধ্যে আইস স্টেশনের দখল নিতে পারবে। তারপর যত খুশি ডিসাইফার এক্সপার্ট আনিয়ে জার্নালের কোড ভাঙতে পারবেন।'

'আর তখন যদি দেখি এই তিনটে খাতায় কিছুই নেই?' ভুরু কোঁচকাল ম্যাসন। 'আসল জিনিস রয়ে গেছে আইস স্টেশনের ভিতর?'

'সমস্যা কোথায়? বেইসটা তো আমাদের দখলেই থাকবে।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
কেবল তিনটা কেন, ল্যাব থেকে সমস্ত জার্নাল এনে দিতে পারব আপনাকে।'

'রাশান ওই রিয়ার অ্যাডমিরালকে এত সহজ পাত্র ভাবলে ভুল করবে,' থমথমে গলায় বলল ম্যাসন। 'পরিস্থিতি বেগতিক দেখলে ল্যাব-ট্যাব সব ধ্বংস করে দিতে পারে। না... অন্ধের মত আক্রমণ চালাব না আমি। আগে শিয়োর হয়ে নিতে চাই।'

তার সঙ্গে মনে মনে একমত হলো অ্যাবি। কোনও কিছু না জেনে হামলা চালানো উচিত হবে না। খোলা জার্নালের উপর চোখ চলে গেল ওর। হরফগুলো চেনা চেনা লাগছে। ভুরু কুঁচকে গেল ওর। একটু ঝুঁকল জার্নালের উপরে।

'কী দেখছেন?' জানতে চাইল ম্যাসন।

কয়েকটা সঙ্কেতের উপর আঙুল রাখল অ্যাবি। 'এখানে *গ্রেণ্ডেল* লেখা আছে।'

ঝট্ করে সবার মুখ ঘুরে গেল ওর দিকে। হতভম্ব গলায় ম্যাসন বলল, 'আপনি পড়তে পারছেন এই কোড?'

মাথা নাড়ল অ্যাবি। 'না। কোনও অর্থ হয় না এসবের।' জার্নালটা ঘুরিয়ে ধরল রিচার্ডের দিকে। 'বাবা, তুমি পড়তে পারো?'

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রিচার্ডও মাথা নাড়লেন। 'নাহ্। পারছি না।'

'কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলল ম্যাসন। 'পড়তেই যদি না পারেন, তা হলে ওখানে গ্রেণ্ডেল লেখা বুঝলেন কীভাবে?'

কয়েকটা পাতা উল্টে-পাল্টে দেখল অ্যাবি। বলল, 'হরফগুলো *ইনাক্‌টিটুট*—মানে ইনুইট আর এস্কিমোদের বর্ণমালা। কিন্তু লেখাটা নয়। শব্দগুলোর কোনও অর্থই হয় না। গ্রেণ্ডেল শব্দটাই শুধু উচ্চারণ অনুসারে ঠিকমত লেখা হয়েছে, সেজন্যে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ওটা পড়তে পেরেছি।'

'উচ্চারণ অনুসারে?'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাবি।

দু'চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল ম্যাসনের। 'আবোল-তাবোল যা-ই হোক, প্রথম লাইনটা উচ্চারণ করে পড়ে শোনাতে পারবেন?'

'চেষ্টা করতে পারি।' গলা খাঁকারি দিল অ্যাবি। তারপর থেমে থেমে পড়ল, *'ই... স্টর... ইয়া... লেদ... ইয়ান... নয়... স্টান... যি... গ্রেণ্ডেল।'*

পিঠ খাড়া হয়ে গেল ম্যাসনের। উত্তেজিত গলায় সে বলল, 'ও... ওটা রাশান! আপনি রুশ ভাষা বলছেন, মিস ম্যানিটক।' ঠিকমত পুনরাবৃত্তি করল কথাটার, *'ইস্তোরিয়া লেদিয়ানয় স্তানযি গ্রেণ্ডেল...* এর মানে হচ্ছে, আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলের ইতিহাস!'

বোকা বোকা চোখে তার দিকে মুখ তুলে তাকাল অ্যাবি।

কপাল চাপড়াল ম্যাসন। 'আগেই বোঝা উচিত ছিল, স্টেশনের লিডার লোকটা ইনুইট জানবে। ওরাই তো ছিল ওর টেস্ট সাবজেক্ট। ভাষা না জানলে ওদের সঙ্গে কথা বলবে কীভাবে? কোডও বানিয়েছে ওই জ্ঞান থেকেই। সাধারণ রুশ বাক্য... লিখেছে ইনুইট অক্ষর দিয়ে!' অ্যাবির দিকে ফিরল। 'অনুবাদের কাজে আপনাকে সাহায্য করতে হবে, মিস ম্যানিটক।'

'সবগুলো জার্নাল?' চোখ কপালে তুলল অ্যাবি।

'না, শুধু বাছাই করা কিছু অংশ। আমার জানা প্রয়োজন, সঠিক রেকর্ডগুলো আনতে পেরেছি কি না।'

এতক্ষণ চুপ করে ছিল শ্যারন। এবার শীতল স্বরে বলল, 'আপনি ওদের রিসার্চ নোটগুলো চাইছেন, তাই না?'

জবাব দিল না ম্যাসন, টেবিল থেকে তুলে নিল জার্নালটা। উল্টাতে শুরু করল একটার পর একটা পাতা। শ্যারনের দিকে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ফিরে ঠোঁট নাড়ল অ্যাবি, জিজ্ঞেস করল—ওকে বিশ্বাস করেন আপনি?

সাবধানে মাথা এদিক-ওদিক নাড়ল শ্যারন। অ্যাবির ধারণা বদ্ধমূল হলো সঙ্গে সঙ্গে। এই ডেল্টা ফোর্স, বা গ্যারি ম্যাসন... কারও উপরই আস্থা রাখা চলবে না ওদের।

## তেইশ

রানাকে চমকে দিতে পেরে খুশি হয়ে উঠেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ। মিটিমিটি হাসি ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটে।

'আপনি মিথ্যে বলছেন,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এটা আমেরিকান বেইস হতেই পারে না। স্টেশনের আনাচে-কানাচে ঢুঁ মেরেছি আমি। সমস্ত চিহ্ন, সঙ্কেত, সাইনবোর্ড... এমনকী প্রতিটা যন্ত্রপাতি রাশান!'

'কারণ, মি. রানা, আর্কটিকের এই ডিসকভারিটা আমাদের। রাশান সরকার চায় না আমাদের আবিষ্কার আমেরিকানরা চুরি করুক, এটার ফায়দা লুটুক।' চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। 'তবে হ্যাঁ... প্রজেক্টের ফাণ্ডিং এবং তত্ত্বাবধানের কাজ দেয়া হয়েছিল ওদেরকে।'

'তারমানে জয়েন্ট প্রজেক্ট?'

মাথা ঝাঁকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'হ্যাঁ।'

'ওরা টাকা জুগিয়েছে, আর আপনারা সেটা খরচ করেছেন?'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল নিকোলায়েভের। 'শুধু টাকা নয়, ওরা আরও অনেককিছুই জুগিয়েছে।' বাচ্চাটাকে টেনে কোলের উপর বসালেন তিনি, সে-ও পরম নির্ভরতায় মাথা ঠেকাল তাঁর বুকে। 'তোমাকে বলতে আপত্তি নেই, এই বেইস আসলে আমেরিকানরা বানিয়ে দিয়েছে, সমস্ত ফিউয়েল আর খাবার-দাবার সাপ্লাই করেছে। আর সাপ্লাই করেছে টেস্ট সাবজেক্ট!'

'কীভাবে?'

'উনিশশো সাঁইত্রিশ সালের কোনও এক সময়ে আমেরিকান আর্মির একটা ক্র্যাক টিমকে ড্রপ করা হয় লেক অ্যাঞ্জিকুনি-র পারে। ওখানকার একটা নির্জন এস্কিমো গ্রামে হামলা করে ওরা, কিডন্যাপ করে গ্রামের সমস্ত নারী-পুরুষ এবং শিশুকে। এস্কিমোদের গোরস্থান থেকে সমস্ত লাশও তুলে আনে ওরা—বরফের গভীরে লাশ অবিকৃত থাকে, এ-কথা তো জানো? জ্যান্ত মানুষের পাশাপাশি লাশগুলো ব্যবহার করা হতো কম্প্যারেটিভ রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল হিসেবে।'

'পুরো একটা গ্রাম গায়েব হয়ে গেল, কেউ এ-নিয়ে হৈচৈ করেনি?'

'পুরনো খবরের কাগজ ঘাঁটলে দু-একটা নিউজ পেতে পারো। কিন্তু তারপরেও... অসভ্য, অশিক্ষিত কিছু এস্কিমোকে নিয়ে কে অত মাথা ঘামায়?'

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল রানার। 'আমার ধারণা ছিল, আমেরিকানরা আর যা-ই করুক, হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশন সাপোর্ট করে না।'

'তা হলে তোমাকে ইতিহাসের পাতা থেকে কিছুটা শিক্ষা দিতে হয়।' হেসে একটা চুরুট ধরালেন নিকোলায়েভ। 'আমেরিকানদের লম্বা হিস্ট্রি আছে মানুষকে গিনিপিগ বানাবার... বিশেষ করে যাদেরকে ওরা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
না, তাদেরকে। টাসকেজি সিফিলিস স্টাডি-র নাম শুনেছ? দুইশ' নিগ্রোকে ইচ্ছাকৃতভাবে সিফিলিসে আক্রান্ত করা হয়েছিল সে-গবেষণায়। ওদেরকে বলা হয়নি কী রোগ হয়েছে, চিকিৎসাও দেয়া হয়নি। বরং বিজ্ঞানীরা খাতা-কলম নিয়ে বসে বসে টুকেছে ওরা কীভাবে, কতটা কষ্ট পেয়ে মারা যায়... মরবার আগে সিফিলিস রোগীর কী কী উপসর্গ দেখা দেয়।'

'ওটা তো সম্ভবত ত্রিশের দশকের ঘটনা।'

'আরও সাম্প্রতিক উদাহরণ চাও? উনিশশো চল্লিশ সালে শিকাগোর এক কারাগারে চারশো কয়েদিকে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত করা হয়, যাতে নতুন একটা এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা যায়। মানবতা-বিরোধী ট্রাইবুনালে এই পরীক্ষার উদাহরণ টেনে নাৎসিরা তাদের বর্বর পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে বৈধ বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিল।'

'নাৎসিদের কথা এখানে না তোলাই ভাল, ওরা যা করেছে তার কোনও তুলনাই হয় না,' মন্তব্য করল রানা। 'আমেরিকার প্রতি আমার বিশেষ কোনও দুর্বলতা নেই, বরং চরিত্রহীন বৈদেশিক নীতির জন্য একরাশ ঘৃণা আছে; কিন্তু তারপরেও নাৎসিদের কাজকর্মের সঙ্গে আমেরিকানদের তুলনা চলে না।'

'হাহ্!' তাচ্ছিল্যের একটা আওয়াজ করলেন নিকোলায়েভ। 'অপারেশন পেপারক্লিপকে কী বলবে? যুদ্ধজয়ের পর নাৎসি বিজ্ঞানীদের রিক্রুট করেছিল আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স, ওদের নাম-ধাম বদলে সুযোগ করে দিয়েছিল টপ-সিক্রেট বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করবার। একই কাজ করা হয়েছিল জাপানি যুদ্ধবন্দি বিজ্ঞানীদের বেলায়। আমেরিকান সৈন্যদের উপরেই এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে ওরা। পঁচানব্বুই সালে আমেরিকান সরকার স্বীকার করে নিয়েছে এই অভিযোগের সত্যতা।'

'মেনে নিলাম আপনার সব কথা,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনার


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সব উদাহরণ তো অন্তত ষাট বছর আগেকার।'

'দ্যাটস্ আ গুড পয়েন্ট,' চুরুটে বড় একটা টান দিলেন নিকোলায়েভ। 'এই বেইস তো সেই আমলেই তৈরি।'

'তা-ও অবশ্য ঠিক।'

কথায় পেয়ে বসেছে রিয়ার অ্যাডমিরালকে। বললেন, 'শুধু ষাট বছর আগে নয়, এরপরেও সিআইএ আর আমেরিকান ডিপার্টমেন্ট অভ ডিফেন্স গোপনে সাধারণ জনগণের ওপর প্রচুর গবেষণা চালিয়েছে। পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে বড় বড় বহু শহরে বায়োলজিকাল আর কেমিকাল এজেন্ট ছড়িয়ে তার প্রতিক্রিয়া স্টাডি করা হয়েছে। এখনও চলছে এসব। ওয়েল ডকুমেন্টেড কেসের অভাব নেই—এলএসডি এক্সমেরিমেন্ট, রেডিয়েশন এক্সপোজার টেস্ট, নার্ভ-গ্যাস ডেভেলপমেন্ট, বায়োলজিকাল রিসার্চ... বলতে শুরু করলে এ-তালিকা শেষ হবার নয়। এরপরেও কি তুমি অবাক হবে এখানকার গবেষণার সঙ্গে আমেরিকানদের যোগাযোগের কথা শুনলে?'

'আমি আমেরিকানদের কথা শুনে অবাক হইনি,' বলল রানা। 'অবাক হয়েছি আপনাদের সম্পৃক্ততা দেখে। আমেরিকার নির্লজ্জ নীতিহীনতার কথা কমবেশি সবাই জানে। রাশার ব্যাপারে কিন্তু কখনও তেমন কিছু শোনা যায়নি। এখন দেখছি আমার সে-ধারণা পাল্টাতে হবে!'

'সবকিছু না জেনে এ-ধরনের মন্তব্য করা উচিত হচ্ছে না তোমার,' উত্তেজনা ফুটল নিকোলায়েভের গলায়। 'মন্দ মানুষ দুনিয়ার সব জায়গাতেই আছে। আমার বাবাকে এখানে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল, ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল অস্ত্রের মুখে—তা জানো? বাধ্য করা হয়েছিল এই বিষয়ে গবেষণা করতে...'

'তাই বলে নিরীহ একদল মানুষের উপর এক্সপেরিমেন্ট চালাবেন উনি? দুঃখিত, রিয়ার অ্যাডমিরাল, রক্তের ভিতর


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পৈশাচিক ট্রেণ্ড না থাকলে এ-ধরনের কাজে বাধ্য করা যায় না কাউকে।'

দাঁত কিড়মিড় করলেন নিকোলায়েভ, উদ্গত ক্রোধকে সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। আচমকা অনুভব করলেন, ভুল কিছু বলছে না সামনে বসা এই দুঃসাহসী যুবকটি। সত্যিই তো... কীভাবে এই নিষ্ঠুরতায় অংশ নিতে পারলেন তাঁর পিতা? এখন যা করছেন তিনি, সেটাই বা কী? রক্তেই পৈশাচিকতা আছে তাঁদের, কোনও সন্দেহ নেই। পিতা-পুত্র মিলে চরম অন্যায় করেছেন তাঁরা... করে চলেছেন অমার্জনীয় অপরাধ। কোলে বসা শিশুটির দিকে তাকালেন... ওর নিষ্পাপ চেহারার দিকে তাকিয়ে মাথা হেঁট হয়ে যেতে চাইল।

কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন নিকোলায়েভ, তারপর গলা চড়িয়ে ডাকলেন গার্ডদের।

'নিয়ে যাও ওকে,' রানার দিকে আঙুলের ইশারা করে বললেন তিনি। 'ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে!' গলার স্বরেই বোঝা গেল, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন তিনি রানার।

কী বুঝল কে জানে, পিঠ খাড়া করে বসল বাচ্চাটা। রিয়ার অ্যাডমিরালের মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'পাপা!'

কেন তাঁকে বাবা বলে ডাকছে ও, অনুমান করতে পারছেন নিকোলায়েভ। পিতার ছবি দেখেছেন তিনি, দু'জনের চেহারায় আশ্চর্য মিল রয়েছে। একই রকম ঝাঁকড়া সাদা চুল, ধূসর চোখে একই ধরনের বরফশীতল দৃষ্টি। নিশ্চয়ই ইগোর নিকোলায়েভকে বাবা বলে ডাকত বাচ্চাটা, দীর্ঘ ঘুমে কত বছর কেটে গেছে জানে না, জেগে উঠে তাই একই চেহারার আরেকজন মানুষকে দেখে সেই বাবা-ই মনে করছে।

পরম মমতায় ছেলেটির গাল স্পর্শ করলেন নিকোলায়েভ। ওই চোখদুটো তাঁর পিতাকে দেখেছে। ওর হাতদুটো তাঁর

 www.banglabookpdf.blogspot.com 

www.facebook.com/banglabookpdf
পিতাকে ছুঁয়েছে। অদ্ভুত এক বন্ধন অনুভব করলেন তিনি শিশুটির সঙ্গে। নিশ্চয়ই একে পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন ইগোর, নইলে ও তাঁকে বাবা বলে ডাকত কেন? তিনিই বা সেই স্নেহ না দিয়ে পারবেন কী করে? বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রিয়ার অ্যাডমিরালের। নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে এই প্রথম তিনি কারও প্রতি টান অনুভব করছেন। এই প্রথম কেউ তাঁর হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। বুঝি তাঁর অনুভূতি বুঝতে পারল ছেলেটি। একটু হেসে কী যেন বলল। রাশান নয়, অচেনা ভাষা।

'কী বলছ তুমি?' জানতে চাইলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

দরজার কাছে চলে গিয়েছিল রানা, ওখানে থেমে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'ও ইনুইট ভাষায় কথা বলছে।'

'তুমি এ-ভাষা জানো?' জিজ্ঞেস করলেন নিকোলায়েভ।

কয়েক বছর আগেই নুমার সহকর্মী এবং এস্কিমো বন্ধু ডট জুনোর কাছে ভাষাটা শিখে নিয়েছে রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কাজ চালাবার মত জানি।'

'ক্... কী বলছে ও?' সাগ্রহে জানতে চাইলেন নিকোলায়েভ।

টেবিলের কাছে ফিরে এল রানা। বাচ্চাটার দিকে ঝুঁকে বলল, 'কিনাউভিট?'

চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছেলেটির। হাসিমুখে বলল, 'সাকিনক... সাকি!'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। সোজা হয়ে রানা বলল, 'ওর নাম জিজ্ঞেস করলাম। ও জানাল, সাকিনক... সংক্ষেপে সাকি।'

ছেলেটির কপালের উপর পড়ে থাকা চুলের গোছা সরিয়ে দিলেন নিকোলায়েভ। বিড়বিড় করে বললেন, 'সাকি!' নামটা পছন্দ হয়েছে তাঁর। মানিয়েছে খুব।

হাত তুলে একই ভঙ্গিতে তাঁর গোছা চুল সরাল ছেলেটা।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'নানুক!' বলে হেসে উঠল খিলখিল করে।

'শ্বেত ভালুক,' অনুবাদ করল রানা। 'চুলের কারণে আপনাকে শ্বেত ভালুক বলছে ও।'

একটু হাসলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'আমার বাবার চুলও এমনই ছিল।'

'ও কি ভাবছে আপনি আর উনি একই লোক?' ভ্রূকুটি করে জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন নিকোলায়েভ। 'ওর কোনও আইডিয়া নেই মাঝখানে কত সময় পেরিয়ে গেছে।'

হড়বড় করে কী যেন বলতে শুরু করল সাকি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'এখন আবার কী বলছে?'

'ও বলছে, আপনার নাকি এখনও ঘুমিয়ে থাকার কথা।'

'ঘুম?'

চমকে উঠলেন নিকোলায়েভ, চট্ করে রানার চোখের দিকে চেয়েই সরিয়ে নিলেন দৃষ্টি। দু'জনের মনে একই চিন্তা খেলছে। যা ভাবছেন তাঁরা, সেই কথাই কি বলছে সাকি? মানসচোখে ভেসে উঠল করিডোরের প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কগুলোর দৃশ্য।

'ন্... না,' কেঁপে উঠল রিয়ার অ্যাডমিরালের কণ্ঠ। 'এ কীভাবে সম্ভব? মি. রানা, ওকে জিজ্ঞেস করো, কোথায় ঘুমানোর কথা আমার?'

আবারও বাচ্চাটার দিকে ঝুঁকল রানা। 'সাকি? ন তাইমা?'

দ্রুত আরও কিছু কথা বলল সাকি, তারপর নেমে গেল নিকোলায়েভের কোল থেকে।

'কুজানামিক,' বলল রানা, ইংরেজিতে আবার পুনরাবৃত্তি করল কথাটার। 'ধন্যবাদ।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন নিকোলায়েভ। 'ও কি জানে,



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আমার বাবা কোথায়?'

দরজার কাছে চলে গেছে সাকি। প্রশ্নটার জবাবেই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল, 'মালিঙ্গা!'

অনুবাদ করল রানা, 'ওর সঙ্গে যেতে বলছে আমাদেরকে। ও দেখিয়ে দিতে পারবে।'

টেবিল ঘিরে বসে আছে শ্যারন, অ্যাবি, ম্যাসন আর মেজর উইলসন। জার্নাল পড়ে চলেছে অ্যাবি, উচ্চারণ শুনে সেটাকে রাশানে রূপান্তরিত করছে ম্যাসন। ইতিমধ্যে প্রথম খাতাটা পড়া শেষ হয়েছে। ওটা থেকে জানা গেছে আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলের গোড়াপত্তন এবং এর পূর্ব-কথা। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ১৮৭৯ সালের *জিনেট-দুর্ঘটনার* করুণ ইতিহাস।

*ইউ.এস.এস জিনেট* ছিল আমেরিকান একটা স্টিমার। আর্কটিক মহাসাগরের মাঝ দিয়ে আমেরিকা থেকে রাশা যাওয়ার নতুন রুট খোঁজার মিশন নিয়ে বেরিয়েছিল জাহাজটা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পোলার আইসক্যাপের বরফের মাঝে আটকা পড়ে যায় ওটা, পুরো দু'দুটো শীতকাল কাটায় বন্দি অবস্থায়। পরে ১৮৮১ সালে বরফের চাপে বিধ্বস্ত হয়ে যায় স্টিমার। তিনটে লাইফবোট নিয়ে সার্ভাইভাররা সাগরে ভেসে পড়ে, ভয়াবহ দুঃখকষ্ট সহ্য করে শেষ পর্যন্ত সাইবেরিয়ায় পৌঁছায় দুটি বোট।

তৃতীয় বোটটার ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তা আজ পর্যন্ত রহস্য। কিন্তু ইগোর নিকোলায়েভের জার্নাল পড়ে জানা গেল, রহস্যটা ভেদ করতে পেরেছিল রাশানরা। একটা ডায়েরি উদ্ধার করে তারা, সেই ডায়েরির কিছু এন্ট্রি হুবহু তুলে রাখা হয়েছে জার্নালে। একটা অংশ অনুবাদ করেছে অ্যাবি আর ম্যাসন, সেটা এ-রকম:

*শনিবার, পহেলা অক্টোবর, ১৮৮১।*


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

*ঈশ্বর মুখ তুলে তাকিয়েছেন, জবাব দিয়েছেন আমাদের প্রার্থনার। রাতভর ঝড়-ঝঞ্ঝা মোকাবেলা করে, খোলের ভিতরের পানি সেঁচে, আর তারপুলিনের তলায় শীতে কেঁপে শেষ পর্যন্ত টিকে গেছি আমরা। ভোরের সূর্যের সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে এসেছে আকাশ। একটা দ্বীপের দেখা পেয়েছি আমরা... তবে মাটির দ্বীপ নয়। বরফের দ্বীপ। শরীর ভর্তি ফাটল আর ছোট-বড় নানা আকারের গুহা। ওই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছি আমরা, বরফের ভিতরে খুঁজে পেয়েছি অচেনা কিছু জানোয়ারের অবিকৃত লাশ। খিদের তাড়নায় ওগুলোর মাংসই খেতে শুরু করেছি। মাংসটা বেশ সুস্বাদু ও মিষ্টি। ঈশ্বর দয়াময়।*

এটুকু পড়া হতেই কামরার ভিতরে নজর বুলিয়েছে শ্যারন। এখানকার সবাই জানে কোন্ জানোয়ারের কথা বলা হয়েছে ডায়েরিতে। গ্রেণ্ডেল। মাংসটা মিষ্টি কেন, তাও বোঝা যাচ্ছে। ড. কনওয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এর। শীতনিদ্রার সময়ে বাড়তি গ্লুকোজ জমা হয় দানবগুলোর কোষে কোষে। ওগুলোই ক্রায়োপ্রোটেক্টেন্ট হিসেবে রক্ষা করে দেহগুলোকে। গ্লুকোজ মানে চিনি... আর চিনি মানেই মিষ্টি।

অ্যাবি আর ম্যাসন ততক্ষণে পরের এণ্ট্রি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

*দোসরা অক্টোবর।*

*মাত্র তিনজন বেঁচে আছি আমরা। জানি না কী অপরাধের শাস্তি পেতে হলো আমাদেরকে... কীসের প্রতিশোধ নিলেন ঈশ্বর। গতরাতে মৃত্যুর ওপার থেকে*



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

*ফিরে এসেছিল অচেনা জানোয়ারগুলো, জীবন ফিরে পেয়েছিল ওদের প্রাণহীন লাশ। তারপর হিংস্র দানবের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাদের ঘুমন্ত সাথীদের উপরে। সকালে যাদের মাংস খেয়েছিলাম আমরা, এবার তারাই খেলো আমাদের। বহু কষ্টে আমরা তিনজন লাইফবোট পর্যন্ত পৌঁছাই, আবার ভেসে পড়ি সাগরে। তারপরেও রক্ষা নেই, একটা দানব পিছু ধাওয়া করতে থাকে আমাদের। কপাল ভাল, একটা হার্পুন ছিল বোটে, সেটা গেঁথে দানবটাকে হত্যা করি আমরা। লাশটা পিছু পিছু টেনেছি অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না নিশ্চিত হতে পেরেছি ওটা মারা গেছে। শেষ পর্যন্ত লাশটা বোটে তুলে মাথাটা কেটে নিই আমরা, যাতে সভ্যজগতে ফিরে দেখাতে পারি ঈশ্বরের প্রতিহিংসার নমুনা...*

আরেকটু এগোবার পর বোঝা গেল, শেষ কাজটা সুফল বয়ে আনেনি ওদের জন্য। টানা তিনদিন সাগরে কাটাবার পর তিন অভিযাত্রী সাইবেরিয়ার উপকূলে এক নির্জন গ্রামে পৌঁছায়। গ্রামবাসীরা ছিল অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দানবের মাথা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তারা, ওটার টানে বাকি দানবগুলো গ্রামের উপর হামলা চালাবে বলে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ইগোর নিকোলায়েভের বর্ণনা থেকে জানা গেল—তিন অভিযাত্রীকে খুন করে ওরা, দানবের মাথাটা মন্ত্রপূত পানিতে ধুয়ে ওদের উপাসনালয়ের তলায় পুঁতে ফেলে।

এই কাহিনি পরবর্তী তিন দশক ধরে নানা রকম গল্পগাথার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলী এক রাশান ইতিহাসবিদ কাহিনিটার উৎস খুঁজে বের করেন... মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেন দানবটার খুলি, গ্রামবাসীদের কাছ থেকে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
জোগাড় করেন নাবিকের ডায়েরিটা, তারপর ফিরে আসেন সেইন্ট পিটার্সবার্গে। মেরু এলাকার উপরে দুনিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি হিসেবে পরিচিত রাশার আর্কটিক অ্যাণ্ড অ্যান্টার্কটিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটে খুলি-সহ ডায়েরিটা জমা দেন তিনি, অল্প কিছুদিনের মধ্যে বিজ্ঞানীরা উৎসাহী হয়ে ওঠেন অচেনা ওই প্রাণীর ব্যাপারে।

শুরু হয় তল্লাশি। কিন্তু নিহত নাবিকের বর্ণনা থেকে ওই বরফ-দ্বীপ খুঁজে বের করা সহজ ছিল না। টানা দুই দশক খোঁজাখুঁজির পর ওটার সন্ধান পায় রাশানরা। সেই সঙ্গে খুঁজে পায় ঘুমন্ত গ্রেণ্ডেলদের।

জার্নালের এই অংশে এসে অস্থিরতা প্রকাশ করল ম্যাসন। অধৈর্য হয়ে উঠেছে, আইস স্টেশনের ইতিহাস নিয়ে মাথাব্যথা নেই তার। অ্যাবিকে শেষ দুটো জার্নাল পড়তে বলল। আসলে ফাঁস হতে দিল না আইস স্টেশনের সঙ্গে আমেরিকানদের সম্পৃক্ততার তথ্য। জার্নালে নিশ্চয়ই উল্লেখ আছে তার।

শুরু হলো দ্বিতীয় জার্নাল অনুবাদের কাজ। খানিক পরে ডেল্টা ফোর্সের দু'জন সৈনিক উদয় হলো, কী যেন বলল মেজর উইলসনের কানে কানে। মাথা ঝাঁকিয়ে কণ্ট্রোলারের দিকে ফিরল মেজর। বলল, 'আমরা রেডি, স্যর। আপনি অর্ডার দিলেই রওনা হতে পারি আইস স্টেশনের উদ্দেশে।'

'এখনও না,' বলল ম্যাসন। 'আমাকে আগে শিয়োর হতে হবে, যা খুঁজছি তা এই জার্নালগুলোর ভিতরে আছে কি না।'

দ্রুত এগোল সে আর অ্যাবি। চেষ্টা করল গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো উদ্ধার করতে। কিন্তু অল্পক্ষণেই টের পেল, কোডেড এণ্ট্রিগুলোর ভিতরেও হেঁয়ালি করে গেছে ইগোর নিকোলায়েভ, আবিষ্কারের খুঁটিনাটি বিবরণ দেয়নি। এটুকু জানা গেল, গ্রেণ্ডেলগুলোর চামড়ার তলার গ্ল্যাণ্ড থেকে হরমোন সংগ্রহ করে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
তার বিজ্ঞানীরা—ওই হরমোনই ক্রায়ো-প্রিজার্ভেশনের চাবিকাঠি। কিন্তু টেস্ট সাবজেক্টদের উপরে এই হরমোন প্রয়োগ করে কোনও সুফল পাওয়া যায়নি। জমানো গেছে তাদের শরীর, কিন্তু বরফ গলানোর পরে প্রাণ ফিরে পায়নি কেউই।

একটা অংশ অনুবাদ করল ম্যাসন। 'এরপরে একটা আবছা ধারণার উপরে কাজ শুরু করলাম আমি। হরমোনের পাশাপাশি নতুন একটা কেমিক্যাল প্রয়োগ করলাম সাবজেক্টদের উপরে...' কেমিক্যালটার নাম উল্লেখ করা হয়নি। 'ওটাই প্রথমবারের মত সফল রিসাসিটেশন দেখাল আমাদেরকে।'

ওটার সাবজেক্ট ছিল ষোলো বছর বয়েসী এক এস্কিমো মেয়ে। কিন্তু বেশিক্ষণ বাঁচেনি সে। ঘুম থেকে জেগে ওঠার কয়েক মিনিট পরেই খিঁচুনি উঠে মারা যায়। তারপরেও, ব্যাপারটা ছিল ড. নিকোলায়েভের জন্য বিশাল এক অগ্রগতি।

বিবরণটা পড়তে গিয়ে বিচলিত হয়ে পড়ল অ্যাবি। কারণটা আঁচ করতে পেরেছে শ্যারন। আধা-ইনুইট ও, এস্কিমোরা ওরই স্বজাতি। তাদের উপর নিষ্ঠুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণনা পড়ে নিজেকে স্থির রাখা মুশকিল।

জার্নালের তারিখগুলো থেকে জানা গেল, পরের তিন বছর ওই সাফল্যের উপরেই কাজ করতে থাকে ড. নিকোলায়েভ। একের পর এক সাবজেক্টের উপর পরীক্ষা চালিয়ে পদ্ধতিটা করে তোলে পরিশীলিত। ওই অংশগুলো বাদ দিয়ে গেল ম্যাসন, এক্সপেরিমেন্টের বিবরণ শোনায় আগ্রহী নয় সে। খোলা হলো শেষ জার্নাল। এখানে পাওয়া গেল কাঙ্ক্ষিত তথ্য।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের মাঝামাঝি সময়ে গ্রেগেলের হরমোন এবং রহস্যময় সেই কেমিক্যালের সঠিক মিশ্রণ তৈরি করতে সক্ষম হয় ড. নিকোলায়েভ। তার ভাষায়, ব্যাপারটা স্রেফ ভাগ্য, বিজ্ঞানের খুব একটা ভূমিকা ছিল না ওতে। কারণ তার


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পক্ষে ওই মিশ্রণ দ্বিতীয়বার তৈরি করা সম্ভব নয়—কোন্ অনুপাতে, বা কীভাবে দুটোকে মেলাতে হবে, সেটাই নাকি সে নিশ্চিত নয়। কাজেই নির্দিষ্ট কোনও ফর্মুলাও লিখে যাওয়া সম্ভব নয়। যেভাবেই ঘটে থাকুক ব্যাপারটা, তড়িঘড়ি করে এক ব্যাচ সেরাম বানিয়ে ফেলে সে। সেই সেরামের সাহায্যে প্রথমবারের মত সফলভাবে জাগিয়ে তোলে এক সাবজেক্টকে।

অপ্রত্যাশিতভাবে এখানেই শেষ জার্নালের এন্ট্রি। সেরামের স্যাম্পলগুলোর কী হলো, বা কীভাবে ধ্বংস হয়ে গেল আইস স্টেশন... এ-সংক্রান্ত কিচ্ছু লেখা নেই।

জার্নালটা বন্ধ করে অ্যাবি বলল, 'ব্যস, এ-ই।'

'আরও কিছু থাকতে বাধ্য!' বলল ম্যাসন—বিশ্বাস থেকে নয়, আশা থেকে। জার্নালটা টেনে নিয়ে শেষের সাদা পাতাগুলো উল্টাতে থাকল দ্রুত।

বিজ্ঞানীদের মানসিকতার ব্যাপারে শ্যারন ওয়াকিবহাল। বলল, 'খামোকাই সময় নষ্ট করছেন, ওতে কিছু পাবেন না। যদ্দূর বুঝেছি, সাফল্যের মাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্যারানয়েড হয়ে উঠেছিলেন ড. নিকোলায়েভ। এজন্যেই এত হেঁয়ালি করেছেন জার্নালে। ফর্মুলা লেখা নেই ওতে। আমার তো মনে হয়, ওই স্যাম্পলগুলোই তার আবিষ্কারের একমাত্র নিদর্শন।'

সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরে তিক্ততা জমল ম্যাসনের চেহারায়। সশব্দে জার্নাল বন্ধ করল সে।

'কী করবেন তা হলে, স্যর?' জানতে চাইল মেজর উইলসন।

'ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে,' বলল ম্যাসন। 'ওই স্যাম্পলগুলোই আসল... ওগুলো রয়ে গেছে আইস স্টেশনের ভিতরে। রাশানরা ওগুলো ধ্বংস করে দেবার আগেই হানা দিতে হবে আমাদেরকে।'

'আমরা তৈরি আছি। কখন মুভ করতে চান?'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'এখুনি। কোনও সময় দেয়া যাবে না ওদেরকে।'

উঠে দাঁড়াল মেজর উইলসন।

'আপনি যান, আমি আসছি,' বলে তাকে বিদায় দিল ম্যাসন। তারপর একত্র করল সবক'টা জার্নাল। গুঁজল বগলের তলায়।

অ্যাবি আরেকটু পড়ে দেখতে চাইছিল। জিজ্ঞেস করল, 'নিয়ে যাবেন ওগুলো?'

'দুঃখিত, এগুলো হাতছাড়া করা চলবে না আমার। তবে আরেকটু রিভিউ করা দরকার সবগুলো এন্ট্রি। বলা যায় না, বাদ দেয়া অংশগুলোর ভিতরে হয়তো ইম্পরট্যান্ট কিছু রয়ে গেছে।'

ভ্রূকুটি করল অ্যাবি। 'কী চাইছেন ঠিক করে বলুন তো?'

পালা করে পিতা-কন্যার দিকে তাকাল ম্যাসন। 'আপনাদের একজন আমাদের সঙ্গে গেলে খুব ভাল হয়।'

'কী বললেন?' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল অ্যাবি। 'আবারও বিপদের মাঝে ফেলতে চাইছেন আমাদের? যথেষ্ট ঝুঁকি কি নিইনি আপনার জন্য?'

'অস্বীকার করছি না,' মিনমিন করে বলল ম্যাসন। 'কিন্তু এখনও ওখানে ড. কনওয়ে আর তাঁর দুই অ্যাসিসটেন্ট আটকা পড়ে আছে। মি. রানার ব্যাপারেও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না, হয়তো উনিও আছেন। আপনাদের সাহায্য হয়তো কাজে লাগবে ওদের।'

সন্দেহ ঘনাল অ্যাবির চোখে। ম্যাসনের ভালমানুষি অভিনয় পছন্দ হচ্ছে না। রিচার্ড বললেন, 'যেতেই যদি হয়, তা হলে এবার নাহয় আমি...'

'না, বাবা,' বাধা দিল অ্যাবি। 'তোমাকে যেতে দেব না আমি কিছুতেই।'

'আমি আসলে আপনাকেই প্রেফার করছি,' ওকে বলল ম্যাসন। 'স্টেশনটার ব্যাপারে মোটামুটি অভিজ্ঞতা হয়েছে



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আপনার। অনুবাদের সময় সেটা কাজে লাগতে পারে।'

ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল অ্যাবি। ম্যাসনকে সাহায্য করবার কোনও ইচ্ছে নেই ওর, কিন্তু রানার কথা বলে ওকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ তুলে বলল, 'ঠিক আছে, মি. ম্যাসন। এক শর্তে যেতে পারি আমি।' কোমরের খালি হোলস্টারের দিকে ইশারা করল। 'আমার পিস্তলটা ফেরত চাই।'

'নিশ্চয়ই,' হাসল ম্যাসন। 'এবার আর রিস্ক নেব না আমরা। সবাই সশস্ত্র থাকবে। তৈরি হয়ে নিন। একটু পরেই বেরুব আমরা।'

ব্যারাক থেকে বেরিয়ে গেল সে, সঙ্গে ডেকে নিয়ে গেল লেঃ কমাণ্ডার রাইটকে। পিতার কাছ থেকে বিদায় নেয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল অ্যাবি। ব্যারাকের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল শ্যারন, তাকাল বাইরে। রাইটের সঙ্গে কথা বলছে ম্যাসন, ঠোঁট পড়া গেল সহজে—ডেল্টা ফোর্সের সদস্যরা চলে যাবে, রাইটকে ওমেগা স্টেশনের নিরাপত্তার দায়িত্ব বুঝে নিতে বলল। এরপর চলে গেল হেলিকপ্টারের কাছে, মেজর উইলসন যেখানে দাঁড়িয়ে।

টেবিলের উপর একটা বিনকিউলার ফেলে গেছে উইলসন, সেটা তুলে নিল তরুণী বিজ্ঞানী। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল হেলিকপ্টার বরাবর। ম্যাসন আর উইলসনের ঠোঁট এবার দেখা যাচ্ছে পরিষ্কারভাবে।

'রিপোর্ট!' বলল ম্যাসন।

'এভরিথিং ইজ সেট। আমাদের ইনভলভমেণ্ট জানতে পারবে না কেউ। দোষ চাপবে রাশানদের ঘাড়ে।'

এরপর ঘুরে গেল দু'জনে। ঠোঁট দেখা গেল না আর।

অ্যাবি বেরিয়ে গেছে, শ্যারনের পাশে এসে দাঁড়ালেন রিচার্ড। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী দেখছেন অত মনোযোগ দিয়ে?'

নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশ করতে যাচ্ছিল শ্যারন, কিন্তু


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ঘাড় ফেরাতে গিয়ে থমকে গেল। বো করে উঠেছে মাথা, খাড়া হয়ে গেছে লোম, দাঁতের গোড়ায় ফিরে এসেছে সেই পরিচিত শিরশিরানি। আল্ট্রাসোনিক ওয়েভ!

এ কী করে হয়? আইস স্টেশন থেকে ত্রিশ মাইল দূরে আছে ওরা... এ-পর্যন্ত গ্রেণ্ডেলগুলো আসে কী করে? কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যাও তো নেই!

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন রিচার্ড।

'বিপদ!' ফিসফিস করে বলল শ্যারন।

## চব্বিশ

হাত ধরে রানাকে টেনে নিয়ে চলেছে সাকি। প্রিজন এরিয়া পেরিয়ে এল ওরা, এরপর এগোল প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কের বৃত্তাকার করিডোর ধরে। প্রিজন এরিয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ড. কনওয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হলো রানার। দৃষ্টি বিস্ফারিত হতে দেখল জীববিজ্ঞানীর, সাকিকে চিনতে পেরেছেন। তাঁর উদ্দেশে শুধু কাঁধ ঝাঁকাল রানা, কথা বলার সুযোগ পেল না।

'মালিঙ্গা!' আবার বলল ছেলেটা, বাড়িয়ে দিল হাঁটার গতি।

দুই গার্ডকে নিয়ে ওদেরকে অনুসরণ করছেন নিকোলায়েভ। তিনজনেই সশস্ত্র—গার্ডদের হাতে রাইফেল, রিয়ার অ্যাডমিরালের হাতে শোভা পাচ্ছে একটা অটোমেটিক পিস্তল। সবগুলো অস্ত্রের ব্যারেল তাক করে রাখা হয়েছে ওদের দিকে। কোনও ধরনের


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
কৌশল খাটানোর ইচ্ছে বহু আগেই ত্যাগ করেছে রানা। অস্ত্রের ভয়ে নয়; গোলাগুলি শুরু হলে নিষ্পাপ বাচ্চাটার ক্ষতি হতে পারে, এই ভেবে।

'কোথায় যেতে হবে, তা কি ও জানে?' একটু পর অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন নিকোলায়েভ। প্রশ্নটা ইনাক্‌টিটুট ভাষায় পুনারাবৃত্তি করল রানা।

'ইই!' মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল সাকি। হ্যাঁ।

আগেরবার পুরো করিডোর ঘোরা হয়নি, এবার সাকির কল্যাণে প্যাসেজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ হলো রানার। যেখানে ওটা শেষ হয়েছে, সেখানে ধবধবে সাদা দেয়াল। দরজা-জানালা নেই। প্রথম দর্শনে নিরেট বলে মনে হলো। একটু বিভ্রান্তি নিয়ে সাকির দিকে তাকাল রানা।

মুচকি হাসল সাকি। তারপর এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে হাত রাখল, চাপ দিল বিশেষ একটা জায়গায়। পরক্ষণে ঘড়ঘড় শব্দে সরে গেল নিরেট দেয়াল—ঠিক যেন আলিবাবার গুহা! রানা বুঝল, দেয়ালে একটা প্রেশার সুইচ লুকানো আছে। দেয়ালের ওপাশে দেখা গেল ভারী একটা স্টিল ডোর, মাঝখানটায় প্রকাণ্ড এক পিতলের হুইল—অনেকটা ব্যাঙ্ক-ভল্টের দরজার মত।

হড়বড় করে রানাকে কিছু বলল সাকি। নিকোলায়েভের দিকে ফিরে ও জানাল, 'এই দরজার ওপাশেই নাকি আপনার গোপন কামরা।'

দরজার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলেন নিকোলায়েভ, তারপর রানাকে নির্দেশ দিলেন, 'খোলো ওটা।'

হুইল ধরে খানিকক্ষণ মোচড়ামুচড়ি করল রানা, নড়াতে পারল না একবিন্দু। সম্ভবত বরফ জমে জ্যাম হয়ে গেছে। হাত ব্যথা হয়ে গেল। শেষে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'এভাবে সম্ভব না। একটা শাবল দেয়া যাবে?'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

ওর ব্যর্থ চেষ্টা দেখে খিলখিল করে হাসল সাকি। এগিয়ে গিয়ে হুইলের গোড়ায় আঙুল ঢোকাল। খুট করে একটা শব্দ শুনে বোঝা গেল, খিলি জাতীয় কিছু একটা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রানার হাতের মুঠোয় মসৃণভাবে ঘুরতে শুরু করল হুইল, যেন গতকালই তেল দেয়া হয়েছে।

হুইল দু'পাক ঘুরে যেতেই কোকের ক্যানের সিল ভাঙার মত মৃদু একটা শব্দ হলো, সামান্য ফাঁক হয়ে গেল দরজার পাল্লা। শীতল হাওয়ার প্রবাহ বেরিয়ে এল ওখান দিয়ে, যেন ফ্রিজের দরজা খোলা হয়েছে। ধাক্কা দিয়ে দরজা পুরোপুরি খুলে ফেলল রানা।

মিটমিট করে কয়েক দফা কেঁপে জ্বলে উঠল বাতি, আলোকিত হয়ে উঠল ওপাশ। মাঝারি আকারের একটা কামরা দেখতে পেল ওরা—মূল স্টেশনের অংশ নয়, সার্ভিস টানেলের মত বরফ খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে। ভিতরটা ল্যাবের মত সজ্জিত। তিনদিকের দেয়াল কুঁদে বানানো হয়েছে শেলফ, ওগুলোই কাজ করছে ওঅর্কটেবিল হিসেবে। শেলফের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে স্টেইনলেস স্টিলের নানান ইকুইপমেন্ট। পেছনের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাঁচের কেবিনেট, ওটার তাকের খাঁজে এক সারিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো সিরিঞ্জ—সংখ্যায় পঞ্চাশটার কম না। প্রত্যেকটার ভিতরে নীলচে দ্রবণ।

কামরার ভিতরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল সাকি। দৃষ্টিতে ফুটল বিভ্রান্তি। সামনে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রিয়ার অ্যাডমিরালের দিকে।

তার এই বিভ্রান্তির কারণ বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। মেঝের উপরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একজন মানুষ। শরীরের উপর বরফের আস্তর পড়ে গেলেও মুখের অবয়ব এবং



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
মাথার দুধ-সাদা ঝাঁকড়া চুল দেখে অনুমান করা গেল মানুষটার পরিচয়। ইগোর নিকোলায়েভ। রিয়ার অ্যাডমিরালের সঙ্গে বিস্ময়কর মিল আছে তার।

অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল নিকোলায়েভের গলা দিয়ে। হন্তদন্ত হয়ে সামনে এগোলেন তিনি। বসে পড়লেন পিতার দেহের পাশে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলেন দেহটা।

চামড়া নীল হয়ে গেছে ইগোর নিকোলায়েভের। বরফে জমে কার্ডবোর্ডের মত ভঙ্গুর দশা কাপড়চোপড়ের। শার্টের বাম হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো, চামড়ার উপরে একটা ছোট্ট ফুটো, রক্ত জমে আছে। পাশেই মেঝের উপরে ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে একটা সিরিঞ্জ।

কাঁচের কেবিনেটের দরজা খুলল রানা, ভিতর থেকে তুলে নিল একটা সিরিঞ্জ, বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল—সাব-যিরো টেম্পারেচারে জমে যায়নি ভিতরের দ্রবণটা। এখনও তরল অবস্থায় আছে। এটাই নিশ্চয়ই সেই ক্রায়োজেনিক সেরাম।

রিয়ার অ্যাডমিরালের দিকে ফিরল ও। বলল, 'মনে হচ্ছে ইঞ্জেকশন নিয়েছিলেন উনি।'

কিছু বললেন না নিকোলায়েভ, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পিতার মুখের দিকে। কী ভাবছেন বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। এখনও কি বেঁচে আছেন ইগোর নিকোলায়েভ? ছোট্ট ছেলেটির মত?

ওঅর্কটেবিলের উপর পড়ে থাকা একটা জার্নালের উপর চোখ পড়ল রানার। আধখোলা। শেষ মুহূর্তে কিছু লিখছিলেন হয়তো বিজ্ঞানী। কাছে গিয়ে ওটা তুলে নিল ও। পাতা উল্টাল। মেইন ল্যাবের জার্নালগুলোর সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই, ভিতরে ইনাক্‌টিটুট হরফে পাতার পর পাতা লেখা। ডট জুনোর কাছে পড়তেও শিখেছে রানা, যদিও খুব ভাল পারে না। তারপরেও চেষ্টা করল লেখাগুলো পড়তে। কয়েকটা শব্দ পড়ে থামল। অর্থ


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
বোঝা যাচ্ছে না। জোরে জোরে পুনরাবৃত্তি করল শব্দগুলোর।

ঝট্ করে ওর দিকে মুখ তুলে তাকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'রাশান বলছ কেন?'

'রাশান?' ভুরু কোঁচকাল রানা। পরক্ষণে চমকে উঠল। তাই তো! ইগোর নিকোলায়েভ কোন্ কোডে লিখেছেন জার্নাল, বুঝে ফেলল মুহূর্তে।

রানার হাতে ধরা খাতাটার উপর নজর পড়ল রিয়ার অ্যাডমিরালের। 'ওটা কি আমার বাবার জার্নাল?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'এটাই সম্ভবত শেষ ভলিউম।'

'তুমি পড়তে পারছ?'

'কোডটা কঠিন কিছু নয়। রাশান-ই লিখেছেন উনি, তবে ইনুইট অক্ষরে।'

উঠে দাঁড়ালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। সাকি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, ওকে জড়িয়ে ধরলেন এক হাতে। বললেন, 'পড়ো... প্লিজ।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করল ইগোর নিকোলায়েভের জার্নাল। পরিষ্কার হতে শুরু করল বেইসকে ঘিরে গড়ে ওঠা দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

জার্নালটা এক অর্থে ইগোর নিকোলায়েভের শেষ স্বীকারোক্তি। পড়তে গিয়ে বোঝা গেল, গবেষণা-জীবনের শেষদিকে এসে বিবেক ও মানবতা জেগে ওঠে তাঁর ভিতরে। এর পিছনে সাকির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। এই স্টেশনেই জন্ম নেয় বাচ্চাটা, ব্যর্থ এক্সপেরিমেন্টে বাবা-মা মারা গেলে অনাথ হয়ে পড়ে। রাশায় নিজের ছেলেকে ওর মত বয়সেই ফেলে এসেছিলেন ইগোর, পিতৃস্নেহ জেগে ওঠে তাঁর হৃদয়ে। করে বসেন মস্ত বড় এক ভুল... একজন গবেষকের জন্য যেটা করা সম্পূর্ণ বারণ—টেস্ট সাবজেক্টকে নাম দেয়া, সাবজেক্টকে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ভালবাসা! কিন্তু এই ভুলটুকুই জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় তাঁর। পেশা আর বিবেকের মধ্যকার তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তাঁর ভিতর।

ব্যাপারটা যখন ঘটে, তখন গবেষণায় সফল হয়েছেন তিনি। গ্রেণ্ডেলদের হরমোন কাজে লাগাবার সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। শুরুতে মৃত গ্রেণ্ডেলের হরমোন সংগ্রহ করছিলেন তাঁরা—ওটাই ছিল সবচেয়ে বড় ভুল। ইগোর আবিষ্কার করেন, মৃত নয়... আসলে জীবিত গ্রেণ্ডেলের শরীর থেকে হরমোনটা নিতে হবে তাঁদেরকে, নইলে ওটার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। এরপরে বিশেষ একটা কেমিক্যালের সাহায্যে ওটাকে করে তুলতে হবে মানবদেহের জন্য সহনশীল। বলা বাহুল্য, কেমিক্যালের নাম উল্লেখ করেননি তিনি। এরপরেও বেশ কিছুদিন সাফল্য অধরা ছিল তাঁর কাছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেন, একটা অনুঘটক কাজে লাগাননি তাঁরা—তাপমাত্রা। দ্বীপের গভীরের তাপমাত্রা! গ্রেণ্ডেলদের আবাসের তাপমাত্রা!

ল্যাবের ভিতরে নজর ঘুরিয়ে আনল রানা। এবার বোঝা যাচ্ছে, কেন বরফ খুঁড়ে বানানো হয়েছে এটা। দ্বীপের গভীরের ন্যাচারাল তাপমাত্রা পাবার জন্যে।

যা হোক, ধাঁধার এই অংশটা পরিষ্কার হয়ে যেতে বাকি কাজ অতি সহজে সমাধা করেন ইগোর। গ্রেণ্ডেলের নির্যাস এবং দ্বীপের পরিবেশ... এই দুই মিলিয়ে প্রথমবারের মত সফল পুনর্জীবন দেন এক টেস্ট সাবজেক্টকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথম ব্যাচের সেরাম ছাড়া আর কোনও ব্যাচ দিয়ে তিনি এই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে পারেননি। তাই প্রথম ব্যাচের সব সেরাম তিনি সিরিঞ্জে ভরে রেখে দেন নিজের এই একান্ত গবেষণাগারে। ভেবেছিলেন সময়-সুযোগ নিয়ে ওগুলোর অ্যানালিসিস করবেন, বের করবেন কীভাবে এই সেরাম বিপুল পরিমাণে তৈরি করা যায়।

কিন্তু তা আর হলো না। এক রাতে সাকির দিকে তাকিয়ে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
হাহাকার বেরিয়ে আসে তাঁর বুক চিরে। সাফল্যের জন্য কী মূল্য দিয়েছেন, তা অনুধাবন করেন। মনে পড়ে যায় তাঁর হাতে মারা পড়া অসহায় মানুষগুলোর মুখ। নিজের প্রতি ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে তাঁর অন্তর। সেই সঙ্গে ঘৃণা অনুভব করেন সুদূর রাশায় বসে থাকা কুচক্রী রাজনীতিকদের উপর, যারা তাঁকে এমন জঘন্য কাজ করতে বাধ্য করেছে। তাঁর এই বিতৃষ্ণা আরও বেড়ে যায় জার্মানদের ইহুদি হত্যার কাহিনি শুনতে পেয়ে।

'স্বাভাবিক,' বললেন নিকোলায়েভ। 'আমরা রাশান ইহুদি।'

ইগোর নিকোলায়েভের আত্মোপলব্ধি আসার কারণ বুঝতে পারল রানা। স্বজাতির উপর অবিচার হবার কাহিনি শুনে স্পষ্ট বুঝেছিলেন তিনি, নিজেও এস্কিমো আদিবাসীদের উপর সেই অবিচারই চালাচ্ছেন। তবে আর দশটা মানুষের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিলেন ইগোর, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রায়শ্চিত্ত করবার। ঠিক করেছিলেন, অন্যায়পথে তিনি যে-সাফল্য পেয়েছেন, তার সুফল কিছুতেই রাশায় বসে থাকা কুচক্রীদেরকে ভোগ করতে দেবেন না। একই ধরনের মনোভাব পোষণ করে, এমন কিছু সঙ্গী পেয়ে গেলেন তিনি সহকর্মীদের মাঝে। চরম একটা সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা এরপর। নিজেরাই স্যাবোটাজ করেন নিজেদের বেইসের। নষ্ট করে দেন রেডিও, খোল ফুটো করে দেন বেইসের ট্রান্সপোর্ট সাবমেরিনটার। বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল, আর্কটিক মহাসাগরের স্রোতে দ্বীপের সঙ্গে ভেসে চলে অজানার উদ্দেশে। কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না তাঁদের, ছিল না পালাবার কোনও উপায়। বরং হিংস্র গ্রেণ্ডেলরা সংঘবদ্ধভাবে চালাচ্ছিল একের পর এক আক্রমণ। ধীরে ধীরে উন্মাদ হয়ে ওঠেন আটকা পড়া বিজ্ঞানীরা। সবাইকে ক্রায়োজেনিক প্রক্রিয়ায় জমিয়ে ফেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ইগোর, কিন্তু রাজি করাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত নিরীহ টেস্ট


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সাবজেক্টদেরকে শীতনিদ্রায় পাঠিয়ে দেন তিনি, ভয়াল পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। নিজেও তা-ই করবার সিদ্ধান্ত নেন।

এখানেই শেষ জার্নাল। মাটিতে পড়ে থাকা ভাঙা সিরিঞ্জ. আর ইগোর নিকোলায়েভের হাতের উপর ঘুরে এল রানার দৃষ্টি বোঝা যাচ্ছে সেরামটা নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাতে কি কাজ হয়েছে?

স্থবির হয়ে গেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ। বিড়বিড় করে বললেন, 'তা হলে... তা হলে আমার বাবাই ধ্বংস করেছেন এই স্টেশন? কারও ষড়যন্ত্রের শিকার হননি?'

'যদ্দূর বুঝতে পারছি, এ-ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না তাঁর হাতে,' জার্নালটা নামিয়ে রাখল রানা। 'ওই সেরাম যদি রাশান সরকারের হাতে পড়ত, এখানকার অন্যায়-অবিচার আর মানুষ খুনের ঘটনা বৈধতা পেয়ে যেত। ওটাই হয়ে উঠত স্বাভাবিক রীতি, আরও অনেকেই নিঃসংকোচে উৎসাহী হয়ে উঠত হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশনের মাধ্যমে নিজেদের গবেষণা চালানোয়। গবেষণার নামে মানবহত্যার এই রীতির প্রচলন ঘটাতে চাননি তিনি।'

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল রিয়ার অ্যাডমিরালের। নিচু করে ফেললেন মাথা। 'এ কী করেছি আমি!' ফিসফিসিয়ে বললেন তিনি। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলেন কবজিতে বাঁধা পোলারিস মনিটর। 'আমার বাবার আত্মত্যাগ... আমার বাবার শেষ ইচ্ছে... সেটাকেই ব্যর্থ করে দেবার জন্য লড়াই করছি! চেষ্টা করছি তাঁর আবিষ্কারকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে!'

কেউ কোনও কথা বলল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল, তারপরেই করিডোরে শোনা গেল নতুন পদশব্দ। ত্রস্ত পায়ে একজন রাশান সৈনিক উদয় হলো। স্যালিউট ঠুকে বলল.


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
'মাফ করবেন, স্যর, কিন্তু এইমাত্র ইউ.কিউ.সি.-র হাইড্রোফোনে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনেছি আমরা। ওমেগা বেইস থেকে টেকঅফ করেছে ওটা। সম্ভবত এদিকেই আসছে।'

'নিশ্চয়ই ডেল্টা ফোর্স,' অনুমান করল রানা। 'ওরা হামলা চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রিয়ার অ্যাডমিরাল। কী করবেন আপনি?'

মুহূর্তে বদলে গেল নিকোলায়েভের পরাজিত চেহারা। পিঠ সোজা করে দাঁড়ালেন তিনি। দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সুরে বললেন, 'এখানকার আবিষ্কার লুকিয়ে রাখবার জন্য প্রাণ দিয়েছেন আমার বাবা। আমি কিছুতেই তার অন্যথা হতে দিতে পারি না।' পোলারিস মনিটরের দিকে তাকালেন। 'এখনও চাল বাকি আছে আমার। চলো।'

হেলিকপ্টারের পিছনে উঠেছে অ্যাবি, তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে। রোটরওঅশে তুষারের ঘূর্ণি উঠেছে, ছোট একটা মেঘের মত ঢেকে ফেলেছে কপ্টারকে, আচ্ছন্ন করে রেখেছে দৃষ্টিসীমা। উচ্চতা বেড়ে যেতে নীচে পড়ে গেল সেই তুষার, পরিষ্কার হয়ে এল চারদিক। বাতাসের ধাক্কায় কয়েক সেকেণ্ড টালমাটাল করল আকাশযানটা, তবে পাইলট দক্ষ হাতে সামলে নিল সেটা। সামনে এগোলো।

অ্যাবির হেডফোন খড়খড় করে উঠল। শোনা গেল ম্যাসনের কণ্ঠ। হেলিকপ্টারের সামনে, পাইলটের পাশের সিটে বসেছে সে; তাকে দেখতে পাচ্ছে না অ্যাবি। ইণ্টারনাল রেডিওতে কথা বলছে লোকটা।

'মিস ম্যানিটক, শেষ জার্নালটা পড়তে শুরু করুন। আমি সাহায্য করব অনুবাদে। দেখা যাক, নতুন কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না।'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

হেলিকপ্টারে ওঠার পর অ্যাবিকে জার্নালগুলো দিয়েছে ম্যাসন। শেষ জার্নালটা কোলে তুলে নিল ও, মলাট ওল্টানোর আগে নজর বোলাল সহযাত্রীদের উপর। ডেল্টা ফোর্স টিমের বারো জন সদস্য রয়েছে ওদের সঙ্গে। জাম্পসিটে স্ট্র্যাপ বেঁধে বসেছে তারা, হাতে অস্ত্র। মুহূর্তের নোটিশে যুদ্ধে নামার জন্য তৈরি। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা। দলনেতা মেজর উইলসনকে একটু বেশিই উত্তেজিত দেখাচ্ছে। থমথমে চেহারা নিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে।

অ্যাবিও তাকাল। জানালার ওপারে দিগন্ত-বিস্তৃত আইসফিল্ড। দূরত্বের কারণে ওমেগা স্টেশনের লাল বিল্ডিংগুলো ঘোলাটে হয়ে এসেছে। সূর্য প্রায় ডুবু-ডুবু অবস্থা, ডুবতে গিয়েও ডুবছে না অনেকক্ষণ থেকে। উত্তর মেরুর মাঝ-গ্রীষ্মে কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয় এই গোধূলি। অন্ধকার পছন্দ করে না অ্যাবি, তারপরেও মনে হচ্ছে রাত নামলে মন্দ হতো না। অবসান ঘটত ভয়াবহ এই দিনটার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জার্নালের মলাট উল্টাল ও। পড়তে শুরু করবে, এমন সময় চোখের কোণে কী যেন ধরা পড়ল। ঝট করে ঘাড় ফেরাল ও। দিগন্তের কাছে ছিটকে উঠেছে লাল-কমলা রঙ—বিশাল এক আগুনের গোলা। তার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে ওমেগা স্টেশন। হেডফোন ভেদ করে বিস্ফোরণের আবছা আওয়াজ পৌঁছল কানে। এরপরেই এল শকওয়েভের ধাক্কা, কেঁপে উঠল গোটা হেলিকপ্টার।

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল অ্যাবির, নিষ্ফল আঁচড় কাটল জানালার কাঁচে। ঈশ্বর! না!! ওর বাবা রয়ে গেছে ওখানে!!!

ডেল্টা ফোর্সের সদস্যরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, সিট ছেড়ে সবাই ছুটে এল হেলিকপ্টারের একপাশে, কী ঘটেছে দেখতে চায়। ফ্যাল ফ্যাল করে ওরা তাকিয়ে রইল আগুনের লেলিহান শিখার



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
দিকে। কয়েক মিনিট জ্বলল সেই আগুন, তারপর ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল। মিথ্যে আশা নিয়ে বরফ-প্রান্তরের দিকে তাকাল অ্যাবি। দেখল, ওমেগা স্টেশনের আর চিহ্ন নেই কোথাও। তার বদলে মুখ ব্যাদান করে আছে বিশাল এক গর্ত, ভিতরে ছলকাচ্ছে আর্কটিকের পানি।

'গড্যাম ইট!' রেডিওতে গাল দিয়ে উঠল ম্যাসন। 'হোয়াট দ্য হেল ইজ দ্যাট, সার্জেন্ট গ্ল্যাডস্টোন? তুমি তো রিপোর্ট দিয়েছিলে, রাশানদের সবক'টা ইনসেণ্ডিয়ারি ডিভাইস ডি-অ্যাকটিভেট করা হয়েছে!'

'সত্যিই করা হয়েছিল, স্যর!' হতভম্ব গলায় জানাল সার্জেন্ট। 'আ... আমি জানি না কীভাবে এটা ঘটল। হতে পারে একটা মিস করে গেছি আমরা।'

অ্যাবির চোখ ভরে গেছে নীরব অশ্রুতে। মনে পড়ে যাচ্ছে পিতার হাসিমাখা স্নেহময় মুখ... আর কোনোদিন সে-মুখ দেখবে না ও। ছলছল চোখে তাকাল সহযাত্রীদের দিকে। সবার চেহারায় নিখাদ বিস্ময়... সেই সঙ্গে সহানুভূতির ছাপ ফুটেছে। শুধু একজনের ফোটেনি।

মেজর উইলসন, ডেল্টা ওয়ান। নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে আছে সে আরেকদিকে।

তীব্র আতঙ্ক চেপে বসল অ্যাবির বুকে। বুঝে ফেলেছে সত্যটা। কান পাতল ম্যাসনের গালাগাল শোনার জন্য, তাতেও মিশে আছে কপটতা। কোনও সন্দেহ নেই, পুরোটাই অভিনয়, একটা নীচ ষড়যন্ত্র। দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়নি ওমেগা স্টেশন, ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। শুধু রাশানরা নয়, আমেরিকান এই সৈন্যরাও নির্দেশ পেয়েছে সবকিছু ধামাচাপা দেবার। কোনও সাক্ষী রাখছে না এরা, রাখছে না ওদের অপকর্মের কোনও আলামত।

তারমানে ওর জন্যও মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত হয়ে আছে। কোলের


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
উপর খোলা জার্নালের দিকে তাকাল অ্যাবি। ওটাই এখনও ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে—জার্নালের ইনাক্‌টিটুট হরফগুলো! প্রয়োজন ফুরানোর সঙ্গে সঙ্গে ওকেও পিতার ভাগ্য বরণ করতে হবে।

রেডিওতে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে ম্যাসন, কিন্তু কোনও কিছুই আর কানে ঢুকছে না অ্যাবির। অশ্রুসজল চোখে জার্নালের পাতা উল্টাল ও। আনমনে হাত দিল কোমরের শূন্য হোলস্টারে।

আরেকটা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। ওকে পিস্তল দেয়নি ম্যাসন। দেবেও না।

# পঁচিশ

প্রিজন সেলে আবার ফিরে এসেছে রানা। ওর সঙ্গে সাকিকেও রাখা হয়েছে। ছেলেটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলে সেটা জানতে চান রিয়ার অ্যাডমিরাল। রানাকে নির্দেশ দিয়েছেন ওর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে। কিন্তু ছেলেটাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তাই কথা না বলে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে রানা। নিজের পারকা খুলে চাদরের মত ঢেকে দিয়েছে শরীর। মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। সাকি কোনও আপত্তি করেনি।

মেঝেতে বসে ঘুমন্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। চেহারাটা আশ্চর্য নিষ্পাপ... দেখলেই মায়া হয়। ইগোর নিকোলায়েভ কেন দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। ছোট্ট এই দেবশিশু পাথরের মনও গলিয়ে দিতে পারে। দুর্ভাগ্য,


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
এই অল্প বয়সেই পৃথিবীর চরম নিষ্ঠুরতা দেখতে হয়েছে শিশুটিকে।

'অবিশ্বাস্য!' রানার পিছন থেকে ফিসফিস করে উঠলেন ড. কনওয়ে। গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ঘুমন্ত সাকির দিকে। ইগোর নিকোলায়েভের জার্নাল পড়ে যা যা জানতে পেরেছে, সেগুলো ইতিমধ্যে তাঁকে জানিয়েছে রানা। 'ওকে একটু স্টাডি করতে পারলে জীবন সার্থক হতো! আর কিছু না হোক, ওর এক ফোঁটা রক্তও যদি মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে দেখতে পারতাম!'

হতাশায় মাথা নাড়ল রানা। এ-ই না হলে বিজ্ঞানী? যেখানে এখন জীবন-মরণের প্রশ্ন, সেখানে ইনি ভাবছেন সাকিকে স্টাডি করবার কথা। চাইবার কথা মুক্তি, তার বদলে চাইছেন বাচ্চাটার এক ফোঁটা রক্ত!

'ব্যাপারটা আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি, মি. রানা,' বললেন কনওয়ে। 'গ্রেণ্ডেলের হরমোন যেভাবে কাজে লাগাতে চেয়েছেন ড. নিকোলায়েভ, সেটা সত্যিই লজিকাল। আর হ্যাঁ, জ্যান্ত গ্রেণ্ডেল থেকেই সংগ্রহ করতে হবে ওই হরমোন; কারণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন শুরু হয় জীবদেহে। জিন সিকোয়েন্স ভেঙে পড়ে। কাজেই গ্ল্যাণ্ডগুলোই স্বাভাবিক হরমোন তৈরিতে অক্ষম হবার কথা। ইউ সি... এই হরমোনই কিন্তু সবকিছুর চাবিকাঠি। গ্রেণ্ডেলের চামড়া জমতে শুরু করলেই গ্ল্যাণ্ড থেকে এই হরমোনের নিঃসরণ শুরু হয়। হরমোনটা প্রতিটি কোষে গ্লুকোজের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়। ফলে চরম শীতল তাপমাত্রাতেও নষ্ট হয় না কোষ, সজীব থাকে। প্রয়োজনীয় তাপ পেলে ফিরে আসে স্বাভাবিক অবস্থায়। যতটুকু বুঝতে পারছি, গ্রেণ্ডেলের হরমোন মানবদেহে কাজ না করার কোনও কারণ নেই। আমরা দু'দলই স্তন্যপায়ী প্রাণী। অ্যানাটমিকালি প্রচুর মিল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আছে আমাদের। মানুষের ডায়াবেটিস চিকিৎসায় গরু-ছাগলের ইনসুলিন ব্যবহার হয়, জানেন তো? এটাও অনেকটা সে-রকমই একটা ব্যাপার। যে-কাজ করেছেন ড. নিকোলায়েভ, তার তুলনা হয় না। রীতিমত ব্রিলিয়ান্ট!'

আর সহ্য হলো না রানার, ঝট্ করে ফিরল জীববিজ্ঞানীর দিকে। রাগী গলায় বলল, 'ব্রিলিয়ান্ট? আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ড. কনওয়ে। এখানে ব্রিলিয়ান্ট কিছু ঘটেনি। যা ঘটেছে তা স্রেফ পৈশাচিকতা। ধারণা করতে পারেন কী করা হয়েছে এখানে মানুষের উপর? কতজন প্রাণ দিয়েছে এই ল্যাবে?' ঘুমন্ত সাকির দিকে ইশারা করল। 'ওই বাচ্চাটাকে দেখুন। ওকে কি ল্যাবরেটরির ইঁদুর বলে মনে হচ্ছে আপনার?'

সভয়ে দু'কদম পিছিয়ে গেলেন কনওয়ে। বললেন, 'মাফ করবেন, মি. রানা। আমি আসলে...'

রানা বুঝতে পারছে, নিরীহ এই বিজ্ঞানীর সঙ্গে রাগ করা উচিত হচ্ছে না; কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারছে না ও। হিসিয়ে উঠে বলল, 'কাউকে না কাউকে এর দায় নিতে হবে... শাস্তি পেতে হবে! সবকিছুরই একটা সীমা আছে। সভ্যতার উন্নতি আর অগ্রগতির দোহাই দিয়ে বিজ্ঞানীরা যা-খুশি-তাই করতে পারে না!'

'আ... আমি দুঃখিত, মি. রানা,' তোতলাতে তোতলাতে বললেন কনওয়ে। 'ও... ওভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি।'

'বাদ দিন, মি. রানা,' বলে উঠল লিসা। 'খামোকা ড. কনওয়ের সঙ্গে রাগ করে লাভ নেই। উনি এখানকার অনাচারের জন্য দায়ী নন।'

'আমি জানি,' বলল রানা। 'কিন্তু ব্যাপারটা ভাবলেই মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের নামে মানুষ খুন... কী করে পারে লোকে?'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'ওঁরা থামলেই কি মানুষ খুন বন্ধ হবে?' বলল লিসা। 'আমাদের কথাই ধরুন। মরতে বসেছি... কিন্তু তার জন্য কোন বিজ্ঞানী দায়ী নয়। দায়ী এক পাগলাটে রিয়ার অ্যাডমিরাল।'

'ডেল্টা ফোর্স আসবে না?' কাতর গলায় জানতে চাইল লিলি। 'ওরা আমাদেরকে উদ্ধার করবে না?'

জবাব দেবার আগে রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভের কথা ভাবল রানা। একরোখা মানুষ, কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবেন না। উন্মাদনা লক্ষ করেছে ও লোকটার চোখের তারায়—সেটা আমেরিকানদের অস্ত্র বা হিংস্র গ্রেণ্ডেলের চেয়ে অনেক গুণ ভয়ঙ্কর। প্রাণ দেবার জন্য মুখিয়ে আছেন তিনি। একা মরবেন না, সঙ্গে যে-ক'জনকে পারেন নিয়ে যাবেন। সন্দেহ নেই, সেই কাতারে বন্দিরা থাকবে। কীভাবে ফেরানো যায় তাঁকে?

ঘুমন্ত বাচ্চাটার দিকে তাকাল রানা। শুধু ওর দিকে তাকাবার সময় নরম হয় রিয়ার অ্যাডমিরালের দৃষ্টি। যদ্দূর বুঝেছে, এই বাচ্চাটার মধ্যে ক্ষমতা আছে নিকোলায়েভকে বদলে দেবার... তাঁকে ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার। ঠিক যেভাবে রিয়ার অ্যাডমিরালের পিতাকে বদলে দিয়েছিল। কিন্তু এ-ধরনের চারিত্রিক পরিবর্তনে সময় লাগে... সেই সময় তো নেই ওদের হাতে। নিকোলায়েভ এখন এক আহত সিংহ, নিজের গুহায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। এরচেয়ে ভয়াবহ অথবা বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না।

'কী ভাবছেন, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করল লিসা।

ওর দিকে ফিরল রানা। 'রাশানদের সংখ্যা বেশি নয়, সব মিলিয়ে বারো-চোদ্দজন হতে পারে। কিন্তু চমৎকার একটা ডিফেন্সিভ পজিশনে আছে ওরা, বড় মাপের যে-কোনও বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে অনায়াসে। ফুল ফ্রন্টাল অ্যাসল্ট ছাড়া উপায় নেই ডেল্টা ফোর্সের, কিন্তু ওটাও হবে ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
লড়াই। প্রচুর প্রাণহানি হবে ওদের।'

'তারপরেও ওরা আসবে,' আশাবাদীর মত বলল স্যাম। 'আসবে না?'

প্রিজন সেলের সবার দিকে পালা করে তাকাল রানা। পাঁচজন মানুষ... সাকিকে ধরলে ছয়। কিন্তু ওদের জন্য খামোকা ঝুঁকি নিতে যাবে না গ্যারি ম্যাসনের মত হিসেবি শয়তান। সে যদি আসে, আসবে ইগোর নিকোলায়েভের সেরামগুলোর জন্য। ওগুলো হাতে পাওয়ার উপর নির্ভর করছে তার মিশনের সাফল্য। দরকার হলে বন্দিদেরকে উৎসর্গও করে দেবে সেই সাফল্য পাবার বিনিময়ে।

ব্যাপারটা লিসাও অনুধাবন করতে পারছে। দমে যাওয়া গলায় বলল, 'ওরা আমাদের জন্য আসবে না, তাই না, মি. রানা? আমরা ওদের জন্য প্রায়োরিটি নই।'

চুপ করে রইল রানা। নীরবতা নেমে এল প্রিজন এরিয়ায়।

কয়েক মিনিট পরে সশব্দে খুলে গেল সদর দরজা। উদয় হলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ, সঙ্গে দুই গার্ড। রানার সেলের সামনে এসে বললেন, 'তোমাদেরকে জানাতে এসেছি, ওমেগা ড্রিফট স্টেশন ধ্বংস করে দিয়েছে ডেল্টা ফোর্স।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লিসা। 'মিথ্যে কথা!'

রানা কিছু বলল না, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল নিকোলায়েভের দিকে। ওমেগা স্টেশন যদি সত্যিই ধ্বংস হয়ে থাকে, তার মানে মারা গেছে অ্যাবি, শ্যারন আর রিচার্ডও। নিষ্ঠুর এই সত্য মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

'মিথ্যে বলছি না,' লিসার দিকে ফিরলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। গলা আশ্চর্য রকম শান্ত। 'ওদের হেলিকপ্টার টেকঅফ করবার কয়েক মিনিট পরেই হাইড্রোফোনে শোনা গেছে বিস্ফোরণের আওয়াজ। ওমেগা স্টেশন যেখানে থাকবার কথা, সেখানে এখন


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
পানির কুলকুল আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।'

'কেন ওরা এ-কাজ করবে?' ফুঁসে উঠে জিজ্ঞেস করল লিসা।

মৃদু হেসে রানার দিকে তাকালেন নিকোলায়েভ। 'সেটা কি বলে দিতে হবে?'

'কোনও সাক্ষী রাখতে চাইছে না ওরা,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'রাইট?'

'এগজ্যাক্টলি,' মাথা ঝাঁকালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'আমরা যা চেয়েছি, আমেরিকানরাও ঠিক তা-ই চাইছে। গোপনে সরিয়ে নিতে চাইছে এখানকার রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল, তারপর ধ্বংস করে দিতে চাইছে সব।'

'না-আ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লিসা—অবিশ্বাসে নয়, বরং কথাটা সত্য হওয়া সম্ভব, সেটা ভেবে।

ওর দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না রিয়ার অ্যাডমিরাল, ইশারা করলেন একজন গার্ডকে। এগিয়ে এসে রানার সেলের দরজা খুলে দিল সে, তারপর পিছিয়ে গিয়ে রাইফেল তাক করল ওর উপর। নির্দেশ দিল, 'বেরিয়ে আসুন।'

'এখন আবার কী চান?' রাগী গলায় জানতে চাইল রানা।

'আমি চাই, ওদেরকে থামাবার কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করবে, মি. রানা,' বললেন নিকোলায়েভ। 'যে-জিনিসকে লুকাবার জন্য আমার বাবা প্রাণ দিয়েছেন, তা আমি কিছুতেই রাশান বা আমেরিকান সরকারের হাতে পড়তে দিতে পারি না।'

কয়েক মুহূর্ত নড়ল না রানা, রিয়ার অ্যাডমিরালকে সাহায্য করবার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। ধ্বংস হয়ে যাক লোকটা, খুন হয়ে যাক... ওর কী? কিন্তু গ্যারি ম্যাসনের কথা ভাবতেই আগুন জ্বলে উঠল মাথায়। অ্যাবি আর রিচার্ডকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে পিশাচটা, সেইসঙ্গে খুন করেছে রিসার্চ স্টেশনের সবাইকে। নিজ হাতে ম্যাসনকে শাস্তি দিতে না পারলে মরেও শান্তি পাবে না।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আর তাকে বাগে পাবার একটাই উপায় আছে এখন—হাত মেলাতে হবে রিয়ার অ্যাডমিরালের সঙ্গে।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। বেশ, তবে তা-ই হোক। এক শয়তানকে নিকেশ করবার জন্য আপাতত আরেক শয়তানের সঙ্গে জোট বাঁধবে ও।

'আপনার প্ল্যানটা আগে জানতে চাই,' বলল ও অবশেষে। 'কী করাতে চাইছেন আমাকে দিয়ে?'

'সাদা পতাকা নিয়ে যাবে তুমি,' বললেন নিকোলায়েভ। 'ডেল্টা ফোর্সের লিডার... মানে যে-লোকটা এখান থেকে জার্নাল চুরি করেছে... তার সঙ্গে পরিচয় আছে তোমার। ওর সঙ্গে কথা বলবে তুমি; বুঝিয়ে দেবে, গায়ের জোরে এখানে ঢুকতে চাইলে কী ঘটতে পারে। সোজা কথায়, ওকে নিরস্ত করবে তুমি।'

'লোকটা কথা বলার মুডে থাকবে বলে মনে হয় না। আমাকে দেখামাত্র গুলি করে বসতে পারে। কীভাবে ওকে নিরস্ত করব, বলতে পারেন?'

'ও যাতে গুলি না ছোঁড়ে, সে-ব্যবস্থাও থাকবে।'

'কী ব্যবস্থা?'

'এমন কিছু নেবে তুমি, যেটার দিকে গুলি ছোঁড়ার সাহস হবে না ওর।'

'মানে?'

ওদের কথাবার্তা শুনে জেগে গেছে সাকি। উঠে বসেছে বিছানায়। চোখ কচলাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে নিকোলায়েভ বললেন, 'সাকি যাবে তোমার সঙ্গে।'

চোখের পানি কিছুতেই থামাতে পারছে না অ্যাবি, তারপরেও জড়ানো গলায় পড়ে চলেছে ইগোর নিকোলায়েভের জার্নাল। কী বলছে কিছুই জানে না, শুধু উচ্চারণ করে চলেছে ইনাক্‌টিটুট


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
হরফে লেখা শব্দগুলো। শুধু জানে, এ-কাজে নিজেকে ব্যস্ত না রাখলে পাগলামি করে বসবে... করে বসবে প্রাণ হারাবার মত কোনও ভুল। এখুনি মরতে চায় না অ্যাবি, অন্তত পিতৃহত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত নয়।

ওর মুখোমুখি এসে বসেছে মেজর উইলসন, শীতল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে শুধু বিরতি নিচ্ছে বাইরে নজর বোলাবার জন্য। দিগন্তে মিলিয়ে গেছে ড্রিফট স্টেশনের আগুন আর ধোঁয়া। চলে আসার আগে একবার ওটার উপর দিয়ে চক্কর দিয়ে এসেছে ওরা, কিন্তু কাউকে জীবন্ত দেখতে পায়নি।

হেডফোনে পাইলটের গলা শুনতে পেয়ে থামল অ্যাবি। 'আইস স্টেশন ডেড অ্যাহেড!' রিপোর্ট দেবার ভঙ্গিতে বলল লোকটা।

'মিসাইল অ্যাটাকের জন্য তৈরি হও,' নির্দেশ দিল ম্যাসন। 'অন মাই কমাণ্ড।'

মিসাইল অ্যাটাক? পিঠ খাড়া হয়ে গেল অ্যাবির।

'কো-অর্ডিনেটস্ লকড্।'

'ফায়ার!'

তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল অ্যাবি। হুউশ্‌শ্‌শ্ জাতীয় একটা আওয়াজ তুলে ছুটেছে মিসাইল... আইস স্টেশনের এণ্ট্রান্স থেকে একটু দূরে, গিরিখাতের ভিতরে গিয়ে আঘাত হানল। লাফ দিয়ে উঠে এল আগুনের গোলা; বরফ, পাথর আর কমলা রঙের তাঁবুর খণ্ড-বিখণ্ড অংশ ছিটকে গেল চারদিকে। জায়গাটা চিনতে পারল অ্যাবি, ওখান থেকেই রকেট হামলা চালাচ্ছিল রাশানরা... একটা তাঁবুর ভিতর থেকে। মিসাইল ছুঁড়ে ঘাতকদের নিকেশ করল ম্যাসন, যাতে কপ্টার নিরাপদে ল্যাণ্ড করতে পারে।

ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল সি-হক। রোটরওঅশে তুষারের


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ঘূর্ণি উঠল নীচের আইসফিল্ড থেকে।

'টিম ওয়ান, মুভ!' চেঁচিয়ে উঠল মেজর উইলসন ওরফে ডেল্টা ওয়ান।

ঝটপট খুলে গেল কপ্টারের একপাশের দরজা। পাগলা হাওয়া ঢুকে পড়ল কেবিনের ভিতরে। যেন কামড় বসাল অ্যাবির উন্মুক্ত চামড়ায়। ইতিমধ্যে কয়েকটা দড়ি ফেলা হয়েছে নীচে, সেগুলোর সাহায্যে র‍্যাপলিং করে নেমে গেল ছ'জন সৈনিক।

'টিম টু!' আবার চেঁচাল ডেল্টা ওয়ান।

এবার অ্যাবির পাশের দরজা খুলে গেল, ক্রসউইণ্ড হামলে পড়ল ওর গায়ে। আরেকটু হলে উড়ে চলে যাচ্ছিল জার্নালটা, তাড়াতাড়ি বুকের সঙ্গে ওটাকে জাপটে ধরল ও। অ্যাবিকে ঠেলাধাক্কা দিয়ে এপাশ দিয়েও নামতে শুরু করল সৈনিকরা। শেষে রয়ে গেল মাত্র তিনজন—ডেল্টা ওয়ান এবং দু'জন গানার।

'সাইড গান অপারেট করো!' চেঁচিয়ে দুই গানারকে নির্দেশ দিল মেজর উইলসন।

ঝটপট পজিশন নিল লোকদুটো। ফিউজেলাজের দু'পাশে, বাইরের দিকে মুখ করে বসানো হয়েছে দুটো বড়সড় হাই ক্যালিবারের কামান, পা ঝুলিয়ে ওগুলোর পিছনে বসল তারা।

একটু সামনে ঝুঁকে বাইরে উঁকি দিল অ্যাবি। রকেট বিস্ফোরণের ধোঁয়া সরে যেতে শুরু করেছে, পরিষ্কার হয়ে উঠল আইসফিল্ড। নেমে যাওয়া সৈনিকদের দেখতে পেল ও, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে একজোট হয়েছে, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে বরফের উপর।

'ফায়ার!' চিৎকার করল ডেল্টা ওয়ান।

একসঙ্গে গর্জে উঠল সবক'টা আগ্নেয়াস্ত্র, ওগুলোর টার্গেটের দিকে চোখ ঘোরাল অ্যাবি। নিঃসঙ্গ এক রাশান সৈনিক, আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুট লাগিয়েছিল এন্ট্রান্সের দিকে, কিন্তু বুলেটের


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
অঝোর ধারা ছিন্নভিন্ন করে ফেলল তাকে।

'আরেকটু নীচে নামো,' রেডিওতে পাইলটকে নির্দেশ দিল মেজর উইলসন।

সরাসরি নয়, একটু পিছিয়ে গিয়ে নামতে শুরু করল সি-হক, যাতে এন্ট্রান্স আর হেলিকপ্টারের মাঝামাঝি থাকে ডেল্টা ফোর্সের সদস্যরা। বিপদ দেখা দিলে ওরা হেলিকপ্টারকে রক্ষা করবে। ইতিমধ্যে তারা এগোতে শুরু করেছে এন্ট্রান্সের দিকে।

'রিপোর্ট পাঠাচ্ছে আমার লোকেরা,' খানিক পরে রেডিওতে বলল উইলসন। 'সারফেস আমাদের দখলে, তবে এন্ট্রান্সে কড়া প্রতিরোধ গড়েছে রাশানরা।'

'ল্যাণ্ড করা কি নিরাপদ?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

'আশা করি। স্টেশন পুরোপুরি দখল না হওয়া পর্যন্ত ভেসে থাকতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু আমাদের ফিউয়েলের স্টক সীমিত। বেশিক্ষণ ফ্লাই করলে পরে আলাস্কায় ফিরতে পারব না। ল্যাণ্ড করাই ভাল।'

'তা হলে ল্যাণ্ড করো।'

'এক মিনিট, স্যর।' বলে ইয়ারফোন কানে চেপে ধরল উইলসন। থ্রোট মাইকে নিচু গলায় কথা বলল অপরপক্ষের সঙ্গে। তারপর জানাল, 'নতুন রিপোর্ট, স্যর। এন্ট্রান্সে মুভমেণ্ট লক্ষ করেছে গ্রাউণ্ড টিম। সাদা পতাকা তুলে বেরিয়ে আসছে একটা লোক।'

'কী!' বিস্ময় প্রকাশ করল ম্যাসন। 'এত তাড়াতাড়ি?'

মুখ ঘুরিয়ে নেয়া হলো হেলিকপ্টারের। খোলা দরজা এখন স্টেশনের এন্ট্রান্সের মুখোমুখি। ওদিকে তাকাতেই নিঃসঙ্গ একজন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল অ্যাবি, সঙ্গে সঙ্গে ধক করে উঠল হৃৎপিণ্ড। পরনের পারকাটা চিনতে পেরেছে, চিনতে পেরেছে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটাও।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'ওই তো, রানা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও।

'আপনি শিয়োর?' সন্দিহান গলায় জানতে চাইল ম্যাসন।

'হ্যাঁ। কোনও সন্দেহ নেই।'

'স্যর!' বলল উইলসন। 'একটা বাচ্চা ছেলেও আছে লোকটার সঙ্গে।'

ভুরু কুঁচকে ভাল করে তাকাল অ্যাবি। হ্যাঁ, তা-ই তো! ছোট্ট একটা বাচ্চা লুকিয়ে আছে রানার পিছনে। মাঝে মাঝে ভয়ার্ত ভঙ্গিতে উঁকি দিচ্ছে মাথা বের করে। আগে ওকে খেয়াল করেনি অ্যাবি। অবাক হলো—এই যুদ্ধের ময়দানে ওই বাচ্চা এল কোত্থেকে?

'ল্যাণ্ড করো!' পাইলটকে নির্দেশ দিল ম্যাসন।

একটু দুলে উঠে নামতে শুরু করল হেলিকপ্টার।

সতর্ক করে দেবার সুরে উইলসন বলল, 'ব্যাপারটা বুঝে নেবার আগ পর্যন্ত এয়ারবোর্ন থাকলে বোধহয় ভাল হয়, স্যর।'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই,' ম্যাসন বলল। 'দূত হিসেবে মি. রানাকে পাঠিয়েছে রিয়ার অ্যাডমিরাল। দেখা যাক কী বলার আছে তার। হয়তো ওকে আমাদের কাজেও লাগানো যাবে।'

চরম দুঃখকষ্টের মাঝেও ছোট্ট একটুখানি আশা জ্বলে উঠল অ্যাবির মনের গহীনে। অবশেষে দেখা হতে চলেছে ওর সত্যিকারের বন্ধুর সঙ্গে! ওকে দেখলেই অদ্ভুত একটা সাহস অনুভব করে ও।

আইসফিল্ড স্পর্শ করল কপ্টারের স্কিড। চারদিকে তুষার উড়তে শুরু করেছে, রোটরের গতি কমাল পাইলট। তার উদ্দেশে উইলসন বলল, 'ইঞ্জিন বন্ধ কোরো না। ঝামেলা দেখা দিলে মুহূর্তের নোটিশে টেকঅফ করতে হবে আমাদেরকে।'

'ঠিক আছে, মেজর।'

ককপিট থেকে মেইন কেবিনে চলে এল ম্যাসন। উইলসনকে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
বলল, 'তুমি এখানেই থাকো। জানালগুলোও এখানে থাকছে। প্রাণ দিয়ে হলেও রক্ষা করবে ওগুলোকে।'

'আর আপনি?' জিজ্ঞেস করল উইলসন।

'আমি রানার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। যথেষ্ট তেলেসমাতি দেখিয়েছেন ভদ্রলোক গতকাল থেকে। আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন কয়েকবার। দেখা যাক, এখন আর কী করতে পারেন উনি।' অ্যাবির দিকে ফিরল ম্যাসন। 'আপনিও এখানে থাকলে ভাল হয়।'

'অসম্ভব!' জোর গলায় প্রতিবাদ জানাল অ্যাবি। 'রানা ওখানে আর আমি এখানে? কিছুতেই তা হবার নয়।' সিটের হারনেস খুলে ফেলল ও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। তারপর নেমে গেল হেলিকপ্টার থেকে। ওর পিছু পিছু নামল অ্যাবি। একটু কুঁজো হয়ে রোটরের সীমানা পেরুল ওরা, তারপরেই ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল ডেল্টা ফোর্সের তিন সৈনিক। এসকর্ট করে নিয়ে চলল সামনে।

আশপাশে নজর বোলাল অ্যাবি। এন্ট্রান্স থেকে ত্রিশ গজ দূরে অস্ত্রহাতে পজিশন নিয়েছে ডেল্টা ফোর্সের গ্রাউণ্ড টিম। তাদের অস্ত্রের মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, হাতে একটা ছোট্ট সাদা পতাকা। ছুটে গিয়ে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল অ্যাবি।

পিছনে দাঁড়ানো বাচ্চাটা নড়ে উঠল। তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল রানা, কী যেন বলল নিচু স্বরে। বাচ্চাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে। বড়দের একটা পারকা পরানো হয়েছে তাকে—গ্রেটকোটের মত ঝুল গিয়ে মিশেছে বরফে। লম্বা হাতাদুটো গুটিয়ে দেয়া হয়েছে কবজি পর্যন্ত। অদ্ভুত দেখাচ্ছে খুব


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

কাছে যেতেই বাচ্চাটার চেহারা দেখতে পেল অ্যাবি। সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে উঠল বুক। ওর মৃত ছেলের সঙ্গে মিল আছে চেহারায়। বয়সও এমনই ছিল মারা যাওয়ার সময়। মাতৃস্নেহ উথলে উঠল ওর বুকের ভিতর। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। চেহারায় আতঙ্ক। নিশ্চয়ই গোলাগুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে গেছে।

'মি. রানা!' কাছে গিয়ে বলে উঠল ম্যাসন। 'হোয়াট আ প্লেয্যাণ্ট সারপ্রাইয!'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। বিস্ময় আর স্বস্তি ফুটল অ্যাবিকে জীবিত দেখতে পেয়ে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। এবার শীতল চোখে মাপল সিআইএ এজেণ্ট আর দু'পাশে দাঁড়ানো এসকর্টদেরকে। বাঁকা গলায় বলল, 'হ্যালো, গ্যারি! এ-ই তা হলে তোমার সত্যিকার চেহারা?'

হাসল ম্যাসন। 'আপনি কি এখনও রেগে আছেন আমার ওপর? কাম অন... অন্তত আপনি তো কাভারের গুরুত্ব বোঝেন!'

তার কথায় কান দিল না রানা, তাকাল অ্যাবির দিকে। 'তুমি ঠিক আছ, অ্যাবি?'

নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না অ্যাবি। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল রানাকে। চোখ ভরে এল পানিতে। জড়ানো গলায় বলল, 'রানা... আমার বাবা...'

পাল্টা আলিঙ্গন করল রানা। ফিসফিস করে বলল, 'শান্ত হও। আমি সব জানি। কী ঘটেছে... আর কে এর জন্য দায়ী... স-অ-ব! নিশ্চিত থাকো, ওদেরকে এর মূল্য চুকাতে হবে।'

'আপনাদের পুনর্মিলনে বাধা দিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত,' বেরসিকের মত বলল ম্যাসন। 'কিন্তু আপনার হাতে সাদা পতাকা কেন, মি. রানা, জানতে পারি?'

অ্যাবিকে ছেড়ে দিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'রিয়ার



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ পাঠিয়েছেন আমাকে। একটা মেসেজ দিয়ে।'

'কী মেসেজ?'

'রক্তপাত এড়াতে চান তিনি। সন্ধি করতে চান। ওঁর ভাষায়, দু'পক্ষই আধা-মিরাকল নিয়ে বসে আছে। আপনার কাছে আছে টেকনিক্যাল নোট, আর তাঁর কাছে আছে স্যাম্পলগুলো। একটা ছাড়া অন্যটা অসম্পূর্ণ।'

'কী করে বুঝব লোকটা ধাপ্পা দিচ্ছে না?'

'প্রমাণ নিয়ে এসেছি আমি।' একটু সরে গিয়ে সাকিকে দেখতে দিল রানা।

'কে ও?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল অ্যাবি।

'ওর নাম সাকি,' বলল রানা। 'বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, ওর বয়স আমার বা আপনার চেয়ে বেশি।'

'ঠিক বুঝলাম না,' ভ্রূকুটি করে বলল ম্যাসন।

'ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, একে চেনেন আপনি—প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্কে দেখেছেন—যেটা চালু ছিল। সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশনে ছিল ও, আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে।'

'মাই গড!' বিস্ময় ফুটল ম্যাসনের চোখের তারায়। 'এটা ওই ছেলেটা? তারমানে সেরামটা সত্যিই কাজ করে?'

'সেটা তো নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু জেনে রাখুন, সেরামের স্যাম্পলগুলো এখন রিয়ার অ্যাডমিরালের হাতে। নীচের একটা গোপন ভল্টে রাখা আছে সব। আপনারা যদি জোর করে আইস স্টেশনে ঢুকবার চেষ্টা করেন, স্যাম্পলগুলো নষ্ট করে দেবেন উনি।'

হুমকি শুনে একটু ক্রুদ্ধ হলো ম্যাসন। 'কী চায় লোকটা?'

'বলেছি তো, সন্ধি।'

'কীভাবে? কী ধরনের সন্ধি?'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'সেটা আপনারা নিজেরাই আলাপ করে ঠিক করবেন। যদি রাজি থাকেন, নিজের লোকজনকে এক নম্বর লেভেল থেকে সরিয়ে নেবেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, ওখানেই হবে আলোচনা। পাঁচজন লোক নিয়ে ওখানে যেতে পারবেন আপনি। অস্ত্রও নিতে পারবেন। কিন্তু যদি আলোচনার নামে ওঁকে ফাঁদে ফেলার বা খুন করার চেষ্টা করেন, নীচের লোকজনকে নির্দেশ দেয়া থাকবে, স্যাম্পলগুলো গ্রেনেড ফাটিয়ে ধ্বংস করে দেবে তারা।'

ঠোঁট কামড়াল ম্যাসন। ভাল চাল দিয়েছে রাশান সমরনায়ক, কোনও সন্দেহ নেই।

'আমার মনে হয় রাজি হয়ে যাওয়াই ভাল,' যোগ করল রানা। 'তেমন কোনও বিকল্প তো দেখতে পাচ্ছি না। হয় শয়তানের সঙ্গে হাত মেলান, নয়তো খালি হাতে ফিরে যান এখান থেকে।'

নিচু গলায় গাল দিয়ে উঠল ম্যাসন। কোনও জবাব না দিয়ে একটু দূরে সরে গেল। পারকার কলারে লুকানো রেডিও-র সাহায্যে কথা বলতে শুরু করল ডেল্টা ওয়ানের সঙ্গে।

'ডেল্টা ফোর্সের টিম লিডারের সঙ্গে পরামর্শ করছে,' বলল অ্যাবি। 'চোরাই জার্নাল-সহ হেলিকপ্টারে বসে আছে লোকটা। কিন্তু এই সন্ধির ব্যাপারটা কী? ওদের মধ্যে কাউকে কি বিশ্বাস করা যায়?'

'তোমাকে ছাড়া এ-মুহূর্তে আর কাউকেই বিশ্বাস করি না আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা।

ওর হাত মুঠো করে ধরল অ্যাবি। 'তারমানে বাঁচার কোনও সুযোগ নেই আমাদের?'

একটু হাসল রানা। 'কে বলেছে নেই? ভয় পেয়ো না, আমরা এখনও বেঁচে আছি।' আশ্বাসটা নিজের কানেই কেমন যেন ফাঁপা শোনাল। সন্দেহ নেই, ঘোরতর বিপদের মধ্যে রয়েছে ওরা।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সবাই ওদের শত্রু। উদ্ধার পাবার কোনও সুযোগও দেখা যাচ্ছে না কোনোদিকে।

একটু পর ফিরে এল ম্যাসন। বলল, 'আপনার কথাই ঠিক, মি. রানা। রাশান বাস্টার্ডটার প্রস্তাবে সাড়া দেয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই আমাদের সামনে।'

তিনজন এসকর্ট সঙ্গেই আছে, আরও দু'জনকে হাতছানি দিয়ে ডাকল সে।

'একজন বেশি হয়ে যাচ্ছে আপনার,' বলল রানা।

'কোথায়?' অবাক হলো ম্যাসন। 'পাঁচজনই তো নিচ্ছি।'

'অ্যাবি যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে,' শান্ত গলায় জানিয়ে দিল রানা। 'ওকে এখানে রেখে নড়ছি না আমি। একটা অস্ত্রও চাই ওর।'

'দেখুন, মি. রানা...' প্রতিবাদ করতে গেল ম্যাসন।

'হয় ও যাবে, নয়তো আমিও যাব না,' কড়া গলায় বলল রানা। 'আর আমি যদি না ফিরি, ভল্ট ধ্বংস করে দেবেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। তেমনটাই বলে দিয়েছেন।'

থম মেরে গেল ম্যাসন। 'বেশ, জোরাজুরি করব না। কিন্তু মিস ম্যানিটক বাইরে থাকলেই বেশি নিরাপদ থাকতেন।'

'সেটা আমাকে বুঝতে দিন। পিস্তল, প্লিজ।'

ম্যাসনের ইশারা পেয়ে অ্যাবির হাতে একটা নাইন মিলিমিটারের অটোমেটিক তুলে দিল এক সৈনিক। অস্ত্রটা হাতে পেয়ে এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল অ্যাবি। ম্যাসনকে গুলি করবে কি না ভাবছে। বাহুতে চাপ দিয়ে ওকে নিরস্ত করল রানা।

'চলুন, এগোনো যাক,' বলল ম্যাসন।

মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল রানা। সাকিকে কোলে তুলে নিল, তারপর এগোতে শুরু করল এন্ট্রান্সের দিকে। ওদেরকে রওনা


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
হতে দেখে সরে গেল রাশান সৈনিকেরা, নিরাপদেই টানেলে ঢুকতে পারল ছোট্ট দলটা। লম্বা কদম ফেলে পৌঁছে গেল এক নম্বর লেভেলের প্রবেশপথে। স্টেশনের গরম বাতাস যেন অভ্যর্থনা জানাল নবাগতদের।

নির্বিকার ভঙ্গিতে হাঁটলেও মনে মনে শঙ্কিত রানা। রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ কী প্ল্যান এঁটেছেন, তা জানা নেই ওর। ওকে শুধু দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ম্যাসনকে এক নম্বর লেভেলে নিয়ে আসার, বাকিটা তিনি নিজেই সামলাবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। কৌশলটা যে রক্তপাতহীন হবে না, সে তো বোঝাই যায়। একা থাকলে দুশ্চিন্তা করত না রানা, কিন্তু এখন অ্যাবি আছে ওর সঙ্গে। ছোট্ট সাকির কথাও ভাবতে হচ্ছে।

প্রবেশপথ পেরিয়ে এক নম্বর লেভেলের সেন্ট্রাল এরিয়ায় পা রাখল দলটা। ইতিমধ্যে মেরামত করে নেয়া হয়েছে নষ্ট ফিউজ, সবগুলো বাতি জ্বলছে উজ্জ্বলভাবে। আশপাশে সৈনিকদের কাউকে দেখা গেল না, শুধু গ্রেনেড বিস্ফোরণে নিহতদের লাশ স্তূপ করে রাখা হয়েছে একপাশে। রাশান পক্ষের একজনই শুধু হাজির—রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ। স্টেয়ারকেসের পাশে, এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। এলিভেটরের দরজা খোলা, নিকোলায়েভের একটা পা ওটার ভিতরে; চাইলেই চট করে ঢুকে যেতে পারবেন। আরেকটা জিনিস দেখা গেল ওখানে—টাইটেনিয়ামের একটা গোলক... অক্ষের জায়গাটায় মিটমিট করছে এক সারি নীল বাতি। চেহারাই বলে দিচ্ছে—ওটা একটা বোমা। পাঁচ নম্বর লেভেল থেকে এলিভেটরে করে ওটা উপরে নিয়ে এসেছেন তিনি।

শঙ্কা বেড়ে গেল রানার। যা ভেবেছিল, তার চেয়েও খারাপ আকার ধারণ করছে পরিস্থিতি। কী করতে চাইছেন নিকোলায়েভ?

'স্বাগতম!' গমগম করে উঠল রিয়ার অ্যাডমিরালের গলা।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

দাঁড়িয়ে পড়ল দলটা। সামনে এগিয়ে ম্যাসন বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ? নাইস টু সি ইউ।'

'আর তুমি নিশ্চয়ই ডেল্টা ফোর্সের কমাণ্ডার? নাম জানি না বলে অভ্যর্থনা জানাতে পারছি না।'

'গ্যারি ম্যাসন... অ্যাট ইয়োর সার্ভিস।' একটু বাউ করে বলল সিআইএ এজেন্ট।

পরমুহূর্তে শোনা গেল ভারী পদশব্দ। এন্ট্রান্সের দিক থেকে দৌড়ে ভিতরে প্রবেশ করল আরও পাঁচজন ডেল্টা ফোর্সের সৈনিক। সবার অস্ত্র তাক হয়ে গেল রিয়ার অ্যাডমিরালের দিকে। সোজা হয়ে ক্রূর হাসি হাসল ম্যাসন। বোঝা গেল, নিকোলায়েভের হুমকিটাকে মোটেই পাত্তা দেয়নি সে।

'মিশনের বারোটা বাজাতে চলেছ তুমি,' শীতল গলায় বললেন নিকোলায়েভ। 'আমার কিছু হয়ে গেলে স্যাম্পলগুলো নষ্ট করে দেবে আমার লোকেরা।'

'গোল্লায় যাক স্যাম্পল!' খ্যাপাটে গলায় বলল ম্যাসন। ইতিমধ্যে সাকিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছে রানা, এক টানে বাচ্চাটাকে নিয়ে এল নিজের কাছে। 'একেই শুধু চাই আমার—এই রিসার্চ সাবজেক্টকে। আসার পথে আপনার বাবার জার্নাল অনুবাদ করেছি আমরা। ওখানে বলা আছে, রিভাইভড্ স্পেসিমেনের শরীরে এক সপ্তাহ পর্যন্ত অ্যাকটিভ থাকে হরমোনটা। বুঝতেই পারছেন, এই ছেলের শরীর থেকে সহজেই সেটা ডিস্টিল করে নিতে পারব আমরা। যা নিয়ে দর কষাকষি করতে এসেছেন, তা মূল্যহীন। তারপরেও একটা সুযোগ দিচ্ছি আপনাকে। স্যাম্পলগুলোর বিনিময়ে আপনার প্রাণ। তবে এই অফারের আয়ু মাত্র এক মিনিট। এর মধ্যেই সিদ্ধান্ত জানাতে হবে আপনাকে।'

'তোমার উদারতার জন্য ধন্যবাদ,' নীরস গলায় বললেন


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
নিকোলায়েভ। 'তবে ওই এক মিনিটের প্রয়োজন নেই আমার।'

পরক্ষণে শোনা গেল বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ। কেঁপে উঠল পায়ের তলার মেঝে। ধোঁয়ায় ভরে গেল চারপাশ। ছাত থেকে নেমে এল ভাঙা কংক্রিটের ঢল। অ্যাবিকে জাপটে ধরে ঝাঁপ দিল রানা, মেঝেতে পড়েই কয়েক গড়ান দিয়ে সরে এল দূরে। ঢলের বুক কাঁপানো আওয়াজ কমে এলে মাথা তুলে তাকাল চারপাশে।

আইস স্টেশনের প্রবেশপথ অদৃশ্য হয়ে গেছে, টানেল ধসে বুজে গেছে জায়গাটা। শুধু তা-ই নয়, ছাতেরও অনেকখানি জায়গা ভেঙেচুরে নেমে এসেছে নীচে। নিশ্চয়ই হাই পাওয়ারের এক্সপ্লোসিভ বসিয়েছিল রাশানরা। বেইসের ভিতরে আটকে ফেলেছে সবাইকে।

ককাতে ককাতে উঠতে শুরু করল ডেল্টা ফোর্সের সদস্যরা। কমবেশি আহত হয়েছে সবাই। দু'জন সৈনিক অক্কা পেয়েছে কংক্রিটের তলায় চাপা পড়ে। ম্যাসনের কপাল কেটে গেছে। উঠে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে চারপাশে তাকাচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে কিচ্ছু হয়নি সাকির। তবে ঘাবড়ে গেছে বাচ্চাটা, হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল রানা আর অ্যাবির কাছে।

রিয়ার অ্যাডমিরালের খোঁজে চোখ বোলাল রানা, কিন্তু দেখতে পেল না তাঁকে। বুবি ট্র্যাপের বোমাগুলো ফাটিয়েই নীচে নেমে গেছেন সিঁড়ি ধরে। এলিভেটরটা এখনও থমকে আছে আগের জায়গায়। মিটমিট করছে টাইটেনিয়ামের গোলকের নীল আলো।

'শুয়োরের বাচ্চা!' গাল দিয়ে উঠল ম্যাসন। 'ওকে আমি ছাড়ব না।' সৈনিকদের দিকে তাকাল সে। 'অ্যাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? হামলা শুরু করো!'

খ্যাপা সিআইএ এজেন্টের দিকে তাকাল রানা, তারপর


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
তাকাল সিঁড়ির দিকে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে। দু'দুটো উন্মাদের কবলে পড়েছে ওরা, কেউ কারও চেয়ে কম নয়।

এর পরিণতি কিছুতেই ভাল হতে পারে না।

# ছাব্বিশ

পোলার সেণ্টিনেলের নোজ সেকশনে, ক্যাপ্টেন গরডনের পাশে বসে আছে শ্যারন—দু'জনেই গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছে ডিপআই সোনারের মনিটরের দিকে। বেশ কিছু বিজ্ঞানী আর নাবিক ভিড় জমিয়েছে ওদের পিছনে, উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখতে চাইছে সোনারের ইমেজ। ব্যর্থ হলে স্বচ্ছ দেয়াল ভেদ করে তাকাচ্ছে বাইরে, যেন তাতেই কৌতূহল নিবৃত্ত হবে।

একহাতে শ্যারনকে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন গরডন, যেন ছাড়লেই আবার হারিয়ে যাবে ও। শ্যারন আপত্তি করেনি। ক্যাপ্টেনের ইস্পাতকঠিন বাহুবন্ধনে নিজেকে অনেক বেশি নিরাপদ মনে হচ্ছে ওর।

আধঘণ্টা আগে, ওমেগা স্টেশনে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় ছিল ও। ডেল্টা ফোর্সের মতলব নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল আল্ট্রাসোনিকস্ শব্দতরঙ্গ... গ্রেণ্ডেলদের হামলার পূর্ব-সঙ্কেত। ভয়ে মাথা খারাপ হবার দশা হয়েছিল ওর। কিন্তু আসলে ওটা গ্রেণ্ডেলদের সঙ্কেত ছিল না, ছিল ডিপআই


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সোনারের। ওই শব্দতরঙ্গের সাহায্যে ড্রিফট স্টেশনের ভিতরের পরিস্থিতি মনিটর করছিল পোলার সেন্টিনেল।

ওই সঙ্কেত পাবার কয়েক মিনিট পরেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে ব্যারাকে হাজির হন ক্যাপ্টেন গরডন, দলবল নিয়ে। সাবমেরিন নিয়ে ফিরে এসেছিলেন তিনি, ড্রিফট স্টেশনের সবাইকে উদ্ধার করবার জন্য। পলিনিয়ায় সারফেস করেননি সাবমেরিনকে, করেছেন স্টেশনের ওশনোগ্রাফি সেন্টারে। গবেষণার সুবিধার্থে ওখানে বরফ খুঁড়ে ছোট আরেকটা জলাশয় বানিয়ে রেখেছিল বিজ্ঞানীরা, সেটাই ব্যবহার করেন তিনি। নিঃশব্দে ভেসে ওঠেন জেমসওয়ে হাটের ভিতরে। শব্দ শোনেনি কেউ, কোনিং টাওয়ারও দৃষ্টির আড়ালে থাকায় তাঁদের উপস্থিতি ফাঁস হয়নি। ডেল্টা ফোর্সকে কেন যেন বিশ্বাস করতে পারেননি ক্যাপ্টেন, সেজন্যেই এই সতর্কতা।

সেই সতর্কতার ফল মিলেছে। ডেল্টা ফোর্সের হেলিকপ্টার টেকঅফ করার পর পরই সবাইকে সেন্টিনেলে নিয়ে আসেন গরডন। ডাইভ দেন। আর তার একটু পরেই বিস্ফোরিত হয় রাশানদের ইনসেণ্ডিয়ারি ডিভাইসগুলো। এরপর আর ডেল্টা ফোর্সের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। ওরা এখানে এসেছে সবাইকে খতম করবার জন্য!

এখন আবার চলছে নিঃশব্দ নজরদারির কাজ। সুযোগ খুঁজছেন ক্যাপ্টেন গরডন আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল থেকে বাকি বন্দিদের উদ্ধার করে আনবার। চালু করা হয়েছে ডিপআই সোনার, এক্স-রে ইমেজের আদলে বরফ-ঘাঁটির ভিতরের দৃশ্য ফুটে উঠছে পর্দায়। ওখানে বিশাল এক বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করেছে ওরা কিছুক্ষণ আগে।

শ্যারনের বাহুতে চাপ দিলেন গরডন। ও মুখ ঘোরালে বললেন, 'পরিস্থিতি খুব গুরুতর মনে হচ্ছে। কীভাবে সাহায্য করা


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সম্ভব বুঝতে পারছি না। মনে তো হচ্ছে পুরো এন্ট্রান্সটাই ধসে পড়েছে। ভিতরে আটকা পড়ে গেছে ওরা।'

'না! এভাবে হাল ছাড়বেন না আপনারা!' শ্যারন মুখ খোলার আগেই পিছন থেকে বলে উঠলেন রিচার্ড ম্যানিটক। এগিয়ে এসে মনিটরের একটা অবয়বের উপর আঙুল রাখলেন। 'ওটা অ্যাবি... আমার মেয়ে। এখনও বেঁচে আছে ও!'

'কীভাবে চিনলেন?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল শ্যারন।

'বিশ বছর বয়সে পা ভেঙে গিয়েছিল ওর, ডাক্তাররা অ্যালুমিনিয়ামের পাত লাগিয়ে জোড়া দিয়েছেন। ওই তো, দেখা যাচ্ছে পাতটা।' আঙুল দিয়ে দেখালেন রিচার্ড।

ভাল করে দেখল শ্যারন। বোধহয় ঠিকই বলছেন বৃদ্ধ ইনুইট। শরীরের মাংস বা হাড়ের চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের ঘনত্ব অনেক বেশি, বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওটা। অ্যাবি ছাড়া আর কে? রানার কথা ভাবল। দুঃসাহসী ওই বাঙালি যুবকও কি আছে অ্যাবির সঙ্গে? শ্যারনের প্রাণ বাঁচিয়েছে রানা, কৃতজ্ঞ হয়ে আছে সে ওই দুঃসাহসী যুবকের প্রতি। কোনওভাবে সাহায্য করতে পারলে কৃতার্থ হবে। কিন্তু জানে না কীভাবে কী করবে।

ভাবনাটা শেষ হবার আগেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্ক্রিন। স্টেশনের মিড-লেভেলে বিশাল একটা আলোর ঝলকানি ফুটে উঠেছে। সম্ভবত সিঁড়ি দিয়ে গ্রেনেড ফেলা হয়েছে নীচে। উপরে ছোট ছোট আরও কিছু হলদে দাগ ফুটল। অগ্নিবর্ষণ করছে সৈনিকদের হাতের অস্ত্র।

একটু পরেই সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল ডেল্টা ফোর্স। গুলি ছুঁড়ছে ক্রমাগত—সাপ্রেসিভ ফায়ার, যাতে কেউ কাছে ঘেঁষতে না পারে ওদের।

যুদ্ধ বেধে গেছে পুরোদমে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আবারও একটা গ্রেনেড ফাটল, অ্যাবির পায়ের তলায় কেঁপে উঠল মেঝে। সাকিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে ও, চেষ্টা করছে নিজের শরীরকে বর্ম বানিয়ে শিশুটিকে রক্ষা করতে। ভয় পেয়ে চিৎকার করছে সাকি, কাঁদছে। সেই কান্না শুনে অ্যাবির ভিতরে জেগে উঠেছে মাতৃ-প্রবৃত্তি, মনে হচ্ছে যেন বাচ্চাটা ওরই সেই হারানো সন্তান। www.banglabookpdf.blogspot.com

ওদের ঠিক পাশেই আছে রানা। মেঝে থেকে একটা রাইফেল কুড়িয়ে নিয়েছে ও, সেটা হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে, তৈরি। কেউ হামলা চালাবার চেষ্টা করলেই গুলি ছুঁড়বে—তা সে আমেরিকান বা রাশান, যে-ই হোক না কেন।

সিঁড়ির ফোকর দিয়ে ভেসে আসছে চেঁচামেচি আর হুঙ্কার। সেই সঙ্গে আসছে ঘন কালো ধোঁয়া। নিশ্চয়ই কোথাও আগুন ধরে গেছে। বেইসটা স্টিল আর কংক্রিটের তৈরি হলেও ইনসুলেশনের জন্য তুলো, খড়, ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে। ধোঁয়ার চেহারা দেখে বুঝতে কষ্ট হলো না, আগুন ধরেছে সেই ইনসুলেশনেই।

পুড়তে শুরু করেছে আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল।

ম্যাসন যে পাগলামি করছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বেইসের দখল নিয়েই বা কী লাভ হবে তার? এখানে তো কবর হয়ে গেছে ওদের। তার উপর আছে টাইটেনিয়ামের অদ্ভুত গোলক... মানে ওই বোমাটা। দলের একজনকে ওটা ডি-অ্যাকটিভেট করবার জন্য পাঠিয়েছে ম্যাসন, কিন্তু লোকটার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে—সুবিধা করতে পারছে না সে। হামলা না চালিয়ে এখান থেকে বেরুবার একটা রাস্তা খুঁজলেই ভাল করত ম্যাসন। কিন্তু ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেছে লোকটা। দলের সৈনিকদের পাঠিয়ে দিয়েছে নীচে।

সিঁড়ির পাশে উবু হয়ে বসে আছে ম্যাসন, থ্রোট মাইকে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
যোগাযোগ রাখছে অ্যাটাক পার্টির সঙ্গে। তার পাশে চলে গেল রানা। নিজের ভাবনার কথা খুলে বলল।

'ওসব আমার জানা আছে, মি. রানা,' বিরক্ত গলায় বলল ম্যাসন। 'কিন্তু কীভাবে এখান থেকে বেরুব, বলতে পারেন? বাইরে রি-এনফোর্সমেন্ট নেই বললেই চলে, প্রায় সবাইকেই নিয়ে এসেছি এখানে। যারা বাইরে আছে, তাদের পক্ষে বরফ খুঁড়ে রাস্তা তৈরি করা সম্ভব নয়।'

'এক্সপ্লোসিভ?' পরামর্শ দিল রানা।

'গ্রেনেড ফাটিয়ে কাজ হবে না,' বলল ম্যাসন। 'হেলিকপ্টারে মিসাইল আছে, কিন্তু ওই জিনিস ছুঁড়লে ভিতরের সবাই মারা পড়ব।'

'ওরা তা হলে কী করবে?'

'কিছুই না। অলরেডি বলে দিয়েছি হেলিকপ্টারকে, সবাইকে নিয়ে যেন ত্রিশ মাইল দূরে চলে যায়। জার্নালগুলো নষ্ট হবার ঝুঁকি নিতে পারি না আমি।'

'ত্রিশ মাইল!' বিস্ময় ফুটল রানার গলায়। 'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?'

এলিভেটরে বসে থাকা গোলকের দিকে ইশারা করল ম্যাসন। 'ওটা নিউক্লিয়ার। অন্তত আমার ওই বম্ব-এক্সপার্ট তা-ই বলছে।'

'সর্বনাশ!' চমকে উঠল রানা। 'তা হলে তো ওটাই আগে ডি-অ্যাকটিভেট করা দরকার!'

'চেষ্টা চলছে,' চাঁছাছোলা গলায় বলল ম্যাসন। 'এর মধ্যে বেইসের দখল নিতে চাই। বোঝাপড়া করতে চাই ওই বেজন্মাটার সঙ্গে।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রানা। খ্যাপা সিআইএ এজেন্টকে বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। নিকোলায়েভকে শায়েস্তা করা ছাড়া আর কিছু ভাবছে না সে। চিন্তিত ভঙ্গিতে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
টাইটেনিয়ামের গোলকটার দিকে তাকাল, কিন্তু আশার আলো দেখল না। এ-ধরনের নিউক্লিয়ার বোমার সঙ্গে মোটেই পরিচিত নয় ও। নইলে একবার চেষ্টা করে দেখা যেত ওটাকে ডি-অ্যাকটিভেট করা যায় কি না।

গোলাগুলির আওয়াজ কমে এল খানিক পরে। সিঁড়িতে শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। বন্দি এক রাশান সৈনিককে নিয়ে উঠে এল দু'জন মার্কিন সৈন্য। বন্দির বয়স বেশি নয়, টেনে-টুনে বিশ-বাইশ হতে পারে। আতঙ্কে সাদা হয়ে আছে চেহারা। ম্যাসনের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলা হলো তাকে।

'রিপোর্ট!' খেঁকিয়ে উঠল ম্যাসন।

'ওরা আত্মসমর্পণ করছে, স্যর,' স্যালিউট ঠুকে বলল একজন, কাঁধে সার্জেন্টের র‍্যাঙ্ক। 'তিন নম্বর লেভেলে আরও দু'জনকে আটকানো হয়েছে।'

'আর বাকিরা?'

'খতম,' সংক্ষেপে বলল সার্জেন্ট। 'সবক'টা লেভেল ক্লিয়ার করেছি আমরা... চার নম্বর বাদে। ওখানে এখনও তল্লাশি চলছে।'

'রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ?'

'এখনও পাওয়া যায়নি।' পড়ে থাকা রাশানের দিকে ইশারা করল সার্জেন্ট। 'ও বলল, অ্যাডমিরাল নাকি চার নম্বর লেভেলে গেছে। কিন্তু কোথায় ঘাপটি মেরেছে, তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। ব্যাটাকে আরেকটু প্যাঁদানি দিলে হয়তো বা জানা যেতে পারে।'

'হুম,' বলল ম্যাসন। রাশান সৈনিকের উদ্দেশে কিছু বলবে ভেবে মুখ খুলতে গেল, কিন্তু বাধা পেল এলিভেটর থেকে তার বম্ব-এক্সপার্ট ফিরে আসায়।

'এক্সকিউজ মি, স্যর।'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
লোকটার দিকে ফিরল ম্যাসন। 'সুসংবাদ, না দুঃসংবাদ?'

'দুঃসংবাদই বলা চলে। এ-ধরনের ডিভাইস আগে কখনও দেখিনি আমি... আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু এটুকু বলতে পারি, ওটা একটা লো-ইয়িল্ড নিউক্লিয়ার ডিভাইস—লো-রেডিয়েশন রিস্ক। স্ট্যাণ্ডার্ড কোনও বোমা নয়। মনে হচ্ছে কোনও ধরনের ডিজরাপ্টার। অনেকটা আমাদের ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক পালস্ ওয়েপনের মত। নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণটা ছোট এবং গৌণ, ওটা শুধু পালস্ সৃষ্টি করবার কাজে ব্যবহার হবে।'

'ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক পালস্?'

'না, স্যর। এটা অন্য কোনও পালস্ তৈরি করবে। কী সেটা, আমি বলতে পারছি না।'

'বেশ, তা হলে এক্সপ্লোশনের উপর জোর দেয়া যাক। ছোট হবে বললে। কত ছোট?'

কাঁধ ঝাঁকাল বম্ব-এক্সপার্ট। 'নিউক্লিয়ার বোমার হিসেবে খুবই ছোট, তাই বলে অগ্রাহ্য করবার মত নয়। শকওয়েভটা এই দ্বীপকে ডিমের খোসার মত চুরমার করে দেবে। ওই বিস্ফোরণে বাঁচব না আমরা কেউই।'

'ডি-অ্যাকটিভেট করা যায় না?'

'না, স্যর,' মাথা নাড়ল বম্ব-এক্সপার্ট। 'ট্রিগারটা সাবসোনিক। এক্সটারনাল একটা ডিটোনেটরের সঙ্গে কানেক্টেড। অ্যাবোর্ট কোড না পেলে কিচ্ছু করার নেই। ওটার গায়ে টাইমার দেখেছি আমি... আর পঞ্চান্ন মিনিট পরেই ঘটবে বিস্ফোরণ।'

দুশ্চিন্তা ঘনাল ম্যাসনের চেহারায়। 'নিশ্চয়ই নিকোলায়েভের কাছে আছে ওই কোড। ওকে খুঁজে পেতে হবে।' পায়ের কাছে পড়ে থাকা রাশান সৈনিকের বুকে লাথি দিল একটা। 'অ্যাই ব্যাটা, তোর বস্ কোথায়? কথা বল্, নইলে এখুনি নাক-কান কাটতে শুরু করব।'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল রানা। বলল, 'ওর উপর টর্চার চালাবার প্রয়োজন নেই। রিয়ার অ্যাডমিরাল কোথায়, তা আমি জানি।'

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল ম্যাসন। 'কোথায়?'

'চার নম্বর লেভেলে। স্যাম্পলের সেই ভল্টে। চলো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

কয়েক মুহূর্ত শীতল চোখে রানাকে যাচাই করল ম্যাসন। বোঝার চেষ্টা করল, ও ধাপ্পা দিচ্ছে কি না। সন্তুষ্ট হয়ে তাকাল রাশান সৈনিকটির দিকে। 'একে তো তা হলে আর দরকার নেই।' কথাটা বলেই একমুহূর্ত দেরি না করে গুলি করল সৈনিকের কপাল বরাবর।

কানে তালা লাগার মত আওয়াজ হলো, মেঝেতে ছিটকে গেল খুলির ভাঙা টুকরো, রক্ত আর মগজ। বীভৎস এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল অ্যাবি। ম্যাসনের পিস্তলটা ঘুরে গেল রানার দিকে।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা, অসহায় সৈনিকটিকে বাঁচাতে চেয়েছিল... সেজন্যেই সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল ম্যাসনের দিকে। কিন্তু তার মর্যাদা রাখল না পিশাচটা।

'কেন খুন করলে ওকে?' ম্যাসনকে জিজ্ঞেস করল ও। গলার স্বরে ফুটল চাপা ক্রোধ।

'কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই আমি,' উদ্ধত কণ্ঠে বলল ম্যাসন। 'পথ দেখান, নইলে আপনারও ওই একই দশা হবে।'

অ্যাবি আর সাকির দিকে তাকাল রানা। এখনও ফোঁপাচ্ছে বাচ্চাটা, শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করে রেখেছে অ্যাবি। দেখা গেল, ম্যাসনের গার্ড দুজন প্রস্তুত। রানা একটু নড়ে উঠলেই গুলি করবে। অ্যাবির দিকে ইঙ্গিত করল ও, 'আর ওরা?'

'ওরা এখানেই থাকবে,' বলল ম্যাসন। 'এবার আর আপনার



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
জোরাজুরি কাজে আসবে না, মি. রানা। রাইফেল ফেলে দিন। মিস ম্যানিটক, আপনার পিস্তলও ফেরত চাই আমি।'

বাধা দিয়ে লাভ হবে না। অগত্যা কাঁধ থেকে রাইফেলটা ফেলে দিল রানা। ওর ইশারায় অ্যাবিও তার পিস্তল ছুঁড়ে দিল মেঝেতে।

'গুড ডিসিশান,' মাথা ঝাঁকাল ম্যাসন। একজন সৈনিক সরিয়ে নিল অস্ত্রদুটো। 'এবার রওনা হতে হয়, মি. রানা।'

একটু ঝুঁকে অ্যাবি আর সাকির কাছ থেকে বিদায় নিল রানা। 'শীঘ্রি ফিরে আসছি আমি। কিচ্ছু ভেবো না তোমরা।'

বম্ব-এক্সপার্টের দিকে ফিরল ম্যাসন। 'তোমার কাজ চালিয়ে যাও। ওদের দিকেও নজর রেখো।' অ্যাবি আর সাকিকে দেখিয়ে জুড়ল শেষ বাক্যটা।

'সাবধানে থেকো,' রানাকে বলল অ্যাবি।

মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা হলো রানা। সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করছে ম্যাসন, এগিয়ে গেল সেদিকে। একটু পরেই দুই গার্ডসহ ওদেরকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল অ্যাবি।

বম্ব-এক্সপার্ট ফিরে গেছে গোল ডিভাইসটার কাছে। সাকিকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল অ্যাবি। কেটে গেল বেশ কিছুটা সময়। তারপর হঠাৎ নতুন একটা কণ্ঠ শুনতে পেল ও। ফিসফিস করে কথা বলছে... ডাকছে ওর নাম ধরে।

'অ্যাবি, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

বিস্মিত হয়ে পিছনে তাকাল অ্যাবি। কই, কেউ নেই তো! তখুনি আবার শোনা গেল কণ্ঠটা।

'অ্যাবি, দিস ইজ ক্যাপ্টেন ম্যাথিউ গরডন ফ্রম পোলার সেন্টিনেলে। আমার কথা শুনতে পেলে একটু নড়ুন।'

ভুরু কোঁচকাল অ্যাবি। কণ্ঠটা আসছে উল্টে পড়ে থাকা একটা কমিউনিকেশন সেট থেকে। ইউ.কিউ.সি. লাইন ওটা...


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
এখনও অক্ষত। বম্ব-এক্সপার্টের দিকে তাকাল ও। কিছুই টের পায়নি সে, টাইটেনিয়ামের গোলকটার পাশে বসে আপনমনে কাজ করে চলেছে।

সাকিকে নিয়ে একটু একটু করে ইউ.কিউ.সি. লাইনের দিকে এগিয়ে গেল অ্যাবি।

পোলার সেন্টিনেলের ব্রিজে, কমিউনিকেশন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন গরডন, কানে ঠেকিয়ে রেখেছেন ইউ.কিউ.সি. টেলিফোনের রিসিভার। ইন্টারকম খড়খড় করে ওঠায় ঘাড় ফেরালেন।

'নড়ছে ও, ক্যাপ্টেন!' উত্তেজিত গলায় জানাল শ্যারন। সাইক্লপস্ চেম্বারে বসে ডিপআই সোনারে অ্যাবিকে মনিটর করছে ও। 'এগোচ্ছে সেটের দিকে।'

স্বস্তি বোধ করলেন ক্যাপ্টেন, অবশেষে যোগাযোগ করা গেছে মেয়েটির সঙ্গে। কপালই বলতে হবে, আইস স্টেশনের এন্ট্রান্স ধসে পড়লেও ইউ.কিউ.সি.-র লাইনের কোনও ক্ষতি হয়নি। স্রেফ সৌভাগ্য, আর কিছু না। তারচেয়েও বড় সৌভাগ্য মেয়েটিকে একা পেয়ে যাওয়া। ডেল্টা ফোর্স আশপাশে থাকলে যোগাযোগ করা যেত না ওর সঙ্গে।

'অ্যাবি, আপনাকে আমরা সোনারে দেখতে পাচ্ছি,' বললেন গরডন। 'আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন? আপনার সেটটায় একটা রিসিভার থাকার কথা—পুরনো আমলের টেলিফোনের মত। ওটায় কথা বললেই শুনতে পাব আমরা।'

অপেক্ষা করতে থাকলেন ক্যাপ্টেন, সেইসঙ্গে নীরব প্রার্থনা। কী ধরনের সাহায্য করতে পারবেন, তা অস্পষ্ট; কিন্তু প্ল্যান খাড়া করবার জন্য ভিতরের সত্যিকার পরিস্থিতি জানতে হবে তাঁকে।

কাম অন... বিড়বিড় করলেন তিনি... কথা বলো মেয়ে!


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ভাগ্যের আরেকটু সহায়তা দরকার তার। আর একটু!

ধ্বংসস্তূপ হাতড়ে ইউ.কিউ.সি.-র রিসিভার বের করল অ্যাবি, কিন্তু পরক্ষণে দমে গেল। তার ছিঁড়ে গেছে ওটার, কথা বলা সম্ভব নয়। চরম হতাশায় কান্না পেল ওর।

কয়েক মিনিট কেটে গেলে আবার শোনা গেল ক্যাপ্টেন গরডনের কণ্ঠ।

'মনে হচ্ছে আপনার ওখানে কোনও সমস্যা আছে, তাই যোগাযোগ করতে পারছেন না। দয়া করে হতাশ হবেন না। কান খাড়া রেখেছি আমরা, মনিটর করছি স্টেশনের সমস্ত কমিউনিকেশন। আপনাকে স্রেফ একটা রেডিও সেট জোগাড় করতে হবে... ওয়াকি-টকিতেও কাজ চলবে। চেষ্টা করে দেখুন কিছু পান কি না। সাবধানে থাকবেন। ডেল্টা ফোর্স টের পেলে শুধু আপনি না, আমরাও বিপদে পড়ব।'

আশাবাদী হতে পারল না অ্যাবি। কোথায় পাবে ও রেডিও? পেলেই বা কী উপকার হবে? পাতালপুরির এই কারাগার থেকে কীভাবে ওদেরকে উদ্ধার করবে সেন্টিনেলের ক্রু-রা?

টাইটেনিয়াম ডিভাইসের নীল আলোর দিকে তাকিয়ে চরম হতাশায় ডুবে গেল অ্যাবি। আর কতক্ষণ? বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও, লড়াই করবার শক্তি নেই। প্রায় দু'দিন হলো ঠিকমত ঘুমাতে পারেনি... মোকাবেলা করতে হয়েছে একের পর এক প্রাণসংহারী বিপদের। সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে ওর। সাকির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওর জন্যে কিছু করতে পারলে ভাল হতো। ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে বাচ্চাটা। পরম মমতায় তাকে আরও একটু জড়িয়ে ধরল ও।

এবার নতুন একটা কণ্ঠ ভেসে এল স্পিকারে।

'অ্যাবি, কিচ্ছু ভাববেন না। আমরা আছি আপনার পাশে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
যতক্ষণ না আপনাদেরকে উদ্ধার করতে পারছি, এখান থেকে কোথাও যাচ্ছি না আমরা।'

চমকে উঠল অ্যাবি। এ কী করে হয়? শ্যারনের গলা ওটা! ওর তো ওমেগা স্টেশনের সঙ্গে হাওয়ায় মিশে যাওয়ার কথা! তবে কি...

সন্দেহটা সত্যি হলো সঙ্গে সঙ্গে। স্পিকারে ভেসে এল রিচার্ড ম্যানিটকের গলা।

'অ্যাবি... মা আমার... ভয় পাস নে। ক্যাপ্টেন গরডনের কথা শোন্। চেষ্টা কর্ একটা রেডিও জোগাড় করতে। আমরা অপেক্ষায় আছি তোর।'

চোখ জলে ভরে এল অ্যাবির। দুঃখে নয়, অদ্ভুত এক আনন্দে। ওর বাবা বেঁচে আছে! মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল সমস্ত হতাশা। না, পড়ে পড়ে নীরবে মৃত্যুকে বরণ করবে না ও। যেভাবেই হোক, বাবার কাছে ফিরতে হবে ওকে।

দ্রুত আশপাশে নজর বোলাল অ্যাবি। ওই তো, মৃত রাশান সৈনিকের বুক পকেট থেকে বেরিয়ে আছে একটা ছোট্ট ওয়াকি-টকির অ্যান্টেনা! সাকিকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, ঘুমপাড়ানি গান গাইতে এগোল লাশের দিকে।

কাজ থামিয়ে বিরক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল বম্ব-এক্সপার্ট, ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলে ইশারা করল চুপ থাকতে। গানের আওয়াজে অসুবিধে হচ্ছে তার। ততক্ষণে লাশের পাশে পৌঁছে গেছে অ্যাবি। বিব্রত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ও, লোকটা মুখ ঘোরাতেই বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, চটপট তুলে নিল ওয়াকি-টকিটা, ওটা গুঁজে রাখল ওর আর সাকির শরীরের মাঝখানে। উঠে দাঁড়িয়ে আগের জায়গাতে আবার ফিরে গেল ও।

পেয়ে গেছে ওয়াকি-টকি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অ্যাবি। কিন্তু এবার? নিউক্লিয়ার বোমাটার দিকে আবারও শঙ্কিত চোখে তাকাল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ও। ওটাকে থামানো না গেলে কেউ কোনও সাহায্য করতে পারবে না ওদেরকে।

এখন একমাত্র রানাই ভরসা।

# সাতাশ

দু'পাশে সারি সারি প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্ক, মাঝখান দিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটছে রানা। দুই গার্ডকে নিয়ে ওকে অনুসরণ করছে ম্যাসন। ডেল্টা ফোর্সের বাকি সদস্যদেরকে মোতায়েন করা হয়েছে লেভেলের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পয়েন্টে। রাশান সৈনিক কেউ আর বেঁচে নেই, খুন করা হয়েছে সবাইকে। রিয়ার অ্যাডমিরালকে হাতে পেলেই স্টেশনটা নিজের দখলে রয়েছে বলে দাবি করতে পারবে সিআইএ এজেন্ট।

দীর্ঘ করিডোরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে থামল রানা। প্রেশার সুইচে চাপ দেবার আগে দ্বিধায় ভুগল একটু। নিকোলায়েভের প্রতি সহানুভূতি আছে ওর, লোকটাকে বাঘের মুখে ছুঁড়ে দেয়া উচিত হবে কি না বুঝতে পারছে না। অথচ কোনও উপায়ও নেই। নিজে একা মরলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু নিকোলায়েভের নিউক্লিয়ার ডিভাইস খুন করবে সাকি আর অ্যাবি-সহ বন্দি নিরপরাধ বিজ্ঞানীদের সবাইকে। সেটা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনকে শক্ত করল ও।

'কোথায় নিয়ে এলেন?' পিছন থেকে বলল ম্যাসন। 'এখানে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
তো কিছুই নেই।'

'ধৈর্য ধরো,' বলে লুকানো প্রেশার সুইচে চাপ দিল রানা। ঘড়ঘড় শব্দ তুলে সরে গেল দেয়াল। বেরিয়ে এল স্টিলের দরজা। হুইলের গোড়ার ল্যাচও খুলল ও। তারপর ঘোরাতে শুরু করল হুইলটা।

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল ম্যাসন। 'আপনি আগে ঢুকবেন, মি. রানা। রিয়ার অ্যাডমিরাল যদি গোলাগুলি শুরু করেন, আমি তার শিকার হতে চাই না।'

'জানতাম এ-কথাই বলবে তুমি,' রুক্ষ গলায় বলল রানা।

হুইল ঘুরে গেছে পুরোপুরি। ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল ও। ঢুকল না ভিতরে। তার বদলে ডাকল, 'রিয়ার অ্যাডমিরাল, আমি মাসুদ রানা। ভিতরে আসতে পারি?'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা বিরাজ করল। তারপর শোনা গেল নিকোলায়েভের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'এসো।'

সাবধানে ল্যাবের ভিতরে পা রাখল রানা। ভেবেছিল পিস্তল তাক করে থাকতে দেখবে নিকোলায়েভকে, কিন্তু বাস্তবে দেখল ভিন্ন দৃশ্য। হাঁটু গেড়ে পিতার দেহের পাশে বসে আছেন তিনি, নিরস্ত্র। চেহারায় গভীর বিষাদ। স্যাম্পলের কেবিনেটের দিকে তাকাল রানা, সবগুলো সিরিঞ্জ অক্ষত। নষ্ট করেননি রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'ক্লিয়ার!' চেঁচিয়ে সঙ্গীদেরকে বলল রানা। 'ভিতরে ঢুকতে পারো তোমরা, ম্যাসন।'

তারপরেও ঝুঁকি নিল না তিন মার্কিনী। উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখে নিল ভিতরটা। তারপর অস্ত্র উঁচিয়ে ঢুকল ম্যাসন আর এক সৈনিক। সার্জেন্ট রয়ে গেল বাইরে।

'হ্যালো, রিয়ার অ্যাডমিরাল। আবার দেখা হয়ে গেল আমাদের!' কপট অভিবাদন জানাল ম্যাসন। 'একটা প্রস্তাব


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
দিয়েছিলাম আপনাকে। এখনও সময় আছে ওটা বিবেচনা করবার।'

কিছুই বললেন না নিকোলায়েভ। মাথা নিচু করে তাকিয়ে রইলেন পিতার মুখের দিকে।

'কে ওটা?' রানাকে জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

'চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না?' বলল রানা। 'ইগোর নিকোলায়েভ... রিয়ার অ্যাডমিরালের বাবা। স্যাবোটাজ করে এই স্টেশনকে উনিই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তারপর সেরাম ইনজেক্ট করেছেন নিজের দেহে। কাজ হয়েছে কি হয়নি, আমার জানা নেই।'

'যেমন বাপ, তেমন ছেলে!' মন্তব্য করল ম্যাসন। 'রিয়ার অ্যাডমিরাল, এভাবে সবকিছু শেষ করে দেবার কোনও মানে হয় না। এখনও সুযোগ আছে। বোমার অ্যাবোর্ট কোড দিন আমাকে, তা হলে বেঁচে যাবেন।'

ঝট্ করে মাথা তুললেন নিকোলায়েভ। 'বেঁচে যাব?' ক্রুদ্ধ গলায় বললেন তিনি। 'যেভাবে আমার লোকজনকে বাঁচিয়ে দিয়েছ তুমি? যেভাবে ওমেগা স্টেশনে নিজেদের লোকজনকে বাঁচিয়েছ? দুঃখিত, তোমার কথায় বিন্দুমাত্র আস্থা নেই আমার।' এক হাত তুলে পোলারিস মনিটর উন্মুক্ত করলেন। 'উপরের ওই সোনিক চার্জটা বেয়াল্লিশ মিনিট পরে ফাটবে। আমাকে তুমি ঠেকাতে পারবে না।'

'এই বেয়াল্লিশ মিনিটে নরকদর্শন করাতে পারি আপনাকে,' হুমকি দিল ম্যাসন।

'হাহ্!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাসলেন নিকোলায়েভ। 'আমাকে টর্চারের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, বাছা। মরবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছি আমি, কোনও কিছুকেই আর ভয় পাই না।'

রেগে-মেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল ম্যাসন, তাকে বাধা দিল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
রানা। বলল, 'এক মিনিট, অ্যাডমিরাল। সোনিক চার্জ বলতে কী বোঝাচ্ছেন? ওটা কি নিউক্লিয়ার বোমা নয়?'

'ট্রিগারটা নিউক্লিয়ার,' ব্যাখ্যা করলেন নিকোলায়েভ। 'সোনিক চার্জ তৈরি করবে ওটা। আর সেই চার্জ এই দ্বীপকে টুকরো টুকরো করে দেবে।'

'তার আগে আপনাকেই আমি টুকরো টুকরো করে দেব!' সরোষে বলল ম্যাসন। হ্যামার টানল পিস্তলের।

পোলারিস মনিটরে টোকা দিলেন নিকোলায়েভ। 'সেক্ষেত্রে জেনে খুশি হবে, ট্রিগারটা আমার হার্টবিটের সঙ্গে কানেক্টেড। হার্টবিট থামলেই কাউন্টডাউন রিসেট হয়ে এক মিনিটে নেমে আসবে। এক ধরনের ফেইল-সেফটি বলতে পারো একে। আমাকে খুন করা মানে নিজেকে খুন করা।'

বাকশক্তি হারাল ম্যাসন। রিয়ার অ্যাডমিরাল ধাপ্পা দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। কী করবে ভেবে পেল না। দাঁত কিড়মিড় করল কেবল।

দু'পা এগোল রানা। 'আপনি পাগলামি করছেন, রিয়ার অ্যাডমিরাল,' বলল ও। 'কাকে খুন করতে চাইছেন আপনি? আমাদেরকে? সেইসঙ্গে আপনার বাবাও কি মারা যাবেন না?' ইশারা করল ইগোর নিকোলায়েভের দেহের দিকে। 'সেরাম কেন নিয়েছিলেন উনি? নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষা থেকে! ছেলে হয়ে বাবাকে খুন করবেন আপনি?'

থমকে গেলেন নিকোলায়েভ। দ্বিধাদ্বন্দ্বের মেঘ জমল তাঁর চেহারায়।

'সাকির কথাও নিশ্চয়ই ভুলে যাননি?' যোগ করল রানা। 'আপনাকে নিজের পিতা বলে ভাবে ও, ভালবাসে। ছোট্ট ওই বাচ্চাও তো মারা যাবে সোনিক চার্জের বিস্ফোরণে! আপনি একজন যোদ্ধা, রিয়ার অ্যাডমিরাল... আর সত্যিকার কোনও


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
যোদ্ধা শিশুহত্যা করে না। প্লিজ, ভাল করে ভেবে দেখুন কী করতে চলেছেন আপনি!'

কথাগুলো অন্তরে বিঁধল যেন নিকোলায়েভের। মাথা নিচু করে ফেললেন। ওভাবেই রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'অ্যাবোর্ট কোডটা দশ ডিজিটের। প্রথমে সোজা, তারপরে উল্টোদিক থেকে টাইপ করতে হবে।'

'তাড়াতাড়ি বলুন ডিজিটগুলো!' তাড়া লাগাল ম্যাসন।

মাথা তুললেন নিকোলায়েভ। 'কোডটা দেবার আগে তোমার কাছ থেকে একটা প্রতিশ্রুতি চাই আমি, মিস্টার।'

'কী?'

'আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো, কিন্তু কথা দাও—ছোট্ট ছেলেটার কিছু হতে দেবে না তুমি।'

'তা তো বটেই! ও তো একটা অমূল্য অ্যাসেট!'

'না!' গমগম করে উঠল নিকোলায়েভের গলা। 'কোনও ল্যাবে নেয়া চলবে না ওকে। গিনিপিগ বানানো চলবে না। সেরাম চাই? প্রয়োজনের চেয়েও বেশি স্যাম্পল পাচ্ছ।' ইশারায় পিছনের কেবিনেট দেখালেন তিনি। 'দয়া করে ছেলেটাকে আর কষ্ট দিয়ো না। কথা দাও, ওকে তুমি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দেবে।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাসন। 'বেশ, কথা দিলাম।'

'খুব ভাল। এবার তা হলে কোডটা লিখে নাও। কাগজ-কলম আছে?'

'তার দরকার নেই।' পকেট থেকে একটা ছোট্ট ভয়েস রেকর্ডার বের করল ম্যাসন। 'আপনি বলুন।'

থেমে থেমে দশটা সংখ্যা বললেন নিকোলায়েভ। সেগুলো রেকর্ড করে নিল ম্যাসন। নিশ্চিত হবার জন্য বাজিয়েও শোনাল তাঁকে।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বললেন নিকোলায়েভ।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'গুড,' বলেই পিস্তল তুলে ট্রিগার চাপল ম্যাসন।

ইগোর নিকোলায়েভের মাথায় লাগল বুলেট, বিচ্ছিরি আওয়াজ তুলে চৌচির হয়ে গেল বরফে জমাট বাঁধা মাথাটা—যেন মাটিতে আছড়ে ফেলে ভাঙা হয়েছে একটা কাঁচের গ্লাস। এদিক-ওদিক ছিটকে গেল জমাট মগজ, রক্ত আর খুলির টুকরো

চমকে উঠল রানা লোকটার এই পৈশাচিকতা দেখে।

এবার আর প্রশ্ন করবার প্রয়োজন হলো না। ম্যাসন নিজ থেকে বলল, 'গুলি করবার জন্য হাত নিশপিশ করছিল। এক নিকোলায়েভের উপর যখন চালানো গেল না, অন্যজনের উপর চালালাম আর কী।'

পাথর হয়ে গেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন পিতার দেহাবশেষের দিকে। মাথা নেই, এখন ওটা স্রেফ একটা ধড়। বাবাকে একটিবার জীবিত দেখবার যে-আশাটুকু ছিল, তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে নিমেষে। তীব্র ব্যথা অনুভব করছেন তিনি বুকের ভিতর।

গার্ডের দিকে ফিরল ম্যাসন। 'নিয়ে যাও ওদেরকে। উপরে যাচ্ছি আমি। মিস ম্যানিটক আর ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সবাইকে আটকে রাখবে প্রিজন সেলে।'

সাকির কথা উঠতেই টকটকে লাল চোখে তার দিকে তাকালেন নিকোলায়েভ। 'তুমি কথা রাখবে না?'

'না,' নির্দ্বিধায় জানাল ম্যাসন। তারপর গটমট করে বেরিয়ে গেল ল্যাব থেকে।

'উঠুন!' ধমকের সুরে নিকোলায়েভকে বলল গার্ড।

নড়লেন না রিয়ার অ্যাডমিরাল। মূর্তির মত বসে রইলেন কয়েক মিনিট। কয়েকবার ডাকাডাকি করল গার্ড। কিন্তু ভাবান্তর হলো না তাঁর মধ্যে।

শেষে ধৈর্য হারাল সৈনিক। গাল দিয়ে উঠল, 'অ্যাই শালা,



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
কথা কানে যায় না? ভালয় ভালয় উঠবি, নাকি পেঁদিয়ে ওঠাতে হবে তোকে?'

এবার প্রতিক্রিয়া দেখালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। অহঙ্কারী মানুষ... সামান্য এক সৈনিক তাঁকে গাল দিচ্ছে, সেটা সহ্য হলো না। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। রাগে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে চেহারা। মনে হলো এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন বেয়াদব সৈনিকটির উপরে।

একটু যেন ভয় পেয়ে গেল গার্ড। বাইরে থেকে ডেকে আনল সার্জেন্টকে। দু'জনেই অস্ত্র তাক করল রিয়ার অ্যাডমিরালের দিকে। তাঁকেই বেশি বিপজ্জনক মনে হচ্ছে ওদের কাছে।

ভুল করল ওরা। লোকদুটোর মনোযোগ ওর উপর থেকে সরে গেছে দেখে দ্রুত আগে বাড়ল রানা। ছোবল দিল ওর হাত। খপ্ করে সার্জেন্টের রাইফেল চেপে ধরল ও, সৈনিকের তলপেটে মারল লাথি। লাথি খেয়ে লোকটা বেসামাল হয়ে যেতেই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিকোলায়েভ। সৈনিককে মেঝেতে ফেলে দিয়ে চড়ে বসলেন বুকের উপরে, চেপে ধরলেন টুঁটি। খাবি খেতে শুরু করল লোকটা। শরীর মোচড়াল। কিন্তু একচুল আলগা হলো না নিকোলায়েভের বজ্রমুষ্ঠি। রাইফেলটাও আটকা পড়ে গেছে দু'জনের শরীরের মাঝখানে, ওটা ব্যবহার করতে পারল না সে। হাতের উপর শরীরের সমস্ত ওজন চাপিয়ে দিলেন নিকোলায়েভ। ভেঙে গেল সৈনিকের শ্বাসনালী। কয়েক দফা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

রানা তখনও ধস্তাধস্তি করছে সার্জেন্টের সঙ্গে। ঝটকা দিয়ে রাইফেল ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে লোকটা। কিন্তু আঠার মত লেগে রয়েছে রানা। রাইফেল তো ছাড়ছেই না, বরং পা দিয়ে মাঝে মধ্যেই লাথি মারছে লোকটার হাঁটুতে—চেষ্টা করছে তার ব্যালান্স নষ্ট করে দেবার। সার্জেন্ট অভিজ্ঞ যোদ্ধা... বুঝতে পারল,


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
রাইফেল ছাড়াবার চেষ্টা করে লাভ নেই; পারবে না। তাই বিকল্প কৌশল খাটাল। আচমকা নিজেই ছেড়ে দিল অস্ত্রটা, সেই সঙ্গে এক লাফে পিছিয়ে গেল, হাত দিল কোমরের হোলস্টারে—পিস্তল বের করে আনবে।

ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গেছে রানার। কোনোমতে একটু সিধে হতেই আঁতকে উঠল। পিস্তল উঠে এসেছে প্রতিপক্ষের হাতে। তাক হতে চলেছে ওর বুক বরাবর। বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। মুগুরের মত রাইফেলটা ছুঁড়ে দিল সার্জেন্টের দিকে। ঠক্ করে ভারী বাটটা আঘাত হানল লোকটার কপালে। কাতরে উঠল সে, একই সঙ্গে চাপ দিল ট্রিগারে। তবে নিশানা ঠিক থাকেনি তার, লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট গিয়ে বিঁধল ল্যাবের ছাতে।

দ্বিতীয়বার গুলি করবার আর সৌভাগ্য হলো না সার্জেন্টের। পাশ থেকে একটা গুলি এসে মাথার খুলি ফুটো করে দিল তার। ঘাড় ফিরিয়ে নিকোলায়েভের দিকে তাকাল রানা, তাঁর হাতে শোভা পাচ্ছে একটা ধূমায়িত পিস্তল—নিহত সৈনিকের কোমর থেকে জোগাড় করেছেন।

'ধন্যবাদ, রিয়ার অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। 'আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন নিকোলায়েভ। 'না, রানা। আমি তোমার জীবন বাঁচাইনি। স্রেফ আয়ু বাড়িয়েছি কয়েক মিনিট। আমাদের সবার মৃত্যু অনিবার্য।'

'এ-সব ফিলোসফিকাল কথা বলবার অনেক সময় পাওয়া যাবে,' সার্জেন্টের হাতের মুঠো থেকে পিস্তলটা মুক্ত করে বলল রানা। 'আগে এখান থেকে কেটে পড়া দরকার। গুলির আওয়াজ নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে এদের সঙ্গীসাথীরা।'

ওর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন শোনা গেল উত্তেজিত চেঁচামেচি। প্রিজন সেলের সামনে পাহারায় ছিল দু'জন গার্ড।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
তারা ছুটে আসছে গুলির আওয়াজ পেয়ে।

'টেক কাভার, রিয়ার অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। তারপর একটা রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল ল্যাবের দরজা বরাবর। নিশানা তাক করল মোড়ের কাছে। গার্ডরা উদয় হতেই ট্রিগার চাপল নির্দ্বিধায়।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকদুটো। মাটিতে আছাড় খাওয়ার আগেই বেরিয়ে গেছে প্রাণবায়ু।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। নিকোলায়েভকে ডাকল, 'আসুন।'

'কী করতে চাইছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'ম্যাসনকে সফল হতে দেব না,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'বোমাটা হয়তো থামাতে পারবে ও। কিন্তু আপনার বাবার তৈরি করা সেরাম কোনোদিনই হাতে পাবে না শয়তানটা। সাকিকেও ওর হাতে পড়তে দেব না আমি।'

'আমার পক্ষ নিচ্ছ তুমি?' বিস্মিত গলায় বললেন নিকোলায়েভ। 'কেন?'

'কারণ অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম হয়নি মানুষের। ওটা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। সবচেয়ে বড় কথা, যে-পদ্ধতিতে ওই দীর্ঘজীবনের মহৌষধ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা ক্ষমার অযোগ্য! আপনার বাবার কথাই ঠিক, স্যর। সেরামটাকে দুনিয়ার বুকে পৌঁছুতে দিলে বৈধতা পাবে এখানকার গণহত্যা। উৎসাহ পাবে বিজ্ঞানীরা! আমি তা হতে দিতে পারি না।' সার্জেন্টের ইউনিফর্ম থেকে একটা গ্রেনেড খুলে নিল রানা। 'প্লিজ, রিয়ার অ্যাডমিরাল। চলে আসুন। গ্রেনেড ফাটিয়ে সব ধ্বংস করে দেব আমি।'

দৃষ্টি বদলে গেল নিকোলায়েভের। দুঃসাহসী যুবকটিকে চিনতে ভুল হয়েছিল তাঁর, এখন সে-ভুল ভেঙে গেছে। আন্তরিক


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
কণ্ঠে বললেন, 'গড ব্লেস ইউ, রানা।'

'বেরোন!' তাঁকে এক রকম ধাক্কা দিয়েই ল্যাব থেকে বের করল রানা। এরপর পিন খুলে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল কাঁচের কেবিনেটের গোড়ায়, বেরিয়ে এসে বন্ধ করে দিল ভল্টের দরজা।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই চাপা গুমগুম শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ, কেঁপে উঠল মেঝে। দরজা বন্ধ থাকায় বাইরে পৌঁছায়নি শকওয়েভ। ভিতরের অবস্থা দেখবার কোনও প্রয়োজন বোধ করল না। নিকোলায়েভের দিকে ফিরে বলল, 'চলুন।'

'এবার কী?'

'অ্যাবি আর সাকিকে নীচে পাঠাচ্ছে ম্যাসন। গার্ডদেরকে অ্যামবুশে ফেলব।'

ছুটল দু'জনে। প্রিজন এরিয়া পেরুবার সময় দেখা হলো লিসা, ড. কনওয়ে আর দুই রিসার্চ অ্যাসিসটেন্টের সঙ্গে। প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওরা। ইশারায় ওদেরকে চুপ করে থাকতে বলে এগিয়ে চলল রানা। দ্রুতপায়ে পৌঁছে গেল চার নম্বর লেভেলের কমন এরিয়ায়। ওখানে পৌঁছুতেই শোনা গেল পায়ের আওয়াজ—সিঁড়ি ধরে উপর থেকে নেমে আসছে কয়েকজন মানুষ। নিশ্চয়ই অ্যাবি আর সাকিকে নিয়ে আসছে ম্যাসনের দোসররা।

সিঁড়ির পিছনে অবস্থান নিল রানা আর নিকোলায়েভ। একটু পরেই দেখা পেল অ্যাবির। সাকিকে কোলে নিয়ে হাঁটছে ও। পিছনে অস্ত্র তাক করে রেখেছে দুই সৈনিক। মেইন ল্যাবের এণ্ট্রান্সের দিকে এগোল দলটা।

নিঃশব্দে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা আর নিকোলায়েভ। ঝটিকা হামলা চালাল পিছন থেকে। এক সেকেণ্ড পরেই দেখা গেল দুই গার্ড ঘাড় মটকে পড়ে আছে মেঝেতে।

ঝট্ করে উল্টো ঘুরল অ্যাবি। রানাকে দেখতে পেয়ে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
বিস্ফারিত হলো দু'চোখ। 'রানা!'

সাকিও নড়ে উঠল। নিকোলায়েভকে দেখতে পেয়ে ডেকে উঠল, 'পাপা!' নেমে গেল অ্যাবির কোল থেকে। ছুটে গেল তাঁর দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে তাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

'তোমরা ঠিক আছ?' এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অ্যাবি। 'কিন্তু ম্যাসনকে দেখলাম বোমা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অ্যাবোর্ট কোড পেয়েছে ও?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু তাতে বিপদ কাটছে না। ডিটোনেশন থামিয়েই নীচে ফিরে আসবে ও—আমাদেরকে খুন করতে।'

শব্দ করে হেসে উঠলেন নিকোলায়েভ। 'আমরা একাই খুন হব না, রানা। আমেরিকান ওই কুকুরটাও খুন হবে। সেই সঙ্গে খুন হবে দুনিয়ার সব মানুষ! বললাম না, আমাদের মৃত্যু অনিবার্য?'

'মানে?' বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে ফিরল রানা।

'মিথ্যে বলেছি আমি। পোলারিসের কোনও অ্যাবোর্ট কোড নেই,' শীতল গলায় বললেন নিকোলায়েভ। তাকালেন কবজিতে বাঁধা মনিটরের দিকে। 'আর উনত্রিশ মিনিট পরেই কেয়ামত নেমে আসবে পৃথিবীতে!'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

# আটাশ

এলিভেটর থেকে বের করে আনা হয়েছে পোলারিসের গোলক। প্যানেল খুলে উন্মুক্ত করা হয়েছে কি-বোর্ড। সেটার উপরে ঝুঁকে আছে ম্যাসন। ডেল্টা ফোর্সের বেশ কয়েকজন সৈনিক ঘিরে রেখেছে তাকে।

তাড়া অনুভব করছে সিআইএ এজেন্ট। বোমাটা বের করতে, এবং প্যানেল খুলতে গিয়ে পেরিয়ে গেছে মূল্যবান দশটা মিনিট। তারপরেও নিজেকে শান্ত রাখল সে। মনোযোগ দিয়ে শুনল ভয়েস রেকর্ডারে ধারণ করা সংখ্যাগুলো, সেই অনুসারে একে একে টিপল সবক'টা বাটন। এরপর চাপ দিল *এন্টার* বাটনে।

কিচ্ছু ঘটল না।

অস্থির হলো না ম্যাসন। দ্বিতীয়বারের মত টাইপ করল ডিজিটগুলো, আবার চাপল *এন্টার* বাটনে। এবারও প্রতিক্রিয়াহীন রইল পোলারিস ডিভাইস।

বিরক্ত চোখে বম্ব-এক্সপার্টের দিকে চাইল ম্যাসন, হাতে একটা ইলেকট্রনিক মনিটর ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'কানেকশন ঠিক আছে তো?'

'জী, স্যর। আমার ইকুইপমেন্ট বলছে, কোডটা অ্যাকসেপ্ট করছে এই ডিভাইস... কিন্তু রেসপণ্ড করছে না কেন, সেটা বুঝতে পারছি না।'



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'হয়তো টাইপিঙে ভুল হয়েছে,' বিড়বিড় করল ম্যাসন। সময় নিয়ে তৃতীয়বারের মত কোড টিপল ডিভাইসে। বলা বাহুল্য, ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই জুটল না তার ভাগ্যে।

'অদ্ভুত তো!' বলল বম্ব-এক্সপার্ট।

রাগী ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ম্যাসন। 'অদ্ভুত নয় মোটেই। রাশান শুয়োরটা আমাকে ভুল কোড দিয়েছে। চলো আমার সঙ্গে। ওর মুখ কীভাবে খোলাতে হবে, তা জানা আছে আমার। কাটতে শুরু করব ওর কলজের টুকরো পিচ্চিটাকে! দেখি কথা না বলে কতক্ষণ থাকে হারামজাদা!'

সংক্ষেপে পোলারিস ডিভাইসের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ। চরম অবিশ্বাস নিয়ে সেই বর্ণনা শুনল রানা। উপরের গোলকটাই একমাত্র বোমা নয় শুনে চমকে উঠল। আরও পাঁচটা ডিভাইস বসানো হয়েছে পোলার আইস-ক্যাপের বিভিন্ন জায়গায়—অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে কাজ করবে ওগুলো, হারমোনিক ওয়েভকে বহুগুণ বাড়িয়ে ছড়িয়ে দেবে চারদিকে। ধ্বংস করে দেবে পৃথিবীর মাথার বরফ-মুকুট। আইডিয়াটা কল্পনাতীত—পৃথিবীকে আবার বরফ-যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে লোকটা... আর সে-কাজে সফলও হতে চলেছে।

'আপনি উন্মাদ!' নিকোলায়েভের কথা শেষ হলে বলল রানা। 'পাগলাগারদে পাঠানো দরকার আপনাকে!' কণ্ঠে ক্ষোভ চাপা রইল না।

নির্বিকার চোখে ওর দিকে তাকালেন নিকোলায়েভ। 'এখনও বলছ এ-কথা? নিজের চোখে সব দেখবার পরেও বাঁচাতে চাও এই নোংরা পৃথিবীকে?'

'অবশ্যই!' জোর গলায় বলল রানা। 'কারণ আমি এই পৃথিবীর অংশ। যা কিছু ভালবাসি... যা কিছুর জন্য বেঁচে থাকার


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
প্রেরণা পাই, তার সবই রয়েছে এই পৃথিবীতেই। অস্বীকার করব না, অন্যায়-অত্যাচার আর নোংরামি আছে এখানে... হয়তো বা মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণেই... কিন্তু তার মানে এই নয় যে দুনিয়া রসাতলে গেছে। চেষ্টা করলে এখনও অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। এবং, সে-চেষ্টা করেও চলেছে অনেকে।'

'এ-সব কথা এখন আর বলে কোনও লাভ নেই,' উদাস হয়ে গেলেন নিকোলায়েভ। 'চাইলেও পোলারিসকে আর থামাতে পারব না আমি। বিশ মিনিটের মধ্যে ডিটোনেশন হবে। আমরা যদি অলৌকিক কোনও উপায়ে বেঁচেও যাই প্রথম ডিভাইসের ধ্বংসলীলা থেকে, লাভ হবে না। বাকি পাঁচটা অ্যামপ্লিফায়ার বসানো হয়েছে এখান থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্বের বিভিন্ন পয়েন্টে। অন্তত দুটো অ্যামপ্লিফায়ার নষ্ট না করলে হারমোনিক ওয়েভের মুভমেন্ট থামবে না। কাজটা স্রেফ অসম্ভব।'

দমে গেল রানা। কথাটা ভুল বলেননি রিয়ার অ্যাডমিরাল। তাঁর মত বদলানোর চেষ্টা করে লাভ কী? পৃথিবীর ধ্বংস তো আর তাতে ঠেকানো যাবে না!

'এক মিনিট,' উত্তেজিত গলায় বলে উঠল অ্যাবি। 'কাজটা সম্ভব হতেও পারে! পোলার সেন্টিনেল... সাবমেরিনটা হয়তো নষ্ট করে দিতে পারবে অ্যামপ্লিফায়ার!'

'পোলার সেন্টিনেল?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কোথায় পাচ্ছ ওদেরকে? এই অল্প সময়ের ভিতর যোগাযোগই বা করবে কীভাবে?'

'আছে একটা উপায়।' বলে সাকির দিকে এগিয়ে গেল অ্যাবি। বাচ্চাটার গায়ের বিশাল পারকাটার চেইন খুলে ফেলল ও। ভিতরের পকেট হাতড়ে বের করে আনল রাশান সৈনিকের সেই ওয়াকি-টকি। বাচ্চাটাকে সার্চ করা হবে না, জানত ও। তাই ওর পারকাতেই লুকিয়ে রেখেছিল যন্ত্রটা।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'দারুণ একটা কাজ করেছ, অ্যাবি!' প্রশংসা করল রানা। 'কিন্তু সেন্টিনেল কি এই ওয়াকি-টকির ট্রান্সমিশন শুনতে পাবে?'

'ওরা অনেকক্ষণ থেকেই মনিটর করছে আমাদেরকে। ওমেগা স্টেশনে বিস্ফোরণের আগ থেকে! বাবা, শ্যারন, আর ওখানকার সবাইকে ইভ্যাকুয়েট করেছে ওরা, রানা! সবাই ভাল আছে!'

কীভাবে এতকিছু জানল অ্যাবি, সেটা জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করল না রানা। পরে নাহয় সে-সব জানা যাবে। ও শুধু বলল, 'ডাকো ওদেরকে। দেখো পাও কি না।'

এরপর নিকোলায়েভের দিকে ফিরল ও। 'এই প্ল্যান সফল করতে হলে অ্যামপ্লিফায়ারগুলোর এগজ্যাক্ট কো-অর্ডিনেটস্ জানা দরকার আমাদের, রিয়ার অ্যাডমিরাল।'

মাথা নাড়লেন নিকোলায়েভ। অবস্থান জানাবেন না অ্যামপ্লিফায়ারগুলোর।

লোকটার কলার চেপে ধরবার ইচ্ছে বহু কষ্টে দমন করল রানা। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বাছাই করল শব্দ, বলল, 'প্লিজ, স্যর! আমরা সবাই মারা যাব... এই স্টেশন ধ্বংস হয়ে যাবে! জানি, ওটাকে বিজয় ভাবছেন আপনি। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখুন, আসলে কী ঘটতে চলেছে? কীসের প্রতিশোধ নিতে চাইছেন আপনি? কার বিরুদ্ধে? এই স্টেশনে ঘটে যাওয়া অনাচারের জন্য আপনার বাবাই দায়ী ছিলেন!' সাকির দিকে ইশারা করল। 'ওই যে... ওই ছোট্ট ছেলেটা চোখ খুলে দিয়েছিল তাঁর। আপনার বাবা প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলেন ওকে বাঁচিয়ে রেখে—ক্রায়োজেনিক পদ্ধতিতে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন ওকে। কারণ তিনি জানতেন, ওর মত শিশুরাই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ... ওরাই একদিন বদলে দেবে এই নোংরা পৃথিবীকে। আপনার কোনও অধিকার নেই ওদেরকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবার!'

একদৃষ্টে সাকির দিকে তাকিয়ে রইলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
হাহাকার অনুভব করলেন বুকের মাঝে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানার দিকে চোখ ফেরালেন তিনি। 'বেশ, কো-অর্ডিনেটগুলো দেব আমি। কিন্তু কোনও লাভ হবে না ওতে। হাতে সময় নেই অ্যামপ্লিফায়ার নিষ্ক্রিয় করবার।'

মুখের কাছ থেকে ওয়াকি-টকি নামাল অ্যাবি। 'উনি ঠিকই বলছেন। ক্যাপ্টেন গরডনের সঙ্গে কথা বললাম... বিশ মিনিটে পঞ্চাশ কিলোমিটার কাভার করা অসম্ভব। তাতেও মাত্র একটা অ্যামপ্লিফায়ারের কাছে পৌঁছুনো যাবে। দুটো কাভার করতে চাইলে পাড়ি দিতে হবে একশো কিলোমিটার! কোনও আশা নেই, রানা।'

এত সহজে হাল ছাড়বার বান্দা নয় রানা। ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল ও। স্মরণ করল হারমোনিক ওয়েভ সম্পর্কে কী কী জানে। হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়।

অ্যাবির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'ওয়াকি-টকি দাও।' যন্ত্রটা হাতে নিয়ে ডাকল অপরপ্রান্তকে। 'ক্যাপ্টেন গরডন, দিস ইজ মাসুদ রানা।'

'ইয়েস, মি. রানা। উই আর হিয়ার।'

'বিকল্প একটা বুদ্ধি পেয়েছি আমি। অ্যামপ্লিফায়ার না, হারমোনিক ওয়েভের প্রথম প্রবাহটাই নষ্ট করতে হবে আপনাকে।'

'কীভাবে?'

'ওটা বেসিক্যালি একটা সাউণ্ডওয়েভ, রাইট? হারমোনি বা ছন্দের কারণে ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা পায়। আমরা যদি কাছাকাছি ফ্রিকোয়েন্সির আরেকটা সাউণ্ডওয়েভ দিয়ে আঘাত হানতে পারি, ছন্দটা নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা হারাবে ওটা।'

'আরেকটা সাউণ্ডওয়েভ কোথায় পাব?'

'নিজেই বানাবেন ওটা—আপনাদের ডিপআই সোনারের


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সাহায্যে। ওটা দিয়ে যে-কোনও ফ্রিকোয়েন্সির শব্দতরঙ্গ তৈরি করা যায়।'

'তাই তো! ঠিকই বলেছেন আপনি!' উত্তেজনা ফুটল ক্যাপ্টেন গরডনের গলায়। 'কিন্তু ডিপআই-এর খবর আপনি জানলেন কী করে? ওটা তো একবারে নতুন এবং পরীক্ষামূলক একটা সোনার!'

'জিনিসটা নুমা তৈরি করেছে, এবং আমি ওখানকার একজন প্রজেক্ট ডিরেক্টর। ইন ফ্যাক্ট, টেকনোলজিটা বাংলাদেশি একজন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার... আমার মাধ্যমেই ওটা পৌঁছেছে নুমার হাতে। সেণ্টিনেলে যে বসানো হয়েছে যন্ত্রটা, তাও জানি আমি।'

'মাই গড!' হতভম্ব গলায় বললেন গরডন। 'আপনার ব্যাপারে দেখি অনেক কিছুই জানা বাকি আমার!'

'কী করতে হবে শুনুন,' ক্যাপ্টেনের বিস্ময়কে পাত্তা না দিয়ে বলল রানা। 'সেণ্টিনেলকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যান আপনি। এখানে বিস্ফোরণ ঘটতে দেখলেই অন্ করবেন সোনার।'

'আর আপনারা?'

'আমাদের কথা ভুলে যান,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আপনাকে হারমোনিক ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি, আর অ্যামপ্লি-ফায়ারগুলোর লোকেশন জানিয়ে দিচ্ছি। তা হলে বুঝতে পারবেন কোথায় ওয়েভটাকে ইণ্টারসেপ্ট করতে হবে।'

কথা শেষ করে ওয়াকি-টকি নিকোলায়েভের দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। 'ফ্রিকোয়েন্সি আর কো-অর্ডিনেটগুলো দিন, রিয়ার অ্যাডমিরাল।'

নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন নিকোলায়েভ, আর তখুনি একটা ছায়ামূর্তি উদয় হলো স্নেক পিটের ভাঙা প্রবেশপথ পেরিয়ে। পাঁই করে ওদিকে ঘুরল রানা, রাইফেল তুলে ধরেছে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'না-আ!' চেঁচিয়ে উঠল মানুষটা। ইংরেজিতে কথা বলছে। 'গুলি করবেন না... প্লিজ!'

মানুষটাকে চিনতে পেরে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবি, 'পাওয়েল!'

এগিয়ে এসে হাসল পাওয়েল। 'হাই, মিস ম্যানিটক! আশা করি বেশি দেরি করে ফেলিনি?'

'আ... আপনি বেঁচে আছেন কীভাবে?'

'আর বলবেন না... বিস্ফোরণের ধাক্কায় উড়ে গিয়ে একটা বরফ-স্তূপের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলাম। হারিয়ে ফেলেছিলাম জ্ঞান। পরে যখন হুঁশ ফিরল, তখন আপনারা উধাও হয়ে গেছেন। পরের কয়েক ঘণ্টা লুকিয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করেছি পরিস্থিতি। শেষে আরেকটা ভেন্টিলেশন শাফট ধরে নেমে এসেছি নীচে... আপনাদেরকে উদ্ধার করতে।'

'একাকী এতবড় ঝুঁকি নিয়েছেন?'

'একা হতে যাব কেন? ওরা আছে না?' দরজার দিকে ইশারা করল পাওয়েল।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একজন মানুষ বেরিয়ে এল স্নেক পিট থেকে, ওকে দেখে আরেক দফা চমকাল অ্যাবি। 'জিম!'

জিম একা নয়। তার পিছু পিছু ঘেউ ঘেউ করতে করতে উদয় হলো অ্যাবির একান্ত বিশ্বস্ত কুকুরটাও।

'লোবো!'

'পাহাড়ের মাঝে খুঁজে পেয়েছি ওকে,' বলল পাওয়েল। 'দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। জিমকেও মৃত ভেবে আর আটক করেনি রাশানরা। আসলে স্রেফ জ্ঞান হারিয়েছিল ও, রক্ত ঝরছিল কপাল কেটে যাওয়ায়।'

'আমরাও তো ভেবেছি ও মারা গেছে!'

'আগামীতে দয়া করে পালস চেক করে দেখবেন।' বলল


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

জিম।

'সরি, ভুল হয়ে গেছে,' বলল অ্যাবি। 'কিন্তু তোমরা এসেছ কীভাবে? গ্রেণ্ডেলগুলো বাধা দেয়নি?'

কোমরে গোঁজা একটা ফ্লেয়ার গান দেখাল পাওয়েল। 'পার্কিং এরিয়ার ভাঙাচোরা স্নোক্যাটগুলোর মাঝে তল্লাশি চালিয়ে জোগাড় করেছি এটা। ফ্লেয়ার শেলও পেয়েছি বেশ কিছু। ওগুলোর সাহায্যে মোকাবেলা করেছি দানবগুলোকে। কিছু শেল এখনও রয়ে গেছে, চলুন বেরিয়ে পড়ি। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।'

'ভিতরে আরও কয়েকজন রয়ে গেছে—ড. কনওয়ের টিম আর লেঃ লিসা,' জানাল অ্যাবি। 'চলো আগে ওদেরকে নিয়ে আসি।'

'দাঁড়াও,' বাধা দিল রানা। 'আমরা সবাই যাব।'

ভুরু কোঁচকাল পাওয়েল। 'স্টেয়ারকেসটা পাহারায় রাখা উচিত না?'

'না। কারণ ভেন্টিলেশন শাফট ধরে সারফেসে ফিরব না আমরা। বোমার এফেক্ট ওখানেই সবচেয়ে বেশি হবে।'

'বোমা!' চমকে উঠল পাওয়েল। 'কীসের বোমা?'

সংক্ষেপে তাকে জানানো হলো পোলারিস ডিভাইসের কথা।

'হায় যিশু!' কপাল চাপড়াল পাওয়েল। 'কেন মরতে এসেছিলাম এখানে?'

'কোনও কথা নয়, মুভ!' ধমকে উঠল রানা। 'রিয়ার অ্যাডমিরাল, হলো আপনার?'

'হ্যাঁ।' হারমোনিক ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি আর অ্যামপ্লি-ফায়ারের লোকেশন দেয়া শেষ করেছেন নিকোলায়েভ, ওয়াকি-টকি ফিরিয়ে দিলেন রানার হাতে।

'ক্যাপ্টেন, রওনা হয়ে যান,' বলল রানা। 'শুভকামনা রইল। আশা করি সফল হবেন।'



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'আপনাদের জন্যও শুভকামনা, মি. রানা!' বললেন গরডন। 'কথা দিচ্ছি, আমরা ফিরে আসব আপনাদের জন্য। ততক্ষণ চেষ্টা করুন টিকে থাকতে।'

'আমার তেমনই ইচ্ছে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

সবাইকে নিয়ে মেইন ল্যাবে ফিরে এল রানা। করিডোরে গুলি খাওয়া দুই গার্ডের পকেট থেকে জোগাড় করা হলো চাবি। কারাগার থেকে মুক্ত করা হলো সবাইকে।

'এবার কী করতে চাও, রানা?' জিজ্ঞেস করলেন নিকোলায়েভ। 'হারমোনিক ওয়েভকে ঠেকাবার একটা কৌশল বের করেছ... কিন্তু ওতে তো মাস্টার ট্রিগারের বিস্ফোরণ থামবে না। কীভাবে বাঁচবে বলে ভাবছ?'

'প্ল্যান একটা আছে আমার মাথায়,' বলল রানা। 'ড. কনওয়ে, একবার তো গেছেন আপনারা সি-গেইটের কন্ট্রোল রুমে। সার্ভিস টানেল ধরে আরেকবার আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'পারব না মানে?' সোৎসাহে বললেন ড. কনওয়ে। 'ফটোগ্রাফিক মেমোরির অধিকারী আমি, মি. রানা। একবার কিছু দেখলে সেটা আর কখনও ভুলি না।'

'গুড, তা হলে কাজে লাগানো যায় প্ল্যানটা।' হাসল রানা। ব্যাখ্যা করল কী করতে চাইছে।

'মরেছি...' বিড়বিড় করে উঠল পাওয়েল। 'আজ নির্ঘাত মারা পড়েছি!'



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

# উনত্রিশ

দলবল নিয়ে চার নম্বর লেভেলে ফিরে এল ম্যাসন। প্রিজন এরিয়ায় পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল। খাঁ খাঁ করছে সবক'টা সেল। মরে পড়ে আছে দুই গার্ড... বন্দিরা অদৃশ্য। তাড়াতাড়ি খোঁজ নিতে গেল ভল্টে। দরজা খুলতেই দেখতে পেল ধ্বংসযজ্ঞ। গ্রেনেড বিস্ফোরণে তছনছ হয়ে গেছে ছোট্ট কামরাটা। কী ঘটেছে বুঝতে এক মুহূর্তও লাগল না।

'মাসুদ রানা!' দাঁত কিড়মিড় করে বলল সে। 'নিশ্চয়ই ওই মাসুদ রানার কাজ এটা। আর কারও না।' ঝট করে ফিরল সঙ্গীদের দিকে। 'খোঁজো ওদেরকে!'

কয়েক মিনিটের ভিতরে ফিরে এল এক সৈনিক। জানাল, 'স্যর, ওরা সার্ভিস টানেলে ঢুকে পড়েছে।'

ভুরু কোঁচকাল ম্যাসন। কী করতে চাইছে রানা? সার্ভিস টানেলে ঢুকেছে কেন?

'ওদের পিছনে দু'জনকে পাঠাও,' নির্দেশ দিল সে। 'রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ আর ছোট বাচ্চাটাকে জ্যান্ত চাই আমার। বাকিদেরকে দেখামাত্র গুলি করতে বলবে।'

কথা শেষ হওয়ামাত্র শোনা গেল বিস্ফোরণের আওয়াজ—নীচ থেকে এসেছে। পায়ের নীচে কেঁপে উঠল মেঝে।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'ওরা লোয়ার লেভেলে চলে গেছে!' উত্তেজিত গলায় বলল ম্যাসন। 'জলদি চলো ওখানে!'

সার্ভিস টানেল ধরে পাঁচ নম্বর লেভেলের সি-গেইট রুমে চলে এসেছে রানা ও তার সঙ্গীরা। সেখান থেকে জমাট বাঁধা বরফে ভরা করিডোর ধরে কিছুদূর এগোতেই পাওয়া গেছে ডকিং স্টেশনে যাওয়ার একটা দরজা। ওটা পেরিয়ে দ্বিতীয় একটা কামরায় ঢুকেছে। এখানে রয়েছে ডকিং বে-তে যাওয়ার হ্যাচ। কষ্টেসৃষ্টে হ্যাচটা খুলেছে ওরা। কিন্তু ওপাশে তাকাতেই দমে গেছে মন। পুরো ডকিং বে এখন একটা জমাট বাঁধা বরফপিণ্ড বৈ আর কিছুই নয়। তার ভিতরে পাথরবন্দি ফসিলের মত আটকা পড়ে গেছে পুরনো রাশান সাবমেরিনটা—ঢাকা পড়ে গেছে কোনিং টাওয়ার আর খোলের ভিতরে ঢুকবার সবক'টা প্রবেশপথ।

হাল ছাড়বার পাত্র নয় রানা। মৃত রাশান সৈনিকদের দেহতল্লাশি করে যা যা পেয়েছে, সব নিয়ে এসেছে—তার মধ্যে আছে দুটো ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেড। পিন খুলে ছুঁড়ে দিল ওগুলো ডকিং বে-র ভিতরে, তারপর টেনে দিল দরজা।

বিকট আওয়াজে ঘটল বিস্ফোরণ। দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে রেখেছিল রানা, ঝটকা দিয়ে সরিয়ে আনল হাত। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের মত তেতে উঠেছে ইস্পাতের তৈরি দরজাটা। রাশান বিস্ফোরকটার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ওর, এখন পর্যন্ত দারুণ কাজ দেখিয়ে চলেছে গ্রেনেডগুলো। ডকিং বে-তে কতদূর কী করে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

গুম গুম আওয়াজ স্তিমিত হয়ে এলে নড়ল রানা। পারকার হাতা টেনে নিল তালু পর্যন্ত, তারপর হ্যাণ্ডেলে মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। দেখল, গলে গেছে সারফেসের অনেকখানি


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
বরফ। পানি ফুটছে টগবগ করে। বরফ সরে গেছে কোনিং টাওয়োরের উপর থেকে। উন্মুক্ত হয়ে গেছে হ্যাচ। ফসফরাসের গন্ধ মেশানো বাষ্প বেরিয়ে এল খোলা দরজা দিয়ে। মুখ পুড়ে যাওয়ার দশা।

নাক-মুখ ঢাকতে বাধ্য হলো সবাই। কাশতে কাশতে পাওয়েল বলল, 'একটা গ্রেনেড ব্যবহার করলেই চলত। এখন ওই গরম পানি ভেঙে এগোব কীভাবে?'

ঘড়ি দেখল রানা। পোলারিস ডিটোনেশনের মাত্র তেরো মিনিট বাকি। পানি ঠাণ্ডা হবার জন্য অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'ঢুকুন সবাই।'

'ওই গরম পানিতে?' আঁতকে উঠল লিলি।

'বড় জোর দু'একটা ফোস্কা পড়বে পায়ে,' বলল রানা। 'ভয়ের কিছু নেই। মুভ!'

দ্বিধা কাটিয়ে পা বাড়াল লিসা। দরজা গলে চলে গেল ওপাশে। তার পিছু নিল কনওয়ে ও তাঁর দুই সহকারী। এরপর জিমকে পাঠাল রানা। বলে দিল, 'সাবমেরিনের হ্যাচ খুলে ভিতরে ঢোকাও সবাইকে।'

'ঠিক আছে, মি. রানা।' তড়িঘড়ি করে পা বাড়াল জিম।

ডক পেরিয়ে সাবমেরিন পুলে নেমে পড়ল ওরা। তলায় এখনও বরফ, কিন্তু হাঁটু পর্যন্ত থইথই করছে পানি। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে সাবমেরিনের দিকে এগোল চারজনে। অ্যাবি আর নিকোলায়েভের দিকে ফিরল রানা। 'এবার তোমাদের পালা। তাড়াতাড়ি যাও। গ্রেনেডের আওয়াজ নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে ম্যাসন। দলবল নিয়ে চলে আসবে যে-কোনও মুহূর্তে। আমি আর পাওয়েল কাভার দেব পিছনটা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সাকিকে কোলে তুলে নিল অ্যাবি। তারপর নিকোলায়েভের পিছু পিছু রওনা হয়ে গেল সাবমেরিনের দিকে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
ওদের পিছু পিছু লোবোও এগোল।

ডক থেকে পুলে নেমেই চমকে উঠল অ্যাবি। লিসাদের বেলায় হাঁটু ডুবেছিল, কিন্তু এখন পানির লেভেল উঠে এসেছে ওর ঊরু পর্যন্ত। বাড়ছে দ্রুত। লোবোকে রীতিমত সাঁতার কেটে এগোতে হচ্ছে। আচমকা কমেও গেছে পানির তাপমাত্রা। চারপাশে বুদ্‌বুদ লক্ষ করল ও।

'রানা!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবি। 'সাগরের পানি ঢুকছে এখানে! জলদি এসো!'

ওদিকে তাকিয়ে চমকে উঠল রানা। সি-গেইট খোলা থাকলেও এতকাল পানি ঢোকেনি আইস স্টেশনে। সাগরের সঙ্গে যেখানে সংযুক্ত হয়েছে পুল, সে-জায়গাটা বরফ জমে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাশান গ্রেনেডদুটো গলিয়ে দিয়েছে পুলের ওই বরফ। ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢুকতে শুরু করেছে আর্কটিকের শীতল পানি। ডকিং বে সয়লাব হতে দেরি নেই।

'লেটস্ গো,' পাওয়েলকে বলল রানা।

একসঙ্গে উল্টো ঘুরল দু'জনে। আর তখুনি গুলির আওয়াজে প্রকম্পিত হলো চারপাশ। করিডোরের দরজায় উদয় হয়েছে ডেল্টা ফোর্স। রানা আর পাওয়েলের শরীরের আশপাশ দিয়ে ছুটে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট।

ঝাঁপ দিয়ে ডকিং বে-তে ঢুকে পড়ল ওরা। ছুট লাগাল ঊর্ধ্বশ্বাসে। প্রথম গ্রুপ ততক্ষণে উঠে পড়েছে কোনিং টাওয়ারে। হ্যাচ খুলে ফেলেছে জিম। ড. কনওয়ে তাঁর দুই সহকারী নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন খোলের ভিতর। লিসা আর জিম অপেক্ষা করছে বাকিদের জন্য।

পুরনো, অচল ওই সাবমেরিনই ওদের শেষ আশা। ওটায় আশ্রয় নেবে বলে ঠিক করেছে রানা। লোহার তৈরি খোলটা বেশ শক্ত... বরফে আটকা পড়া অবস্থায় সাবমেরিনটাকে মোটামুটি


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
একটা বাঙ্কার বলা চলে। শকওয়েভের ধাক্কা সয়ে নিতে পারবে বলে আশা করছে ও। ক্ষীণ হলেও একটা সম্ভাবনা আছে বাঁচবার।

ডকের প্রান্তে গিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল শীতে। ইনসেণ্ডিয়ারির উত্তাপ শুষে নিয়েছে হিমশীতল সাগরজল, বাইরের টেম্পারেচারে পৌঁছুতে শুরু করেছে ভিতরের পানি। লেভেলও বেড়ে গেছে অনেকটা। কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে ওর।

স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাবি আর নিকোলায়েভ। ওদের উদ্দেশে চেঁচাল রানা, 'দাঁড়িয়ে থেকো না। সাবমেরিনে ওঠো!'

উল্টো ঘুরে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে এগোল অ্যাবি। নিকোলায়েভ পিছু নিলেন ওদের। করিডোরে একটা গ্রেনেড ফাটল, কবজা ভেঙে উড়ে এল ডকিং বে-র দরজা, আছড়ে পড়ল পুলের পানিতে। আরেকটু হলেই ওটার তলায় পড়ত রানা।

ফাঁকা ডোরওয়েতে ছায়া দেখা গেল, ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করছে ডেল্টা ফোর্স। রাইফেল তুলে কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল রানা, ওর দেখাদেখি গুলি ছুঁড়ল পাওয়েলও। ভয় পেয়ে সরে গেল ছায়াগুলো। আগে বাড়ার সাহস হারিয়েছে।

সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল রানা আর পাওয়েল। পানি ভেঙে দ্রুত এগোতে শুরু করল সাবমেরিনের দিকে। লোবো তখন পৌঁছে গেছে কোনিং টাওয়ারের পাশে, কুকুরটাকে উপরে তুলে নিল জিম। সাকিকে নিয়ে অ্যাবি আর নিকোলায়েভও পৌঁছেছে সাবমেরিনের বিশ গজের ভিতর। হঠাৎ ওদের সামনে ছিটকে উঠল পানির ফোয়ারা।

তাল হারাল দু'জনে, ঝপাস করে পড়ে গেল পানির মধ্যে। এক মুহূর্তের জন্য ফোয়ারার মাঝে দেখা গেল সাদা রঙের একটা জলজ প্রাণীর পিঠ, পরক্ষণে ডাইভ দিয়ে পানির ভিতরে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
হারিয়ে গেল ওটা।

থমকে দাঁড়াল রানা। কী ওটা, বুঝতে পেরেছে।

গ্রেণ্ডেল! একটা গ্রেণ্ডেল সাঁতার কাটছে পুলের পানিতে! স্রোতে ভেসে চলে এসেছে বাইরের সাগর থেকে।

অ্যাবি আর রিয়ার অ্যাডমিরাল উঠে দাঁড়িয়েছে। ঠাণ্ডায় গোঙাচ্ছে সাকি। ওকে একটু উঁচু করে ধরল অ্যাবি, তারপর আবার এগোতে শুরু করল সাবমেরিনের দিকে।

'থামো সবাই!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'নোড়ো না কেউ!'

ওর দিকে ঘাড় ফেরালেন নিকোলায়েভ। 'কেন?'

'এখানে একটা গ্রেণ্ডেল আছে,' পানির দিকে ইশারা করল রানা। 'নড়লে মনোযোগ আকৃষ্ট হবে ওটার।'

'তাই বলে দাঁড়িয়ে থাকব?' দরজা দেখালেন নিকোলায়েভ, 'ডেল্টা ফোর্স এখানে ঢুকে পড়বে যে-কোনও মুহূর্তে!'

'প্লিজ, অ্যাডমিরাল। ওয়ান প্রবলেম অ্যাট আ টাইম। আগে গ্রেণ্ডেল ঠেকাই, তারপর নাহয় ওদের কথা ভাবব।'

রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে হাতে পিস্তল নিল রানা। আঁতিপাঁতি করে খুঁজল চারপাশ। কিন্তু দেখতে পেল না দানবটাকে। পানি আরও বেড়ে গেছে—উঠে এসেছে বগল পর্যন্ত। এর মাঝে কোথায় ডুব দিয়ে রয়েছে প্রাণীটা, বোঝা মুশকিল।

ঘড়ি দেখল রানা। এগারো মিনিট বাকি। ফুরিয়ে আসছে সময়। দরজায় আবার দেখতে পেল ছায়ার নড়াচড়া। আবার এগোতে শুরু করেছে মার্কিন সৈন্যরা।

হতাশায় ছেয়ে গেল রানার অন্তর। নড়লে মৃত্যু... না নড়লেও! কী করবে ভেবে পেল না। এমন অসহায় অবস্থায় আগে কখনও পড়েনি ও।

ফুল স্পিডে ছুটছে পোলার সেন্টিনেল। ব্রিজে, চার্ট টেবিলের


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
উপর ঝুঁকে আছেন ক্যাপ্টেন গরডন। স্লাইড আর ডিভাইডারের সাহায্যে করছেন জটিল হিসেব-নিকেশ—বের করতে চাইছেন ঠিক কোথায় ইন্টারসেপ্ট করতে হবে হারমোনিক ওয়েভের প্রবাহকে।

'হেলমস্‌ম্যান!' খানিক পরে চড়া গলায় ডাকলেন তিনি। 'পাঁচ ডিগ্রি পোর্টে সরে এসো।'

'আই, আই, স্যর।' সাড়া দিয়ে হুইল ঘোরাল হেলমস্‌ম্যান।

'স্পিড কত আমাদের?'

'ফিফটি টু নটস্‌, ক্যাপ্টেন।'

'আরও স্পিড চাই আমাদের। ইঞ্জিন রুমকে বলো দশ পার্সেন্ট পাওয়ার বাড়াতে।'

'সেফ লিমিটের শেষ সীমায় আছি আমরা, ক্যাপ্টেন। ইঞ্জিনিয়ার অফিসার বলছেন...'

'গড্যাম ইট!' গর্জে উঠলেন গরডন। 'লিমিট সম্পর্কে জানা আছে আমার। যা বলছি তা-ই করতে বলো।'

'ইয়েস, স্যর।'

ঘড়ি দেখলেন তিনি। দশ মিনিট বাকি ডিটোনেশনের। শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। জায়গামত পৌঁছুতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।

ইঞ্জিনের পাওয়ার বেড়ে গেছে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত কাঁপতে শুরু করল গোটা জাহাজ। গোঙানির মত আওয়াজ ভেসে আসছে ইঞ্জিন রুম থেকে।

'স্পিড সিক্সটি নটস্‌, ক্যাপ্টেন,' জানাল হেলমস্‌ম্যান।

'দ্যাট্‌স্‌ গুড।'

আবারও ঘড়ি দেখলেন গরডন, তারপর তাকালেন চার্টের দিকে। সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। আরও দ্রুত এগোতে হবে তাঁদেরকে। কিন্তু জাহাজের কাঠামো কি সহ্য করতে পারবে সেই


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
গতি? ইতিমধ্যে নিরাপদ সীমা পেরিয়ে এসেছেন তাঁরা।

স্থির করলেন, পরোয়া করবেন না তিনি। প্রলয় রুখতে হয় সফল হবেন, নয়তো জীবন দেবেন সেই চেষ্টায়। হেলমস্‌ম্যানের দিকে ফিরলেন তিনি।

'হেলমস্‌ম্যান, আরও পাঁচ পার্সেন্ট পাওয়ার চাই আমি। এক্ষুণি!'

পানির মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, ইতিমধ্যে বুক পর্যন্ত ডুবে গেছে ওর। ডকিং বে-র এখানে-ওখানে এখনও জ্বলছে ইনসেণ্ডিয়ারি গ্রেনেডের আগুন, কিন্তু শিকারি গ্রেণ্ডেলের অবস্থান বোঝার জন্য সেই আলো যথেষ্ট নয়। মাঝে মাঝে আলোড়ন উঠছে পানির বুকে—সেটাই শুধু দানবটার উপস্থিতির প্রমাণ।

ঘড়ি দেখল রানা। দশ মিনিট বাকি বিস্ফোরণের, অথচ কিছুই করতে পারছে না। চরম হতাশায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো।

হঠাৎ দরজার দিক থেকে ভেসে এল ম্যাসনের গলা।

'আত্মসমর্পণ করুন, মি. রানা!'

'বাহ্‌!' সখেদে বলল পাওয়েল। 'এ-ই তো চাই!'

'আপনারা আমাদের নাগালের মধ্যে আছেন, মি. রানা,' চেঁচাল ম্যাসন। 'ডান-বাম করতে গেলেই গুলি করে সবাইকে ঝাঁঝরা করে দেব আমরা।'

হুমকিটাকে জোরালো করবার জন্য জ্বলে উঠল সৈনিকদের অস্ত্রের লেজার সাইট। একটা করে লাল বিন্দু এসে স্থির হলো পানিতে দণ্ডায়মান মানুষগুলোর বুকের উপর।

'ডোণ্ট মুভ!' বলল ম্যাসন।

'এমনিতেও নড়ছি না,' বিড়বিড় করল পাওয়েল। সভয়ে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
তাকাল আশপাশে। গ্রেণ্ডেলটা কোথায় ঘাপটি মেরেছে কে জানে।

'কী চাও তুমি, গ্যারি?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ, আর ওই বাচ্চাটাকে,' জবাব দিল ম্যাসন। 'দু'জনকেই পাঠান। এক্ষুণি! আমাদের হাতে সময় নেই।'

আবারও ঘড়ির ডায়ালে চোখ বোলাল রানা। নয় মিনিটে নেমে এসেছে কাউন্টডাউন। ঠোঁট কামড়াল—কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না নিষ্কৃতির। এখন স্রেফ কীভাবে মরবে, সেটা ঠিক করা যেতে পারে—বুলেট, গ্রেণ্ডেল, নাকি বোমার বিস্ফোরণে?

অ্যাবির দিকে তাকাল রানা, চোখের ভাষায় কিছু বলল ওকে। সেটা বুঝতে পেরে আতঙ্ক ফুটল মেয়েটার চোখে। ফিসফিসিয়ে বলল, 'না! প্লিজ, রানা... না!'

'আমি দুঃখিত, অ্যাবি,' নিচু গলায় বলল রানা। 'আর কোনও উপায় নেই তোমাদেরকে বাঁচাবার।'

কথাটা বলেই ডকের দিকে এগোতে শুরু করল ও।

চরম অবিশ্বাস নিয়ে ওর দিকে তাকালেন নিকোলায়েভ। রানা যা করতে চাইছে, তা ভাবনার অতীত। আত্মত্যাগ করতে চলেছে দুঃসাহসী বাঙালি যুবক—চাইছে গ্রেণ্ডেল হামলা চালাক ওর উপর... সেই বিশৃঙ্খলায় হতচকিত হয়ে পড়বে ডেল্টা ফোর্স, ওর সঙ্গীরা সুযোগ পাবে এক ছুটে সাবমেরিনে উঠে পড়বার।

'থামো, রানা!' জলদগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

থামল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, 'কিছু বলবেন, অ্যাডমিরাল?'

জবাব দেবার আগে অ্যাবির দিকে তাকালেন নিকোলায়েভ।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
সাকিকে বুকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ও। বাচ্চাটার উপর স্থির হলো তাঁর দৃষ্টি। পিতার মতই অদ্ভুত এক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে ছেলেটা তাঁর মাঝে, খুলে দিয়েছে চোখ। মরমে মরে যাচ্ছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল—লজ্জা, ঘৃণা আর আত্মগ্লানিতে। তিনিই সবকিছুর জন্য দায়ী। তিনিই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন নিরপরাধ এই মানুষগুলোকে।

'এখানেই থাকো তুমি,' রানার উদ্দেশে বললেন নিকোলায়েভ। এরপর হাঁক ছাড়লেন ম্যাসনের উদ্দেশে। 'আসছি আমি! গুলি কোরো না!'

'না, অ্যাডমিরাল...' বাধা দেবার চেষ্টা করল রানা।

'এক মিনিট পাচ্ছ তুমি,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন নিকোলায়েভ। তারপরেই পানিতে আলোড়ন তুলে দ্রুত এগোলেন ডকের দিকে।

ছুটে গিয়ে তাঁকে থামাবে কি না ভাবল রানা, পরমুহূর্তে মনে পড়ল এক মিনিটের অর্থ। নিকোলায়েভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রিসেট হবে পোলারিসের কাউন্টডাউন... ষাট সেকেণ্ড পরে ঘটবে বিস্ফোরণ। তাঁকে এক রকম মৃতই বলা চলে—পিছনে দ্বিতীয় একটা আলোড়ন দেখতে পাচ্ছে রানা, রিয়ার অ্যাডমিরালকে টার্গেট করে ছুটে যাচ্ছে গ্রেণ্ডেল। ঠেকাবার উপায় নেই। সে-চেষ্টা করতে গেলে বরং বৃথা যাবে ভদ্রলোকের আত্মত্যাগ—মারা পড়বে সবাই।

অ্যাবি আর পাওয়েলের দিকে ঘাড় ফেরাল রানা। নিচু গলায় বলল, 'গেট রেডি। আমি বললেই ছুট লাগাবে সাবমেরিনের দিকে।'

ডোরওয়েতে উদয় হয়েছে ম্যাসন। মুখে ক্রূর হাসি। কিন্তু হাসিটা মুছে গেল রিয়ার অ্যাডমিরালকে একা এগোতে দেখে। চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই! আপনি একা কেন? বাচ্চাটাকেও চেয়েছি


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আমি!'

পাত্তা না দিয়ে আরও জোরে হাত-পা ছুঁড়লেন নিকোলায়েভ। তাঁর ঠিক পিছনে ঢেউ উঠতে দেখল ম্যাসন... এরপরেই জ্যা-মুক্ত তীরের মত পানি ভেদ করে ঝাঁপ দিল গ্রেণ্ডেল—হাঁ করে রেখেছে মুখ।

'না-আ!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাসন।

বৃথা আস্ফালন। খপ্ করে রিয়ার অ্যাডমিরালের দেহটা চোয়ালে আটকে ফেলল গ্রেণ্ডেল, কয়েক ফুট উড়ে গেল বাতাসে, তারপর ঝপাস করে পানিতে নেমে এল দেহদুটো। তলিয়ে গেল নিমেষে। ঝড় উঠল পানির তলায়, যেন অদৃশ্য কোনও ঘুটনি চালানো হচ্ছে... লাল হয়ে গেল পানির রঙ। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল ম্যাসন ও তার সঙ্গীরা, নড়তেও ভুলে গেছে।

'এবার!' সঙ্গীদের উদ্দেশে চাপা গলায় বলে উঠল রানা।

উল্টো ঘুরে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে এগোতে শুরু করল তিনজনে। পানি এখন উঠে এসেছে গলার উপরে—সাঁতার কেটে এগোতে হলো ওদেরকে। সবার আগে সাবমেরিনের কাছে পৌঁছুল অ্যাবি। সাকিকে উঁচু করে ধরল ও। বাচ্চাটাকে টান দিয়ে উঠিয়ে নিল জিম। ল্যাডার বেয়ে অ্যাবিও উঠে গেল তার পিছু পিছু।

রানা আর পাওয়েল পৌঁছুল প্রায় একই সময়ে। বিশালদেহী সিম্যানকে আগে উঠতে দিল রানা, সেই সুযোগে দেখে নিল পিছনটা। দরজার মুখে এখনও হতভম্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে ম্যাসন ও তার সঙ্গীরা—কত বড় সর্বনাশ ঘটে গেছে, সে-ব্যাপারে সচেতন... বুঝতে পারছে না কী করবে এখন।

পানিতে নতুন করে আলোড়ন লক্ষ করল রানা। একে একে ভেসে উঠল আরও তিনটে সাদাটে অবয়ব—নতুন তিনটা গ্রেণ্ডেল! নিশ্চয়ই রক্তের গন্ধ পেয়ে ছুটে এসেছে! দুটো চলে গেল ডকের দিকে, মুখ ঘুরিয়ে তৃতীয়টা এগোল রানার দিকে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

ঝট করে পাওয়েলের দিকে তাকাল রানা—এখনও সে ল্যাডার ধরে ঝুলছে। উপরে ওঠার উপায় নেই, দেরি না করে পানিতে ডুব দিল ও। দেখাদেখি ডুব দিল গ্রেগেলটাও, হারপুনের মত অদম্য গতিতে ছুটে এল ওর দিকে।

একপাশে সরে গিয়ে হামলা এড়াল রানা। ওর শরীর ঘেঁষে চলে গেল দানবটা। কিছুদূর গিয়ে ডিগবাজি খেলো ওটা, দিক ঠিক করে দ্বিতীয় দফা হামলা চালাল। পুলের তলায় দু'পা ভাঁজ করে বসে পড়েছে রানা... এবার আর সরল না সামনে থেকে, মুখোমুখি হলো দানবের। একেবারে শেষ মুহূর্তে... প্রাণীটা এক ফুটের মধ্যে পৌঁছুতেই স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল ও, উঠে গেল গ্রেগেলের শরীরের উপরে। ওই অবস্থায় শরীর মোচড়াল, চোখের সামনে গ্রেগেলের পিঠ দেখতে পেয়ে মরিয়া হয়ে ছুঁড়ল দু'হাত, গলা পেঁচিয়ে ধরল ওটার—চড়ে বসল পিঠে।

শুরু হলো পানির তলায় কুস্তি। পিঠে সওয়ার হওয়া দু'পেয়ে আপদটাকে দূর করবার জন্য ক্রমাগত মোচড় খাচ্ছে গ্রেগেল, ছুটছে দিগ্বিদিক। রানাও নাছোড়বান্দা—শুধু হাত নয়, পা দিয়েও সাপের মত জড়িয়ে ধরেছে দানবটাকে, কিছুতেই আলগা করল না সে-বাঁধন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল দানব। এবার পিস্তল বের করল রানা, শান্ত ভঙ্গিতে ঠেকাল গ্রেগেলের খুলির পিছনে... টিপে দিল ট্রিগার। রক্ত আর মগজ ছিটকে পড়ল পানিতে, রানার শরীরের তলায় নিস্তেজ হয়ে গেল বিশাল দেহটা। সাঁতার কেটে সরে এল রানা, সাবমেরিনের পাশে পৌঁছে ভেসে উঠল। এক মিনিটের বেশি পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। চারপাশে সব এখনও শান্ত দেখে অবাক হলো। নিশ্চয়ই প্রাণবায়ু বেরোতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছে রিয়ার অ্যাডমিরালের।

'মি. রানা! কুইক!' উপর থেকে ডেকে উঠল পাওয়েল।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

দ্রুত ল্যাডার বাইল রানা, কাছাকাছি পৌঁছুতেই হ্যাঁচকা টানে ওকে কোনিং টাওয়ারে তুলে নিল সিম্যান। সিধে হয়ে পিছনে তাকাল রানা।

দুটো গ্রেণ্ডেল উঠে পড়েছে ডকে, পায়ে পায়ে এগোচ্ছে ম্যাসন আর ডেল্টা ফোর্সের সদস্যদের দিকে। গুলি ছুঁড়ে ওগুলোকে ঠেকাতে চেষ্টা করছে লোকগুলো।

আচমকা দুলে উঠল দুনিয়া। উপর থেকে ভেসে এল বজ্রপাতের মত গুড়গুড় আওয়াজ। বিস্ফোরিত হয়েছে পোলারিস ডিভাইস।

থমকে দাঁড়াল দুই গ্রেণ্ডেল, উল্টো ঘুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলের পানিতে। তার কারণ টের পাওয়া গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। উপর থেকে ভেসে এল বিস্ফোরণের চেয়ে জোরালো আওয়াজ। শকওয়েভের ধাক্কায় একে একে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে আইস স্টেশনের সমস্ত লেভেল। চোখের পলকে ফাটল ধরল ডকিং বে-র ছাত আর দেয়ালে—বাড়ছে দ্রুত।

'মি. রানা!' ডেকে উঠল পাওয়েল। হ্যাচের ভিতরে শরীর ঢুকিয়ে ফেলেছে সে। সাকি, অ্যাবি আর জিম নেমে গেছে ইতিমধ্যে।

শেষবারের মত ম্যাসনের দিকে তাকাল রানা। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেছে সিআইএ এজেন্টের, ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে তাকিয়ে আছে সাবমেরিনের দিকে। নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটল রানার ঠোঁটের কোণে। হাত নেড়ে টা-টা করল ও। তারপর ঢুকে গেল কোনিং টাওয়ারের ফোকর গলে। বন্ধ করে দিল হ্যাচ।

মই বেয়ে নেমে পা রাখল ডেকে। আশপাশে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'শুয়ে পড়ুন!' চেঁচাল রানা।

ঝটপট মেঝেতে শরীর মিশিয়ে দিল সবাই।

এবার প্রলয়ের অপেক্ষা।

# ত্রিশ

'এক্সপ্লোশন, ক্যাপ্টেন!' চেঁচিয়ে উঠল চিফ অভ দ্য ওয়াচ।

'কী!' চমকে উঠে তার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন গরডন। তাঁর হিসেবে আরও ছ'মিনিট সময় বাকি। নির্ধারিত লোকেশনেও পৌঁছুতে পারেনি পোলার সেন্টিনেল... এক মাইল বাকি। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।

'অ্যাবাউট টার্ন!' হেলমস্‌ম্যানকে নির্দেশ দিলেন তিনি। 'ডাইভিং অফিসার, গেট রেডি ফর ডাইভ!'

'আই, আই, স্যর।'

দ্রুত ঘুরতে শুরু করল সেন্টিনেল। ইন্টারকম তুলে সাইক্লপস্‌ চেম্বারে যোগাযোগ করলেন গরডন। শ্যারন ওখানে ডিপআই সোনারের কন্ট্রোলে অপেক্ষা করছে।

'এণ্ড অভ দ্য লাইন, ড. বেকেট,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'যা করবার, এখান থেকেই করতে হবে আপনাকে।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন,' সংক্ষেপে জানাল শ্যারন।

ঘুরে গেছে সাবমেরিন। ক্যাপ্টেনের নির্দেশ পেয়ে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কের ইনটেক খুলে দিল ডাইভিং অফিসার। ভারী পাথরের



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
মত নামতে শুরু করল সেন্টিনেল।

সাইক্লপস্ চেম্বারে বসে নিঃশব্দে ঈশ্বরকে ডাকল শ্যারন, তারপর দ্রুত অন্ করে দিল ডিপআই সোনার। আগেই ফ্রিকোয়েন্সি সেট করে রেখেছে ও, সুইচ টিপতেই ছড়িয়ে পড়ল অদৃশ্য তরঙ্গ—হারমোনিক ওয়েভের গতিপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চলেছে।

পাশে বসা রিচার্ড ম্যানিটকের দিকে তাকাল ও। বৃদ্ধ পিতার চোখ ভরে উঠেছে জলে। বিস্ফোরণের অর্থ তিনি জানেন—মারা গেছে তাঁর আদরের অ্যাবি।

রিচার্ডের হাতে হাত রাখল শ্যারন। 'আ... আমি দুঃখিত, মিস্টার ম্যানিটক।'

নিঃশব্দে দু'ফোঁটা অশ্রু নেমে এল বৃদ্ধ ইনুইটের গাল বেয়ে।

•

বৃষ্টির মত ঝরছে আইস স্টেশনের ছাত আর দেয়ালের টুকরো—পুরো কাঠামোই ধসে পড়তে চলেছে। ভয়াবহ এই ধ্বংসলীলার মাঝ দিয়ে ছুটে চলেছে ম্যাসন। চার নম্বর লেভেলে উঠে এসেছে সে, মেইন ল্যাবের করিডোর ধরে এগোচ্ছে ইগোর নিকোলায়েভের ভল্টের দিকে। সঙ্গীরা কে কোথায় জানে না, সবাই যার যার মত ছুটে পালিয়ে গেছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অদ্ভুত একটা আইডিয়া পেয়েছে ম্যাসন... প্রাণ বাঁচাবার আইডিয়া! সেজন্যেই ছুটেছে ভল্টের উদ্দেশে।

গন্তব্যে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। ভিতরটা গ্রেনেড বিস্ফোরণে তছনছ হয়ে গেছে, তারপরেও ধ্বংসস্তূপের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। ভাঙাচোরা কাঁচ আর বরফের মাঝে খুঁজছে কী যেন।

একটু পরেই পেয়ে গেল জিনিসটা। অক্ষত একটা সিরিঞ্জ... সেরামে ভরা! কীভাবে যেন টিকে গেছে ওটা। ঠোঁটের কোণে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
হাসি ফুটল ম্যাসনের। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এল ভল্ট থেকে। কাঁধের উপর খসে পড়ল প্রমাণ সাইজের একটা কংক্রিটের টুকরো, টলে উঠল, কিন্তু থামল না সে। এগিয়ে চলল। প্রথম যে ট্যাঙ্ক দেখল, সেটার দরজা খুলে ফেলল। এক টানে বাইরে ফেলে দিল ভিতরের স্পেসিমেনটা। নিজে ঢুকে পড়ল ভিতরে। টেনে বন্ধ করল দরজা।

আর তখুনি চার নম্বর লেভেলে আঘাত হানল হারমোনিক ওয়েভের প্রবাহ। চোখের পলকে ধূলিসাৎ হয়ে গেল দেয়াল আর মেঝে... আর্কটিকের শীতল জলে আছড়ে পড়ল ম্যাসনের প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্ক। নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে।

কাঁপতে কাঁপতে সিরিঞ্জের সুঁই ঠেকাল ম্যাসন হাতের ধমনীতে। হালকা চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল খানিকটা। এরপর পুশ করল প্লাঞ্জার। শীতল একটা স্রোত বইতে শুরু করল তার দেহে। শুরু হলো হাত থেকে... সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ছে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

এবার অপেক্ষার পালা। ট্যাঙ্কের কাঁচ ভেদ করে বাইরে তাকাল ম্যাসন। ধীরে ধীরে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ট্যাঙ্ক। অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক চিরে। আবার কবে জেগে উঠবে সে? কেমন হবে তখনকার পৃথিবী?

তারাভরা আকাশের নীচে, বরফ-প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে মেজর উইলসন। বিশ গজ পিছনে নিথর দাঁড়িয়ে আছে সি-হক হেলিকপ্টার। জায়গাটা আইস স্টেশন থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। আকাশে থাকতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু ফিউয়েল বাঁচাবার জন্য ল্যাণ্ড করতে হয়েছে তাকে। এতে খুব একটা বিপদের আশঙ্কা নেই। বিস্ফোরণ ঘটলে আলো দেখতে পাবে সে।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
শকওয়েভের ধাক্কা ত্রিশ মাইল পেরুনোর আগেই দুর্বল হয়ে পড়বে। সময়ও পাবে টেকঅফ করে সরে যেতে। এখন সে অপেক্ষা করছে অপারেশনাল কন্ট্রোলারের নির্দেশের জন্য। হয় তাকে উদ্ধার করতে যাবে, নয়তো রুশ বিজ্ঞানীর জার্নালগুলো নিয়ে ফিরে যাবে দেশে।

হঠাৎ পায়ের নীচের বরফে কম্পন অনুভব করল সে। ব্যাপার কী বুঝতে পারল না। বিস্ফোরণ ঘটেছে? তা হলে আলোর ছটা তো দেখতে পাবার কথা। বেচারার জানা নেই, পোলারিস ডিভাইসের বিস্ফোরণ দুনিয়াকে আলোকিত করে তুলবার মত বিশাল কিছু নয়। ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হারমোনিক ওয়েভকে স্রেফ সচল করেছে ওটা। www.banglabookpdf.blogspot.com

কাঁপুনি বেড়ে গেলে বিনকিউলার তুলল মেজর, ঠেকাল চোখে, তাক করল আইস স্টেশনের দিকে। যা দেখল, সেটা হিম করে দিল তার হৃৎপিণ্ড।

বিনা নোটিশে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে গোটা দ্বীপ! আগ্নেয়গিরির মত ছিটকাতে শুরু করেছে বরফ, দ্রুত এগিয়ে আসছে সেই ধ্বংসলীলা! পিছনে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সবকিছু! অন্ধকারের কারণে আগে ব্যাপারটা দেখতে পায়নি উইলসন। সবচেয়ে ভয়ের কথা, সাধারণ শকওয়েভের মত দুর্বল হচ্ছে না ওটা... অন্তত বিশ মাইল পেরিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে, এখনও এগোচ্ছে পূর্ণ আক্রোশে। হারমোনিক ওয়েভ বা ওটার এই বৈশিষ্ট্যের কথা জানত না মেজর।

পাঁই করে ঘুরল সে। ছুটে গেল হেলিকপ্টারের দিকে। পাইলটের উদ্দেশে চেঁচাল, 'টেকঅফ করো! কুইক!'

যতটা দ্রুত পারে ইঞ্জিন চালু করল পাইলট, কিন্তু তাতেও পেরিয়ে গেল মূল্যবান কয়েকটা মিনিট। ততক্ষণে এসে পড়েছে


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
হারমোনিক ওয়েভ। কোনোমতে আকাশে উড়ল সি-হক, কপ্টারের তলায় চুরমার হয়ে গেল বরফ-প্রান্তর। কম্পনপ্রবাহ ভেঙেচুরে দিল উইণ্ডশিল্ড আর জানালা কাঁচ! বাতাসের অবলম্বন হারাল আকাশযানটা, ঝোড়ো হাওয়ায় পড়া ঘুড়ির মত দুলতে শুরু করল প্রবলভাবে।

'গড্যাম ইট!' চেঁচিয়ে উঠল উইলসন। 'জলদি সরে যাও এখান থেকে!'

'চেষ্টা করছি, স্যর,' জানাল পাইলট। ভাঙা কাঁচের ধারালো টুকরো লেগে কেটে গেছে তার কপাল-গাল, তারপরেও কন্ট্রোল নিয়ে রীতিমত যুঝছে সে।

সমস্ত কৌশল বিফল হলো, আচমকা একপাশে কাত হয়ে গেল হেলিকপ্টার। ভারী পাথরের মত খসে পড়ল সাগরের বুকে। ছিটকে উঠল একরাশ নোনা পানি।

সাগরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল সি-হকের ফিউযেলাজ। কিছুক্ষণের জন্য ভেসে রইল ধ্বংসাবশেষটা, তবে চারদিক থেকে দ্রুতবেগে পানি ঢুকতে শুরু করেছে, তলিয়ে যাবে একটু পরেই।

বাল্কহেডের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে মেজর উইলসন, গায়ে পানির স্পর্শ পেয়েই ধড়মড় করে উঠে বসল। ককপিটের দিকে তাকাল, বেকায়দা ভঙ্গিতে কাত হয়ে আছে পাইলটের মাথা। ঘাড় ভেঙে গেছে নির্ঘাত। অস্থিরতা অনুভব করল উইলসন—তাড়াতাড়ি বের হতে হবে, ভেসে থাকতে হবে যতক্ষণ সম্ভব, হয়তো উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা হয়েও যেতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে দরজা পর্যন্ত গেল সে, আর তখুনি মরণ আর্তনাদ বেরুল কপ্টারের দেহ থেকে।

'না-আ!' সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল উইলসন।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

তার চিৎকারে বদলাল না নিয়তি। পেটের ভিতরে ডেল্টা ফোর্সের দুর্ধর্ষ নেতাকে নিয়ে অতল সাগরের গভীরে রওনা হয়ে গেল হেলিকপ্টার।

প্রাচীন রাশান সাবমেরিনের ভিতরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে ন'জন মানুষ আর একটি কুকুর। দ্বীপ ধ্বংস হবার সময়ে ঝালমুড়ির ডিব্বার মত বারবার ঝাঁকি খেয়েছে ডুবোজাহাজটা, এদিক-ওদিক ছিটকে ফেলেছে সবাইকে। বেমক্কা আঘাত পেয়ে অচেতন বা প্রায়-অচেতন দশা সবার। তবে এতকিছুর পরেও বেঁচে আছে ওরা। রানার ধারণা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। হারমোনিক ওয়েভ বরফকে চুরমার করে দিলেও ধাতব সাবমেরিনের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। খোলস হয়ে ভিতরের আশ্রিতদের রক্ষা করেছে ডুবোযানটা।

খোল থেকে মড়মড় আওয়াজ ওঠায় নড়ল রানা। উঠে বসল। জ্বালল ফ্ল্যাশলাইট। একটু ককিয়ে অ্যাবিও পাশ থেকে মাথা তুলল, আলিঙ্গনের ভিতরে সাকিকে ধরে রেখেছে ও। জানতে চাইল, 'কী হচ্ছে?'

'ডুবছি আমরা,' বলল রানা। 'পানির প্রেশার বাড়ছে। সইতে পারছে না পুরনো খোল।'

'কী সর্বনাশ! ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে না তো?'

'জানি না। ভিতরে আটকা পড়া বাতাসের কারণে ভেসে ওঠার কথা... কিন্তু ততক্ষণে কতখানি গভীরে তলিয়ে যায়, তার উপর নির্ভর করছে সবকিছু।'

আশপাশ থেকে গোঙানি ভেসে এল। একে একে উঠে বসছে সবাই।

'আমার কবজি ভেঙে গেছে!' অভিযোগের সুরে জানাল স্যাম।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

'এখনও যে বেঁচে আছ, সেটা কি যথেষ্ট নয়?' বিরক্ত গলায় বললেন কনওয়ে। কপালের একপাশ ফুলে গেছে তাঁর। হাত ঘষছেন সেখানে।

'এখনও রক্ষা পাইনি আমরা,' বলল লিসা। 'খোল যদি না-ও ভাঙে, কোনও ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া রকেটের মত সারফেসের দিকে ছুটে যাবে সাবমেরিন। যদি আইস ক্যাপের তলায় কলিশন হয়, চ্যাপ্টা হয়ে যাব আমরা।'

'মাথার উপরে বরফের কোনও অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না,' দ্বিমত পোষণ করল রানা। 'হারমোনিক ওয়েভ পুরো দ্বীপটাকেই গুঁড়ো করে দিয়েছে।'

'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক,' বলে উঠল পাওয়েল। 'এতক্ষণে একটা সুখবর দিলেন।'

একটু পরেই ঝাঁকি খেলো সাবমেরিন। উঁচু হতে শুরু করল নাকের অংশ।

'উঠছি আমরা!' উত্তেজিত গলায় বলল লিলি।

'কিছু একটা ধরে শুয়ে পড়ুন সবাই,' বলল রানা। 'সারফেসে পৌঁছে আরেক দফা ঝাঁকি খাবে সাবমেরিন... আবারও ছিটকে পড়ব আমরা।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাওয়া গেল ভয়াবহ ঊর্ধ্বগতির। মেঝের সঙ্গে আঠার মত সেঁটে গেছে সবাই, চাইলেও উঠতে পারছে না। গভীর পানিতে ডুবিয়ে দেয়া কর্কের মত দশা সাবমেরিনের, ছাড়া পেয়েই পাগলের মত উঠতে শুরু করেছে উপরে। বয়ান্সির কারণে প্রতি সেকেণ্ডে বাড়ছে গতি।

শেষ পর্যন্ত রকেটের বেগে সারফেস ভেদ করল ওটা, শূন্যে উঠে গেল অনেকদূর, তারপর ঝপাস করে আছড়ে পড়ল পানিতে। সতর্কতা সত্ত্বেও খুব একটা উপকার হলো না।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আরোহীরা ছিটকে গেল এদিক-সেদিক।

আচ্ছন্নের মত কিছুক্ষণ পড়ে রইল সবাই। সবার আগে স্বাভাবিক হলো লোবো। ঘেউ ঘেউ ডাকে পাগল বানিয়ে ছাড়ল সঙ্গীদেরকে।

'শালার কুকুরটা এত চেঁচাচ্ছে কেন?' গজগজ করে উঠল পাওয়েল।

'তুমিও চেঁচাবে,' হেসে বলল রানা, 'যখন বাইরেটা দেখবে।'

ধড়মড় করে উঠে বসল পাওয়েল। 'হা যিশু! আমরা বেঁচে গেছি?'

'আমার তো তা-ই ধারণা,' বলল রানা।

ব্যথা-বেদনা ভুলে গিয়ে হুল্লোড় করে উঠল সবাই। তাড়াতাড়ি ল্যাডারের দিকে ছুটে গেল। হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এল মুক্ত বাতাসে।

বিস্ময় নিয়ে চারপাশে তাকাল ওরা। গ্রেণ্ডেলদের বরফ-দ্বীপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দিগন্ত-বিস্তৃত সাগর ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে পানি। দেখে বোঝার উপায় নেই কতবড় বিপর্যয় ঘটে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

হেসে উঠল সবাই। আনন্দে জড়িয়ে ধরছে পরস্পরকে। কিন্তু রানা ওদের সঙ্গে শামিল হতে পারল না। মনে দুশ্চিন্তা। বেঁচে গেছে ওরা... কিন্তু বাকি পৃথিবী? পৃথিবীকে কি বাঁচানো গেছে? হারমোনিক ওয়েভের ধ্বংসযজ্ঞ কি ঠেকাতে পেরেছেন ক্যাপ্টেন গরডন?

ওর এই জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন দূরে মিটমিট করে উঠল একটা আলো।

'রানা!' ডেকে উঠল অ্যাবি। 'ওই দেখো!'


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

চোখ ছোট করে সেদিকে তাকাল রানা। 'পোলার সেন্টিনেল?'

'আর কে?' হেসে এগিয়ে এল জিম। 'কিন্তু ওদেরকে সঙ্কেত দেয়া যায় কী করে?'

'কেন, এটার কথা ভুলে গেছ?' কোমর থেকে ফ্লেয়ার গান বের করল পাওয়েল। একটা শেল ভরে ফায়ার করল আকাশের দিকে। রাতের আকাশে ধূমকেতুর মত উঠে গেল ফ্লেয়ার, চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে বিস্ফোরিত হলো।

আধঘণ্টা পর রাশান সাবমেরিনের পাশে এসে ভিড়ল পোলার সেন্টিনেল। সবাইকে নিয়ে যাওয়া হলো সাবমেরিনের ভিতরে। অবতারণা হলো আবেগঘন এক দৃশ্যের।

মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন রিচার্ড ম্যানিটক, আনন্দের অশ্রু ঝরছে দু'চোখ বেয়ে। বিজ্ঞানী আর নৌ-সদস্যরাও বাঁধা পড়ল সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধবের আলিঙ্গনে। ভিড় থেকে দূরে, একাকী দাঁড়িয়ে রইল একা রানা।

খানিক পরে ইউনিফর্ম পরা একজন মানুষ এগিয়ে এলেন ওর দিকে। স্যালিউট ঠুকে সম্মান দেখালেন। বললেন, 'মি. মাসুদ রানা, আমি ম্যাথিউ গরডন—পোলার সেন্টিনেলের ক্যাপ্টেন। নাইস টু মিট ইউ ফাইনালি।'

'দ্য প্লেজার ইজ মাইন,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আপনার হাসিমুখ দেখে মনে হচ্ছে, মিশন সাকসেসফুল। থামাতে পেরেছেন হারমোনিক ওয়েভের প্রবাহ। কংগ্রাচুলেশন্স!'

'অভিনন্দনটা তো আসলে আপনার প্রাপ্য,' বললেন গরডন। 'আইডিয়া তো আপনিই দিয়েছেন!'

'কী যে বলেন না!' বিব্রত হলো রানা। 'আইডিয়া যে-কেউ দিতে পারে। কিন্তু সেটাকে কাজে পরিণত করাই আসল কৃতিত্ব।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
আমার মনে হয় না খুব সহজ ছিল কাজটা।'

'ক্যালকুলেটেড লোকেশনের আধ-মাইল দূর থেকে অ্যাকটিভেট করতে হয়েছে সোনার,' বললেন গরডন। 'কপাল ভাল, ওতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। হারমোনিক ওয়েভের যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিক্ষয় করতে পেরেছি আমরা।'

'সব আপনার কৃতিত্ব, মি. রানা,' ভিড় থেকে বেরিয়ে এসেছে শ্যারন। অন্যেরাও ঘুরল। 'আমাদের সবার জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি... বাঁচিয়েছেন পৃথিবীটাকেও। এর প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয় কারও পক্ষে। আমরা সবাই কৃতজ্ঞ।'

'তা হলে একটা অনুরোধ করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নিশ্চয়ই! এনিথিং! আপনার যে-কোনও অনুরোধ রক্ষা করব আমরা। কী বলেন, ক্যাপ্টেন?'

'অবশ্যই!' সুর মেলালেন গরডন।

'আমি জানি, এখানে যা কিছু ঘটে গেছে, তা প্রকাশ করবেন আপনারা—স্বেচ্ছায়, কিংবা পেশাগত বাধ্যবাধকতার কারণে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'আমার অনুরোধ, একটা ব্যাপার শুধু উহ্য রাখুন আপনারা... ওই ছেলেটার কথা।'

সাকির দিকে ঘুরে গেল সবক'টা চোখ। অ্যাবির কোলে বসে আছে ও। অ্যাবিও পরম মমতায় জড়িয়ে রেখেছে ওকে। ইতিমধ্যে ছেলেটার কাহিনি জানতে পেরেছে সবাই।

'এমন অনুরোধের কারণ জানতে পারি?' ইতস্তত করে প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন।

'সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন প্রয়োজন সাকির, পরীক্ষাগারের ইঁদুরের নয়,' বলল রানা। 'অ্যাবিরও প্রয়োজন একটি সন্তানের—ওর হারানো ছেলের অভাব পূরণ করবার


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

জন্য। আমাদের ছোট্ট একটা মিথ্যা সুখী করে তুলতে পারে ওদের দুজনকে। বলুন, ওতে কি খুব বড় কোনও অন্যায় হবে?'

চুপ হয়ে গেল সবাই।

কয়েক মুহূর্ত পর এক পা এগোলেন ড. মিকেলসেন। বললেন, 'মি. রানার কথায় যুক্তি আছে। আমি সমর্থন করছি ওঁকে।'

'আমিও,' বলল শ্যারন।

মৃদু গুঞ্জন তুলে এরপর একমত হলো জমায়েত প্রতিটি মানুষ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যাপ্টেন গরডন বললেন, 'আমি আর তা হলে কী বলব? এতজনের বিরুদ্ধে গিয়ে বিপদে পড়ব নাকি?' হাসলেন তিনি। 'মিস ম্যানিটক, আজ থেকে ওই ছেলে আপনার।'

জলে ভরে এল অ্যাবির দু'চোখ। জড়ানো গলায় বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা! থ্যাঙ্ক ইউ, ফ্রেণ্ড!!'

ওর গলা শুনে মুখ তুলল সাকি। ডাকল, 'মাম্মা!'

'হ্যাঁ, আমিই তোর মা,' ছেলেকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল অ্যাবি।


www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

# একত্রিশ

আর্কটিক মহাসাগরের তলদেশে, থমথমে নীরবতা এবং কালিগোলা আঁধারের মাঝে পড়ে আছে দোমড়ানো একটা প্রিজার্ভেশন ট্যাঙ্ক। কাঁচ ভেঙে গেছে, ভিতরে ঢুকে পড়েছে বরফশীতল পানি... আর তার মাঝে জমাট বাঁধা অবস্থায় রয়েছে একজন মানুষ। দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ, চেহারায় আতঙ্ক আর বেদনার ছাপ। এ স্রেফ বাইরের দৃশ্য নয়, মানুষটার মনের ভিতরেও খেলা করছে একই অনুভূতি।

কেউ শুনতে পাচ্ছে না গ্যারি ম্যাসনের নিঃশব্দ চিৎকার।

কাজ করেছে ড. ইগোর নিকোলায়েভের ক্রায়ো-প্রোটেক্টিভ সেরাম, বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে। কিন্তু এর সঙ্গে এমন একটা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, যার কথা সে ভাবতেই পারেনি। অসহ্য, ভয়াবহ, তীব্র আতঙ্ককর একটা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া! ড. নিকোলায়েভের জার্নালে স্লিপ-মেডিসিন সংক্রান্ত বেশ কিছু এন্ট্রি ছিল, সেগুলো পড়ে দেখেনি ম্যাসন, তাই জানত না এই পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। জানত না, গ্রেগুলের হরমোন মানুষকে জমিয়ে ফেলতে পারে বটে, কিন্তু তাতে হরণ হয় না চেতনা। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীগুলোর জন্য ওটা একটা ডিফেন্স মেকানিজম—জমাট অবস্থাতেও বাইরের বিপদ টের পাবার একটা প্রাকৃতিক উপায়। এর সঙ্গে ওরা অভ্যস্ত, কিন্তু মানুষ অভ্যস্ত নয়।



www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf
তাই জমানোর আগে ওষুধের সাহায্যে ঘুম পাড়াতে হয় সাবজেক্টকে।

অতি গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য জানা ছিল না ম্যাসনের, জাগ্রত অবস্থাতেই নিজেকে ইনজেক্ট করে বসেছে সে। চিরকালের জন্য জমে গেছে দেহটা—সজাগ ও সচেতন অবস্থাতে। নড়বার ক্ষমতা আর নেই, শুধু নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে অন্ধকারে। ঘুম নেই, ক্লান্তি নেই, নেই কোনও বৈচিত্র্য। পাগল হতে বসেছে সে। ভিতরে ভিতরে অবিরাম চিৎকার করে চলেছে... কিন্তু মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না একটি শব্দও। চাইছে মরে যেতে... কিন্তু হায়, মৃত্যুও কপালে নেই তার।

এভাবেই থাকতে হবে তাকে।

জীবন্মৃত অবস্থায়।

অনন্তকাল!

(শেষ)

For Download More Bangla E-Books
Please Visit-
www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com